বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২॥০ টাকা মাত্র।)

গার্হস্থ্য সচিত্র মাসিক পত্র।

(Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

কাজেরলোক

৯ম বর্ষ,
৩য় সংখ্যা।

New Series,
March, 1915.

নূতন সংস্করণ।
মার্চ্চ, ১৯১৫।

Vol. IX.
No 3.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৯১৫ সালের সূচীপত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১৯১৫ সালের কেবল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের সূচীপত্র দেওয়া হইল। ইহা ভিন্ন বহু বিষয় ইহাতে অবশ্য পাঠ্য আছে, পাঠকগণ আগা গোড়া সমস্ত বিষয়ই পাঠ করেন ইহাই প্রার্থনা।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

Notes.

প্রুফ সংশোধনের ত্রুটীতে অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি এবং ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকিলে নিজ মহত্বের গুণে সংশোধন করিয়া এই স্থানে নোট করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য এই মাস হইতে আর লইব না

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৷৹ টাকা মাত্র।) গার্হস্থ্য সচিত্র মাসিক পত্র। (Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN
কাজের লোক

৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। | New Series, March, 1915. | নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ, ১৯১৫। | Vol. IX. No 3.

কাজের লোক আফিস, ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

"কাজের লোকে"র

বিজ্ঞাপনের হার।

অন্ততঃ তিন মাসের কম কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

কভারিং ১ম পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক (front page)	৮
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	৮৲
৪র্থ অর্থাৎ মলাটের শেষ পৃষ্ঠা	১০৲
সাধারণ পৃষ্ঠা	৬৲
প্রতি কলম	২।৹
প্রতি ইঞ্চি	।৹

আকারে "কাজের লোক" অন্য মাসিক পত্রিকার প্রায় দ্বিগুণ।

ইহার কমে লইলে আমাদের খরচে পোষায় না, আমরা লই না,—তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। ছাপা বেশী হয়, নিজের স্বার্থের জন্য আমাদের কাগজ বেশী ছাপা আবশ্যক। খরচ না পোষাইলে পরের বিজ্ঞাপন ছাপিয়া কোন লাভ নাই।

১৯১৫ সালের সূচীপত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—১৯১৫ সালের কেবল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের সূচীপত্র দেওয়া হইল। ইহা ভিন্ন বহু বিষয় ইহাতে অবশ্য পাঠ্য আছে, পাঠকগণ আগা গোড়া সমস্ত বিষয়ই পাঠ করেন ইহাই প্রার্থনা।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

Notes.

প্রুফ সংশোধনের ত্রুটীতে অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি এবং ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকিলে নিজ মহত্ত্বের গুণে সংশোধন করিয়া এই স্থানে নোট করিয়া লইবেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৹ টাকা।　　Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা। New Series. JANUARY 1915. নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯১৫। Vol. IX. No. 1.

ভগবানের অপার করুণার গুণে "কাজের লোক" নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। সেইজন্য আজ আমরা সহযোগী, পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাগণকে সাহ্লাদে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া পুনশ্চ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি; আপনাদের আশীর্ব্বাদ শীরোধার্য্য করিয়া এবং আপনাদের উৎসাহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যেন কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের আশা, যাঁহারা আজ ৮ বৎসর কাল অনুগ্রহ-কণা বিতরণে "কাজের লোক"কে লালনপালন করিয়া আসিয়াছেন সেই গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পৃষ্ঠপোষকগণের করুণা হইতে বঞ্চিত হইব না।

যাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যক, তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত করিলে আমরা প্রাণপণে তাহা জানাইতে চেষ্টা করি এবং উৎসাহিতও হইয়া থাকি। ৮ বৎসরের কাগজ পাঠে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন "কাজের লোকে"র উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্য পক্ষে এক জনকেও অগ্রসর হইতে দেখিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না; সুখের কথায় অনেকেই "কাজের লোকে"র প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিতেছেন আজ আর একবার বলি, দেশের বহু বেকার পর প্রত্যাশীকে নানা প্রকার উপার্জ্জনের পন্থা প্রদর্শন করিয়া কর্ম্মপথে পরিচালন করাই "কাজের লোকের" মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের প্রিয় পাঠকগণ সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুণ ইহাই ভিক্ষা, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইল।

আমাদের দেশ বড় দীন, একের উপার্জ্জনে দশজনে বসিয়া খাওয়া আর উচিত নয় ইহাতে দেশের দীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিজের দেশের অসচ্ছন্দতা দূরীকরণে প্রকৃতই আমাদের ক্ষমতা নাই, আমরা বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি আমরা অপরের সভ্যতা অপরের চাল চলন অনুকরন করিতে যাইয়া ব্যয়বাহুল্য করিয়া বসিয়াছি; আমাদের আসমুদ্র অভাব, আমাদের ক্ষমতার, অতিরিক্ত ব্যয় করিতেছি, এ অভ্যাস আর সহজে ঘুরাইতে প্রকৃতই আমরা অক্ষম; কিন্তু সংসারের দশজনে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা করিলে আমরা আমাদের আয় বৃদ্ধি করিয়া অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

সদা অভাবী লোকে কখনও অপরের অভাব পূর্ণ করিতে অগ্রসর হয় না কারণ তাহার ছাতিতে পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য করিতে সাহসই আসিতে পারে না, এই জন্য আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশূন্য। দেশের ও গ্রামের উন্নতি এবং হিত কামনার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগেও পরাঙ্মুখ হই; কিন্তু যদি আজ আমরা ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং শিল্পে আত্ম-নিয়োগ করিয়া পার্শি, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতিগণের ন্যায় ধনশালী হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কত মহৎ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া দেশের ও দশের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারিতাম কিন্তু আমরা উপার্জ্জনের উৎকৃষ্ট পন্থা শিল্প, বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শণ করিয়া ক্ষুদ্র বেঁতনের উপর বিলাসিতার অসহ্য ব্যয়ভার বসাইয়া দারিদ্রের করাল গ্রাসে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছি। এই ধ্বংশ হইতে রক্ষা হইবার একমাত্র উপায়, এদেশে শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা। ইহা আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টও বুঝিয়াছেন—সেই জন্য চারিদিকে আজ ভারতের নষ্ট শিল্প উদ্ধারের আয়োজন হইতেছে, এদেশের অগণ্য অধিবাসীকে পুনরায় শিল্পে প্রবৃত্ত না করিতে পারিলে এদেশে অদূর ভবিষ্যতে মহা প্রলয়ের সূচনা হইবে। এই শিল্পে প্রবৃত্ত করিয়া দেশের ছেলেকে কর্ম্মী করিবার উদ্দেশ্যেই আজ ৮ বৎসর পূর্ব্বে "কাজের লোকে"র জন্ম হইয়াছিল আজও সেই অতি বড় উদ্দেশ্যকে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবিত আছে। আশা—বড় আশা—যদি কখন কেহ "কাজের লোকে"র আদর করে। কাজের লোকত সাহিত্যের কাগজ নয়; পদ্য, কবিতা, রং ঢং শূন্য কাগজ,যাহারা সহায় সম্পত্তি হীন,অভাবী "কাজের লোক" তাঁহাদেরই আদর এবং সহায়তার আশা বক্ষে লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। দেশের ধনী, বড়লোকের বিশাল অট্টালিকার মধ্যে, সুখ সম্পদের উচ্চ কল্লোলিত বৈঠকখানায় সাজসজ্জাহীন "কাজের লোক" প্রবেশের আশা কখনও রাখে নাই; কিন্তু আহ্লাদের সংবাদ এত দীন হইলেও অনেক রাজ সংসারেও "কাজের লোক" আদৃত হইতেছে। বহু জমীদার দশ খানারও অধিক সংখ্যক কাগজ গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। এই সৌভাগ্যের আশাতেই আমরা জীবিত ছিলাম এবং এই সৌভাগ্য লাভেই আমরা আশাতীত ধন্য হইয়াছি সন্দেহ নাই। উপসংহারে আমাদের একটী প্রার্থনা গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহার যতটুকু সাধ্য প্রত্যেকে তাঁহার পরিচিত অন্ততঃ একটী বন্ধুকেও কাজের লোকের গ্রাহক হইতে প্রণোদিত করিয়া যেন উৎসাহিত করেন এরূপ অনুরোধ বাস্তবিকই আমাদের আবদার; কিন্তু আট বৎসর এত পরিচিত হইয়া এত অনুগ্রহ স্নেহ আদর পাইয়া আমরা যে এ আবদার করিতে পারি, ইহা স্বাভাবিক এবং আশাও রাখি নিশ্চয়ই এ আবদার উপেক্ষিত হইবে না। আরও কথা গ্রাহকগণ আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

আপনাদের চিরানুগত
সম্পাদক।

আমাদের দেশের ব্যবসার বুদ্ধি।

স্বর্ণ-প্রসূতা ভারতের কাঁচা মাল হইতে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া এ দেশেই পুনরায় আমদানী হইয়া থাকে এবং সেই সকল দ্রব্য আমরা দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকি, ইহাই আমাদের দেশের চিরপদ্ধতি হইয়া আসিতেছে। এদেশের লোকের যে মূল ধনের অভাব অথবা এদেশের ধনীগণের যে অর্থাভাব তাহা কেমন করিয়া বুঝিব, হুজুক আমোদ প্রমোদে অজস্র ব্যয়ের ত্রুটী নাই। অসংখ্য মটর গাড়ী, ঘোড়া বিলাস বিভ্রমে থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতিতে বাঙ্গালীর অর্থ ব্যয় দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয় বড় বড় লোকের দানই বা কম কি; কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে মূলধন খাটাইতে সাহসের অভাবই এদেশের গলদ এই গলদেই এদেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অন্য জাতি অর্থের জন্য হুজুকের ফাঁদ পাতে আর আমরা সেই ফাঁদে অনায়াসে পদার্পণ করিয়া আমোদ উপভোগ করি, ইহাই সমগ্র জগত দেখিয়া আসিতেছে। আমরা কর্ম্মী জাতি নহি কখন কর্ম্মী হইতে স্বপ্নেও ভাবি না। একটা রহস্য দেখাইতেছি।

সিংহল এবং কোচিন প্রভৃতি স্থান হইতে এবং মান্দ্রাজের উপকূল হইতে নারিকেলের শুষ্ক শাঁস জর্ম্মানীতে রপ্তানি হইত এখন জর্ম্মানের সহিত আমাদের রাজার যুদ্ধ বাধিয়া আর নারকেলের শাঁস রপ্তানি হইতে পারিতেছে না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে কেবল বেলজীয়ম এবং জর্ম্মানীতে ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকার নারকেলের শাঁস ১৩১৩।১৩১৪ সালেই রপ্তানী হইয়া ছিল, শেষোক্ত রাজ্যে মাল রপ্তানী হইলে অন্ততঃ পনের আনা মাল শুদ্ধ জর্ম্মানীই লইয়া ছিলেন। জর্ম্মানগণ এই সকল শাঁস পেষন করিয়া তৈল বাহির করিয়া এ যাবৎ প্রচুর লাভ করিয়া আসিতে-ছিলেন। এই তৈলের অধিকাংশই বিক্রয় হইত বিলাতে। গত বৎসর মাল ইংলণ্ডেই ২ কোটী ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার নারকেল তৈল বিক্রয় হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্য এখন এই ব্যবসায় জার্ম্মানীর হাত ছাড়া হইয়াছে। এখন টেমস নদীর ধারে নারকেল তেলের কল বসিবার আয়োজন হইতেছে; কিন্তু

আমাদের দেশের মহাজনগণ কেবল এ যাবৎ কাঁচা মালই সরবরাহ করিয়া আনিতেছেন তেলের কল করিয়া কাঁচা মাল হইতে পাকা মাল করিবার প্রয়াসী হয়েন নাই নারকেল তৈল এদেশে একেবারেই উৎপন্ন হয় না তাহা নহে, তবে উপরোক্ত রপ্তানীর তুলনায় কিছুই নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের নারকেলের শুষ্ক শাঁস হইতে এ দেশে তৈল প্রস্তুত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে বহু অর্থ এ দেশে আসিয়া যায়, মালও সুলভে জন্মে এবং অসংখ্য দীন দুঃখী শ্রমজীবির অন্ন সংস্থান হয়।

নারকেলের খইল নারকেলের মালা, ছোবড়া, দড়া দড়া কত জিনিস নারকেল গাছ হইতে জন্মে, আমরা বহুবার "কাজের লোকে" তাহা দেখাইয়াছি।

আমরা এ দেশজাত বহু দ্রব্যেরই সদ্ব্যবহার করিতে জানি না, আর কত দেখাইব জর্ম্মানীর পরিত্যক্ত বহু দ্রব্য হইতেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হয়। ইহারা করাত গুঁড়া হইতে রুটী করে, ছেড়া কাগজ হইতে বাসন করে, রেলের চাকা পর্য্যন্ত করে, ব্যবহার জানে বলিয়া কোন দ্রব্যই ইহাদের নিকট অকাজের নয়, আমরা শিল্প বিজ্ঞানের কোন চর্চ্চাই রাখি না, দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি বাঙ্গালায় পল্লীগ্রামে প্রচুর বাঁস জন্মে, তাহারা নিজেদের ব্যবহারোপযোগী ২।১০টা মাত্র কাটিয়া গৃহাদি ছাদন করে, বাকী বাঁস শুষ্ক হইয়া উনান পূজার উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়।

পল্লীবাসীগণ আজকাল সর্ব্বত্রেই কয়লা ব্যবহার করিতেছেন। শুষ্ক বাঁসের দ্বারা ইন্ধন কার্য্য সমাধারে কোন আবশ্যকই হয় না। কিন্তু তাহারা দেশের ডোমগণের দ্বারা ঝুড়ি, ডালা কুলো প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত কিন্তু এ কথা পল্লীবাসী ভাবিতে জানেনা, দেশের ডোম সকল কাজের অভাবে ব্যবসায় ছাড়িয়া মজুরে পরিণত হইতেছে। এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র কাজেই যখন আমাদের উৎসাহ নাই, তখন সে দেশবাসীকে তেলের কল বসাইতে বলা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা মধ্যে গণ্য করিলে অত্যুক্তি হয় না। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে শিল্পোন্নতির জন্য আহ্বান করেন এবং সংবাদপত্র গুস্তে এ সকল কথা আলোচিতও হয় বটে কিন্তু আমাদের যে একেবারেই দফা রফা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার প্রতিকারের উপায় কৈ? নচেৎ এদেশের লোকেরা না জানিত কি? যখন সেকালে লোকে বিদেশী আমদানী দ্রব্য পাইত না, তখন আমাদের দেশের লোকে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, তৈল প্রভৃতি সমস্তই ব্যবহার করিয়াছিল। বিদেশী যন্ত্রের প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পারিয়াই ক্রমে ক্রমে লোকে ব্যবসায়, শিল্প, কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দাসত্বে আত্মোৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সভ্যতার হিড়িকে বিলাসের তুফানে এদেশের লোকে সমস্তই হারাইয়া মৃতপ্রায়, কোনরূপে অস্তিত্ব মাত্র লইয়া আছে। উদ্যোগ নাই, আয়োজন নাই, আয়াসের মদিরায় বিভোর। এদেশ কি আবার নষ্ট শিল্পের উদ্ধারের জন্য জাগরিত হইবে? কল্পনাতেও আসা যায় না। তবে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সমরান্তে যদি আমূল বর্ত্তমান শিক্ষানীতি পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষায় উৎসাহ দান করেন তাহা হইলে বহু শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে। এদেশের অভাব এদেশের দ্বারাই মোচন হইতে পারে। কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার হইলে ভারতে উচ্চ মূল্যের কল কারখানা না হইলেও এদেশের অনেক অভাব পূরণ হইতে পারে, কেননা ভারতের লোক সংখ্যা এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় মজুরীও কম। যখন এদেশে বিদেশীর ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল না তখন হাতে হেতেরে কাজ করিয়াই এদেশের অভাব মোচন হইত। কিন্তু এদেশের শিল্পোন্নতি করিতে এখন যেমন গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী তেমনি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির এবং প্রত্যেক তালুকদার, জমীদার প্রভৃতিরও প্রজাদিগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক নচেৎ কোন কার্য্যই হইবে না হইতে পারেও না। রাজা ও প্রজায় সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কোন দেশের ভাল হয় না। আমরা আশা করি এদেশের লোকে এই সুযোগ উপেক্ষা করিবেন না।

England of Dye-matred.

CONDITION of DYING BUSINESS in ENGLAND.

—:o:—

রঞ্জনশিল্পে ইংলণ্ড।

—:o:—

বর্ত্তমান মহাসমর উপলক্ষে বিলাতে রঙের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে।

রেশম, পশম ও অনেক স্থলে তুলার সুতাও রঙ করিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করা হয়; ইমারত ও নানাপ্রকার গাড়ীর জন্য এবং চর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রব্যের জন্যও বহুল পরিমাণে রঙের প্রয়োজন হয়। অনেকের ধারণা যখন এক পয়সার রঙে একখানা দশ হাত বস্ত্র ছোবান যায় তখন রঙের খরচাই বা কত? পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন এক ইংলণ্ড দেশে প্রতিবৎসর তিন কোটি টাকার রং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় জন্য খরচ হয়। সম্প্রতি বিলাতের ম্যানচেষ্টার নগরে তন্তুবায় সমিতির সভার বিচারপতি লর্ড মোল্টন বলিয়াছেন যে, এই তিন কোটি

টাকা মূল্যের রঙের দশ ভাগের এক ভাগও খাস ইংলণ্ড দেশে প্রস্তুত হয় না। যাবতীয় রঙের দ্রব্য জার্ম্মণীতে প্রস্তুত হয়। এখন ত আর জার্ম্মণী হইতে রঙ আমদানী হইবার সম্ভাবনা নাই কাজেই রঙ অভাবে সুতা-নির্ম্মিতা প্রভৃতিদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য এই কারণে ইংরাজ কারিকরগণ বসিয়া নাই। ইংরাজ রসায়ন-বিদ্‌গণ কর্ম্মবীরের ন্যায় প্রভূত উৎসাহে জার্ম্মাণদিগের ন্যায় সুলভে রঙ প্রস্তুত করিবার বিবিধ উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত আছেন। অচিরে তাঁহাদিগের উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে সাফল্য লাভ ঘটিবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হইয়া অর্থানুকূল্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বিলাতের বড় ধনীরা মিলিয়া রঙ প্রস্তুত করণ তৎসম্পর্কীয় ব্যবসায়ের যাহাতে অতি শীঘ্র উন্নতি ঘটে, তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন কারণ লর্ড মোণ্টন বলেন যদি এই মহাহবের আশু নির্ব্বাণ হয় তাহা হইলেও ইংরাজ কার-খানাওয়ালাদিগের সমূহ ভীতির কারণ রহিয়াছে। অন্ত শান্তি স্থাপিত হইলেও কে বলিতে পারে কাল যদি রংওয়ালারা ধর্ম্মঘট করিয়া ইংলণ্ডকে রঙ বিক্রয় না করে তখন কি উপায় হইবে? একবার যখন এই অভাব ইংরাজ বণিকদিগের হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে, তখন আর কিছুতেই রঙের জন্য পরমুখা-পেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই; যতই অর্থব্যয় হউক না কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মবীর ইংরাজ আর পরের হাতে এত বড় প্রয়োজনীয় সাম-গ্রীর রাখিতে দিবেন না। ইহা স্থির নিশ্চয়। একেই বলে স্বদেশী। এই ঘটনা হইতে বাক্য-বীর বঙ্গবাসীগণের ভাবিবার শিখিবার অনেক কথা আছে।

Calcutta Port.

Its Income Expendition.

কলিকাতা বন্দরের আয়-ব্যয়।

—:*:—

কলিকাতার ইংরাজ-বণিক-সমিতির সহিত পোর্টকমিশনারদিগের যে পত্র ব্যবহার হই-য়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইউ-রোপীয় যুদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতার বন্দরের আয় এ বৎসর প্রায় বিংশতি লক্ষ মুদ্রা কম হইবে। কিন্তু বন্দরের খরচ যে তদনুপাতে বিশেষ কম হইবে এইরূপ আশা পোর্টকমি-শনারদিগের নাই। এক্ষেত্রে ব্যয় সংকুলান হয় কিরূপে? এই কথা লইয়া আন্দোলন চলি-তেছে। বার্ষিক আয় কম হইলে খরচ সংকুলান করিবার জন্য পোর্টকমিশনারদিগের মজুত খাতে প্রায় দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রা জমা আছে। কিন্তু বন্দরের উন্নতি উপলক্ষে নূতন ইমারত ও জেটি প্রভৃতি প্রস্তুত করনার্থে যে সকল কার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে সে গুলির সুচারু পরিসমাপ্তি পক্ষে পাছে বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পোর্ট কমিশনরেরা উক্ত মজুত খাত হইতে বর্ত্তমান বর্ষের কমৃতি আয়ের জন্য টাকা লইতে চাহেন না। পরন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নূতন শুল্ক বসাইয়া কমতি টাকা উশুল করিবার কল্পনা হইতেছে। অবশ্য যখন নূতন শুল্ক বসাইবার ধূয়া একবার উঠি-য়াছে তখন উহা কার্য্যে পরিণত হইবেই; কিন্তু এ স্থলে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে সর্ব্বনাশকর ইউরোপীয় যুদ্ধের নিমিত্ত বহুবিধ বিদেশানীত দ্রব্যের মূল্য ইতিমধ্যেই কলি-কাতার বাজারে বৃদ্ধি হইয়া লোকের পক্ষে কষ্ট কর হইয়াছে; তাহার উপর আবার যদি পোর্টকমিশনরেরা বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে লোকের কষ্ট বাড়িবে না কমিবে? যুদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতার বিদেশজাত দ্রব্যের আমদানী ও পাট তুলা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের এ দেশ হইতে রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে এবং যতদিন না সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া বিধ্বস্ত ইউরোপীয় নগর সকলের জীর্ণ সংস্কার হয় ও তত্রত্য কলকার-খানা সকলের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত কলিকাতা বন্দরের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার আশা করা যায় না। অতএব যে সকল নূতন গুদাম ও জেটী প্রভৃতির নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছিল এবং যে গুলির নির্ম্মাণ কার্য্য অচিরে আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা ছিল সে সকল কার্য্য না হয় কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া নূতন শুল্ক স্থাপনরূপ মহাভীতি হইতে প্রত্যক্ষে স্বল্প মূলধনবিশিষ্ট ব্যবসায়ী গণকে ও পরোক্ষে এতদ্দেশীয় দরিদ্র প্রজা-কুলকে অব্যাহতি দিলে কি ভাল হয় না?

Agriculture Notes.

কৃষিতথ্য।

—:•:—

কার্পাস।—এ বৎসর ৩৩৮২১ বেল ১, ৬৯, ১০৫ মন তুলা জন্মিয়াছে; গত বৎসর ২৩০০০ বেলা (১১৫,০০০ মণ) জন্মিয়াছিল বাঙ্গালার মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য খণ্ড এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কার্পাস জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য খণ্ডেই উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়।

চাউল।—ভারতে প্রতিবৎসর প্রায় ছিয়াত্তর কোটী টাকার চাউল উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য ২৮৫ কোটি টাকা। ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের বার্ষিক মূল্য আনুমান ৫২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ব্রহ্মের চাউল।—ব্রহ্মদেশে এবার ১৬টী জেলাতেই প্রায় ৩৭০০০০ বিঘা জমিতে কম ধানের আবাদ হইয়াছে। উপর ব্রহ্মদেশের ৬টী জেলায় ১২৯১২০০ একর জমিতে ধানের চাষ কম হইয়াছে। নিম্ন ব্রহ্ম হইতে উপর ব্রহ্মে আবাদের অবস্থা ভাল। মোটের উপর প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বিঘা জমির ধান বন্যায় নষ্ট হইয়াছে। মোঠামুটী হিসাব করা গিয়াছে যে, ব্রহ্মদেশে সোয়া ষোল কোটী মণ চাউল পাওয়া যাইবে।

আলুর চাষ।—বাঙ্গালায় আলুর চাষের বৃদ্ধির নিমিত্ত কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। আলুর চাষের প্রয়োজনীয়তা প্রদিপাদন করিবার জন্ত তাঁহারা গত বৎসর ৫৫৫ খণ্ড ভূমিতে আলুর চাষ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রঙ্গপুরে বিঘা প্রতি প্রায় ১১৯ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল।

কৃষি-শিক্ষা।—গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বিভাগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মন্তব্য পাঠে জানা যায়, গতবর্ষে আঠার জন বাঙ্গালী ছাত্র বিহার প্রদেশান্তর্গত সাবোর কৃষিকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে এগার জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ সকলেই চাকরি পাইয়াছেন। গবরমেণ্ট আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—বাঙ্গালায় একটা স্বতন্ত্র কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত হউক এইরূপ প্রস্তাব প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু শুধু কলেজ স্থাপন করিলেত চলিবে না —পড়িবে কে? আজকাল যে কয়জন বাঙ্গালী ছাত্র সাবোর কলেজে পড়িতে যান; তাঁহারা পড়েন, কেবল সরকারী চাকরীর আশায়,—চাকরীর প্রলোভন না থাকিলে ছাত্র জুটিত কিনা সন্দেহ। সরকারী মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের দুইটী কথা মনে পড়ে। প্রথমতঃ আমাদের অযথা চাকরপ্রিয়তার কথা, দ্বিতীয়ত কলেজী শিক্ষার অসম্পূর্ণতার কথা। চাকরিপ্রিয় বাঙ্গালীর স্বাবলম্বন স্পৃহা বুঝি লোপ পাইয়াছে—বুঝি বা এ জাতি আর নিজের পায়ে ভর দিয়া দাড়াইতে পারিবে না! আর এক কথা—আজকাল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে স্বাবলম্বনের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক, যাহা থাকে তাহাও যে তিরোহিত হয়। আমরা অনেক কলেজীবিদ্যায় গরীয়ান্ ডিপ্লোমাধারী "বাবু চাষাকে" দেখিয়াছি যাঁহারা বড় বড় বক্তৃতা দিতে—প্রবন্ধ লিখিতে খুব মজবুত, কিন্তু নব জাত ধানের চারা আর ঝাড়া, গড়গড়া প্রভৃতি আগাছার চারা বাছিয়া ফেলিতে অপারক; তাঁহারা দুদণ্ড রৌদ্রে দাঁড়াইলে গলদ্‌ঘর্ম্মদেহে হাঁপাইয়া উঠেন, কাজেই আওতায় বসিয়া কলম পেশা ব্যতীত তাঁহাদের উপায়ন্তর থাকে না। এদোষ বাঙ্গালী ছাত্রেরও বটে—সরকারী ব্যবস্থারও বটে, কৃষি কলেজের পাশকরা ছাত্র ডেপুটীগিরিতে বাহাল হন, তাঁহার উদ্ভিজ্জজ্ঞান পিনালকোর্ডের ধারায় পড়িয়া মুসড়াইয়া যায়। আবার কৃষিবিভাগের কর্ত্তা যিনি তিনি একজন সিবিলিয়ান—তাঁহাকেও দায়ে ঠেকিয়া অধস্তন কর্ম্মচারিগণের নিকট কৃষিবিদ্যায় দাগা বুলাইতে হয়। আমাদের অনুরোধ, সরকার এদেশের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, এ কুমুদ কহ্লারের দেশে বিলাতী 'ক্রোটন' 'ডেজি' আমদানী করিলে তাহা পুষ্প পল্লবে শোভিত হইবে না, বরং শুকাইয়া যাইবে।

রেশম-বিভাগ।—বাঙ্গালার রেশমশিল্পের অভ্যুত্থানকল্পে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের অধীনে একটী শাখাবিভাগ আছে, তাহার নাম রেশম-বিভাগ। এই শাখাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রায় বিশ বৎসর, কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের উপকার যে কতটুকু হইয়াছে, তাহা আজও বুঝা যায় নাই। শুনা যায়, এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বীজগুলি হইতে রোগ শূন্য রেশম কীটের বীজ বিক্রয় হয় এবং তাহাতেই এদেশের রেশমের চাষ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। কাগজে কলমে যাহাই প্রকাশিত হউক, আমরা ত দেখিতে পাই, গত দশ বৎসরের মধ্যে বেঙ্গল শিল্ক কোম্পানী, লুইপেন কোম্পানি প্রভৃতি বড় বড় বিলাতী সওদাগরেরা রেশম গুটীর অভাবে এদেশ হইতে কারবার গুটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন আর বাঙ্গালায় কুঠিয়াল সাহেবদের বড় বড় শিল্ক ফ্যাক্টরি নাই। আর সে দশ হাজার বিশ হাজার টাকার রেশমগুটীক্রেতা শত শত পাইকার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায় না। কর্তৃপক্ষ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, দেশীয় রেশম কীট পালন করিলেই বৈদেশিক রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় চলিতে পারিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে প্রয়াস বিফল প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাই এদেশের জল হাওয়ায় বিলাতী রেশমকীট প্রতিপালিত হইতে পারে কিনা অথবা দেশীয় কীটের সহিত বিলাতী কীটের সংজননে কোন নূতন জাতীয় যৌনকীট সৃষ্টি সম্ভব কি না তাহারই পরীক্ষা অধুনা বহরমপুরে চলিতেছে। এদিকে কিন্তু মূল রেশম ব্যবসায়ের দুর্দ্দশা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উক্ত বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাঙ্গালার রেশমের খরিদদার খুঁজিবার জন্য নাগপুরে, বোম্বায়ে, যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্চনদে ছুটাছুটি করিতেছেন। কর্তৃপক্ষ কি এ ক্ষেত্রে অর্থনীতির মূলসূত্র টান ও

যোগানের (Demand and supply) সিদ্ধান্তটী বিস্মৃত হইয়াছেন? ব্যবসায়ে রস থাকিলে খরিদদার আপনি আসে—সাধিয়া জুটাইতে হয় না। একদিন না এই বাঙ্গালায় রেশম বিলাতী বণিকেরা সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আসিয়া সোণার বিনিময়ে ক্রয় করিতেন। এবার বহরমপুরের সরকারী নার্শারিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাত্র একজন ছাত্র সরকারী সাহায্যে আদর্শ নার্শারি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া লাটের মন্তব্যে যাহারা পড়িয়াছে, কিন্তু গত বিশ বৎসর ধরিয়া ত বহু ছাত্র রাজসাহী রেশম বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছে, ও সরকারী সাহার্য্য পাইয়াছে, কিন্তু কয়জন ছাত্র এ পর্য্যন্ত নার্শারি খুলিয়াছেন এবং কয়জনই বা নার্থারি চালাইয়া লাভবান হইয়াছেন?

বং

Notes of Interest.
আবশ্যকীয় তথ্যাবলী।

—ঃ০ঃ—

টাঙ্গাইল হইতে জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ জানাইয়াছেন—"আগামী ২৩শে ২৬শে, ২৭,শে ও ২৮শে মার্চ্চ এই চারি তারিখে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ দিন এবং ৩১শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে যুদ্ধ শেষ নিশ্চয় হইবে।" জ্যোতির্ব্বিদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

যুদ্ধ ও অর্থের শ্রাদ্ধ।

—ঃ০ঃ—

"ভরওয়াটস" নামক জর্ম্মণ সংবাদপত্র সতর্কতার সহিত হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধে যুধ্যমান জাতিনিচয়ের প্রত্যহ সাড়ে তের কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে। এই যুদ্ধের ফলে কৃষিশিল্পাদি ব্যবসায় বন্ধ হওয়ায় এযাবৎ চারিহাজার পাঁচ শত কোটী টাকারও অধিক লোকসান হইয়াছে।

প্রবাসী ভারতবাসী।—রিপোর্টে প্রকাশ, —জামেকাদ্বীপে ষোল হাজার ভারতবাসী স্বাধীন ভাবে প্রবাসী হইয়াছে। ইহাদের প্রায় অর্দ্ধ সংখ্যক কৃষি ও শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর যাহাদের অবস্থা খুব ভাল, তাহাদের দখলে ত্রিশ হাজার বিঘা জমি আছে,—গবাদি পশুও সুবিস্তর। রিপোর্টের কথা,—জামেকার ভুমিসংগ্রহের আরও সুবিধা ঘটিলে তথায় ভারতবাসীর ক্রমে বাড়িতে পারে।

ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার।—ডিউক অব সাদারল্যাণ্ড বৃটীশযুক্ত রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ভুস্বামী। ইহার জমির পরিমাণ ৭৩৯২০০০ একর।

মিনিটে ৭॥০ হাজার টাকা উপার্জ্জন।—ম্যাডাম এমি ডেষ্টিন (প্রিমাডোনা) সম্প্রতি একটি বায়স্কোপ কোম্পানীর সিংহের পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়া পশুরাজকে ৫ মিমিটের জন্য তাঁহার কোকিল কণ্ঠ নিসৃত সঙ্গীত সুধা পান করাইয়া ২৫০০০ পাউণ্ড দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকারী ঋণ।—সম্প্রতি আমেরিকার একখানি সরকারি কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশুদ্ধ ৮,৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ এক হাজারে দুইশত ষাট কোটী টাকায় ঋণ আছে। গত দশ বৎসর হইতে এই ঋণ শতকরা ২০ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিগত ৪০ বৎসরের পরে ইহা এখন ডবল দাঁড়াইয়াছে। এই ঋণের পরিমাণে দেশ গুলির পর্য্যায় ক্রমে নাম যথা—ফ্রেন্স, রুষিয়া, গ্রেট বৃটেন, ইটালী স্পেন, ভারতবর্ষ, জাপান, জার্ম্মাণী এবং মার্কিন যুক্ত-রাজ্য।

অগ্নিদাহে আত্মহত্যা।—কলিকাতা সহরের ৩৭নং মিডল রোডের ফিল্ড নাম্নী এক ইউরোপীয়া মহিলা কেরসিন তেলে পরণের কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দিয়া পুড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, স্বামীর সহিত প্রায়ই তাহার বিবাদ হইত; স্বামী তাহার উপর দুর্ব্ব্যবহার করিত। এমন করিয়া পুড়িয়া মরা ইদানী এ অঞ্চলে এদেশীয় কুমারী যুবতী মহলেই চলিতেছিল—এখন আবার বিবি মহলেও এ রোগ ঢুকিল। সংক্রামকতার এমনি প্রভাব।

—ঃ০ঃ—

আকস্মিক দুর্ঘটনা।—মাদ্রাজ(বেল্লারির সংবাদে প্রকাশ,—বেল্লারির একজিকিউটির ইঞ্জিনীয়র ফরমবি সাহেব সস্ত্রীক এবং বন্ধু বান্ধব সঙ্গে রেণীগুণ্ট রেল ষ্টেশনের নিকট জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন—,একটা বড় পাখীকে গুলি করিয়াছিলেন,—গুলির শব্দ পাইয়া আর একটা পাখী উড়িয়া পলাইল;—সাহেব এই উড্ডীয়মান পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়াও গুলি ছুড়িলেন,—কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী যে নিহত পাখীটা আনিতে গিয়াছিলেন,—তাহা তিনি দেখেন নাই;—দৈবগত্যা এই দ্বিতীয় গুলি উড়ন্ত পাখীকে না লাগিয়া তাহার স্ত্রীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল;—ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিবির মৃত্যু হইয়াছে। শোচনীয় দুর্ঘটনা। অসহায় পক্ষীদের শাপের ফল।

পিতা ও পুত্র।—কলিকাতা নিউম্যান কোম্পানীর আফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত চুনিলাল দাস,—পুত্র সদয়হরিদাসের নামে যোড়াবাগান পুলীশ আদালতে নালিশ করিয়া বলিয়াছেন,—"একবার আবকারী মামলায়

আমার ছেলের দণ্ড হইয়াছিল ;—ইহার পর আমি ইহার স্বভাব সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু ফল হয় নাই, সে আরও মন্দ হইয়া গিয়াছে,—মদ,গুলি,কোকেন প্রভৃতি নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে, নানারূপে আমার উপর উৎপীড়ন করিতেছে ;—তাহার সহিত একত্র থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নহে।" এমন ছেলের পিতার কি শোচনীয় মনের অবস্থা !

টেলিগ্রাফের মাশুল।—সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ পাইয়াছে,—ইউরোপ এবং অন্যান্য স্থানের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য নাবিক ধাত্রিগণ অপর সৈন্য নাবিক এবং ধাত্রীগণকে এখন হইতে যে "সোশাল" সাপ্তাহিক টেলিগ্রাম করিবে,তাহা টেলিগ্রামের নির্দ্দিষ্ট হারের চতুর্থাংশ পরিমাণ ব্যয়েই প্রেরিত হইবে। আর্ম্মি এবং নেভি,—উভয় বিভাগস্থ সৈন্য প্রভৃতির উপরই সুবিধা বর্ত্তিবে। ঠিকানায় রেজিমেণ্ট প্রভৃতির নাম লিখিয়া দিতে হইবে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়মস্থ সৈন্য প্রভৃতিকে টেলিগ্রাম করিতে হইবে, তাহা মিশরে পাঠাইতে হইলে কায়রোয় ;—পূর্ব্ব আফ্রিকায় পাঠাইতে হইলে মোম্বাসায়, পারস্যোপসাগরে পাঠাইতে হইলে, বসরায়। এই ব্যয়-হ্রাসে অনেকেরই টেলিগ্রাম পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

ধনুক্, বাণ লাঠী ও তীর লইয়া যুদ্ধ।

শ্রীরামপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে ভয়ানক দস্যুতার বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানীয় যুবকেরা স্বেচ্ছারক্ষক স্বরূপ কার্য্য করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল। তাহাদের সে আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে—কিন্তু তাহাদিগকে বন্দুক দেওয়া হয় নাই। পুলিসের কর্ত্তা তাহাদিগের ধনুক বাণ ও লাঠী ও বর্শা দ্বারা ডাকাত দিগকে দমন করিতে বলিয়াছেন। আর ডাকাতে বন্দুক থাকিলে উপায় ?

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস।

এবার মান্দ্রাজ সহরে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস বা ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসমিতির বৈঠক বসিবে। সেই বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট অধ্যাপক ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক, ডাক্তার প্রফুল্ল রায় ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীকে মান্দ্রাজে প্রেরণ করিয়াছেন।

দেশালাইয়ের কারখানা।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এক দেশালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহাতে কার্য্যারম্ভ হইবে। পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া হইতে প্রচুর দেশালাই এদেশে আসিত, যুদ্ধের জন্য সে আমদানী এক্ষণে বন্ধ। জাপান একাকী কত দেশালাই যোগাইবে ? তাই ত্রিবাঙ্কুরে দেশালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ইহার ফলে যদি অন্ততঃ ত্রিবাঙ্কুরবাসী দিগেরও দেশালাইয়ের অভাব ঘুচে—তাহাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষ না হইতে হয়, তবেই ভাল ! নহিলে "আমরা যে তিমিরে—সে তিমিরে।"

তরকারির খোলায় অন্নের সংস্থান।

জর্ম্মণীতে এরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, এখন হইতে আর কেহ তরকারির খোলা প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে পারিবে না। ঘোড়ার আহারের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ খোলা কিনিয়া লইবেন।

বিনা বায়ুতে সবমেরিন জাহাজ।

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিঃ এডিসন একটী নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন তদ্দ্বারা বায়ু না লইয়া সবমেরিন জাহাজ এক মাস কাল জলমধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী।

গত শনিবার বেলা এগারটার সময় কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে ৬৬নং বাটীতে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী খোলা হয়। এতদুপলক্ষে সভা হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতীয় বৈদ্যসম্মিলনী সংক্রান্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন বৈদ্যরত্ন মহাশয় স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে কবিরাজ প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সভার মাহাত্ম্য সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সভা সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রকোষ্ঠে, অলিন্দায় আয়ুর্ব্বেদীয় বহু দুষ্প্রাপ্য ঔষধাদি, যন্ত্রাদি, ধাতব দ্রব্যাদি সংগৃহীত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। এসব সাধারণের দর্শন জন্য এখনও এমনই ভাবে আছে। এসব দেখিয়া বাস্তবিক প্রাণে আয়ুর্ব্বেদ গৌরবস্মৃতি জাগিয়া উঠে। উদ্যোগী কর্ত্তারা বাস্তবিকই ধন্যবাদার্হ। সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে অকপট চিত্তে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রণালীর গৌরব কীর্ত্তন করেন, পূর্ব্বে কবিরাজমণ্ডলী ইহার যেরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কথা তুলিয়া সভাপতি মহাশয় এ ভাবের কথার ও আভাস দিয়াছেন। সেদিন সভাপতি মহাশয় মুক্তকণ্ঠে আয়ুর্ব্বেদীক চিকিৎসাকে

বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া গুরুগম্ভীর ভাবে ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তিনি যে দিন প্রদর্শনী খুলিয়া দেন, সেদিন প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ অভ্যাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিমাত্রেরই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর বয়স।—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাসের প্রথম দিনে ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে পরীক্ষা দিতে পারিবে না—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়ম এ যাবৎ প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি এই নিয়ম একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ম্যাট্রিকুলেশন পরিক্ষার্থীরা পরীক্ষার বৎসরের শেষ দিনে ১৬ বৎসর পূর্ণ হইলে পরীক্ষা দিতে পারিবে। এই পরিবর্ত্তন যে দেশবাসীর মনঃপুত ইহা বলাই বাহুল্য।

(Special for Businessman.)

Homeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

—:৭:—

কাঁক বিড়ালী (বগলের ফোড়াকে চলিত কথায় কাঁক বিড়ালি বলে) কুচ্‌কী, ফোড়া, বাঘী প্রভৃতি রোগ বিনা অস্ত্রে আরাম করিবার একমাত্র উপায় বাইও কেমিক প্রয়োগ।

শিশুর বয়স ৪ বৎসর, দুদিকে দুটী কুঁচ্‌কী হয়, ৪।৫ দিন, টোট্‌কা ওষুধ পত্র দিয়া বসাইবার চেষ্টা করিয়া না বসায়, এবং ক্রমশঃ যন্ত্রনা বৃদ্ধি হওয়ায় ডাক্তার ডাকেন। ডাক্তার কাটীবার কথা বলায় গৃহস্থ ভয় পায়। সুখের মধ্যে, তাদের হোমিওপ্যাথির উপর বিশ্বাস থাকায়, আমার কাছে ছেলেটীকে নিয়ে নিয়ে আসেন। ফুলো, বেদনা, লালবর্ণ, প্রদাহের তিনটী লক্ষণই তাতে স্পষ্ট দেখা গেল। প্রদাহের জন্ত জরও হইয়াছে, রাত্রে জর বেশী ছিল বলিল। ভোরের সময় সামান্য ঘাম হয়ে জর নরম পড়েছে। ফুলোটীর উপর হাত দিয়ে দেখ্‌লে নাড়ীস্পন্দনের ন্যায় দপ্‌ দপ্‌ানি বেশ স্পষ্ট অনুভব হয়।

রোগীর এইরকম অবস্থা দেখে সেবনের জন্য ১ গ্রেণ মাত্রায় ফেরাম ফস ৩০x (Ferum phos 30x) আর প্রদাহ স্থানীয় প্রয়োগের জন্য ৩০ গ্রেণ ফেরাম ফস ৩০ Ferum phos 30) ২ আউন্স গরম্ জলে গলাইয়া বেশ ঠাণ্ডা হইলে নেকড়া বা লিন্ট ভিজাইয়া দিতে বলিলাম।

ছেলেটীর জীহ্বা উজ্জল, লালবর্ণ, এবং পরিস্কার, কোন রকম ময়লা ছিল না। ১৯১৩ সালের ২রা আগষ্ট রোগীটী আমার চিকিৎসাধীনে আসে।

৩রা তারিখে রোগীর বাপ্‌ ওষুধ লইতে আসেন রোগী, আনেন না। জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, রাত্রে টেম্‌পারের ১০২॥০ হয়েছিল, পিপাসা খুব বেশী নয়; যাতনাদি বোধ হয় সমানই আছে। কারণ রাত্রে পূর্ব্বদিনের ন্যায় কেঁদেছিল। রাত্রে ২ বার বাহ্যে বসে ছিল, কিন্তু বাহ্যে হয় নাই। কোৎ দিবার সময় বোধ হয়, যাতনা বেশী হয়, এই কারণ কেঁদে ওঠে, আর বসতে পারে না। এড়াইয়ে পড়ে। ফুলো বোধ হয় সামান্যই আছে।

ওষুধ না বদলে ঐ ওষুধই ৬x পূর্ণমাত্রায় প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর সেবন এবং সেই লোশান প্রয়োগ করিতে বলিয়া দিলাম। ৪ঠা তারিখে রোগীর হাত দেখিয়া জর পাইলাম না, অল্প নাড়ীর গরম রহিয়াছে, রাত্রে টেম্‌পারেচার ১০১.৪ হয়েছিল শুনিলাম। প্রদাহ স্থানে আর সেরকম উজ্জল লাল রং দেখ্‌তে পেলাম না। বেদনা বোধ হলো কমেছে। ছোট ছেলে ঠিক বলতে না পারলেও পূর্ব্বদিনের চেয়ে আঙুলের চাপ সইতে পারিল। সেদিন কেবল তিনটী মোড়া ওষুধ প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দেওয়া গেল। পথ্য দুধ সাগু ইত্যাদি।

৫ই রাত্রে সংবাদ পাইলাম, রাত্রে জর বেশী বাড়ে নাই ৯৯,৬ হয়েছিল ফুলো নাই, বেদনা ও খুব কমেছে এবং রাত্রে বেশ দাস্ত হয়ে গেছে। এবার বেগ দিবার সময় কোনও কষ্ট বুঝিতে পারে নাই। লোশান বন্ধ করিয়া কেবল ২ মাত্রা ফেরাম ফস ৩০x ১ গ্রেণ মাত্রায় দিলাম। আর ওষুধ লইতে আসেন নাই, তার ৫।৬ দিন পরে শুনিলাম যে, সেইদিন হতে বেশ ভাল হইছে বলে আর আর ওষুধ নিতে পাঠান নাই।

ডাঃ অনুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।

Household information.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

White washing চুণকাম করার কাজ।

গৃহস্থালী করিতে অনেক বিষয় জানার দরকার আছে। ঘরে চুনকামের কাজ অনেকে নিজে করিলে কাজও ভাল হইতে পারে, অর্থও বাঁচিয়া যায়।

সাদা সিধা চুনকামের কাজ বিশেষঃ কঠিন নহে। খণ্ড খণ্ড চুন যথা সীলেট লাইম প্রভৃতিকে শীতল জলে ফেলিয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলেই চুন ফুটীয়া যাইবে। যখন প্রায় সমস্ত খণ্ড ফুটিয়া উঠিয়া মাখনের ন্যায় কোমল হইবে তখন একবার নাড়িয়া দিয়া স্থির থাকিতে দিলেই উপরে একটা পরিস্কার জল উঠিবে, কিন্তু নীচে সাদা ক্রিমের মত চুন পড়িয়া থাকিবে ইহা সহজ কথা এবং অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। তাহার পর পাটের পোচড়া বা তুলি দ্বারা দেওয়ালে সমান ভাবে লাগাইতে হইবে। যেন চুনের ধারানী না পড়ে তাহা হইলে দাগ থাকিয়া যায়। এইরূপ

কলি ফিরাইবার সময় তুলি দ্বারা আলোড়িত করিয়া লইতে হয়, কারণ চুনের একটা স্বভাব, অতি অল্প সময় মধ্যে ইহা জলের নীচে পড়িয়া যায়। প্রত্যেক তুলি বা পোঁচড়া তুলিবার আগে নাড়িয়া লইলে কলির রং সমান থাকে। কিন্তু এসকল সাধারণ কথা সকলেই জানেন। এইরূপ কলি দেওয়ালে দিলে দেয়ালে হেলান দিলেই তাহার গায়ে লাগিয়া উঠিয়া যায়। সেইটাকে দেওয়ালে দৃঢ় করিবার একটা উপায় আছে। আমাদের তাহার সম্বন্ধেই কিছু বলিবার আছে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে সাইজিং করা।

কেমন করিয়া "সাইজ" করিয়া লইতে হয়, তাহাই বলিতেছি।

পাথরের চুনের বা বাথাড়ীর চুণের খণ্ডগুলিকে গরম ফুটন্ত জলে গলাইয়া ইহাতে সাধারণ কলি ফিরাইবার চুনের ৩ গ্যালন আন্দাজ মিশাইতে হইবে, তাহার পর ১ পাইট মাতগুড় মিশাইয়া ইহার সহিত ১ পাঁইট টেবেলসল্ট মিশাইয়া নাড়িতে থাক এবং উষ্ণাবস্থায় ব্রুসদ্বারা দেয়ালে সমভাবে লাগাইলে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে উঠিবে না। কেহ কেহ ফটকিরি এবং শিরিসের কিঞ্চিৎ জল মিশাইতেও বলেন।

(ক্রমশঃ)।

ইউরোপের যুদ্ধে আমাদের লাভালাভ।

সহযোগী "বিজ্ঞানের" একটী সময়োপযোগী প্রবন্ধে আমরা পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এ সম্বন্ধে আমরা বহুকথাই ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু দেশ নিস্পন্দ—অসাড়। কাঃ সঃ

ইউরোপে যে মহা সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার যে কি ফল হইবে, তাহা বলা বাস্তবিকই দুরূহ। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ইহাতে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; আবার কেহ কেহ বা বলিতেছেন, আপাততঃ ক্ষতি হইলেও ইহাতে আমাদের বিশেষ লাভ হইবে। কথাটা হইতেছে এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন্তব্য এমন ভাবে প্রচার করিতেছেন, যেন তিনি নিজেই সেই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। কতকগুলা লোকে দৈনিক, মাসিক প্রভৃতি সংবাদপত্র পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিতেছেন যে, এই যুদ্ধে আমরা যথেষ্ট লাভ করিব— "It is blessing in disguise" কিন্তু কেন যে blessing তাহা বলা দুষ্কর।

যুদ্ধে আমাদের কিছু লাভ হইবে কি না পরে বিবেচ্য; আমরা এখন কিন্তু দেখিতেছি, আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। আমি এখন যে কথাটা বলিতেছি, সেটা বিশেষ নূতন নহে; পাঠক বোধ হয়, তাহা শুনিয়া শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা এই যে, পাটের বাজার একেবারে নরম পড়ায় দরিদ্র প্রজা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রেরই জানা আছে যে, বাঙ্গালায় আজকাল পাটের চাষ প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। অন্য অন্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পাটের চাষ যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাজারে ক্রেতা নাই, কাজেই অতি অল্প দরেও পাট বিক্রয় হইতেছে না, কাজেই দরিদ্র চাষা আজ "হা অন্ন, হা অন্ন বলিয়া ছুটীয়া বেড়াইতেছে। এখন উপায় কি?

অনেকে বলিতেছেন যে, লোকের শিক্ষা হউক যে, ধানের চাষ না করিয়া পাটের চাষ করিলে ফল এইরূপই হয়। এখন শিক্ষা দিবার ত সময় নয়। পাটের চাষ একটা পাপ, বা করা উচিত নয় এ কথা অজ্ঞের মুখেই শোভা পায়। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, অনেক সময় কৃষককে বাধ্য হইয়া পাটের চাষ করিতে হয়। তবে সে কথার অবতারণা এখানে আজ করিব না।

ভারতের অধিকাংশ লোকেই চাষের উপর নির্ভর করে। ভারতের রপ্তানির অধিকাংশ জিনিসই কৃষিজাত, ইহাকে ইংরাজীতে raw material বলে। রপ্তানি একপ্রকার বন্ধই হইয়াছে, কাজেই অর্থাগমের একটি প্রধান দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। একারণে অধিকাংশ লোকেই যে কষ্টে পড়িয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের, দেশের কৃষককুলের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অন্নের সংস্থান তাহাদের নাই। আপাততঃ কথাটা ভাবিবার প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকের কষ্টের লাঘব হইবে, বাস্তবিকই তাহা চিন্তার বিষয়।

ক্ষতি যে যথেষ্ট হইয়াছে, ও হইবে, সে বিষয় বলিতে হইবে না। এখন ইহা নিবারণ করিবার পন্থা চাই। একে আমাদের দেশ রোগে উজাড় হইয়া যাইতেছে, তাহার উপর অনশন আসিয়া জুটিলে কত লোক যে মরিবে, তাহা কি কেহ ভাবিয়াছেন?

এখন লাভের কথা বলি। কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা একটা কিছু শুনিবা মাত্রই লাফাইয়া উঠেন। সব দেশেই এরূপ লোক আছে, তবে আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী। এই সমস্ত লোকের ধারণা এই যে, ইউরোপ হইতে আমদানী যখন বন্ধ হইয়াছে, তখন কাজেই প্রতিযোগিতা আর নাই। এইবার আমরা ব্যবসা করিলেই লাভবান হইব—আমাদের ব্যবসা টেঁকিয়া যাইবে। তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল চিত্র মনে মনে ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। বাস্তবিকই আনন্দে বিভোর হইবার কথা বটে, কিন্তু সেই উদ্যোগ—সেই উৎসাহ

কোথায়? সে ত্যাগ—কর্ম্মে সে আসক্তি কোথায়?

"শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে"—কোথায়—কবে—কিরূপে—কেহ ভাবিয়াছেন কি? বহুকাল হইতে "হইবে" শুনিয়া আসিতেছি। হইয়াছে কয়টা? আমাদের দেশে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বড় বড় কারখানা আছে কয়টা? অবশ্য বড় বড় নামওয়ালা factory—manufactury প্রভৃতি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যের খোঁজ খবর কয়জন রাখিয়াছেন? যাহা কিছু আছে তাহাদেরও অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়!! ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, আমাদের নিজেদের খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, বিদেশী আসিয়া কি করিয়া সহজে ব্যবসাটা হাত করিয়া ফেলে, আর কেন আমরা দেশে বসিয়া কিছু করিতে পারি না।

প্রথম কথা, মূলধনের অভাব। যাহার টাকা আছে, তিনি "কোম্পানির কাগজ" কিনিয়াছেন। কে ব্যবসায়ে টাকা দিয়া মাথা ঘামাইবে? নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া যথা সময়ে সুদ পাওয়া যাইবে। আমাদের দেশের লোক কি বাস্তবিকই এত স্বার্থপর না ইহার মধ্যে আরও কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে? লোক চরিত্র অল্প বিস্তর সব দেশেই সমান, তবে আমাদের দেশের এই বৈচিত্রের কারণ কি? আমাদের নিজেদের দোষেই, অনেক সময় মূলধন পাই না। আমরা একটা বড় লম্বা চওড়া বিজ্ঞাপন দিয়া কার্য্য আরম্ভ প্রস্তাবনা করিলাম, তাহার পর হয় মোটে কার্য্য আরম্ভই করিলাম না, আর নয় দুই দশ দিন কার্য্য করিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কারবার যে, আমাদের দেশে নূতন তাহা নহে। অন্য দেশে এ ঘটনা হয় না, আর আমাদের দেশেই কেবল এই সৃষ্টিছাড়া ঘটনা ঘটে, এ কথাও ভাল নহে। তবে আমাদের দেশে এই ব্যাপারটা এতই বেশী হইয়াছে যে, আমরা মহাজনদের বিশ্বাস হারাইয়াছি। তাঁহারা এখন আর যাহার তাহার হাতে টাকা ছাড়িয়া দিতে আদৌ রাজি নহেন। দোষটা অনভিজ্ঞ ব্যবসাদারের। আমাদের দেশেও লোকে বিলাতী (বা সাহেবী) কোম্পানীর সেয়ার বা অংশ কিনিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা যে সে কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে নারাজ।

প্রথম অংশেই বলা হইয়াছে যে, নামজাদা লোক ব্যবসায়ে না নামিলে আর কেহ টাকা দিবে না। লোকে সাহস করিয়া বেঙ্গল কেমিক্যালের বা ... কারখানার সেয়ার বা অংশ কিনিতে পারে, কিন্তু নূতন একটা কিছুর সেয়ার কিনিতে আর প্রস্তুত নহে। কাজেই এক্ষণে ব্যবসা চালাইতে হইলে বা নূতন শিল্পাদির কারবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নামজাদা ব্যবসায়জ্ঞ লোক কাজে নামা চাই; তবেই ব্যবসা চলিবে। মুখে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কাজে দেখান বড় শক্ত। দুইটা M. A. থাকিলে লোকে ভুলিবে না, সেকাল এখন গিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অথচ মূলধন আছে, এমন লোক চাই। এখন একবার দেখুন যে, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান কি ভয়ঙ্কর শক্তকথা!!

তৃতীয় কথা হইতেছে যে, লোকের অভাব দেখিতে হইবে। স্বদেশীর যুগে "ছাই ভস্ম" স্বদেশী বলিলেই লোকে কিনিত, কিন্তু এখন আর কিনিবে না। আমাদের দেশের অনেক কারবারেই জিনিস এখনও একটুও উন্নত হয় নাই, ক্রমাগত চেষ্টা করিতে হইবে যে, কিসে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এরূপ না করায় অনেক কারবার নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা পুঁথিগত বিদ্যায় ব্যবসা চালাইতে গিয়া মাটি করিয়াছেন এ কথা অনেকেই জানেন। নিজেদের Trade Secret রাখিতে হইবে। এ জিনিসটা কেহ কাহাকেও শিখায় না। এইটা মাথা ঘামাইয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার উপর, একদেশে যাহাতে লাভ হয়, হয়ত আমাদের দেশে তাহাতে হইবে না। কাজেই বিশেষজ্ঞদের দিবারাত্রই এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে যে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মণি, জাপান প্রভৃতি দেশের লোকে আমাদের দেশে ব্যবসায়ে কি করিয়া প্রতিপত্তি করিয়াছে? তাহারা দেশের লোকের অভাব রুচি প্রভৃতি প্রত্যহ খোজ লইয়াছে। লোকে কি চায় ব্যবসাদারকে তাহা জানিতে হইবে। যে জিনিসটা ব্যবসাদারের মনোমত, তাহা লোকের মনোমত, বা রুচি সঙ্গত নাও হইতে পারে। বিলাতী বড় বড় কোম্পানির লোক এদেশে বসিয়া এ দেশবাসীর রুচির পর্য্যবেক্ষন করিয়া থাকে, সে কথা কেহ কি জানেন? এই সব লোক মেলায়, হাটে, ঘাটে ঘুরিয়া লোকের অভাব আকাঙ্ক্ষা জানিয়া লয় এবং প্রতি সপ্তাহে ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী পত্র প্রেরণ করে। লোকের রুচি অনুযায়ী নমুনা প্রেরণ করে। এই সব লোক এখানে দুই হাজার, তিন হাজার করিয়া মাহিনা পায়।

ইঁহারা এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইয়া লোকের রুচি জানিয়া লন, বলিয়া আজ বিলাত হইতে পাছা পাড়ের কাপড় আসিতেছে। তাই আজ জার্ম্মানী হইতে কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতি পট বা ছবি বাজারে হাটে দোকানে বিক্রয় হইতেছে। তাই জার্ম্মানী এদেশের রুচি অনুযায়ী খেলনা পুতুল বিক্রয় করিয়া কোটী কোটী টাকা লইয়া যাইতেছে। তাই বাজারে দেশলাইএর উপর ভারতীয় ছবি দিয়া সুইডেন অষ্ট্রীয়া কত পয়সা লইয়া যাইতেছে। জাপান আজ কত রকম জিনিস পাঠাইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

লোকের রুচিই ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। লোকে কি চায়? আমি নিজের মত জিনিস করিব, আর লোকে কিনিতে থাকিবে, একথা অজ্ঞেরশোভা পায়। এদেশের থালা, ঘট বাটী সব রকম নমুনা জার্ম্মানি, বেলজিয়াম, অষ্ট্রীয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার উপর অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তবেই না আজ এখানে তাহারা ব্যবসায়ে একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। কত পয়সা খরচ করিয়াছেন ভাবুন—প্রত্যেক নমুনা সংগ্রহ-কারীকে মাসে দুই হাজার তিন হাজার টাকা মাহিনা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক বড় বড় নগরে এইরূপ এক একজন লোক থাকেন। ব্যবসাটা কত সহজ একবার দেখুন!!

জাপান ইহার মধ্যেই রাশিকৃত জিনিস আনিয়া ফেলিয়াছে। আমেরিকাও এসম্বন্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী নাই ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখুন। ৩রা অক্টোবর তারিখের "Scientific American" সম্পাদকীয় অংশে যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিলাম:—

"We have heard so much of the opportunity, that beckons the American manufacturer and merchant in foreign markets, now that all Europe is embroild in war that it occured to the Editors of the "Scientific American" to obtain from our represenative business men their views on the possiblity of expanding our export trade. * * * *

After we had read these admirable presentations of competent authorities, we are impressed with the fact that our more prominent manufacturers regard our foreign opportunity not as a small manufacturers regard our foreign opportunity not as a small boy commercial problem, which must be thoroughly studied before it can be attacked with success. With one or two exceptions the letters are distinctly optimistic in tone. The writers, for the most part, realize that Germany and England have been successful in foreign markets, because they have ascertained the needs of those whom they wish to serve and because they have established adequate banking facilities. * *

Considered thus the problem is one with which we ought to be able to cope successfully. The scientific study of our home market began not more than a decade ago, and the establishment of an elastic home credit system, which would aid our businessman in financial crisises dates back only a few weeks, If the same systematic study is conducted in foreign markets, if the same consideration shown for the banking requirements of foreigners as for Americans, there can be no reason, why we should not gain a permanent foothold in markets which have been hitherto close to us,"

আমেরিকা এইবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহারা ভারতে ব্যবসা করিবে। জাপানের চারিদিকেও ভারতে ব্যবসা করিবার জন্য হৈ হৈ রব উঠিয়াছে। আর দরিদ্র ভারত নিজ গর্ব্বেই মত্ত! এখন সময় আসিয়াছে—আমরা পারি বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আর বৃথা জল্পনা কল্পনায় কাল কাটাইলে চলিবে না। কার্য্যে তৎপর না হইলে শেষে হাত কামড়াইতে হইবে, সে কথা যেন মনে থাকে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অবশ্য প্রস্তুত আছেন, কেন না এখন ইংলণ্ড দেশের সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারিবেন না। এখন কি করিব বলিয়াও ভাবিতে হইবে না। অসংখ্য দ্বার মুক্ত হইয়াছে, হেলায় সময় হারাইলে বড় সুবিধা হইবে না।

এক জার্ম্মনী হইতে ভারতে কি না আসিত? এক পয়সা মূল্যের ছুঁচ, সুতা, নিব, কলম, হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ টাকা দামের কল কারখানা আসিয়াছে। যাহার যাহা সুবিধা, সেই ব্যবসা লইয়া উঠিয়া পড়। তবে লোকের অভাব ও রুচির দিকে নজর রাখিতে হইবে। জিনিস কিসে উৎকর্ষতালাভ করিবে নিয়তই সেই চেষ্টা করিতে হইবে। লোক আর বাজে কথায় ভুলিবে না, কিছু দিন লোকে স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া লোককে ঠকাইলে চলিবে না। লোক যদি দেখে যে, একটী উৎকৃষ্ট লাভ করিয়াছে, সে আরও স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবে; কিন্তু ফাঁকা আওয়াজে চলিবে না।

এক্ষণে চতুর্থ কথা বলা যাউক। কথাটা এই যে, কোনও জিনিসের কাটতি করিতে হইলে বিজ্ঞাপন দরকার। অনেকেই বিজ্ঞাপন অর্থে সংবাদ পত্রে, মাসিক পত্রিকায়, দেওয়ালের গায়ে, হাণ্ডবিল বুঝেন। ইহা বিজ্ঞাপন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া আরও কিছু করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, হাটে, মেলায়, তীর্থে জিনিস লইয়া ঘুরিতে হইবে,

সকলের দ্বারের কাছে উপস্থিত করিতে হইবে। অনেক স্থলে ব্যবহার করিবার জন্য বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ করিতে হইবে। দোকানে দোকানে প্রথমে বিনামূল্যে জিনিস দিতে হইবে। তাহার পর বিক্রয় হইলে দাম লইবার প্রথা প্রচলন করিতে হইবে। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া জার্মণী এতটা উন্নতি—মার্গে উঠিতে পারিয়াছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন প্রথা সেরূপ হয় চলন নাই। এখানে বিজ্ঞাপন কথাটা Canvasing অর্থে ব্যবহার করিতেছি। অনেক লোককে মাহিনা দিয়া রাখিতে হইবে; তাহারা কেবল দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জিনিসের অবস্থা দেখিবে। লোকে কি চায়, তাহা দেখিবে। তবে যথাযথ অভাব দূর হইবে। সমস্ত জায়গায় যাহাতে অতি অল্প আয়াসে জিনিস পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যবসায়িদের মতামত উদ্ধৃত হইল :—

Fred'k S. Fish, President of the Stude baker Corporation লিখিয়াছেন :—

First learn the people, their charcteristics, their methods and being properly introduced and accredited, observe their conventionalities.

Second, give them the goods they want, as they want them. and in quality as representated,

W. A. Marble, President, The Merchants' Association of New York বলেন :—

"* * * * But in order to accomplish this, it will be very necessary for the American manufacturers to "go after" the business in a systematic way and send their represntatives to visit the merchants in those states and those representatives should be able to speak the local language. and thus come in personal contact with those whose trade they are seeking."

William C. Breed, Member of Breed, Abott and Morgan, Attorneys and Counsellor বলেন :—

"No better method can be adopted to secure and develop, South American trade than has been successfully employed by Germany, Great Britain and France. For example Germany's method has been to send a specially fitted represenative to South America, make purchases of th e prouduct in actual use and demand, ascertainning selling costs, and then to manufacture these products, in the style, size and character demanded and at a price which will enable successful competition with existing trade.

একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যবসা। করিতে হইলে লোকের পছন্দের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের দেশের ব্যবসা কত দূরদেশের লোকে আসিয়া করিতেছে, আর আমরা করিতে পারিব না ইহা বড়ই লজ্জার কথা!! আমেরিকা এখন দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী, ভারতে আসিতে তাহাকে অনেক টাকা, জাহাজ খরচ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের কথা যে, আমেরিকা এখনও ভারতে আসিতে মনস্থ করে নাই। তবে ভারতে ব্যবসা করিবার জন্য জাপান বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার মাহেন্দ্র সুযোগ আসিয়াছে। জাপান লড়াই করিতেছে নাম মাত্র। সমস্ত জাতিই এখন নিজের উন্নতির পথ পরিস্কার করিতে ব্যস্ত। ইহারই মধ্যে ভারতে জাপানী দ্রব্য অত্যধিক পরিমাণে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন নিশ্চেষ্ট থাকিলে জাপান অতি শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহনাই।

লাভ কি হইয়াছে, এইবার বুঝুন। আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, কল কারখানা স্থাপনের, নিজেদের ব্যবসা চালাইবার মাহেন্দ্র সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এইবার Theoritical বিদ্যা ছাড়িয়া একেবারে হাতে কলমে লাগিয়া যান। আমাদের দেশে গুণী লোক যথেষ্ট আছেন। "আমাদের দেশে নাই" একথা বলা চলে না। এখন অধ্যবসায়, উত্তেজনা, স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মে আসক্তি চাই। এখন বঙ্গের যুবকগণ! আপনারা লাগিয়া যান। দেশের বিখ্যাত গণ্যমান্য নেতাদের লইয়া পরামর্শ করিয়া এক কারখানা স্থাপন করুন। ইহাতে আমাদের সহৃদয়, কারুণ্য-রত্নাকর, প্রজাবৎসল সম্রাট সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভারতবাসীর বহু ভাগ্যফল যে, এ হেন দেবোপম ধর্ম্মরূপী সম্রাট তাহাদিগের শাসন-কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান। তবে ভারতবাসীর আর কিসের ভাবনা—কিসের ভয়? ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে যে সকল কল কারখানা আছে, তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। প্রথমেই এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারিবে। বেঙ্গল কেমিক্যাল এখন দশগুণ বর্দ্ধিত করা হউক। দেশের রাসায়ন-শাস্ত্রবিৎ যুবকগণকে একত্রিত করিয়া ইহাতে

দিবারাত্র কার্য্য করিতে দেওয়া হউক। জার্ম্মানী হইতে আর ঔষধ আসিবে না, কোনও chemicals বা রাসায়নিক দ্রব্য আসিবে না। এখন বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে লাগিয়া যাউন। ইঁহারা নূতন নূতন বিভাগ খুলিয়া পুনরায় সেয়ার বিক্রয় করিয়া বা অন্য উপায়ে দেশকে বিদেশীর হাত হইতে রক্ষা করুন।

শুধু যে বেঙ্গল কেমিক্যালেই এরূপ করিতে হইবে, তাহা নয়। আমাদের দেশের সমস্ত কল কারখানা দশগুণ হিসাবে বাড়াইয়া উপযুক্ত লোক গ্রহণ করিয়া দিনের পর দিন কার্য্য করুন; এদেশে Industry বা শিল্পোন্নতি কিছুই নাই। সমস্ত কারখানা উন্নতি না হইলে একটার উন্নতি হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে এক সালফিউরিক য়্যাসিড "Sulphuric acid" যে কত হাজার টন ব্যবহৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই দ্রব্যের বিক্রয় নাই। এমন শিল্প নাই, যাহাতে Sulphuric acid ব্যবহৃত হয় না। এই দ্রব্যের দ্বারা দেশের শিল্পোন্নতির অনুমান করা যাইতে পারে। আমি ডাক্তার পি, সি রায়ের কোন ছাত্রের নিকট শুনিয়াছি যে, আমাদের দেশে এই acidএর বিক্রয় এত অল্প যে, অনেক সময় খরচে কুলাইয়া উঠে না। আমাদের দেশে সরবৎ সোডাওয়ালাদের কাছে যা বিক্রয় হয়!! এই কথাগুলা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একের উন্নতি অপরের উপর নির্ভর করে।

এইবার পঞ্চম প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক। সকলেই জানেন, আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। কাজেই এখানে সস্তা দামের জিনিস করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিসে অল্প মূল্যে দ্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। দুই চারি পয়সার পার্থক্য আমাদের এই দরিদ্র দেশের পক্ষে অত্যধিক। দামী জিনিস করিলে তাহা সাধারণের ব্যবহারের আয়ত্তের মধ্যে আসিবে না। সর্ব্বসাধারণে না কিনিলে জিনিসের কাটতি হইবে না, কাজেই ব্যবসা উঠিয়া যাইবে। এই দোষে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯টী কারবার উঠিয়া গিয়াছে; নূতন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবার সময় যাহাতে এ ভুল না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে জাপানী জিনিসের এত শীঘ্র এত কাটতি হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, জিনিসগুলি অতি সস্তা। তাহা বলিয়া ক্ষতিকর জিনিস দিলে চলিবে না। তাহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হইবে। আমাদের দেশে অনেকগুলি কারখানা আজিও এ দোষে দূষিত। ইহা বাস্তবিক আক্ষেপের বিষয়। The cheapest and the best হইতে পারে না বলিয়া অনেক লোকের ধারণা, কিন্তু কারবারের কর্তৃপক্ষগণের এ ধারণা নিতান্তই সর্ব্বনাশের মূল জনক। একথা ভুল। জার্ম্মনীর জিনিস গুলা কিরূপ, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, অথচ অপেক্ষাকৃত অনেক সস্তা। এই কারণেই এই ইংরাজ শাসিত দূর ভারত প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামেও জার্ম্মন দ্রব্য অসংখ্য পরিমাণে আছে।

জাপানী জিনিসগুলিও মনোহর অথচ সস্তা, তাই জাপান ধীরে ধীরে ভারতের বাজার অধিকার করিতে বসিয়াছে। সস্তায় জিনিস দিতে হইলে Raw material কোথায় কোথায় সস্তায় পাওয়া যায় দেখা দরকার। এজন্যও লোক নিয়োগ আবশ্যক। কারবার করিতে হইলে দস্তুর মত খাটিতে হয়, খুঁজিয়া দেখিতে হয়, তবে কার্য্য সিদ্ধি হয়। ব্যবসা স্বাধীন কাজ, তাহা বসিয়া না খাটিলে বড় কিছু হয় না। কোথায় কি অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে, এবং তাহা কিরূপে ব্যবহার করিলে সস্তায় কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি হইবে, তাহাই অনেক সময়ে ব্যবসায়ীর প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

এখানে আরও একটি কথা বলিতে হইবে। সস্তায় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার প্রায় সকল জিনিসই আমাদের দেশে বর্ত্তমান। এক্ষণে উপযুক্ত ভাবে সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিব। জাপান প্রায় ৫০ বৎসর জগতে উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে জগত চমকিত। কাজেই আমরা যে ৫০ বৎসরে উন্নতি করিতে পারিব না, সে কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইচ্ছা করিলে সব হইতে পারে। কর্ম্মে আসক্তি, একান্ত অধ্যবসায় এবং স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি চাই। উন্নতি করিতে কয়দিন লাগে? বিশেষতঃ ভারতের মত সংযমী দেশে উন্নতির পথ প্রশস্ত, সাধুতাই সাফল্যের সহায়। এই ভারতের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরের সকল লোকেই সাধু। আমাদের দেশে মুটে মজুর যথেষ্ট সংযমী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান, অথচ তাহাদের অতি অল্প দিয়াই সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। এ গুণ গুলি আছে বলিয়া আজ ভারতবাসী আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইতেছে। অল্প মূল্যে পরিশ্রম (labour) পাইলে অতি সস্তায় কারবার চালান যাইতে পারে, সে কথা যাহারা কারবার সম্বন্ধে ক, খ, শিক্ষা করিয়াছেন, তাহারাও বলিবেন। আমাদের লোক মিতাচারী, কাজেই যথা সময়ে কাজে পাওয়া যাইবে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের দেশে নাই। কারবারের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা মঙ্গল।

আমি অনেকবার অনেক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় বিখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধ দেখিয়াছি যে, ইউরোপীয় বা আমেরিকার প্রণায় আমা-

দের দেশকে industrial countryতে পরিণত করিলে দেশে জোর করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আনা হইবে, দেশের লোক পাপে মগ্ন হইবে—দেশ উৎসন্ন যাইবে !! কথাগুলার সারবত্তা ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম বলিয়া গুণিগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাদের দেশের লোক না খাইতে পাইয়া প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া দেশের যে কি উন্নতি সাধন হইতেছে বুঝিতে পারি না—আর সত্য কথা বলিতে কি বুঝিতে চাই না ইউরোপ প্রভৃতি দেশে মিতাচারী লোক বিরল বলিয়া তাহাদের গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্পোন্নতির (Industury) সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ বলিতে পারি না। সেটা তাহাদের শিক্ষার দোষ, দেশের পারিপার্শ্বিক উত্তেজনার দোষ; সেটা কারবারের দোষ দিলে চলিবে না।

অতি অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর লোকই কলে কাজ করিতে আইসে, তাহার উপর তাহাদের দেশের "সভ্যতা" (?) ইত্যাদি প্রভাব থাকে, কাজেই লোকে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। দেশে Industry বা শিল্পের উন্নতি করিলে দেশে নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি কলুষিত হয়। এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না বা করিতে বাধ্য নহি। এ সম্বন্ধে জাপানের দিকে দেখুন। এক্ষণে জাপানে যথেষ্ট কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু জাপানের লোকের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে বা হইতে চলিতেছে বলা দুষ্কর। লোকের চরিত্রের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে খাইতে পাওয়া চাই। না খাইতে পাইলে লোকের মাথার ঠিক থাকে না, তখন দুষ্কর্ম্ম করা স্বতঃ সিদ্ধ; যে খাইতে পাইবে, সে ও দুষ্কর্ম্ম করিবে এ যুক্তির সার কথা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। যেটা বিলাতে ঘটিয়াছে, এখানে সেটা ঘটিবে না; কেন না আমাদের দেশের লোকের স্বভাব সেরূপ নহে। আমাদের দেশের লোকের চরিত্র পাশ্চাত্য দেশের লোকের চরিত্র হইতে একেবারেই ভিন্ন। তাহারা শিক্ষার দোষে যে কুকর্ম্ম করে, আমাদের দেশের লোক সে কাজ করিবে না। কাজেই ওসব বাজে কথা বলিয়া লোককে বিরক্ত করা অন্যায়। লোকে খাইতে পাইলে নিশ্চয়ই দুষ্কর্ম্ম ছাড়িবে। স্বদেশী আন্দোলনের পর অনেক বদমাইস লোকের অন্ন জুটিয়াছে; তাহারা বিড়ী তৈয়ারী করিয়া খাইতেছে; কলিকাতার গুণ্ডামি অনেক পরিমাণ কমিয়াছে।

আমাদের দেশে কল কারখানার বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীর লেখক, আর এক প্রকার অভিনব অভিযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, দেশে কল কারখানা চলিলে চাষ বাসের অত্যন্ত অবনতি হইবে। এ কথা বাস্তবিক অমূলক। কতকগুলি লোক কারখানায় কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইবে সত্য। তবে তাহা বলিয়া সমস্ত দেশবাসী কারখানায় চাকুরি করিবার জন্য লালায়িত হইবে এ কথা কোনও রূপেই অনুমোদন করা যায় না। আমাদের দেশের কত লোক অনাহারে দুর্ভিক্ষে প্রাণ দেয়, সকলেরই বোধ হয় জানা আছে। আবার তাহা ছাড়া খাইতে না পাওয়ায় বা অতি সামান্য খাদ্যে জীবন ধারণ করিবার নিমিত্ত রোগ প্রকোপ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হারায় এবং সে কারণে লক্ষ লক্ষ লোক নানা রোগে মরিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় লোককে খাইতে দিলে তাহাদের কোনরূপ নৈতিক অবনতি হইবে না, বলা বাহুল্য।

দেশের industry বা শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে যাহাতে দেশের লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাজেই দেশের কৃষির উপর জননায়কদিগকে রীতিমত নজর রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে জার্ম্মনীর একটা উদাহরণ দিই।

Such a population as 311 per square mile presents a great problem in the feeding of the peodle. In most European countries where the population is so dense, the importation of food products is a necessity. * * * * Germany has developed her power to feed her people within herself, and has applied the wonderful science of that country to the preblem of taking care of the population within her boundries. *

কৃষি ত্যাগ করিয়া কেহ কল কারখানা করিবার কথা বলিবে না। আমাদের দিন দিন যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের কৃষিরও উন্নতি হয়। কেননা ভারত হইতে আপাততঃ রপ্তানি করিবার এক মাত্র ভরসা কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য। যতই আমরা এই কৃষির উন্নতি করিব, ততই আমাদের লাভ হইবে। * * *

এক্ষণে আমাদের অভাব যন্ত্র, কল—ইত্যাদি। আমাদের দেশের লোহার এক মাত্র কল টাটার কারখানা। ইহাতে যদ্যপি পাওয়া যায়, ভালই নচেৎ আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের নানা প্রকার যন্ত্রাদি আনাইয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

আমাদের দেশের লোককে সংযম, আত্ম মর্য্যাদা ব্যতীত অপর গুণ দুইটি আছে। এ সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আজিকার মত শেষ করা গেল।:—

I think every student of industrial problem in Germany will

* Germeany as an Industrial Power.

agree in the great advantage which Germany has in her military trainnig. The influence of two things it seems to me is, Particularly marked in Germany—the German Schoolmaster and the German drill master * * * * I believe you can see in every man in that country the effect of training in habits of discipline, self-respect and honesty. In that particular, Germany has lead over both England and the United States and this probably we will be many years in overcoming, if we ever abopt such a system.*"

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

Hints on making your home happy.

সংসারকে সুখের করিবার কয়েকটী সঙ্কেৎ।

—:০:—

এক মূহুর্ত্তও বসিয়া গল্প গুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করিও না। যাহাতে তোমার কারবারের, তোমার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পার, তাহা চিন্তা করিতে শিখিবে। সুখী হইবে।

স্বাস্থ্যই সমস্ত সুখের আকর। স্বাস্থ্য নষ্ট করিও না।

যৌবনে মদগর্ব্বে স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে বয়সকালে পরিতাপ করিতে হইবে। মানুষ যদি ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সংযমী হইয়া কাটাইতে পারে, তাহার পর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন সাংঘাতিক অবস্থা হয় না। এক রকম অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া যায়। সেই জন্য সেকালের ব্রহ্মচর্য্য যতদূর সম্ভব বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

উপার্জ্জন ক্ষম হইতে হইবে, পরমুখাপেক্ষিতা ঘৃণিত ব্যবসায়। নিজেনিজে কিছু করিতে হইবে, একের উপার্জ্জনে অলস ভাবে বসিয়া অন্নধ্বংশ করা বাস্তবিক অতি বড় পাপ, নিজে খাটিয়া খাইবার জন্য জগতে স্থানাভাব হয় নাই। কেবল বৃথা আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করিলেই বহু স্বাধীন জীবিকায় সন্ধান পাওয়া যায়।

মারিভয়ে বরং কেহ বাঁচিতে পারে, কিন্তু অগ্নিভয়ে ধন প্রাণ বিপন্ন হয়। সংসারের সুখে থাকিতে চাহিলে প্রত্যেক গৃহস্থের অগ্নির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। গৃহস্থের প্রত্যেক লোককে সতর্ক হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, একের অমনোযোগীতায় সহস্র লোকের ক্ষতি হইয়া যায়।

নিকটে জল না থাকিলে সামান্য আগুনকে কম্বল দ্বারা চাপিয়া ধরিলেও নিবাইয়া যাইবে। বালি, ধুলা চাপা দিলেও নিভাইয়া যায়, অথবা কতক গুলা গন্ধকের গুড়া অথবা ফট্‌কিরির গুড়া দিলেও অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে।

ঘরে অগ্নি লাগিলে জাগিয়া থাকিলে প্রথমে স্ত্রীলোক এবং শিশু দিকে রক্ষা করিবার উপায় করিবে। গবাদি পশুদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিবে, যেন জিনিস রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিও না।

যদি নিজের কাপড়ে আগুন ধরে, তাহা হইলে যেন দৌড়াদৌড়ি করিও না। ভূমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিবে, অথবা সুবিধা থাকিলে কাপড় ফেলিয়া দিবে। ভয় করিও না।

স্ত্রীলোকের কাপড়ে আগুণ ধরিলে গড়াগড়ি দিতে বলিবে।

গৃহমধ্যে ধুমে ধুমময় হইলে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। ধুম লঘু, উপরে উঠিয়া থাকে। নিম্নে শ্বাষ প্রশ্বাস লইতে পারা যায়, দাঁড়াইলে দম আট্‌কাইয়া যাইবে।

—:০:—

চুণের জল এবং সুইট অয়েল ফেটাইয়া দগ্ধ স্থানে প্রয়োগ করিলে শীতল হইবে।

সংসারে বিপদ হউক, আর নাই হউক, গন্ধকের গুড়া, লবন, বাল্‌তি পূর্ণ জল প্রভৃতি শয়নাগারের নিকটে রাখা উচিত। বিপদের সময় এ সকল যেন হাতের নিকটে পাওয়া যায়।

খোলা কেরোসীনের ল্যাম্প যাহাদের ছোট ছেলে মেয়ে আছে, তাঁহারা যেন ব্যবহার না করেন। অনেক ছেলেকে পুড়িয়া মরিতে দেখিয়াছি।

হারিকেন লণ্ঠন ২টা স্থলে ৫টা করা ভাল অনেক নিরাপদ।

যত অগ্নিভয় হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রায় কেবল ৪।৫টাই অনেকস্থলে দেখা যায় ১। দেশলাই—লুসিফার বা গন্ধকের দেশলাই উত্তাপে আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে।

২। দেশলাই ছেলেরা পাইয়া জ্বালিয়া খেলা করিতে করিতে আগুন লাগাইয়া ফেলে।

৩। তামাকখোরদের অসাবধানতায়।

৪। যাহাদের ধান চালের কাজ, তাহারা জ্বাল করিয়া আগুন নিবায় না, ক্রমে আগুন জ্বলিয়া খড় কুটায় লাগিয়া যায় এবং মহা প্রলয়ের ন্যায় হইয়া উঠে।

গ্যাস লিক্ করিয়াও আগুন লাগে।

এই গুলিতে প্রত্যেক গৃহস্থের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত।

পল্লীবাসীগণের কর্ত্তব্য। সহরের ন্যায় পল্লীগ্রামে ফায়ার বিগ্রেড নাই, সুতরাং পল্লী গ্রামে একটা সমিতি গঠন করিতে হয়। বিপদের সময় প্রাণপনে সমস্ত লোক লাগিয়া যাহাতে একের বিবাদে সকলেই সাহায্য করে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক সংসারের অন্ততঃ ৩.৫টী বালতী থাকা আবশ্যক, বিপদের সময় জল পাওয়া যাইলেও পাত্র পাওয়া যায় না।

সাধারণে চাঁদা করিয়া প্রচুর হাড়ি কলসি বাল্‌তি ক্রয় করিয়া প্রত্যেক পাড়ায় অনায়াসে পাওয়া যায়, এমন স্থানে জমা রাখা উচিত।

প্রত্যেক গৃহস্থের মধ্যে অন্ততঃ ৩।৪টা জল পাত্র থাকা বিধেয়।

মানবের চতুর্দ্দিকে বিপদ, অসতর্ক হইলেই সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং বালক বালিকাকে তাহা শিক্ষা দিতে হইবে।

অনর্থক কর্ম্ম, আচার ব্যবহার লইয়া আত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত বাকবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করার শুদ্ধ যে নিজের সময় নষ্ট হয় তাহা নহে, অনেক শত্রু বৃদ্ধি করা হয়।

শান্ত, ধীর, নিরহঙ্কার হইবে, প্রতিবেশী গ্রামবাসীকে কদাচ ঘৃণা করিও না, সুখী হইতে পারিবে না। সংসারে থাকিলে দশজনের সাহায্য এবং সহানুভূতি না পাইলে প্রকৃত শান্তিসুখ অবাধে উপভোগ করিতে পারা যায় না।

সরল, সত্যবাদী, দয়ালু, সদা প্রসন্ন হইবে। কারণ সুখের জন্যই সংসার করা। উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া অসরলকে সরল করিয়া লইতে হয়।

সমাজকে সুশিক্ষা দিতে একটু সময় ব্যয় করায় মহৎ উপকার হইবে। এদেশে ইহা কেহ মনে করে না। সেইজন্য বহু অশিক্ষিত অপরিমার্জ্জিত লোক লইয়া অনেক সময় নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেহ উপভোগ করিতে পারে না।

ভাল কাজে স্বার্থত্যাগ করিবে, ইহা দ্বারা হৃদয় উচ্চ হইবে, সমাজের উপকার হইবে।

ভালকাজের জন্য মুক্তহস্ত হওয়া উচিত, নচেৎ সমাজের উন্নতি হইবে না।

পরিমিত আহার, পরিমিত ব্যয় পরিমিত কথা, এই গুলি সৎগুন, এরূপ লোকের সংশ্রবে যে আসিবে, সেই সুখী হইবে। পরচর্চ্চায় শত্রু বৃদ্ধি হয়। নিজের মনের শান্তি নষ্ট হয়। এইটী আগে পরিবর্জ্জন করিবে। বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করিবে. সকলকে আপনার ভাবিলেই সকলে আপনার ভাবিবে। ইহাই সুখের উৎকৃষ্ট পন্থা এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সর্ব্বদা পবিত্র মনে থাকিবে। ভগবান আছেন, ইহা বিশ্বাস করিবে, তিনি ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন, ইহা ভুলিও না।

ধন, জন, পুত্র, কন্যা আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমরা পাই, কিন্তু রাখিতে পারি কৈ? সেইজন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করা উচিত, হে অপার করুণা সাগর! আমার তুমি চির শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহা আমি বিশ্বাস করি, তুমি যাহা আমার পক্ষে হিতকর বিবেচনা কর, তুমি তাহাই দিও, আমি কিছু বিশেষ প্রার্থনা জানি না। স্মরণ রাখিও, ভগবানের দেওয়ায় ফুরায় না, আর মানুষের দেওয়ায় কুলায় না।

সুখের আবাস কোথায়? পবিত্র হৃদয়ে, সন্তোষের নিভৃত কক্ষে। যেমন অবস্থায় থাক, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, সুখ দুঃখ মনের উপরই নির্ভর করে। হা হুতাশ করিয়া কখন শোক দুঃখ ঘুচাইতে পারি না। নির্ব্বিকার হইতে শিক্ষা করাই সর্ব্ব ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। সাধনা করিলে তেমনও হওয়া যায়, তাহার এক মাত্র উপায়, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস। যাহা তিনি করেন, মঙ্গলের জন্য। এই বিশ্বাস করিতে শিখিলেই অনেকটা নির্ব্বিকার হওয়া যায়।

Some House-hold hints.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

১। ঘরের কোনস্থানের বালীচুন খসিয়া যাইলে মিস্ত্রির সাহায্য না লইয়াও নিজেরাই মেরামত করিতে পারা যায়।

বালি ২ফেরা চুণ, ১ফেরা

জলদিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া কর্ণিক দিয়া লাগাইয়া একটা সমতল কাষ্ঠ দ্বারা তাহার উপর ঘষিয়া যাইলেই অতিরিক্ত চুনবালী পড়িয়া যাইবে এবং সুন্দর মেরামত হইবে। ইহাকে একটু সুদৃঢ় করিতে হইলে কিছু সিমেন্ট মিশাইয়া দিলে সুন্দর হইবে। পল্লী গ্রামে সুর্কি পাওয়া দুরুহ। বালী চুনের কাজ হইলে নিজেও মেরামত করা চলে।

৬। কাপড় কাচা সাবানের ফেনা অযথা ফেলিয়া দিতে নাই, ইহা কোন একটা পতিত জমী বাড়ীর নিকট থাকিলেও তাহাতে ফেলিতে হয়, ইহা উৎকৃষ্ট সার, জমীটী সুন্দর উর্ব্বরা হইবে।

কাচপাত্র এবং কাচের গ্লাসকে নির্দ্দোষ করিতে হইলে কাষ্ঠের কয়লা চূর্ণ দিয়া মাজিলেই সমস্ত দোষ কাটিয়া যায়।

সাদা কিড্ চামড়ার গ্লোভস এবং জুতাতে ক্রিম অফ্ টারটার মাখাইয়া কাচিলে পরিষ্কার হইবে।

উলের কাপড় সাবানে কাচিতে হইলে খুব গরম জলে কাচিতে হয়। ঈষদুষ্ণ জলে কাচিলে কাপড়ের বহর কমিয়া যায়, "Luke worm water shrinks them"।

চা বা কাপি অধিকক্ষণ টীনের পাত্রে রাখা উচিত নয়, বিষাক্ত হয়।

কাষ্ঠের জিনিট মুছিয়া রাখিলে এবং টীনের জিনিস শুষ্ক রাখিলে ভাল থাকে।

চিঠির এন্ভেলপের সাদা কাগজ ফেলিয়া দিতে নাই, বেশ স্লিপ্ হইবে, অনেক ছোট বিষয় লিখিয়া রাখা যায়, ব্যারন রথ চাইলড্ ইহা ফেলিতেন না। সর্ব্ব বিষয়েই মিতব্যয়ী হইতে হইবে।

কোন জিনিসই ফেলিয়া দিতে নাই, নিজের কাজে না লাগাইতে জানিলে অপরের উপকার হইতে পারে।

প্রত্যেক সপ্তাহে একবার মেরামতের কাজে মন দিতে হয়, নিজে না জানিলে ভাড়া করিয়া লোক দ্বারাও সে কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। সময়ে মেরামত করাইলে অনেক ব্যয় সংক্ষেপ হইবে।

লোহার বেঞ্চকে গ্রীন রং করিতে হইলে রঙ্গের দোকানে mineral গ্রীন রং পাওয়া যায়, তাহা এবং তাহার পরিমাণ মত white lead টারপিন একত্রে বাটীয়া তুলি দ্বারা লাগাইতে হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এক কোট টার্পিন বার্ণিস মাখাইয়া লইতে হইবে।

একচক্ষুতে চসমা দেওয়া ঘোর অনিষ্ট কারক। (Single eye glasses are highly injurious" চসমা আবশ্যক হইলে উভয় চক্ষেই চসমা ব্যবহার করা উচিত।

খেলার তাসের ময়লা পরিষ্কার করিতে হইলে একটু মাখমে ফ্লানেল ঠেকাইয়া ঘর্ষন করিলেই দাগ উঠিয়া সুন্দর পালিস হয়।

গ্রীণ চা শীতল হইলে যদি তাহা পেয়ালায় ঢালিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখা যায়, তাহা হইলে মাছি আসিয়া তাহাতে বসে, এই চা শীতল হইলে খুব কড়া হয়, তাহা খাইয়া মাছি মরিয়া যায়। পরীক্ষা করা উচিত।

পায়ে জুতা বেশী টাইট্ বোধ হইলে আগুনের উত্তাপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তারপর পায়ে দিলে আর পায়ে তত লাগে না।

পিতলের জিনিস কদাচ না মাজিয়া ব্যবহার করিতে নাই বিলাতি পরিষ্কার পদ্ধতি :— লবন এবং কিঞ্চিৎ ভিনিগার দিয়া মাজিয়া লইতে হয়, দেশী পদ্ধতি তেঁতুল ও ইষ্টক চূর্ণ এবং লবন, ইহা দ্বারাও দিব্য পরিষ্কার হইবে।

রন্ধনে তামার পাত্র অব্যবহার্য্য। কারণ বিষাক্ত হইয়া জীবন সংশয় হয়।

কারপেট্ যত ঝাড়া যায়, তত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

পরিষ্কার সুতার ন্যাকড়ার টুকরা ফেলিয়া দিতে নাই, অসুখ বিসুখের সময় বড় বেশী দরকার হয়।

ছুরি প্রভৃতিকে পালিস করিতে কাষ্ঠের কোমল কয়লার গুড়া উৎকৃষ্ট জিনিস।

Cold down মসিনা তৈল দ্বারা কাল রঙ্গের মেহগ্নি কাষ্ঠের জিনিস অতি সুন্দর পালিস হয়। একটু তুলা বা স্পঞ্জ দ্বারা লইয়া প্রথমে লাগাইয়া তাহার পর শামায় লেদার বা পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা ঘসিলেই সুন্দর পরিণয় হয়।

লিলেন কাপড়ে কালি পড়িলে তাহা Salt of Lemon (অর্থাৎ অক্জালিক অফ্ পটাস) জলে গুলিয়া কাচিলেই উঠিয়া যাইবে।

Home-Industry.
গার্হস্থ্য শিল্প।

LITHOGRAFIC INK
লিথোগ্রাকের কালী।

১

ল্যাম্প ব্লাক—১ভাগ
সোপ বা সাবান —৪ভাগ
মোম —১২ভাগ
টালো বা চর্ব্বি —৩ ,,

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া মিশ্রিত করিলেই প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার।

Lamp Black —3 part.
Soap —4 ,,
Wax —12 ,,
Shellack —4 parts

প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ।

—:০:—

একটা লোহার দাণ্ডাকে কেমন করিয়া জলবৎ গলাইতে হয়, জানেন?

লোহ দণ্ডকে হাপরে দিয়া যতক্ষণ না আগুনের শিখা সকল শ্বেতবর্ণ হয়, ততক্ষণ পোড়াইতে হইবে, তাহার পর সেই লৌহ খণ্ডকে বাহির করিয়া গন্ধকের যে লম্বা বাতি বেনের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়, সেই বাতি উপরোক্ত লৌহ খণ্ড উপর লাগাইলেই লৌহ ফোঁটাফোঁটা করিয়া জলের মত পড়িতে থাকে। এক বাল্‌তি জলের উপর ফেলিলে ঐ লৌহ গুলি গোলাকার হইয়া যায়।

LILLY OF THF VALLY

জনৈক গ্রাহক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,"লিলি অফ্ দি ভালি এসেন্স" কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়।

Essence of Tube rose—8 ounces
,, ,, Jasin in—1
,, ,, Orenage Flower—1 ,,
,, ,, Cassie 2 ,,
,, ,, Rose —1 ,,
,, ,, Spirit of Rose 1 ,,
Tinct of vanilla —1 ,,
Oil Bitter Almond 2 Drops

একত্র মিশাইলেই উপরোক্ত এসেন্স হইবে। ইহার সমস্ত সামগ্রী ভাল কেমিষ্টের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে। এরূপ এসেন্স প্রস্তুত করিতে এক পাইটে প্রায় ১০৲ খরচ পড়ে।

S. A.

ROSE POWDER.

ইহা একপ্রকার এসেন্স পাউডার বলিলেও হয়; এই চূর্ণ বস্ত্রাদিতে ছড়াইয়া অথবা ক্ষুদ্র থলিয়ায় পুরিয়া পকেটে রাখিলে সুন্দর স্থায়ী সৌরভে পার্শ্বস্থ ব্যক্তি মুগ্ধ হইবেন, অথচ ব্যয় অল্প গন্ধ স্থায়ী সৌরভান্বিত গোলাপের পাব্‌ড়ী চূর্ণ ২ পাউণ্ড, উৎকৃষ্ট চন্দন কাষ্ঠ চূর্ণ অর্দ্ধ পাউণ্ড খুব সূক্ষ্ম চূর্ণই করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। তাহার পর ঐ চূর্ণে ২ড্রাম oil of Rose দিয়া উক্ত পাউডারের সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্লাস ষ্টপার্ড শিশিতে রাখিয়া আবশ্যক মত ব্যবহার করিতে হইবে। স্পিরিট মিশ্রিত এসেন্সের গন্ধ স্পিরিট উড়িয়া যাইলে আর থাকে না। কিন্তু এই চূর্ণের সামান্য পরিমাণ একটু কাপড়ে বান্ধিয়া পুটুলী করিয়া পকেটে ফেলিয়া রাখিলে অনেক দিনই গন্ধ থাকিবে। অথচ মিতব্যয়িতাও হইবে।

পল্লীগ্রাম এবং দস্যুভয়।

—:০:—

বঙ্গের নানা স্থানে দস্যু এবং চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইতেছে,তাহা সংবাদ পত্রে প্রতি নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, গবর্ণমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। অনেকস্থলে দস্যু হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য আশ্চর্য্য জনক উপদেশও প্রদত্ত হইতেছে। পুলিস হইতে গ্রামবাসীগণকে ইষ্টক খণ্ড, তীর, ধনুক রাখিতে বলা হইতেছে কিন্তু আমরা কুটীর বাসী পল্লী নিবাসী, এই উপদেশের জন্য চির বাধিত হইলে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যও হইয়াছি। আমাদের খড়ের ঘর, খড়ের ঘরের ছাদত কখনই থাকে না, তবে সেই খড়ের ঘরের ছাদ ও জানালা বিহীন অন্ধকূপ সদৃশ গৃহ মধ্যে হইতে কেমন করিয়া তীর ধনুক বা ইষ্টক খণ্ডের যে সদ্ব্যবহার করিব, তাহাত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ফলে, এই সকল অস্ত্রের দ্বারায় আমাদের আত্মরক্ষার উপায় নাই। আমরা চৌকীদারী ট্যাকস্ দিই কিন্তু চৌকিদার অন্ধকার রাত্রে বাহির হইতে না। সমস্ত চোর এবং দস্যুগণ এই সকল রহস্যের সংবাদ রাখে এবং অনায়াসে নির্ভয়ে দস্যু বৃত্তি করিয়া চলিয়া যায়। গ্রামের দুই চারি জনকে বন্দুক ক্রয়ের লাইসেন্স দিলে ক্ষতি কি? ফাঁকা আওয়াজ করিলেও দস্যুগণ গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত পল্লীবাসীগণ প্রকৃতই সম্রাটের অতি রাজভক্ত নিরীহ প্রজা, কিন্তু ইহারা নিতান্তই অসহায়, ইহাদের রক্ষার জন্য সদাশয় গবর্ণমেন্টকে কিছু করিতেই হইবে, ইহাই আমাদের করজোড়ে সানুনয় প্রার্থনা। অবস্থা অনেকের সমান না হইতে পারে, কিন্তু চরিত্রবান লোককে বন্দুক রাখিতে দেওয়া অন্ততঃ উচিত, যেন মনে হয়।

EXPERTS ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

—:৮:—

বারণ ন্যাথন মেয়র রথচাইল্ড জগতে প্রসিদ্ধ ধন কুবের। এক সময় কোন সান্ধ্য ভোজে অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা আহারে উপবিষ্ট। কথা প্রসঙ্গে জনৈক মহিলা, ঠিক রথ চাইল্ডের পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি এই জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে বহু অর্থ এবং বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন,যদি দয়া করিয়া বলিয়া দেন যে আমার একমাত্র সন্তানকে কোন ব্যবসায়ে লাগাইলে তাহার উন্নতি হইতে পারে? জননী সর্ব্বদাই সন্তানের শুভাকাঙ্খিণী,কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যারণ কোন উত্তর প্রদান করিলেন

না রমণী বারম্বার এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সহসা ব্যারণ রথ চাইল্ড বলিলেন—"Madam! I will tell you, selling Lucifer Match is a very good business if you have plenty of it,,! অর্থাৎ "যদি আপনার দেশলাই প্রচুর পরিমাণ থাকে তাহা হইলে দেশলাই বিক্রয় করা উৎকৃষ্ট ব্যবসায়। বলাবাহুল্য, মহিলা এই অদ্ভুত উত্তরের প্রত্যাশাও করেন নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, কথাটা ঠিক, উপহাসের কথা নহে। অতি সারবান। যে জিনিসের অহরহ আবশ্যক, সে জিনিস প্রতিনিয়ত সরবরাহ করিতে পারিলে অতি অল্প সময়েই ধন কুবের হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা তাহা প্রস্তুত করিয়া যাইলেই চলে না। লোকের আবশ্যক না বুঝিয়া ব্যবসা করিতে যাইলে ঠকিতে হয়। ব্যারণ রথচাইলড্ সেইজন্য বলিয়া ছিলেন যে, যদি তুমি যথাবশ্যক অভাবপূর্ণ করিতে পার, তাহা হইলে দেশলাইয়ের কার্য্যই উৎকৃষ্ট ব্যবসায়। এ দেশের ব্যবসায়ী একের অভ্যুদয় দেখিয়া এবং নিজের খেয়াল মত ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। যে জিনিস লোকের নিত্য আবশ্যকীয় এবং সুলভ, তাহাই ব্যবসায়ীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। নচেৎ ক্রেতার অভাবে মূলধন বিপন্ন হইয়া পড়ে।

মিষ্টার উইলিয়াম গ্রে আমেরিকা বোষ্টন নগরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন যখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, কিন্তু ধন কুবের হইলেও তাহার চির অভ্যাস বশতঃ প্রত্যেক কার্য্যেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং মনোযোগ দেওয়া তাহার একটা স্বাভাবিক ধর্ম্মই ছিল। এক দিন তিনি জনৈক মিস্ত্রিকে একটা কাঠের কার্য্যে লাগাইয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ে বুঝিতে পারিলেন, লোকটার বয়স হইলেও অমনোযোগী এবং কাজকে উপেক্ষার চক্ষে দেখা তাহার মজ্জাগত অভ্যাস। একজন কর্ম্মবীরের পক্ষে এরূপ ক্রটী অসহনীয়, তিনি মিস্ত্রিকে একটু অতীব্র তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উপেক্ষার সহিত বলিল—"মিঃ গ্রে, তুমি আজ আমাপেক্ষা ধনী হইতে পার, কিন্তু বুদ্ধিমান বলিয়া তিরস্কার করিতে আসিও না, তোমার স্মরণ আছে কি, যখন আমরা শৈশবে বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখন তুমি কেবল রণডঙ্কা (Drum) বাজাইতে, সে কাজ অতি নির্ব্বোধের বলিয়াই তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। উইলিয়াম গ্রে হাস্যমুখে বলিলেন, ভাই কিন্তু বিবেচনা কর দেখি, কেমন ঢাক্ বাজাইতে পারিয়া ছিলাম। যদি তখন ঢাক বাজাইতে উপেক্ষা করিতাম, তাহা হইলে জীবণের জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারিতাম না কিন্তু এ বিষয়ে আমি মর্ম্মাহত হইলাম, কারন এত কালেও তোমার সেই শৈশবের অমনোযোগীতা এবং কর্ম্মে উপেক্ষায় স্বভাব দূরীভূত হয় নাই। আমি জীবনে কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করি নাই, যাহা পাইয়া ছিলাম, তাহাই অতি মনোযোগে-সহিত পবিত্র জ্ঞানে সম্পন্ন করিতে শিখিয়া-ছিলাম। জীবনের সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইলেই প্রগাঢ় ঐকান্তিকতার সাধনা আগে না করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আমি ইহাই শিক্ষা করিয়াছিলাম এবং জীবনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই অভ্যাসই রক্ষা করিব। এস শৈশব সহচর! আজ আমি তোমার আলিঙ্গন করিয়া সুখী হই।" পাঠক! ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম উভয় সাধনার সিদ্ধি লাভের এক মাত্র মূলমন্ত্র "ঐকান্তিকতা"......এই ঐকান্তিকতা আমাদের কয়জনের আছে?

"POOR RECHAR'DS, SAYINGS.

বিবেক-বাণী।

—:০:—

ফ্রাঙ্কলিন বৎসরের প্রথমেই একখানি পত্রিকা করিতেন, সেই পত্রিকায় কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ থাকিত। কিন্তু বহুকাল লোকে সম্পূর্ণ উপদেশাবলী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ফ্রাঙ্কলীনের জীবনী সংগ্রাহক স্পার্ক সাহেবও যে এই অভিনব বাক্যগুলি যে সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি সংশয়াবিষ্ট ছিলেন। তাহার পর আমেরিকায় বহু সম্ভ্রান্ত লোকে একত্র সমবেত হইয়া কতকটা সম্পূর্ণ করিতে পারিয়া ছিলেন। সেই সংগ্রহ হইতে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম নিম্ন লিখিত বিবেক-বাণী গুলি প্রকাশিত হইয়া ছিল। তাহা হইতে কতকাংশ সংগ্রহ করিয়া আমরা সাদরে পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"To lengthen life lessen thy meal, জীবন সুদীর্ঘ করিতে হইলে আহার কমাইতে হইবে।"

"Eat to live and not live to eat," জীবন রক্ষার জন্য আহার করিবে, যেন আহার করিবার জন্যই জীবন ধারণ করিও না। "He that drinks fast pay last," যে ব্যক্তি যত অমিতপ্যায়ী, সে পানের মূল্য দিতে তত বিলম্ব করে (অর্থাৎ মাতালের পয়সা জুটে না।)

"He is ill clothed who is bare of virtue" যাহার ধর্ম্মের আবরণ নাই, সে যত বস্ত্রই পরিধান করুক তাহার দরিদ্র বেশ।

"Men and melons are hard to know" তরমুজ আর মানুষের উপর দেখিয়া পরিচয় পাওয়া সুকঠিন, উভয়েই বর্ণচোরা।

"There is no little enemy" শত্রুকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতে নাই।

"The heart of Fool is in the mouth but,the mouth of wise man is in his heart" নির্ব্বোধের হৃদয় তাহার মুখে,নির্ব্বোধ হাঁ করিলেই হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জ্ঞানীর মুখই হৃদয়ে।

ফ্রাঙ্কলীন স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"She that will eat her
breakfast in the bed,
And spend the morn
in dressing of her head,
And set at dinner like a
maiden Bride,
And talk of nothing
of her pride.
God in her mercy
may do much to live her,
But what a case is he
in that shall have her."

অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক বিছানায় বসিয়াই প্রাতঃরাস ভক্ষণ করে, কেশ বিন্যাসেই—প্রাতঃকাল অতিবাহিত করে, এবং মধ্যাহ্ন-সময়ে ঠিক কণেবধু (অবশ্য বিলাতি) সাজিয়া আহারে বসিয়া কেবল নিজের গৌরব কহি-তেই সময় কাটায়। তেমন স্ত্রীলোককে অবশ্য ভগবান তাহার দয়ার দ্বারায় জীবিত রাখুন, কিন্তু যে সেই স্ত্রীলোককে সহধর্ম্মিণী করিবে সে বেচারার অবস্থা কি?" পাঠক দেখিতেছেন, ফ্রাঙ্কলীন মহিলার এইরূপ আচরণকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। এইজন্য ভারতের আর্য্যঋষিগণ স্ত্রীলোককে অহরহ সংসার কার্য্যে সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ সমগ্র পাশ্চাত্য জাতি এই বিলাসিনী স্বাধিনা মহিলাগণের জন্য বাস্তবিক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন আর্য্যনারী-গণের নম্রতা, ভোগবিলাস বিবর্জ্জিতা স্বভাব আধুনীক সভ্যতার স্রোতে কোথায় ভাবিয়া গেল ?

ফ্রাঙ্কলিন বলিবাছেন :-

Many dishes many deseases, Many medicines few cure. রকমারি খাবারের রকমারি পীড়া—আর অসংখ্য ঔষধ, কিন্তু আরোগ্য নাই বলিলেও হয়।

সেকালের পরিমিত সহজ শাক অন্নেই ভারতও বীর প্রসাবিনী ছিলেন,কিন্তু আজ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ খাদ্যেও দীর্ঘজীবি জন্মে না, অসংখ্য ঔষধ ও চিকিৎসক, মৃত্যু সংখ্যাও অনেক বেশী। ফ্রাঙ্কলীন মিতাচার, সদ্ব্যবহার সহজ খাদ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। বারান্তরে অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব।

কটী বেদনা।

—:•:—

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

কটী বেদনায় এ্যালোপ্যাথিক মালিস প্রভৃতি দিয়া তেমন আশাপ্রদ সুফল পাওয়া যায় না, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধদ্বারা অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। বেদনার প্রকারভেদে ঔষধ বিভিন্ন-প্রকার, নিম্নে কটি বেদনা একটী সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা প্রদত্ত হইল। আশাকরি অনেকের উপকারে আসিতে পারে।

পোয়াতি স্ত্রীলোকের কটীদেশে (Sacra-Mac Synchandroses) প্রদেশে বেদনা হইলে এবং রোগীকে কেবল বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলে উপরোক্ত স্থলস উপকার করিয়া থাকে।

কোমরের বেদনার সহিত যেখানে মেরুদণ্ডের প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে এবং কোমরের নিম্নাংশে বেদনাধিক্য থাকিলে, এবং যেন ভিতরে দগ্ধ হওয়া বোধ হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা দিলে উপশম হইবে। যে কটী-বেদনা বা কোমরের ফিক্ ব্যথায়—নড়া চড়ার প্রথমে যেমন কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটিলে চলিলে আর তেমন কষ্ট হয় না, তাহাতেও উপরোক্ত ঔষধ ফলপ্রদ।

ক্যালি কস্ফরিকম্, ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোমরে বাতের বেদনার মত বেদনা, বিশ্রামে উপসর্গের বৃদ্ধি, এবং নড়া চড়ায় প্রথমেই বৃদ্ধি, বিশেষরূপে উপবেশনের পর উত্থানে বৃদ্ধি, কতকটা কটীতে পক্ষাঘাতের ন্যায় ভাব বোধ হয়, সেস্থলে ক্যালিফস্ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এইরূপ লক্ষণে ইহারই মত আর একটী ঔষধ আছে, তাহার নাম রস্টক্স। কিন্তু ক্যালিফসফসের এবং রাসটাক্সের পার্থক্য বুঝিয়া তবে ব্যবহার করা উচিত।

যেখানে কোমরের ব্যথা (Stiff) হইয়া থাকে, নোয়াইতে পারা যায় না, নড়িতে যাইলে সম্পূর্ণ অক্ষমতা বোধ হয় এমন স্থলে কোন ঔষধ উপযোগী? সকাকার, যেখানে কোমরে নূতন বেদনা এবং সেই বেদনা যজ্ঞা পর্য্যন্ত বিস্তৃত,যেখানে কটি দেশের দুর্ব্বলতা যেন শরীর বহন করিতে অক্ষমতা বোধ হয়—কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন বা দাঁড়াইলে অথবা দাঁড়াইয়া বসিলে বেদনার উপশম বোধ হয়, সে স্থলে অক্‌জালিক অ্যাসিড্ উপযোগী।

যেখানে কোমরের ভিতর (Burning Pain) দগ্ধ হইয়া যাইয়া যাইতেছে এরূপ যাতনা, মেরুদণ্ড এবং শকাপুলা ড্রোসাল

স্পাইন পর্য্যন্ত স্পর্শ অসহিষ্ণু বোধ হয়, সেস্থলে ফস্‌ফরস উত্তম কাজ করে।

রসটাকসের বেদনা—উঠিতে চেষ্টা করিলেই বেদনা, আঘাত জনিত বেদনা, কোমরের ফিক্ বেদনা চলাফেরাতেও উপশম হয় না এমন স্থলে রসটাকস্ ভাল।

কিন্তু বসিয়া থাকিলে কোমরে বেদনার বৃদ্ধি হইলে, কোবাল্ট্ জিঙ্কম, সিপিয়া, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা প্রভৃতির দ্বারাও বেশ কাজ হয়। তবে প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া যাহা উপযোগী হয়, তাহাই নির্ব্বাচন করা উচিত। যেস্থলে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে তখন কোন কষ্টই অনুভূত হয় না, কিন্তু উঠিলেই কোমরের পশ্চাতে বেদনা বোধ হয়, সেখানে লেডম দিলে উপকার হইতে পারে। যেস্থলে রোগী বসিয়া থাকিলে বেদনা হয়, সেই জন্য রোগী চলিয়া বেড়াইতে চায়, সেস্থলে ক্যালিকার্ব্ব বা ষ্টাফিসেগ্রিয়া দিলে উপশম হয়।

যে স্থলে কোমরে বাত বেদনার মত বেদনা, সে বেদনা ভোরের সময় অধিক হয়। কিন্তু কাজেকর্ম্মে লাগিলে বেদনা থাকে না, তেমন স্থলে কোন ঔষধ উপযোগী? প্রেট্রোলিয়ম অথবা রুটা। নক্‌স ভমিকার কটী বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি পায়, রোগীপাশ ফিরিতে হইলে না বসিয়া পার্শ্বে ফিরিতে পারে না।

এতদ্ব্যতিত, সিকেলি, কোনায়ম আনাকার্ডিয়ম প্রভৃতি ঔষধের ও আবশ্যক হয়।

অনেক দিনের পুরাতন কোটী বেদনা, নড়া চড়ায় বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে উপশম লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া ২০০ দিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলাম। S. P.

নূতন রন্ধন প্রণালী।

মনীষী ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় ইক্‌মিক্ কুকার নামক রান্না করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যদিও ইহার মূল্য অনেক অধিক বলিয়া সকলের পক্ষে ব্যবহার সম্ভব নয়, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা অতি সুন্দর জিনিষ। ইহাতে বাষ্পের উত্তাপে এক সঙ্গে অনেক প্রকার জিনিস রান্না হয়।

আমি বাষ্প দ্বারা রান্নার দুইটী অতি সহজ উপায় নিম্নে বিবৃত করিলাম। ইহাতে যে যন্ত্রের আবশ্যক, তাহার বিভিন্ন অংশ সর্ব্বত্র অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। বহু দিবস ব্যবহার করিলেও ইহার কোন অংশ খারাপ হইবে না। ইহার মূল্য ইক্‌মিক্ কুকারের মূল্যের এক তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না। যে কোন উনুনে (কয়লার উনুনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট) ইহা দ্বারা রান্না হইতে পারে এবং আবশ্যক মত বাষ্পের নিমিত্ত কড়াতে জল দেওয়া যাইতে পারে। আমি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইতেছি বলিয়া সাধারণের উপকারার্থ নিবেদন করিলাম। স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দেখিলে ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।

১। একটী কড়া কতকটা জল সহ উনুনের উপর চড়াইয়া দিন। রান্না করিবার জিনিষ গুলি পরিমাণ মত জল ও মসলা সহ পৃথক পৃথক পাত্রে দিয়া উপরি উপরি পাত্র গুলি স্থাপন পূর্ব্বক তাহা একটী ২।১ ইঞ্চি চওড়া বেড়ের উপরে কড়ার মধ্যে স্থাপন করুন। ঐ পাত্রগুলি একটী উভয় মুখ খোলা ধাতু নির্ম্মিত চোঙ্গ দ্বারা এমন ভাবে ঢাকিয়া দিন, যেন চোঙ্গের নীচের মুখটী সমান ভাবে কড়াতে বসে। পরে উহার উপরের মুখটী ভালরূপ ঢাকিয়া দিন, যেন বাষ্প বেশী বাহির হইতে না পারে। চোঙ্গের নীচের মুখটী কড়ার জলেতে একটু ডুবিয়া থাকিলে ভাল হয়, কারণ ঐ মুখ দিয়া ষ্টীম বাহির হইতে পারিবে না।

২। এক মুখ বন্ধ একটী চোঙ্গ এক ইঞ্চি জল সহ কোন উনুনে বসাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ রান্না করিবার দ্রব্য সহ পাত্রগুলি উপরি উপরি করিয়া তাহার ভিতরে স্থাপন করুন। পরে চোঙ্গের উপরের মুখটী পূর্ব্বোক্তরূপে ঢাকিয়া দিন।

উপরোক্ত উভয় প্রনালীতেই পাত্রগুলি অপেক্ষা বেশী চোঙ্গ ব্যবহার করিবেন না। কারণ রাঁধিবার পাত্র গুলির বাহিরে ও চোঙ্গের মধ্যে বেশী স্থান থাকিলে বাষ্প ছড়াইয়া পড়ে ও উত্তাপ কম হয়। বেশী লোকের রান্না করিতে হইলে বড় ও চেপ্‌টা কড়া ব্যবহার করিবেন।

আগুণের উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া পাত্রগুলির চারিপার্শ্বে যে উত্তাপ প্রদান করিবে, তাহাতেই এক সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য গুলি অল্প সময়ে সুসিদ্ধ হইবে। আমি নিজে আধ ঘণ্টার মধ্যে দুই জনের ভাত, মুসুরীর ডাল, মাছ প্রভৃতি এক সঙ্গে রান্না করিয়াছি।

ডাল, তরকারীর প্রভৃতি পরে সাঁতলাইয়া বা সম্ভার দিয়া লইলে ভাল হয়। টিন বা লোহার চাদরে চোঙ্গ অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করা যায়। বাজারে রং বা তেলের সিলিণ্ডার (পিপা) পাওয়া যায়, তাহার মুখ খুলিয়া লইলে উত্তম চোঙ্গের কাজ চলে। যদি কোন বিষয় বুঝিতে না পারেন, তবে নিম্ন ঠিকানায় আমার নিকট লিখিবেন। সঙ্কিঃ।

শ্রীরসিকলাল সেন, সব ম্যানেজার।
পোঃ, ফরবিসগঞ্জ, জিলা পূর্ণিয়া।

Cinchona.
সিঙ্কোনা।

—:o:—

ইহা একটী উৎকৃষ্ট জ্বরঘ্ন ঔষধ, ইহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, একথা এদেশের অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু কিরূপে সিঙ্কোনার নাম করণ হয়, তাহা বোধ হয় আমাদের অনেক পাঠক মণ্ডলি নাও জানিতে পারেন। সিঙ্কোনার জন্মস্থান আমেরিকা, এই আমেরিকার বহুস্থানে জ্বরের প্রকোপ অধিক। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট সিঙ্কন্ জনৈক স্পেনীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পেরুর বড়লাট (viceroy) হইয়া সেখানে গমন করেন, এবং যাইয়াই জ্বরাক্রান্ত হন। কিন্তু তথাকার অধিবাসীগণ এক প্রকার গাছের ছাল দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করেন। বড়লাটের স্ত্রী কাউন্টেস সিঙ্কন যখন তাঁহার স্বামীর সহিত ইয়োরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ঐ বৃক্ষের কিছু বল্কল সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই অবধি ইহার ভেষজগুণ সমগ্র ইয়োরোপে প্রচারিত হইয়া পড়ে। লাট মহিষীর সম্মান এবং স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ সিঙ্কোনা নাম হইয়া ছিল। কিন্তু ভৈষজ্যতত্ত্বের মধ্যে সিঙ্কোনাকে পেরুভিয়ান বার্কও বলিয়া থাকে। সিঙ্কোনা বৃক্ষ দক্ষিণ আমেরিকায় এনডেম প্রদেশে জন্মে উর্দ্ধে প্রায় ২৫০০ হইতে ৯ হাজার ফীট দীর্ঘ হইয়া থাকে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মার্ক হাম (Mark ham) নামক জনৈক ভদ্রলোককে আমেরিকায় ইহার বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরণ করেন. এবং ভারতের নানা স্থানে ইহার চাসের চেষ্টা চলিতে থাকে। প্রথমে হিমালয় প্রদেশে নীলগিরী ভূমিতে সিঙ্কোনার আবাদ হয়, ক্রমে ইহা এত প্রচুর জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট এখন এই সিঙ্কোনা জাত কুইনাইন অতি সুলভে ডাক ঘরে বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছেন। সিঙ্কোনার ছালকে সিদ্ধ করিয়া আগে পাঁচনের ন্যায় তাহার কার্য্যে ব্যবহার হইত, কিন্তু এখন বার্ক বা ছাল হইতে শ্বেতবর্ণ কুইনাইন প্রস্তুত হইয়াছে। কুইনাইন জ্বরঘ্ন, তিক্ত, বলকারক। কুইনাইনই একমাত্র ম্যালেরিয়া বিষনাশক বলিয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

—

(Special for Businessman.)

কাপড়ের উপর ফটো তুলিবার কৌশল।

—:o:—

আমরা সাধারণতঃ কাপড়ের উপরই ফটোগ্রাফ তুলিয়া থাকি। নিগেটিভের নীচে ঔষধ মাথান কাগজ রাখিয়া তাহার উপর আলো সাহায্যে ফটো তুলা হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রনালী অবলম্বন করিয়া কাপড়ের উপর ও ফটো তুলা যাইতে পারে। কেহ ইহা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? তবে কাগজ অপেক্ষা কাপড় অধিকতর সছিদ্র বলিয়া ইহার প্রস্তুত প্রণালী ঠিক কাগজের মত হইবে না। নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে পাঠকগণ নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন!

এ স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক, আজ কাল অধিকাংশ ফটোগ্রাফারই বিলাতী ঔষধ মাখান কাগজ ক্রয় করিয়া থাকেন। কারণ আমরা এদেশে বিলাতের মত অল্পব্যয়ে এত উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতে পারি না। যাহা হউক তবুও বর্ত্তমান প্রতিযোগীতার দিনে যতদূর সম্ভব কাগজাদি এদেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি আশা করি, "কাজের লোকের পাঠকগণ আমার বর্ণিত উপায়ে কাপড়ের উপর ফটো তুলিতে চেষ্টা করিবেন। আমি অন্য প্রবন্ধে কাগজের উপর ঔষধ মাখাইবার প্রণালী বর্ণনা করিব।

নয়ানসুক লংক্লথ রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার কাপড়ের উপরই ঔষধ মাখান যাইতে পারিবে। প্রথমতঃ কাপড়কে গরম জলে ভালরকম ধৌত করিয়া লইবে, তৎপর ইহাকে নিম্নলিখিত ঔষধের মধ্যে কিয়ৎসময় ডুবাইয়া রাখিবে।

জিলেটিন	—১৬॥ গ্রেণ
আরারুট	—৪০ ,,
ফিটকিরি	—৯ ,,
জল	—১০ আউন্স

প্রায় ৫ মিনিট পর কাপড় খানা তুলিয়া এক খানা কাষ্ঠের উপর পিন দ্বারা টাইট ভাবে বসাইবে। কাষ্ঠের দুই প্রান্ত মধ্যদেশ হইতে উচ্চ থাকিবে যেন কাপড়কে উভয় প্রান্তের উপর টাইট ভাবে স্থাপন করিলে ইহার মধ্যদেশ শূন্যে থাকিতে পারে অর্থাৎ যত দূর সম্ভব শূন্যাবস্থায় অথচ টাইট ভাবে কাপড় খানা রাখিয়া ইহাকে শুষ্ক হইতে দিবে। ক্রমশঃ

বিক্রেতা আবশ্যক।

—:o:—

বস্ত্রাদি ছাপা এবং রঙ্গের কার্য্যে মঞ্জিষ্ঠা আবশ্যক হয়, যদি কেহ বিক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে পারিবেন। প্রচুর লইতে পারা যাইবে কি দরে, বিক্রয় করিতে চাহেন, জানাইলে বাধিত হইব।

"কাজের লোক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

—

নানা কথা।

এক্স—রে এর নূতন উপকারিতা।

—:o:—

আমেরিকা হইতে মাল বোঝাই হইয়া যে সকল জাহাজ জার্ম্মানিতে যাইতেছে, সেই সকল জাহাজে কামান, বারুদ, তাম্র প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী জিনিষ গোপনে বোঝাই হইয়া জার্ম্মানিতে যাইতেছে কিনা; তাহা দেখিবার জন্য নিউইয়র্ক সহরে ব্রিটিশ পরিদর্শক অবস্থান করিতেছেন। এই পরিদর্শকের কার্য্য এক্স—রে দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তুলার বস্তাগুলি জাহাজে উঠাইবার পূর্ব্বে এইগুলি একখানি ছোট গাড়ীর উপর রাখা হয় এবং ঈষৎ সবুজ রঙের একটি কাচের গোব এই সকল বস্তার পাশে রাখিয়া দুইদিকে দুইজন পরিদর্শক ফ্লুরোস্কোপ নামক যন্ত্র লইয়া উপবেশন করেন। ফ্লুরোস্কোপ যন্ত্রের শেষভাগে একটি পর্দা আছে। এই পর্দা রাসায়নিক দ্রব্যে আবৃত থাকে। যখন এক্স—রে এই পর্দা প্রতিঘাত হয়, তখন এই পর্দা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এক্স—রে তুলার মধ্যে দিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং বস্তায় কোন ধাতুর জিনিষ থাকিলে এক্স—রে খণ্ডিত হইয়া যাইবে এবং পরিদর্শক জিনিষের প্রতিবিম্ব পর্দায় দেখিতে পাইবেন। এই পরিদর্শন কার্য্য কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। এই উপায়ে শত শত বস্তা তুলা দু এক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষিত হইতেছে।

ভুতের ফটো—কলিকাতা সহর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকৃতিনাথ বসু নামক একব্যক্তি "এষ্ট্রনমিকেল সোসাইটী"র সদস্য;—নক্ষত্র এবং ধুমকেতুর পর্য্যালোচনায় ইনি বড় প্রিয় এবং অনুরক্ত। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। "নেচার" নামক এক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এক ধূমকেতুর চিত্র দেখিয়া ইনি তদালোচনায় বিভোর হইয়াছিলেন;—শ্রীযুক্ত কালীনাথ বসু নামক তাঁহার এক বন্ধুকে ইহাঁর ফটো লইবার জন্য ধরিয়া বসিয়াছিলেন, দর্জ্জিপাড়ার এক ছোট বাগানে এই ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছিল। এই ফটোগ্রাফের জন্য যে প্লেট ব্যবহৃত হইয়াছিল,—তাহার পূর্ব্বদিন মাত্র ক্রীত হইয়াছিল। ফটো গ্রহণের পর,—নেগেটিব'—ডেভেলপের জন্য কলিকাতার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার হপসিংহের-বাড়ী প্রেরিত হইয়াছিল। ডেভেলপ হইবার পর দেখা গেল,—ধুমকেতু এবং তারকাবলীর চিত্রের পার্শ্বে ধ্যানরত এক ব্রাহ্মণ-যুবকের প্রতিমূর্ত্তি যজ্ঞোপবীত হস্তে ধৃত,—সম্মুখে গঙ্গাজলের এক আধার রক্ষিত;—যুবক ধ্যানমগ্ন। বিশেষ পরিদর্শনে জানা গেল,—এই প্রতিমূর্ত্তি,—ফণিভূষণ রায় নামক এক ব্রাহ্মণ যুবকের;—অল্পদিন মাত্র এই ব্যাপার লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই ভবানীপুরেই এইরূপ আর একটী ঘটনা হইয়াছিল। দেশ বিখ্যাত বিলাতী মাসিক পত্র রিভিউ অব রিভিউয়ে"র সম্পাদক পরলোকগত ষ্টেড সাহেব "বর্ডার-ল্যাণ্ড" নামক মাসিক পত্রিকায় এই তত্ত্বের অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।—ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে একদল স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লাভের জন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীযুত ভুপেন্দ্রনাথ বসু দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবাসীর এই সঙ্কল্প অনুমতি দান করিয়াছেন। এই সেবকদলে দুইশতসেবক ও পঞ্চাশ জন ডাক্তার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবেন। ইতিমধ্যেই সাতশত আবেদন আসিয়াছে। সেবকদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক দুইলক্ষ টাকার অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে, অবশিষ্ট অর্থও অতি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। মালপত্র ঔষধাদি বহিবার জন্য এই অনুষ্ঠানের অগ্রণী শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীএকখানি মোটর অ্যাম্বুলেন্স ওয়াগণ দান করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সার্ প্যারডে ল্যুকিস্ সমস্ত ঔষধাদি ও উপকরণ সহ আর একখানি মোটর অ্যাম্বুলেন্স ওয়াগান দান করিয়াছেন।

মহিলা শিল্প শিক্ষালয়।—জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ও তাঁহার কর্ম্মোৎসাহিনী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার মহিলা শিল্পাগার স্থাপন করিয়া নারীদের হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা এই শিক্ষালয়ে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আপনাদের শক্তি সামর্থ নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শিল্পশিক্ষালয়ে মাটির পুতুল ও ফল দর্জ্জির কাজ, চিরুণী, বোতাম, থাম, কাগজের বাক্স নির্ম্মাণ, টাইপরাইটিং, কৃত্রিম ফুল, মোজা লেস ও টাই, মোমবাতি, ধোবার সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য, ফল সংরক্ষণ, চাটনী ও জেলি নিব ও চুলের কাঁধা, কলে কাপড় ধোত করা, সিল্কের কাপড় রং করা, আলোয়ান হইতে শাল প্রস্তত, জরীর কাজ, ঘড়ী মেরামত শিক্ষা সাইনবোর্ড লেখা, চিকনের কাজ পুস্তক বাঁধাই, জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত, টুথ ব্রাস ও চুলের ব্রাস ফ্রেট ওয়ার্কস, রুমাল, তোয়ালে, প্রভৃতি এবং ফটোগ্রাফি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে। কর্ম্ম পরিচালনের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদক হইয়াছেন। কার্য্যালয়

—৮৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই।

পায়রার দৌড়—গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কার্সিয়ং হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত পায়রার দৌড় হইয়াছিল। পায়রাগুলিকে কার্সিয়ং হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইতিপূর্ব্বে এত দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে আর কখনও পায়রার দৌড় হয় নাই। যে পায়রাটী এই দৌড়ে প্রথম হইয়াছিল অর্থাৎ যে সর্ব্বপ্রথম কার্সীয়ং হইতে কলিকাতা পৌছিল, তাহার গতি প্রতি মিনিটে ১০২৩ গজ ছিল। দ্বিতীয় পায়রার গতি প্রতি মিনিটে ৯৬১ গজ, চতুর্থের ১০০৬ পঞ্চমের ৯০০ গজ ছিল।

তৈলের খনির অনুসন্ধানে—শীঘ্রই শ্রীহট্টে অনেক মূলধন লইয়া এক—কোম্পানী গঠিত হইবে। যাহারা এই কারবার আরম্ভ করিতেছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস যে, শ্রীহট্ট হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অভ্যন্তরে তৈলের খনি আছে। তাহারা সম্প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ করিবেন। চীফ কমিশনার আর্কডেল আর্স মহোদয়ের এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, "কালক্রমে এই নূতন খনির তৈল ব্রহ্মদেশে তৈল পরাভূত করিবে"।

২৫।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ক্রুটী স্বীকার।

কলিকাতার এপিডেমিকের জন্য এবং নানা আপদ বিপদের জন্য "কাজের লোকের" জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে আমরা অতি তৎপরতার সহিত উপর্য্যুপরি কয়েক সংখ্যা বাহির করিতেছি পাঠকগণ নিজ মহত্বের গুণে ক্রটী মার্জ্জনা করেন ইহাই ভীক্ষা।

কার্য্যাধ্যক্ষ্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &co.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। New Series. নূতন সংস্করণ। Vol. IX.
২য় সংখ্যা। FEBRUARY 1915. ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। No. 2.

বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে শুদ্ধ যে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, সংসারিক জীবনে বহু বিষয়ে সাবধান সতর্ক হইয়াও চলিতে পারা যায়। সেইজন্য "কাজের লোকে" বহু বিষয়ের আলোচনা করা হইয়া থাকে।

"কাজের লোককে" বিশ্রাম সময়ের বন্ধু স্বরূপ জ্ঞান করিলেও করিতে পারেন, কারণ "কাজের লোক" বাক বিতণ্ডা শূন্য বড় নিরীহ পত্র। কেবল জনহিতার্থে এতাবৎ আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। অনেকে তাহা উপলব্ধিও করিয়া থাকেন।

"কাজের লোকে" বাৎসরিক বেতন যায় পাথেয় ২॥০ মাত্রা যদি অপব্যয় মনে না করেন, দয়া করিয়া পাঠাইবেন। যদি মনে হয় অপব্যয়, তাহা হইলেও লইতে হইবে, কেননা আপনি হয়ত সমস্তই জানেন, কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ে প্রতিবাসী ইহারাও ত কিছু শিখিতে পারে, এই মনে করিয়া ২॥০ টাকা দিতে পারেন, সবই কি সদ্ব্যয় হয়, সমস্তই মনের বলের উপর নির্ভর করে।

MANAGEMENT OF ESTATE.

সম্পত্তি এবং সুবন্দোবস্ত।

—:o:—

সর্ব্ব দেশেই সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই কিছু কিছু বিষয় সম্পত্তি বা এষ্টেট (Estate) আছে, এই Estate বা সম্পত্তির মধ্যে পুষ্করণী বাড়ী, বাগান, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি থাকে। তাহার আয় হইতে সংসারের ব্যয় চলিয়া যায়। সেকালের লোকের বিষয় কর্ম্ম বোধ ছিল, তাঁহারা চাকরী করিতেন না কিন্তু এই সকল সম্পত্তির আয় হইতে এত বড় বড়

কাজ করিতেন যে, আমরা এখন বড় বড় চাকরেও সেই সকল কাহিনী শুনিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকি। বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে, একথা এখন আমাদের মাথায় আসে না। আমরা নিঃঝঞ্ঝাটে কিছু কিছু মাসিক উপার্জ্জন করিয়া কোনরূপে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিয়াই আপনাদিগকে ধন্য বিবেচনা করি এবং সেই অহঙ্কারে আমরা জগতকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিনা। Estate বা সম্পত্তির সুবন্দোবস্তের কথা ত দূরের কথা, নিজের বিষয় সম্পত্তি দেশের শ্রমজীবিকে বাৎসরিক অতি সামান্য টাকায় বিলি করিয়া সহরে চাকরী করিতে আসি, কিন্তু চাকরীতে আমাদের অন্নের হাহাকার দুর করিতে পারি না—তা সৎকর্ম্ম করা ত স্বপ্নাতীত ব্যাপার! এ সকল কথা শ্মশার বৈরাগ্যের ন্যায় আমরা অনেকবার যে না ভাবি তাহা নহে, কিন্তু কেমন আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা সে দিকে মনোযোগ দিই না। দিতে শিক্ষাও করি না। যেহেতুক শ্রমসাধ্য বিষয় কর্ম্ম দেখা যেন আমাদের বাবুত্বের হানিকর বলিয়া হীন কার্য্য মধ্যে গণনা করি।

কিন্তু যাহাদের অনুকরণে আমরা আজ বিলাসী হইয়াছি, সাহেব সাজিয়া সাহেবী চালে নাটক, নভেল, কবিতা লিখিয়া ধন্য বিবেচনা করিতেছি, তাহারা আপনার বিষয় সম্পত্তিকে কিরূপে দেখে, তাহা আমরা কখন দেখিও না, ভাবিও না। সম্পত্তিকে আয়কর না করিতে পারিলে সে সম্পত্তি থাকায় কোন ফল নাই, বরং তাহা উপসর্গের মধ্যেই দাড়াইয়া যায়। সম্পত্তির আয় থাকে না, অথচ মামলা, মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্ব যায়। এই কারণেই যে এদেশের এত দুরবস্থা তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদিকে বিষয় সম্পত্তি থাকিলেই এসমস্ত উপসর্গও অনিবার্য্য। সেই সকলের মিমাংসার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অসংখ্য আইন আদালতও রাখিতে হয়।

কিন্তু যে দেশের লোকে সম্পত্তির আদর কদর বুঝিয়া থাকে, সে সকল দেশে সম্পত্তি যে মূল্যবান তাহার সন্দেহ নাই। ভূসম্পত্তির উৎকর্ষতা সাধন করিয়াই আমেরিকা আয়ল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, জাপান হলাণ্ড বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের এত উন্নতি এবং জাতীয় সম্পত্তি এত অধিক। আমাদের দেশে সম্পত্তি আছে, অথচ আমরা খাইতে পাই না। অবশ্য অপরাপর দেশের সুবিধা স্বচ্ছন্দতার সহিত তুলনায় এদেশের সুবিধা স্বচ্ছন্দতার পার্থক্য থাকিতে পারে' কিন্তু আমরা যে সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান, তাহা নিশ্চয়ই বলা যায় না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ সংযমী শ্রমসহিষ্ণু, বিষয়বুদ্ধিশীল ছিলেন, আমরা দাসত্ব রত হইয়া, বিলাসী হইয়া, অসংযমী হইয়া, সেই সকল মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বব্যঞ্জক যাবতীয় সদ্‌গুন গুলি হারাইয়া বসিয়াছি। সেই কারণেই আমরা আর বিষয় সম্পত্তির কাছ দিয়াও যাইতে চাহিনা। মনের শক্তি হারাইয়াছি, শারিরীক বলহীন, একটুও শ্রম করিতে অক্ষম, ভয়ানক বিলাসী, অপব্যয়ী অবস্থার বাহিরে চলি, কাজেই অন্তঃশীলা ফল্গুর ন্যায় অভাবের অন্তঃসার ক্ষয়কারী একটানা স্রোত ও নিবারণ করিতে পারিনা।

পাশ্চাত্য জাতির যাহার যতটুকুই ভূসম্পত্তি হউক, সে তাহার প্রত্যেক ইঞ্চিকে আয়কর এবং মূল্যবান করিয়া থাকে, সে তাহার সেই ক্ষুদ্র সম্পত্তি টুকুকে Estate বলিয়া গৌরব অনুভব করে। নর নারী ও বালক বালিকা তাহাদের' সেই ক্ষুদ্র এষ্টেট্ টুকুর উৎকর্ষতা সাধনের জন্য প্রাণপনে লাগিয়া যায়। ভূমী লক্ষী, সেই সাধনায় তাহারা বাস্তবিকই লক্ষী লাভ করিয়া থাকে। কৃষি কার্য্যকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখে না সমাজ ও কৃষককে ঘৃণার চক্ষে দেখে না, কাজেই তাহার, সেই ক্ষুদ্র সম্পত্তিই তাহার পক্ষে মূল্যবান এবং অর্থাগমের, সুখস্বচ্ছন্দতার আকর তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ভাই পাঠক! আমাদের জমী আছে, পুকুর আছে, বাগান আছে কিন্তু তাহার আয়ে আমাদের অনেকের রাজস্বেরও উপায় হয় না কেন? কিন্তু সেই পৈতৃক সম্পত্তিতেই, সে কালের পূর্ব্ব পুরুষগণ কেমন করিয়া এত ধনৈশ্বর্য্য করিয়া ছিলেন? সেই ধনে কত সৎ লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন, এ কথা যদি আমরা অনুসন্ধান করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমাদের সম্পত্তির প্রতি উপেক্ষা এবং অযত্নই একমাত্র কারণ, অন্য বিশেষ কারণ নাই আমরা এখন আর সেকালের মত ষ্টেট মানেজমেণ্ট বা বিষয়ের হেপাজাত করিতে জানিনা, যাহারা বিষয়সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখে, তাহাদের আজও সেই ধন ধান্যময় সুখের সংসার, এ দৃষ্টান্তের একালেও অভাব নাই। সারাজীবন দাসত্ব করিয়া, বিদেশের অন্নজল খাইয়া অনেকে এককালীন ২০০৲ টাকা বাহির করিতে পারিনা, কিন্তু যাহারা চাস বাস বিষয় সম্পত্তি লইয়া আছে, তাহারা এককালীন এমন ২।৪ হাজার অনায়াসেই বাহির করিতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহার রাশি রাশি মাসিক পত্র, পুস্তকাদি আছে, সেখানকার সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই সাগ্রহে তাহা পাঠ করেন। কিন্তু এদেশের বড় একটা সাংঘাতিক এবং সংক্রামক পীড়া আছে, এদেশের সকল লোকেরই প্রায় ধারনা যে, শিখিবার কিছুই নাই, সব জানি" এই জ্যাটামী ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতী সকলের মধ্যেই সংক্রামিত হইয়াছে, সুতরাং "মূলে" কিছু শিখিবার প্রবৃত্তি নাই, পিতা-

মাতার ও সন্তান সন্ততিকে সে সকল শিখাইবার আগ্রহ নাই। কাজেই ছেলেরা ধানগাছ হইতে কয়খানা তক্তা এবং বরগা হইবে, যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্য দেশে এই সম্পত্তি কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত করিতে হয়, তাহা শিক্ষাদিবার জন্য 'Hone firm বা Model firm" প্রত্যেক ভূস্বামীর অতি নিকটেই রাখিয়া বালকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া হইয়া থাকে। তাহারা পিতামাতার সহিত সেই আদর্শ ক্ষেত্রে আমোদছলে কর্ম্ম শিক্ষা করে, তাহার আয় ব্যয় দেখিতে পায়, তাহারা রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিতে শিক্ষা করে, তাহারা শ্রম সহিষ্ণু এবং বলিষ্ঠ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের যাবতীয় ছোট বড় আবশ্যকীয় সামগ্রী এই গার্হস্থ্য ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাহিত হইতে থাকে, সুতরাং আয় বৃদ্ধি হইয়া অল্পদিনেই অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে। সকল দেশেই, সকল শ্রেণীর লোকেরই সন্নিকটে কিছু না কিছু পতিত জমী থাকে। এ দেশেরত কথাই নাই,অতি বড় দীন ও ভিক্ষা জীবিরও কিঞ্চিৎ জমী থাকে, কিন্তু আমরা সেই জমীর—তাহা যত ক্ষুদ্র বা বড়ই হউক,তাহাকে আয়কর করি কি ? বরং এদেশেরমহিলাগণের এদিকে রুচী আছে, তাহারা নিজেরাই মাটী খুঁড়িয়া দুটা লঙ্কা, না হয় দুটো শাক সবজী, দুটো বেগুন ছিঙ্গেরও আবাদ করেন, কিন্তু আমি শার্ট গায়ে দেওয়া বাবু ভোজনে দৃঢ় হইলেও সেদিকে দৃষ্টি করি কি ? কি খাইবার সময় কোথা হইতে সে সকল আসিল, কাহারা তাহার কৃষক, তাহার অনুসন্ধানও করি কি ? তবেই বুঝুন, এদেশের দুর্দ্দশা যদি না হয়, তাহা হইলে হইবে কাহাদের ? এমন জাতীর বাহিরে কোঁচার পত্তন থাকিলে কি হইবে, ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন অনিবার্য্য।

সেইজন্য বলিতেছি যে,সম্পত্তিকে আদর করিতে না শিখিলে সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত না করিতে পারিলে এদেশের দুরবস্থা ঘুচিবে না। এই জন্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। এই সম্পত্তি আমাদের দেশে কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত করিতেছি এবং পাশ্চাত্য জাতি কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন, তাহার তুলনা করিয়া দেখাইলেই কতকটা শিক্ষা এবং জ্ঞান হইবে,যে কেন আমরা সম্পত্তি থাকিতেও খাইতে পাইনা ইংলণ্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনৈক অভিজ্ঞ লেখক মিঃ রবার্ট স্কট্ বার্ণের Out line of landed estate Management নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের আভাষ হইতে দেখাইব যে, কেমন করিয়া সম্পত্তির উন্নতি করিতে হয়। অবশ্য প্রবন্ধ বড় হইবে এবং "কাজের লোকে" ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে বলিয়া এই ভূমিকাংশের এই স্থানেই অদ্য উপসংহার করিলাম। ভাল লাগিবে কি ?

ফ্রান্সের বীরাঙ্গনা।

—:-:—

ফ্রান্সের নারীগণ অতি ধৈর্য্যশালা, অতি সাহসিনী,ভিলিপ্ গিব্স্ "ডেইলি ক্রনিকল এ লিখিয়াছেন :—

আমি তাঁদের বীর্য্য দেখিয়াছি। গ্রামগুলি গোলাবৃষ্টিতে ছাই হইয়া যাইতেছে, শত্রুদল অগ্রসর হইতেছে, ফ্রান্সের নারীগণ ধীর শান্তমনে জীবনের সমস্ত সম্পত্তি পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছে। যে সব গাড়ীতে এই সব নারী ছেলেমেয়ে লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, সেই সব গাড়ীতে আমিও ছিলাম, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাদের মুখভাব দেখিয়া আমার মনে হইল," এই ফরাসী নারীরা অতি আশ্চর্য্য।"

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া বুদ্ধিমত্তা দেখাইছেন। অর্ডরস অব দি ডে'তে ইঁহাদের নামোল্লখ হইয়াছে।

ভস্জেসের অন্তঃপাতী মেয়েনভিয়ায় জর্ম্মণরা দখল করিবার পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে ১২ দিন শ্রীমতী নিকোল্ ৩০০ আহত ফরাসী সৈন্যকে ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত সেবা শুশ্রূষা করেন, জর্ম্মণরা যখন ঐ জায়গাটা দখল করে, তখন তিনি ৬০০ ফরাসী ও জর্ম্মণ আহত সৈন্যের সেবা করিয়াছিলেন, জর্ম্মণগণ ঐ নগর হইতে ১৬০ জন প্রবীন লোককে জামিন চাহিয়াছিল। শ্রীমতী নিকোলের চেষ্টায় ৬০ জন মুক্তি পান।

শ্রীমতী শুদর একজন শিক্ষয়িত্রী। একদা একটী শিশু শীতে কষ্ট পাইতেছিল। তখন বাহিরে ভীষণ গোলাবৃষ্টি। তিনি শিশুটীর জন্য কাপড় আনিতে বাহির হইলেন, একটি গোলা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে অমরধামে প্রেরণ করিয়া দিল।

শ্রীমতী বুরেৎ মেয়েৎসে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। জর্ম্মণেরা যখন সেই জায়গাটা দখল করে, তখন তিনি একলা সেখানে ছিলেন। টাউনহল যখন অগ্নিসাৎ হইতেছিল, তখন, তিনি সরকারী খাতাপত্র উদ্ধার করেন। একটি আহত ফরাসীকেও তিনি প্রাণপণ যত্নে সেবা করিয়া বাঁচান।

ভগিনী গেব্রিয়েল সন্ন্যাসিনী। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাণ্ড ভাবে সম্মানিত হন্ নাই, কিন্তু তাঁহার কার্য্য উপরিলিখিত কোনটির অপেক্ষা কম নহে। ক্লারমন্ত এন্ আরগোণ সহর হইতে যখন শত্রু আসিতেছে শুনিয়া সকলেই চম্পট দিল, তখন ভগিনী গেব্রিয়েল ও তিন জন সন্ন্যাসিনী সেই সহর ছাড়িলেন না ; ৬২ জন বৃদ্ধ তাঁহারা নড়িতে চড়িতে পারেন না। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের আশ্রমে রহিলেন! চারিদিকে সমস্ত সহরটি দহ্যমান মশালের মত হইল,জর্ম্মণ সৈন্যেরা আসিয়া তাঁহার আশ্রমে লুঠতরাজ আরম্ভ করিল, বৃদ্ধ আশ্রমবাসীদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। শেষকালে গেব্রিয়েলের

নির্ভীকতা ও দৃঢ়নিষ্ঠা দেখিয়া জনৈক জর্ম্মণ কর্ম্মচারীর প্রাণে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল, সে তখন সেই আশ্রমটিকে অগ্নি ও মত্ত সৈন্য-হইতে রক্ষা করিল। একটা জলন্ত কড়িকাঠ হইতে একটা স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া একজন জর্ম্মণ সৈন্য আহত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গীরা বলিল, আশ্রমের কেহ তাহাকে গুলি করিয়াছে। তখন আশ্রমবাসীদের মরণ প্রায় আসন্ন হইয়াছিল। একজনকে নজরবন্দী করা হইল। কিন্তু গেব্রিয়েলের পুণ্য প্রভাবে তাহারা রক্ষা পাইল।

একটা দহ্যমান সহরে আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষার জন্য ভগিনী জুলিকে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সম্মান দান করিয়াছেন।

ধ্বংসাবশিষ্ট সহরের মধ্যে যে বাড়ীটাতে ভগিনী জুলি বাস করেন, সেই বাড়ীর ধার দিয়া একদা এক চতুরঙ্গ বাহিনী যাইতেছিল কাপ্তান তাহাকে ডাকিলেন। যখন তিনি হাস্যমুখে বাহিরে আসিলেন, তখন কাপ্তান তাঁহার সৈন্য দিগকে স্মরণ করিয়া দিলেন, যখন তাহারা আর একবার এই জায়গা দিয়া যাইতেছিল, কিরূপ ভয়ঙ্কর গোলাবৃষ্টি হইতেছিল, চারিদিকে আগুণ আর আগুণ, সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে এই নারী কেমন করিয়া আপন প্রাণের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া আহতদের কোলে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছিল।

কর্ম্মচারী বলিলেন, "সৈন্যগণ, এই সেই নারী। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নিজ হাতে ইহাঁর বুকে গৌরবচিহ্ন ক্রশ পরাইয়া দিয়াছেন। ইহাঁকে চল আমরা নমস্কার করি।"

খাপ হইতে এক নিমিসে তরবারি খুলিয়া অধ্যক্ষ তাহা চুম্বন করিলেন, নমস্কার করিলেন; সৈন্যদিগকে উর্দ্ধে অসি উত্তোলন করিয়া তাঁহার সম্মুখে কাওয়াজ করিতে বলিলেন, নারীর চোখ জলে ভরিয়া গেল। কি সুন্দর নমস্কৃতি! এ প্রণাম কেবল ভগিনী জুলিকে প্রণাম নয়, ইহা ফ্রান্সের সমুদয় নারীজাতিকে নমস্কার।

ফ্রান্সের নারীগণ! তোমাদের কোটী কোটী জন জন্মভূমির জন্য যাহা করিতেছ, কেহ তাহার খবর রাখে না, তোমরা লোক চক্ষুর অগোচরে স্বদেশের সেবা করিতেছ। তোমরা কোন রাজসম্মানের আশা কর না।

ছোট ছোট কুটীরেতে, তোমাদের দোকানে যেখানে তোমরা দিন রাত্রি শেলাই কর, ফরাসী সৈন্যদের জন্য শেলাই কর, ছোট ছোট নিরিবিলি গ্রামে গ্রামে, যেখানে কেবল ১৮৭০ সালে যে ঠাকুরদাদারা লড়াই করিয়াছিল, কেবল তাহারাই ঘরে আছে, আর সবাই মরণের খেলায় গিয়াছে, এই বিষম প্রকাণ্ড প্যারী সহরে, এই অন্ধকারে এই শীতে, চারিদিকে দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষ, কোনো আনন্দ নাই—ফ্রান্সের কন্যাগণ! পরিখাতে ফরাসী যুবকেরা যে কষ্ট করিতেছে, যে বীর্য্য দেখাইতেছে, তোমাদের বীর্য্য তোমাদের দুঃখ তাহা অপেক্ষা কম নয়। সম্ভবতঃ তোমাদের দুঃখই পরিমাণে অধিক। কিন্তু, প্রিয় বালিকাবৃন্দ, স্বদেশের প্রতি এই পুণ্য প্রেমের প্রভাবে তোমাদের আত্মা অতি উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে—ফ্রান্সের উদ্ধারই যে তোমাদের ব্রত, তাহার জন্য যে তোমরা সবই করিতে পারো।

একটী ফরাসী বালিকা এক সৈন্যদলকে সম্বোধন করিয়া তাহার বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ছিলঃ—"ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের এক জনকে ও আমি চিনি না। সেইজন্যই আপনাদের সকলের কাছেই লিখিতেছি, জীন—'র মৃত্যু ও তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে আপনারা কি জানেন? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যদি এসম্বন্ধে আমাকে যত বিস্তারিত খবর দিতে পারেন, তাহা লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আপনাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব। আমরা ঐ দুঃখের ঘটনাটি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। 'সে মরেছে' কিন্তু কোথায়? কি রকমে এসব সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আপনারা তার সাথী, তাই আপনাদের কাছে লিখি।

"আমি তার দূরসম্পর্কীয়া ছোট বোন, আমায় সব বলুন, আমার খুব যন্ত্রণা হইবে সেই ভয়ে গোপন করিবেন না। আমি সাহসী, কেননা, আপনারা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

"তার মৃত্যুর আগে সে আমার চিঠি ও আমার প্রেরিত দ্রব্য পেয়েছে কি? আপনারা জানেন কি? যদি তার মৃত্যুর পরে প্যাকেটটা পৌঁছিয়া থাকে, তবে সেটা আপনারা লইবেন আমি তাকে বলেছিলাম, এটা তোমার ও তোমার সখীদের জন্য। আমি সে সব জিনিস পাঠিয়েছি, সে সকলের কিছু কিছু সে সম্ভবত আপনাদের দিয়েছিল?

"বিদায়, ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের ভালো হোক। আমার জীন্ বলিত, এতগুলি প্রাণের বিনাশ বৃথায় যাইবে না, আমিও তাই বলি। ফ্রান্‌শ দীর্ঘজীবি হোক্।

"পুনশ্চঃ—আমি কয়েকটী ফুল পাঠাইলাম, দয়া করিয়া জীবনের কবরের উপর স্থাপন করিবেন।" সঙ্কিঃ

Health Hygine.

স্বাস্থ্য সমাচার।

—:•:—

শাকশবজীর চাট্‌নি।

শাকসবজীর চাট্‌নীর মূল্য অধিক নহে বলিয়া অধিকাংশ লোকে সংগ্রহ করিতে পারে। পল্লীগ্রামে পদিনা প্রভৃতির চাট্‌নী পালী পর্ব্বণে প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা যে অতি উপাদেয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত তাহা

অনেকেই অবগত আছেন। বস্তুত শাকসবজি প্রভৃতিতে প্রতিদস্ত চরবি রহিয়াছে। উহাতে শতকরা দুই হইতে আট ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট আছে। যাহাকে সাধারণতঃ শ্বেতসার বলা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া উক্ত চাট্নী প্রভৃতি অবহেলার দ্রব নহে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে বিনাব্যয়ে স্বল্পায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। আরও উহার গুণ এই, উহা টাটকা ও সুগন্ধিযুক্ত। উহা খাইলে অরুচিগ্রস্ত ব্যক্তির খাদ্যে রুচি জন্মে। যাঁহারা অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের এই দ্রব্য ব্যবহারে ঔষধের কার্য্য করে এবং খাদ্যদ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। উক্ত চাট্নী প্রভৃতির একটি বিশেষ গুণ এই যে, উহাতে অধিক পরিমাণে খনিজ লবণাক্ত দ্রব্য রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে আমেরিকার একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার বলিতেছেন, "Further more, most of them contain a relatively large proportion of various mineral salts, all of which are useful and some like celery, appear to have a mild medicnal effect which is desirable. অর্থাৎ উক্ত ডাক্তার বলেন, অধিকন্তু, শাকাদিতে বহুল পরিমাণ খনিজ পদার্থের বিদ্যমানতা হেতু অধিক উপকারী হইয়া থাকে। শাকাদিতে উক্ত ঔষধের নষ্ট করে, কিন্তু কেন উগ্রভাব নাই এবং উহা মনুষ্যমাত্রেরই উপকারী। বিলাত প্রভৃতি দেশে খাদ্যদ্রব্যের রুচি বাড়াইবার জন্য ভিনিগার, গোলমরিচের গুঁড়া, যড়িশা বাঁটা এবং এই প্রকার বহু তেজস্কর দ্রব্য খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাদ্যের স্বাদ বাড়াইয়া তুলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। উহাতে পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া পড়ে। লাভ করিতে যাইয়া ক্রমশঃ লোকসান হইতে থাকে। খাদ্যের সঙ্গে ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য নহে। উহাপেক্ষা লেবুর রস অধিক উপকারী। তাহাই ব্যবহার করা ভাল। আরও ভিনিগারের মূল্য অধিক, লেবুর মূল্য যৎ সামান্য। লেবু খাদ্যের পক্ষে উত্তম এসিড। বিশেষতঃ যাহাদের খাদ্য দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না, তাহাদের ভিনিগার প্রভৃতি আদরেই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। উহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ অনিবার্য্য।

খাদ্যদ্রব্য সহজ উপায়ে প্রস্তুত করিয়া আহার করাই যুক্তিসঙ্গত। চাট্নীর মধ্যে লবণের অংশ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে ক্ষতি হয় না। রোগী বা নিরোগী সকলেই নেবুর রস বাহির করিতে পারেন। শাকশবজীর চাট্নী যাহাতে পচিয়া না যায়, তাহার উপায় করিয়া লওয়া উচিত। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জলপাইয়ের তৈল মিশ্রিত করিয়া লইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। গুবাক তৈল (Nut oil.) মিশ্রিত করিয়া লওয়াও একই ফল। উভয় তৈল স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে সহজেই পরিপাক হয়।

ধুলা ও নির্ম্মলবায়ু।

ধুলা সম্বন্ধে ডাক্তার মিচেল প্রডেন একটি বিশেষ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। Dr. T. Mitchell Prodden calls attention to the importance of a floating dust, and notes from careful experiments which have been made, that ordinary ventilation, however effective it may be in supplying fresh air and in removing contaninated gases, has no noteworthy effect in the removal of dust, either flowing or at rest. অর্থাৎ তিনি বলেন, "ধুলা বায়ু সংযোগে আকাশে উঠিয়াছে অথবা কোন স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা দুরীভূত করিলেও তাহা দ্বারা অভিষ্টসিদ্ধি হয় না। কোন স্থানে গ্যাস দ্বারা অবিশুদ্ধ হইলেও তাহা বিশুদ্ধ বায়ু পরিচালন দ্বারা সুফল প্রদান করে না।" আমরা সাধারণ চক্ষে কিন্তু কোন স্থানে বায়ু পরিচালিত হইলেই উক্ত স্থান নিরাপদ মনে করি। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। উক্ত ধুলিকণার মধ্যে বিষাক্ত কীটাণু ত বিদ্যমানতা হেতু সেই স্থান বিষের আকর করিয়া তুলে। নিশ্বাস দ্বারা উক্ত স্থানের বায়ু মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে নানা পীড়া জন্মাইতে পারে। ধুলা পতিত দেখিলে তাহার উপর করাতের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে নাকি আর তথায় বিষের ক্রিয়া হয় না।

শ্রীগণপতি রায়।

ধুমপানের অপকারিতা।

—:০:—

(বিজ্ঞান)

ডাঃ জে লিণ্ডলার্ড বলেন—যে "ধুমপানে যাবতীয় স্নায়বিক রোগ ঘটিতে পারে। তাঁহার মতে ইহা দ্বারা ভীরুতা অগ্নিমান্দ্য, কম্পন, কান ও মাথা ভোঁ ভোঁ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অমনোযোগীতা প্রভৃতি আসিয়া জুটে। তিনি আরও বলেন যে, ইহা ব্যবহারে সময়ে সময়ে arteriosclerosis ও উন্মত্ততা হইতে দেখা যায়।

ডাঃ কর্নি বলেন যে, ফ্রান্সে গভর্ণমেণ্টএর তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা থাকায় সেখানে তাঁহারা তামাক হইতে nicotine বাহির করিয়া লন। কাজেই ইহা হইতে ততটা অপকার হয় না। তিনি ইহার অপকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্য কতকটা দোক্তার ভিজা জল একটা খরগোসের শিরার মধ্যে inject করিয়া দেন। ফলে অতি অল্প কালের মধ্যে খরগোসটি কালগ্রাসে পতিত

হয়। মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, যে খরগোস sclerosis of the aorta হইয়া মারা গিয়াছে। তিনি অপর একটি খরগোসে নিকোটিন হীন তামাকের পাতার জলীয় সার (liquid extract) inject করিয়া দেন। তাহাতে খরগোসটীর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় নাই, ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে তামাকে nicotine এর মাত্রা বেশী, তাহাতে ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহা হইলে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অল্প মূল্যের তামাক বা সিগারেট বা অন্য কোনও প্রকারের ধূম-পানে ক্ষতি অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। আমার "তামাকের চাষ" প্রবন্ধে লিখিয়াছি যে, অল্প মূল্যের তামাকেই নিকোটিন নামক পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

তামাকে হৃদ্‌যন্ত্রের সমধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, অনেকে এসব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহাদের ইহা "বাসি হইলে মিষ্ট লাগিবে"। কিন্তু তখন ফল বড় গুরুতর হইয়া উঠিবে। সকলেই জানেন যে Prevention is better than cure; কিন্তু কয়জন এ কথা মনে রাখেন? আমাদের রোগ বহুল ভারতবর্ষের লোকে যদি উক্ত উপদেশটি মনে রাখেন, তাহা হইলে মৃত্যুর তালিকার শত করা দশজন অতি অল্প দিনের মধ্যেই মরিয়া যাইবে এ কথায় হাসিবার কিছুই নাই। একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই এ বিষয় বেশ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। vaso motor oystem এর উপর তামাকের কার্য্যকারিতা আছে ইহা যাহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের বলিতেছি যে তাঁহারা ধূমপানের পূর্ব্বে ও পর যেন নিজ নিজ নাড়ীর (pulse) বেগ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তখন বুঝিবেন যে নাড়ীতে আমরা কি দেখি? যন্ত্র কি ভাবে কার্য্য করিতেছে তাই দেখি। প্রত্যেক হৃদ্‌যন্ত্রের চাপের সহিত ধমনীতে একটি আঘাত বা beat পাওয়া যায়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নাড়ী তত বহিলে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যও তত বেগে চলিতেছে। কিন্তু সকলেই জানেন, এই কার্য্যের জন্য অনেক শক্তি ব্যয়িত হয়। তামাক খাইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক হৃদ্‌যন্ত্রকে অধিক কার্য্য করান হয়, কাজেই শেষে ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ

THRIFT.

সঞ্চয়।

—:০:—

সঞ্চয় ব্যতিত অবস্থার উন্নতি কেহ কখন করিতে পারে না, তাহা হইবার নয়। সুতরাং সঞ্চয় শিক্ষা করিতে হইবে। গৃহস্থের প্রত্যেক বালক বালিকাকে অতি অবশ্যই তাহা শিক্ষা দিতে হইবে।

"No idle nor thrift-less man ever became great" অলস এবং অপ-ব্যয়ী ব্যক্তি কখন বড় হইতে পারে না। জগতের সমস্ত ক্রোড় পতির এবং মহান ব্যক্তির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা, অতিশয় পরিশ্রমী এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতেই বড় লোক হইয়াছেন। সেইজন্য পাশ্চাত্য অর্থ নীতি দেখাইতেছেন "It is amongst those who never lost a moment, that we find the men who moved the world—by their science or their inventions." সৌভাগ্য এবং যশ অনায়াস সাধ্য নহে। যাহারা জীবনের একটী মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করেন নাই, এরূপ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং আবিষ্কারের ফলেই সমগ্র জগত চলিয়া থাকে। যে সকল দেশে এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য, সেই দেশের সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জর্ম্মান তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত। এ দেশে এখনও কেহ সময়ের মূল্য বুঝিতেই শিক্ষা করে নাই, অর্থ সঞ্চয়ের কথা স্বপ্নাতীত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন—"Order is the best manager of time unless work is properly arranged, time is lost."

অর্থাৎ কার্য্যের যথাযোগ্য সুবন্দোবস্ত যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণই সময় নষ্ট হইবে, কিন্তু "Time is money" কিন্তু এই সময়ই অর্থ। আমরা বহ্বাড়ম্বর প্রিয়, অতিরিক্ত বাক্য বাগিস্ এক মিনিটের কার্য্যে সমস্ত দিবস কাটাইয়াও সুবন্দোবস্ত করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের সময় নষ্ট অনিবার্য্য। অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ, আমরা বিলাসী, অনাবশ্যকীয় ব্যয়ই আমাদের অধিক। তাহার প্রধান হেতু, আমরা বাস্তবিকই অবস্থার বাহিরে চলি, যাহা আমি নই, তাহা আমি দেখাইতে ব্যস্ত। 'চাল, বলিয়া যে একটা ঘৃণিত আচার ব্যবহার, সেই "চালটা আমাদের প্রত্যেক লোকের মধ্যেই মজ্জাগত হইয়া দাড়াইয়াছে। সুতরাং সঞ্চয়টা বাস্তবিক আমরা বড় উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকি, এই রোগ—এই রোগ-টার প্রতিবিধান করিতে পারিলে ক্ষুদ্র আয়েও আবার আমরা লক্ষ্মী লাভ করিয়া নিজের এবং দশের উপকার করিতে সক্ষম হইতে পারি। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র বিষয়ে, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে আদৌ সত র্কতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা করি নাই। ক্ষুদ্র বালুকা কণা হইতে যে বৃহৎ গিরিশৃঙ্গের সূচনা, বিন্দু বিন্দু জল হইতে যে সরিৎশাখার উৎপত্তি হইয়া মহানদীর সৃষ্টি হয়, ইহা আমরা অহরহই দেখিয়াও ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া থাকি, এবং অধঃপাতে যাই। শুদ্ধ ইহাই নহে, আর্য্য মনিষীগণ যে উদ্যোগীই পুরুষ সিংহ, এই মহা বাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা আজ পাশ্চাত্য শিক্ষিত হইয়া তাহাতেও অনাস্থা প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত পাশ্চাত্য

পণ্ডিত, তাঁহারা কাপুরুষের ন্যায়, আমাদের ন্যায়, এমন অদৃষ্টের দোহাই দেন না। আমরা অতি বড় অকর্ম্মণ্য জাতি, যখনই অর্থ এবং উদ্যোগের কথা কোন স্থানে উঠিয়া থাকে, তখন সেই ন্যায্য কথার কষাঘাত হইতে আত্মরক্ষার কোন প্রকৃষ্ট কৈফিয়ৎ না দিতে পারিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিতে বাধ্য হই, বলি ধন, যশ অদৃষ্ট সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা সুরের বাহির। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করিলেও তাহাদের নীতিতেই বা আস্থাবান কৈ? আমেরিকান মনিষী এবং ক্রোড়পতিগণ বলেন; যে "It is not luck but labour makes man" অর্থাৎ মানুষ প্রস্তুত করে পরিশ্রমে, অদৃষ্ট নহে। তিনি বলেন যে, "Luck is our waiting for something to turn up, Labour with keen eye and strong will always turn up something" অদৃষ্টবাদী আশার আশায় বসিয়া থাকে, কোন তেমন সুযোগ যদি ঘটে, তাহা হইলে কিছু পাইতে পারি, কিন্তু শ্রমশীল সর্ব্বদাই কিছু করিয়া কিছু পাইবার আশায় সুনিশ্চিত। শ্রম মানুষকে মানুষ করে কিন্তু অদৃষ্টের সাধক আশায় নিশ্চেষ্ট এবং অকর্ম্মন্য হইয়া হতাশার করাল গ্রাসে প্রায় আত্মসমর্পন করিয়া চিরতরে নষ্ট হয়। আমরা প্রতিচ্য এবং প্রাচ্য কোন দিকের এই সকল মহা বাক্যে যদি আস্থাবান হইতাম, তাহা হইলে মানুষ হইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা বাক্যবাগীস, সকলীসদৃশ্য, উপরে চলবল্ করিয়া লম্ফঝম্প করি মাত্র, গভীর জলের কোন সংবাদই রাখি না। সে শিক্ষা আমাদের হয় নাই। আমরা অধ্যয়ন করিয়া অন্ধ হইতেছি, কিন্তু নীতিজ্ঞান আমাদের উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারে নাই। আমাদের Practical জ্ঞানের অভাব, সেই জন্যই এতদুর্দ্দশা।

যাক কথায় কথায় আমরা বিষয়ান্তরের দিকে অগ্রসর হইতে ছিলাম, কথা হইতে ছিল, ক্ষুদ্র উপেক্ষাই অধঃপতনের সোপান এবং আমরা সেই সোপানাবলির প্রায় শেষ সীমায় দিকেই অগ্রসর। ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষাতেই বড় বড় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম। একটী ক্ষুদ্র পেরেকের জন্য একজন সেনাপতির শরীর রক্ষকের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল দেখুন। কোন যুদ্ধের সেনাপতির শরীররক্ষক যখন শিবির হইতে রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন দেখিলেন যে, তাহার অশ্বের ক্ষুরের নালের একটী পেরেক খুলিয়া গিয়াছে, একটী পেরেক বলিয়া তিনি উপেক্ষা করিয়া সেনাপতির সম্মুখীন হইলেন, সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ অন্য সেনানীর নিকট পাঠাইবার জন্য শরীর রক্ষককে আদেশ দিলেন। মুহুর্ত্ত মধ্যে তিনি সেনাপতির আদেশ লইয়া অতিবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন, কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! অশ্বের নাল্ খসিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। অশ্ব অকর্ম্মন্য হইয়া আর দৌড়িতে পারিল না এই সময়ে শত্রুপক্ষের সেনাপতি সেই সংবাদবাহককে আক্রমন করিবার জন্য তুর্য্যধ্বনী করিলেন মুহুর্ত্ত মধ্যে অগ্নিময় গোলাঘাতে অশ্ব ভূতল শায়ী হইল, তখন সংবাদ বাহক সেনাপতির শরীররক্ষক স্বকৃত ভ্রমের জন্য হায় হায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিস্তার কি? অবিলম্বে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দী হইলেন। অশ্বের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা না ঘটিলে তিনি স্বপক্ষের মধ্যে অনায়াসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেনাপতির আদেশ জ্ঞাপন করিলেই সেই যুদ্ধে তাঁহারা জয়ী হইতে পারিত কিন্তু শত্রু তাঁহার পকেট হইতে তাঁহাদের বিপক্ষ সেনাপতির কুট আক্রমন তথ্য অগ্রে জ্ঞাত হইয়া অবিলম্বেই বিজয়লক্ষী লাভ করিয়া ফেলিল। এরূপ কত দৃষ্টান্ত। কত লোকে যে প্রতিদিন ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া ধ্বংশ মুখে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না Neglect little things has ruined many fortune and marred the best enterprises আমরাও ক্ষুদ্র ব্যয়ে উপেক্ষা করিয়া শঙ্কটময় দারিদ্রের করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিতেছি। সঞ্চয়ের আদর আমাদের নিকট নাই, সেইজন্য জগতের সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা আমরা দরিদ্র। সেই দরিদ্রতার ফলে আমরা মনুষত্ব, বীরত্ব, কার্য্যতৎপরতা বৈষয়িক জ্ঞান সমস্ত হারাইয়া বাক্যবাগিসে পরিণত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পরিত্রাণের উপায়, বিলাস বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সঞ্চয় করিবার আকাঙ্খাকে যেরূপেই হউক, উত্তোজিত করিয়া অর্থশালী হইতেই হইবে। অর্থশালী হইলেই আমরা শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ের গৌরব বুঝিতে শিখিব, তখন আমরাও দশের মধ্যে একজন হইতে পারিব। কেননা অর্থের অভাবে মুলধনের অভাবেই আমরা কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে উদ্যোগী জাতি সমূহের দুর্ব্বিষহ প্রতিদ্বন্দীতায় পেষণ যন্ত্রের ভিতর হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, এখন সঞ্চয়—অর্থ সঞ্চয়। অর্থের স্বাচ্ছল্য হইলেই আমরাও উদ্যোগী হইব। সকলেই তাহাই হইয়া থাকে। তাই বলি, হে ধীমান্ সময় এবং অর্থের মিতব্যয়ী হও, সেকালের আর্য্যগণের সংযম সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া আবার মানুষ হও, স্বাস্থ্য, অর্থ ও সংযম হারাইয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাহাদের সদগুণ গুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এত কাল ছোবড়া লইয়া টানাটানি করিয়াছি, কর্ম্মবীর ইংরাজের শাশনে এতকাল থাকিয়া আমরা তাহাদের কোন সদগুণই লাভ করিতে পারি নাই, ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে। এখন আর বাক্যের দিন নাই—কর্ম্মের যুগ উপর চালাকির দিন গিয়াছে। S. P. C.

(বিশ্রাম সময়ের জন্য)

কবির বিয়ে।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

(কর্ত্তা ও গৃহিণী)

গৃহিণী। হ্যাঁগা, ছেলের বয়স প্রায় ১৯। ২০ হতে যায়, তা' বিয়ে দেবার তো কোন চেষ্টাই করছোনা, ওকে কি কার্ত্তিকের মত আইবুড় করে রাখ্‌বে নাকি?

কর্ত্তা। ১৯ ২০ কেন, বয়স তো ২৪ ২৫ হ'ল; কিন্তু এদিকে যে চারিবার এন্ট্রেন্স ফেল! এন্ট্রেন্স পাশটা না করলে তো দিতে পারি না।

গৃহিণী। ওমা ২৪।২৫ কি গো? তুমি ওকে দেখতে পারনা বলে, ঐ কথা বল, আমি মা, গর্ভধারিণী, তুমি কি আমার চেয়ে ও'র বয়স জান।

কর্ত্তা। মনে মনে কি তুমিই জাননা? আচ্ছা তাই, তোমার ১৬ বছরের ছেলে, কিন্তু এই পাশটা না হলে লোকে ওকে মেয়ে দেবে কেন?

গৃহিণী। তুমি ক'টা পাশ করেছিলে? বাবা কি আমার দেন নাই? আমরা গরিবের মেয়ে নয়গো! আমাদের চার পাঁচটা গরু ছিল, ১টা ধানের মরাই, ২টো পুকুর, তাতে বড় বড় পোনা কাতলা কিলমিল কচ্ছে; ৬।৭ খানা মেটে ঘর, একটা পাকা বাইরের ঘর, আর একখানা বড় আটচালা ছিল।

কর্ত্তা। আর কটা আম কাঁঠালের গাছ ছিল, তা'তো বল্লেনা? -

গৃহিণী। ঠাট্টা? বেইমান কিনা, মা কত আমসত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, কত এঁচোড় কাঁটাল খেয়েছ; ছিলই তো গাছ, বড় বড় দুটো বাগান ছিল।

কর্ত্তা। আমি কি বেইমানী কর্চ্ছি? তোমার বাপের বাড়ী কি কি গাছ আছে, অনেক দিন শুনি নাই কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি যে আম কাঁটালের গাছ ক'টা ছিল।

গৃহিণী। আমার বাপ নগদ্ ৫০ টাকা আর প্রায় ২০০৲ টাকার গয়না দিয়ে ছিলেন। তোমার কি আছে? এই বরানগরে জায়গায় খোপের মতন বাড়ীটা, মোটে, ৪টা ঘর, আর তোমার এতকালে টেনে টুনে ৪০৲ টাকা মাহিনা!

কর্ত্তা। নলিনেরই কি আর মেয়ে জুটবে না, কিন্তু তা'তে কত পাওনা? এই পাশটা হ'লে আমি যেমন করে হোক, দুটী হাজার টাকা আন্‌বো।

গৃহিনী। সে কত টাকা গা? কুড়িশো টাকা না।

কর্ত্তা। হ্যাঁ! এখনকার ছেলে তো নয় একটা ছেলে একটা তালুক! তালুকেরও খাজনা অনাদায় আছে, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি কিন্তু ছেলের হাজাশুকো নাই।

গৃহিনী। দেখ, এই পিতলের মতন বালা দুগাছি পরে থাকি, লোকের বাড়ী নেমনতন্ন যেতে লজ্জা হয়, এখন গয়না পরে না গেলে লোকে কথা কয় না, নেমনতন্ন গেলে ভাল জিনিব খেতে দেয় না। নলিনের টাকা থেকে, আমায় ভাল একছড়া হার আর এক জোড়া তাগা করে দিও।

কর্ত্তা। আমার মুদীর দোকানের দেনা ৫০০৲, কাপড়ের দোকান, আর এদিক ওদিক দেনাও ৫০০৲ তাঁরা হয়তো হাজার টাকা নগদ, আর হাজার টাকার গহনা দিবে, আমায় আবার বিয়ের খরচা করতে হ'বে। যা হোক, ও'র মধ্যেই তোমার হার তাগা হ'বে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(চিরুনী ও দর্পন হস্তে নলিনা আসীন)

নলিন। ঘাড় পর্য্যন্ত চুল রেখেছি, এতে চেহারাটা দেখায় ভাল, কবির চেহারা, খ্রীষ্টা-নন্দের স্বর্গীয় দূতের মত হওয়া উচিত, লম্বা আবক্ষ কেশ, শ্মশ্রুগুলফ বিহীন দেবভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল, উন্নত ঈষৎ ক্ষীণ অথচ সুগোল দেহ, আপাদ লম্বিত সেমিজের মত আলখাল্লা একটা গাউন পরিধান। কিন্তু এই ঢল ঢল সৌন্দর্য্য যে আমার বৃথাই কেটে যাচ্ছে, বাবা তো বিয়ের নামই করেন না। বৃথা কেশ বিন্যাস, বৃথা অঙ্গরাগ, আমার এই মাধুরীপূর্ণ রূপ-সম্ভার দেখে, যদি কোন কিশোরী তা'র প্রমোদ উদ্যানে আমাকে আহ্বান করতঃ, তার জীবন যৌবন দিতে আমায় বরন করে, তবেই সার্থক; এই সব বইয়ে কত পড়া যায়, শৈবলিনী. ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, সব কত প্রেমিক, যদি উপন্যাস জগতের মানব হতেম তবে প্রেম সরোবরে অবগাহন করতে পেতাম, এই বাস্তব জগতে বুঝি প্রেম নাই, শুধু হা হা, নচেৎ এই দীর্ঘ ২৪।২৫ বৎসর বৃথাই কেটে গেল কেন? আর এই সংবাদ পত্রের সম্পাদক গুলা কি আর্ব্বাচীন, কবিদের প্রথম উদ্যম অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেয়, রবিবাবু, বঙ্কিম বাবু, মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র, একেবারেই হয় নি, ক্রমে তো হয়েছে, এরা নূতন কবিদের আমলই দেয় না। তা'র পর সমালোচনার জ্বালা, ফিঙ্গে দেখলে যেমন কাকে তাড়া করে, তেমনি নূতন কবি দেখ্‌লে সমালোচকেরা তাড়া করে, কিন্তু নিজের বিদ্যা কি, তা'র ঠিক নাই। সেই যে আমার কবিতাটা, "কুঞ্জে মিলন" আহা কি মধুর কবিতা, "অর্পনা সম্পাদক কি না সেটা নিলে না। কাগজ ওলাদের দোরে দোরে কবিতা হাতে করে, কেউ গছে না। তবু দু'একখানা রতো কাগজ নেয় বটে, কিন্তু সে তো প্রায়ই বেনের দোকানে মসলা বাঁধাই

কাজে লাগে। যাই হো'ক, আমার প্রাণে কিন্তু একটা ভাবের উচ্ছাস বয়ে যাচ্ছে, সময় সময় মনে হয়, আমি নগেন্দ্র, কখনও মনে হয়, যদি গোবিন্দলাল হতেম, তাহলে, ভাল হ'ত কিন্তু আমার অবস্থাটা বঙ্কিমের জগৎসিংহের সঙ্গে খুব মিলে, কুমার, পিতার বিবাহে দৃকপাত নাই, আপনি একটা তিলোত্তমা পাইতো সত্য কার দুর্গেশনন্দিনী বাস্তব জগতে দেখাই। আহা, কাল রাত্রিতে চাঁদের আলোয় শুয়ে আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমি জনার কুমার প্রবীর, চন্দ্রালোকিত উদ্যানে মদনমঞ্জরী ও সখীগণ বেষ্টন করে রয়েছে। যাই একটু কবিতা লিখি? (গমন ও কাগজ পেনশিল লইয়া উপবেশন)

(পিতার প্রবেশ)।

পিতা। বলি হ্যাঁরে নলিন! আমি পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, কবিতা লেখা হচ্ছে বটে, দেখি কি লিখেছিস্। কাগজ লইয়া পাঠ—

"নীরব হৃদয় মাঝে,
কা'র ও মুরতি রাজে,
তা'র সরম মণ্ডিত আঁখি
নীরবে চাহিয়া আহা।"

তবে রে পাজি, এই সব হয়? এই জন্য বুঝি চারিবার ফেল হয়েছিস্, ছিঃ! ছিঃ এত বড় হয়েছিস্, এখনও জ্ঞান হ'ল না? আমার দেনায় মাথার চুল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কোথায় তো'র আশা ভরসা করি, তা না তোর আক্কেল? আমি আপনি এত কষ্ট পাই, তবু তোকে কষ্ট করতে দিই না, আপনি না খেয়ে না পরে তোকে পড়াচ্ছি, ধিক্ তো'কে ধিক্!

নলিন। বাবা, "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমন্তপ" তোমার কথার উপর আমার কথা নাই।

পিতা। যা যা জ্যাঠা কোথাকার, এখন মনোযোগ করে পড়াশুনা কর, আর এই সব কবিতা লেখা ছেড়ে দে, শুনছিস্?

নলিন। তা অবশ্য শুনবো। বাবা এতো সামান্য কথা, তুমি যদি আমার বল যে, ব্রজেশ্বর, তুই এই মুহূর্ত্তে দেবী চৌধুরাণীর বজ্‌রায় গিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আয়, আমি তা'তেই প্রস্তুত আছি বাবা।

পিতা। কি বলছিস্ রে, আমায় ঠাট্টা করছিস্? হতভাগা।—

নলিন। বাবা! তোমায় ঠাট্টা করতে পারি? তোমার জন্য আমি প্রফুল্লকে ভুলেছি সাগর বৌকে তাড়িয়েছি, নয়ান বৌয়ের কণ্টকময় সংসর্গ আমি অমৃতময় বোধ করি। তুমি যে আমার দেবতা বাবা।

গৃহিণীর প্রবেশ।

—:০:—

পিতা। কি হলো, এমন এলোমেলো বকছিস্ কেন?

নলিন। না বাবা। কিছু অন্যায় বলি নাই, এই মা সাক্ষী আছেন, প্রফুল্ল দাসীসহ এই মা'র কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছিল বাবা, আমি তোমার কথায় তাড়িয়ে দিয়েছি।

মাতা। ওমা নলিন ওসব কি বলছে?

পিতা। কিছু তো বুঝতে পারি না, ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মা। ওমা তবে কি হ'বে গো? আমার যে ঐ একটী বই ছেলে নয় গো—

পিতা। ভয় নাই, ভয় নাই।

নলিন। হা প্রফুল্ল, আমার পিতামাতা তোমার শত্রু, আমি তোমার কি করে রাখি বল।

মা। ওগো সব মেয়ে মানুষের নাম করছে! ওর এতদিন বিয়ে না দিয়ে এইটী করেছ। এখন শীঘ্র করে বিয়ে দাও, সব সেরে যা'বে।

পিতা। তুমি এক পাগল, ওর কি হ'ল, আগে সারাই, বিয়ে এখন কি?

মা। না সে হ'বে না, আমার ছেলে ভেবে ভেবে অমন হচ্ছে, বিয়ে তোমার দিতেই হ'বে। না হলে আমি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী যাই।

নলিন। আহা মা, তোমার নাম দেশে দেশে লোকে ঘোষনা করে, জনার মত নারী আর হয় নাই। বল নীলধ্বজ মহারাজ, একগুঠি পদাতিক সঙ্গে না লইব, পুত্রেরে সাজায়ে রথী, সাজিব সারথী। আমার জন্য তুমি সংসার ছেড়েছিলে মা।

মা। ওমা কি হ'বে গো, বাছাকে আমার ভুতে টুতে পায়নি তো?

পিতা। কেঁদনা কেঁদনা চুপকর, ডাক্তার ডাকছি।

তৃতীয় দৃশ্য।

(পুকুরেরধারে দুর্গা আসীন)।

দুর্গা। এতগুলো কাপড় কেচে, আর এত কলসী জল তুলে আমার জীভ শুকিয়ে গেছে, বৌদিদি এমন মেয়ে নয়, যে আমায় বেলা একটার আগে কিছু খেতে দেবে, আর পারিনা, এখনো দু কলসী জল তুলবো। হা—অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি, আজ ২২ বৎসর হ'ল, দুঃখেই কাটলো, আর যতদিন বাঁচবো দুঃখেই কাটবে, এ অন্ধকারে আর আলো দেখা যাবেনা। আশা গেল, ভরসা গেল, সুখ গেল, শান্তি গেল, তবে আমি কেন গেলাম না? বালবিধবার অবস্থা দেখে, এক এক বার মনে হয় যে সহমরণ প্রথা বুঝি ভাল ছিল, আর সহ্য হয় না (রোদন)।

নলিন। আহা কুন্দ! তোমার চক্ষের জলে পুষ্করিনীর জল বৃদ্ধি হচ্ছে, আমার দেখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।

দুর্গা। নলিনদাদা, তুমি দুঃখ করছো কেন? আমার মত অভাগিনীরা যে কাঁদ্‌তেই জগতে এসেছে, যতদিন বালিকা ছিলাম, না না বুঝে হেসেছি, তা'তে লোকে নিন্দা করেছে কিন্তু বড় হয়ে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কাঁদবার জন্যই আমার জন্ম!

নলিন। কেন কুন্দ, কাঁদবার জন্য তোমার জন্ম নয়, সূর্য্যমুখীর মত হয়েছে, আমি তোমায় বিধবা বিয়ে করে তোমার এ অশ্রুবারি ঘুচাব।

দুর্গা। নলিনদাদা তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে, আমায় ও সব কথা বলোনা।

নলিন। শুধু না। আজকার এই এই পুষ্করিনীতীরে প্রত্যেক কথায় কুন্দ আমার জবাব দিচ্চেন, শুধু "না"। মৃদুভাষিনী কুন্দ, আমি চোর নয়, নগেন্দ্র!

দুর্গা। ও মা, কি গো নলিনদা, কি সব বল্‌ছ? আমি পালাই। (পলায়নোদ্যোগ।

নলিন। দাঁড়াও দাঁড়াও কুন্দ, হীরার কুটীরে লুকালে আমি তোমায় খুঁজে বার কর্‌তে পারবোনা, একেবারে কথার মীমাংসা করে ফেলি এস।

(দুর্গার বৌদিদির প্রবেশ)

বৌ। বলি ঠাকুরঝি, এক কলসী জল আন্‌তে যে বুড়ো হয়ে গেছ, এই রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, নিস্তব্ধ দুপুর বেলা, তুমি নলিনের সঙ্গে আড়ালে কি কথা বলছ? এ সব তো ভাল নয় তাই তোমায় লোকে নিন্দা করে। ও-মা ছিঃ ছিঃ! আমি নিজের চক্ষে দেখলুম, আর না বলতে পারবে না।

দুর্গা। না বৌদিদি, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি, আমি স্বামী ছাড়া জানিনা।

(রোদন)

নলিন। সূর্য্যমুখী। এ কুন্দকে তিরস্কার নয়, আমাকে করা হয়েছে, তুমি যে বলেছিলে যে,চাকরকে মেরেছে,তার প্রতি আঘাত আমার অঙ্গেই পড়েছে, এও ঠিক তাই।

বৌ। ওমা এসব কি বলছে গো, ঠাকুর পো ছুটে এস—

(ঠাকুর পোর প্রবেশ)

নলিন। ভাই শ্রীশচন্দ্র! তুমি এসেছ, তবে কুন্দের বিয়ের যোগাড়টা তুমি করে দাও।

ঠাকুরপো। কি বলছ নলিন? তোমার কথা যে কিছুই বোঝা যায় না।

নলিন। ভাই শ্রীশচন্দ্র! কমলমনি সঙ্গে এসেছে?

ঠাকুরপো। নলিনটা ক্ষেপে গেল নাকি? বৌদি, দুর্গা তোমরা চলে যাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

(অমলা, সরলা, বিমলা, চন্দ্রমুখী কৃষক বালাগণ পুষ্পমালা গ্রন্থণে নিযুক্তা)।

অমলা। চন্দ্রমুখী? তোর মালা ছড়াটা ভাল হচ্ছে না, আমি সমস্ত ফোটা ফুলে গাঁথছি আমার বেশ হচ্ছে।

চন্দ্র। তা হো'ক, আমার এই ভাল, আমি ঘরের কাজ সেরে ফুল কুড়ুতে এসেছিলাম, তাই ভাল ফুল পাইনি, এইতে যা' হয় তাই বেশ।

(নলিনের প্রবেশ)

নলিন। কোথা বিধুমুখী ইন্দিরা আমার,
তারা নাহি শোভে চন্দ্র বিনে।

চন্দ্রমুখী। কি বলছ বাবু, আমার নাম চন্দরমুখী।

নলিন। মাধবিকা ইন্দিরা কোথায়?
কুসুম দুর্গের মাঝে পশেনি তো চোর, রিজিয়ার অনুচর?

সরলা। ওরে, বাবু ইন্দুমতীকে ডাকছে, ডেকে আন্। (একজনের গমন ও একটী বালিকা সহ প্রত্যাবর্ত্তন)

ইন্দু। ওকি, আমাকে কেন ডাকছে ভাই? আমি তো বাবুকে চিনি না।

নলিন। তুমি বিধুমুখী ইন্দিরা আমার, বহুদিন পরে, আসিয়াছি ফিরে, এস প্রিয়ে তোষ পাশে বসি।

(বালিকাদের পলায়ন সঙ্গে সঙ্গে নলিনের পশ্চাদ্ধাবন)।

ক্রমশঃ।

পল্লীশক্তির সদ্ব্যবহার।

(সময়)

বঙ্গদেশের নগর ও পল্লীর সংখ্যা ২,২২, ৮৫৫। অধিকাংশ পল্লীতে নির্ধন ও নিরক্ষর লোক বাস করে। কিন্তু এমন ১০ হাজার পল্লী বঙ্গদেশে আছে, যেখানে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ও লেখাপড়া জানা লোক বাস করিতেছেন, ইহাঁদের অনেকেই বাঙ্গালা লেখাপড়া জানেন' কেহ কেহ ইংরাজীতে ও অভিজ্ঞ। কেহ ক্ষুদ্র ভূসম্পতি বা কৃষিকার্য্যের আয় দ্বারা জীবিক নির্ব্বাহ করেন, কেহ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করেন।

পল্লীগ্রামের এই শ্রেণীর লোককে সারাদিন পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহাঁদের সময় যথেষ্ট আছে কিন্তু কার্য্য নাই। সুতরাং অনেকে গল্প করিয়া, তামাক সেবন করিয়া' তাসপাশা খেলিয়া বা নিদ্রাতে সময় ক্ষেপন করেন। ইহাতে বাঙ্গালা দেশের শক্তির অপচয় হইতেছে।

টাকা জাতীয় ধন নয়। শক্তিশালী মানুষই জাতীয় ধন। বাঙ্গলায় পল্লীগ্রামের হাজার হাজার লোক যদি আপনাদের

শক্তিকে স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োগ করেন, তবে অবিলম্বে বঙ্গের মুখশ্রী উজ্জ্বল হইতে পারে।

পল্লীবাসিগণ কি কি কার্য্যে আপনাদের শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন, আমরা নিম্নে তাহার এক তালিকা প্রকাশ করিতেছি। এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি অনেকেই করিতে পারিবেন।

১। যৌথ ঋনদান সমিতি সংস্থাপন।

২। বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে পাঠশালা স্থাপন।

৩। কৃষির উৎকর্ষ সাধন ও যথাসম্ভব ফুল, ঘাস ও তরকারীর চাষ উৎসাহ দান।

৪। গোজাতির উন্নতিসাধন, আহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা।

৫। বাঁশ, বেত' কাঠ, পিত্তল কাঁশার দ্রব্য ও বস্ত্র প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পদ্রব্যনির্ম্মাণে উৎসাহ দান।

৬। যৌথ দোকান স্থাপন।

৭। পানীয় ও সাধারণজলের ব্যবস্থা— কূপ ও পুষ্করিণী খনন বা পুরাতন কূপ ও পুষ্করিণী সংস্কার।

৮। পল্লীর জঙ্গল পরিষ্কার ও বদ্ধ জল বিকাশের ব্যবস্থা।

৯। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা ও বসন্ত রোগ নিবারণের উপায় করা ও তাহার চিকিৎসক।

১০। নিঃসম্বল স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা।

১১। অক্ষম লোকেদের অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা।

১২। চোর, ডাকাইত ও বদমায়েস গ্রেপ্তারে সাহায্য করা।

১৩। অগ্নি নির্ব্বাণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখা ও কোথাও আগুণ লাগিলে তাহা নির্ব্বাণ করা।

১৪। মৃত্যুদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা।

১৫। সেন্টজন্স্ এম্বুলেন্স্ সোসাইটি স্থাপন অর্থাৎ হাত পা ভাঙ্গা, কুকুর ও সর্পদষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য দান।

১৬। নির্দ্দোষ ও হিতকর ক্রীড়া ও আমোদ।

১৭। সাধারণ পাঠাগার স্থাপন।

পল্লীবাসী যুবকেরা কেন, যদি বৃদ্ধেরাও দলবদ্ধ হইয়া এই সকল সৎকার্য্যে নিযুক্ত হন, তবে এক বৎসরের মধ্যে হতশ্রী পল্লীসমূহে আবার আনন্দের ধ্বনি উঠিবে—শক্তি সামর্থ্য ও করুণা পল্লীর সুশীতল ক্রোড়ে আবার আবির্ভূত হইবে।

প্রিয় বঙ্গভুমির প্রত্যেক সন্তান! উৎসাহের সহিত সৎকার্য্যে নিযুক্ত হউন,তবে দুঃখ দরিদ্রতার ভীষণ মূর্ত্তি' পাপের পিশাচ প্রবৃত্তি পল্লীর সুখশান্তি নষ্ট করিতে পারিবে না।

হতভাগ্য জন্মভুমির সুসন্তানগণ! তোমরা কি প্রতি গ্রামে অবিলম্বে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিবে না?

শ্রীনরেণ চন্দ্র রায়।

Home Industries.
গার্হস্থ্য শিল্প।

—:০:—

(Special for Businessman.)

ABSORBENT COTTON
এব্‌সরবেণ্ট কটন প্রস্তুত প্রণালী।

এব্‌সরবেণ্ট কটন ডাক্তারদের অস্ত্রোপচারের কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহার একটা গুণ, ইহা ক্ষতস্থানের পুঁজ রক্ত টানিয়া লয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী সহজ, কিন্তু এদেশে ইহা প্রস্তুত হয় কিনা জানি না।

প্রথমে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা (Cotton) কে শতকরা ৫ পার্সেণ্ট কষ্টিক সোডার বা কষ্টিক পটাশের জলে সলুইশনে ১॥ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, শতকরা ৫ পার্সেণ্ট অর্থাৎ ১০০ ভাগ জলে পাঁচ ভাগ কষ্টিক সোডা দিয়া যে দ্রব হইবে তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহার তুলাটাকে নিংড়াইয়া যতদুর সম্ভব ইহার জল বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে: তাহার সেই তুলাকে পুনরায় ৫ পার্সেণ্ট ক্লোরাইড্ অফ লাইমের সলুইশনে ডুবাইয়া ১৫।২০ মিনিট রাখিয়া তাহার পর একটু জলে পুনরায় কাচিয়া লইতে হইবে। এখন এই তুলাটাকে হাইড্রোক্লোরাইড এসিডের জলে দিয়া কাচিয়া লইয়া পুনরায় কষ্টিক সোডার জলে ১৫।২০ ফুটাইয়া লইয়া তাহার পর সাদা জলে কাচিয়া নিংড়াইয়া সমস্ত জল বাহির করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই এবসরবেণ্ট কটন হইয়া গেল। ব্যাপার বিশেষ কিছু শক্ত নয়।

SHOW CARD INK.
শো-কার্ডের কালী।

বড় বড় দোকানের জানালায় ঝুলাইবার জন্য ভাল সাদা কার্ডবোর্ডের উপর জিনিস পত্রের দাম ও বিজ্ঞাপন লিখিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যে সে কালীতে তাহা লেখা হয় না, যে কালীতে তাহা লেখা হয় তাহার নাম শোকার্ড কালী। ইহার প্রস্তুত প্রণালী লিখিতেছি।

Pure Asphaltum	১৬ আউন্স
তিনিস টারপিন তৈল	১৮ আঃ
স্পিরিট টারপিন	২ কোয়ার্ট
উৎকৃষ্ট ভূঁষা	৪ আউন্স

উত্তমরূপে ঘুঁটিয়া মিশাইয়া কেন তাহার পর কার্ডের উপর তুলি দ্বারা লিখিতে হয়। অবশ্য

হাতের লেখা ভাল হওয়া চাই, কিন্তু তাহা না হইলেও এরূপ আবশ্যকীয় কালী বিক্রয়ও হইতে পারে।

STONE-WRITING INK.

পাথরের উপর লিখিবার কালী।

খোদাই করা নামের প্লেট অনেকের দ্বারে, মন্দিরে থাকে অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই সকল খোদিত অক্ষরের জন্য এক প্রকার স্থায়ী কালী ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ভারজিন ওয়াকস বা মোম	৫ভাগ
সাদা সাবান	১৩ভাগ
গালা শেল্ লাক্	৬ভাগ
ল্যাম্পের ভূষা	৩ভাগ
চর্ব্বি	৩ভাগ

একত্রে গলাইলেই এই কালী প্রস্তুত হইবে, তাহার পর তুলি দ্বারা খোদিত অক্ষরে লাগাইতে হয়। শুষ্ক হইলেই উজ্জ্বল স্থায়ী অক্ষর হইবে।

BEST INVISIBLE INK.

উৎকৃষ্ট অদৃশ্য কালী।

লিন্সিড্ অয়েল	১ ভাগ
লাইকার এমোনিয়া	২০ ভাগ
জল	১০০ ভাগ

এই মিক্শ্চারকে লিখিবার আগে নাড়িয়া লইয়া লিখিতে হয় এই কালীতে লিখিলে প্রায় ৫।৭ ঘন্টা পরে একবারে অদৃশ্য হইবে, তাহার পর লিখিত কাগজকে জলে ডুবাইলেই পুনরায় লেখা ফুটিবে।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

—:০:—

শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ শ্রীমানী।

গ্রাহক নং ৭৮১

প্রঃ। কাঁচ আঁটিবার পুডিং কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়?

উত্তর। ফুলখড়ি ১০ তোলা, মসিনার তৈল পাকা ২॥ তোলা একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট পুটিং হইবে।

শ্রী[illegible] ঘোষ নং ১২৩৬

প্রঃ। বিনা পূজীতে কি কি কাজ করা যায়।

উত্তর। "কাজের লোকে" পুরাতন খণ্ড সমূহ বোধ হয় ভালরূপে পাঠ করেন নাই, অসংখ্য বিনা পুঁজিতে বেকার উপায়ের কথা লিখিত হইয়াছে।

বিনা পুঁজিতে ক্যানভাষিং, দালালী, কমিশন এজেন্টস প্রভৃতির অনেক কাজই করা যায়। "বেকারের উপায়" নামক আমাদের পুস্তকেও অনেক উপায় দেখিতে পাইবেন। এক নিশ্বাসে কি আর রামায়ণ পাঠ হয়? এ সম্বন্ধে অসংখ্য বিষয় লিখিতে হয়, তবে বুঝাইতে পারা যায়। কাজের লোকের পুরাতন খণ্ড সমূহে বহুবার প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত জহরলাল দত্ত কলিকাতা।

প্রশ্ন। ফুলওয়ালী রেশমী কাপড়কে পরিষ্কার করিবার সহজ উপায় কি? রেশমী কাপড় কি ঘরে কাচা চলে না?

উঃ। নিশ্চয়ই কাচা চলে। ফুলওয়ালা রেশমী কাপড় কাচিতে হইলে পাঁউরুটীর উপরের ছালটাকে গরম জলে ফেলিলেই গলিয়া যাইবে সেই জলে কাপড় খানিকে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার পর কাচিয়া লইলেই ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায়। সাবান দ্বারায় সিল্ক পরিষ্কার হইলেও ইহার চাকচিক্য অনেক কম হইয়া যায়। কারণ তাহাতে বিবিধ প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। এই ওয়াশিং বা কাচা সম্বন্ধে কতক গুলি বিশেষ তথ্য সময়ান্তরে আমরা প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

আমরা অনেক ফরমূল্য "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়াছি এবং যেখানে যাহা ভাল পাইব প্রকাশ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কাহারও বিশেষঃ কিছু আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রশ্ন করিলে তাহার যথাসাধ্য মিমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। গ্রাহকগণ ব্যতিত অন্য কাহাকেও উত্তর দিই না উত্তর কাগজে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত উত্তর অবকাশ ও সময় সাপেক্ষ। উত্তরের জন্য ডাক টিকিট দিতে হয়।

কাঃ সঃ।

Medical Homeopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

—:০:—

ডাঃ অনুকুল চন্দ্র বিশ্বাস।

যেখানে, যে কোন রকম প্রদাহ (ইনফ্লেমেশান) হউক না কেন, প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস প্রয়োগ করিলে প্রায়ই আর কোনও ওষুধের সাহায্য লইতে হয় না। চোখ

উঠা রোগের প্রথমাবস্থায় ফেরাম ফস (Ferum phos) বছর দেড়েক হলো এক গৃহস্থের বাড়ীর কর্ত্তা কলিকাতা হতে চক্ষু উটা রোগ লইয়া বাড়ী আসেন। তিনি কলিকাতায় অনেক ওষুধ পত্র দিয়ে, বাড়ী আসেন। চোখের যাতনা তো আছে, তা ছাড়া সর্ব্বদা চোখের দুই ধার দিয়া পাত্লা পুঁষের ন্যায় গড়াইত এবং চোখের কর-করানিতে অস্থির হতেন। এ অবস্থায় তাঁকে পিচুটী বা ঐ পাত্লা পুঁজে নিবারণের জন্য কেলী সালফ্ ৩x (Kali sulp ৩x) ৩ গ্রেন মাত্রায় ৪।৫ বার সেবন করিতে, এবং ওরই লোশান প্রস্তুত করে চোখে প্রয়োগ করবার জন্য দিলাম, এবং যাতনা নিবারণের জন্য ফেরাম ফস ও ম্যাগ ফস ৩x প্রত্যেক ওষুধ ২ গ্রেণ মাত্রায় পূর্ব্বের ওষুধ সহ পর্য্যায় ক্রমে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিলাম।

২৪ ঘণ্টা ওষুধ সেবনের পর, পুঁজ পড়ার ঢের কমে ছিল। রস্ জমার জন্য, করকরানি যাতনা কমেছে বলে স্বীকার কল্লেন না। সে দিন কেলি সাল্ক ৩ মাত্রা আর ম্যাগ-ফস ও ফিরাম-ফস্ ৬ মোড়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর গরম জলের সহিত সেবন করিতে বলিয়া দিই। পূর্ব্বে দিনমান অপেক্ষা রাত্রে যাতনা চেয়ে বেশী হতো, এবং রাত্রে আদৌ ঘুম হতে না। কিন্তু এদিন বেলা ৪টার পর থেকে ক্রমশঃ যাতনা কম্তে আরম্ভ হয়ে, রাত্রি ১১টার পর থেকে অনেক কম হয় এবং নিদ্রা আসে। ৫।৬ দিন রাত্রে মোটে ঘুমাইতে পারেন নাই। বেলা ৮টার সময় তাঁকে দেখ্তে গিয়ে দেখি তখনও তার ঘুম ভাঙ্গে নাই। ৯॥ সাড়ে নটায় সময় ঘুম ভাঙ্গে। এক্ লাঠি ধরে আমার বাড়ী আসেন। ৩।৭ দিন আদৌ চাইতে পারেন নাই। পিঁচুটী পড়া খুব কম।

তখন ২ আউন্স গরম জলের সহিত, কেলি সাল্ক ৩x (Kali sulph ৩x) ১ড্রাম মিশাইয়া বেশ করিয়া চোখ ধোয়াইয়া পরিস্কার করিলাম। চোখের ভিতর কোথাও ঘা দেখতে পেলাম না। কেবল চোখ্ লাল ছাড়া, আর কিছু দেখা গেলনা। পাতলা পুঁজ পড়া ছিল না, বরং চখের কোণে মামড়ী পড়া শক্ত পিচুটী ছিল। এই অবস্থায় রোগীকে কেবল ফেরাম-ফস ৩০ (Ferum-Phos 30) ২ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ দিন রাত মধ্যে তিনবার করিয়া খাইতে বলিয়া দিলাম। এবং রোদ বা জোর আলোর তাত লাগাইতে বারণ করিয়া, লাল্ বা সবুজ রংএর চশ্মা ব্যবহার করতে বলে দিলাম।

কর্ত্তা একটু সুস্থ হইলে তার স্ত্রীর ঐ রোগ হয়, এবং রোগের প্রথমাবস্থাতেই তাঁকে ফেরাম-ফস (Ferum-Phos) দেওয়া হয়। নিয়মিত ফেরাম-ফস (Ferum-Phos) সেবন করিয়া ৩দিন মধ্যেই আরাম হয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে সর্ব্বশুদ্ধ ছেলে বুড়ো নিয়ে ৭।৮টী লোক থাকেন।

কেহই এ রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পান নেই। সকলেই কেবল প্রথম অবস্থা হইতে ফেরাম ফস সেবন করিয়া ভাল হয়ে ছিলেন। কেবল একটী ২১।২২ বৎসরের বিধবা মেয়েকে নিম্ন লিখিত মত ওষুধ পত্র দিতে হয়ে ছিল। ইনি প্রথমে রোগ গোপন করিয়াছিলেন। এবং চখ্ ওঠা অবস্থাতেই ২।৩ দিন কাঁচা জলে পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করেছিলেন। মেয়েদের স্বভাব সিদ্ধ দোষ (বিশেষতঃ পাড়া গাঁয়ের মেয়েদের) বৈকালে কাপড় কাচিতে গিয়া সর্ব্বাঙ্গ ডোবাইয়া ধোয়া, তাও বাদ দেন নাই। কাজেই পাঁচ রকম অত্যাচারের ফলে কয়েক দিন ওষুধ খেতে হয়ে ছিল। এ সময় চিকিৎসা না হলে চোখ দুটী নষ্ট হয়ে যেতে পারতো।

চোখ উঠায় ১২।১৩ দিন পূর্ব্বে তাঁর হাম হয়েছিল, হামের চিকিৎসা এদেশীয় প্রথা মত শীতলার পূজারীর দ্বারাই করাইয়াছিলেন তিনিই চোখ উঠা সত্বে ও আরোগ্য স্নান করাইয়া দক্ষিণা লইয়া যান। প্রথমে চোখ কর কর করতে আরম্ভ হয়, এবং দুদিন এই রকমে কেটে গিয়া চোখে হুল বেধানং যাতনা আরম্ভ হয়। যাতনা সন্ধ্যার সময় হতে বেশী বাড়্তে থাকে ও রাত্রে খুবই বাড়ে। ঐ যাতনা যে কেবল চোখেতেই হয় তা নয়, কপাল হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করতে থাকে। সকালে চোখের পাতা এমন রকম জুড়ে যায় যে খুব বেশী করে না ভিজালে খোলা যায় না। প্রথম ২।১ দিন চোখ দিয়ে খুব জল পড়তো, তার পর জলের পরিবর্ত্তে পাত্লা পুঁজ পড়তে থাকে। চোখের ভিতর খুব লাল, পাতার ফুলো ও খুব। এ অবস্থায় চোখ পরিস্কার করে চেয়ে দেখলেও ভাল রকম দেখ্তে পেতেন না এমন কি লোক অম্নির সামনে দাঁড়ালে ও তিনি কথা না কওয়া পর্য্যন্ত চিন্তে পারতেন না। কেবল আব্ছায়ার ন্যায় একটা কি সামনে দাঁড়ালে, এই পর্য্যন্ত বুঝ্তে পারতেন। এছাড়া জ্বর এবং জ্বরের উপসর্গ গাবমি বমি, পিপাসা, মাথার যাতনা ইত্যাদি সবই ছিল।

রোগীকে প্রথম দিন ফেরাম ফস ৬x (Farum phos 6x) ২ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এবং পিচুটী পড়পুঁজের রং ইসদ্ হল্দে, ডান দিকের কোনে হল্দে রঙ্গের পিচুটী পড়া, চোখের পাতার ভিতর বালি পড়ার ন্যায় কর্ কর্ করা, দৃষ্টি শক্তি কম হওয়ার জন্য কেলি মিওর ৬x (Kali mure 5x) এবং অতিরিক্ত স্রাব নিবারণ জন্য ও পড়ার আশঙ্কা থাকায় কেলি সালফ্ ৬x (kali sulph 6x) সর্ব্বশুদ্ধ এই তিনটী ওষুধ পর্য্যায় ক্রমে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর

ব্যবস্থা করিতে হইল, এবং চক্ষুতে প্রয়োগ করিবার জন্য কেলি সাল্‌ফের লোশান পূর্ব্ব মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল।

তিন দিন ব্যবস্থা মত ওষুধ পত্র খেয়ে যাতনাদি ঢের কম হয়েছিল, ৪ দিনের দিন সকালে দেখা গেল যে, চোখ জুড়ে আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মত পুঁজের পরিবর্ত্তে ঘোর হলুদ বর্ণ পিচুটীর চট (মামড়ী) রহিয়াছে। চোখ পরিস্কার করে দিবার পরে দেখা গেল, যে, লাল পূর্ব্ব চেয়ে কম, উপরের ফুলো ও কম অথচ কর করানি কিছুই কম হয় নাই। বাঁ চোখ অপেক্ষা ডান চোখের যাতনা বেশী। চোখে বালি পড়লে যেমন কর্ কর্ করে এঁর ডান চোখের যাতনা ঠিক সেই রকম। ডান চোখের কর্ণিয়া অপরিস্কার এবং ধারে একটু ঘায়ের মত বোধ হওয়া এবং গাঢ় হলুদ বর্ণ পুঁজ নিঃসৃত হওয়া পিচুটী জমা (চটা) ইত্যাদি থাকায় পূর্ব্বের ওষুধ বন্ধ করে, কেবল ক্যালি সালফ ৩০x (kale sulph 30x) ও সাইলিসিয়া (Silecia 30x) পর্য্যায়ক্রমে তিন মাত্রা করিয়া ৬ মাত্রা হিসাবে দুদিনের ওষধ দেওয়া হইল, পূর্ব্বের লোশন পরিবর্ত্তন করে ক্যালকেরিয়া সালফ্ ৬ (Calc sulph 6x) এর লোশান প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা করা হইল। এর মধ্যে এক রাত্রে ভয়ানক যাতনা বৃদ্ধি হইয়া ঘুম না হওয়ায় কেলী ফস্ ৬x ম্যাগ ফস্ ৬x একত্রে মিশাইয়া ২ মাত্রা দিতে হয়েছিল।

ফল কথা, শেষে সাইলিসিয়া ৩০x এবং ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ্ ৩০x (Silicea 30x calcarea sulph 30x) রোগীটী আরাম হয়েছিলেন।

এই বাড়িতেই একটী ১৩ মাসের ছেলের চোখে উঠে, চোখ খুব লাল হয়, এবং অনবরত জল পড়তে থাকে। সর্ব্বদা হাত দিয়ে রগড়ে রগড়ে উপরের পাতা দুটী ফুলে গেছলো। জ্বর ছিল না। ২০০ শক্তির নেট্রাম মিউর (Natram mure) 200x) মাত্রা হিসাবে তিনদিন মাত্র সেবন করে, বিনা কষ্টে ক্রমশঃ সুস্থ হয়েছিল।

আগামী বারে একটী গনোরিয়েল আই-রাইটীস রোগীর চিকিৎসার বিষয় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র বিশ্বাস।

অধ্যবসায়ের আদর্শ।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন, তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনস্থ একজন জমীদার ছিলেন। যে বৎসর ওয়ারেনহেষ্টিংস ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তারূপে আগমন করেন, সেই বৎসরেই রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের মাতা একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। লোকে তাঁহাকে "ফুল ঠাকরুণ" বলিয়া ডাকিত। রামমোহন মাতার ন্যায় স্বভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। লোকে বলে মায়ের গুণে ছেলে ভাল হয়, বাস্তবিক আমরা রামমোহনের জীবনে তাহা দেখিতে পাইয়াছি।

যে সময় রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন আমাদের দেশে স্কুল কলেজ বা রেলের গাড়ী প্রভৃতি সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং রাম-মোহন লেখা পড়া শিখিবার তত সুবিধা পান নাই। তখনকার লোকে ইংরাজী পড়িত না, আরবী ও পারসী ভাষা পড়িত। লোক তখন ও আরবী ও পারসী ভাষা জানিলে লোকের বড় বড় চাকরী হইত। রামমোহন বাল্যকাল হইতেই আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন এবং নবম বৎসর বয়সে উত্তমরূপে ঐ ভাষা গুলি শিক্ষা লাভ করিবার জন্য পাটনায় গমন করেন। তথায় ঐ ভাষা-গুলিতে পণ্ডিত হইয়া তিনি সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশী গমন করেন, তথায় অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃতে পণ্ডিত হইয়া তিনি বেদবেদান্ত উপনিষদ শিক্ষা প্রভৃতি পাঠ করিয়া "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

রামমোহনের পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি পুত্রের এবম্বিধ আচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পুত্র কোন রূপে প্রবোধ না মানায় তিনি তাহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। বাটী পরিত্যাগ করিয়া রাম মোহন বহু দেশ ভ্রমন করেন এবং পরি-শেষে তিব্বতে গিয়া এই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তথাকার অধিবাসীগণ তাঁহার এই মত প্রচারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি তথা হইতে পুনরায় স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং গভর্ণ-মেণ্টের অধীনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইহার কিছু দিন পরেই রামমোহনের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৮০০ হইতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কালেক্টরের অধীনে দেওয়ানী করেন। এই জন্য লোকে ইহাকে দেওয়ান রামমোহন রায় বলিয়া ডাকিত।

এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি রামগড় ভাগলপুর, রংপুর প্রভৃতি অনেক স্থানে ভ্রমন করেন এবং এই সময় তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং পৌত্তলিক

পুজার বিরুদ্ধে পারস্য ভাষায় একখানি পুস্তক প্রনয়ন করেন এবং কতকগুলি উদ্যোগী বন্ধুর বন্ধুর সাহায্যে ব্রহ্মসভা নামে একটী করেন এবং পৌত্তলিক পূজার বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা ও তর্কাদি করেন।

রামমোহন রায় প্রথম এদেশে ছাপাখানা করেন এবং নিজ ব্যয়ে বহু পুস্তকাদি ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন, তাঁহার সময়ে এদেশে গদ্য রচনার ব্যক্তি ছিল না। তিনিই প্রথমে গদ্য পুস্তক রচনা করেন, তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছিল না, তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন এবং এই রূপে ভূগোল জ্যামিতি প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া তিনি দেশের এবং দশের প্রভূত উপকার সাধন করেন। এতদ্ব্যতি-রেকে তিনি এদেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রচলনের জন্য ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেন।

রামমোহন রায়ের দুইটী পুত্র এবং একটী পালিত পুত্র ছিল, তিনি পুত্রগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

পুত্রদের দুলিবার জন্য তিনি তাঁহার বাটীর বাগানে একটী দোলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, একদা তিনি স্বয়ং ঐ দোলায় দুলিতে ছিলেন, এমন সময় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রায় মহাশয় কি করিতেছেন?" রামমোহন উত্তর করিলেন, আজ্ঞে আমি জাহাজে করিয়া বিলাতে যাইব কিনা, সমুদ্রে জাহাজ বড় দোলে, তাই দুলিতে শিখিতেছি। নচেৎ সমুদ্র পীড়ায় বড়ই কষ্ট পাইব। রামমোহন রায়ই এদেশে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন। তজ্জন্য ভারত-বাসীর নিকট তিনি চিরআরাধ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতবাসী দুঃখী প্রজাগণের দুঃখ জানাইতে সুদূর ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টে বহুই চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তিনি এই সময় দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধী প্রাপ্ত হন। ১৮৩০ খৃঃঅব্দে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন এবং কয়েক বৎসর তথায় অক্লান্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর মস্তিস্ক প্রদাহে রোগে শয্যাগত হন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ২॥০ ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ফ্রান্সের ব্রিষ্টল সহরের একটী সহরে উদ্যানে তাঁহার ভৌতিক দেহ সমাহিত করা হয়।

পরে দ্বারকা নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনিষীর গণের চেষ্টায় তাঁহার সমাধি ঐ স্থান হইতে লইয়া আসিয়া আরনোল্ ভেল্ নামক স্থানে সমাহিত করিয়া তথায় একটী মনোরম সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে। তাঁহার অসীম অধ্যবসায় এবং স্থিরলক্ষ্যই তাঁহাকে জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দোপাধ্যায়।

কৃত্রিম মার্ব্বেল প্রস্তুত প্রণালী।

—:o:—

প্লাস্টার অফ্ প্যারিসকে ফটকিরির জলে (অর্দ্ধ ড্রাম এক আউন্স জল) দিয়া কর্দ্দম মাখিয়া ফেলিয়া একটা তাওয়ার দিয়া অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া ফেল, তাহার পর পুনরায়, তাহাকে গুঁড়াইয়া ফেল, তাহার পর পুনরায় জলে গুলিয়া কর্দ্দমবৎ করিতে হইবে। তাহার পর ইষ্টক গড়া ছাঁচে দিয়া টালি বা পুতুল যাহা ইচ্ছা গড়িয়া ফেলিয়া খুব মসৃণ কর, এই কম্পোজিসনের উপর হাইপালিস করা চলিবে। এইরূপ প্যারিস প্লাষ্টারের টালি করিয়া ঘরের মেজে প্রভৃতিতে দিলে মার্ব্বেল প্রস্তরের মতই দেখাইবে।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

—:o:—

১। অন্ন, মিষ্টান্ন, ফল, বস্ত্র, ধন, ফুল ও চন্দন দিয়া পূজা ও আরাধনায় যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা নয়, তিনি এই সকল দ্রব্য চান না, তিনি চান কেবল মন, অতএব মনকে স্থির করিয়া ভক্তি পুষ্প দিয়া তাঁহাকে পূজা আরাধনা এবং সাধন করিলে সাধনাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

২। আপনার উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর স্থাপনা করিও, তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইলে ঈশ্বর তোমার সেই শুভ ইচ্ছা সম্পাদনে সহায় হইবেন।

৩। উচ্চাভিলাষী হইও না, ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাকে সুখকর মনে করিবে।

৪। তোমার কোন গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যের আরও অধিক আছে, ইহা ভাবিয়া নম্রতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

জীবনী-সংগ্রহ।

মনিবের সহানুভূতি। হুগলির খ্যাতনামা উকিল ৺ শশীভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বৈশাখ মাসে অতীব প্রখর রৌদ্রে বেলা দুইটার সময় একটা ভাড়াটে গাড়ীতে করিয়া তাঁহার বৈবাহিকের বাড়ীতে গিয়া-ছিলেন, তিনি যে কাজের জন্য আসিয়া ছিলেন তাহা একজন চাকরের দ্বারাও সম্পন্ন হইত। বৈবাহিক মহাশয়ের বাটীস্থ কোন লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, আপনি আমাদের জন্য এই রৌদ্রে নিজে আসিলেন কেন? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, চাকর-বাকরদেরই পাঠাব মনে করে ছিলেম, কিন্তু দেখলুম ভারি রৌদ্র কাজেই কোন চাকরকে

আসেত বল্‌তে পারলুম না। ভৃত্যের প্রতিও সদয় ব্যবহার আধুনিক জগতে অতীব বিরল।

সদালাপ—

প্রতিজ্ঞা রক্ষা।

শান্তিপুরে কোন সময়ে এক মেছুনী দারুণ গ্রীষ্মের সময় মাছ বেচিয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে ফাটিতে মাঠের উপর দিয়া আসিয়া গ্রামের প্রান্তস্থ মুদীর দোকানের নিকট জল জল বলিয়া বসিয়া পড়িল। উহার অবস্থা দেখিয়া মুদী শীঘ্র জল লইয়া আসিলে মেছুনী বলিল, না—না—রোজ আমি সেই রোজা গোঁসায়ের মাথা খাই, তবে ত জল খাব, রজনী গোস্বামী স্ত্রীলোকটীর গুরু,জল খাইতে যাইয়া তাহার স্মরণ হইল,ইষ্ট মন্ত্র জপ করা হয় নাই। অতিশয় পিপাসার সময় মেছুনীর এমন রাগ হইয়াছিল সে, যে তাহার গুরুর নাম বিকৃত করিয়া বলিয়া ফেলিল,এবং গুরুর পুত্রের মাথা খাইতে চাহিল। কিন্তু তবু তাহার ইষ্ট মন্ত্র জপ ভুল হইল না। সদালাপ।

Eyes and how to preserve them.

চোখের কথা।

—:০:—

চক্ষু (চোখ) নানা কারণে দৃষ্টি শক্তিহীন হয়ে পড়ে, সাবধান না হইলে চক্ষুর নানান পীড়া হয়,সেই জন্য চোখের সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা মন্দ হবে না।

চক্ষু রক্ষা কর্ত্তে হলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অতি অবশ্যই পালন কর্ত্তে হবে।

ডাক্তার লণ্ডি (Dr, Lundy) অনেক দেখে শুনে নিয়ম গুলি স্থির করে দিয়েছেন।

১। ক্ষীণ আলোকে কখন লেখা পড়া করিতে নাই, চক্ষু খারাপ হয়ে যায়।

২। আলোক পার্শ্ব হইতে আবশ্যক, সম্মুখ বা পশ্চাতে আলোক রাখিয়া লিখিতে, পড়িতে নাই।

৩। পীড়া হইতে উঠিয়া, ক্লান্ত শরীরে পড়িতে বসিতে নাই।

৪। এক সময়ে অধিকক্ষণে চক্ষুকে পরিশ্রান্ত করিতে নাই।

৫। শয়ন করিয়া কখন অধ্যয়ন করিবে না, ইহাতে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবার বহু কারণ আছে এবং প্রকৃতই দৃষ্টি শক্তি হীন হয়।

৬। অনেকে শয়ন করিয়া উবুড় হইয়া শয়ন করিয়া পাঠ করেন। ইহাতে চক্ষু এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইয়া দৃষ্টি শক্তি হীন হয়।

৭। অতি ক্ষুদ্র অক্ষরের পুস্তকাদি পড়িতে নাই।

৭। চক্ষুর দোষ ঘটিলে উপযুক্ত চসমা ব্যবহার করিতে হইবে, নচেৎ চক্ষের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া দাড়াইবে।

৯। স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাদকদ্রব্য যথা মদ্য, তামাক, সিগারেট চুরুট প্রভৃতির অমিতাচারে চক্ষুর নানা রোগ জন্মিয়া থাকে।

১০। প্রতিদিন খোলা বাতাসে কিছু ক্ষণ ভ্রমণ-করা উচিত, পরিমিত পরিশ্রমও আহার দ্বারা শারীরিক অবস্থার উন্নতি করা উচিত। ইহা ভিন্ন ল্যাম্প প্রভৃতির উজ্জ্বল আলোকের উপর শেড থাকা উচিত। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অতি উজ্জ্বল আলোক চক্ষের পক্ষে নিরাপদ নহে। অনেকেই উপরোক্ত নিয়মে চলেন না, বিশেষ আমাদের দেশের ছাত্রগণ, ইহারা শয়ন করিয়া ব্যতীত পড়িতে পারে না এবং অতি অল্প বয়সেই চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া বসেন "সায়েণ্টিফিক আমেরিকা" নামক প্রসিদ্ধ আমেরিকান পত্র হইতে কয়েকটী সচরাচর পীড়ার ঔষধ আগামীবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভক্তির ভগবান।

শ্যামসুন্দর

(গল্প।)

"খাও শ্যামসুন্দর খাও, নইলে দেখছ ঠ্যাঙ্গা, বাবা দিলে খাও, পশীকাকা দিলে খাও আমি দিলে খাবেনা কেন? খাও নতুবা মাথা গুড়া করে দেবো"।

এই কয়েকটী কথা বলিয়া একটী একাদশ বর্ষের ব্রাহ্মণ বালক তাহার পৈত্রিক বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের নিকট অনাবৃত দেহে একটি অনতি ক্ষুদ্র বংশ দণ্ড হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বালকের সম্মুখে উচ্চ মৃন্ময় বেদীর উপর একখানি অতি পুরাতন কাষ্ঠাসনে সামান্যরূপ শয্যার লোহিতবর্ণের, ছিন্ন প্রায় ক্ষুদ্র একটী চন্দ্রাতপতলে, কৃষ্ণ প্রস্তরের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন!

এক সময়, এই বিগ্রহ, বালকের পিতামহ প্রপিতামহগণ কর্ত্তৃক অতি মহামূল্যের বেশ ভূষায় অত্যধিক আদরে পূজিত হইতেন। কালের বৈচিত্র ময় ঘটনার আবর্ত্তে আজ, সেই বিগ্রহ, দারিদ্র্যের পূর্ণ পরিণতির আচরণে, একখানি জীর্ণ প্রায় গৃহে, ভগ্নপ্রায় চতুর্দ্দোলে ছিন্নপ্রায় চন্দ্রাতপতলে, নষ্ট প্রায় শয্যায়, সামান্য মুষ্টীপ্রমাণ আতপতণ্ডুলে, তৈল—শূন্য শাক সিদ্ধভোজ্যে, সহজ প্রাপ্যতুলসী জল আর বনজকুসুমে পূজিত হইতেছেন!

পূর্ব্বের সম্পদ, দারিদ্রতার আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া শ্যামসুন্দরের বর্ত্তমান সেবক এই বালকের পিতা শ্রীমদ্ গৌরিচরণ গোস্বামী পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন আর হৃদয়ের চির আরাধ্য বিগ্রহের অর্চ্চনার জন্য, ভিক্ষা প্রাপ্তি আশায়, আপাততঃ কিছুকাল স্থানান্তরে গিয়াছেন। গোস্বামী বাড়ী হইতে যাইবার সময়,

একটী প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ যুবকের উপর পূজার ভার দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি সকল সময়ই মানবের অনুসরণ করে। গৌরিচরণের স্ত্রী এবং ভগ্নি সকলদিন ঠাকুরের পূজার আয়োজন ঠিক সময় মত করিতে পারেন না বলিয়া প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক শ্যামসুন্দরের পূজায় তত মনোযোগ প্রদান করিতেন না।

একদিন প্রাতে গৌরিচরণের সহোদরা হরিদাসী ভ্রাতুষ্পুত্র রাধাচরণকে লইয়া কোন এক ধনীর গৃহে অর্থান্বেষণে গিয়াছেন। রাধাচরণের প্রসূতি কৃষ্ণদাসী ঠাকুরের পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য, একটী অর্দ্ধ ভগ্ন ফুলের সাজি লইয়া পুষ্পাদি চয়ন করিয়া তাম্রের শয্যাগুলি পরিষ্কার করিয়া বসিয়া রহিলেন। কেননা, আতপ চাউলের অভাবে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন না, প্রতিবাসী দেবর শশীকে ডাকিতে সাহস হইতেছে না। বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্যদেব গুরুগম্ভীর মূর্ত্তিতে গৌরিচরণ গোস্বামীর বিগ্রহ কুটিরের উপর তাপ বিকীর্ণ করিয়া আকাশের মধ্যস্থলে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কুটিরের নিকটবর্ত্তী নিম্বতরুর পত্রপল্লবদল ভাস্কররাগে রঞ্জিত হইয়া একরূপ অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে। রাধাচরণের জননী সেই অর্দ্ধ শীতল, অর্দ্ধ উষ্ণ তরুতলে বসিয়া পূজার দূর্ব্বাদল উত্তির করিতেছেন। ঠিক এই সময় প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ স্নাত হইয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর গৃহের দ্বার খুলিয়া পূজার কোন আয়োজন না দেখিয়া মুখ ভঙ্গি করিয়া বিরক্তির সহিত কহিল—"ওগো রাধার মা! আমি আর তোমাদের ঠাকুর পূজা করিতে পারিব না। বেলা দেড়প্রহর অতীত হইল, এখনো দুটো ফুল তুলসী সংগ্রহ করিতে পার নাই। আমি বেতনের চাকর নই যে, তোমাদের সুবিধা বুঝিয়া সুযোগ জানিয়া স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া পূজার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি। ঠাকুর দেবতার প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই,—যত্ন নাই, তাহাদের আবার ঠাকুর রাখা কেন? আমি হলে অমন ঠাকুর জলে ফেলে দিতাম।"

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ দুই এক পদ করিয়া চলিয়া গেল। কৃষ্ণদাসী অদ্য আর ঠাকুরের পূজা হইল না, ভাবিয়া স্বামীর প্রতি অভিমান,—আর দারিদ্র জনিত দুঃখের চিন্তা লইয়া ভাবিতে ভাবিতে কান্দিয়া ফেলিল। মর্ম্মান্তিক বেদনায় অধীরা হইয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিল, শ্যামসুন্দর আর যাতনা দিও না—ঠাকুর! এই চক্ষে এই পোড়াচক্ষে, তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দেখিয়াছি, এই হাতে এই হতভাগিনী তোমায় ক্ষীর সর নবনী দিয়া ভোগ দিয়াছে। আর আজ তোমার পূজার জন্য মুষ্টিমাত্র আতপ চাউলের অভাবে, নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে পারি না, তোমার সেবক গৃহত্যাগী, তাঁহার ভগ্নি ও পুত্র ভিক্ষা করিতে পরের নিকটে গিয়াছে। ঠাকুর! আর আমি সহ্য করিতে পারি না, দুদিন তোমার ভোগ দেওয়া হয় নাই, পোড়া উদরেও তাই জলটুকু পর্য্যন্ত পড়ে নাই, আবার আজ বুঝি, তোমার পূজাও করাইতে পারিলাম না, শ্যামসুন্দর! তোমার সেবক পুত্র রাধাচরণ বালক—পূজার ধ্যান মন্ত্র জানেনা, বিধি ক্রিয়া জানেনা—হরি! তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, আমার ন্যায় কাঙ্গাল আর দুটী আছে? উহঃ বুক ফেটে গেল যে ঠাকুর, তোমার পূজা পর্য্যন্ত হবে না, আমাকে তাও আজ দেখতে হলো!

ব্রাহ্মণ পত্নী আর বলিতে পারিল না—তাহার বাষ্প বিরুদ্ধ হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল, চক্ষু জল ভরা, কিন্তু ঘোর চিন্তা, অনলের তাপে দুই চক্ষু কর্ণ রক্তিম, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত অথচ গভীর।

এই সময় রাধাচরণ আর তাহার পিতৃষসা দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণদাসীর বিষাদ বিহ্বল হৃদয় সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এনেছ"! চাউল এনেছ! দেও। হরিদাসী কহিল, বউ চাউল আঁচলা খানেক এনেছি—কিন্তু পয়সা একটীও পাই নাই।

কৃষ্ণদাসী চাউল পাইয়া হাতে আকাশের চাঁদ পাইল, দ্রুত গতি পুকুর হইতে স্নান করিয়া এক ঘড়া জল লইয়া ঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিল। রাধাচরণ আর তাহার পিসি, শ্রান্ত শরীরে প্রাঙ্গনের নিম্বতরুতলে বসিয়া পূজার আয়োজন দেখিতে লাগিল। বৈশাখী রৌদ্রের অনন্ততেজে রাধাচরণ যেন অর্দ্ধসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার জননী তাহাকে পূর্ব্বের সেই বিরক্ত হৃদয় ব্রাহ্মণকে ডাকতে পাঠাইল। সূর্য্যতপ্ত বালক বিশ্রাম রাখিয়া, শশীকাকা! শশীকাকা! বলিতে বলিতে তাহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বালক হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। মাথার মধ্যে এক বৈদ্যুতিক কল্পনা উপস্থিত হইল। সূর্য্যতাপে পথশ্রমে শরীরের শোণিত যতটুকু উত্তপ্ত হইয়াছিল, এই ক্রিয়া দেখিয়া তাহার সেই শোণিত একেবারে জমাট বান্ধিয়া গেল। বালক জীবনে যাহা কখনো স্বপ্নে জানেনা, যাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই তাহা চিন্তা করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ নিরব হইল।

রাধাচরণ দেখিল—শশী আহার করিতে বসিয়াছে। উপায়?—শ্যামসুন্দরের পূজা কে করিবে? রাধাচরণ অবশ হইয়া শশীর সম্মুখে মাটীতে বসিয়া কান্দিয়া ফেলিল। বালল কাকা, তুমি খেতে বসেছ, ঠাকুরের

পূজা করলেন না।—ও শ্যামসুন্দর! তোমার পূজা হলো না। অদ্য দুই দিন তুমি উপবাসী আছ, আজ আবার তোমার পূজা হবে না, উপায় কি, মা আর পিসিমা অদ্যই মরিয়া যাইবে। তোমার ভোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া মা আর পিসিমা অদ্য দুই দিন মুখে জল পর্য্যন্ত দেন নাই। আমিও আহার করি নাই। কাল রাত্রে কেবল তোমার বৈকালির সামান্য একটুকু আদপাকা পেঁপে খেয়ে আছি। হায় হায় শ্যামসুন্দর, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া গোস্বামীর পুত্র হইয়া তোমার পূজা শিখি নাই—মন্ত্র জানি না, এই গ্রামে আর ত ব্রাহ্মণও নাই, এখন উপায়? কি হলো গো—

বালক রাধাচরণ এইরূপ বলিতে বলিতে কান্দিয়া আসিয়া পিসিমার পায়ের উপর পড়িল। বালকের মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি হরিদাসী বলিল—বাবা! তুমি কেঁদনা—তোমার শশীকাকাকে আর ডাকিতে হবে না। আমি মন্ত্র জানি—তোমাকে পড়াইয়া দিতেছি—তুমি যাহা পার, তাই হবে। তাহাতেই তোমার শ্যামসুন্দর তুষ্ট হবেন। তুমি যাও, স্নান করিয়া সন্ধ্যা সারিয়া এসো, দুদিন মুখে মুখে মন্ত্র পড়িলেই শিখিতে পারিবে। হরিদাসী মন্ত্র জানে শুনিয়া বালক মহা-আনন্দিত হইল, তাহার ক্ষুধা পিপাসা পীড়িত হৃদয়ে এক বিদ্যুৎগতি ছুটিয়া গেল। আহ্লাদের আবেগে রাধাচরণের দেহে এক অদ্ভুত পূর্ব্বক আনন্দের খরস্রোত প্রবাহিত হইল। হাসিতে হাসিতে সেই বিষাদের গলিতাশ্রু মুছিয়া ফেলিল। তাহার বালক হৃদয়ে ভক্তি দেবী আসন পাতিয়া বসিলেন, রাধাচরণ জলভরা নেত্রে মহা পুলকে কহিল, পিসি মা!

আমি তবে স্নান করিয়া, শীঘ্র সন্ধ্যা করিয়া আসি। তুমি মন্ত্র পড়াইবে, আমি শ্যামসুন্দরকে পূজা করিব। মা তুমি এই চাল লইয়া ভাত রাধিয়া আন—পিসিমা আমি আজ শ্যামসুন্দরের পূজা করিব। তাহার ভোগ দিব। আজ শশীকাকাকে ডাকিব না—বলিয়াই বালক মহা আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া জলে পড়িল। আজ আর তাহার আনন্দ ধরে না, ঠাকুর পূজা করিতে পারিবে ভাবিয়া বালক একেবারে আহ্লাদে ভরপুর হইয়াছে। আবার শুধু পূজা নহে, ভোগ দিবে, আরতি করিবে এ আহ্লাদে আর রাধাচরণ হৃদয়ে ধরিতে পারিতেছে না—অন্য দিনের ন্যায় আজ আর রাধাচরণ জলে গিয়া সন্তরণ দিলনা, ডুব দিয়াই সিক্তগাত্রে ত্রস্তভাবে সন্ধ্যা করিয়া ঠাকুর গৃহের নিকট উপস্থিত হইল।

বালকের ভক্তিপূত ব্যবহার দেখিয়া চিরব্রহ্মচর্য্যব্রতশালিনী হরিদাসীর ভক্তির সর্ব্বতোমুখী স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। বলিল বাবা! তুমি—ভিজে কাপড় ছাড়িয়া এসো, ঐ দেখ তোমার পূজা লইবেন বলিয়া শ্যামসুন্দর হাসিতেছেন। তোমার পূজায় ঠাকুর বড় তুষ্ট হইবেন।

এই সময় আকাশের সূর্য্য পশ্চিম ভাগে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ রশ্মি জালে ভগ্ন ঠাকুর গৃহের চাল ভেদ করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহের মুখে সমুদ্ভাসিত হইতেছে। ঠাকুর মুরলীবদন যেন সেই আলোকে হাসির অভিনয় করিতেছেন। রাধাচরণ পিসীর কথায় চাহিয়া দেখিল, প্রকৃতই যেন শ্যামসুন্দর হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। তখন রাধাচরণ কহিল পিসিমা! আমার শুষ্ক বস্ত্রখানা রাত্রিবাসের, তুমি মন্ত্র পড়াও আমি এই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরপূজা করিতেছি। এই দেখ, কাপড় শুখাইয়া উঠিল। ভিজে কাপড় পরিয়া পূজা করিলে তো ঠাকুর অসন্তুষ্ট হইবেন না?

হরিদাসীর উপদেশানুসারে রাধাচরণ পূজার ক্রমগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। আচমন করিয়া জলশুদ্ধি করিল, সূর্য্যার্ঘ্য দিল। পঞ্চদেবতাদির পূজার সময় গণেশের ধ্যান মন্ত্র, গজেন্দ্রবদনং" শুনিয়া একটুকু হাসিল—কেননা বাঙ্গালা পাঠশালায় তাহার ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়া ছিল, যাহাতে অল্প বিস্তর ভাষা জ্ঞান হইয়াছিল। গণেশের ধ্যান মন্ত্র শুনিয়া বুঝিয়া হউক, আর না বুঝিয়া হউক, বালক তাই হাসিল, হরিদাসী বলিল, বাবা! অন্যমনস্ক হইও না—ঠাকুর তাহলে রাগ করিবেন। বালক কিন্তু এই উপদেশ শুনিবার অগ্রেই স্থিরচিত্ত হইয়া ঠাকুরের স্নানের জন্য কুশীতে জল লইয়া বসিয়াছে। হরিদাসী তখন বলিল বাবা! তোমার গায়ত্রী পড়িয়া ঠাকুরের স্নান করাও; বেদ মন্ত্র আমাদের বলিতে নাই। হরিদাসীর উপদেশানুসারে গায়ত্রী পড়িয়া স্নান করাইল, পরে বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া যথাস্থানে ঠাকুরকে বসাইয়া চন্দনসংযুক্ত পুষ্প ও তুলসী দল হস্তের অঞ্জলি মধ্যে স্থাপন করিয়া রাধাচরণ বলিল, বল পিসিমা ধ্যান মন্ত্র বল। হরিদাসী পড়াইল, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবানকনককুণ্ডলবান কীরিটীহারী, হিরণ্ময় বপু ধৃত শঙ্খ-চক্রঃ, ধ্যান মন্ত্র পড়াইতে পড়াইতে হরিদাসী দেখিল বালক মুদিতনেত্রে—নিস্পন্দ—নীরব নির্ব্বাক—নিশ্চল। যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি রাধাচরণের সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছাদিত। ঝটীকার অগ্রবর্ত্তী প্রশান্ত প্রকৃতির ন্যায় মুগ্ধবালক সংজ্ঞা শূন্য।

হরিদাসী বলিল—দাও, ফুল মাথায় দাও, রাধাচরণ ফুল তোমার মাথায় দাও। রাধাচরণ নীরব। হরিদাসী ভাবিল—রৌদ্রে উত্তপ্ত বালক সহসা শীতল জলে অবগাহন করিয়া সর্দ্দিগর্ম্মিতে এরূপ হইয়াছে। তাই কহিল—বাবা রাধাচরণ—এটা তোমার

মাথায় দাও,পরে আবার ধ্যানমন্ত্র পড়িয়া ফুল ঠাকুরের পায়ে দিয়া পূজা কর; পূজা সমাপন করিয়া নৈবেদ্য হইতে কিছু লইয়া প্রসাদ পাও, শরীর সুস্থ হউক।

রাধাচরণ কিন্তু অন্তরূপ। এই ভাবে প্রায় এক মিনিট অতীত হইল। তাহার পর রাধাচরণ বলিল—পিসিমা, ধ্যান মন্ত্র আবার বল। তোমার মন্ত্র পড়িতে পড়িতে যাহা দেখিলাম, তাহা জীবনে দেখি নাই আহা এমন মিঠে স্নিগ্ধ আলো! বল পিসিমা আবার ধ্যান মন্ত্র বল,—আবার পড়ি, আবার সেই আলো দেখি। বলিয়াই বালক কান্দিয়া ফেলিল। পরে হরিদাসী আবার পূজার ক্রমগুলি করাইয়া মন্ত্র পড়ে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে বলিয়া পড়াইল।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমস্তে বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

রাধাচরণ প্রণাম করিতেছে, এমন সময় তাহার জননী একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণপ্রস্তরের থালায় সেই তাহার পূর্ব্বের ভিক্ষালব্ধ আতপান্ন আর তৈলশূন্য শাক সিদ্ধ আনিয়া কহিল—নেও শ্যামসুন্দর এই নেও। ঠাকুর ঝি! যাও তুমি স্নান করিয়া এসো। রাধাচরণ তুমি এই অন্ন তোমার শ্যামসুন্দরকে নিবেদন করিয়া দাও,আমি আর কিছু অন্ন পাক করিগে। কৃষ্ণ দাসী প্রস্থান করিলে পর হরিদাসী রাধাচরণকে সংক্ষেপে ভোগ নিবেদনের মন্ত্র শিখাইয়া স্নানে গেল।

রাধাচরণ তখন পিতার দৃষ্টান্তে গৃহের দরজা রুদ্ধ করিল। ভোগপাত্রে ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—খাও শ্যামসুন্দর খাও।

রাধাচরণ তখন ক্ষুৎপিপাসায় বড় কাতর। ঠাকুর আহার না করিলে খাইতে পারিবে না বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রস্তরের বিগ্রহ মুরলী রাখিয়া আহার করিতেছেন না, দেখিয়া ক্ষুধাতুর বালক বিরক্ত হইতেছে। বিরক্তির পরিণতি ক্রোধ, তাহার পর বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়কে আক্রমণ করিল—তখন ঠাকুর গৃহের দরজার এক খণ্ড বংশদণ্ড "লইয়া ক্রোধে বলিল, খাও শ্যামসুন্দর খাও নইলে দেখছো, ঠ্যাঙ্গা মেরে খাওয়াইব।"

ব্রজ বালক সখা ভক্তের হৃদ্রমণ শ্রীভগবান তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না বিগ্রহরূপী শ্রীহরি প্রকৃতই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

আহা ভক্তির ভগবান—ব্রজে গোপবালকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। আবার একদিন শ্রীদামের বীরাভাবমাধুর্য্যে উচ্ছিষ্ট পায়সান্ন পর্য্যন্ত আহার করিতে যে শ্যামসুন্দরকে অস্থির হইতে দেখা গিয়াছে, তিনি যে আজ এই বালকের ভক্তি পূর্ণ বীরভাবে বিভোর হইয়া শাকান্ন আহার করিবেন, ইহার আর বিচিত্রতা কি?

রাধাচরণের বাক্যে বিগ্রহ শ্যামসুন্দর অধরের মুরলী ঈষৎ সরাইয়া হাত বাড়াইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দুইটী শাক সিদ্ধ মিশ্রিত অন্ন মুখে দিলেন!

এই সময় ব্রহ্মচর্য্য শালিনী, হরিদাসী আসিয়া ডাকিল—রাধাচরণ আমি তোমাকে ভোগ নিবেদনের পর প্রণাম মন্ত্র না বলিয়া স্নানে গিয়াছিলাম। দরজা খোল, প্রণাম মন্ত্র পড়াইয়া দি। রাধাচরণ কপাটের অর্গল মুক্ত করিল। হরিদাসী দেখিলেন—ঠাকুরের শ্রীমুখে শাককণা ঝুলিতেছে—বলিল, ওকি রাধাচরণ, তুমি কি শ্যামসুন্দরের মুখে ভাত আর শাক গুজিয়া দিয়াছ; বালক বলিল না—ঠাকুর আপনিই শাক দিয়া ভাত খাইয়াছেন। তখন হরিদাসী স্তম্ভিত হইল। ভাবিল সেকি—শ্যামসুন্দর সত্য সত্যই কি আহার করিয়াছেন। তখন পূজার সময়ের ঘটনা সমূহ তাহার স্মরণ হইল—বউ বউ দৌড়ে এসো, দেখ আজ তোমার রাধাচরণ রাধারমণকে প্রকৃতই শাকান্ন আহার করাইয়াছে। কৃষ্ণদাসী ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, শাককণা শ্যামসুন্দরের মুখে ঝুলিতেছে তখন আহ্লাদে—আনন্দে—বিস্ময়ে—প্রেমে—ভক্তিতে—কৃষ্ণদাসী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল। হরিদাসী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিস্পন্দভাবে নয়ন জলে সিক্ত হইতে হইতে সকল দেখিল। তার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—বউ! "আজ হইতে এই বংশ সিদ্ধ হইল।" আর দরিদ্রতার ভয় করি না—আজ হইতে আমরা মহাধনী, জগতের সারধন নীলমণিকে হাতে পাইলাম। সংসারের মান সম্ভ্রম ঐশ্বর্য্য আর চাইনা, এসো দুজনে রাধাচরণকে কোলে করিয়া রাধারমণের নামগানে জীবন ধন্য করি। আর এই মহাপ্রসাদ মস্তকে করিয়া প্রসাদ পাই। আমাদের পাপতাপক্লিষ্ট নর জন্ম সার্থক হউক।

এই সময় বৈশাখের দিবা প্রায় অতীত হইয়াছে। সূর্য্য কিরণ স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সেইশ্রম ক্লম উৎপাদক উষ্ণতা আর নাই। দুই প্রহরে উত্তাপ পরিক্লিষ্ট সমীরণ এখন একরূপ শীতল হইয়া উঠিয়াছে। আনন্দে প্রেমে ভক্তিতে রাধাচরণের মাতা আর পিতৃস্বসা—রাধাচরণের সহিত সেই মহাপ্রসাদ লইয়া প্রায় গোধুলি সময় সেই প্রাঙ্গনে বসিয়াই আহার করিল। শ্যামসুন্দরের সেবা পূর্ণ হইল। দরিদ্র গৌরীচরণ—গোস্বামীর পরিবার বর্গের অদ্য হইতে ইহপরকালের সকল অভাব দূর হইল, এবং তাহারা সিদ্ধবংশ মধ্যে গণ্য হইল। ব্রাহ্মণ সমাজ।

ডাক্তার—শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
কাব্য বিনোদ।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

(চয়ন)

ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশীয় ঔষধের ব্যবহার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত ঃ—

কালমেঘ ঃ—ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে কালমেঘ, দেশ বিশেষে কল্পনাথ ও যবতিক্তা, উৎকলে ভুঁই নিম ও হিন্দীতে মবেচি কহে। ইহা দেখিতে লঙ্কা গাছের ন্যায়। ইহার পত্র লঙ্কা পাতার ন্যায় সূক্ষ্ম ও শ্যামল। পত্রের বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল বলিয়া, বোধ হয় ইহার নাম কালমেঘ হইয়া থাকিবে। ইহা বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র জন্মে, ঝোপ ও আগাছার মধ্যে ইহার জন্মস্থান। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা তিক্ত, অম্ল, রস, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকর এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিবর্ণতা আম দোষ ও বিষদোষে উপকারক, এতদ্ভিন্ন কাল মেঘ বেদনানাশক।

ব্যবহার —কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটকামড়ান যকৃতের দোষ, যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি সহ জ্বর-রোগ, প্রভৃতিতে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। ইহার ন্যায় পিত্তনিঃসারক গুণ দেশীয় ভেষজাবলীর মধ্যে আছে কিনা, আমার জানা নাই। বিশেষতঃ বালকদিগের ইন্‌ফেন্টাইল লিভারের (Infantile Liver) ইহার ন্যায় মহোপকারী মহৌষধ প্রায় দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষারমোহে পড়িয়া আমরা এমন একটী মহৌষধ ব্যবহার করিতে আদৌ স্বীকৃত নহি। পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন মহিলারা শিশুর জন্ম হইতেই শিশুকে "আলুই খাওয়াইতেন। এই কালমেঘই আলুয়ের প্রধান উপাদান। গুটিকয়েক জোয়ান, লবঙ্গ ও বড় এলাচ সহযোগে প্রস্তুত, এই আলুই দ্বারা তৎকালে শিশুর উদর সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়াই আরোগ্য হইত। এমন কি শিশু দুধ তুলিলে তাহাকে কালমেঘের স্বরস অর্দ্ধ ঝিনুক মাত্র খাওয়াইয়া আরোগ্য করিতেন। যাহা হউক, কালমেঘ যে যকৃৎ দোষের অমোঘ মহৌষধ, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই। এক্ষণে "এক্‌ট্রাক্ট কালমেঘ লিকুইড অনেকে আলুইয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছেন। ডাক্তারগণ ইহার পিত্ত নিঃসারক গুণে মুগ্ধ হইয়া, এক্ষণে এই দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফললাভ করিতেছেন

গুলঞ্চ ঃ—ইহা এক প্রকার লতা বিশেষ। বাঙ্গালায় ইহাকে গুলঞ্চ বা গোলঞ্চ ও হিন্দিতে খড়ঞ্চ কহে। গুলঞ্চ প্রায় সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষের উপরে উঠিতে দেখা যায়। তন্মধ্যে নিম ও নিসিন্দা জাত (অর্থাৎ যাহা নিমও নিসিন্দা বৃক্ষে উঠে) গুলঞ্চই উৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ মতে গুলঞ্চ কটুও-তিক্ত-কষায় রস, মধুর পাক, উষ্ণ-বীর্য্য, লঘু, রসায়ন, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, আমদোষ, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডু, কাস, কামলা, কুষ্ঠ, মেহদোষ, বাতরক্ত, জ্বর, বমি, শ্বাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ ও হৃদ্রোগের উপশম কারক।

ব্যবহার ঃ—আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় জ্বর নাশক পাচনাবলির মধ্যে গুলঞ্চের বিশেষ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন প্রমেহ প্রভৃতি মূত্রযন্ত্র সংক্রান্ত রোগে গুলঞ্চের চিনি বা সারাংশ ব্যবহার করা হয়। গুলঞ্চ কটু তিক্ত কষায় রস সম্পন্ন বলিয়া ইহা জ্বর রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক বলিয়া এতাবৎ কাল আদরের সহিত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

পেঁপে ঃ—বঙ্গবাসীর নিকট পেপের পরিচয় অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁপে এবং উৎকলে অমৃতভাণ্ড কহে। আয়ুর্ব্বেদ মতে কাঁচা ও পাকা উভয় পেঁপেই শীতবীর্য্য রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর ও বায়ুনাশক এবং অর্শ, রক্তপিত্ত অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি রোগে উপকারক। পেঁপের আটা প্লীহা ও গুল্ম রোগে উপকারক এবং আঁচিল ব্রণ ও জিহ্বা ক্ষত প্রভৃতির উপশম কারক। পেঁপের গুণ এই পেঁপের আটার উপরই নির্ভর করে, সুতরাং কাঁচা পেঁপেই অধিক উপকারী। কাহারও মতে পেঁপের আটার উপরোক্ত গুণ ব্যতীত ইহা স্নায়ু শৈথিল্যকারক পাচক অম্ল দাহক, পিত্তনিঃসারকতা গুণ বমন নিবারক।

ব্যবহার ঃ—ইহার পিত্ত নিঃসারকতা গুণ থাকায় প্লীহা ও যকৃত রোগে এবং পাচকতা শক্তি থাকায় অম্ল, অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য ও আমাশয়াদি পীড়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ। বিলাত হইতে "পেপেইন" নামক যে ঔষধটি এতদ্দেশে আমদানী হয়, পেঁপের আটাই উক্ত ঔষধের প্রধান উপাদান। কিন্তু দেশের ও দশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এ হেন দেশীয় মহৌষধটীর গুণাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর এক কথা, যাহা সর্ব্বত্র সহজে পাওয়া যায়, এরূপ ঔষধের গুণাবলীর প্রতি আমাদের আদৌ বিশ্বাস নাই। জিজ্ঞাসা করি, শ্রীভগবান্ কি এতদ্দেশে রোগ সৃজন করিয়া তাহার ঔষধ প্রস্তুতের ভার সাত সমুদ্র তের নদীর পর পারের ব্যক্তিগণকেই অর্পণ করিয়াছেন? আমাদের বিলাস প্রবণতাই ইহার মূল কারণ। শুধু এই পেঁপের আটাই কিঞ্চিৎ লবণ সহ কিছুদিন ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃৎ আরোগ্য হইতে পারে এবং অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। তাহাতে পেঁপের আধার

সম্পূর্ণ গুণাংশ বর্ত্তমান থাকে কি? টাট্‌কা পেঁপের আটাই অধিক গুণশালী, অথচ 'পেপেইনে'র মূল্য এত অধিক যে দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে উহা ক্রয়পূর্ব্বক ব্যবহার করা দুরূহ বলিয়াই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন দাদ বিথাইজ, কাউর (Eczema) প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ পেঁপের আটা হরিদ্রার গুঁড়ার সহিত ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

চিতা ঃ—চিতা এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ। ইহাকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে চিতা, উৎকলে রক্ত চিতা ও ধুবচিতা কহে। শ্বেত ও রক্ত পুষ্পভেদে চিতা দুই প্রকার তন্মধ্যে রক্ত চিতাই সমধিক গুণশালী ও ঔষধে ব্যবহার্য্য। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিতামূল কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মা, শ্লেষ্মপিত্ত, কৃমি কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, কাশ, গ্রহণী ও শোথ রোগে উপকারক।

ব্যবহার ঃ—সাধারণতঃ অম্ল, অজীর্ণ, কুষ্ঠ এবং যকৃৎ ও প্লীহা রোগে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য-গণ চিতামূল ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক গুণে ইহা অন্যান্য দেশীয় ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই কবিরাজগণ উক্ত রোগ সমূহে চিতামূলের একান্ত পক্ষপাতী। কড়া ও চুক্তি এবং প্লীহা রোগে ইহার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাকে দাগ দেওয়া বলে। পল্লী-গ্রামে ইহার বিশেষ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামেই বা বলি কেন, এই কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে বেলগেছিয়ায় জনৈকা বাগ্দী জাতিয়া স্ত্রীলোক চিতার শিকড় বাটা সূত্রে মাখাইয়া প্লীহা ও যকৃত রোগগ্রস্তের বাহুতে তাগা বাঁধিয়া দেয়। এই তাগা বাঁধিয়া অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

নিম্ব ঃ—আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'নিম নিসিন্দা সেথা, মানুষ মরে কি কি সেথা? যে নিম এতাদৃশ গুণশালী, আমরা তাহার ব্যবহার প্রণালী অবগত নহি। আয়ুর্ব্বেদ মতে নিম্ব কফ, পিত্ত, ত্বকদোষ, ব্রণ, কফ, ক্রিমি, শোথ, বমি, বমনেচ্ছা জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, প্রমেহ ও বহুবিধ পিত্ত বিকারের শান্তিকারক। এতদ্ভিন্ন নিম্বের আর একটী প্রধান গুণ, ইহা জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা কারক ও কাম নাশক। এই জন্যই বোধ হয়, শাস্ত্রকারেরা বসন্তকালে নিম্ব-ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

ব্যবহার ঃ—রক্তদোষে বা পিত্ত বিকারে নিম্বের কাথ বিশেষ উপকারী। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতাকারক বলিয়া প্রমেহ রোগে লিঙ্গোচ্ছাশে, ইহার কাথে লিঙ্গ ডুবাইয়া রাখিলে বা পিচকারি দিলে (Injection) শান্তি হয়। স্বপ্নদোষে নিম্বের ছাল দুই তোলা উত্তম রূপে কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধ পোয়া জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জল প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক ছটাক মাত্রায় কাশীর চিনি সহ সেবনে উক্ত রোগের শান্তি হয়। আমি বহুতর রোগীকে এই নিমের ছাল (শীত কষায়) সেবন করাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। জ্বররোগে নিমের বল্কলের জ্বর নাশের শক্তি অমোঘ। কবিরাজি মতের জ্বর নাশক মহৌষধগুলিতে প্রায়ই নিম ছাল ব্যবহারের উপদেশ আছে। আর "তিক্তো জ্বরান্ জয়েৎ" এই মহাবাক্যের সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে কালমেঘ এবং নিম ইহার সম্যক পরিচয় দিবে না কি? দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এতাদৃশ অসংখ্য জ্বরনাশক ঔষধ সমূহ বর্ত্তমান থাকিতে তথাপি কেন যে তাঁহারা কুইনাইনের মায়া কাটাইতে পারেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!

এক্ষণে উক্ত কালমেঘ, পেঁপের আটা প্রভৃতি দ্বারা কিরূপে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক মহৌষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহাই বলিতেছি।

কালমেঘ চূর্ণ	১ ভরি
গুলঞ্চের চিনি	১ ভরি
পেঁপের আটা	১ ভরি
চিতামূল চূর্ণ (রক্ত)	।।০

প্রথমে কালমেঘ চূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ এই দুইটী দ্রব্যকে তিন দিন নিমের কাথে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া পেঁপের আটা ও গুলঞ্চের চিনি মিশ্রিত করিবে, পরে উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরকালিন প্রতিদিন ইহার দুইটী করিয়া বটীকা ৩ বার সেবন করিবে। ইহাই পূর্ণ মাত্রা। বালকগণকে সেবন করাইতে হইলে বয়সের তারতম্যানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করিয়া যাহাদের জ্বর বন্ধ হয় নাই, আমি এরূপ রোগীকে ১০ হইতে ২০টী বটিকায় আরোগ্য করিয়াছি। যাঁহারা ম্যালেরিয়া বিষ জর্জ্জরিত, আমার অনুরোধে তাঁহারা এক সপ্তাহ মাত্র এই বটিকা সেবন করিয়া দেখুন, পীড়ার অর্দ্ধেক উপশম হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ

স্বাস্থ্য বাণী।

—ঃ০ঃ—

থুতু ও কফ

যেখানে সেখানে থুতু ফেলা কেবল যে কুঅভ্যাস তাহা নহে, ইহাতে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা।

ডিপথিরিয়া, সর্দ্দি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি বীজাণু থুথুর সহিত নির্গত হয় এবং থুথু শুষ্ক হইলে তাহা ধূলির সহিত ইতঃস্তত

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

সঞ্চারিত হইয়া রোগ বিস্তৃতির সহায়তা করে।

সুস্থ ব্যক্তির থুথুতেও অসংখ্য বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। আহারের সময় ব্যতীত কখনও মুখে আঙ্গুল বা পেনসিল ইত্যাদি দিবে না। হাতে কখনও থুথু লাগিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ধুইয়া ফেলিবে।

বইএর পাতা উল্টাইবার সময় কখনও আঙ্গুলে থুথু লাগাইবে না।

থুথু দিয়া শ্লেট বা অপর কোন দ্রব্য মুছিবে না, কখনও থুথু দিয়া খাম ষ্টাম্প আঁটিবে না।

কাহারও মুখের নিকট হাঁচিবে না, বা কাশিবে না। হঠাৎ হাঁচি আসিলে হাত দিয়া মুখ আবৃত করিবে এবং পরে হাত ধুইয়া ফেলিবে।

কফ প্রভৃতি মুছিবার জন্য রুমাল ব্যবহার করিলে প্রত্যহ তাহা কাচিয়া ফেলিবে।

থুথু ফেলিবার জন্য সর্ব্বদা পিকদানি ব্যবহার করিবে। পিকদানিতে ফেনাইল বা অপর কোন শোধক দ্রব্য দিয়া রাখিবে।

থুথু ফেলিবার জন্য বাটীর স্থানে স্থানে পিকদানি অথবা কাঠের বাক্সে ফেনাইলে ভিজান কাঠের গুড়া রাখা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য সমাচার।

Agricultural Notes.
কৃষিকথা।

বাঙ্গলায় হৈমন্তিক ধান্য।—১৯১৩—১৪ অব্দে ৯ কোটী ৪৫ লক্ষ একর ভূমিতে ধান্য হইয়াছিল এবং গড় পড়তায় গত পাঁচবৎসরে বাৎসরিক ১ কোটী ৪৯ লক্ষ একরে এবং গত দশ বৎসরের গড়পড়তায় ১ কোটী ৫১ লক্ষ একরে ধান হইয়াছিল বলিয়া সরকারী অনুমান হইয়াছিল। এবার দেড়কোটী একর ভূমিতে ধান আবাদ হয়। কিন্তু এবারে বর্ষাশেষে বৃষ্টি না হওয়ায় উৎপন্নের পরিমাণ ৯ কোটী ৫৭ লক্ষ হন্দর ধরা হইয়াছে। গত বৎসরে ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ হন্দর এবং গত ৫ বৎসরের গড়পড়তায় বার্ষিক উৎপন্ন ১৫ কোটি হন্দর এবং দশ বৎসরে গড়পড়তায় ১৪ কোটি ১৩ লক্ষ হন্দর উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ গত দশ বৎসরে ধানের চাষের বিস্তৃতি কমিয়াছে এবং উৎপন্ন এবারে অনেক কম হইবে।

বাগানের কথা।

আম উৎপাদনের জন্য নাইটেট সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

আম গাছ ফলবান হইতে আরম্ভ হইলে উহাকে সেই সময় হইতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। উহা যেমন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, উহার ফলও সেই সঙ্গে বেশী হইতে থাকে। সেইজন্য ঐ গাছের পোষনোপযোগী খাদ্য, গাছের গোড়ায় দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল গাছ আঁঠিবিশিষ্ট ফল উৎপন্ন করে, তাহাদের সকলেরই এক বিষয়ে সমতা আছে, যে মাটীতে চুনের ভাগ বেশী পরিমাণে থাকে, উহাতে আঁঠিবিশিষ্ট বৃক্ষ সুন্দররূপে জন্মাইতে পার।

যে সকল গাছের অবস্থা সন্তোষকর নয়, তাহাদের শিকড়ে কয়েক দিনের জন্য বাতাস লাগাইতে হইবে এবং শিকড় ঢাকিবার সময় শুকনা ঘাস কিংবা অন্য প্রকার শুকনা পদার্থ (যেমন সূর্য্যতাপে শুকনা খোয়াড়ের সার হয়) মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রণালী মত কার্য্য করিয়া মাটির অবস্থানুরূপ নিম্নলিখিত মিশ্রিত সার মসলা প্রতি ১ পোয়া হিসাবে ফলবান গাছের গোড়ায় দিতে হইবে।

বালুকাময় ও কাদাটিয়া জমি।

সমভাগ নাইট্রেট অফ সোডা এবং সুপার ফসফেট।

ক্ষারবিশিষ্ট জমি।

১ ভাগ নাইট্রেট অফ সোডা।

২ ,, সুপারফসফেট।

কর্দ্দমময় মাটি।

১ ভাগ সুপারফসফেট।

২ ,, নাইট্রেট অফ সোডা।

টক যুক্ত বা জলের দ্বারা কাষ্ঠবৎ কঠীন জমি।

অর্দ্ধসের চুণের সহিত নাইট্রেট অফ সোডা।

উপরোক্ত পদার্থগুলি ব্যবহারকালীন ১ সের পরিমিত ছাই প্রতি গাছে দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি অতি বড় ও বেশী দিনের হইলে উহা প্রতিগাছে দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যবহার্য্য।

Hindu Girl's Page.
গৃহিণীর বৈঠক।

—:o:—

রাধাবল্লভী লুচি।

কাঁচা কলাইয়ের দাইলকে জলে ভিজাইয়া রাখিবে, উত্তমরূপে ভিজিলে জলে লইয়া গিয়া কচলাইয়া কচলাইয়া ধুইয়া তাহার খোসা ছাড়াইতে হইবে, সমুদয় খোসা ছাড়িয়া গেলে তাহাকে বাটিয়া কাদার মত করিবে।

সকল প্রকার লুচি অপেক্ষা রাধাবল্লভী লুচির আকার বড়, উপরিলিখিত ডালবাটার লেচী করিয়া বেলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই রাধাবল্লভী লুচী হইল। কেহ কেহ ডালবাটার সহিত অল্প পরিমাণে ময়দা মিশাইয়া থাকে।

রাবড়ি।

প্রথমে ⁄২॥৹ সের দুগ্ধে ⁄১॥৹ কাঁচ্চা পাথুরে চুণের জল মিশ্রিত করিয়া কটাহে করিয়া উনানে চড়াইবে। উহা গরম হইলে বাম হস্তে পাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস

করিবে, এবং ডাইন হস্তে হাতা লইয়া দুগ্ধের উপরে যে সর পড়িবে, তাহা কটাহের চারি ধারে দুগ্ধ সংলগ্ন করিয়া রাখিবে, এই উপায়ে যখন দেখিবে /২॥০ সেরের মধ্যে কটাহে আন্দাজ /॥০ অর্দ্ধসের দুগ্ধ আছে, তখন উহা জ্বাল হইতে নামাইয়া পার্শ্বস্থিত সর সকল দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দিবে এবং এই সময়ে উহাতে অর্দ্ধ পোয়া মিছরির গুঁড়া, সামান্য এলাচের গুঁড়া এবং অল্প গোলাপী আতর দিয়া নাড়িয়া লইলেই রাবড়ি প্রস্তুত হইবে।

রোগীর উপযুক্ত যুষ বা ব্রথ।

এক পোয়া আন্দাজ চর্ব্বিশূন্য মাংস চারি সের জলের সহিত জ্বালে চড়াইয়া দুই সের থাকিতে নামাইতে হইবে। শীতল হইলে মাংস গুলি সেই জলে বেশ করিয়া চটকাইয়া পুনরায় জ্বালে চড়াইতে হইবে এবং যখন অর্দ্ধ সের মাত্র জল অবশিষ্ট থাকিবে, যখন উহা নামাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। একটী ভিন্ন পাত্রে ৪।৫ ফোটা ঘৃত দিয়া তাহাতে দুইটী গোলমরিচ ও কয়েকটী ছোট এলাচের দানা দিয়া সাঁতালাইতে হইবে। তাহা হইলে যুষ প্রস্তুত হইল।

লাউয়ের রেওতা।

ইহা অতিশয় মুখপ্রিয় সামগ্রী।

সরু পাতলা পাতলা কুচান লাউ /১ সের, দধি /॥০ সের, লেবুর রস /০ ছটাক চিনি ✓০ রাইসরিষা ১॥০ তোলা, লবন ২ তোলা লঙ্কা, সিকি তোলা, আমআদা অর্দ্ধ ছটাক। লাউ সিদ্ধ করিয়া জল গালিয়া ফেলিবে, এখন তাহাতে দধি চিনি, লেবুর রস, আম আদার রস, রাইসরিষা বাটা দিয়া চটকাইবে। তাহা হইলেই দিব্য রেওতা প্রস্তুত হইল।

সহজ উপায়ে আলুর দম।

খোসা ছাড়ান আস্ত আলু এক সের, ঘৃত এক পোয়া, পাকা তেঁতুল আধ তোলা, বাদাম বাটা পাচ তোলা, ধনে বাটা দুই তোলা, লবণ দুই তোলা, গোলমরিচ ছয় আনা, ছোট এলাচ আড়াই আনা, দারুচিনি চূর্ণ আড়াই আনা, লবঙ্গ চূর্ণ আড়াই আনা, চিনি আধ তোলা।

প্রথমে আলুগুলিকে সরু শলা দ্বারা ৩।৪টী ছিদ্র করিয়া উল্লিখিত মসলাগুলি একেবারে আলুর সহিত মাখিয়া লও। সমস্ত মাখান হইলে হাড়িতে করিয়া জ্বালে বসাও ও হাড়ির মুখে উত্তমরূপে চাপা দাও। এদিকে উনানে মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে থাক। পরে যখন ফুটিবার বড়্ বড়্ শব্দ বন্ধ হইয়া ঘৃতের ভুর্ ভুরে শব্দ হইবে, তখন নামাইয়া লইলে আলুর দম হইল।

—•—

হরিতকীর মোরব্বা।

ভাল বাছাই করা কাঁচা হরিতকী সিদ্ধ করিয়া কিম্বা ৭।৮ ঘন্টা গরম জলে ভিজাইয়া সিদ্ধ করতঃ উত্তম চিনির কাঁচা রসে পাক করিতে হইবে এবং ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। হরিতকীর মধ্য হইতে জল মরিয়া যাইলে, এবং রস প্রবেশ করিলে পর জ্বাল হইতে নামাইয়া কাচপাত্রে রাখিতে হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হইবে।

ক্ষীর ও ছানার লুচি।

লুচি প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে টাটুকা অথচ মিহি ময়দায় ময়ান দিয়া রাখ। এদিকে কঠিন আকারের ক্ষীর উত্তমরূপে বাটিয়া লও। মোমের ন্যায় নরম হইয়া আসিলে ক্ষীরের লেচি কাটিয়া ছোট ছোট লুচির ন্যায় বেলিয়া রাখ। পূর্ব্বেকার মাখা ময়দা হইতে ক্ষীরের লুচির ন্যায় একখানি লুচি বেলিয়া লও। এখন একখানি ময়দার লুচির উপর একখানি ক্ষীরের লুচি স্থাপন কর এবং তাহার উপর আবার আর একখানি ময়দার লুচি ঢাকা দাও এবং চারিধারে এরূপ ভাবে মুড়িয়া দাও, যেন ক্ষীরের লুচি বাহির হইয়া না পড়ে। উক্ত নিয়মে লুচি বেলিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিতে হইবে। লুচি ভাজার নিয়মানুসারে ভাসা ঘৃতে উহা ভাজিবে, কারণ অল্প ঘৃত হইলে ভাল ফুলিবে না। উনানের নিকট একটী পাত্রে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এক একখানি লুচি যেমন ভাজা হইবে, অমনি রসে ফেলিয়া দিবে। উপযুক্ত সুস্বাদু করিতে হইলে ক্ষীরের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে আতর, পেস্তা ও বাদাম বাটা মিশাইয়া লইতে হয়। ক্ষীরের ন্যায় ছানারও লুচি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছানা ও ক্ষীরের লুচি প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই প্রকার। তবে ছানা টাটুকা হওয়া চাই। *

P. M. B.

—:০:—

কলিকাতার কোন স্থানে কোন দ্রব্য পাইকারী বিক্রয় হয় তাহার তালিকা।

—:০:—

মফঃস্বলের লোক বাজার করিতে আসিয়া প্রায়ই ভ্রমে পতিত হন, তাই তাঁহাদের সুবিধার্থ ইহা প্রদত্ত হইল।

আলু, পটল, কপি, আম্র পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি—বড়বাজার, পোস্তা (জগন্নাথ ঘাট)। কপি, কমলালেবু, কলাইসুটী ইত্যাদি—বড় বাজার পোস্তা (জগন্নাথ ঘাট)। ঘাটালের

* ভদ্র মহিলাগণ কোন প্রকার রন্ধনের প্রক্রিয়া লিখিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

আমদানী কফি, আম্র ইত্যাদি—প্রাতঃকালে নৌকা হইতে মীরবহরঘাটে ন্যামে, ঐ স্থানেও পাইকারী বিক্রয় হয়। দেশী কফি, সালগম বিট ইত্যাদি—মিউনিসিপাল মার্কেট ও নূতন রাস্তায় (হ্যারিসনরোডে পুলের ধারে) আমদানী হয়। সিলেট কমলালেবু নৌকায় বেলিয়াঘাটায় আমদানী হয়।

কম্বল (দেশী)—রাণী স্বর্ণময়ীর চক্, বড়বাজার, (বিলাতী) রাধাবাজার চাঁদনি ইত্যাদি। কয়লা—চিৎপুরে বহুল পরিমাণে পাথরের কয়লা রাণীগঞ্জ আসনসোল, গিরিড প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হয়।

ঐ কাঠের কয়লা—খালধার, কাঁসারিপাড়া ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়।

কাগজ—দেশী টিটাগড় মিল্স, চীনাবাজার দেশী ও বিলাতিঅনেক প্রকার কাগজ থাকে। রাধাবাজারে ভাল বিলাতি কাগজ পাওয়া যায়। বিলাতী কাগজের এজেণ্ট—জন ডিকিন্সন এণ্ড কোং প্রভৃতি কোং।

কাপড় বড়বাজার হ্যারিসন রোড।

২৫।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ক্রটী স্বীকার।

কলিকাতায় এপিডেমিকের জন্ত এবং নানা আপদ বিপদের জন্য "কাজের লোকের" জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে, আমরা অতি তৎপরতার সহিত উপর্য্যুপরি কয়েক সংখ্যা বাহির করিতেছি, পাঠকগণ নিজ মহত্ত্বের গুণে ক্রটী মার্জ্জনা করেন ইহাই ভীক্ষা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক-পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। New Series. MARCH 1915. নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ, ১৯১৫। Vol. IX. No. 3.

Estate management.

বিষয়ের সুবন্দোবস্ত।

(২)

গতবারে আমরা পাঠকগণকে দেখাইয়াছি যে, যাহার যতটুকু সম্পত্তিই হউক না কেন, তাহাকে আয়কর সম্পত্তিতে পরিণত করিতে না পারিলে বিষয়ের কোন মূল্যই নাই। কলিকাতা এবং অপরাপর সহরের বাড়ীঘর বাগান পুকুর এগুলিও সম্পত্তি, শুদ্ধ সম্পত্তি নহে, অতি মূল্যবান সম্পত্তি। সহর বাসীদের এই সকল বাড়ী বাগানের বন্দোবস্ত কতকটা আপনা হইতেই সুবন্দোবস্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে, কারণ যাহারা ভাড়া লয়, তাহারাই নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সম্পত্তির মালিককে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে বাধ্য করিয়া তুলে এবং সুবন্দোবস্ত হইলেই সম্পত্তি আপনা হইতেই আয়কর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সহরের ভুস্বামী আর পল্লী গ্রামের ভুস্বামীর বন্দোবস্তের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

আমরা এরূপ সম্পত্তির বন্দোবস্তের কথা বলিতে যাইতেছি না, আমরা পল্লী সম্পত্তির উন্নতি কল্পেই কিছু বলিতে চাই এবং সেইজন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

আন্তরিক চেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা যাহার যতটুকু সম্পত্তি, তাহাকেই আয়কর করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা অতিশয় শ্রম কাতর এবং বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সম্পত্তির উন্নতি কল্পে মনোযোগ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে, ভূসম্পত্তির উন্নতির জন্য সমগ্র সভ্য জগত বর্ত্তমান যুগে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আমেরিকা, জর্ম্মাণী, জাপান, আয়র্লাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সমূহ তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সমুদয় দেশে সম্পত্তিকে মূল্যবান করিয়া তুলিবার জন্য অসংখ্য বৈজ্ঞানিক অহরহ চেষ্টা করিয়া এরূপ সফলকাম হইয়াছেন যে, দেশজাত উৎপন্ন দ্রব্যের আয়ে প্রচুর জাতীয় ধনের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। আমাদের দেশে সম্ভ্রান্ত লোকে দেশে কি উৎপন্ন হয়, না হয়, তাহার কোন সংবাদই রাখেন না। এ দেশের ভূসম্পত্তি (Landed Property) নিঃস্ব শ্রমক্লান্ত দীন শ্রমজীবির হস্তে ন্যস্ত। কৃষি শিক্ষা নাই, ক্ষেত্রের উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টা নাই, করিতে কেহ জানেও না। লোক জন সরল নহে, সামান্য সুবিধা অসুবিধার জন্য মোকর্দ্দমা করিয়া কৃষি কার্য্যে বা কৃষি ক্ষেত্রে মনোযোগ দিবার অবসর পায় না, কাজেই উর্ব্বরা জমী অনুর্ব্বর হইয়া দেশকে

দীনতার অতল গর্ভে নিমজ্জিত করিতেছে। এ দেশকে পুনরায় উদ্ধার করিতে হইলে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সম্পত্তি দেখিতে হইবে, সংস্কার করিতে হইবে, তাহা হইলে উৎপন্ন মত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য হইয়া আমাদের অন্নকষ্ট দূর হইবে। কারণ এ দেশের রপ্তানিজাত আয় দ্বারা দেশের অর্থ স্বাচ্ছল্য হইলেই লোকে সেই অর্থ সাহায্যে এ দেশে উৎকৃষ্ট কলকারখানা এবং নানাপ্রকার বিদেশীয় দ্রব্য আমদানী দ্বারাও লাভবান হইতে পারিবে। মূলধনের অভাবেই এ দেশের কাঁচা মালকে আমরা আমাদের কার্য্যে সম্যক লাগাইতে পারি না, কিন্তু এ দেশের (Raw material) কাঁচা মাল আমরা অধিক উৎপাদন করিয়া বিদেশে চালাইতে পারি, তাহা হইলে প্রচুর অর্থ স্বাচ্ছল্য হইলেই আমরা নূতন কলকারখানা আমদানী করিয়া দেশের শিল্পের উন্নতি করিতেও সক্ষম হইব, এইজন্য জাতির উন্নতির কল্পনা মাত্র থাকিলেও প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক লোকের স্ব স্ব ভূসম্পত্তিকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি দ্বারাই প্রচুর কাঁচা মাল সংগ্রহ হইয়াই তবে বিদেশে রপ্তানীর উপযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেই যদি স্ব স্ব বিষয় সম্পত্তির উৎকর্ষতা সাধনে যত্নবান হয়েন, তাহা হইলে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য অধিক হইবার সম্ভাবনা আদৌ অসম্ভব হয় না।

আমাদের দেশের লোকে যখন চাকরীর পক্ষপাতী ছিল না, তখন বিষয় সম্পত্তিরই প্রতি প্রগাঢ় আশক্তি ছিল, লোকে টাকার পরিবর্ত্তে ভাল সৎকর্ম্ম করিয়া রাজা জমিদার নবাব এবং বাদসাহগণের নিকট জায়গীর স্বরূপ ভূসম্পত্তিই প্রার্থনা করিত; তাহার পর উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে এত অধিক ধনোপার্জ্জন করিয়াছিল যে, শত শত বার ভারত বিদেশীয় আক্রমণেও একবারে নিঃস্বার্থ হইতে পারে নাই। এত অর্থ নিশ্চয়ই সম্পত্তি জাত উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়েই যে হইয়াছিল, তাহা নিঃশয়ে বলা যাইতে পারে। তাহার পর যখন এ দেশের লোকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আয়াসের প্রতি আসক্তি দেখাইতে শিখিল, তখন ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য কৃষি কার্য্যের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়া দাসত্বে নিয়োজিত হইতে লাগিল, এবং স্ব স্ব সন্তান সন্ততিকে চাকরীর উপযোগী করিবার জন্য সেইরূপেই শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। সেই সকল শিক্ষিত সন্তান সন্ততির ক্রমে ক্রমে সম্পত্তির প্রতি উপেক্ষা জন্মিয়া এখন আমাদের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এ দেশের, বিশেষ বাঙ্গালার ভূসম্পত্তির এখন আর তেমন আয়কর কিছুই নাই। কেহ কৃষি ক্ষেত্রে কখনও যায়ও না, দেখেও না। সেই জন্যই কৃষি ক্ষেত্রগুলি এখন অনাস্থায় অনুর্ব্বর মরুসদৃশ হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্থানে স্থানে তৃণও জন্মে না, গবাদি পশুর অবস্থাও এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা পরিচালিত লাঙ্গলের ফলক অঙ্গুলি পরিমিত গভীর মৃত্তিকা কর্ষণ করিতে পারে না। সুতরাং তেমন সমস্ত বিষয় হইতে কেমন করিয়া আশানুরূপ আয়ের আশা করা যাইতে পারে তাহা আমরা কেহ চিন্তাও করিতে পারি না। আমরা ভদ্রলোক মাত্রেই স্ব স্ব ভূসম্পত্তি নিঃস্ব শ্রমজীবিদের দয়া এবং বন্দোবস্তের উপর ফেলিয়া দিয়া অতি কষ্টোপার্জ্জিত কিঞ্চিৎ খাজনা বা শস্যের অতি সামান্য অংশ পাইয়াই নিশ্চিত থাকি, তাহাতে আমাদের নিজেদেরই সমস্ত বৎসরের ভরণ পোষণ চলে না, তাহা হইতে কিছু সঞ্চয় বা রপ্তানি স্বপ্নাতিত ব্যাপার। আমরা যে অর্থ অর্থ করিয়া লেলিহান কুক্কুরের ন্যায় অহরহ ঘুরিয়া বেড়াই, সে অর্থ আমাদের নিজস্ব সম্পত্তির মৃত্তিকা হইতেই যে আমরা একটু শ্রম স্বীকার করিলেই অতি স্বাধীন ভাবে যে পাইতে পারি, একথা আমাদের মাথার মধ্যেও আনিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই জন্যই এত দুর্দশা।

কৃষি হইতেই বাণিজ্যের উৎপত্তি, সেই বাণিজ্য হইতেই দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষতা হইয়া থাকে, ইহাই বিধি সঙ্গত শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়ম। সমগ্র সভ্যদেশেই সেই জন্য আজ ভূসম্পত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজের দেশে জমী জমা না পাইলেও আফ্রিকার ন্যায় বিপদ শঙ্কুল দেশ সমূহে যাইয়াও তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জগতের বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালন করিতেছে, আর আমাদের দেশে, বিশেষ বাঙ্গালায়, বাড়ীর পার্শ্বেই পতিত জমীর বন্দোবস্ত করিতে জানি না। এখনকার বর্ত্তমান শিক্ষায় কোন practical শিক্ষাই দেওয়া হয় না, কাজেই এ দেশের ছেলে বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে বাবু সাজিতে এবং চোখে চসমা দিতে শিক্ষা করে মাত্র, দেশের কথা, নিজের কথা তাহারা ভাবিতেও শিক্ষা করে না। ঘরে ঘরে অন্নভাব, পিতামাতার কঠোর দুর্দশা, তথাপি সে সকল ছেলে সহরে কল্পিত উদারতা দেখাইবার জন্য কত ঠং করিয়া ঘুরিয়া সময় এবং স্বার্থ নষ্ট করিয়া ফাঁকতালে নাম কিনিবার প্রয়াসী! ইহাদের নিজের লোক কদাচ তাহার নিকট এক কপর্দ্দকও পায় না। এই অবস্থা দাঁড়াইতেছে কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির "Home life" হইতে আমরা আগামী বারে পাঠকগণকে দেখাইব যে, তাহারা আপনাদের শিক্ষিত সন্তানসন্ততি লইয়া কিরূপে গৃহস্থের বড় একটা কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য, এদেশের কর্তৃপক্ষগণ যেন সেইরূপে আস্তে আস্তে স্ব স্ব সন্তানসন্ততিকে বৈষয়িক কার্য্যে

নিয়োজিত করিবার প্রয়াসী হয়েন, নচেৎ আমাদের ননীর গোপালগুলি কদাচ পিতৃ সম্পত্তির আদর করিতেও শিখিবেনা এবং রক্ষাও করিতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

Modern Business and how to manage it.

আধুনিক ব্যবসায় এবং কেমন করিয়া সুবন্দোবস্ত করিতে হয়।

অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখিয়া যখন আমাদের যুবকগণ বাহির হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম জগতের সকল বিষয়েই তাহারা অনভিজ্ঞ থাকে, ছাত্র জীবনের কত উচ্চ আশা, কত শত কল্পনা লইয়া কোন যুবক যখন জীবন যুদ্ধের জন্য সংসার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয়, তখন সমস্ত উত্তেজনা কল্পনা অগণ্য প্রতিদ্বন্দিতায় সম্মুখে কোথায় চলিয়া যায় তাহার কুল কিনারা থাকে না। সমগ্র জগত তখন অন্ধকার বোধ হয়। সেই জন্য ব্যবসা ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় মোটামুটি কিছু কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই আবশ্যকীয় বিষয় গুলি জানিয়া রাখিলে চাকরী এবং নিজের কারবারেও বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। সেইজন্য আমরা ধারাবাহিক কয়েকটী প্রবন্ধে নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি উপদেশ নভিস্ কর্ম্মীগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিব। হয়ত যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে আছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি নূতন বোধ হইবে না, কিন্তু যদি কোন কর্ম্মার্থী এই সঙ্কেত গুলি হইতে কিছু শিখিবার ও জানিবার মত দেখিতে পান, তাহাতে ক্ষতি কি? এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়মগুলি, যাঁহারা ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চাহেন অথবা ব্যবসায়ীর ঘরে চাকুরি করিতে চাহেন, কেবল তাহাদের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইল।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য কি কি গুণ থাকা আবশ্যক।

কাজ কারবার করিতে যাহারা ইচ্ছুক। তাহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, সেই গুণ গুলির অভাবে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ বলেন, জীবনে সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে যে সকল সদগুণের আবশ্যক, ইহাতেও সেই গুণ গুলিরই আবশ্যক। সেইগুণ কি কি? Chacrater, Thoroughness, Method, Punchtality, Accuracy, Tact, Sobriety, Hard work.

পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত কৃতি কর্ম্মবীর এই গুণ গুলির উৎকর্ষতার জন্য তাহাদের দেশের যুবকগণকে বারম্বার উপদেশ দিয়া থাকেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, স্বভাব, প্রত্যেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, সুশৃঙ্খলা, যথা সময়ের কার্য্য যথা সময়ে সম্পন্ন করা, সম্পূর্ণভাবে কার্য্য শেষ করা, সুকৌশল, শান্ত প্রকৃতি, এবং শ্রমশীলতা এই গুণগুলি যে প্রত্যেক কর্ম্মীরই থাকা আবশ্যক এবং এইগুলির অভাবে যে কোন লোকই কোনকার্য্যেই প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

কর্ম্মক্ষেত্রে বিজয়ী হইবার চরিত্র একটি প্রধান অস্ত্র, বিদ্যা বুদ্ধি অধিক না থাকিলেও লোকে চরিত্রবানের পক্ষপাতী হয়। সেই জন্য চরিত্র রক্ষা করা প্রত্যেক যুবক, প্রত্যেক কর্ম্মচারী, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর আবশ্যক। চরিত্র বলিলে কি বুঝিতে হইবে? আমরা বলি, মনুষ্যত্ব, লোভ, হিংসা ক্রোধ প্রভৃত্ব পিপাসা ধূর্ত্ততা এইগুলি মনুষ্যত্বের অন্তরায়, যাহারা চরিত্রবান, তাহারা এইগুলিকে ঘৃণার সহিত পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন। যাহারা চরিত্রবান নহেন, তাঁহারা কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। স্পষ্টই বলা ভাল, এদেশের ব্যবসায়ীগণের অনেকেরই মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক চরিত্রের অভাব বলিয়া এত দুর্দশা ঘুচে না, ঠক্‌নই যাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি, তাহাদের কথা আলোচনা করা বৃথা। পাশ্চাত্য কর্ম্মী, যাহাদের নিকট হইতে আমরা ইচ্ছা করিলেই কিছু শিখিয়া কর্ম্মী হইতে পারি তাহাদের কথাই আমরা আলোচনা করিতেছি।

দ্বিতীয় গুণ :—"Thoroughness" প্রত্যেক বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, এটা বিশেষ আবশ্যকীয় গুণ—আমাদের দেশের ব্যবসায়ী বা কেরাণী এত খবর রাখে না। অন্ধের মত কেনা বেচা করিয়া যায় মাত্র। জ্ঞান লাভ করিবার কোন চেষ্টাই করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী জিনিস কোথায় জন্মায়, কেমন করিয়া, কোনপথে আসে, কত মূল্য, কিরূপ রাখিলে ভাল থাকে, কি প্রকার ক্রেতা আবশ্যক, এসকল জ্ঞান লাভ করিতে সর্ব্বদাই প্রয়াসী। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী চিনির বলদ, কোনরূপ কাঁদিয়া কাটীয়া বেচা কেনা করে, আর কোন সংবাদ রাখে না। সেই রূপ প্রত্যেক কার্য্যেই উপেক্ষা, ভাল করিয়া কিছু শিখে না, শিখিতে চেষ্টাও করে না। সে কেবল কেমন করিয়া লোক ঠকাইয়া কোনরূপে সে দিনের রোজ টাকা কিছু উপার্জ্জন করিয়া ঘরে ফিরিবে, সেই ফিকিরের চেষ্টাতেই মত্তগুল থাকে! এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন অতি ঘৃণিত উপায়, শিক্ষিত যুবক সর্ব্বদা ক্রোধ, হিংসা দ্বেষ, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরিমার্জ্জনীয় দোষমুক্ত হইয়া তবে কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় গুণ :—সুশৃঙ্খলা, কাজ করিয়া যাইলেই হয় না, সুশৃঙ্খলতার সহিত কাজ না

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

করিলে সময় নষ্ট হইবে, সময়ে আবশ্যকীয় দ্রব্য না পাইলে কার্য্য হানি হইবে। ইংরাজ বালক বালিকা অতি শৈশব কাল হইতে এই সুশৃঙ্খলা শিক্ষা করে। আপনার জিনিস, ব্যবসায়ের জিনিস, ইহারা বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে গুছাইতে শিক্ষা করে, কর্ম্ম ক্ষেত্রেও সেই শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ব্যবসায় বা কারবারের জিনিস, কাগজ পত্র, হিসাব নিকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আদৌ থাকে না। সে শিক্ষা এদেশের ব্যবসায়ীর নাই। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের যেমন হিসাব রাখার শ্রী, সেইরূপ দোকানের জিনিস পত্র গোছানর শ্রী। আধুনিক ব্যবসায় বাণিজ্যে সুশৃঙ্খলা অপরিহার্য্য। নচেৎ অপরের সহিত কার্য্য করিতে পারা যায় না।

তাহার পর, সময়ের নির্দ্দিষ্টতা রক্ষা একটা অতি বড় গুণ। ইহাকে Punctuality বলে এই সময়ের ঠিক না রাখিতে পারিলে কোন কাজই সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন করা যায় না। সাক্ষাতের সময়, লিখন পঠন, হিসাব পত্রের যথাযোগ্য সময় নির্দ্ধারণ করা না থাকিলে তোমার সহিত যে কেহ কর্ম্মক্ষেত্রে সংস্রব রাখিবে, তাহাকেই অসুবিধা ভোগ এবং ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে। আমাদের এই গুণটী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য আমাদের দুর্দ্দশা।

তাহার পর "কথার ঠিক" একটা অত্যাবশ্যকীয় গুণ, এটাত এদেশের অতি অল্প লোকেরই আছে। কারবার বা চাকরী যাহাই কর না কেন, কথার ঠিক রাখিতে না পারিলে লোক সমাজের বিশ্বাসী হইতে পারিবে না। যাহা বলিবে, ক্ষতি হইলেও সে কথার ঠিক রাখিতে হইবে। ইহা ব্যবসায় জগতের একটি আবশ্যকীয় উপাদান।

তাহার পর উপরোক্ত গুণাবলী থাকিলেও Tact—উপস্থিত বুদ্ধি, সুকৌশল এই শ্রেণীর গুণের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিবিধ চরিত্রের লোকের সম্মুখীন হইয়া কার্য্য হাসিল করিতে হয়। সুকৌশলে ক্রেতাকে স্থায়ী করিয়া যথামূল্যে বিক্রয় করিবার ক্ষমতাকেই Tact বলা যায়। সর্ব্বোপরী শ্রম শীলতা আবশ্যক। শরীরকে কঠোর পরিশ্রম সহিষ্ণু করিতে হইবে। ধৈর্য্যাবলম্বনশীল হইয়া প্রত্যেক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। এই গুণগুলি যে সকল লোকের থাকে না, তাহারা কখনও কাজের লোক হইতে পারে না। আমাদের দেশের যুবকগণ যখন স্কুল কলেজে পড়েন, সেই সময় বুকে বালিশ দিয়া পড়িয়া পড়িয়াই অলস হইয়া পড়েন, কোমর সোজা করিবার ক্ষমতা থাকে না, কর্ম্মী হইবে কিরূপে? কর্ম্ম জীবন ত আয়াসের নয়, সেখানেত বাপের পয়সা উড়াইবার সুবিধা নাই, দস্তুর মত মাথায়ঘাম পায়ে ফেলিয়া একটী পয়সা লাভের জন্য খাটিতে হয় তবে অর্থোপার্জ্জন হয়, কিন্তু এই স্থানেই বাবাজীগণের প্রমাদ হয়। পাশ করা, আর কাজের লোক হওয়াতে অনেক তফাৎ। সেইজন্য পঠদ্দশাতেই কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়া উচিত, কারণ কর্ম্ম ক্ষেত্রে—দুঃখের বিষয় বালিশের ব্যবস্থা থাকে না। তখন টেবিলে বসিলে ঘুম আসে, কোমর সোজা করিয়া বসা যায় না, নানা উপসর্গ আসিয়া জুটে। আমরা যখন স্কুল ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, তখন এই রূপই ঘটিয়াছিল, সেই জন্যই কথাগুলি বলিলাম।

(ক্রমশঃ)

Notes of Interest.
বিবিধ আবশ্যকীয় কথা।

ভারতের স্বাস্থ্যের অবস্থা।—ব্রিটিশ ভারতবর্ষে মোট ২৩ কোটি ২০ লক্ষ মনুষ্যের বসতি। প্রতিদিন তাহাদের মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোক কোন-না-কোন অসুখের দরুণ শয্যাগত,—অনেকের শয্যা বা কোন ঘর নাই।—জনৈক ইংরেজ বলিতেছেন যে, তাহাদের পীড়ার কারণ, সর্ব্বত্র, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য অথবা খাদ্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য। ঠিকই তাই।

গম রপ্তানি।—ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে আগামী ৩১শে মার্চ্চের পর এদেশ হইতে গম রপ্তানি বন্ধ হইবে, কর্তৃপক্ষ হুকুম দিয়াছেন, ঐ তারিখের পূর্ব্বে আর দশ লক্ষ দশ হাজার মণ আটা করাচি বন্দর হইতে রপ্তানি হইবে।

বঙ্গের জেলা বোর্ড।—গবর্ণমেণ্ট পবলিক-ওয়ার্কসের আয় ২৯ লক্ষ টাকা জেলা বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। জেলা বোর্ড সমূহ ২১,৫৮,৫৭৪ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছেন, বঙ্গে মোট ২৫, ১৭৯টি পাঠশালা আছে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গত পূর্ব্ব বৎসর ৩০, ২৪৪ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল, গত বৎসর ৪৯, ৩৮৩ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। জলের জন্য জেলা বোর্ড ২, ৯১, ৬০৮ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯১২—১৩ সালে ১, ৬২, ২৯৮ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক জেলায় বৎসরে অন্যূন ৫ হাজার টাকা জলের জন্য ব্যয় করিতে হইবে কিন্তু হাওড়া, নোয়াখালী ও পাবনা ঐ নিয়ম পালন করেন নাই।

জর্ম্মাণির অধ্যাপক ফ্রীডেন্থ্যাল বেরিম্ খড় হইতে এক রকম নূতন খাদ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। জর্ম্মণীর খবরের কাগজগুলি বলিতেছেন যে, এই আবিষ্কারে প্রকৃতি পুঞ্জের খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে এক বিপ্লব আনয়ন করিবে।

—০—

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু।—সরকারী হিসাবে প্রকাশ, সমগ্র ভারতে শুধু ম্যালেরিয়া রোগে গড়ে বার্ষিক তের লক্ষ লোক শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিতে থাকে। এ ছাড়া প্লেগ, বসন্ত, কলেরা আছে। দেশ ত যায় যায়!

—•—

নকল উপাধি।—এদেশে অনেক হাতুড়ে ডাক্তার আপন আপন নামের শেষে নকল উপাধি জুড়িয়া ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের ন্যায় বাহবা লইয়া থাকেন। তাঁহাদের জারি জুরিতে আসল ডাক্তারগণের পসার মাটী হয়, অশিক্ষিত লোকেও আসল নকল চিনিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিত হয়। কাজেই ভারত গবরমেণ্ট নকল উপাধি দমনের উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারত সচিব এ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন—শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভায় নূতন বিল উপস্থাপিত হইবে।

—:০:—

স্বাস্থ্য-শিক্ষা।—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে অনারেবল নবাব সৈয়দ সামসুল হুদা অনারেবল রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে স্বাস্থ্যতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গবরমেণ্ট অবহিত হইয়াছেন। ঠিক এক বৎসর পরে গত ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার সেই কথা আবার বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় উঠিয়াছিল। অনারেবল হুদা বলিয়াছেন, কি ব্যবস্থা করিলে এ দেশের বালিকা ও মহিলাগণ স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার জন্য গবরমেণ্ট গত বৎসর এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিটির সভ্যগণ আলোচনা পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রিপোর্ট এখনও গবরমেণ্টের হস্তগত হয় নাই। শুনা যায়, সেই রিপোর্টে অনেকগুলি আবশ্যকীয় প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, গবরমেণ্ট রিপোর্ট পাইলে সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্য্যালোচনা করিবেন। এ দিকে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ লোকশিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। চেষ্টা ত বরাবরই হইতেছে, কিন্তু তাহার ফলে ম্যালেরিয়া, বসন্ত ত' কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে। যত ডাক্তার তত রোগ!

—০—

রাজপথে বসন্তরোগী।—সম্প্রতি কলিকাতা করপোরেশনের জেনারেল কমিটীর বৈঠকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত একটী মর্ম্মস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি একদিন দেখিলাম, বেনেটোলা লেনের মোড়ে রাস্তার উপর একটী বসন্তরোগগ্রস্ত বালক পড়িয়া আছে। অদূরবর্ত্তী কয়েকজন পুলীশ কনষ্টেবলকে সে কথা জানাইলাম, কিন্তু তাহারা রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে কোন বন্দোবস্তই করিল না। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য? মিঃ এ' সি, ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "এরূপস্থলে রোগীর সম্মতি ব্যতীত তাহাকে হাসপাতালে পাঠান আইন সঙ্গত নহে।" মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানও এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন এদেশের লোক স্বেচ্ছায় হাসপাতালে যাইতে চাহে না, কাজেই ব্যাপারটী আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রস্তাব করেন, পুলীশ কমিশনার যদি কনষ্টেবলগণকে হুকুম দেন যে, তাহারা এইরূপ ঘটনা দেখিলেই তাহা ত্বরায় স্বাস্থ্যবিভাগের কিংবা স্যনিটারি ইন্স্পেক্টারগণের গোচরে আনে, তাহা হইলে রোগীকে রাজপথ হইতে যথাসময়ে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। ঘটনাটী করপোরেশনের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

—:০:—

নূতন ধরণের জুয়াচুরি। গত ১১ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হুগলীর উকীল শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্তের বাড়ীতে এক হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। ঘটনার সময় হৃষী বাবু আদালতে ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা একাকী গৃহে ছিলেন। বাড়ীখানি পিপুলপটি পুলীশ থানার অতি সন্নিকটে ঘটনার বিবরণ এই—ঐদিন মধ্যাহ্নে জনৈক প্রবীণা ও একযুবক হৃষী বাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার মাতাকে বলিল, আমরা আপনার পুত্রের মক্কেল, হুগলী আদালতে আমাদের একটী মোকর্দ্দমার দিন পড়িয়াছে তাই আপনার পুত্র হৃষী বাবু আজ আমাদিকে এই বাড়ীতে থাকিতে বলিলেন। বৃদ্ধা অতিথিদ্বয়কে যথোপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে নানা উপচারে খাওয়াইলেন। তাহারা আহারাদির পর উপরের ঘর দেখিতে চাহিল। গৃহকর্ত্রী তাঁহাদিগের হাবভাব সন্দেহজনক বিবেচনা করিয়া বলিলেন—"উপর ঘরের চাবি আমার নিকট নাই, হৃষীর কাছে আছে।" দুস্কৃতকারিগণ তখন নিজমূর্ত্তি ধরিল। তাহারা বৃদ্ধাকে মার পিট করিয়া উপরের বারান্দা হইতে নিচে ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধার চীৎকারে প্রতিবেশিগণ জড় হইলেন, কিন্তু তখন তাহারা খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইয়াছে। যাইবার সময় তাহারা নিতান্ত শুধু হাতে যায় নাই—সম্মুখে যাহা পাইয়াছিল তাহাই হাতাইয়াছিল। এই হৃষীকেশ বাবু হুগলীর পরলোকগত রায় ঈশানচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের দৌহিত্র। যখন হুগলী সহরের মধ্যেও দিন দুপুরে এইরূপ ঘটনা, তখন ক্ষুদ্র পল্লীবাসীর উপায় কে করিবে?

বেলিয়াঘাটার ডাকাতি—২২শে ফেব্রুয়ারি সোমবার রাত্রি ৯৷৷৹ টার সময় বেলিয়াঘাটার ললিতমোহন বৃন্দাবনচন্দ্রের চাউলের আড়তে দুখানা ভাড়াটে মোটর গাড়ি করিয়া ১৫ ২০ জন লোক কুঠার ও পিস্তল হস্তে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। ফারমের ক্যাসিয়ার টাকা গুনিতে ছিলেন। তাহাকে ডাকাইত পাছায় গুলি করে। অপরে বাক্স ভাঙ্গিয়া ২২ হাজার টাকা নোটে ও নগদে মোটরে বোঝাই করিয়া প্রস্থান করে। উহাদের স্থানীয় লোকেরা ঘিরিবার চেষ্টা করায় উহারা তাহাদের মাথার উপর গুলি চালায় এবং পথ খোলসা করিয়া লয়। একখানা ভাড়াটে মোটর চালকের মৃতদেহ খালধারে পাওয়া যায়। উহার নাম একবাল খাঁ। বাদুড় বাগান সেকেণ্ড লেনে নং (৪৩৪) একখানা মোটর বাবু ত্রৈলোকনাথ গোস্বামীর বাড়ীর সম্মুখে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে একটী পিস্তল, হাতুড়ি, সাবল পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে ঐ আড়তে লৌহ সিন্দুকে আরও দেড় লক্ষ টাকা ছিল। ডাকাতেরা লৌহ সিন্দুক অপর ঘরে থাকায় তাড়াতাড়িতে ভাঙ্গার চেষ্টা করে নাই। পুলিস বলিতেছে যে, বায়স্কোপে মোটর গাড়ী করিয়া আসিয়া ডাকাতি করার ছবি দেখান এই নূতন ধরণের ডাকাতির প্রবৃত্তি ঘটাল। সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার এলাকায় অনেক সন্দেহযুক্ত লোকের বাড়ীর খানাতল্লাসি হইয়াছিল। পিস্তলটী রডা কোম্পানির দোকান হইতে চুরী যাওয়া ৫০টীর একটী।

—০—

নাটোরের ডাকাতি।—১৯শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত্রে প্রায় ১০০ যুবক পিস্তলাদি অস্ত্র লইয়া স্থানীয় জমিদারদিগের বাটী হইতে প্রায় লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি ডাকাইতি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

তারকেশ্বরের ডাকাইতি।—তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামের শ্যামা ধোলিনীর বাড়ীতে যে ডাকাইতি হইয়াছিল তাহাতে মোহন্তের অধীনে ৺ তারকেশ্বরের মন্দিরের ইজারাদার কালাচাঁদ পণ্ডিত গ্রেপ্তার হইয়া শ্রীরামপুর হাজতে প্রেরিত হইয়াছে। ডাকাতেরা শ্যামাকে মশালের ছেঁকা দিয়া টাকা আদায় করিয়াছিল।

—০—

রডা কোম্পানির টোটা চুরির মামলায় অব্যাহতি প্রাপ্ত সেণ্টরাল কলেজের ছাত্র বৈদ্যনাথ বিশ্বাসকে ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র অতুলকৃষ্ণ ঘোষকে বি, এস, সি ছাত্র বিমানচন্দ্র ঘোষকে (এই আসামীকে পূর্ব্বে মুসলমানপাড়া বোমার মামলায় গ্রেপ্তার করা ও পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল) এবং মেটীয়াবুরুজবাসী ঘটনাস্থলের নিকটেই বাস) বিজয়কৃষ্ণ রায়কে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আহত মোটরচালক হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে মোটর গাড়ীখানিকে ডায়মণ্ডহারবারের রোডে পাওয়া গিয়াছে।

—০—

দোকানে ঘণ্টা।—বৌবাজারের কয়েকজন দোকানদার দোকানে ক্রমাগত ঘণ্টা বাজাইয়া নিলাম ডাকার ন্যায় জিনিস বিক্রয় করায় অপর দোকানদারেরা ঐ শব্দে জ্বালাতন হইয়া নালিশ করে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টেট আসামীদিগের সাবধান করিয়া এবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

—০—

গোখেলে স্মৃতিচিহ্ন।—কাহার মতে পুণা সারভ্যাণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটী (ভারত সেবক সমিতির) ন্যায় কলিকাতায় একটী সমিতি স্থাপন করা সঙ্গত। সহযোগী বেঙ্গলি বলেন যে, স্যাসিয়াল সার্ভিস লীগেই ঐ স্মৃতিচিহ্ন যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। পৃথক পৃথক সমিতিতে কাজ ভাল হয় না।

—০—

ভাবী বড়লাট।

—:০:—

লর্ড হার্ডিঞ্জের কার্য্যকাল শেষ হইবে আগামী নভেম্বর মাসে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, হয় ত এই যুদ্ধের সময় আর ভারতের রাজপ্রতিনিধি পরিবর্ত্তন হইবে না—লর্ড হার্ডিঞ্জের কার্য্যকাল আরও কিছুদিন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়লাট বলিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার কলিকাতায় শেষ আগমন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, নভেম্বর মাসেই তিনি বিলাত যাত্রা করিবেন; কারণ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানে সন্ধির সময় তাঁহার মন্ত্রণা বিশেষ কার্য্যকারী হইবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ অনেক দিন বৈদেশিক সচিবের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সন্ধির সময় তাঁহার অভিমত অবশ্যই মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে। তবে তাঁহার পদে কোন্ ভাগ্যবান্ এদেশে আসিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সহস্রশীর্ষ জনশ্রুতি সহস্রমুখে নানা জনের শুভাদৃষ্ট ঘোষণা করিতেছে। অনেকে বলিতেছেন লর্ড ইস্‌লিংটনকে ঐ পদে মনোনীত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আবার অনেকে বলিতেছেন, বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বড়লাটের গদীতে উন্নীত হইবেন। আর এক দলের অনুমান, আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইলে লর্ড কিচেনার ভারতের ভাগ্যবিধাতা রূপে আবার এদেশে দেখা দিবেন। অন্য একদল বলেন, মিঃ উইনষ্টন্ চার্চিলের নির্ব্বাচন সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

—:০:—

ডাকাতি ও বণিক্ সভা।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স” নামক বণিক্-সভা কলিকাতায় ডাকাতি সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেঙ্গল গবরমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। চেম্বার কলিকাতার ইংরেজ বণিকসম্প্রদায়ের মুখপাত্র, সুতরাং তাঁহাদের মন্তব্য নিতান্ত মূল্যহীন নহে। সভা বলিয়াছেন যে, আজকাল কলিকাতার পথে ঘাটে যেরূপ দস্যুতা বাড়িয়াছে, তাহাতে বিনা প্রহরায় ব্যাঙ্কে টাকা কড়ি পাঠান নিরাপদ নহে। এদিকে পুলিশ যে এই দস্যুতা নিবারণের কোন ত্বরিত উপায় বিধান করিতে পারিবেন, এরূপ আশা নাই। হয়ত কয়েক মাস পরে আদালতে কোন কোন আসামী অভিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আধুনিক আশঙ্কা ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। মফস্বলেও দুর্ব্বৃত্তগণের দৌরাত্ম্য চরমে চড়িয়াছে। অনেকে বলেন, টাকা-কড়ি স্থানান্তরে পাঠাইবার সময় প্রেরক যেন রীতিমত প্রহরার বন্দোবস্ত করিয়া টাকা চালান দেন। কিন্তু অস্ত্রহীন প্রহরী সশস্ত্র আততায়ীর সহিত লড়াই করিয়া কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? কাজেই প্রহরিদলের হাতে বন্দুক দেওয়া আবশ্যক। বণিক্‌সভা বলিয়াছেন, প্রহরীর হাতে শুধু বন্দুক দিলে চলিবে না, তাহারা যাহাতে নির্ভয়ে হাতিয়ার চালাইতে পারে, এরূপ খোলা হুকুম দিতে হইবে। হয়ত তাহার ফলে সময়ে সময়ে দু'চার'—জন ডাকাত নিমখুন হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য যদি প্রহরীর পক্ষে ভবিষ্যতে ফৌজদারী সোপরদ্দ হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে বিপৎকালে তাহার হাত খেলিবে না—সাহসে কুলাইবে না। অতএব সভা প্রস্তাব করিয়াছেন, অতঃপর যাহাতে সশস্ত্র পুলীশ পরিবেষ্টিত হইয়া সওদাগরগণের টাকার চালান পাঠান ও আনা যাইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ তদমুরূপ বন্দোবস্ত করুন। সভা রোগ নির্ণয় করিয়াছেন ভাল, কিন্তু তাঁহারা যে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র প্রযুজ্য হইবে কিনা সন্দেহ।

—:০:—

শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ও তাঁহার পত্নীর আগমন।

সেদিন প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ও তাঁহার পত্নী হাওড়া ষ্টেসনে পঁহুছিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার অন্যূন ২০ হাজার লোক হাওড়া ষ্টেসনে সমবেত হইয়াছিলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কলিকাতায় ভারতের নানা প্রদেশের লোক বাস করেন—মাড়োয়ার, গুজরাট, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাবের অধিবাসিগণ বাঙ্গালীর সহিত মিলিত হইয়া মোহনদাস ও তাঁহার পত্নী কস্তুরী বাইএর অর্ভ্যর্থনার যে মহা আয়োজন করিয়াছিলেন, এমন দৃশ্য কলিকাতায় আর কখনও দেখা যায় নাই। মাড়োয়ারী ও গুজরাটীদের আশ্চর্য্য উৎসাহ দেখিয়া সমস্ত লোক বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। কলিকাতায় প্রায় ১৪০০ গুজরাটী এবং ১৪ হাজার মাড়োয়ারী ব্যবসায়বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। কয়েক জন সৎকর্ম্মোৎসাহী লোক ব্যতীত ইহাঁদের প্রায় সকলেই ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন কর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। বর্দ্ধমানের বন্যার সময় মাড়োয়াড়ীদের অসাধারণ কার্য্যতৎপরতা দেখিয়াছিলাম, গান্ধি ও তাঁহার পত্নীর সম্বর্দ্ধনায় গুজরাটী ও মাড়োয়াড়ীদের অসাধারণ জীবন্ত ভাব প্রত্যক্ষ হইল। গুজরাটী ও মাড়োয়াড়ী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর সম্মিলনেই অপূর্ব্ব অভ্যর্থনা ব্যাপার মহাসমারোহে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

বেলা সাড়ে আটটা অতি অসময়; সে সময় সকলকেই কার্য্যালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তবু ২০ হাজার লোক যে হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। হাওড়া ষ্টেসনে প্রাতে ৭টা হইতে লোক সমাগম আরম্ভ হয়। রক্তবর্ণ বা হরিৎ, রক্ত ও পীত বর্ণের পতাকা লইয়া যুবক ও প্রৌঢ়গণ ষ্টেসন মঞ্চে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বয়োবৃদ্ধগণ পুষ্পমালা ও কুসুমস্তবক হস্তে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গুজরাটী, মাড়োয়াড়ী ও বাঙ্গালী ভলাণ্টিয়ারগণ জনসংঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, এরূপ দৃশ্য অনেক দিন দেখা যায় নাই।

—০—

বাঙ্গালী ঘি খাও, না গরু, শূয়র ও সাপের চর্ব্বি খাও দেখ।

সহযোগী সঞ্জিবনী বলিতেছেন:—

কয়েক দিন হইল, গোবিন শীল নামক একব্যক্তি মাণিকতলায় এক চর্ব্বির কারখানা স্থাপন করিবার জন্য মিউনিসিপালিটির সভাপতির নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারী লিখিয়াছিলেন, চর্ব্বির ব্যবসায় অতি উত্তম, ইহাতে কোন দুর্গন্ধ নাই, ইহা মানুষের খাদ্য দ্রব্য।

মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ আগসর সাহেব মৌলবী খলিল আহাম্মদ নামক জনৈক কমিশনারকে কারখানার খবর লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মৌলবী সাহেব কারখানা দর্শন করিয়া লিখিতেছেন:—

"It was in the premises for a considerable length of time, made thorough enquiry from the neighbours with the following result :— The factory to be started is meant for manufacturing adulterated Ghee made up of all ground-nut oil and fat of animal such as kine, goat, swine, sheep, even snakes, lizard and the applicant admitted that the product is made for human consumption. He further reports, that their process necessitates the accumulation of big piece of large quantities the of cattle bones for producing marrw which is mixed with the cencoction to give it a granulated appearance of Ghee. The neighbours protested vehemantly against the opening of any such factory."

এই কারখানা ভেজাল ঘি তৈয়ার করিবার জন্য স্থাপন করা হইবে। এই ঘি চিনা বাদামের তৈল ও গরু, ছাগল, শুকর ভেড়া এমন কি সাপ ও টিকটীকীর চর্ব্বি দ্বারা প্রস্তুত করা হইবে। দরখাস্তকারী স্বীকার করিয়াছে যে, মানুষের জন্যই ইহা প্রস্তুত করা হইবে। হাড়ের মজ্জা না মিশাইলে চর্ব্বির মধ্যে প্রকৃত ঘিএর মত দানা হয় না সুতরাং কারখানার মধ্যে অনেক হাড় মজুত করিয়া রাখিতে হইবে।"

এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া সভাপতি মিঃ আগসর গোবীন শীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই কারখানা সম্বন্ধে যথা কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ঘৃত প্রস্তুতের গোপনীয় কাহিনী প্রকাশ করাতে আমরা মিঃ আসগর ও মৌলবী খলিল আহম্মদকে ধন্যবাদ প্রদাণ করিতেছি।

—•—

Poor Rechard's sayings.
বিবেক-বাণী।

(২)

"Would you live with ease, do what your ought and not what you please অর্থাৎ যদি স্বচ্ছন্দে সংসারে থাকিতে চাও, তাহাহইলে যাহা করা উচিত, তাহাই করিও এবং নিজের খেয়ালে চলিও না।

—•—

"Better slip with foot than tongue"জিহ্বা পিছলান অপেক্ষা পা পিছলান ভাল, অর্থাৎ কথায়—খেলাপি ভাল নয়, ফ্রাঙ্কলিন বলিতেছেন—

Take this remark from rechard poor blame,
Whate e, r, began in anger ends in shame"

অর্থাৎ দীন রিচার্ড বলিতেছেন যে, আমার পরামর্শ শুন, যাহা কিছু রাগের সময় ঘটে, তাহা লজ্জায় শেষ হয়, অর্থাৎ রাগের কাজ করিয়া শেষে লজ্জায় পড়িতে হয়।

—•—

All things are easy to industry,
All things are difficult to sloth.

অর্থাৎ অলসের সমস্ত কাজই কঠীন, কিন্তু পরিশ্রমীর নিকট সমস্ত কাজই সহজ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের প্রতিই উপরোক্ত বচনটী খাটে, কেননা আমরা অতি অলস, সেইজন্য শ্রমশীল জাতির কাজ দেখিয়া তাহা দৈবশক্তি বলিয়া ধরিয়া লই। মানবজীবনে চালাকী—যাহাকে বলে ফাজিলি, সে সকলের আবশ্যক কম, আবশ্যক জ্ঞানের, একা জ্ঞানই মানবকে ধন ও সম্মানে বড় করিতে পারে। সেইজন্য ফ্রাঙ্কলিন উপদেশ দিতেছেন, "Be not silly nor cunning but wise" ভারতের প্রাচীন পণ্ডিতগণও তাই বলিতেন যে, জ্ঞান লাভ কর, সরল হও, প্রতারণা চালাকী আবশ্যক নাই।

কর্ম্মজগতের ফ্রাঙ্কলীন একজন বহুদর্শি কর্ম্মবীর—তিনি দেখাইতেছেন, কাহাকেও হস্তগত করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে শুধু যুক্তি দেখাইলে চলিবে না, তাহাকে আগে তাহার স্বার্থ দেখাইয়া দাও। তখন সে মনোযোগী হইবে। জগত শুদ্ধ যুক্তি দেখিতে চায় না, সে যুক্তিতে তাহার স্বার্থ কতটুকু, সেইটাই আগে দেখে। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন Would you persued speak of interest not of reason"

তিনি বলিতেছেন যে, মানুষের একটু গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে নাই, ভাল বক্তা হইলেই যে সাধু সচ্চরিত্র, ইহা সঙ্গতই নহে। অনেক গুলি সদগুণে মানুষের মূল্য অবধারিত হয়।

"Don't value a man for the quility he is of, but for the quilities he possesses."

আবার বলিতেছেন—আপনার খেয়ালে আপনার মনেই সংসার পথে চলিলেই হইবে না, সম্মুখে দেখিতে হইবে অর্থাৎ সেই পথেরই পথিকগণ কতদূরে, তোমাকেও সেইরূপে দ্রুত চলিয়া যাইতে হইবে, নচেৎ তুমি পশ্চাতে পড়িবে,, Look before or you will find yourself behind."

আক্ষেপ করিয়া ফ্রাঙ্কলিন উপদেশ দিতেছেন যে গরীবকে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পাকস্থলীর জন্য

কিন্তু ধনীকে ভাবিতে হয় পেটের জন্য প্রচুর খাদ্য ও ধন আছে, নাই কেবল পেট অর্থাৎ পাকস্থলী! শ্রমজীবির ক্ষুধার অভাব নাই, কিন্তু তাহার খাদ্যাভাব, কিন্তু ধনীর প্রচুর অর্থ, বসিয়া বসিয়া দিন যায়, তাহার পরিশ্রম মাত্র নাই। বিনা পরিশ্রমে পাকস্থলীও নিশ্চল, কাজেই খাদ্য থাকিলে কি হয়, পেট যে খাইতে চায়না, তাই ধনী নাকি সুরে কান্দে আর বলে যে, ভগবান এত ধন দৌলত খাদ্য দিয়াছ, কিন্তু তেমন ক্ষুধা বা পাকস্থলী কেন দাও নাই? গরীবের এত ক্ষিধে কেন? তোমায় কি একদেশ দর্শিতা! পাঠক ভাই, বড়লোকের কাছে যদি যাওয়া আসা থাকে, তবে এই শুনিয়া থাকিবেন। ফ্রাঙ্কলীন সেইজন্য বলিতেছেন—The poor man must walk to get meal for his stomach, the rich man a stomach to his meal".

তিনি আর একটী কথা বড় সুন্দর বলিয়াছেন—তিনি বলেন "গরজের সময় লাভ জনক কেনা বেচা হয় না,, কথাটী বাস্তবিকই মূল্যবান" Necessity never made a good bargain; গরজ পড়লে কখনও কমেও বেচ্‌তে হয়, বেশী দামেও কিনতে হয় লাভ হয়।

"যদি অহঙ্কার শকট চালকের কাজ করে, তাহা হইলে দীনতার চক্র তাহার পশ্চাতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ প্রথমে যদি অহঙ্কারী হইয়া চল, শেষে ভিক্ষা বৃত্তিই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, If pride leads the van, beggary brings up rear, অতি সত্য কথা।

ফ্রাঙ্কলীন রসিক লোকের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"জগতে তামাসা প্রিয় রসিকভাঁড় অনেক আছে, কিন্তু রসিকতায় লোক হাসে, বলেও ভাল, কিন্তু তাতে যে পেট চলে না।" Theres many witty men, whose brains fill their belly.

আজ এই পর্য্যন্ত রহিল। ফ্রাঙ্কলীনের নীতি উপদেশগুলি যে অতি সারবান্ তাহা পাঠকগণ উপলব্ধি করিতেছেন, আমাদের দেশের ছেলেরা যদি পড়েন, এই আশাতেই দেওয়া। কিন্তু বাঙ্গালা পুস্তকের সহিত ইহাদের যেন ছুর সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইতেছে, কেই পড়ে না। প্রমান—বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণের অবস্থা, ২০ বৎসরে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের এক সংস্করণের পুস্তক কাটে না। সাহিত্যিক নাম কিনিতে পারেন অনেকেই, কিন্তু পেট যে সাহিত্য পূজাতেই কৃতার্থ হয় না। যেদিন বঙ্গের সাহিত্যিকের পুস্তকের কাটতি বাড়িবে, সেইদিনই বুঝিব যে, বাঙ্গালী সাহিত্যের আদর করিতে শিখিয়াছে। নচেৎ মেলা ভাবুকের আধিক্য হইয়া দেশটাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জড়ভরত করিয়া তুলিবে মাত্র।

—০—

কবির বিয়ে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষকের কুটীর।

(অগ্রে পলায়ন পরা বালিকাগণ, পশ্চাতে নলিনের প্রবেশ।

সরলা। ও বাবা দৌড়ে এস, ও মা ছুটে আয়, দেখ এক জন বাবু আমাদের কি বলছে!

(কৃষক পত্নী ও লাঠি হস্তে কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। কি বাবু, কি বল্‌ছ, এ মেয়েরা তোমার কিছু করেছে কি?

নলিন। সরে যাও সমরেন্দ্র, ইন্দিরায় তব কোন অধিকার?

কৃষকপত্নী। বাবুটা সব কি ইংরাজী কথা বলছে।

নলিন। ওহো বুঝিয়াছি, ইহা রিজিয়ার কারাগার; তুমি নহ সমরেন্দ্র, তুমি ঘাতক, এই যবনী সঙ্গিনী সব, ইন্দিরারে রহিয়াছে ঘিরে। (পুনরায়)

নলিন। রিজিয়া! দিল্লীশ্বরী! এতক্ষণে ভাঙ্গিল স্বপন, এতক্ষণে বুঝিলাম সব; এই দেববালা তব বাসনা সিদ্ধির অন্তরায়, তাই সরা'তেছ এরে! ইন্দিরা ইন্দিরা ফিরে আয়, চলে যাই দোঁহে, যথা নাই সংসারের হিংসাদ্বেষ (ইন্দুকে ধরিতে চেষ্টা ও কৃষকের যষ্টীপ্রহার খাইয়া নলিনের পলায়ন)

বন পথে।

(তমালিনী)

তমালিনী। আজ ১৭।১৮ বৎসর বয়স হ'ল, বাবা পয়সার অভাবে বিয়ে দিতে পারছেন না। পাড়ার লোকেরা কত হাসি ঠাট্টা করে, সেই নিষ্ঠুর দানবেরা কি এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে? বরং বিয়ের রাত্রে এসে লুচী খেয়ে যাবে, আর সন্দেশে চিনি বেশী, লুচীতে ময়ান কম বলে সমালোচনা করে যাবে। আহা, বাবার মলিন মুখখানি দেখ্‌লে প্রাণ ফেটে যায়, ঘরে ঘরে মেয়েরা স্নেহলতার মত প্রাণ বিসর্জ্জন করুক, শুনেছি রাজপুতনায় আগে মেয়ে হলেই মেরে ফেলতো, বঙ্গদেশে সেই উৎকৃষ্ট নীতি চলিত হোক। না, আমি এসব কি ভাবছি, আত্মহত্যা মহাপাপ! এই যে কতকগুলি মেয়ে না বুঝে আগুণে প্রাণ দিলে, এরা বুদ্ধিমতীর কাজ করেনি। ও কে? অমন উঁকি দিয়ে আমায় দেখ্‌ছে? ও সেই নলিন বাবুটা বুঝি? ও তো একটা প্রেমের পাগল!

(তমালিনীর ভাই বিপিনের প্রবেশ)

বিপিন। দেখ তমালিনী, লাজলজ্জা খেয়ে বলছি, ঐ নলিনটাকে একটু পাকড়াতে হবে, ঐ টার সঙ্গেই তো'র বিয়ে দিব, এক পয়সা লাগবে না, অথচ সুখে থাকবি, না হ'লে বাবার তো মান থাকবে না। ও

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ্চ মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রেমের পাগল, ও'র সঙ্গে নভেলের এক্ট করে যেতে হবে।

(নলিনের প্রবেশ)

নলিন। কে তোমরা এই স্তব্ধ বনপথে ?

বিপিন। প্রভু এ বনপথ নয়, শিবমন্দির আমি বিদ্যাদিগ্‌গজ, আর ইনি বিমলা!

নলিন। বিমলা! তুমি কি দুর্য্যোগ রাত্রে তিলোত্তমাকে নিয়ে শিবিকার অপেক্ষা কচ্ছ?

বিপিন। (তমালিনীর প্রতি চুপি চুপি) খপড়দার! লজ্জা করিস্‌নি! বল্ বল্ বিমলা হ'য়ে জবাব দে।

তমালিনী। কুমার জগৎ সিংহ! তা' নয়; আমি গজপতি বিদ্যাদিগজকে সঙ্গে নিয়ে, আপনাকে গড়মান্দারনের বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গে আহ্বান করতে এসেছি।

নলিন। (সাহ্লাদে) বিমলে! এই মুক্তাহার তোমার পুরস্কার! (তাহাকে শূন্যকণ্ঠে হস্ত প্রদান করিতে দেখিয়া, তমালিনীর কণ্ঠ হইতে হার লইয়া বিপিনের নলিনের হস্তে প্রদান, নলিন হার লইয়া) বিমলা! এই লও।

তমালিনী। (লইয়া) যুবরাজের অনুগ্রহ শিরোধার্য্য, তবে আসুন।

নলিন। দাঁড়াও, একটা কথা আছে, দুর্গস্বামীর অনুমতি ব্যতীত দুর্গ প্রবেশ কর্‌তে পারি না।

(কানে কানে কথা ও সকলের গমন)

—০—

পঞ্চম অঙ্ক।

নলিন ও তমালিনী।

নলিন। রোহিণী! তুমি ভ্রমরের কাছে আমার নামে এ সব কলঙ্ক রটিয়েছ কেন? আমি এখানে ছিলাম না, তুমি সর্পিনী, তোমারই ভয়ে আমি হলুদগ্রাম ত্যাগ করেছিলাম।

তমালিনী। আমরা গরিব লোক, তাই যা ইচ্ছা বলতে পারেন। মেজ বৌ ঠাকরুণ গায়ের জ্বালায় রটিয়েছেন, যে আপনি আমাকে ২০০০্ হাজার টাকার গহনা, আর বেনারসী সাড়ী দিয়েছেন, পাড়ার লোকে দলে দলে আমার দেখ্‌তে আসে। আমার দেশযুড়ে কলঙ্ক হয়েছে, অথচ খেলাম না, ছুঁলেম না।

নলিন। তা'ই সত্য, ভ্রমরই গায়ের জ্বালায় এই সব রটিয়েছে। যদি দেশ যুড়ে কলঙ্কই হয়ে থাকে, তবে এস, এত দিন গুণের সেবা করেছি; এখন কিছু দিন রূপের সেবা করি।

তমালিনী। তবে ধর্ম্মসাক্ষী করে দিব্য কর, যে কখনও ভুল্‌বে না।

নলিন। ধর্ম্মের নাম করোনা, তাহলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হ'বে, আমি পাপী, তুমি পাপিনী, আমি পিশাচ, তুমি পিশাচিনী, ধর্ম্মের নাম নিয়ো না।

তমালিনী। আচ্ছা তাই, তবে আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্য কর, তা'তো পারবে? দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি, ব্রহ্মনন্দন খুড়া বুঝি আমায় ডাকচেন। (প্রস্থান)

(বিপিনের প্রবেশ।)

বিপিন। নন্দলাল, আমি তো'কে আজ্ঞা কচ্ছি, তুই বিবাহে প্রস্তুত হ! তা'রা বিস্তর টাকা দিচ্ছে, আজ রাত্রে তো'র বিবাহ।

নলিন। বাবা আমি কিন্তু তোমায় বলে রাখ্‌ছি, আমি ৬০০০্ হাজার টাকা চাই, তবে কুমুদিনীকে বিয়ে কর্‌বো। (অস্ফুটস্বরে) টাকা না হাতে পেলেই,সকালে বিলাতে চম্পট দিব, ফিরে এসে বিলাসিনী কারমারকে বিয়ে করবো।

বিপিন। সব টাকাই তোকে দিব।

(বিপিনের বন্ধুর প্রবেশ)

বন্ধু। নন্দলাল! বিয়েতে আমরা নিমন্ত্রিত হ'ব তো? কিন্তু এই বিবাহ করে, মিসেস্ কারফরমার কাছে বড় লজ্জা পাবেন।

নলিন। মিঃ সিং, আমি ফিরে এসে মিসেস্ কারফরমাকে বিয়ে কর্‌বো।

—০—

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(নলিনের পিতার বাটী)

কর্ত্তা ও গৃহিণী।

গৃহিণী। ওমা কি করে, এমন করে থাকিবে, আমার একটী বই ছেলে নয়, আজ ১৫ দিন তার উদ্দেশ নাই। তুমি ভাল করে খোঁজ কর্‌লে, কি আর তাকে পাওয়া যেত না।

কর্ত্তা। কি করি বল! আসে পাশে খুজ্‌তে তো বাকি রাখিনি, যা হোক, ভেবনা, পাওয়া যাবে।

গৃহিনী। তুমি বিয়ে না দিয়েই এইটি কর্‌লে, বাছার আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

কর্ত্তা। মিছে বকোনা, ছোঁড়াকে এক বার পাইতো, তিন জুতায় ঠিক করি।

(দাসীর প্রবেশ)

কর্ত্তাবাবু। আপনাকে একটী লোক ডাক্‌ছে, শীগ্‌গীর এস।

(কর্ত্তার প্রস্থান ও ক্ষণপরে আগমন)

কর্ত্তা। ওগো আর কাঁদতে হবে না, খুব সুখবর, তোমার গুণধর ছেলে বিয়ে করে ঘরে আস্‌ছে। আর তোমার হার তাগা তো চুলায় যাক, উল্টে তোমার বউমা কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে ঘরে আস্‌ছেন।

গৃহিনী। কে বল্‌লে? কে বল্‌লে?

কর্ত্তা। কনের ভাই, আবার আমার হাতে পায়ে ধর্‌তে এসেছেন, যে নলিন ইচ্ছা করে তার বোনকে বিয়ে করেছে। তা'রা গরীব বলে কিছু দিতে পারেনি, এখন দয়া করে তাদের ঘরে নিন। তাদের বাড়ী

ঢুকতে দেবনা, পাগল পেয়ে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে দিয়েছে আর কি ?

গৃহিনী। যা হবার তা হয়েছে, তা'বলে তা'দের পরিত্যাগ করতে পারিনা, ছেলে বৌ নিয়ে এস।

কর্ত্তা। আমার দ্বারায় সেটী হবেনা।

সপ্তম অঙ্ক।

তমালিনীর কক্ষ।

(তমালিনী ও নলিন)

(বিপিনের প্রবেশ)

নলিন। নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সেই ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী,
বধিলা সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া,
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে!

বিপিন। প্রভু আমি ভগ্নদূত নই, এ রাবণের সভা নয়, আমি দিগ্বীজয়। মাধবাচার্য্য গুরুদেব যখন অনুমতি দিয়েছেন, আমি নৌকা এনেছি, আপনি ঠাকুরাণীকে সঙ্গে নিয়ে আসুন, সকলে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে যাই। (জনান্তিকে) তুই এখন মৃনালিনী ওকে এই ফন্দীতে গাড়ীতে তুলি আয়। তো'র শাশুড়ী তো'দের দেখবার জন্য কাঁন্দাকাটী করছেন, না হ'লে তোর শশুরের প্রথমে মত ছিল না!

নলিন। দিগ্বিজয়! গিরিজায়া ভিখারিনীও তো আমাদের সঙ্গে যা'বে, সে কুই? সে আমার মৃণালিনীর পরম উপকারিণী।

বিপিন। প্রভু! সে তা'র আয়ির কাছে বিদায় নিয়ে আসছে, ঐ যে সে! এস গিরিজায়া।

(বাক্স প্রভৃতি লইয়া ঝির প্রবেশ)

নলিন। গিরিজায়া! তুমি আমাদের পরম সুহৃদ, দিগ্বিজয়ের সহ তোমার বিয়ে দিব।

ঝি। ওমা জামাই বাবু বলে কি গো? আমার যে চারকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।

গিরি। কি ভাবছো গো, আমায় তো লোকে মনার মা বলে ডাকে।

নলিন। কি তুমি মনোরমা? তবে কি তুমি পশুপতির সঙ্গে চিতারোহণে গমন কচ্ছ। ভগিনী মনোরমা! একি?

বিপিন। প্রভু আসুন, সকলে একসঙ্গে শ্মশানে গমন করিয়া, পরে চিতারোহণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে গৌড় পরিত্যাগ করিব।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম অঙ্ক।

(নলিনের বাটী)

মা। বেশ বৌ হয়েছে, মুখ খানি যেন সোনার চাঁদ, নাইবা কিছু দিয়েছে, নলিন আমার ভাল হয়ে ঘরকন্না করুক, কুটুমের ধনে কে বড় মানুষ হয়েছে?

নলিন। (স্বগত) এত দিন যেন কি রকম পাগলের মত হয়েছিলাম, এখন হাসি পাচ্ছে। তা একটা বড় ভাল হয়েছে, অমন রূপবতী তমালিনী পেয়েছি। বাবা হলে অনেক টাকা নিয়ে, একটা পেত্নীর সঙ্গে বিয়ে দিতেন। আর মধ্যে মধ্যে প্রাণের ভিতর যে ভাবের জ্যোৎস্না বয়ে যায়, তমালিনী তার উপযুক্ত বাতাস দিতেও পারে। যা'ক এখন কবিতা ফবিতা ছেড়ে দিয়ে, সংসার রঙ্গালয়ের যা প্রকৃত অভিনয় করা যা'ক। (প্রকাশ্যে) মা! আমার লেখাপড়া হবেনা, এণ্ট্রেন্স পাশ আর এ যাত্রায় দিতে পারবো না, তার চেয়ে বাবাকে একটা চাকরী করে দিতে বলো, চাকরী করে দুপয়সা আনতে পারলে সংসারের দুঃখ ঘুচবে।

মা! হে হরি! আমি তোমায় ২৲ টাকার হরিরলোট দিব, নলিন আমার ভাল হয়েছে। বাবা! তোর মুখে এসব কথা শুনে আমি জীবন পেলাম। কদিন এসে পর্য্যন্ত পাগলের মতন খালি সব বকেছিস্, এখন তো বেশ কথা কচ্ছিস্। যাই কর্ত্তাকে এ খবর দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

(তমালিনীর প্রবেশ)

তমালিনী। মহারাজ; এই শর্ম্মিষ্ঠার প্রমোদ উদ্যানে এসেও কি দেববানীর চিন্তার কাতর হয়ে থাকবেন? তবে আমি যাই, আপনি দেববানীকে চিন্তা করুন, আমি তো আপনার কেহ নয়।

নলিন। হুঁ! কদিন ধরে তোমার আমায় খুব বাঁদর বানিয়েছিলে, না জানি মনে মনে কতই হেসেছ! এখন একটুকু সাদা কথায় বল

তমালিনী। সাদা কথা! তবে কি কিরণময়ী হ'ব, না দেবী পাগলী?

(মৃদুস্বরে গীত)

"বিলিয়ে দিচ্ছিস পেটের মেয়ে
বাজ বুকে ধরে সাধে,
মরে যদি ঘোচে জ্বালা,
পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে।
রাত দিন খেটে খেটে,
অন্নজল পাবেনা পেটে,
কেটে ২ নুনের ছিটে,
তারা হাত নাড়া দেয় কতই ছাদে।
নিত্যি কথা উঠবে কানে,
বাজ জেঁতে তোর পড়বে প্রাণে,
মায়ের ব্যথা মাই জানে,
ভাসিয়ে দিয়ে সোনার চাঁদে।"

নলিন। তমালিনী! চুপ কর, আমায় কি পাগলই পেয়েছ তোমরা! যাই হৌক, তোমাদের ভাই বোনের বাহাদুরী, যে ডাক্তারি শাস্ত্রে যে রোগের চিকিৎসা নাই, সে রোগ তোমরা আরাম করলে! (সমাপ্ত)।

শ্রী হেমনলিনী বসু।

বীরভূম ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

—০:()০::০()০:—

গত বর্ষে দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে ৺কালীঘাটে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। বীরভূম প্রদেশের কতিপয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ঐ সভাতেই আগামী বৎসরের জন্য বীরভূমে সভার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার ফলে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ এবৎসরে বীরভূমে উক্ত সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই সভাতে চট্টগ্রাম হইতে ৺কাশীধাম পর্য্যন্ত দেশ সমূহের পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ পত্র প্রদত্ত হইতেছে। অনুমান তিন চারি হাজার ব্রাহ্মণ উহাতে উপস্থিত হইবেন। রাজা, মহারাজা জমিদার, সমাজপতি ও অধ্যাপক শ্রেণীর অধিকাংশই ইহাতে আহূত।

আগামী ২০।২১ চৈত্র সভার দিন ধার্য্য হইয়াছে! ই, আই, আর (লুপলাইন) সাঁইথিয়া ষ্টেশনের নিকট ৺নন্দেশ্বরী মহাপীঠ সন্নিধানে সম্মিলনের স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অন্ততঃ পাঁচ সহস্র লোকের উপবেশন যোগ্য প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে। সিউড়ী, দুবরাজপুর, বোলপুর, রামপুরহাট, কুণ্ডলা প্রভৃতি স্থানের উকিল, মোক্তার, অফিসার, বিচারপতি, সমাজপতি, জমিদার প্রভৃতি বীরভূম জেলার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সম্মিলন সাধন কল্পে বদ্ধ পরিকর।

জগদীশ্বরের কৃপায় নির্বিঘ্নে সম্মিলন কার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলের আশা পূর্ণ হয়।

হার্ডিং ব্রীজ।

বৃহস্পতিবার প্রাতেঃ সারা ঘাটের পুল খোলা হইয়াছে। এই পুলের নাম হইয়াছে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ। ঐ দিবস বড়লাট বাহাদুর এই পুল খুলিবার জন্য সারা ঘাটে গমন করিয়াছেন। খুব জাঁকজমক ও ধুম ধামের সহিত এই পুল খোলার উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহুতর ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোক এই সময়ে তথায় সমুপস্থিত ছিলেন। এই পুল খুলিবার সময় বড়লাট বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই পুলটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এই পুল দ্বারা পাট ও চা রপ্তানির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে ও যাতায়াতের অনেক সুবিধা হইবে।

এই পুল নির্ম্মাণ কার্য্যে চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর আর গেলস সাহেবের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২০ বৎসর যাবৎ এই পুল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। পরে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইহা নির্ম্মাণে অনুমোদন করেন। তারপর পুলের স্থান সম্বন্ধে নানারূপ কথা উঠে। শেষে সারাঘাটে পুল নির্ম্মাণ ব্যবস্থা হয়। ১৯০৮ সালে মিঃ গেলস ইহা নির্ম্মাণের জন্য এদেশে আইসেন এবং তদবধি তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মিঃ গেলশের এদেশে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রহিল।

—:০:—

রাজপথে ব্রাহ্মণ যুবতীর প্রতি আক্রমণ।

ঘৃণায় লজ্জায় যুবতীর আত্মহত্যা।

দেবীপুরের নিকট এই পৈশাচিক ব্যাপার সংঘটীত হইয়াছে। আমরা এই সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ৪।৫টি ভদ্র যুবক এই ঘটনার সংসৃষ্ট শুনিয়াই আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ব্যাপারটি শুনুন:—

সহযোগী এম্পায়ার বলিতেছেন, গত ২২শে জানুয়ারি তারিখে মোড়লজোনা গ্রামের সরোজিনী দেবী নাম্নি এক ব্রাহ্মণমহিলা প্রয়োজন উপলক্ষে পদব্রজে নিশাগড় নামক পার্শ্বস্থ গ্রামে গমন করেন। সঙ্গে পাচুবালা দাসী নাম্নী এক দাসী ছিল। দেবীপুরের ভিতর দিয়া ঐ গ্রামের যাইতে হয়। এইরূপ প্রকাশ, দেবীপুর হইতে কয়েকটী বাঙ্গালী যুবক তাহার পাছু লয় এবং স্ত্রীলোক দুইটী একটা নির্জ্জন স্থানে পৌঁছিলে ৫ জন যুবক তাহাদের নিকটে যাইয়া ব্রাহ্মণ যুবতীকে আক্রমণ ধরে। যুবতী আতঙ্কে পরিত্রাহি চীৎকার করিতে থাকেন এবং প্রতিবেশীরা তাঁহার আর্ত্তস্বর শুনিয়া ছুটিয়া আইসে। দুর্ব্বৃত্তেরা তখন যুবতীকে ছাড়িয়া পলায়ন করে। শুনিতেছি, যুবতী এইরূপে পরপুরুষস্পৃষ্টা ও নিগৃহীতা হইয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় আত্মহত্যা করিয়াছেন। নিত্যানন্দ সিদ্ধান্ত ও পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় নামক দুইজন যুবক বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই ব্যাপার সংস্রবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট দুইজনকেই হাজতে পাঠাইয়াছেন। যে জাতির যুবকগণ এখনও নারীর সম্মান করিতে অক্ষম, তাহারা আবার ভদ্রলোক? সমাজে শিক্ষার বড়াই করে? কঠোর সামাজিক দণ্ড দ্বারা পল্লীবালকগণকে সংযতকরা উচিত।

ধূমপানের অপকারিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ডে ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সেনাবিভাগের কাগজপত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শতকরা ৮০ জন লোককে tobacco hearts বলিয়া Army Dept. এ লওয়া হয় না। উক্ত দেশের লোকই যখন সেনা বিভাগের কার্য্যের অনুপযোগী, তখন কিরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিবেন এবং তাঁহা-

দের বংশধরের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা অনুমেয়।

তামাকের দ্বারা রক্তপ্রণালী ক্রমশঃ শক্ত হইতে থাকে। আমাদের সকলেই জানেন যে রক্ত প্রণালী স্থিতিস্থাপকমত বাড়িতে ও কমিতে পারে (স্থিতি স্থাপক)। যদি কোনওরূপে ইহার এই গুণ নষ্ট হয়, তখন অল্প কারণেই ইহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া glandular degeneration of artery নামক রোগও অনেক সময় ধুমপান জনিত। ধুমপায়ির বংশধরের অনেক সময় এই রোগ হইয়া থাকে। আবার যদি কু অভ্যাস ত্যাগ না করিয়া এই বংশধরও অবাধে ধুমপান করেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র এই রোগে আরও অধিক ভুগিয়া থাকেন। ডাক্তার T. H. Kellogg বলেন—"Tobacco habit is the worst vice of civilisation" বিখ্যাত ইংরাজ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার Abernethy বলেন, তামাকে বুদ্ধি ও সদ্গুণের লোপ হইয়া থাকে; আবার Kuleyর মতে ক্ষুধা মান্দ্যের জন্য ইহা লোককে অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে তাঁহার মত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

"Tobacco enfeebles digestion, produces emaciation and general debility; it lays the foundation of every nervous disorder now common to the American people, it produces colour blindness, partial or total loss of vision, various forms of insanity, epilepsy, bronchitis, rheumatism, asthma, dyspepsia, catarrh, Tobacco heart and cancer of the stomach."

বাঙ্গালী যুবকগণ একবার দেখুন, ধুম পানের কি বিষময় ফল। আমাদের এই চির দারিদ্র্য পূর্ণ দেশে রোগের অন্ত নাই, তাহার উপর আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পয়সা দিয়া কি ব্যাধি না ক্রয় করিতেছেন? ইহা আমার কথা নহে—এ পাগলের প্রলাপ নহে, বিজ্ঞানের সেবায় ও লোকের সেবায় যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহারা অপরের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি বলিতেছেন দেখুন! আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বাস্থ্য চিরজন্মের জন্য ভারত হইতে তাড়াইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন কেন? আজ ভারতের কিছুই নাই, এমন কি স্বাস্থ্যও নাই; তাহার উপর যেটুকু আছে, তাহা আপনারা তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? আপনারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমানে বুক ফুলাইয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়ান, কিন্তু আপনাদের শিক্ষা কোথায়? আপনারা কোথায় আমাদের নিরক্ষর দেশবাসীর স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপদেশ দিবেন, তাহা না করিয়া আপনারা তাহাদের কাছে অবাধে ধুম পান করিতেছেন? তাহারা আর কি শিখিবে? চিরকালই জগতে এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে, সহরবাসীর দেখিয়া গ্রামবাসী শিখিবে, জ্ঞানীর দেখিয়া অজ্ঞানী বা মূর্খ শিখিবে, কিন্তু হায়, আপনারা কি শিক্ষাই আপনাদের দেশবাসীকে দিতেছেন!

আমি অনেকবার দেখিয়াছি যে, অনেক শিক্ষিত লোকে জানিয়া তাঁহার পুত্রকে ও আত্মীয় পরিজনবর্গকে ধুমপান করিতে দেন। কলিকাতায় অনেক সাহেবী মতাবলম্বী লোকে পিতা পুত্রে এক সঙ্গে ধুম পান করেন। একেই বলে সভ্যতা? ইংরেজ হৃদয়ের গুণ গুলা লইতে পারিলে না, কিন্তু দোষটি ঠিক লইয়াছ ত? তাহাতে কোনও প্রকার লজ্জা নাই। বীরত্ব, স্বদেশ প্রেমিকতা অধ্যবসায়, কর্ম্মে আসক্তি, জ্ঞান শিক্ষা কত পরিমাণে নিজস্ব করিয়া লইয়াছ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? শুধু গভর্ণমেণ্টের নিকট স্বাস্থ্যের জন্য আবেদন চলিতেছে! দেশে বড়ই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, একটা Commission বসুক ইত্যাদি মন্তব্য প্রায় কাগজে দেখিতে পাই, কিন্তু তোমরা নিজেরা কি করিতেছ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? স্বাস্থ্য বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা ত অনেক বড় কথা হইল, তাহাত কেহ করিবেই না, বরং দেশে কিসে রোগ হইবে, তাহার নানা প্রকার প্রণালী বাহির করিয়া দেশের ও দশের সর্ব্বনাশের প্রশস্ত পথ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছেন। অনেক কথা বলিলাম, ইচ্ছা হইলে মার্জ্জনা করিবেন।

লণ্ডনের চক্ষুর বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার জর্জ্জ ক্রিটুচেট্ বলেন যে তিনি অসংখ্য লোককে কেবল ধুমপান জনিত অন্ধতার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা করিয়াছেন।

যুক্তরাজ্যের ম্যাস্যাচুসেট্স্ প্রদেশের পাগলাগারদের ডাক্তার উড্ওয়র্ডি বলেন যে, ধুমপানে যে লোক পাগল হয়, সে কথায় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। উক্ত প্রদেশের বিখ্যাত ডাক্তার স্থাথান বলেন যে, ধুমপানে মানুষের বিবেক ও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। পাশবিক ভাবটা মানুষের অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোষ্টেন নগরের ডাক্তার ও এম, ষ্টোন বলেন যে ধুমপায়ী যখন কোন malignant রোগে ভুগিতে থাকে, তখন তাহার আরোগ্য লাভের আশা শতকরা ৫০ ভাগ কম বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। ডাক্তার কাওএন আবার এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন—

Next to transmitted tendencies the use of tobacco is the great cause of both moderate and excessive alcohol drinking" ডাক্তার উইলার্ড পার্কের মত এই।

মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বলেন যে তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মদ্য অপেক্ষা ধুমপানে অনিষ্ট বেশী হইয়া থাকে তাঁহাদের মত যে ধুমপানে যত শীঘ্র যুবক ও অল্পবয়স্ক বালকদের শরীর পতন হয়, এত শীঘ্র সুরাতে হয় না। তাঁহারাও বলেন যে, এই কুঅভ্যাস ক্রমে পানদোষে পরিণত হয়।

বোধ এই সকল প্রমাণই যথেষ্ট। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, ধুমপানে আমাদের কিরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিঃ

—ঃওঃ—

ভারত-রক্ষা আইন।

গত ১৯এ মার্চ্চ দিল্লীনগরে গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় একখানি আইন প্রণীত হইয়াছে।

বৃটিস রাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে সর্ব্বসাধারণকে নির্ব্বিঘ্ন ও বৃটিস ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য এবং যুদ্ধারম্ভের পর ভারতের কোন কোন স্থানে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল স্থলে বিশেষ শ্রেণীর মোকর্দ্দমায় বিচার দ্রুত নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই আইন যত কাল যুদ্ধ থাকিবে, তত দিন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ৬ মাস কাল প্রচলিত থাকিবে। এই আইনের ২য় ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, এই আইন অনুসারে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়ম করিতে পারিবেন।

১। শত্রুপক্ষের সংবাদ দেওয়া বা সংবাদ দিবার জন্য কোন খবর সংগ্রহ করা নিবারণ।

২। বৃটিস রাজের সৈন্য ও জাহাজ রক্ষা বৃটিস সৈন্য বা বৃটিসের মিত্র শক্তির সফলতা লাভে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য কোন মতলব করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বা শত্রুর সাহায্য করিবার চেষ্টা নিবারণ করা।

৩। মিথ্যা সংবাদ প্রচার বা যে সকল সংবাদে ভয় বা রাজার প্রতি অভক্তি জন্মাইবার অথবা ব্রিটিস রাজ্যের সহিত বিদেশী রাজাদের সৌহৃদ্যের বিঘ্ন অথবা বৃটিস রাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা, তাহা নিবারণ করা।

৪। রেলওয়ে, বন্দর, জাহাজনির্ম্মাণস্থান, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, গ্যাস, বিদ্যুতালোক ও জল সরবরাহের কারখানা, জলাশয়, যাতায়াতের পথ রক্ষার জন্য সিবিল অথবা মিলিটারী কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষমতা দান।

৫। জল বা স্থল সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে জলযুদ্ধ বা স্থলযুদ্ধের জন্য কোন স্থাবর অস্থাবর ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা বা তাহার কোন অংশ রক্ষার জন্য যে কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোন আদেশ বা কার্য্য করিবার অনুমতি দান।

৬। যদি সিবিল বা মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ সন্দেহ করিবার কারণ হয় যে, কোন ব্যক্তি সর্ব্বধাধারণের নির্ব্বিঘ্নতার ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করিয়াছে করিতেছে বা করিবার উদ্যোগ করিয়াছে; তাহা হইলে সিবিল মিলিটারী কর্তৃপক্ষকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হইবে, যাহাতে তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ, বাস বা অবস্থিতি করিতে না পারে, বা তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ ব্যক্তি বাস বা অধস্থিতি করিতে বাধ্য হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি এমন ভাবে চলা ফেরা করিবে এমন কার্য্য করিতে নিবৃত্ত থাকিবে, তাহার দখলের বা তাহার অধীন সম্পত্তি সম্বন্ধে এমন কার্য্য করিবে, যেরূপ কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ করেন।

৭। বিস্ফোটক দ্রব্য, দাহ্যপদার্থ, অস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ রাখা সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বা নিষেধ।

৮। ব্রিটিশ রাজ্যেরসৈন্যদের শিক্ষা বা শাসনের বিঘ্ন জন্মিতে পারে, এমন কার্য্য নিবারণ ব্রিটিশরাজ্যের সৈন্যদের রাজভক্তি নষ্ট করিকার চেষ্টা নিবারণ, মিলিটারী ও পুলিশের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লোককে নিষেধ করা।

৯। সিবিল বা মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষের যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার হেতু থাকে যে, কোন স্থান সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা বা বৃটিশ ইণ্ডিয়া রক্ষার হানিকর কোন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, তবে তাহাদিগকে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহা তল্লাস করিবার এবং ঐ কার্য্যের সহায়ক বলিয়া যাহা মনে হইবে, তাহা ধরিবার ক্ষমতা দান করা হইবে।

১০। এই ধারানুসারে যে নিয়ম করা হইবে, যে সকল ব্যক্তি তাহা ভঙ্গ করিবে বা যাহাদের ভঙ্গ করিবার সম্ভবনা তাহাদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে র সকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

১১। এই ধারানুসারে যে সকল নিয়ম প্রণীত হইবে, তাহার ভঙ্গ নিবারণের জন্য সরকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং যাহারা নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে কেহ শাস্তি হইতে রক্ষার চেষ্টা করিলে তাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্ধারণ।

১২। শত্রুকে সাহায্য করা বা যুদ্ধের সফলতায় বিঘ্ন জন্মান নিবারণ।

এই ধারার নিয়ম ভঙ্গ করিলে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। যদি কেহ বৃটিশরাজের শত্রুকে সাহায্য বা বৃটিসরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে নিয়ম ভঙ্গ করে, তবে তাহার প্রাণ দণ্ড, যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর বাস দণ্ড এবং ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড এবং তৎসঙ্গে অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে এই দ্বিতীয় ধারানুসারে যে সকল নিয়ম প্রণীত হইবে, তাহা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইলে এই আইনের বিধি রূপে গণ্য হইবে।

৩য় ধারার ১ম প্রকাশ। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট লিখিত অনুজ্ঞা দ্বারা এই আদেশ করিতে পারিলেন যে, ২য় ধারানুসারে যে সকল নিয়ম প্রণীত হইবে, যে তাহা ভঙ্গ করিবে, অথবা যে এমন অপরাধ করিবে, প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর দণ্ড বা ৭ বৎসর কারাদণ্ড যাহার শাস্তি অথবা যদি অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্র করে বা করিবার সহায়তা করে বা যে এইরূপ অপরাধ করিবার বা তাহার সহায়তা করিবার চেষ্টা করে, তাহার বিচার এই আইনানুসারে নিযুক্ত কমিশনারদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে।

১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে যে সকল লোকের মোকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে, অথবা ১৯০৮ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন বিধি অনুসারে যে সকল লোকের মোকদ্দমা বিচারের হুকুম দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কমিশনারদের দ্বারা বিচারে আদেশ দিতে পারিবেন না। কিন্তু ৩য় ধারার ১ম প্রকরণে উল্লিখিত অপরাধ অন্য যে সকল লোক করিতেছে তাহা এই আইন পাশের পূর্ব্বেই হউক কি পরে হউক, তাহাদের বিচার কমিশনরের দ্বারা করান যাইতে পারিবে।

৪ ধারা। প্রদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই আইনানুসারে অপরাধের বিচারের জন্য কমিশনার নিয়োগ করিবেন।

এই আইনানুসারে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে, তাহা ৩ জন কমিশনারের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। কমিশনারদের অন্যূন ২ জন এমন লোক হইবেন, যাঁহারা অন্যূন ৩বৎসর কাল সেসন জজ বা অতিরিক্ত সেসন জজের কার্য্য করিয়াছেন অথবা যাঁহারা হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য, অথবা ১০ বৎসরের অভিজ্ঞ চীফ কোর্টের এডভোকেট বা উকীল।

৫ম ধারা। আসামীদিগকে কমিশনরদের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে না, কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই বিচার আরম্ভ করিবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটেরা ওয়ারেণ্ট মোকর্দ্দমার বিচার যে প্রণালীতে করেন, ১৮৯৮ সালে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সেই বিধান অনুসারে কমিশনারগণ মোকদ্দমার বিচার করিবেন কিন্তু তাঁহাদের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে।

যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহিত হইবে, তাহার মর্ম্ম মাত্র কমিশনারগণ লিখিয়া রাখিবেন। কেবল সুবিচারের জন্য মোকর্দ্দমা মুলতবি রাখিতে পারিবেন, অন্য কোন হেতুতে মুলতবি রাখা হইবে না।

কমিশনারদের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত প্রবল হইবে।

৬ ধারা। কমিশনারদের হুকুমের বিরুদ্ধ আপীল হইতে পারিবে না। এই আইনানুসারে যদি কোন আসামীর বিচার আরম্ভ হয় এবং বিচারকালে যদি দেখা যায় যে, আসামী ৩ ধারায় বা সেই ধারার অনুজ্ঞানুযায়ী কোন অপরাধ করিয়াছে, তবু কমিশনারগণ তাহার বিচার করিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে পারিবে না।

এই আইনের বিধানের সঙ্গে ফৌজদারী কার্য্য বিধির যে সকল বিষয়ে অমিল হইবে, তাহা কমিশনারদের প্রণালীর উপর খাটিবে না।

কমিশনারগণ যে দণ্ড দান করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু গবর্ণর জেনারল বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সে দণ্ড সম্বন্ধে যথোচিত হুকুম দিতে পারিবেন।

ভারতরক্ষা আইন।—১৯এ মার্চ্চ ভারত রক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ২২এ তারিখ ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর বিভাগের লাহোর, অমৃতসর, শিয়ালকোট ও গুর্জ্জনওয়ালা, জলন্ধর বিভাগের কাঙ্গরা, হুসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, জলন্ধর ও ফিরোজপুর জেলা এবং মুলতান, ঝাঙ্গ, লায়ালপুর মণ্টগোমারি, ডেরাগাজি খাঁ ও মজফরগড় জেলায় উহার প্রচলন হইয়াছে।

—০—

নানাকথা।

লবণের মূল্যবৃদ্ধি। বিদেশী লবণের আমদানী হ্রাস হওয়াতে লবণের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। ১৯১৪ সালের ৩১ এ অক্টোবর লিভার পুলের ১০০ মণ লবণের মূল্য ৫১৷৵০ ৩১ এ ডিসেম্বর তাহা ৮৬ টাকা মূল্যে বিক্রিত হইয়াছে।

বাণিজ্য সংবাদ।

জোঁকের চালান।

এক প্যারিসেই পূর্ব্বে ৫২ কোটী জোঁক ব্যবহৃত হইত; এখন আর তেমন হয় না। তবু ইউরোপে জোঁকের কাটতি খুব বেশী। যুদ্ধারম্ভের পরে ইউরোপের যে সব স্থানে জোঁক জন্মে, সে সব জায়গা হইতে চালান বন্ধ হইয়াছে! ইদানীং ভারতবর্ষ ইউরোপকে জোঁক সরবরাহ করিতেছে। ভারতবর্ষীয় জলৌকা ও বিলাতী জোক এক জাতের নহে। ভারত হইতে বিলাতে দীর্ঘ নৌযাত্রায় ভারতীয় জোকগুলি একটুও ক্ষীণ হয় না। জোক বিক্রীর টাকাটা বেলজিয়ান্ রিলিফ্ ফাণ্ডে দেওয়া হইতেছে।

ভারতের শিক্ষা।—গত মঙ্গলবার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ভারতের আয় ব্যয়ের সমালোচনা হইয়াছিল। মিঃ সার্প শিক্ষা সম্বন্ধীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এবার টাকা নাই সুতরাং কোন

নূতন কার্য্যের জন্য দান করা হয় নাই। ১৯১২ সনের মার্চ্চ হইতে ১৯১৪ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৩ বৎসর ছাত্রসংখ্যা ৭,৩৭,৪২৭ ও ব্যয় ২ কোটী ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে।

—ঃ০ঃ—

বসন্তরোগের প্রতিষেধক।

প্রাতঃকালে খালিপেটে উচ্ছে পাতার রস ৵০ কাচ্চা ও কাঁচা হরিদ্রার রস এক কাচ্চা একত্র মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া ৭ দিবস সেবন করিলে একবৎসরের জন্য বসন্তের প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। আমাদের বাড়ীতে ও আত্মীয়গণের বাড়ীতে আমরা ইহা প্রতিষেধক স্বরূপ ব্যবহার করিতেছি।

আমি একটী ঔষধ জানি। ইহাদ্বারা বহু' লোককে আরোগ্য করা হইয়াছে, সকল রোগীকেই বহুবৎসর যাবত বিনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে, এবং এ বৎসরও তদ্রূপ দেওয়া হইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। পাছে ইহা দ্বারা কেহ কোন ব্যবসা করেন, এই ভয়ে ঔষধটীর প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করা হইতেছে না।

যদি কেহ বিশ্বাস করিয়া ইহা ব্যবহার করেন তবে ইহার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারিবেন ইহা সেবনে কোনও জ্বালা যন্ত্রণা, বা উদ্বেগ হয় না। তিন দিবস সেবনে আরোগ্য হয়। কলিকাতাবাসীর সুবিধার জন্য কিছু ঔষধ "১৩৪ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা" এই ঠিকানায় সত্বরই পাঠান হইতেছে। এই ঔষধ পূর্ব্বে ই সকলেরই বাড়ীতে রাখা বাঞ্ছনীয়। গুটী পাকার পূর্ব্বে যে কোন সময় ইহা ব্যবহার্য্য। কলিকাতায় উক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকট ইহা পাওয়া যাইবে।

শ্রীরজনী কুমার রায়,
১০নং নবরায়ের লেন, নবরায়ের বাড়ী, ঢাকা।

স্বদেশী শিল্পের সাহায্য।—গত মঙ্গলবারের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে পণ্ডিত মদন মোহন মালবী এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে স্বদেশী শিল্পের সাহার্য্যার্থ ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হউক। মিঃ গজনবি রায়' সীতানাথ রায় বাহাদুর, কাশী মসজগরের মহারাজা নশীপুরের মহারাজা ও মিঃ এবট উহার সমর্থন করেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব মিঃ ক্লার্ক বলেন, নূতন ট্যাক্স বসাইয়া ১২লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে কি কেহ রাজি আছেন? শিল্পে উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য করা ভাল নয়।

১৪ জন সভ্য প্রস্তাবের পক্ষে ও ৩৬ জন বিপক্ষে মত দেওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

—ঃ—

জাপানী বাড়ীঘর এবং আচার ব্যবহার।

জাপান দেশের বাড়ী ঘর সচরাচর এক তালা ও কাঠ দিয়া তৈয়ার করা হয়। কাঠ দিয়া বাড়ী করিবার একটি কারণ এই যে, ভূমিকম্প হইলে বাড়ী চাপা পড়িয়া মরিবার ভয় থাকে না। দেশের সর্ব্বত্র বাড়ী ঘর একই প্রকারের।

আমাদের দেশে মাটিতে খুঁটী পুতিয়া, সেই খুঁটীর উপর লোকে ঘর বাঁধে, কিন্তু জাপান দেশের সাধারণ ঘর মাটির উপরে এক প্রকার বসান। বড় বড় পাথরে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে খুঁটী পোতা হয়; আর পাথর গুলি মাটিতে বসাইয়া রাখা হয়। এই খুঁটির উপর লোকে ঘর বাঁধে। ঘরের চাল খড়ের, তক্তার বা খোলার, কিন্তু বিলক্ষণ ভারী। এই প্রকার চাল মজবুত তীর আড়ার উপরে থাকে। আমাদের দেশের খড়ের, ও আসাম দেশের উলু খড়ের আটচালার মত ইহাদের ঘরেও বারান্দা থাকে। এদেশের ঘরে স্থায়ী দেওয়াল নাই, চারিদিক খোলা। কিন্তু কলিকাতার দোকান ঘর যেমন তক্তা দিয়া রাত্রে বন্ধ করা হয়, ইহারা তেমনি কতকগুলি তক্তা দিয়া রাত্রে ঘর বন্ধ করে। তক্তা গুলি দিনের বেলায় কাঠের বাক্সে রাখিয়া দেওয়া হয়। গ্রীষ্ম কালে ঘর খোলাই থাকে। শীতকালে দিনের বেলা তক্তা না দিয়া, এক প্রকার পাতলা কাগজ দিয়া রাখে, সেই কাগজ কতকটা কাঁচের মত, বাহিরের সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজের পর্দ্দা দিয়া ঘরে কুঠরী করিয়া লওয়া হয়, এই পর্দ্দার কাগজ উপরে ও নীচে কুঁচি করা। এই পর্দ্দা গুটাইয়া এক পাশে রাখিলেই ঘর খানি একটা বড় কুঠ্রী হইয়া পড়ে।

যে কুঠরীতে লোকে বাস করে ও রাত্রে শুইয়া থাকে, সেই কুঠরীতে লোকে থাকে এক প্রকার পাটা বা মাদুর পাতে। এই মাদুর তিন হাত লম্বা, দুই হাত চওড়া, এবং চারি আঙ্গুল পুরু। কলিকাতায় ইংরেজদিগের ঘরে যেমন লম্বা লম্বা মাদুর জুড়িয়া পাতিয়া দেওয়া হয়, ইহারাও তেমনি ঐ মাদুর দ্বারা কতকগুলি পরস্পর জুড়িয়া ঘরের মেঝিয়াতে পাতিয়া দেয়। এই প্রকার মাদুর দ্বারা ঘরের লম্বাই উড়াই মাপ হইয়া থাকে। আমরা বলি, এক রশি, দুই রশি; উহারা বলে, অমুক ঘরের মেঝিয়া দুই মাদুর লম্বা। রান্নাঘরে, ও ঘরের যেখান দিয়া যাওয়া আসার পথ, সেখানটায় তক্তা পাতিয়া দেয়, সে সকল তক্তা খুব পরিষ্কার।

দোতালা বাড়ীও আছে। সচরাচর বাড়ীর সম্মুখের ভাগ এক তালা, আর পিছনের দিকটা দোতালা, কাজেই সম্মুখের চাল নীচু, আর মাঝখানের মটকা উচু, সকলের পিছন দিকে দোতালা। বাড়ীর

ভিতর দিকের ঘরগুলি ভাল, আর বাড়ীর পিছন দিকেই বাগান, সম্মুখের দিক নহে।

রাত্রিকালে তক্তাগুলি সারি সারি বসাইয়া দিয়া, আমাদের দেশের দোকান ঘরের মত হুড়কা দিয়া বন্ধ করা হয়। দরজা এক একবার বন্ধ হইয়া গেলে যদি কেহ আসে, এবং ঘরে প্রবেশ করিতে চাহে, সে তক্তার কাছে দাঁড়াইয়া, বলে, "তাই ত, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এ হইল ভদ্রতার কথা, কেহ যদি এতটা ভদ্রতার পরিচয় না দিতে চাহে, তবে বলে "অহে, অহে" তা ছাড়া হাততালি দেয়, আমাদের মত কড়া নাড়ে না। ঘরের ভিতর যাহারা থাকে, তাহারা কেহ আসিয়া দরোজা খুলিয়া দেয়।

আমাদের পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থের বাড়ীতে যেমন মেজ, চৌকি ইত্যাদি ইংরেজী ধরণের তৈজস পত্র নাই, জাপানের এই প্রকার বাড়ীতেও তেমনি ও সকল জিনিস নাই। ঘরের মেঝিয়াতে চাটাই বা মাদুর পাতা থাকে, লোকে তাহাতেই শোয়, তাহাতেই বসে। বোধ হয় আমাদের মত তক্তাপোষ উহাদের নাই। আমাদের দেশে, ছবিতে বুদ্ধদেব যেমন যোগাসনে বসিয়া আছেন, লোকে তেমনি যোগাসনে বসে, আর তাহাই ভদ্রতার পরিচায়ক, কিন্তু জাপান দেশের লোকে, হাঁটুতে ভর দিয়া, নামাজ পড়িবার সময়ে মুসলমানেরা যেমন করিয়া বসে, তেমনি করিয়া বসে। লোকে খড়ম পায়ে দেয়, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ কালে খড়ম বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া আইসে, ইহা করাতে মেঝিয়ার মাদুর অপরিষ্কৃত হয় না। বলা বাহুল্য এ সমস্ত হিন্দুগণেরই ব্যবহার।

ইংরেজদিগের, বা আজি কালিকার বাঙ্গালি সাহেবদিগের মত জাপানীরা টেবিলে বাসন রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া আহার করে না। মাদুরে বসিয়া থালার মত বড় বাসনে ভাত তরকারি সমস্ত লইয়া, আহার করে। আমাদের মত তক্তাপোষও নাই, রাত্রিকালে লেপ বিছানা মাদুর পাতিয়া লোকে শুইয়া থাকে। খাঁজ কাটা কাঠের বালিসে কাগজ বা তুলার গদির মত বাধিয়া তাহারই উপর ঘাড় রাখিয়া লোকে শোয়। সময়ে সময়ে মশার উৎপাতও হইয়া থাকে, তখন লোকে, আমাদেরই মত মশারি খাটায়।

আমাদের পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থের গৃহে যেমন আগুনের মালসা ও তামাকের ডিবা না থাকিলেই চলে না, জাপান দেশের গৃহস্থেও ঘরে তেমনি ঐ দুইটাই থাকা চাই, তবে কথা এই, আমাদের মত গুড়ুক তামাক উহারা খায় না, তাই এক খানা সরায় বা বাসনে করিয়া শুখা তামাক রাখে। আর উহারা যে পাত্রে আগুন রাখে, তাহা আমাদের মালসার মত নহে। একটী পিতলের বগুনা ভিতরে মাটির পুরু লেপ দেওয়া একটি কাষ্ঠের বাক্সে করিয়া উহার কাষ্ঠের কয়লা দিয়া আগুণ করে, আর সেই আগুন ছাই চাপা দিয়া রাখে। আমাদের তুষ ও ঘুঁটিয়া ভরা আগুনের মালসাও নিন্দার জিনিস নহে। উহারা ঐ আগুনে চুরুট বা তামাকের পাইপ ধরায়, আবার শীতকালে আগুন পোহায়, তবে কাশ্মীরের লোকদের মত আগুনের মালসা বোধ হয় কোলে করিয়া বসিয়া থাকে না। তামাকের বাসন কতকটা ঐ প্রকার বটে, কিন্তু একটু ছোট।

জাপান দেশের লোকেরা ঘরের মেঝিয়ার মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তের ভিতর দিকটা শক্ত মাটী দিয়া খুব পুরু করিয়া লেপিয়া দেয়। এই গর্ত্তে কাঠের কয়লা দিয়া আগুন করে, সেই আগুনে ছাই চাপা দেয়। শীতকালে বাড়ীর সকলে লেপ বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া, এই আগুনের কুণ্ড ঘেরিয়া বসে। আমাদের দেশে ও পল্লী গ্রামে লোকে খড় বা আর কিছু দিয়া আগুন করিয়া শীত কালের রাত্রিকালে মিলিয়া আগুন পোহায়।

গৃহসজ্জার প্রধান সামগ্রী নানা প্রকার চীনা বাসন, অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত পর্দা, নানা প্রকারের কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত জিনিস।

লোকে রাত্রি কালে ঘরে মোম বাতি বা প্রদীপ জ্বালে, কাগজের অতি সুন্দর লণ্ঠন ও অনেকের ঘরে আছে। এই লণ্ঠনের তৈলের প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্বলে, ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীতেও এই লণ্ঠন থাকে। আজ কাল কেরাসিন তৈলের দীপও বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইতেছে। একটা কুঠরী ঠাকুর ঘর, এই কুঠরীতে একটী বেদী আছে। তাহাতে ছোট ছোট চাকৃতি আছে, সেই চাকৃতিতে নানা দেবতার ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম লিখিত আছে। এই খানে বসিয়া বাড়ীর কর্ত্তা, বৈদিক কালের হিন্দু গৃহপতির মত, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

জাপান দেশে যাহার বাড়ীতে জায়গা আছে, তাহারই বাড়ীর পিছন দিকে ছোট বা বড় বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বাগানে "টবে" করিয়া নানা প্রকার ফুলের গাছ রাখা হয়,—বেশি নহে। কিন্তু এই প্রকার বাগানে প্রায়ই একটী করিয়া ছোট পুষ্করিণী (বোধ হয়, আমাদের ডোবার মত,) তাহার উপর অতি সুন্দর ও ছোট ছোট পুল থাকে। আবার পাথরের চাপ পাহাড়ের আকারে সাজাইয়া রাখা হয়। এই বাগানে অনেক গাছপালা থাকে, কিন্তু সে গুলি ছাঁটিয়া দেওয়াতে বেশি বাড়িতে পায় না। পুষ্করিণীতে নানা প্রকার মাছ থাকে। কোন কোন গাছ বাড়িতেও দেওয়া হয়।

ইউরোপীয় লোকেরা জাপান দেশের বাড়ী পছন্দ করেন না, তাঁহাদের বিবেচনায়

জাপানী বাড়ী আরামদায়ক নহে। এই সকল বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন কুঠরী না থাকাতে অনেক বিষয়ে অসুবিধা হয়। শীত কালে ঘরের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস আইসে। আবার দিবা ভাগে বৃষ্টি হইলে ঘরের এক দিক বন্ধ করাতে ঘর অন্ধকার হইয়া থাকে। যাহাদিগের এই প্রকার গৃহে বাস করা অভ্যাস হইয়াছে তাহাদের তত কষ্ট বোধ হয় না। আমাদের দেশের আধুনিক ধনবান লোক-দিগের মত, জাপানের সৌখীন লোকেরা ও বিলাতী ধরণে বাড়ী তৈয়ার করাইতেছেন।

আমাদের পল্লী গ্রামের খড়ের ঘরে যেমন আগুণ লাগিবার ভয়, জাপান দেশের ঘর খড়ের ও কাঠের বলিয়া আগুণ ঘন ঘন লাগিয়া থাকে। ঘরে আগুন লাগাতে অনেকে বয়সের মধ্যে সাত আট বার কষ্ট পায়। রাস্তায় প্রায় দেখা যায়, এক খানা কম্বল, একটা সিড়ি, সিঁড়ির নিকটে একটা ঘণ্টা ঝুলিতেছে। এই সিঁড়িতে উঠিয়া লোকে দেখে, গ্রামের কোথায়ও আগুণ লাগিয়াছে কি না, লাগিলে অমনি ঘণ্টা বাজাইতে থাকে। বাড়ী হইতে একটু দূরে, মহাজন ও অন্য ধনবান লোকেরা খুব পুরু দেওয়াল দেওয়া ঘরে বা গুদামে আপনাদের দামী জিনিস পত্র রাখিয়া দেয়।

দূরবর্ত্তী উচ্চ স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে জাপান দেশের গ্রাম চালে চালে সংলগ্ন এক রাশি খড়ের ঘর মাত্র। কেবল খড়ের বা খোলার চাল, এবং মধ্যে মধ্যে শাদা শাদা গুদাম মাত্র চক্ষে পড়ে, আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বিচিত্র কারুকার্য্য যুক্ত ছাদ বিশিষ্ট বৌদ্ধ মন্দির লোকের বাস ঘর অপেক্ষা একটু উচ্চ, বটে কিন্তু চূড়া যুক্ত যে প্রকার বৌদ্ধ মন্দিরকে ব্রহ্ম দেশে পাগোদা বলে, সেপ্রকার মন্দির খুব কম, কিন্তু পাগোদার চারি দিকে বিস্তর উচ্চ বৃক্ষ থাকাতে দূর হইতে মন্দির গুলি ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, গ্রামের স্থানে স্থানে অনেক বৃক্ষাদি আছে, সে গুলি দেখিতে সুন্দর। যদি সময় ও সুবিধা হয়, তাহা হইলে আর একবার জাপানের কথা বলিব ইচ্ছা রহিল।

—০—

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

FRICKLE LOTION.

ব্রণের আরক

(আমেরিকান)

No 6

Sulpho-carbolate of zinc	1oz.
Glycerine	12oz.
Rose water	12oz.
Spt. Neroli	1oz.
Al chohal	3oz.

একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্রণদুষ্ট মুখে দিবসে ২ বার লাগাইতে হইবে, অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ১ ঘণ্টা লাগাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পর শীতল জলে মুখ ধুইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ কিছুদিন ব্যবহারে ব্রণ হইবে না, এমন জিনিসের বাজারেও আদর হইতে পারে।

Druggists circular—নামক একখানি কাগজে আমরা নিম্নলিখিত ঔষধটি ব্রণের পক্ষে হিতকর বলিয়া দেখিয়াছিলাম। ইহা নিরাপদ এবং নির্দ্দোষ দ্রব্য সমূহে প্রস্তুত।

অ্যামন ক্লোরাইড্	১ড্রাম
পরিশ্রুত জল	৭ আউন্স
কলোঞ্জ ওয়াটার	২ ড্রাম

ইহাও উপরোক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয়।

HARNESS OIL.

ঘোড়ার সাজের তৈল।

আস্ ফাল্টম	২আঃ
মৌ মোম	৩আঃ

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া অগ্নি হইতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ আউন্স লাম্পের খুব ভাল ভুঁষা এবং আধ ড্রাম প্রুসিয়ান ব্লুর সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইয়া খুব ঘুটিতে থাক, তাহার পর ইহাতে Neatfoo toil মিশাইয়া পাতলা করিয়া লও। ইহা কাল চামড়ার ঘোড়ার সাজের উৎকৃষ্ট তৈল।

BEST HAIR WASH FOR BALD HEAD.

টাক বিশিষ্ট মস্তিষ্কের ঔষধ।

ইহার দ্বারা টাক নষ্ট হইয়া চুল গজাইয়া থাকে।

টাটকা ক্যান্থারাইড্ চূর্ণ	২ হইতে ৩ ড্রাম,
ফুটন্ত জল	১ পাইন্ট

একটা পরিষ্কার পাত্রে উপরোক্ত ২টী একত্রে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ, এবং মধ্যে মধ্যে আলোড়িত করিয়া দাও। যখন শীতল হইয়া যাইবে, তখন তাহার জলীয় অংশ ঢালিয়া লও এবং ক্যান্থারাইডিসের শিটে-গুলিও নিংড়াইয়া তাহার সমস্ত জলীয় অংশ বাহির করিয়া লও। ইহাতে সামান্য Spt. of Rose merry বা Thyme মিশাইয়া লইলে উত্তম সৌরভময় হইবে। এই জলীয় অংশ চুলের গোড়ায় দিয়া মস্তক ধৌত করিলে প্রচুর কেশ গজাইয়া থাকে।

সায়েন্টীফিক আমেরিকা

KRUGAR'S ZINK ENGRAVER.

ক্রুগারের দস্তার উপর খোদাই করিবার লোশন।

Nitric acid	১ ভাগ
জল	১০ ভাগ

দ্বিতীয় প্রকার।

সলফেট অফ্ কপার	২ ভাগ
ক্লোরাইড্ অফ কপার	৩ ভাগ
জল	৬৪ ভাগ
মিউরিটিক এসিড	৮ ভাগ

এই সলুইশনে দস্তার পাত চুবাইলে ক্ষয় হইয়া যায়। কোন জিঙ্কের উপর খোদাই করিতে দস্তার শীট্ খানায় প্রথমে মোম্ বা লিথো-গ্রাফের কালী দ্বারা লিখিয়া শুষ্ক হইলে এই সলুইশনে ডুবাইলে দস্তার আশে পাশে সমস্তই সমান ভাবে খাইয়া যায়, এবং লিখিত অংশ গুলি উচু হইয়া উঠে। এই প্রক্রিয়ায় জিঙ্কের ব্লক প্রস্তুত হইয়া ছাপাখানায় ছাপা হয়। ইহাকে প্রোসেস্ ব্লক কহে। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় এই এচিং সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব বলিয়া অদ্য আমরা এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে বিরত থাকিলাম।

—০—

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

১। বন্ধ্যারোগে—

(অ) আলকুসীর শিকড় ও কয়েতবেলের শাঁস গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া স্ত্রীকে পান করিতে দিলে পুত্র সন্তান হয়।

(আ) অশ্বগন্ধার কষায় দুগ্ধসহ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে গব্য ঘৃত দিয়া ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে প্রাতঃকালে খাওয়াইলে বাধকের দোষ দূরীভূত হইয়া গর্ভ ধারণ ক্ষমতা জন্মে।

২। অনেকের স্ত্রী অনবরত প্রসব করিয়া রুগ্ন হইলে নিম্নের ঔষধ সেবন করাইলে আর গর্ভ হইবে না, ঋতু সময়ে পিপুল, বিড়ঙ্গ ও সোহাগার খৈ এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধসহ পান করিলে স্ত্রীর কখনই গর্ভ সঞ্চার হইবে না। ঐ সময়ে জবা ফুল কাঁজিতে বাটিয়া তিন দিন খাওয়াইবার সময় ৮ তোলা পুরাণ গুড় খাইলে গর্ভ হয় না।

পোষ্টাই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি—আলকুসির বীজ, ত্বকরহিত ১ পোয়া কার্পাসবীজ, ১ পোয়া বাদাম, ১ ছটাক, বাবলার গঁদ ১ ছটাক, তালমাখানা ॥• পোয়া, রহমন্ (সফেদ) ১ ছটাক, ঐ (সুরুখ) ১ ছটাক, রক্তচন্দন ১ ছটাক শ্বেতচন্দন ১ ছটাক, সফেদ মুসুলী (তালমূলী) ১ ছটাক, সকাকুল মিশ্রি ৪ তোলা, সালেম মিশ্রি ৩ তোলা, তুকমালঙ্গা ১ ছটাক, পেস্তা ২ ছটাক, কিসমিস ২ ছটাক গব্য ঘৃত ১ সের, চিনি ২ সের চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া অল্প ভাজিয়া চিনির রসে পাক করিয়া মোহনভোগের ন্যায় প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ তোলা, আধসের দুধ সহ। বালক দিগের ইহার সিকি।

আমাশয়ের পেট কামড়ানি—জোয়ান বাঁটিয়া তাহার রস দিয়া অগ্নিকুমার রস সেবন করিলে ইহার উপশম হয়।

ঘুসঘুসে জ্বরে—পলতা ২ তোলা, নিমের ছাল ২, বাসক ২, বনশসা ২, গুরিচ ২, চিরেতা ২, ধনে ২, ইন্দ্রযব ২, লাল চন্দন ২, সাদা চন্দন ২, পিপুল ২, ধনপাপর ২, মবু ২, মোট ২৬ তোলা, সমস্তগুলি কুটিয়া মিশাইবে। তাহার পর ১১ ভাগ করিয়া পুরিয়া বাঁধিবে। ১ পুরিয়া আধ সের জলে রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতে মাটির হাঁড়িতে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইবে।*

কোষ্টবদ্ধতা।—

(১) গুলকন্দ রাত্রে ১ তোলা। (২) মনক্কা আধসের আনিয়া তাহার বীজ বাহির করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুখাইয়া খলে কুটিবে। শয়নের পূর্ব্বে রাত্রে অল্প পরিমাণে সেবন করিবে। এডুকেশন গেজেট।

* সেবনের পরিমাণ দেওয়া উচিত ছিল।
কাঃ সঃ

Mothers Page.

জননীর অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা।

উদরাময়ের সময় শিশুকে দুগ্ধ দেওয়া উচিত নয়।

একবারের পরিত্যক্ত দুগ্ধ অন্যবার খাওয়ান উচিত নয়।

শিশুকে বাসি, মাটা তোলা বা ঘন দুগ্ধ দেওয়া উচিত নয়।

যথা সম্ভব পেটেন্ট ফুড খাওয়ান উচিত নয়।

লম্বা নলযুক্ত ফিডিং বোতল ব্যবহার করান উচিত নয়।

শিশুর মুখে রবারের চুষি দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে দন্ত বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

খাওয়ানর পর শিশুকে দোল দেওয়া উচিত নয়।

প্রত্যেকবার কাঁদিলেই শিশুকে খাওয়ান উচিত নয়।

বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্য শিশুকে দেওয়া উচিত নয়।

চিকিৎসকের আদেশ ব্যতীত শিশুকে ঔষধ খাওয়ান উচিত নয়।

সূর্য্যাস্তের পর শিশুকে বাহিরে রাখা উচিত নয়।

মেঝেতে কিংবা প্রবল বাতাসে শিশুকে বসাইয়া রাখা উচিত নয়।

ময়লা মেঝেতে শিশুকে হামাগুড়ি দিতে দেওয়া উচিত নয়।

অপর লোকের সঙ্গে শিশুকে ঘুমাইতে দেওয়া উচিত নয়।

শিশুকে বদ্ধ বায়ু চলাচল হীন গৃহে রাখা উচিত নয়।

শিশুকে আঁটা পোষাক পরান উচিত নয়।

শিশুকে সকল সময় পরিষ্কার ও শুষ্কবস্থায় রাখা উচিত।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য মার্চ্চমাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

শিশুর চক্ষু প্রতিদিন একবার ধৌত করিয়া দেওয়া উচিত।

শিশুকে স্তন্যদানের পর স্তনাগ্রভাগ জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা উচিত।

শিশুর দুগ্ধ প্রস্তুতের পূর্ব্বে হস্ত এবং ব্যবহারের পাত্র, বোতল ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত।

শিশুর দুগ্ধ পরিষ্কৃত পাত্রে করিয়া, পরিষ্কার ও বায়ুপূর্ণ স্থানে ঢাকিয়া রাখা উচিত। তাহা না হইলে ধূলা বা মাছি দ্বারা দূষিত হইবার সম্ভাবনা।

শিশুকে নিয়মিত সময়ে খাওয়ান উচিত।

শিশুকে নিয়মিত ভাবে ঘুমপাড়ান উচিত।

শিশুকে অনেকক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ হইতে ১৮ ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া উচিত।

শিশুকে স্তন্যপান করানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

শিশুকে স্তন্য দেওয়া ও তৎসঙ্গে বোতলে করিয়া ও দুগ্ধ পান করান মন্দ নয়।

মাতার শরীর দুর্ব্বল হইলে বা স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে, কেবল মাত্র বোতলে করিয়া দুগ্ধ পান করানর উপর নির্ভর করা যাইতে পারে।

বোতলে করিয়া দুগ্ধ পান করানর জন্য দুইটী বোতল রাখা উচিত।

বোতল প্রত্যেক বার অদল বদল করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

বোতলের গঠন উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। গঠনের দোষে বোতল পরিষ্কার করার বিশেষ অসুবিধা হয়।

সুস্থ শিশু ১০ হইতে ১৫ মিনিটের মধ্যে স্তন নিঃশেষ করিয়া পান করে। স্বাঃ সঃ

—০—

২৫।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। New Series. APRIL 1915. * নূতন সংস্করণ। এপ্রেল, ১৯১৫। Vol. XI. No. 4.

শিল্পোন্নতিকল্পে

কাসিমবাজার মহারাজের নূতন আয়োজন।

আজ আমরা একটি অতি বাঞ্ছনীয় এবং অতি আবশ্যকীয় সুসংবাদ প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামনায় দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে কাসিমবাজারের মহামান্য মহারাজা বাহাদুর বহু দিনই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উদ্যোগ করিয়া আসিতেছেন, পাঠকগণ তাঁহার বহু সদনুষ্ঠানেরই পরিচয় অবগত আছেন। সম্প্রতি তাঁহারই উদ্যোগে বহরমপুর "সেল্‌ফ সপোর্টিং ইনডাষ্ট্রিয়াল কোং নামক একটী কোম্পানী, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষাগারে হাতে হেতেরে দেশের ছেলেদিগকে কাজ শিখাইয়া এমন সুশিক্ষিত এবং মানুষ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে, প্রত্যেক বালক তাহার পর নিজেনিজে উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। ইহা "Indian Self Supporting Industrial Colonies Association" নামক সভার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়। এই সভার সেক্রেটারী কাপ্টেন্‌ জে, ডবলিউ, পিটাভেল মহোদয় ইহার তত্ত্বাবধারক। মাননীয় কাসিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর ইহার পৃষ্ঠপোষক এবং স্থাপন কর্ত্তা। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত রাখুন, আমরা মুক্তকণ্ঠে ইহাই প্রার্থনা করি।

এই বিদ্যালয়ে কাষ্ঠ, ধাতু, কল কারখানা, ইলেকট্রীকের কাজ, তাঁতের, চামড়ার এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। স্থানান্তরে কাপ্টেন জে, ডব্লিউ পিটাভেল মহোদয় আমাদিগকে যে পত্র দিয়াছেন, আমরা সাদরে অবিকল তাহা প্রকাশ করিলাম, ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠকগণ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। সন্দেহ নাই ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকগণকে আমরা সংক্ষেপে জানাইতেছি যে, এই বিদ্যালয়ে যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ আপনার সন্তানকে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে চাহেন, তাঁহারা অবিলম্বে বহরমপুরে বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করুন, যে সকল বালকের স্বাস্থ্য ভাল এবং পরিশ্রমে সক্ষম, তাহাদের আবেদন সাদরে গৃহীত হইবে। ছেলেদের আহারাদির ব্যয় স্বরূপ মাসিক আট টাকা মাত্র দিতে হইবে, তিন মাস পরেই প্রত্যেক ছাত্র স্ব স্ব ব্যয় সংকুলানে সক্ষম হইবে, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ ইহাই আশা করেন, যদি কোন কারণে বালক তাহা

না পারে তবে নিশ্চয়ই তাহা বালকের দোষে। মহারাজা বাহাদুর ছাত্রদের থাকিবার জন্য সুন্দর স্বাস্থ্যকর বাসস্থান দিয়াছেন।

প্রথমে কতক গুলি উপযুক্ত সুস্থকায় সচ্চরিত্র বালককে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে লওয়া হইবে, প্রথম হইতেই যাঁহারা ফ্রি হইবার প্রয়াসী, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করিয়া এই সুযোগ এবং সুবিধা উপভোগ করিতে পারেন।

দেশের Practical অর্থাৎ হাতে হেতেরে শিক্ষার তেমন কোন রূপ শিক্ষাগার ছিল না, মহারাজা এবং কাপ্টেন পিটাভেল সাহেব মহোদয়ের চেষ্টায় এবং উদ্যোগে বাঙ্গালার সে অভাব আজ পূর্ণ হইতে চলিল, ইহা বাস্তবিকই আমাদের পক্ষে এবং সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষে অভাবনীয় সুসংবাদ সন্দেহ নাই। এখন এদেশের ছেলেদের কর্তৃপক্ষগণ যদি স্ব স্ব সন্তানগণকে শিল্প শিক্ষায় উৎসাহ দান করেন, তাহা হইলেই সোনায় সোহাগা হইবে।

Cossimbazar E. B. S. R.
Bengal.
27th March 1915.

To the Editor "Businessman"

Dear Sir,

Some times ago I sent you a copy of the correspondence between Mr. Gourlay, the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal, the Hon'ble the Maharajah of Cossimbazar and myself on the subject of industrial training establishments to solve the difficult problem, now so much in evidence, of employment of middle class youths offering them good prospects.

A start is to be made at once and I am sending you a copy of the prospectus.

We shall he very much obliged, if you will kindly give some publicity to the matter. We shall be able to do good work only if, by the Press helping us in that way, we obtain suitable pupils and helpers.

I shall be very happy to keep you informed of the developments of this enterprise, if you care to have reports.

Hoping to have your kind help.

I remain, Dear Sir
Yours truly.
J. W. Petavel.

Self-Supporting Industrial Company.

In conjuction with the Indian Self-Supporting Educational Colonies Association.

The object is to form an industrial and educational organisation in which young men and boys will be trained to support themselves and pay for their training by their labour, and in which it is hoped, that they will be able afterwards to remain, earning good remuneration and forming the nucleus of an industrial and agricultural organisation on the co-operative principle. After a year's training, however, they will be free to leave if they find that the experience they have gained opens up better prospects to them elsewhere.

The general plan is to employ the young men and boys under training about six hours a day on practical industrial work and to give them one and a half hour, mostly in the evening, of literary and theoretical instruction.

Training will be given at first **ELECTRICAL** and **MECHANICAL. METAL** and **CARPENTERING** work for about fifteen pupils, **TANNING** about five, **WEAVING** and **SCIENTIFIC AGRICULTURE** about ten.

The establishment is under the immediate charge of captain J. W. Petavel, Organising Secretary of the Educational colonies Association, and under a Comittee presided over by the Hon'ble the Maharajah of Cossimbazar who is founder and patron of the establishment.

The comittee will be pleased to hear from the guardians of young men who disire to join. They must be industrious and fit, physically and otherwise, for the work.

A limited number of suitable candidates are being received free of

board and all charges from the beginning.

The regular charge for board is Rs. 8 per month, but after three months all will be expected to earn their board by their labour. Those failing to do that, will not be kept in the Institution unless there is some reason for their failure.

Pupils reside at Berhampore, Bengal, in a house lent by the Hon'ble the Maharajah for the purpose.

Applications to be addressed to
CAPTAIN PETAVEL,
Cossimbazar, E. B. S. R.
(Murshidabad District) Bengal.

The causes of failure.
অধঃপতনের কারণ।

ব্যবসায়ের অধঃপতন হয়, কর্ম্মের অনভ্যস্ততায়। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি, কর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যেক বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিতে পারিলে নানাদিকে ক্ষতি ও চুরি প্রভৃতি হইয়া লাভের কথা দূরে থাকুক, আসল মূলধন ও উড়িয়া যায়। কিন্তু যদি এই অধঃপতনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে,এদেশের ব্যবসায়ীর কাজ করিবার অভ্যাস নাই। এদেশের ব্যবসায়ী শ্রম কাতর, কর্ম্ম ক্ষেত্রে যাইয়া আলস্যে ঘুম আসে, হাই উঠে, ভয়ানক অনাবশ্যকীয় বক্তা, সময়ের মূল্য বুঝে না, কাজেই গলদ হইয়া পড়ে। কারণ তেমন লোকের কোন কার্য্যেই সুশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না, ক্ষতি অনিবার্য্য, সেই জন্য কোন ইংরাজী অভিজ্ঞ কর্ম্মবীর বলিতেছেন।

"Men are beginning to see, that the failures in life are mainly due to the want of Business habit, to Incapacity to manage, to want of method, to lack of thoroughness, in the knowledge of the work in hand."

ঠিক কথাই তাই। আমরা ছেলে বেলা হতেই দুধের গোপাল, ননীর পুতুল! Business habit আমরা অভ্যাস করিলাম কখন? বাঙ্গালী আমরা, কোমর সোজা করিয়া একটা ইংরাজী বা জাপানী এমন কি পারসী কর্ম্মবীরের মতন বসিতেই কখন শিক্ষা করি না, কাজেই আমাদের, ব্যবসায়, বাণিজ্য কৃষি শিল্প ধ্বংশ মুখে না পড়িয়া যায় কোথা বল?

ছেলে আমার কলেজে পড়ে, চশমা চোকে দ্যায়, কবিতা লিখিতে পারে, মেয়েদের মতন নাঁকি সুরে কথা কয়, কত চাল্ দেখায়, বালিস বুকে না দিয়ে লিখ্‌তে পারে না, এই তেই বাপ মায়ের "গরবে পা পড়ে না ভূমে।"

তাহার পর গোপাল যখন জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়, তখন সে যে জগত অন্ধকার দেখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে "পপাত ধরণীতলে" হইবেই, এত জানা কথা! কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কারবার গেল কিসে? তখন শুনিবে—কপাল, অদৃষ্ট, লোকজন চুরি করিয়াছিল আর কি?" কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে গো, আর যাদুর ওঠবার ক্ষমতাটী নাই। বাস্! এ সকল লোকের এই খানেই কাজের খতম্। এমনি লোক লইয়া বাঙ্গালীর ব্যবসায় বাণিজ্য। গলদ যে কোন্ স্থানে, তাহা যে বুঝিবার ক্ষমতাই নাই। সে শিক্ষাই যে এদেশের যুবকদের হয় না, ছেলের কর্ত্তৃপক্ষও তাহাতে উৎসাহ দেন্ না, শিক্ষা হয় কোথা হইতে?

পিতা মাতা ছেলের পাশ হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া কোনরূপে বসিয়া থাকেন, ছেলে পাশ হইলে তাঁহার পাঁঠা বিক্রয়ের ব্যবসায়টা আর যায় কোথায়? কোনরূপে কন্যাকর্ত্তার ভিটা, বাটী বিক্রয় করিয়াই হউক, আর যেরূপেই হউক, হাজার হইতে ৩হাজার ৪ হাজার টাকা পাইলেই তাঁহার তৃপ্তি হইয়া গেল। তাহার পর ছেলে বেচারা অকুল পাথারে সাঁতার দিবে না ত দিবে কাহারা? কাজ কর্ম্ম শিখাইতে পরিশ্রম পটু করিতে এদেশের পিতার যত্ন কৈ? ছেলেকে বিলাসী বাবু করিতে যত প্রকার পুঁথি পেতে আছে, তাহা পড়িতে দিতে এদেশের পিতার আপত্য নাই, ছেলের পুস্তকের রাশির মধ্যে যে কত মজা থাকে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের দেখিবারও অবসর নাই। কখন কোন শিল্প বা কৃষির পুস্তক ছেলেকে পড়িতে দেখিলে যে দেশের পিতা সময় নষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, সে দেশের ছেলে "ষাঁড়ের গোবর" কেন হইবে না বলুন দেখি? বাপ "বিয়ের টাকাকেই সহজসাধ্য ব্যবসায় বলিয়া জানে এবং তাহাতেই উৎসাহ দেয়, কিন্তু ছেলে যখন এম এ পাশ করিয়া কোথাও অন্নসংস্থান করিতে না পারিয়া করিয়া, ৮০৲ টাকা বেতনে স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইবার জন্য ছুটাছুটী করে, তখন এই জ্ঞানকৃত পাপের ফল ফলিতে থাকে। আমরা বলি, দেশটার প্রকৃতই অর্থের অভাব হইয়াছে, ছেলেকে সর্ব্বপ্রথমেই কর্ম্মপটুতা শ্রমশীলতা শিক্ষা দেওয়ার দিকে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের পুস্তকাদি পড়িতে দিতে হইবে; তাহাদের প্রকৃতিতে শিল্প কৃষি ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে টানিয়া আনিবার ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে, তবে সে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী হইতে পারিবে। তখন সে ব্যবসায়, বাণিজ্য কি ওকালতি, যাহাতেই যাইবে, তাহাতেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারে।

ইংরাজ বালকের ন্যায় যাহাতে আমাদের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ছেলেরা কোমর সোজা করিয়া বসিতে শিক্ষা করে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাস্তবিক কথাটা ছোট নয়, বড় কথা।

বাঙ্গালীর ছেলের মেশ এবং বোর্ডিংএ তক্তাপোষ এবং বিছানার বাথান, বিছানা পাইলে কেহ বসিয়া পড়ে? গড়াগড়ি দিবার প্রবৃত্তি অনিবার্য্য। এই স্থানে ঘোড়ারোগের আরম্ভ, কর্ম্মক্ষেত্রেও সে কিছুতে হেলান না দিলে থাকিতে পারে কৈ? habit বা অভ্যাস যায় কোথা? জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ছেলের কোন কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ছেলেকে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করেন? এই মানুষ গড়ার ছাঁচ এখনও এদেশে প্রস্তুত হয় নাই। তাই এত গলদ, এত অধঃপতন, এত অসারত্ব, এত দৈন্যদশা, ছেলেকে ঠিক যোদ্ধার মত তৈয়ার করিলে তবে সে ছেলে ধোপে টিকিবে। যে কার্য্যেই মানুষ এই সভ্যতার যুগে অগ্রসর হউক, তাহাকে শ্রমশীলতা, কর্ম্মপটুতা, শিষ্টাচার, বিনয় নম্রতা দৃঢ়তা যাকে Steadyness বলে তেমন গুণে বিভূষিত হইতে হইবে। তবে আজ কালিকার দিনে সে কিছু করিতে পারিবে। কিন্তু অতি পরিতাপের সহিত বলিতে হয়, বাঙ্গালীর অধিকাংশ ছেলের উপরোক্ত একটি গুণও নাই, এজন্য শিক্ষা এবং কর্ত্তৃপক্ষের উপেক্ষাই সম্পূর্ণ দায়ী। আশু প্রতীকারের চেষ্টা হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ছেলে বরং মূর্খ থাকাও ভাল, তবু শিক্ষার অজুহাতে অলস, অকর্ম্মণ্য, নাটুকে "ঘি পেটা" ছেলে প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। মূর্খ বরং মানাভিমান না করিয়া দেশের শ্রম-সাধ্য কার্য্যে লাগিতে পারে, কিন্তু ঐ ঘিপেটা শিক্ষিতাভিমানী গোবর গণেশে দেশের ও দেশের কোন কাজেরই আশা কম। অবশ্য সকল ছেলেরই একদশা নহে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উপরোক্ত গুণগুলির অভাবই দেখিয়া থাকি। ভিত্তিতেই গলদ হইতেছে, বলিয়াই এত কথা বলিলাম। শিক্ষার গৌরব চিরদিনই আছে, কিন্তু তাহার সহিত নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তবে তো। এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষার বাঙ্গালীর নৈতিক উন্নতি বা উৎকর্ষতা দেখি কৈ? শিক্ষায় যদি পাটোয়ারি বুদ্ধিরই উৎকর্ষতা বুঝায়, তাহাহইলে দেশের হিত হওয়া দূরে থাক, অনিষ্টই হইয়া থাকে, এই নৈতিক অবনতির মূল, আমাদের অভাব, অভাবেই স্বভাব নষ্ট হইতেছে, সেই অভাব মোচনের অনন্যোপায়—শিল্প কৃষি এবং ব্যবসায়, তাহা হইলেই অবস্থার অচিরে উন্নতি হইলেই হৃদয়ের উচ্চতা আপনা হইতে বৃদ্ধি হইবে। তখন মানুষ আপনার স্বার্থেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, দেশ ও দশে উপকৃত হইবে। এ তথ্য যখন এ দেশের যুবক, বৃদ্ধ বুঝিতে শিখিবে, তখনই বুঝিতে হইবে, ঔষধ ধরিয়াছে, শিক্ষায় প্রকৃতই দেশের কাজ হইতেছে।

ফলতথ্য।

উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, যাহারা ভিতরে বীজ থাকে, তাহাই ফল। কিন্তু খাদ্য তত্ত্বের হিসাবে, এরূপ অনেক বীজাধার বা ফল শাক সব্জীর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি; এবং যে অংশে বীজ উৎপন্ন হইতে পারে না, এরূপ বৃক্ষাংশও ফলের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন শাঁকআলু মূলা ইত্যাদি।

খাদ্যের গুণ এবং উপকারিতা হিসাবে ফলের মূল্য অতি অল্প। কেননা ইহাতে শরীরের পুষ্টিকারক প্রোটীন বা নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদান এবং মাখন জাতীয় উপাদান অতি সামান্য। কিন্তু ইহার আস্বাদ, মিষ্টতা সুঘ্রাণ ইত্যাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপ প্রিয় এবং মুখ মিষ্ট খাদ্য দ্বিতীয় নাই। শিশুকে ফলের মিষ্ট আঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া খাইতে ইচ্ছা করে। যাহারা অপরিমিত ভোজী, তাহাদের শরীর যন্ত্র ফলের দ্বারা উপকার পাইয়া থাকে। অতএব ফল প্রয়োজনীয় খাদ্য শ্রেণীর অন্তর্গত। কাজেই খাদ্য হিসাবে ফলের মূল্য রাসায়নিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; জন সাধারণের ভোজন প্রবৃত্তি ইহার মূল্য নির্দ্ধারক। ফলের রূপ, রস, গন্ধ অবয়ব ইত্যাদি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তৃপ্তি লাভ করে।

সাধারণতঃ ফল প্রচুর না খাইলে শরীরের পুষ্টি সাধন হইতেই পারে না। ইহাতে জলীয় অংশ শতকরা ৮৫ হইতে ৯২; প্রোটীন ০·৩ হইতে ২ ভাগ; মাখন জাতীয় উপাদান ·১৩; শর্করা জাতীয় বা অঙ্গার হাইড্রোজেন ঘটিত উপাদান ২হইতে ১৫; ধাতব পদার্থ ০·২হইতে ১ এবং উদ্ভিজ্জ দ্রাবক ০·৫ হইতে ৭।

অম্লতা।—ফল রসনায় সংস্পৃষ্ট হইলেই অম্লাস্বাদ অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই যে, ইহাতে অযুক্ত (free) অম্ল থাকে, অথবা পটাশ, লাইম বা সোডার অম্লতাবিশিষ্ট লবণ থাকে। লেবু, বাতাবী, কমলা, টোমাটো, ট্যাপারীতে সাধারণতঃ সাইট্রিক দ্রাবক থাকে। ন্যাসপাতি আপেল ইত্যাদিতে ম্যালিক দ্রাবক থাকে। রেউচিনি, টোমাটো, ইত্যাদি হইতে প্রচুর পরিমাণে অক্জালিক দ্রাবক স্বভাবতঃই পাওয়া যায়। করাত গুঁড়ার সাহায্যে এই দ্রাবক কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এসিটোসেলা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে এই দ্রাবক প্রচুর উৎপাদিত হইত। টারটারিক দ্রাবক তিন্তিড়িতে প্রচুর বর্ত্তমান আছে। এই দ্রাবকের অস্তিত্বই আঙ্গুরের বিশেষত্ব। অতএব সাইট্রিক, ম্যালিক এবং অক্জালিক দ্রাবকই উদ্ভিদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কোন কোন উদ্ভিদে বেনজোয়িক দ্রাবকও পাওয়া যায়। এই সমস্ত দ্রাবকের

অধিকাংশই হয় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ পোটাসিয়াম বা লাইমের সহিত রাসায়নিক যৌগিক হইয়া বর্ত্তমান থাকে। ×

পক্বতা।—ফল পাকিয়াছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, ফলের চোঁচ (fibre) অম্লত্ব, পেক্‌টিন এবং ক্ষেত্রাদির ইত্যাদি অল্প হয় এবং শর্করা ইথার ও তৈল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আম্র ইত্যাদি ফলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফলে এরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে ইহা পাকিয়া উঠে। একরূপ গাঁজন (firmentation) দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইংরাজিতে এই গাঁজনকে অক্সিডাসেস (oxydases) বলে।

যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা অবগত আছেন যে, অক্সিজেন প্রস্তুত করিবার জন্য পোটাসিয়াম ক্লোরেট নামক এক প্রকার অক্সিজেন, পোটাসিয়াম এবং ক্লোরিণের যৌগিককে উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয়। তবে অত্যন্ত অধিক উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার সহিত পরিমাণ অনুসারে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্‌ সাইড নামক এক প্রকার দ্রব্য অথবা সাধারণ বালি মিশাইয়া দিলে অতি অল্প উত্তাপেই পোটাসিয়াম ক্লোরেটএর অক্সিজেন বিশিষ্ট হয় অথচ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্‌সাইড বা বালির কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। যে দ্রব্য নিজে পরিবর্ত্তিত না হইয়া অন্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে সহায়তা করে তাহাকে ইংরাজিতে ক্যাটালিটিক দ্রব্য বলে, এই ক্রিয়াকে ক্যাটালিটিক ক্রিয়া বলে এবং এই প্রণালীর নাম ক্যাটালিসিস। পূর্ব্বোক্ত অক্সিডাসেস ক্যাটালিটিক ক্রিয়ার দ্বারা ফলের অদ্রবণীয় উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় করিয়া তুলে। সাধারণ আনারসে প্রচুর পরিমাণে অক্সিডাসেস বর্ত্তমান আছে।

পাচ্যতা—আমরা যত প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহা প্রায় সমস্তই পরিপাক পায় না। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ফলের পাচ্যতা সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফলের সমস্ত ভোজ্য অংশই পরিপাক হয়। ফলের প্রয়োজনীয় উপাদান সমস্তই শরীরের ব্যবহারে লাগে। অতএব ইহার সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত হইলেই অনায়াসে শরীর সুস্থ এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন থাকিতে পারে। যদি ৩৫০ ক্যালরি তাপ উৎপাদক মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে দ্রবীভূত করিতে অন্ততঃ ১ পাইট জল প্রয়োজনীয়। সেই জল খাদ্যকে তরল করিয়া শরীরে চলাচল করে। এক্ষণে কোন লোক যদি ৩৫৭ ক্যালরি তাপ উৎপাদক কোন ফল যেমন নারিকেল ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ফলে এত জল থাকে যে তাহাকে পুনরায় জল পান করিতে হয় না। কাজেই যাহারা ফলভোজী, তাহাদিগকে মাংসভোজীর ন্যায় অত্যধিক জলপান করিতে হয় না।

ধাতব পদার্থ।—ফলে যে ধাতব পদার্থ থাকে, তাহা পরিমাণে অতি সামান্য হইলেও শরীর রক্ষার্থে অবশ্য প্রয়োজনীয়। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, মানবের বহুবিধ পীড়ার কারণ শরীরের ধাতব পদার্থের অসামঞ্জস্য—আধিক্য বা অল্পতা। কাজেই ফল ভোজনে শরীরে ধাতব পদার্থের সামঞ্জস্য বেশ রক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আপেল উল্লিখিত হইতে পারে। অর্দ্ধসের আপেলে প্রায় ১/৩ গ্রেণ লৌহ আছে। সেইরূপ ন্যাসপাতিতে লৌহ অপেক্ষা পোটাসিয়াম অধিকতর বর্ত্তমান এই ধাতব যৌগিক পদার্থ বা ধাতব লবণ এবং অযুক্ত অম্লতা বর্ত্তমান থাকায় গ্রীষ্মঋতুতে ফল অতি উপাদেয় এবং স্নিগ্ধকর হইয়া থাকে। ঘর্ম্মাদির সহিত শরীর হইতে এই সমস্ত পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায় এবং ফল ভোজনে তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় আম, জাম, আনারস আদি ভোজনে শরীর নবজীবন লাভ করে।

কদর্য্য ফল।—ফল নানাকারণে ভোজনের অনুপযোগী হইয়া উঠে। ইহার ভোজ্য অংশ নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ এব জল সহযোগে উৎপাদিত হয়। কাজেই ফল অতি অল্প কারণেই খারাপ হইয়া পড়ে। বাজারে যে সমস্ত ফল আমদানী হয়, তাহাদিগকে প্রায়ই কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। ফল অতিশয় পাকিয়া যাইলেও আহারের উপযোগী থাকে না। ফল এইরূপ কোন অবস্থায়—অর্থাৎ গলিত, অতিপক্ব বা কাঁচা—উপযুক্ত আহার্য্য নহে। ইহারা প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং রোগ উৎপাদক। যদি ফলের খোসা কোনরূপে নষ্ট না হয়, তাহা হইলে ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু খোসা কোনরূপে ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে পচন উৎপাদক পদার্থ বা ছাতার বীজ প্রবেশ করে এবং ফলটিকে পচাইয়া ফেলে। ফলকে কিয়ৎকাল রক্ষা করিয়া পাকাইয়া তুলা প্রায় সর্ব্বত্রই অনিবার্য্য। এরূপ করিতে হইলে যে গৃহে ফল রক্ষা করা হয়, তাহা বেশ প্রশস্ত, শীতল, শুষ্ক এবং দুর্গন্ধ বা সর্ব্বগন্ধ বিহীন হওয়া উচিত। কোন সময়ে এক গৃহস্থ ২০।২৫ কান্দি কলা যে ঘরে পাকাইতে ছিল, সেই ঘরেরই এক কোনে হামে আক্রান্ত একটী শিশু শুইয়াছিল, অন্য কোনে রসুন সহযোগে তরকারী পাক হইতে ছিল। এরূপ গৃহের পক্ব ফল তত নিরাপদ নহে।

শুষ্কফল।—পূর্ব্বে ফল শুষ্ক করিবার প্রণালী অতি কদর্য্য ছিল; তখন ছাদের উপরে ধূলি, জঞ্জাল, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিব্যাপ্ত স্থানে সূর্য্যোত্তাপে ফল শুষ্ক বা দগ্ধ হইত। ইহাতে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণ বিশ্রী হইত। আমাদের দেশে এখনও এই প্রণালীই অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা

প্রভৃতি দেশে ফলগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুষ্ক করা হয়, ফলের বর্ণ ইত্যাদি নষ্ট হইলেও ইহার সুগন্ধ ইত্যাদি নষ্ট হয় না। আপেল নাশপাতি, কুল ইত্যাদিই এই সমস্ত শুষ্ক ফলের প্রধান। সমান ওজনের টাট্‌কা ফল অপেক্ষা এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত ফলের পুষ্টিকারিতা আট গুণ অধিক। ইহার মধ্যে যে অম্লতা থাকে, তাহা কোনরূপে অপচিত হয় না।

উপসংহার।—উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ ফল উপাদেয়, পুষ্টিকর, মুখমিষ্ট এবং প্রিয় খাদ্য। আমাদের দেশে ফল যেরূপ প্রচুর, তেমনি মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অনুকূল ফল। ভোজনে উদর স্নিগ্ধ থাকে, এবং রক্তপাতলা হয়। ফলের দ্বারা লৌহ, পোটাসিয়াম লাইম ম্যাগনেসিয়া, সোডিয়াম ইত্যাদি স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান ধাতব উপাদান সমূহ যথোপযুক্ত পরিমাণে গৃহীত হয়। যাহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ফল তাহাদের মহোপকারী ঔষধ।

যে ঋতুতে শাক সব্জী বা ফল উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতেই সেই ফল নিশ্চয়ই উপকারী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাক শব্জী ভোজনে শরীর সুস্থ থাকে। "গাছ পাকা" ফল দুর্লভ বটে, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পাকান ফলও বিশেষ হানিকর হয় না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যখন অতিমাত্রায় ঘর্ম্মনিঃসৃত হয়, তখন ফল ভোজন স্বাস্থ্য সাধক।

বিজ্ঞান।

For the leisure hours.

(বিশ্রাম সময়ের জন্য)

আমার বর।

(ক্ষুদ্র গল্প)

—:০:—

ছেলেবেলা হ'তেই বউদিদিকে খুব ভাল বাস্‌তেম। বউদিদিও আমাগত প্রাণ—খুবই ভাল বাস্‌তেন। আমার নাম শৈলবালা। আমি এখন একটু বড় হয়েছি—আমার বে' হ'য়েছে—বর হয়েছে। আমার বয়স ১৫ বৎসর। আমার বউদিদির বয়স আন্দাজ ২০ বৎসর কিন্তু বোঝ্‌বার যো নাই, দিব্য ছবি খানির মত—আর ভারি সুন্দরী, রং যেন চাঁপা ফুলের মতন। আমার দাদা, বউদিদি, আমি, আর একটী দাসী সংসারে থাকি। আর আমাদের কেউ নাই। দাদা আসেন-সোলে চাকরী করেন। মা, বাপ অতি শৈশবেই আমাদি'কে অদৃষ্টের কোলে সমর্পণ ক'রে ইহসংসার হ'তে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, দাদা ১০।১৫ দিন অন্তর বাড়ী আসেন। এই ত ব্যাপার।

একদিন ফাল্গুন মাসের বিকাল বেলায় বউদিদি আমাদের ছাদের একটী কোণে আল্‌সের উপর বুক দিয়ে পশ্চিম আকাশের রাঙ্গারাঙ্গা মেঘগুলির পানে তাকিয়ে উদাস প্রাণে কি ভাব্‌ছেন; এমন সময়ে আস্তে—আস্তে খুব পা টিপে টিপে—বউদিদির পিছনে গিয়া দাঁড়ালেম—বউদিদির সংজ্ঞা নাই। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বউদিদি একটু নিশ্বাস ছাড়্‌লেন। আমি কারও ভাবনা দেখ্‌তে পারি না, কারও কান্না শুন্‌তে পারি না, কেন না আমি বুঝ্‌তে পারি না যে, মানুষ কি ভাবে, কেন ভাবে, কার জন্য ভাবে, কার জন্য চক্ষের জল ফেলে। আমার হাতে একটি পায়রার পালক ছিল, সেইটীর মুখ খুব সরু ক'রে বেশ আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে কাণের মধ্যে দিয়ে দিলেম; বউদিদি শিউরে উঠ্‌লেন, গা হাত বেশ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। কাণে হাত বুলুতে বুলুতে—বিরক্তি ও হাসিমাখা বেশ সুগোল নিটোল মুখখানিকে কাঁচু মাচু করে বল্লেম—আঃ কি—করিস্? আমি বল্লেম—সেই যা আমার রোগ—কাণে পায়রার পালক দেওয়া।

বউদিদি বল্লেন—এ রোগের জন্যে কি করি বল্ দেখি আমি?

"চিকিৎসে করাও—কব্‌রেজ ডাক, রোগ কি অমনি সারবে?"

বউদিদি বল্লেন—কব্‌রেজ পাই কোথা বল দেখি?

আমি বল্লেম—"ওরে বাবা! কব্‌রেজের অভাব কি? তা আমার রোগ আমি দেখ্‌ব তোমার রোগের ওষুধ কি করি বউদি'।"

বউদিদি বল্লেন—"আমার আবার রোগ কি?

"ঐ আকাশ পাতাল ভাবা, ঐ নিশ্বাস ছাড়া, এ যে ভারি বিষম রোগ বউদি, কোত্থেকে এত ভাবনা পাও?"

"তোর সে এত খোঁজে দরকার? আদার ব্যাপারীর জাহাজের দরকার কি?"

"মানুষের ভাবনা কেন আসে বউদি?"

"আরও দিনকতক গেলে বুঝ্‌বি, সবে এই সন্ধ্যে বৈত নয়।"

"কেন—এখন বুঝ্‌তে দোষ কি বউদি?"

"আঃ এ কি মেয়ে, এর সঙ্গে বকা যে দায় হ'ল দেখ্‌ছি।"

বউদিদি বিরক্তি ভাব দেখিয়ে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা কল্লেন। কিন্তু আমি সে মেয়েই নই, বল্লেম্—মুখখানা একটু গম্ভীর করে বল্লেম—"বউ-দি' তুমি যদি না বল যে কেন ভাবছিলে, তা হ'লে আমি সমস্ত রাত্রি কাণে পায়রার পালক দেব।"

* * *

বাস্তবিক ওটা আমার ভারি বিষম রোগই বটে। কেহ ঘুমুচ্ছে, আমি তার কাণে পায়রার পালক দিয়ে দিতেম। সে যখন জেগে মুখ কাঁচুমাচু করে উঠ্‌তো, আমি তখন হেসে আকুল হয়ে উঠ্‌তেম। আমার বউদিদির কাণে কাটী দেওয়াকে ভারি ভয়, আমার হাতে পায়রার পালক দেখ্‌লে বউদিদি ঘরে খিল দিয়ে বস্‌তেন! এই ত বউদিদির অবস্থা। আবার আমার বর—তাঁর নাম কর্‌বার যো নাই! লোকের নিকট বরের নাম কর্‌লে নাকি পাপ হয়! একদিন নাম ক'রে ফেলেছিলেম, সেই দিন "দুধ ভাত" খেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়েছিল। তা—সে যাক্‌, আমার বরের একটী রোগ আছে—সে রোগটা বিয়ের ছ'মাস পরে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। শ্রীযুৎ বরের পেটের দিকে দুটী আঙ্গুল সোজা করে দেখালে একাবারে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতেন, সে আঙ্গুল পেটে ঠেকালে একবারে তড়্‌কা গরুর মত লাফিয়ে উঠতেন। কতবার শৈল তোমার পায়ে পড়ি পর্য্যন্ত বলেছেন। সেই জন্য আর কখন কাঁতকুতু দিতাম না। আমার বর বি-এ পড়েন। আমার সঙ্গে বে'র পরেই একবার ফেল হয়েছেন। তিনি বলেন,—বিয়ে না কল্লে হয় ত বি-এ, পাশ হ'তেন। তা' হবে!

(২)

হাঁ—কথায় কথায় বৌদিদির কথা ভুলে গিয়েছি। বউদিদি বল্লেন, "একলা থাকলেই ভাবনা আসে।" "কার ভাবনা বউ-দি দাদার জন্যে ভাব্‌ছিলে?" বউদি বল্লেন—"দাদার জন্যে কে বল্লে?"

আমি বল্লেম্‌ "তোমার দাদা নয় আমার দাদার জন্য"—

আমি ভারি মজা দেখেছি, দাদা ১০।১৫ দিন অন্তর যখন বাড়ী আস্‌তেন, বউদিদির মুখখানি তখন পদ্মফুলের মত হয়ে উঠ্‌ত, দাদাও যেতেন, বউদিদিরও মুখখানি শুকিয়ে যেতো। সে পদ্মফুল যেন মলিন হয়ে, আলুথালু হয়ে পড়্‌ত, আমি তখন মনে মনে বল্‌তেম, লোকের বরের সঙ্গে কিছু আছে, নইলে বর আস্‌লে লোকে হাসে, বর চলে গেলে লোকে এমন হয় কেন? বউদি বল্লেন, "সত্তি তোর দাদা গেলে আমার মনটা কেমন একতর হয়ে যায়।" আমি বল্‌লেম, "কেন বউদি, দাদা কি তোমায় এত ভালবাসেন? আমার মনে হয়, ওরা বড় বল্লে, তেত ভাল বাসে না।"

"তুই, ভাল বাসার কি জানিস্‌?"

"মোটেই জানি না?"

"কি জানিস্‌ বল্‌ দেখি?" "তা বল্‌তে জানি না? আচ্ছা পরীক্ষা কর।"

"কি পরীক্ষা করব।"

"আচ্ছা আমার বরকে দিয়ে পরীক্ষে করে দেখ দেখি।"

"কেন অনুকুল কি তোকে ভালবাসে না?"

"ওরে বাবা, সে আবার সকলের উপর যায়; বলে—শৈল তোমার জন্য আমি প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করি—শৈল তোমার অভাবে আমি একদিন ও বাঁচি না, আবার বলে—

শোন বৌদিদি—

আমি নিশিদিন তোমায় ভাল বাসি

তুমি অবসর মত বাসিও।"

বউদিদি বল্লেন, "তা তুই বাসিস্‌ না কেন? আমি বল্‌লেম, "অবসর কৈ যে ভালবাসি, আমার সারাদিন ত কাণে কাটি দিতেই সময় যায়, তা যাক্‌, আমার বরকে লেখ দেখি, কেমন সে ভালবাসে।" "কি লিখ্‌ব?" "ঐ লেখ—শৈল মরেছে।"

বউদি শিউরে উঠে বল্লেন "ষাট্‌ ষাট্‌! বড় কি তোর অন্যায়।"

"বউদি, মর বল্লেই কিমানুষ মরেযায়?" "আমি ও সব পারব না" "দোহাই বউদি—তোমার পায়ে পড়ি একবার তোমায় দেখাব সত্তি সত্তি সে ভালবাসে কি না? ভারি মজা "হবে বউদি" বউদিদিকে অনেক দিব্য দিলাম, বউদিদি শেষে সম্মত হলেন, সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। পর দিন আমার বরকে পত্র লেখাও হ'ল।

পত্র পেয়েই আমার বর এসে পড়্‌লেন, আমি লুকিয়ে পড়্‌লেম. এ সংসারে মজা দেখবার লোকের অভাব নাই, পাড়াপড়্‌সী চোখে লঙ্কা ঘসে আমার জন্য শোক প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল। আমার বর চোখে রেশমী রুমাল দি'য়ে নীরবে রোদন কর্‌তে লাগ্‌লেন, আমি আড়াল থেকে দেখ্‌লাম—বর কাঁদচেন! নটবর শ্যাম চক্ষে রুমাল দিয়ে রোদন কচ্চেন!

(৩)

তা, আমি এতবড় শৈলটা বিনা আয়োজনে নিঃশব্দে মরে গেলুম; দুঃখ এই, বেশ সোর-গোল হলো না, সকলে কাঁদ্‌ল বটে, কিন্তু সে কান্নায় গোটা পোড়াটা "ওরে মারে—কোথা গেলিরে" শব্দে মাথায় কর্‌তে পার্‌ল না! আহা, মানুষের বড় দুঃখ যে, সে যখন মারা যায়, তখন আত্মীয় স্বজনের কান্নার ছাঁদন বাঁধন শুনে যেতে পায় না। তা'হলে মরেও তার কতকটা আপ্‌শোষ মিটে যায়। তা—সকলেই আমার জন্য কাঁদ্‌লে বটে, কিন্তু ফোঁটাকতক সাধের কাঁদনের জল, কত রগ্‌ড়া রগ্‌ড়ী করে কাপড়ের আঁচল ভিজাতে পেরেছিল কি না সন্দেহ; আমার বরের সেই বি-এ পড়া, চাঁচা-ছোলা কান্না টুকু দেখে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠ্‌ল। মনে মনে বল্লেম হায় রে! এদের আবার ভালবাসা—যারা এত আদব কায়দায় মানুষ মলে কাঁদে, তারাও আবার ভালবাসে! যারা ভালবাসে, তারা কি মরমের কান্না—সামান্য লজ্জায়—না—রুমালে ঢাকা দিতে পারে?

• পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

তা বউদিদি অনেক অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক বুঝালেন্। জল খাবারের আয়োজন ক'রে দিলেন। আমার বর অনেক অনুরোধে একটু জলমাত্র মুখে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে কি ভাব্তে লাগ্লেন। একটু পরে বল্লেন, "কি করে ম'লো বউদিদি ?"

"ঐ যেমন সবাই মরে ভাই, হঠাৎ চোক মুখ স্থির করে ক্রমে হাত পা ছড়িয়ে মরে গেল আর কি !"

"না না তা বল্ছি না, বলি কি ব্যারামে ম'লো ?"

"ব্যারাম ? ব্যারাম খুব শক্ত, ফুল্লো আর ম'রে গেল !"

"ফুললো আর ম'লো ?—ক'দিন ফুলে ছিল ?

"আ—ক'দিন কোথা ! হঠাৎ ফুললো—আর নাই !"

"আহা ! একবার শেষ দেখা দেখ্তে পেলেম না,—চিরদিন এই এই ক্ষেদ র'য়ে গেল।"

বউদিদি সত্যিই কাঁন্দ্তে কান্দতে বল্তে লাগ্লেন।

"তা কি কর্বে ভাই,—হাত ত নাই ! যে মরে, সে ত বল্তে পারে না—যে কবে মর্বে, তা'হলে সব উদ্যোগ আয়োজনের সময় পাওয়া যায়।"

আমার বর আবার চক্ষে রুমাল দিলেন। আমার মনে কষ্ট হ'তে লাগ্ল। বউদিদি বল্লেন—"কেঁদ না, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তোমার মত জামাইকে আর দেখ্তে পাব না। তুমি ব্যাটাছেলে, তোমার আবার বিয়ে হবে, কিন্তু আমাদের মেয়ে আর হবে না", বলিয়া বউদিদি চাঁদবদনে বসন দিলেন। আমার বরও কাঁদ্লেন।

তারপর পাঁচজনের অনুরোধে সামান্য একটু খাবার মুখে দিয়ে যে ঘরে আমি শুতেম, সেইঘরে গিয়ে শয়ন করলেন ; কিন্তু ঘুমাতে পারলেন না। ঘরময় আমার জিনিসপত্র—এখানে নগেন সেনের "কেশরঞ্জন তেল" ওখানে এম্, এল্, বসুর পুষ্পসার, সেখানে এস্ পাল কোম্পানির গোলাপের উৎকৃষ্ট আতর শিশিটী, ওখানে কেরেলাইনা পাউডার, এখানে বানার্জ্জি মল্লিকের জ্যাকেট্, ওখানে দু খানা পার্শী সাড়ী, সেখানে দু' গাছা বালা প'ড়ে রয়েছে, সে গুলি প্রতিনিমিষে আমার ছবি এঁকে দিতে লাগ্ল। সব আছে, কেবল আমি নাই। আমার একটা ময়না পাখী ছিল, বউদিদি সকালে আমাকে উঠুতে এসে বলতেন, "শৈল ওঠ্না"। ঘরে আলোক দেখে ময়না বলে উঠ্ল "শৈল ওঠ্না"—আমার বর চম্‌কে উঠ্লেন বল্লেন "শৈল—আর উঠবে না রে।—আমার শৈল আর নাই। আমি স্বচক্ষে এই সকল দেখে মনে মনে বল্‌লেম, মর্তে হয়ত সত্তি সত্তি মরাই ভাল, মিছামিছি মরে চক্ষে এসকল দেখা যায় না। (৪)

পাড়ার কান্তিচরণ মুখোপাধ্যায় আমাদের ঠাকুর দাদা হন, ঠাকরুণ দিদিটি আমার ঠাকুর-দাদার দোজ পক্ষের বউ। কান্তিঠাকুর দাদার প্রথম পক্ষের ইন্দিরা নামে একটি কন্যা আছে, এখনও বিবাহ হয় নাই, কিন্তু ইন্দিরা প্রায় তের বছরের হয়েছে। ঠাকরুণদিদির বয়স কম, সুতরাং তিনি আমাদের দলেরই লোক, এই ব্যাপারের তিনি এক প্রধান উদ্‌যোগিনী। আমরা তাঁকে রাঙ্গাদিদি বলি।

প্রাতঃকাল হ'ল। ফাল্গুন মাসের মৃদুমন্দ হাওয়া ফুলের গন্ধ মেখে বাগান হতে বাহির হয়ে ঘরে ঘরে প্রবাহিত হতে লাগ্ল। কোকিল গুলো কুহু কুহু রবে দিগ্‌দিগন্ত মাতিয়ে তুল্লে, আমার বর উঠে বাহিরে এলেন্। মুখে হাতে জল দিয়ে বল্লেন "বউ দিদি ! তবে আমি চল্লেম।"

"কোথায় যাবে, আজ থাক।"

"না আর থাকিতে পার্‌ব না।"

কেন অনুকূল ! শৈলর সঙ্গে কি আমাদের সব ফুরাল ?" বউদিদি কাঁদ্তে লাগলেন। এমন সময় রাঙ্গা-দিদি এলেন। বল্লেন, "অনুকূল ! তুমি চিরকালই আমাদের জামাই থাক, এই আমাদের ইচ্ছে। ব্যাটাছেলে, মন খারাপ কর না। আমরা তোমাকে ছাড়তে পার্‌ব না। তা আমাদের ইন্দিরাকে তুমি দেখেছ ? বেশ মেয়ে, প্রায় ১৩ বৎসরের হ'ল। আমি বলি, ইন্দিরাকে বে কর, কল্লে যেমন তুমি আমাদের জামাই ছিলে, তেমনি থাক্‌বে, কেমন ?

আমার বর বল্লেন্ "আমি আর বিবাহ কর্‌ব না। আমি এ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাস্‌তে পার্‌ব না। অনেক উপরোধেও যখন রাঙ্গাদিদি পার্‌লেন না, তখন ইন্দিরাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আমার বরের সম্মুখে আন্‌লেন্। ইন্দিরা যথার্থই সুন্দরী। বেশ টানাটানা চোখ, ছোট কপালটুকু, ঠোঁট দুটী যেন সদাই আল্‌তা মাখান—কুঞ্চিত একঠাল চুল, শরীর বেশ মোটা সোটা। ইন্দিরা আসিয়া আমার বরকে প্রণাম করে নতমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার বর মুখপানে তাকালেন—দেখলেন, লজ্জাবনতমুখী ইন্দিরা একটি যে সে সুন্দরী নয় !

রাঙ্গাদিদি বল্লেন, "অনুকূল ! ইন্দিরা কি তোমার উপযুক্ত নয় ?"

বউদিদি বল্লেন, "অনুকূল যা' হবার তা' হয়ে গিয়েছে, আর ফিরবে না। ইন্দিরাকে বে' কর, আমাদের তা হ'লে তুমি পর হ'বে না। দেখ দেখি, ইন্দিরা দাঁড়িয়ে রইল, ইন্দিরাকে হাতে ধ'রে বসাও।"

আমার বর তা'ই করলেন। অবশেষে আর কি বল্‌ব, পাঁচ জনের কথায় বিবাহেও সম্মত হ'লেন ! ইন্দিরার বিবাহের দিন পূর্ব্বেই

স্থির ছিল, সেই তারিখেই বিবাহের দিন হ'ল। আর দেখলাম, ইন্দিরা পায়ে বোর দেওয়া মল প'রে যতদূর ঝুমুর ঝুমুর ক'রে চলে গেল, আমার বর অনিমেষ লোচনে ততদূর দেখতে লাগলেন। আমি মনে মনে বল্লেম—ভালবাসা নয় রে—এর নাম কুয়াশা।

(৫)

আমার বর সেই দিনই চলে গিয়েছেন। আমি বাঁচিয়া আবার ঘরের কাজকর্ম্ম করছি। আজ দশ দিন হ'ল, তিনি গিয়াছেন, এ'র মধ্যে দশ খানা পত্র লিখেছেন। সমস্ত পত্রই বউদিদিকে লেখা হয়েছে, ইন্দিরা কেমন আছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্রমে বিবাহের দিন এসে পড়ল। ইন্দিরার আজ বিবাহের দিন ত স্থিরই ছিল। আমাদের গ্রামটা ছোট গ্রাম, তা'র মধ্যে আমরা আর মুখুজ্জেরাই একটু বড় ঘর; আর অধিকাংশ লোকই মধ্যচিত্ত ও চাষীবাসী।

মুখুজ্জেদের বাড়ীতে আজ ধুম পড়ে গিয়েছে। ইন্দিরার বিয়ের জন্য নহবৎ বসেছে, লোকজন কুটুম্বসজ্জনে বাটীখানা মাথায় করে তুলেছে। মুখুজ্জেদের কর্ত্তা কাজে ভারি ব্যস্ত, এমন সময় রাঙ্গাদিদি এসে কর্ত্তাকে বল্লেন : —

"দেবতা প্রণাম হই।"

"আবার দেবতা কোথা হতে শিখলে ?"

"দেবতাকে দেবতা বলতে শিখতে হয় না ঠাকুর।"

কর্ত্তা। বটে তা, আমি যদি দেবতা, তবে বর প্রার্থনা কর।

রাঙ্গাদিদি তাঁহার আঁচলটী গলায় দিয়ে কান্তি ঠাকুরদার চরণে প্রণাম করে বল্লেন, "কি বর চাইব বল।"

ঠাকুর দা' বল্লেন, "তা আমি দেবতা, আমি কেন বলব ?"

আমার রাঙ্গাদিদি বল্লেন, "যদি কি বর চাইব বলিয়াই দিব, তবে তুমি কিসের দেবতা, দেবতা না অন্তর্যামী ?"

ঠাকুর-দা একবার এদিক ওদিক দেখে রাঙ্গাদিদির চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি ধরে উঠিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

আমি এতক্ষণ দরজার পাশেই মাধুবীকুঞ্জে লুকিয়েছিলেম, হেসে উঠলেম, বল্লেম "রাঙ্গাদিদি ঠাকুরটী জাগ্রত দেবতা বটে।" ঠাকুর-দা লজ্জিত হ'লেন বল্লেন—"শৈলি না কি ?"

"না ঠাকুরদা, শৈলি মরেছে।" আমি দৌড়ে পলালেম।

রাঙ্গাদিদি বল্লেন, "নাও, এখন কথাটা শোন।"

"যে আজ্ঞে, বল্লিই হয়, এ কাণ শোন্‌বার জন্যই পাতা রয়েছে।" রাঙ্গাদিদি বল্লেন— "এক কাজ ক'র্ত্তে হবে।"

"সে কথাত পুরান হয়ে গেল, কি কর্ত্তে হবে, আগে বল্লে তবে ত করব ?"

রাঙ্গাদিদি বল্লেন, বিয়ের দুটো আসর কত্তে হবে, একটা বার বাড়ীতে, আর একটা ভিতর বাড়ীতে, বা'র বাড়ীর বৈঠক খানার ইন্দিরার বে'র আসর হ'বে, আর ভিতরের বাড়ীতে অন্য বরের আসর হ'বে।

কর্ত্তা শুনিয়া অবাক্! বল্লেন, "সে কি ? আবার কার বে হবে ?"

রাঙ্গাদিদি বল্লেন—"তোমার।"

"আরে রাম! আমার আবার বে কেন ?

"দেবতার দেবী না হ'লে মানায় না ভাল।"

কর্ত্তা ভাবে গদ্‌গদ্ হয়ে বল্লেম, কেন দেবী ত তুমিই! রাঙ্গাদিদি বেশ চোখ মুখের হাসি চাপা দিয়ে কৃত্তিম বিরক্তিভাব দেখিয়ে বল্লেন্—"এ মিন্‌সের বুদ্ধি মাত্র নাই—তুমি যদি দেবতা হইলে, আর আমি যদি দেবী হয়ে গেলাম, তা পূজা করবে কে ? তাই আমি তোমার একটা দেবী জুটিয়ে দিয়ে যুগল মূর্ত্তির উপাসনা করব।"

"ও—এতক্ষণে বুঝলেম—তারপর ?"

"তারপর যা হবে দেখতেই পাবে।"

"তা এ বিয়ের ঘটক কে ?"

"ঘটক আমিই, কিন্তু ভাল ক'রে বিদেয় করা চাই।"

রাঙ্গাদিদি চলে গেলেন। কর্ত্তা রাঙ্গাদিদির পায়ের চুটকীর ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে রইলেন।

(৬)

সন্ধ্যা হ'ল, নহবত বেজে উঠ্‌ল, দরজার সব বাতি জ্বালা হ'ল। ইন্দিরার বে' অপেক্ষা আমার বে দেখ্‌বার জন্যই গ্রামশুদ্ধ ভেঙ্গে এসে পড়ল, কথাটা শুনে সকলেই হেসে খুন, যা'তে নির্ব্বিঘ্নে উদ্দেশ্য সফল হয়, সকলেই তাহার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি আড়াল থেকে দেখলাম, হাসি দু'জনেরই সমান, আমার বরের যেন একটু বেশী স্ফুর্ত্তি,—আমি ত আবাক্!

আমাকে সকলে ধ'রে কনে সাজিয়ে দিলে, অলকা তিলকা দিয়ে দিলে। সমস্ত গহনা প'রে ক'নে সেজে একটী কাজললতা হাতে করে ব'সে রইলাম, দুঃখও হলো, কিন্তু কাষ্ঠ-হাসি হেসে তাহা চাপা দিতে লাগলেম। বউদিদি বল্লেন, হাসিস্ যদি তবে দেখবি।

আমি বল্লেম, "রাম বল বউদিদি, এতেও হাসি আসে ? তা আমি সাজা, কনে আমার হাসতে দোষ কি ?"

"না, সাজা হ'লেই বা—হাসতে পাবিনা, ক'নেকে যেমন চুপ ক'রে মুখ নামিয়ে থাকতে হয়—তেমনি থাক্‌বি—মনে হাসির লহর ছুটুক না কেন, ঠোঁটে বেরুলেই মার খাবি।" মনে মনে ব'ল্লেম, এত কম কর্ম্মভোগ নয়! যথাসময়ে মুখুজ্জেদের বাড়ী এলাম, আমার

বর ও আমি যথাসময়ে ছাওনাতলায় বসলাম, মুখুজ্জে ঠাকুররা অতি কষ্টে হাসি চেপে মন্ত্র-কয়টা ব'লে বিবাহ শেষ কল্লেন, উলুধ্বনিতে আকাশ নিনাদিত হয়ে উঠল।

মুখুজ্জেকর্ত্তা বল্লেন, "অনুকূল বাবু! ক'নে একটু বড়, তা দোজ বরে বরের ক'নে একটু বড় হওয়া ভাল।" আমার বর একটু হাসলেন, আমি মনে মনে বল্লেম, বে'ত কল্লে চাঁদ, কিন্তু এরপর মজা দেখবে কে? আমার বর কলিকাতায় মেসে থাকেন, মেসের বাসা হ'তে জনকয়েক ছোক্‌রা বাবু সঙ্গে এনেছিলেন, তাদের মহা জেদ, ব'য়ের মুখ দেখাইতেই হবে, কিন্তু মুখুজ্জে কর্ত্তা বল্লেন, কনে বড়, আপনাদেরই ত বউ, এরপর ঘরে গিয়ে দেখবেন। যেমন হবাকান্ত রাজা, তেমনি তার গবাকান্ত মন্ত্রী—তারা তাই বুঝিয়া গেল।

বাসর ঘর মেয়ের দলে পরিপূর্ণ। আমার বর চোরটীর মতন বসে রইলেন্, দু' একটী কথা যদিও কইতেছিলেন, তাহাও যেন নিতান্ত ঝিম সুরে; তাই রাঙ্গা-দিদি সুরটা চড়াইবার জন্ত মাঝে মাঝে কান মোড়া দিয়ে ছিলেন, কিন্তু সুর চড়্‌ল না। খানিক পরে বউদিদি এলেন, বল্লেন "ভাল আছত?" আমার বর একটু হেসে বউ দিদিকে প্রণাম কল্লেন্—বল্লেন, "আছি ভাল" বউ-দি' আশীর্ব্বাদ কল্লেন্। বল্লেন, জন্ম জন্ম নূতন বউকে নিয়ে ঘর কর। তা ক'নে পছন্দ হয়েছে ত?

বর বল্লেন—"সেই ত নিমিষের তরে দেখা।" "তা দেখ একবার" বলে বউদি আমার মুখের একটু ঢাকা খুল্লেন—আমি চোক মুজ্‌লেম্, ওমা! আমি যে কনে-বউ, চোক চাইতে আছে কি? খুব সরম দেখিয়ে মুখের কাপড় টেনে দিলেম্, যেন লজ্জায় মরমে মরে গেলেম্। বউদি বল্লেন—"কেমন? শৈলর চেয়ে সুন্দরী বটে ত?" আমার বরের মুখে আর হাঁসি ধরে না, বল্লেন, "তা বটে!

আমি মনে মনে বল্লেম্, পুরুষগুলো কি নীরেট বোকা! ঘোমটা ঢাকা মেয়েমানুষকে এরা কি সকলেই নূতন দেখে! আমি আর হাঁসি চেপে রাখতে পার্‌লেম না, বাহিরে উঠে এসে একটা সিঁড়ির নীচে ব'সে প্রাণ খুলে হাসলেম। বউদিদি বাইরে এলেন, আমি বল্লেম, বউ-দিদি, আমার বরের বিদ্দে দেখ্‌লে? আমি সেই জল-জ্যান্ত শৈল এক ঘণ্টার মধ্যে এত সুন্দরী কিসে হয়ে গেলুম?

বউ-দিদি বল্লেন—ও ঐ ঘোমটার গুণে। আমি বল্লেম, "সে কি রকম!" বউদিদি বল্লেন, ঐ ওদের চোকের দোষ লো! ওরা ঘোম্‌টা দেওয়া নিজের স্ত্রীকেও যদি রাস্তায় দেখে, তা'হলে মুখখানি দেখ্‌বার জন্য পাগল হয়ে উঠে। ওদের ও প্রায় সবারই এক রোগ। ঘোম্‌টা দেওয়া মুখের উপর এদের ভারি ঝোঁক, দেখ্‌বার জন্য এরা যেন উন্মাদ, কত ছল করে নানা ওতে, রাস্তায় ঝোঁপে বসে থাকে!

"তা—পরের মেয়ের মুখ দেখে কি হয়? বউদিদি?"

জানি না—ঐ রোগ ওদের। তা ও যাক্। ঘরে যেয়ে বোস্। আমি বল্লেম, "আমি ইন্দিরার বর দেখ্‌তে চল্লেম—তা আর কেন?

"আর কেন কিলো, আট দিন এমনি রাখতে হবে।" আমি বল্লেম, আর কাজ নাই বউদিদি, খুব ঠকেছে" বউদিদি বল্লেন্ "কেন ভাতার বলে মায়া হচ্চে নাকি?

কে পারবে বাবা! আমি আস্তে আস্তে ইন্দিরার বর দেখিতে চলে গেলাম।

(৭

প্রাতঃকাল হ'ল। কান্তি ঠাকুর-দা এসে বল্লেন; অনুকূল বাবু! তোমার সঙ্গে ত ভাই ক'নে পাঠাইবার সুবিধা নাই, আট মঙ্গলার সময় অবশ্য অবশ্য আসবে সেই সময় যা' হবার তা' করা যাবে। আর তোমার বাড়ীও ত নিকট নয়—অনর্থক ব্যয়ও হয়।

আমার শ্বশুর বাড়ী আমাদের বাড়ী হতে তেরো ক্রোশ দূরে। আমার অদৃষ্ট ক্রমে শ্বশুর শাশুড়ীও নাই, সুতরাং আমার বর তাতেই অগত্যা সম্মত হলেন। কুসুণ্ডিকার পর কলিকাতায় ফিরে গেলেন, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম। কিন্তু একবারও মুখ খুলি নাই, ইন্দিরার বর ও লোকজন বিদায় হ'য়ে গেল।

আট দিনের দিন আমার বর এলেন। মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না কে বলে? আমার বর আজও এত বড় ব্যাপারটার বিন্দুমাত্রও বুঝ্‌তে পারেন নাই। আজ ইন্দিরারও আট মঙ্গলা। তা'রাও এসেছে। বাড়ীতে মেয়ের দলের মজ্‌লিস বসেছে। বর ঠকাবার মস্ত আয়োজন পড়ে গিয়েছে। দিন কেটে গেল। বর ম'শায়রা সারাদিনটা বেশ আমোদে কাটালেন।

* * *

রাত্রি আন্দাজ ৮টা হ'বে। পিলসুজে প্রদীপ জ্বলচে। শোবার ঘরে আমার বর এক খানি সোফার উপর বসে আছেন। ৮।১০ জন মেয়েতে আমাকে ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আমার বরের পাশে বসিয়ে দিয়ে শিকলী দিয়ে চলে গেল। আমার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্‌তে লাগ্‌ল,—ঘাম হতে লাগ্‌ল, আমার বরের নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। দু'জনের হোঁস ফোঁস্ শব্দে যেন মনে হতে লাগ্‌ল, আমরা ঘরে দুটো সাপ ঢুকেছি। এ আবার কি রোগ?

অনেকক্ষণের পর আমার বর আগে কথা কইলেন, অতি কম্পিত স্বরে বল্লেন, "ভয় কি তোমার।" হাঁ—এ ক্ষেত্রে পুরুষ

গুলোর সাহস আছে বলতে হয়, আমাদের ত কথাই ফুটে না,—বল্লেন "ভয় কি তোমার" আমি মনে মনে বল্লেম—"ভয়ে ত মরে যাচ্ছি আর কি ?" যা, হু'ক আমি কথা কইলাম না। বর বল্লেন, একবার মুখখানি খোল" আমি কথা কইলাম না। বর বল্লেন "তোমার কি একটু হাঁসিও নাই" আমি কথা কইলাম না; কাপড়ের ফুঁপী পাকাতে লাগ্‌লেম, দাঁত দিয়ে ঘোমটার কতকটা চেপে ধরলেম। বর বল্লেন, "তুমি আমায় কি ভালবাস না ?" তুমি যদি না কথা কও তবে"—এইবার আমি কথা কইতে বাধ্য হলেম। বর দিব্য দিতে আসেন। আমি জানি, সে রোগ বরাবরই ছিল। পুনরায় বল্লেন, "তুমি কি ভালবাস না ?" আমি হেসে উঠলেম, বল্লেম, "যদি অবসর পাই।" কি কি ? বর বল্লেন "অবসর আবার কি, ভালবাসার আবার অবসর কি ?" আমি বল্লেম "সেই যে সে দিন বাসরে গেয়েছিলে—

"আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও"—

বর বল্লেন, "ওরে বাবা। এ যে বেজায় চালাক কনে ?" "তা ঘোমটাই খোল"; তা খুলব না। "কেন—কেন ?" "যদি ভালবাস তবে খুলব।" বর হেসে বল্লেন—"ও এই কথা সেত যখন দেখেছি, তখনই—মন প্রাণ সব দিয়ে ফেলেছি।" আমি এই ডাহা মিথ্যে কথাগুলো শুনে অবাক হলেম যে, পৃথিবী শুদ্ধ লোককে আজীবন এরা মনপ্রাণ বিলিয়ে বেড়ায়! এত প্রাণ পায় কোথা ? বল্‌লেম, "এখনও চোখে দেখনি শুধু বাঁশি শুনেছ মন প্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেছ ?

আচ্ছা, শৈল দিদিকে কত ভাল বাসতে ? আমার বর একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, সে কথা আর তুলো না, তা'কে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেম। আমি বল্লেম "তা বটে ? জানি, একদিন শৈলদিদিকে বলেছিলে যে, শৈল তুমি ম'লে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করব—অথবা গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কত কষ্টে খাবি খেয়ে খেয়ে মরব, যদি তা না পারি, তা'হলে নিদেন কমণ্ডলু হাতে সন্ন্যাসী হয়ে বেড়াব।" "আহা শৈল"—আমার বর যেন একটু পূর্ব্ব স্মৃতিতে কাতর হয়ে বল্লেন ইন্দিরা তোমায় না পেলে আমি তাই হতেম, কিন্তু তোমার ঐ আঁখি দুটীতে পাগল করেছে।" "আচ্ছা আবার আমি যদি আজ মরি, যদি আমাকে চেয়েও ভাল পাও ? বর বল্লেন, সে কথা ছাড়িয়া দাও না, এখন মুখখানি খোল," "আমি বল্লেম, তা খুলিব না, আচ্ছা শৈলদিদি যদি না মরে থাকে ? আবার আসে, তা'হলে কি কর ?" "আঃ—সে সব কিছু চাই না গো,—তোমার মুখখানি দেখতে চাই,"—কথাটা শেষ না হতে হইতে বৌ-দিদি এক দিকে রাঙ্গা দিদি ও আরও মেয়েরদল অন্য দিকে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমার বর সবে মাত্র আমার ঘোমটাটী উঠাতে যাচ্ছেন, অমনি হাতের ঘোমটা হাতেই থেকে গেল, বেচারা ভেবাচেকা খেয়ে সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। বেকুবের একশেষ!

আমি সেই দলে মিশে পড়লেম, বৌদি' বল্লেন "খুব পুরুষ, এত ভালবাসা কোথায় পেলে ? এত ভাল বেসে মাথা গরম হয়ে উঠবে যে ?" এই বলে বৌদি, আলমারির ভিতর হইতে একটা বোতলের ছিপি খুলে আমার বরের মাথায় ঢেলে দিলেন। আমার বর বল্লেন, "বৌ-দিদি কর কি—কর কি এ যে গোলাপ সিরাপ, গোলাপ জল নয়! চট্ চট্ কচ্চে, আমি বল্‌লেম বেশ হ'য়েছে, এখন একটু তুলো লাগিয়ে দিলেই হয়"। আমার বর বল্লেন "আরে কর কি ? আমাকে কি হোঁদলকুঁতকুতে সাজাতে হবে নাকি!" আমি বুঝলাম বৌ-দি' ঠিকই ভুল করেছেন, সেই আলমারিতে গোলাপ জল ও কেশর গোলাপ সিরাপ থাকত, বৌ দি' গোলাপ জল ভেবে গোলাপ সিরাপ ঢেলে দিয়েছিলেন। বৌ-দি'র মাঝে মাঝে হিষ্টিরিয়া হ'ত, সেই জন্য দাদা কলকাতা হ'তে বৌদিদির জন্য কেশর সিরাপ এনেছিলেন, বৌ-দি ভুলে সেই সিরাপটা মাথায় ঢেলে দিলেন. আমার বরের টেরী ভেঙ্গে গেল। বর মহাশয়দের যতই ভালবাস যতই আবদার কর, কিন্তু কেউ যদি বাবা টেরিতে হাত দিয়েছ, ত অমনি ভালবাসার খেই ছিঁড়ে গ্যাছে!

তা যাক্। আমি আর কেন ঘোমটা দিয়ে থাকব ? আমি একটু ঘোমটা খুলে সেই বকেয়া শৈলবালা হয়ে আমার আঙ্গুল দুটী বেশ শক্ত এবং বিলক্ষণ সোজা ক'রে আমার বরের পেটের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। আমার বর লাফিয়ে উঠলেন, বল্লেন, এ কি ? এ যে আবার শৈলর ঘাড়ে চাপে দেখচি," আমি বল্লেম, "কি বর! বে' ক'রে কেমন আছ ? আমার বরের এইবার চমক ভাঙ্গল, বল্লেন—"আরে ? শৈল নাকি ?" আমি বল্লেম "বিচিত্র কি ?" কত ভালবাসা ঐ পেটের মধ্যে আছে, আঙ্গুল দিয়ে দেখব বলে এসেছি। শ্রীমান্ বরচন্দ্র ত অবাকচন্দ্র! একেবারে মুখখানি নিচু করে নখের ময়লা তুলতে লাগলেন, আমি বল্লেম্ "বে করে কেমন আছ ? বর মুখ তুলে আমার পানে তাকালেন, সে বেকুবের মত—অপ্রতিভের চক্ষু দেখে আমার দয়া হতে লাগল। বর কেবল বল্লেন্ "ব্যাপার কি ?" আমি বল্লেম, "ব্যাপার শক্ত, দেখলেম যত বলতে তত নয়।" বর সাত দিন কথা কইতে পারেন নাই, কেবল আমার মুখ পানে তাকিয়ে ছিলেন, আর মুচকী মুচকী হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। শেষে একদিন আমি কাঁইকুতু দিয়া আপনা আপনির ঝগড়া মিটিয়ে নিলেম!

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

দিনকয়েক পরে দাদা এসে বৌ-দির নিকট সব শুনে খুব হাস্‌লেন। আমি আড়াল হ'তে দেখ্‌লাম, বৌ-দি' দাদার মুখের গোড়ায় হাত নেড়ে বল্‌চেন—

"দেখো সখা ভালবাসি ভালবাসি বলো না,
প্রাণের যে ভালবাসা কথাতে তা মিলে না।
আমরা ভালবাসি দিতে প্রাণ,
নাহি চাহি প্রতিদান,
নারীর সরল প্রাণে মিছে দোষ দিও না।
দেখো যেন ভালবাসি ভুল ক'রে বলো না॥"

আমার বর শোবার ঘরে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমি যেয়ে গলবস্ত্র হ'য়ে চরণতলে লুটিয়ে বেশ সাধুভাষায় বল্‌লেম, দেবতা ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে লইয়া এত নাস্তানাবুদ করিয়াছি, কিন্তু মনে করিবেন না, আমি সরলা বালিকা, আমি যেমন আপনাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারি না, সেই বিশ্বাসে মনে করিতাম, যা'কে এত ভালবাসি, সে কি এমনি ভাল বাসে না—তাই দেবতার সঙ্গে খেলা করিতে গিয়াছিলাম, শৈলবালা আপনার দাসী।

আমার বর হেসেই আকুল। হাত ধরে উঠিয়ে বল্‌লেন, "তথাস্তু।"

আমরা এখন দুটীতে বেশ আছি, আমিত একদণ্ড না দেখ্‌লে থাকিতে পারি না।

S. P. C. "শৈলবালা।"

নারী নিগ্রহ।

("সঞ্জিবনী"তে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে।)

মান্তবর—

মহাশয়, আমি নিম্নে আমার জীবনের একটী শেষ দুঃখকাহিনী লিখিতেছি। আশা করি, আপনি তাহা আপনাদের পত্রিকাতে স্থান দিবেন।

আমি শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী আজ প্রায় দেড় বৎসর যাবত এইখানে শ্রীযুক্ত...... ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাহ হইয়া বাস করিতেছিলাম। স্বামী আমাকে খুব ভাল বাসিতেন। বিশেষতঃ আমি আমাদের গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলাম। স্বামী স্ত্রীতে প্রায় দেড় বৎসর যাবত সুখে বাস করিতেছিলাম। আমার প্রায় ১৬ বৎসররের সময় বিবাহ হয়। এখন আমি প্রায় ২০ বৎসরের হইয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এপর্য্যন্ত সন্তান আদি না হওয়াতে ও তাহার কোন লক্ষণ না দেখা যাওয়াতে আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণী পুত্রকে আবার বিবাহ করিতে বলেন। আমার স্বামী প্রথমতঃ তাহাতে রাজী হন না। ইতিমধ্যে একজন সাধুসন্ন্যাসী আমাদের গ্রামে আসেন। কয়েক দিন থাকার পর সে আমার স্বামীকে বলে যে, সে ২।৩ দিনের মধ্যে মন্ত্রবলে আমার সন্তান হওয়ার কথা বলে। তখন আমার শাশুড়ি ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসীকে অতি যত্নে বাটীতে আনেন। সন্ন্যাসী বলে যে, সে একটী যজ্ঞ করিবে। আমার স্বামীর নিকট সে বলে যে, তোমার স্ত্রীকে ২ দিন ও ২ রাত্র একটী গৃহে থাকিতে হইবে। গৃহে অন্য লোক এমন কি আমার স্বামীকে পর্য্যন্ত যাইতে দেওয়া নিষেধ। আমি ইহা শুনিয়া আমার শাশুড়ী ও স্বামীর নিকট কান্দাকাটী করিয়া বলি যে, আমি অজানা লোকের সহিত ২ দিন ও ২ রাত্র একলা থাকিতে পারিব না। আমার খুব ভয় হয়। তাহাতে আমার শাশুড়ি উত্তর দেন, তবে তোমাকে বাটীতে আর থাকিতে দিব না। পুত্রের আবার বিবাহ দিব। আমার স্বামী বলিলেন যে, আমাদের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী যজ্ঞ করিবেন তোমার না গেলে ভাল হবে না। অগত্যা আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে ২ চলিতে লাগিলাম, সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিলাম, গৃহের এক কোণে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বসিতে বলিলেন। তারপর তিনি কতক গুলি সংস্কৃত শব্দ করিলেন। তাহার পর সেই পাষণ্ড আমাকে বলিল যে, তোমার একমাসের মধ্যে সন্তান হওয়ার লক্ষণ আমি করিব। তখন সেই পাষণ্ড আমাকে বলিল, তুমি আমার নিকট ২ রাত্র থাকিবা, আমি তাহাতে রাজী না হওয়াতে সে আমাকে নানারূপ খারাপ গালি দিতে লাগিল এবং আমাকে উলঙ্গ করিয়া আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। আমি বাধা দিতে লাগিলাম, কিন্তু এই পিশাচ আমাকে ধরাশায়ী করিয়া ক্রমাগত আমার প্রতি পাশব অত্যাচার করিতে লাগিল। ক্রমাগত দুর্ব্বল হইতে লাগিলাম, আমাকে শব্দ করিতে নিষেধ করিল। আমি তাহা না শুনাতে আমার মুখ বাঁধিয়া দিল। আমর স্বামী কিম্বা অন্য কেহ শব্দ শুনিয়াও আসিলেন না। পিশাচ ক্রমাগত অত্যাচার করিয়া ক্ষান্ত হইল। এইরূপে ২ দিন কাটিল, তার পরদিন আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় হাত পা ও মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া সে রাত্রে পলায়ন করিল। আমি ইহাতে দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হইলাম। ২ দিন কিছু আহার না করাতে আমি অতি কাতর ছিলাম। প্রাতে আসিয়া আমার শাশুড়ি আমাকে এইরূপ বীভৎস দেখিয়া আমার স্বামীকে জানাইলেন। তিনি আসিয়া আমাকে অতি ক্রোধে পদাঘাত করিয়া রাগে চলিয়া গেলেন। তাহার পর স্বামী আমাকে বেশ্যা, ব্যভিচারিণী বলিয়া আমাকে আর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করাতেও তাঁহার মনে দয়া হইল না। আমি একটী লোকের বাটীতে

এখন আছি। এখন আমার জীবনের এইরূপ দুর্দ্দশা হওয়াতে আমি শোকে লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়াছি। আমার বিনা দোষে আমাকে তিনি পরিত্যাগ করিলেন। সেই নরাধম সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারাই আমার সর্ব্বনাশ করিলেন। আমার জীবনের আশা আকাঙ্খা সব এক মুহূর্ত্তে শেষ হইল। কত আশা কি হইল। কোথায় স্বামীর সঙ্গসুখে এই জীবন কাটাইব তাহা না হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছি। আমার জীবনে বড়ই দুঃখ যে বিনাপরাধে পরিত্যক্ত হইলাম। এসমস্ত বিষয় খুলিয়া লিখিলাম ক্ষমা করিবেন।

১৩২১ সন। ৫ই চৈত্র।
শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী।
ফরিদপুর।

কুৎসিত কাহিনী।

—ঃ০ঃ—

'সঞ্জীবনী' গত ১৮ই বৈশাখ এক কুৎসিৎ কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণ এই যে, ফরিদপুরবাসী কোন ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিংশবর্ষীয়া যুবতী পত্নী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবীর সন্তানসম্ভাবনা নাই দেখিয়া কোন এক সন্ন্যাসীকে যজ্ঞ করিবার জন্য আপন গৃহে ডাকিয়া আনেন। যজ্ঞ সম্পাদনের ছলে পাষণ্ড সন্ন্যাসী লাবণ্যপ্রভাকে গৃহে একা পাইয়া তাঁহার উপর দুই দিন যাবৎ পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। ঘটনার সময় যুবতীর স্বামী ও শ্বশ্রূ বাড়ীতেই ছিলেন কিন্তু তাঁহারা বধূর কাতর চিৎকারে কর্ণপাত করেন নাই। লেখিকা লাবণ্যপ্রভার বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিলে ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে মৃত ব্যক্তির অঙ্গেও প্রতিহিংসার তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া যায়; কিন্তু আমরা তাঁহার উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। এদেশে এমন কাপুরুষ, এমন নীচ, এমন কুক্কুর কে আছে যে, সে স্বয়ং তাহার সহধর্ম্মিণীর ইজ্জত নাশের জন্য কোন অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিবে। অথবা যদি তাঁহারা কপট সন্ন্যাসীর দুরভিসন্ধি পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভার কাতর চিৎকারে তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন কেন? সহযোগিনী হিন্দু-সমাজের কুৎসা-গন্ধ পাইলে উল্লাসে আট খানা হন, সুতরাং তিনি উল্লিখিত বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিলেও সুধীগণ সহজে ইহা বিশ্বাস করিবেন না। আশা করি, আমরা শীঘ্রই প্রতিবাদ দেখিতে পাইব।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

—•—

বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া সহরে গত শনি ও রবিবারে—২০শে ও ২১শে চৈত্র—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহা সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রী৺নন্দেশ্বরীর মন্দির সান্নিধ্যে প্রকাণ্ড পট-মণ্ডপে সভা বসিয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন,—স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি বহু স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাগম হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, উকীল, মোক্তার, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত সুধী ব্রাহ্মণ এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সুসঙ্গের মহারাজ-কুমার, তাহিরপুরের রাজা, হেতমপুরের মহারাজ-কুমার, পাকুরের ও চৌগাঁওর কুমার এবং গৌরীপুরের, কীর্ণাহারের কুণ্ডলার, বাজিতপুরের, পাঁচড়ার, লাভপুরের, শুক্ষয়ার এবং গঙ্গাটিকুরীর জমিদারদিগকে সভায় উপস্থিত দেখা গিয়াছিল। সর্ব্বসমেত সভায় লোক হইয়াছিল অন্যূন দুই হাজার। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রী৺নন্দেশ্বরীর মন্দিরে চণ্ডী-পাঠাদি অনুষ্ঠান এবং সভাধিবেশনের প্রারম্ভে বৈদিক প্রশস্তি পাঠ হয়। তাহার পর, হেতমপুর গৌরাঙ্গমঠের যুবক ব্রহ্মচারীরা স্তোত্র পাঠ করেন। হেতমপুরের মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সমাগত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সভাপতি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আসন গ্রহণের পর অভ্যর্থনাসমিতির সহকারী সভাপতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন,—হিন্দুসম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভার কার্য্যাবলী সমর্থন করিয়া সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন; ইহাঁরা অনিবার্য্য কোন কারণ বশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মহারাজ ইহাঁদের অন্যতম। তাঁহার পত্রখানি সভায় পঠিত হয়।

অতঃপর সভাপতি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা। তর্কচূড়ামণি মহাশয় প্রবীণ দার্শনিক ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী। এই বক্তৃতায়ও তাঁহার সে প্রসিদ্ধির পরিচয় পূর্ণ প্রতিভাত। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর-পণের পীড়ন জনিত সামাজিক দুরবস্থার কথা তুলিয়াছিলেন। অনেক বরের মাতা পিতা আজকাল কন্যাকর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য কন্যার—নিজের পুত্রবধূর—প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, বক্তৃতায় ভাবার তরঙ্গে নাচাইয়া তিনি যখন সেই চিত্র সকলকে দেখাইয়াছিলেন, সভাস্থ সকল লোকই তখন অন্তরে অন্তরে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বাধিত হইয়াছিলেন,—অনেকে চোখের জল রাখিতে পারেন নাই। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন,—পুত্রবধূর

প্রতি শ্বশুর-শ্বশ্রূর এই যে নিষ্ঠুর ব্যবহার, ইহাতে পুত্রবধূর হৃদয়ে স্বতঃই যে বিষ সঞ্চিত হইয়া থাকে, শেষে তাহাই সংসারের শান্তিনাশের প্রধান কারণ হইয়া উঠে। তিনি বরপণ প্রথার উচ্ছেদকল্পে সকলকেই যত্নবান হইতে অনুরোধ করেন। কি ভাবে কার্য্যতঃ এই পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বালকগণের ও পুরোহিতগণের শাস্ত্রীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে, মন্দির রক্ষা, গোরক্ষা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতির ব্যবস্থা কি ভাবে হইতে পারে, তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সকলের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সম্বন্ধে ও সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দু ছাত্রগণের জন্য ধর্ম্মবিষয়ক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হউক এবং ব্রাহ্মণসভার তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণের জন্য বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হউক,—তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছিল। ৺কাশীধামের ব্রাহ্মণসভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে বরপণের অসিদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মীমাংসা-সমিতিতে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়,—বাধ্যতামূলক বরপণ গ্রহণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সুতরাং এই পণগ্রহণ প্রথা রহিত করিতে হইবে; ছাত্রগণের শাস্ত্রশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; বর্ত্তমান টোলগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে; আবশ্যক মত সংস্কার সাধন করিয়া টোলগুলিকে উন্নত করিতে হইবে; বীরভূমে অবিলম্বে একটি ব্রাহ্মণসভা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহার অধীন একটি আদর্শ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রত্যেক জমিদার যাহাতে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে প্রভূত পশুচর ভূমি বিনা করে রক্ষা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা যাহাতে নিজ নিজ গৃহে গোরু পোষেণ, তাহার উপায় করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্রাহ্মণই যাহাতে নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাবন্দনা করেন এবং সর্ব্বতোভাবে সদাচার রক্ষা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় শেষে সকলকে নিঃস্বার্থভাবে—সকলেই যাহাতে নিজের বিজ্ঞাপন জাহির করিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া—ধর্ম্মের ও সমাজের জন্য প্রাণপণে কাজ করেন, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলেন,—এরূপ করিতে পারিলে, নিশ্চিতই ভগবানের আশীর্ব্বাদে আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে।

স্থানীয় অধিবাসীরা এই মহা সম্মিলনে সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সুব্যবস্থার গুণে কাহারও কোনরূপ অসুবিধা ঘটে নাই। প্রত্যহ সভাশেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পায়ের ধূলা সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছিল। বহু ব্রাহ্মণ জমিদারের সন্তানগণ সভাস্থলে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গ্রীষ্ম নিবারণ জন্য স্বহস্তে ব্যজন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ঘোষণা হয়—আগামী বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় মহা সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

—•—

সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের অভিভাষণ।

আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি বার্দ্ধক্যের চরম দশায় উপস্থিত, স্বাস্থ্য ভগ্ন, আমার কার্য্যভার আমি আমার ক্ষমতার অতীত বলিয়া বোধ করিতেছি। আমার প্রতি আপনাদের যে ভালবাসা আংশিকভাবে তাহার জন্য আর অংশত কর্ত্তব্যের আহ্বানে আমি এই গুরু-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আমার খুব ভয় এই যে, আমি হয় ত যথাযথভাবে নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইব। আমাদের এই অবনত জাতিকে কি রকম করিয়া যে তুলিতে হইবে সেই বিষম সমস্যার সমাধান এতই দুরূহ যে আমি জানি না যে এ বিষয়ে আমি কি বলিব।

অন্ততঃ এক বিষয়ে আনন্দ করিতে পারি। বাংলাদেশে প্রাদেশিক সমিতিতে আমাদের দলাদলি নাই। "মোডারেট." "একষ্ট্রীমিষ্ট." প্রভৃতি শব্দ এখানে আমাদের অজানিত। আমাদের ভক্তি প্রমাণ করিবার জন্য এখানে আমাদের কোন খাতাপত্রে নাম সহি করিতে হয় না। আমরা সবাই স্বাদেশিক ও রাজভক্ত আমারের মাতৃভূমির কাজে আমার সবাই "একদল্।"

জগদ্বিখ্যাত উইলিয়াম ষ্টেড্ একবার "রিভিউ অব্ রিভিয়ুজ" কাগজে লিখিয়াছেন ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার দরুণই ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের প্রভুত্ব বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছিল, ভারতবাসীদের এই যে ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি কিছুতেই দূর হইতেছে না ইহাতে বাহিরের লোকে ইহাই বুঝিবে যে ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসন অত্যাবশ্যক।

আমরা কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি? এই গরিব দেশে কৃষকদের একটুকরা জমিতেই জীবন মরণ, সেইজন্য তাহারা প্রাণপাত করিয়া ঝগড়া করে, তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু স্বদেশহিতৈষিরা যে কেন পরস্পরের প্রতি এপ্রকার তিক্তভাবাপন্ন তাহা আমার কিছুতেই বোধগম্য হয় না।

স্বাধীন দেশে প্রতিদ্বন্দ্বীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে মারামারি করেন, তাহার একটা অর্থ

পাওয়া যায়। তাঁহারা ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য কাটাকাটি করেন। স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের একটা গুরুত্ব ও গরিমা আছে। এখানে কোন ক্ষমতা আমাদের লাভ করিবার নাই। করতালি এবং ছাত্রদের দ্বারা গাড়ী টানা ছাড়া আর কোনও মান নেতাদের পাইবার নাই। তবে কেন আমরা এইরূপ ভাবে ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিতেছি?

আমাদের জাতির ঘোর দুর্গতির কথা একবার ভাবুন দেখি। আমাদের ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে, তখন কি আমরা ভাইএ ভাইএ ঝগড়া করিয়া মরিব? মিঃ ষ্টেড আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেলেন, ভারতে যদি আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহই না থাকিত তবে ভারত কদাপি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না।

আমাদের কংগ্রেস, লীগ্, কন্‌ফারেন্‌স্ আদি আমাদের কিরূপ ভাবে চলে তা'ত আমরা সকলেই জানি। বসিয়া বসিয়া দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা, বক্তৃতা করা ও প্রস্তাব করা; কোনো কুটীর প্রতিকারের সাধ্য নাই। দেশের শাসনকর্ত্তাদের সদয় বিবেচনার জন্য সভার সিদ্ধান্তগুলি তাঁহাদিকে জ্ঞাপন করিতে হয়। আমাদের শাসকেরা নিঃশব্দে ও ঘৃণাভরে আমাদের এ সব কাণ্ড কারখানা দেখেন। এই ভাবেই কি আমরা চলিব? না আর কোনও ভাল পন্থা ধরিব? এই প্রশ্নটীর উত্তর চাই। মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কুত্তাগুলি ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে, কেহ যখন কান দেয় না, তখন তাহারা কাজেই ঘেউ ঘেউ ছাড়িয়া দেয়,—তাহাদের পশুজনোচিত স্বাভাবিক বুদ্ধি ত তাহাদিগকে এই শিক্ষা দেয়।

দুই পন্থা আছে; এক রাজনৈতিক আন্দোলন, আর, আত্মশক্তির সাধন। রাজনৈতিক আন্দোলন না করিয়া আমাদের নিস্তার নাই, কিন্তু আমাদের নিজের ঘর ঠিক্ করিবার দিকে আসল মনোযোগ দিতে হইবে।

আমাদের অনেকগুলি দুঃখ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের নীতি অপ্রত্যক্ষরূপে নানাভাবে মদ্যপানে উৎসাহ দেয়? আমরা মদ না খাইলে গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের জোর করিয়া মদ খাওয়াইতে পারেন? বৈদেশিক শিল্পজাত আমাদের দেশীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বিদেশী জিনিস যথাসম্ভব বর্জ্জন করা সে ত আমাদের হাতে। মামলা মোকদ্দমায় আমাদের দেশ ছারখারে গেল। কেন আমরা আইনের দুয়ারে যাই? নিজেদের বিবাদ নিজেরা কি নিষ্পত্তি করিতে পারি না?

এদেশে পুলিস প্রায়ই অত্যাচারী; অনেক বিচারক বড় শাস্তি দেন, ফৌজদারী আইনগুলি বড় কড়া; শাস্তির পরিমাণ অত্যধিক; উচ্চতম বিচার আদালতও অনেকটা শাসকদের প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করি, তবে কোন পুলিস কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কোন সেসন জজের সাধ্য নাই আমাদের কেশ স্পর্শ করিতে পারেন, হাইকোর্টের সঙ্গেও আমাদের কোনো কারবার নাই। যদি ঝগড়া করিতেই হয়, সালিশে নিষ্পত্তি করি না কেন? বস্তুত আমরা মামলা মোকদ্দমায় আর বিদেশী জিনিস ব্যবহার যদি ছাড়িয়া দি, তবে আমরা পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি। যখন আমরা আমাদের গৃহে থাকি তখন আমরা ঠিক ইংরেজদেরই মত স্বাধীন। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে আমরা একটা আদালতের চৌসীমানার মধ্যে পা দিই তখনই আমরা অনুভব করি যেন কোন এক স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তখনি আমাদের শোচনীয় নিঃসহায় অবস্থার কথা মনে পড়িয়া যায়, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলীস কর্ম্মচারী এমন কি কনষ্টেবল ও পেয়াদাগুলির মহামহিমায় আমরা শুষ্ক হইয়া যাই। বস্তুত আপিশ আদালতের সমস্ত সাজসজ্জা তেমন সাহসিক অন্তঃকরণকেও নির্বীর্য্য ও অসাড় করিয়া দেয়। যখন আমরা একটু সাবধান ও বিজ্ঞ হইলেই এই সমস্ত দুর্নীতিজনক প্রভাবের হাত এড়াইতে পারি তখন কেন আমরা এগুলির কাছে যাই? ম্যানচেষ্টার কাপড় আর লিবারপুল লবণ না পাঠাইলে যদি আমাদের নেংটা ফিরিবার জো হয়, তবে ইহার চেয়ে লজ্জার কথা কি হইতে পারে?

আমাদের কৃষকেরা শিল্পীরা জ্ঞানাভাবে উন্নতি করিতে পারিতেছে না। নিরক্ষর দেশবাসীরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের মোটামুটী জ্ঞানের অভাবে দলে দলে প্রাণ হারাইতেছে। ইহাই সবাই ইহাদের অবস্থোন্নতি করিতে ব্যগ্র। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ইহাদের সেই বান্ধব কোথায় যিনি ইহাদিগকে স্বাস্থ্য ও সম্পদের রাজ্যে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন?

জমীদারে জমিদারে, রায়তে রায়তে জমিদারে রায়তে অহর্নিশি ঝগড়া চলিয়াছে। এমন কি স্বদেশপ্রেমিকেরা একে অন্যের সঙ্গে কুস্তাকুস্তি করিতেছেন। গ্রামবাসীরা অনন্তকাল যাবৎ দলাদলিতে ব্যাপৃত। ভাই ভাইএর, বন্ধু বন্ধুর মাথা ভাঙিতেছে। এই সমস্ত ঝগড়া বিবাদে দেশের মধ্যেই কি অসীম দুঃখই না সৃষ্টি করিয়াছে। নিজেদের সঙ্গে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কি রকম করিয়া উত্তম ব্যবহার করিতে হয় ইহাদিগকে সেই শিক্ষা দিবেন যিনি সেই মহাপুরুষ কৈ? খৃষ্টানদের দেশে পুরোহিত আছেন কিন্তু আমাদের দেশে ইহাদিগকে পরামর্শ দিবার কি সাহায্য করিবার কেহ নাই। কৃষ্ণনগরে

যাঁহারা আজ মিলিয়াছেন, তাঁহারা দেশের নব জাগরণের পন্থা উদ্ভাবনে নিরত হউন।

একটি প্রস্তাব।

সমস্ত প্রদেশের কাজকারবারের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি স্থানীয় দুই চার জন এবং কলিকাতা হইতে ২৫।৩০ জন প্রধান লোককে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সমিতি সংগঠিত হোক্। প্রত্যেক জেলার জন্য একজন কি দুই জন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হউন, তাঁহাদিগকে মাহিয়ানা দিতে হইবে।

এই কর্ম্মকর্ত্তারা জেলার মধ্যে যাইয়া জনসাধারণের দুঃখ ও অভাব প্রভৃতি দেখিবেন ও তৎপ্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন। জেলার নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ রাখিবেন, এবং তাঁহাদের সহযোগিতা আকর্ষণ করিবেন। যদি কোনও নেতার সহানুভূতি না পান, তবে তাঁহার দুয়ারে ধন্না দিবেন।

গ্রামে গ্রামে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের মন্ত্র প্রচার করিবেন। গ্রামে গ্রামে শান্তি এবং সৌহার্দ্য স্থাপন করিবেন, বিবাদ মিটমাট করিবেন। সালিশ করিবেন, আদালতের শরণ লইবার অপকারিতা বুঝাইয়া দিবেন।

নূতন নূতন শিল্প শিক্ষা দিবেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব জ্ঞান প্রচার করিবেন। হিন্দু এবং মুসলমানের কাছে জোড়হাত করিবেন, যেন তাঁহারা ঝগড়া না করেন।

জলাভাব ও খাদ্যাভাবের বিপদ আসন্ন হইলে কর্ম্মী পূর্ব্ব হইতে তাহা লক্ষ্য করিবেন। সরকারী ও বে-সরকারী যত রকম অন্যায় আছে সমস্ত উদ্‌ঘাটন করিবেন।

কর্ম্মী জেলার মধ্যে সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিবেন। এই ভাবে জনসাধারণকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে হইবে। যদি অন্তত ৬টা জেলায়ও এইরূপ অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে দেশের মধ্যে এমন এক শক্তিশালী দলের সৃষ্টি হইবে যাহার দিকে গবর্ণমেণ্ট অন্তকার মত ঘৃণ্যসূচক ব্যঙ্গভরে তাকাইতে পারিবেন না। আমাদের কংগ্রেস, লীগ, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ যে গবর্ণমেণ্টের গ্রাহ্যই হয় না তাহার কারণ এই যে আমাদের এই সমস্ত অনুষ্ঠান বাস্তব নয়, কৃত্রিমতাপূর্ণ, হঠাৎ আমরা আবেগে উদ্‌বেজিত হইয়া উঠি, ধীর সহিষ্ণুভাবে কাজে লাগিয়া থাকি না। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় জাতিটাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, এবং একতায় সংবদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আমাদের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হইবেন।

একটি অত্যাবশীয় অভাব।

—০—

এদেশের ব্যবসায়ী দোকানে জিনিসপত্র বোঝাই করিয়া হাত পা গুড়াইয়া রাস্তার লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে। দোকানদারীর সে আর কিছু বোঝেনা—জানেও না, শিক্ষার আবশ্যকতাও জ্ঞান করে না। কিন্তু কয়েকটী উপায় দ্বারা সে অনায়াসেই বাহিরের খরিদদার সংগ্রহ করিতে পারিত।

১ম উপায়—মফঃস্বলের ভদ্রলোকের নাম সংগ্রহ, বাহির হইতে ক্রেতা সংগ্রহ করা ব্যবসায়ের একটী বিশেষ আবশ্যকীয় কর্তব্য কাজ।

এদেশের ছাপাখানা ওয়ালাদের অনেকেই দেশের একটা বড় অভাব মোচন করিতে পারিতেন। অনেক নাটক নভেল ছাপিয়া উই ইন্দুরের দ্বারা কাটতি করা অপেক্ষা মফঃস্বলের প্রকৃত জীবিত ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা পেশা প্রভৃতি সমন্বিত নামের তালিকা বাহির করিলে তাহার বেশ কাট্‌তি হইতে পারে। দোকানদার সংবাদপত্রের ম্যানেজারগণ, পুস্তক বিক্রেতাগণ তাহা প্রচুর ক্রয় করিবেন। এইটীর এদেশে অভাব—এদেশের Village Directory নাই, এটা অতিশয় অভাব। কোন ছাপাখানা এই কার্য্যটীতে হাত দিলে আমরা তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিব। দেশের শিল্প ব্যবসায়ী এইরূপ নাম সংগ্রহের তালিকা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে।

নাম সংগ্রহের উপায়।

মফঃস্বলবাসী লোকগণকে কিছু উপহার স্বরূপ দিয়া নাম সংগ্রহ হইতে পারে।

দোকানদারগণ যে সকল চিঠি পত্র পান তাহাদের কার্য্য শেষ হইলে সেই সকল চিঠি পত্র কিছু কিছু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া নাম সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এরূপে অনেকে নাম সংগ্রহ করিয়াও থাকেন। ইহা নূতন কথা নহে।

আর একটি উপায়, একখানি নাম সংগ্রহের পকেট বুক সর্ব্বদা কাছে রাখা। মফঃস্বলের বহুলোক কলিকাতায় থাকেন আমাদের সহিত অহরহই লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণের নাম ঠিকানা জানিয়া পকেট বুকে সংগ্রহ করিলে অচিরে বহু জীবিত ভদ্রলোকের নাম পাওয়া যাইতে পারে। আধুনিক অনেক Directory বাহির হয় বটে কিন্তু তাহাতে গ্রাম্য ভদ্রলোকের নাম পাওয়া যায় না যাহা পাওয়া যায় তাহাদের অনেকেই মৃত বা স্থানান্তরিত। কিন্তু রাজা জমীদার গ্রাম্য ভদ্রলোক যাহাদের গ্রামেই বাড়ীঘর আছে এমন লোকদের নামের তালিকার সহসা পরিবর্তন হয় না কার্য্যব্যপদেশে আমরাও তাহা দেখিতেছি।

এই সকল নামের তালিকা দ্বারা ব্যবসায়ী-মহৎ উপকৃত হইবেন। তাহাদের জিনিসের তালিকাদি পাঠাইলে মফঃস্বলের ক্রেতা পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তখন মফঃস্বলে মাল পাঠাইয়া দৈনন্দিন লাভ এবং কাজ শেষ হইবে। অনর্থক পথিকের মুখের দিকে তাকাইয়া আশা এবং হতাশার সহিত যুঝিতে হইবে না।

কিন্তু সেলাইয়ের, মসলার, খাদ্যদ্রব্যের পুস্তকের কোন দোকানদার যদি দোকানে হাত গুটাইয়া দিন না কাটাইয়া কতক গুলি লোক রাখিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হতাশ হইতে হয় না।

আর একটী উপায় আছে, তাহাও বলিতেছি। আমরা দেখিয়া শিখিতেছি যে ফেরিওয়ালারা দোকানদারগণ অপেক্ষা অধিক মাল কাটাইয়া থাকে। কারণ এদেশের দোকানদারগণের নৈতিক ব্যবহারের অভাবে লোকে ঘরে জিনিস পাইলে দোকানে বা বাজারে যাইতে চাহেনা। বিশেষতঃ প্রত্যেক দোকানদারের অতি অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল দেশেই স্ত্রীলোকই উৎকৃষ্ট ক্রেতা, এদেশের মহিলাগণ বাজারে যাইতে চাহেন না, যাইতেও পারেন না। কারণ ইজ্জত সম্ভ্রম যাইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমরা জানি, পার্কষ্ট্রীট অঞ্চলের মিসেস্ উড্ নামক কোন ইংরাজ মহিলা বিলাতি আমদানি নানাপ্রকার ছেলেদের এবং মেয়েদের পোষাক প্রতিদিনই তিনি প্রায় শতাধিক হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালার দ্বারা ইংরাজ এবং বাঙ্গালী মহলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার জিনিস আমরা অনেকবারই ক্রয় করিয়াছি। কাটছাঁট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিলে ক্রয় না করিয়া অনেকেই থাকিতে পারেন না। তিনি প্রত্যেক জিনিসেই এক একটী দামের টিকিট আঁটিয়া ঐসকল ফেরিওয়ালাকে সমস্ত কলিকাতা সহরে প্রত্যহই ছাড়িয়া দেন। কোন ভদ্রলোক আর দর করে না। ঐ ফেরিওয়ালাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, তাহারা বেতনও পায় এবং বিক্রিত দ্রব্যের টাকায় কিঞ্চিৎ কমিশনও পাইয়া থাকে। কাজেই প্রত্যেকে বিশেষঃ চেষ্টার সহিত বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রত্যেক ফেরিওয়ালার সহিত রুমাল, ছেলেদের পেনিকোট, মেয়েদের সেমিজ সেফ্টী পিন, ড্রয়র, বোতাম চিরণী সাবান, ফিতা, এসেন্স কোমর বন্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকারের অতি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য থাকে, বড় বড় টীনের বাক্সে সেইগুলি স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেওয়া থাকে। বাক্সের উপরে বড় বড় সাদা অক্ষরে মেম সাহেবের নাম লেখা থাকে, সে সকল বাক্স ওয়ালা কলিকাতার সাহেব, মেম, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্র লোকের ঘরে বিশেষঃ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী পরস্পরের দেখা দেখি অনেক সেলাই ও কাটা কাপড়ের দোকান করিয়াছে বটে, কিন্তু কখন ও এরূপ উপায় অবলম্বন করে নাই।

অনেক মুসলমান ফেরীওয়ালারা ১০টার পর হইতে এই রূপে পাড়ায় পাড়ায় ফেরী করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু প্রতারনা করা ইহদের স্বভাবসিদ্ধ। উদ্দেশ্য খারাপ বলিয়া ইহারা বাবুরা আফিসে না বাহির হইলে কদাচ পাড়ায় ঘোরেনা। তাহারপর প্রত্যেক বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোক দিগকে চারিগুণ দামে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়, পুরুষকে ইহারা কদাচ বিক্রয় করিতে চায় না, করেও না।

আমি তাহাদের নিকটও শুনিয়াছি যে, বাঙ্গালী দোকানদারগণের নিকট এরূপ ভাবে তাহারা কাজ করিতেছে না, তাহার কারণ, তাহারা বলে যে দোকানদারগণ ফেরিওয়ালাদের টাকা মারিয়া দিয়া পালাইয়া যায় এবং নাম ভাড়াইয়া অন্যস্থানে দোকান করিয়া বসিয়া থাকে। এইজন্য এই প্রকৃত কাজের লোক হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালারা বাঙ্গালী দোকানদারগণকে আদৌ বিশ্বাস করিয়া টাকা ডিপোজিট্ রাখিয়া কাজ করিতে চায় না। এইজন্য বাঙ্গালী দোকানদার গণের মাল কাটাইয়া দিবার জন্য Consumers জোটেনা। সেইজন্যই পিপাসী চাতকের ন্যায় সমস্ত দিন দাঁত খিঁচাইয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমে দেউলিয়া হইতে হয়। পুরাণ ঘটী চোরের স্বভাব যতদিন না ঘুচিবে, যতদিন প্রকৃত নীতি জ্ঞানের প্রভাব বাঙ্গালীর মধ্যে বিস্তার না হইবে, ততদিন ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর দুর্দশা ঘুচিবে না। কিশের অভাব আমাদের? ধর্ম্ম এবং নীতিজ্ঞানের। নেতা হইতে সামান্য ফেরিওয়ালা পর্য্যন্ত যখন আমরা পরস্পর বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত, তখন এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া আদৌ সম্ভব নহে। এদেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নাই, প্রতারণা করাই উৎকৃষ্ট ব্যবসায় বুদ্ধি মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। স্থায়ী কাজ এদেশের ব্যবসায়ী চায় না। চোরের রাত্রি বাসই লাভের মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়াই এদেশের লোকের উৎকৃষ্ট নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য অধিকাংশ ব্যবসায়ীর দুর্দশা। যাঁহারা সৎ, তাঁহারা প্রকৃতই স্থায়ী ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, এখন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এই নীতির অভাবেই এদেশের বহু ব্যবসায়ের পসার প্রতিপত্তি হইতে পায় না। একেবারে প্রতারনা প্রতারনায় দেশটার এমনি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এখন সাধুরও পদক্ষেপের স্থান নাই। এই কারণেই দেশের শিক্ষিত ব্যবসায়ী ধ্বংশমুখে অগ্রসর।

শিক্ষিত দোকানদারগণ প্রকৃত মূল্যে ঠিক সাহেবদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্রব্য

ঐরূপে একদরের টিকিট আঁটিয়া ফেরিওয়ালা-দ্বারা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান কার্য্য চালাইতে পারেন। প্রত্যেক ফেরিওয়ালাকে যে পরিমাণ টাকার জিনিস দেওয়া হইবে, সেই পরিমাণ টাকা ডিপোজিট রাখিয়া অনায়াসেই মাল ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। "মিসেস্ উড্‌ও তাহাই করেন এবং বিক্রয় না হইলে জিনিস ফেরৎ লইয়া ফেরিওয়ালার টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিয়া থাকেন। কেবল তাঁহার সততার গুণেই শুনিয়াছি, ফেরিওয়ালারা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারাও অনায়াসে বাজারে প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছে, কারণ তাহারা বুঝিয়াছে এদেশের ব্যবসায়ী দ্রব্য উৎকৃষ্ট এবং সুলভ করিলেও ইহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রতারিত করে, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চাহেনা। যেখানে গৃহবিবাদ, সেইস্থানেই বাহিরের লোকের সুবিধা। কিন্তু এদেশের শিক্ষায় বড়াইয়ের মুখে ছাই, ইহারা এই সামান্য রহস্য বুঝিতে পারেনা অথচ ঘরের টাকা বাহির করিয়া বাবু সাজিয়া ব্যবসায় করিতে যায়।

অভিজ্ঞের উপদেশ।

---*---

আমিই সর্ব্বস্ব লইব, আমিই সর্ব্বস্ব খাইব, এই পিপাসা দ্বারা মানব শুদ্ধ যে নিজেকে নিম্নস্তরে ফেলিয়া ধ্বংশ হয়, তাহাই নহে, এই কুৎসিৎ আচরণের বশবর্ত্তী হইয়া সে সমাজের নিকট ঘৃণার পাত্র হইয়া, আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতি, সাহায্য, সম্মান, স্নেহ প্রভৃতি পার্থিব সুখ হইতেও বঞ্চিত হইয়া ইহ জীবনেই নারকীয় বিকট যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য লোভ সংবরণের আবশ্যকতা আছে। ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে শিখিও, মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে শিখিও, তবে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইবে এবং সুখী হইবে।

প্রতারক, ভণ্ড, বিড়াল তপস্বীতা অল্প দিনই অপ্রকাশ থাকে, আত্মপ্রসাদের মধুর আস্বাদ যে কখনও আস্বাদন করে নাই, সেই অপরের সর্ব্বনাশ করিয়া ভণ্ডামির বাচালতায় জনসমাজকে প্রতারিত করিবার প্রয়াসী হয়। মানুষের মনুষ্যত্ব না থাকিলে ঐশ্বর্য্য এবং পাণ্ডিত্য থাকিলেও সে পশু—এই পশুতেই আজ সমাজ পরিপূর্ণ, সব মাসতুতো ভায়ের দল! ন্যায়ের প্রত্যাশা আর চলে না। ও পশুর ভাষা পশুতেই বুঝে। ধিক শিক্ষায়, ধিক পাণ্ডিত্যে!

সম্মান লাভ জোরে হয় না, যোগ্য ব্যক্তির সম্মান নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু সেটা আদায় করিতে জানা চাই। ক্রোধাবতার, বোকা পাঁটার মত অহরহ যাহাকে তাহাকে গুঁতাইতে যাওয়াটা একটা বিষম মূর্খতার পরিচায়ক, বোকা পাঁটার সম্মান আমরা পল্লী গ্রামে দেখিয়াছি, যে সে পিছনে লাথি মারিয়া মজা দেখে, আর সে পা তুলিয়া বো, বো, করিয়া সকলের পিছনে ধাওয়া করিয়া যায়। এই শ্রেণীর সম্মানের কাঙ্গাল, ক্রোধাবতার, নীচ প্রকৃতির লোকে আজ সমাজ পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু সকলেরই সীমা আছে—ইহাই রক্ষা। এ দেশের মান ধোপে টিকে না, এই ত দুঃখ।

ক্ষমাই মহত্ব—এই ক্ষমাগুণে তোমার হৃদয়ে অপার আনন্দ হইবে—জগত তোমার মহত্ব দেখিয়া চরণে লুণ্ঠিত হইবে। তখন যে সম্মান লাভ হইবে, কখনও তাহার নষ্ট হইবে না। কেন হিংসা, এবং প্রতিহিংসার বিষে জর্জ্জরিত হও, নিজের ঘরে আগুন জ্বালিয়া কেহ কি সুখী হইয়াছে দেখিয়াছ? ক্রোধ সংবরণ কর, হৃদয়ে শান্তির পবিত্র রাজ-সিংহাসন স্থাপন করিয়া, আত্মপর ভেদাভেদ ভুলিয়া বিশ্বপ্রেমের উপাসনা কর—দেখিবে এই সংসারই তখন স্বর্গ, এ সুখ বুঝি কখন অনুভব কর নাই?

তোমার কোশা ঠং ঠং, টিকি নাড়াতে যত খানা না ধর্ম্ম আছে—আত্মপ্রসাদে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী সুখ ও ধর্ম্ম আছে। তুমি নিজেকেই ভাল বাসিতে জাননা, অপরকে ভালবাসিবে কেমন করিয়া? নিজের আত্মা তোমার ঘৃণিত আত্মম্ভরিতায় কলঙ্কিত, হিংসা বিষে জর্জ্জরিত, ক্রোধে কম্পান্বিত। তোমার আত্মা যেন অহরহ উত্তপ্ত লৌহ শলাকাময় পিঞ্জরে, ধড়ফড় করিতেছে—রাত্রে দুশ্চিন্তায় তোমার নিদ্রা নাই, তোমার সাধ্বী স্ত্রী, সুকুমার শিশু তোমার বিভৎস চণ্ডাল মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিতেও সাহস করে না! হা! হা! ঈশ্বরের কি অলক্ষিত কঠোর দণ্ড! জীবন্তে নরক যন্ত্রণা! অহরহ বৃশ্চিক দংশন! অহরহ দুশ্চিন্তার দাবানল! বাঃ! কি চমৎকার কর্ম্মফল! কিন্তু আশ্চর্য্য—নরকের কীট এই নরকেই সুখ অনুভব করে! সাধ করিয়া লোকে এই অগ্নিহার গলায় পরিয়া বুক ফুলাইয়া নিজের পশুত্বের কৃতিত্ব দেখাইয়া বেড়ায়, এত বড় বেহায়া কোথাও দেখিয়াছ? দোহাই তোমার, একবার নির্জ্জনে ভাবিয়া দেখ বাস্তবিক তুমি কি? সমাজ! গোটা কতক শেখা বুলি শুনিয়া পাণ্ডিত্যের বহর মাপিয়া মুগ্ধ হইও না, সয়তানেও অনেক মধুর ভাষা জানে—দেখ, শিক্ষায় কতদূর, জ্ঞানেরও কতদূর মনুষ্যত্বের উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে। যদি তাহা তাহাতে না থাকে, তাহা হইলে কুবেরের পূজা করিলেও তোমার পুণ্য আছে। এক মুষ্টি অন্নপালিত কুকুরের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

কৃতজ্ঞতা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাও মনুষ্যত্বজ্ঞাপক যাহা মনুষ্যত্ব, তাহাই দেবত্ব।

শিক্ষায় মনুষ্যত্বের উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। যাহার তেমন শিক্ষা হয় নাই, ভণ্ডামি করিয়া জন সমাজকে প্রতারিত করে, সেও কিও সম্মানের যোগ্য পাত্র? দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও, চৈতন্ত অবশ্যম্ভাবী। পণ্ডিত কে? যে প্রকৃত জ্ঞানী—যিনি লোভ, হিংসা, দ্বেষাদি বর্জ্জিত। মুলো বাড়ান রোগ থাকিলে, বিড়াল তপস্বী আর পণ্ডিতে পার্থক্য কি? পণ্ডিতের মুলো সংযত হইলেই সে পণ্ডিত, তাহার আর ভুলে নাই, কিন্তু ঐ রোগেই ত ঘোড়া মরিয়াছে।

বিচিত্র সংবাদ।

—:০:—

এডিসন আমেরিকার এক অদ্ভুত সন্তান। তিনি সম্প্রতি সবমেরিন পরিচালনের জন্ম এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে সবমেরিন ১০ দিন জলের তলে ডুবিয়া থাকিতে পারিবে, অথচ কোন নৌসৈন্ত ক্লোরাইন দ্বারা বিষাক্ত হইবে না।

১৩ বৎসর হইল, ইংলণ্ডের কোন প্রসিদ্ধ মহাজনের পুত্র সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি যে হোটেলে ছিলেন, তথায় ১৮ বর্ষ বয়স্কা এক সুইস বালিকা কাপড় ইস্ত্রি করিত। রূপে গুণে তাহাকে অতুলনীয় দেখিয়া মহাজন পুত্র তাহাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু পিতা বাধা দেওয়াতে সুপুত্রের ন্যায় পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করেন কিন্তু আর কাহারও পাণিগ্রহণ করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে সুইস বালিকার জন্ম ৬৩ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কয়েকদিন হইল, এই টাকা সেই রমণীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। নিস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত বটে।

(সংগ্রহ)

কৃষি সংবাদ।

—০—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হাড়ের গুঁড়া ক্ষেত্রে দিলে কিরূপ লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।—

হাড়ের গুঁড়া একটি বিশেষ সার, ইহার ব্যবহারে শস্তের ফল, ফুল, বীজ ও মূলের বৃদ্ধি হয়, ফলমূলের মিষ্টতা বাড়ে এবং শস্য শীঘ্র পাকে। ধান, গম, যব, আলু, ইক্ষু, মূলা, শালগম, কপি ইত্যাদি শস্তের পক্ষে হাড়ের গুঁড়া বিশেষ উপকারী। রোয়া ধানে ইহার ফল অতি চমৎকার। যেখানে বিনা সারে সাধারণতঃ ৬।৭ মণ ফসল হয়, হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া সেখানে ৯।১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। হাড়ের গুঁড়া বিঘা প্রতি ১৴ একমণ হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। ইহার দাম সাধারণতঃ ৩৲ তিন টাকা মণ। হাড়ের গুঁড়ার গুণ জমিতে অন্ততঃ তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। জমি প্রথম চষিবার সময়, হাড়ের গুঁড়া ভাল করিয়া জমির উপর ছিটাইয়া দিয়া ক্রমে চাষের সঙ্গে মাটীর সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। যত আগে হইতে গুঁড়া জমিতে দেওয়া যায় ততই ভাল। কেন না হাড়ের গুঁড়া মাটীর সহিত মিশিয়া গিয়া শস্তের ব্যবহারোপযোগী হইতে একটু সময় লয়। সকল জমির পক্ষে হাড়ের গুঁড়া সমান উপকারী নহে। খিয়ার জমি, লালমাটী, ভিটা জমি ইত্যাদিতে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। বেশী পরিমাণ জমিতে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে হইলে, পূর্ব্বে একটু পরীক্ষা করিয়া মাঝামাঝি একটি আইল তুলিয়া লইয়া, এক ভাগে হাড়ের গুঁড়া দিয়া ও অপর ভাগে বিনা সারে রাখিয়া, এক বৎসর ধান জন্মাইলেই ঐ জমিতে হাড়ের গুঁড়া কেমন কাজ করিবে, যাহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। হাড়ের গুঁড়া কলিকাতায় কৃষিবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুরকে লিখিলে তিনি যোগাড় করিয়া দেন।

রোয়া ধানে সাররূপে হাড়ের গুঁড়ার উপকারিতা দেখাইবার জন্ম প্রথম বৎসর প্রদর্শকের তত্বাবধানে কিছু হাড়ের গুঁড়া রায়তদিগকে বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল; ইহার ফল এত সন্তোষজনক হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে জমিদারগণ, তাঁহাদিগের রায়তদিগকে হাড়ের গুঁড়া সরবরাহ করিবার জন্ম অগ্রিম টাকাও দিয়াছেন। এই সার ব্যবহার করিয়া, রায়তগণ প্রথম বৎসরেই যে পরিমাণ ফসল পাইয়াছে, তাহাতে সারের দাম উঠিয়াও লাভ রহিয়াছে।

ঢাকা, রাজসাহি ও চট্টগ্রাম বিভাগে হাড়ের গুঁড়া সম্বন্ধে প্রদর্শন কার্য্য, খুব বিস্তৃতভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে। হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া নানা স্থানে ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

বহু আপদ বিপদে কাগজ বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে প্রস্তুত কাগজও পাঠাইতে পারি নাই। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কাঃ সঃ

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

(SOMETHING NEW,)

কয়েকটী অভিনব দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী

কৃত্রিম ব্লটার

—:—

জিপ্‌সম (gypsom)	ওজনে	১৪ভাগ
আলুর গুড়া—	...	২ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন প্রকার ছাচে ঢালিয়া জমাইয়া লইতে হইবে। অবশ্য জল দিয়া মিশ্রিত করিয়া আঁটাল কর্দ্দমবৎ করিয়া তাহার পর ছাঁচে যেমন আকৃতির ইচ্ছা করিয়া বড় বরফীর মত করিয়া লইতে হইবে। যখন শুষ্ক হইয়া কঠিন হইবে, তখন ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠিবে। ইহার পড়তা দেখিয়া দাম নির্দ্দেশ করিয়া বিক্রয়োপযোগী করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। ইহা লেখার উপর দিলে ব্লটিংএর কাজ ও কাগজ চাপারও কাজ হইবে।

VACELINE COLD CREAM.

ভেসিলাইন কোল্ড ক্রিম।

সাদা মোম (মৌ মোম্)	...	॥০ আঃ
স্পারমা সেটী ...	...	২॥০ আঃ
অয়েল আল্‌মন্ড ...	...	১৪॥০ আঃ
সাদা ভেসিলীণ	...	৬॥০ আঃ
ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার	...	৬॥০ আঃ
বোবাক্স ...	...	১৫০ গ্রেণ
কনারিণ ...	...	৫ গ্রেণ
অয়েল অফ্ রোজ	...	১৬ ফোঁটা
অয়েল বারগামট ...		১৬ ফোঁটা
ফ্রেঞ্চরোজজেরিনিয়াম	...	৫ ফোঁটা
অয়েল ডোড়িয়াম্ ...	...	২ ফোঁটা
অয়েল ওরিন ...	...	১ ফোঁটা
এসেন্স অফ সিভেট (১.১০)	...	৫ ফোঁটা

প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমে মোম, স্পারমামেটী ভেসিলিন আল্‌মণ্ড অয়েল এই সমস্ত গুলিকে উত্তমরূপে এনামেল পাত্রে গলাইয়া স্থির ভাবে এক স্থানে রাখিয়া দাও, যেন একেবারে জমিয়া না যায়, এমন অবস্থায় খুব নাড়িতে থাক, এখন মাখমের মত অবস্থায় দাড়াইবে। খুব তরলও নহে, খুব জমাটও নহে এইরূপ অবস্থা। তাহার পর ইহাতে ডিস্‌টীলড ওয়াটার দিয়া পুনরায় নাড়িতে হইবে কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই জলে বোরাক্সটাকে গলাইয়া রাখিবে। তাহার পর বাকী সুগন্ধি দ্রব্য গুলি দিয়া অনেকক্ষণ ঘন ঘন নাড়িয়া মিশাইতে হইবে, যেন দধির মত হইয়া যায়। এখন ইহা প্রস্তুত হইল। ইহা অন্যান্য কোল্ড্ ক্রিমের মত মুখে গণ্ডদেশে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে চর্ম্মে লোলতা, মুখের ভাঁজ ঠোঁট মুখ ফাটা নিবারিত হইয়া মুখশ্রী অক্ষুন্ন থাকিবে। ইহা মূল্যবান প্রস্তুত প্রণালী।

২৫।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 124.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chtterjee.

৯ম বর্ষ। New Series. নূতন সংস্করণ। Vol. V.
৫ম সংখ্যা। MAy 1915. মে, ১৯১৫। No. 5.

Notes of Interest.
আবশ্যকীয় তথ্য-সংগ্রহ।

বহুমূল্য লেখনী।

যুদ্ধের পর সংগ্রামোন্মত্ত রাজাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপনের সুবন্দোবস্তের জন্য যে লেখনী দ্বারা শান্তি পত্র লিখিত হয়, সেই লেখনী বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিলে তাহার দাম যে অত্যন্ত অধিক হইবে তাহা নিশ্চয়।

রুষিয়া ও জাপানের মধ্যে যখন শান্তি স্থাপনবার্ত্তা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপিত করা হইল, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে লেখনী নির্ম্মানকারকগণ রুষিয়া ও জাপানের নিকট কলমের নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের লেখনী দ্বারা শান্তি পত্র লিখিত হইবে। কলম প্রস্তুতকারকদিগের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ দেখাইবার জন্য এই শান্তি পত্র হাঁসের কলম দ্বারা লিখিত হইয়াছিল।

আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধের পর যখন স্পেনের কমিশনারগণ যে শান্তিপত্রে দস্তখত করিয়াছিলেন, তাহাতে হাঁসের পেন ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে এই কলমটি ৪০০ চারি শত টাকার বিক্রয় হইয়াছিল।

প্যারিসট্রিটীতে দস্তখত করিবার জন্য যে কলম ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা ভূত পূর্ব্ব রাজ্ঞী ইউজেনিএর হস্তে পতিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য ইহার মূল্য অধিক হইলেও কলমটির আরও বেশী দাম ছিল কারণ ইহা স্বর্ণে নির্ম্মিত ও হীরক খচিত ছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে সকল কলম দিয়া মৃত্যু দণ্ডাদেশ নামঞ্জুর করিতেন, সেইরূপ কলম তাঁহার অনেকগুলি ছিল। প্রসিদ্ধ বংশীবাদিকা ম্যাডেম স্যালবাণী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এইরূপ একটি কলম উপহার দিয়াছিলেন, এই কলমটি মণি দ্বারা খচিত ও ইহারও দাম অনেক ছিল।

বহুমূল্য মুক্তা—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতে সম্প্রতি একটী বৃহৎ মুক্তা পাওয়া গিয়াছে। মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী প্রকাশ করিয়াছেন, যে আড়াই সের ভারি একটি ঝিনুকের মধ্যে এই মুক্তাটি পাওয়া যায়। আধারটি ১।০ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং প্রায় এক ইঞ্চি

গভীর ছিল। এই আধারটী ছিন্ন করিলে দেখা গেল যে, ইহার ভিতরে ১০০ একশত গ্রেণ একটি সম্পূর্ণ গোল মুক্তা রহিয়াছে। পরিষ্কার করিয়া দেখা গেল, ইহার ওজন ৯৬ গ্রেন। এই মুক্তাটির দাম অত্যন্ত অধিক এবং যদি বেশ করিয়া পরিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে ইহা হইতে অত্যন্ত প্রভা বিকীর্ণ হইবে এবং ইহার দাম ১২০০০০৲ একলক্ষ কুড়ি

রবারের গাছ।—রঙ্গালয়ের সরঞ্জামের জন্য যে সকল কাঠ ও কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে রবার ব্যবহারের জন্য চেষ্টা হইতেছে। রবারের দ্বারা রঙ্গালয়ের দৃশ্য প্রস্তুত হইলে অপেক্ষাকৃত প্রকৃত বস্তুর ন্যায় দেখাইবে এবং স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইবে। এই সকল সরঞ্জাম রবার নির্ম্মিত কাপড়ে প্রস্তুত হইবে এবং প্রয়োজন মত বায়ু দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। ইহা অত্যন্ত সহজে নড়াইতে চড়াইতে পারা যাইবে। সম্প্রতি একটি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একটি রবারের বৃক্ষ প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং অতি নিকট হইতেও ঠিক প্রকৃত বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। এই রূপ রবারের প্রস্তুত অতি প্রকাণ্ড ওক বৃক্ষ ক্ষুদ্র আধারে অনায়াসে মোড়াই করা যাইতে পারে।

অদ্ভুত রুটি প্রস্তুত।—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেরিলি বোনে যে অদ্ভুত রুটি তৈয়ারের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দুইজন ফ্রেঞ্চম্যান বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এক থলে ময়দা হইতে ২ সের ওজনের ১৫০ একশত পঞ্চাশ খানি রুটি প্রস্তুত করিতে পারিবেন। কিন্তু সাধারণতঃ এক থলে ময়দা হইতে এইরূপ ৯০ হইতে ১০০ খানি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেরিলি বোনের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের রুটি তৈয়ার করিবার জিনিষ পত্র দিয়াছিলেন। রাসায়নিক যন্ত্রে রুটি তৈয়ার করিলে যেরূপ স্বাদ হইয়া থাকে এই রুটির সেইরূপ স্বাদ হইয়াছিল এবং রুটিতে স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর কোন জিনিস ও ছিল না। কিন্তু এইরূপ রুটি নির্ম্মাণ কৌশল উক্ত দুইজন ফরাসী প্রকাশ করেন নাই। এই পরীক্ষা শেষে সফল হইয়াছিল। দুই থলিয়া ময়দা শিলমোহর করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ এক থলিয়া একজন ইংরাজ রুটি ওয়ালাকে ও অন্য থলিয়া একজন ফরাসী রুটি ওয়ালাকে প্রদান করিয়াছিলেন, ইংরাজ রুটি ওয়ালা ৯০ খানি রুটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ইহার ওজন প্রায় ৪॥০ সাড়ে চারি মণ হইয়াছিল। ফরাসী রুটিওয়ালা ১৩৪ খানি রুটি তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং ইহার ওজন প্রায় ৬॥০ সাড়ে ছয় মণ হইয়াছিল। ময়দা কিন্তু ঠিক সমান ছিল। অনেক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত এই পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাহারাও ফরাসী রুটিওয়ালার রহস্যের মধ্যে প্রবেশ কয়িতে পারেন নাই।

এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ কি করিয়াছে—ভারতের রাজস্বমন্ত্রী সার উইলিয়াম মায়ার বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ২ লক্ষ সৈন্য ও বহু গোলাগুলি পাঠাইয়াছেন। যদি এই সৈন্য ও গোলাগুলি না পাঠাইতেন, তবে যুদ্ধের ফল যাহা হইয়াছে, তাহা কখনও হইতে পারিত না।

গোখলের "অমিতব্যয়"।—একদা কোন একটি মহিলা গোপালকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "আপনার মত গুণী লোক মাসিক ৭০৲ টাকাতে সন্তুষ্ট থাকেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত আছি।" গোখলে উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আপনার মত একজন 'শিক্ষিতা মহিলা এই কথা উচ্চারণ করিলেন, ইহাতে আমার আরো বিস্ময় হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর মাসিক আয় গড়ে যত পড়ে, তাহার কথা বিবেচনা করিলে মাসে ৭০৲ টাকা ব্যয় করা-ত ঘোরতর অমিত ব্যয়।"

কলিকাতায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি।—যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলির যে দর ছিল, তাহার সঙ্গে ১৮ মার্চ্চের দরের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, চাউলের শতকরা ৫, গমের ২৫, যবের ২২, ভুট্টা ৩৮, ওট ১৫, চিনি ৫৫, বিদেশী লবণ ৪২ ও দেশী লবণ ১৬ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

গমের রপ্তানি।—১লা এপ্রিল হইতে ১৯১৬ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোন বণিক ভারতবর্ষ হইতে গম রপ্তানি করিতে পারিবে না। কেবল গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে রপ্তানি করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট গম ক্রয় করিবেন, মূল্যাদি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

নাথান মেয়র রথচাইল্ড।

ধনকুবের পরলোকে।—গত ৩১শে মার্চ্চ সংবাদ আসিয়াছে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় ধনকুবের লক্ষীর বরপুত্র লর্ড রথচাইল্ড আর ইহ জগতে নাই। তাঁহার পুরা নাম ছিল নাথান মেয়ার রথ চাইল্ড। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে বালক রথচাইল্ড শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফোর্টের ব্যারণ চার্লস ডি রথ চাইল্ডের কন্যা এমনা লুইসার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ব্যারণের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং তদবধি বিশ

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বৎসরকাল তিনি কমন্স সভায় আলেনবেরি প্রদেশের উদার নৈতিক সভ্যরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের সহিত লর্ড রথ চাইল্ডের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। জীবতত্ত্ব আলোচনায় ও ঘোড়-দৌড়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বংশে পূর্ব্বে এনগ্লেন মোজেজ বয়ার নামে জনৈক ইহুদি, জর্ম্মণীর 'মেন' নদীর উপকূল-বর্ত্তী ফ্রাঙ্কফোর্ড সহরে কারবার করিতেন। তিনি পুত্র 'মায়ার এনগ্লেম'কে ধর্ম্মশিক্ষায় নিযুক্ত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের অদৃষ্ট তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিল। মায়ার এনগ্লেম বাই-বেলের পরিবর্ত্তে লেনদেনের খাতায় মন দিলেন। এই মায়ার এমগ্লেমই রথ চাইল্ড বংশের প্রতিষ্ঠাতা। হেসি ক্যাসেলের জমি-দার উইলিয়মের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। ঘটনাচক্রে উইলিয়মের অনেক ধনরত্ন মায়ার এমগ্লেমের হস্তগত হইয়া ছিল। তিনি ওলন্দাজ গবরমেণ্টকে প্রায় তেইশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। ইহাঁরই এক পুত্র নাথান মেয়র লণ্ডনে পিতার কারবারের তত্ত্বাবধান করিতেন। নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধে ফরাসীর বিপক্ষীয় গবরমেণ্টসমূহ ইহাঁ-দের মারফতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। তদবধি বিলাতে তথা সারা ইউ-রোপে রথচাইল্ড বংশ বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী বলিয়া পরিচিত হন। অধুনা লোকান্তরিত নাথান মেয়র রথচাইল্ড উল্লিখিত নাথান মেয়রের পৌত্র। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল পঁচাত্তর বৎসর।

—০—

সম্রাটের সুরা বর্জ্জন।—সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মিঃ লয়েড জর্জ্জকে চিঠি লিখিয়াছিলেন যে,ছার মাদকতার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণে ও কারখানা হইতে অস্ত্র শস্ত্রাদি সরবরাহে অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে; অতএব তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইলে স্বয়ং সুরা বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছেন এবং রাজপরিবারভুক্ত সকলেই যাহাতে তাঁহার আদর্শে মদ্যপান ত্যাগ করে, তদনুরূপ আজ্ঞা প্রচার করিতেও তিনি প্রস্তুত। সম্রাটের সৎসাহস দেখিয়া আর্ল কিচেনার, ক্যাণ্টারবেরির আর্ক, বিশপ, লর্ড ব্রাসি, লর্ড কাউডে প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিগণ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সুরা বর্জ্জন করিতে স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছেন। স্যার চার্লস ম্যাকারা বলিয়াছেন, মদের পিপাসমূহের মুখ বন্ধ করা হউক। কানাডা রাজ্যেও সুরা ত্যাগের সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেছে। নিউ ব্রান্সউইক ও নব স্কোমিয়া গবরমেণ্ট তত্তৎ প্রদেশে সুরা নিবারণের জল্পনা করিতেছেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, গত ৬ই এপ্রিল হইতে সম্রাট জর্জ্জের আদেশে বিলাতে রাজপ্রাসাদের ত্রিসীমার মধ্যে কোন প্রকার ওয়াইন, স্পিরিট, বিয়ার প্রভৃতি মাদক দ্রব্য প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডের জন সাধারণ সম্রাটের সৎসাহস দেখিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বী হইতেছেন। মাদ্রাজ টাইমস বলিতেছেন, ভারতের অনেক গণ্য মান্য পদস্থ ব্যক্তি সম্রাটের আদেশে কিছুদিন সুরা বর্জ্জন করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন। আশা করি, এই সুযোগে ভারতে সুরাস্রোত কতকটা মন্দীভূত হইবে। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠিয়া-ছিল, এবার ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহে যদি মদের আধিপত্য কিছু কমে তবে বলিতে হইবে—অশুভ শুভের উৎ-পাদক।

—০—

(Special for Businessman.)

লৌহ ও ইস্পাতের উপর তাম্র গিল্টি।

—*—

১৯১৩সনে "কাজের লোকে" বেটারীর সাহায্যে গিল্টি করিবার কৌশল শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে গিল্টি করিবার যে সকল ভিন্ন ভিন্ন উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা লৌহ ও ইস্পা-তের উপর কার্য্যকরী হইবে না। তাহাদের উপর গিল্টি করিতে হইলে পৃথক সলিউশন আবশ্যক হইবে। আমি "কাজের লোকের" পাঠকগণকে আজ সেই কৌশলটী শিক্ষা দিব।

তাম্রের উপর স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি যে কোন ধাতুরই গিল্টি বসে, কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের উপর সেরূপ বসে না। ইহাদের উপর প্রথ-মতঃ তাম্রের সূক্ষ্ম আবরণ বসাইতে হয় এবং তৎপর সেই তাম্র আবরণের উপর যে কোন ধাতুর গিল্টি করিতে হয়।

বেটারীর সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাতের উপর তাম্র গিল্টি করা যায়। এই কার্য্যের জন্য তিনটী (অন্ততঃ দুইটী) বুনসেন বেটারী আবশ্যক। বুনসেন বেটারীর সচিত্র বর্ণনা "কাজের লোকে" পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহার সুবিস্তৃত বর্ণনা এখানে অনাব-শ্যক। তবে আমি নূতন গ্রাহকগণের জন্য সংক্ষেপে নিম্নে ইহার বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে দিতেছি। যাহারা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন পুরাতন "কাজের লোক" দেখিয়া লন্।

বুনসেন বেটারী—

একটি মাটির জারের ভিতরে (ইহাকে Stone ware Jar বলে) এক খণ্ড দস্তার পাত চুঙ্গির আকারে বক্র করিয়া রাখা হই-য়াছে। এই চুঙ্গির ভিতর পোরাস পট

(Porous Pot) নামক একটি পাত্র আছে। এই পাত্রের ভিতর একটী কার্ব্বণ রড দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কার্ব্বণ রড হইতে একখণ্ড তার এবং দস্তার পাত হইতে একখণ্ড তার বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই তার দ্বয় সংলগ্ন হইলেই ইলেক্ট্রিসিটি উৎপন্ন হয়। বাহিরের পাত্রে ডাইলিউট্ সালফিউরিক এসিড এবং পোরাস পটে ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড থাকে।

সলিউশন—

নিম্নে সলিউশনের দুইটী ফরমুলা দেওয়া গেল। ১নং সলিউশন ঠাণ্ডা অবস্থায়ই ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু ২নং সলিউসন গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

১নং সলিউশন—

সোডা বাই সালফাইট—	১৮	আউন্স
পোটেসিয়াম সাইয়েনাইড—	১৮	,,
সোডা কার্ব্বনেট—	৩৬	,,
কপার এসিটেট—	১৭	,,
লিকুইড এমোনিয়া—	১২॥	,,
জল—	৫॥	,,

২নং সলিউশন—

সোডা বাই সালফাইট—	৭	আউন্স
পোটেসিয়াম সাইয়েনাইড—	২৫	,,
সোডা কার্ব্বনেট—	১৮	,,
কপার এসিটেট—	১৮	,,
লিকুইড এমোনিয়া—	১০	,,
জল—	৫॥	গ্যালন

মিশ্রিত করিবার সময় এমোনিয়া ও কপার এসিটেট ব্যতীত সমস্ত ঔষধই ৪ গ্যালন জলে দ্রব কর এবং উক্ত ঔষধদ্বয় ১॥ গ্যালন জলে দ্রব করিয়া উহার জল একত্র মিশ্রিত কর।

উক্ত প্রণালীতে গিল্টি করিবার প্রক্রিয়া স্বর্ণ রৌপ্য গিল্টির মত। বেটারীর দস্তা সংলগ্ন তারের অগ্রভাগে গিল্টির জিনিস এবং কার্ব্বণ সংলগ্ন তারের অগ্রভাগে একখণ্ড তাম্র পাত (স্বর্ণ-রৌপ্য পাতের পরিবর্ত্তে) ঝুলাইয়া সলিউশন মধ্যে রাখিতে হয়। গিল্টির পূর্ব্বে জিনিসটী ভাল রকম পরিষ্কার করা আবশ্যক, নতুবা উহাতে গিল্টি বসিবে না। ১নং সলিউশনে অর্দ্ধ ঘণ্টায় এবং ২নং সলিউশনে ৪।৫ মিনিটে গিল্টি শেষ হইবে। গিল্টি শেষ হইলে জিনিসটী সলিউশন হইতে তুলিয়া গরম জলে ধুইয়া শুষ্ক হইবার জন্য উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিবে।

এই গিল্টি করিবার প্রক্রিয়া স্বর্ণ গিল্টির মত বলিয়া এবং পূর্ব্বেই "কাজের লোকে" স্বর্ণ গিল্টির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি অতি সংক্ষেপেই ইহার ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা করিলাম। এই সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে সাদরে উত্তর দেওয়া যাইবে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দাস।
বিয়ানিবাজার (সিলেট)।

বঙ্গের শ্রমজাত শিল্পের অবস্থা।

—:০:—

বঙ্গের শ্রমজাত শিল্পের অবস্থা পরিদর্শন ও তাহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণার্থ ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট মিঃ সোয়ান বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১৮৮৯ সালে মিঃ কলিন্স বঙ্গের শ্রমজাত শিল্পের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন দশজনের অর্থ পরিচালিত কোন শিল্প কারখানা ছিল না।

১৯০৭—০৮ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে মধ্যবিৎ শ্রেণীর অর্থে ও বাঙ্গালীর তত্বাবধানে অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নানা কারণে তাহাদের প্রায় সকলগুলিই উঠিয়া গিয়াছে, দুই একটা কোন ক্রমে অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছে। শিল্পের উপকরণ দ্রব্য, সুনিপুণ কারিকর ও ব্যাঙ্কের সাহায্যের অভাবে অনেক কারখানা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রধানতঃ যে দুই কারণে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এই :—

১। কম মূলধন

২। অযোগ্য লোকের তত্বাবধান।

কোন কোম্পানীর মূলধন ছিল ৪ লক্ষ। তন্মধ্যে ৮৫ হাজার টাকার অংশ গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু অংশীদারগণ কেবলমাত্র ৬৫ হাজার টাকা দিয়াছিল। তবু কল ইত্যাদি ক্রয় করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করা হইয়াছিল, ইহার অব্যবহিত পরেই বেশী সুদে টাকা ধার করিয়া কারখানা চালাইতে হইয়াছিল। এমতাবস্থায় কোম্পানীর কোন লাভ না হওয়াতে অবশিষ্ট অংশ আর বিক্রয় হইল না, সুতরাং ঋণ ভার হইতে আর মুক্ত হইতে পারিল না। আর এক কোম্পানীর মূলধন ছিল ২ লক্ষ, তন্মধ্যে ৯১০০০ টাকা অংশ বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইয়াছিল। ঐ টাকায় যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইল, কিন্তু কর্ম্ম চালাইবার টাকা হাতে না থাকাতে কাঁচা মাল ক্রয় করা গেল না—কারখানা বন্ধ হইল।

ভারতবাসীদের অর্থে ও তত্বাবধানে যে সকল কারখানা পরিচালিত হয়, যথেষ্ট টাকা না থাকিলে তাহাদের কার্য্য চলিতে পারে না। কারণ ব্যাঙ্ক হইতে তাহারা টাকা পাইবার আশা করিতে পারে না, যে সকল কোম্পানী যন্ত্র ও কাঁচা মাল সরবরাহ করেন, তাঁহারা কোন দ্রব্য ধারে দেন না। সুতরাং হাতে যথেষ্ট টাকা না থাকিলে এই সকল কারবার চলিতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রম শিল্পের জন্য ভারতবাসী যে অর্থ নিয়োগ করিবে, এমন আশা করা যায় না। ইংলণ্ডে মধ্যবিৎ শ্রেণীর হস্তে অনেক টাকা আছে, এদেশে তেমন নাই। মাড়োয়ারী ছাড়া কেবল জমিদার ও ব্যবসায়ী লোকের হাতেই টাকা আছে। তাহারা জমিদারী ক্রয় করিতে বা লগ্নিকারবারে অর্থ নিয়োগ করাই ভাল মনে করেন। বন্ধক লইয়া ঋণ দান করিলে নিরাপদে শতকরা ৬ টাকা পাওয়া যায়। যদি লোকসানের ভয় না করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী সুদ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং লোকে শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য অর্থ দিতে রাজি নয়। শিল্প কারখানা হইতে নিরাপদে অর্থলাভ করা যাইতে পারে, যদি কেহ ইহা কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিতে পারে, তবে লোকে অর্থ দিতে পারে।

যে সকল স্বদেশী শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, উকীল ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার কবিরাজ প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ তাহার পরিচালক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ে, কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণ ও কারখানা পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। কোন কোম্পানী অনেক কল কিনিয়াছিলেন কিন্তু তদ্দ্বারা কোন কার্য্য না হওয়াতে তাহা বর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

কারখানার ম্যানেজারের কার্য্য করিতে পারেন, এমন লোকের অভাবও বেশ অনুভূত হইতেছে। যাহারা জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণ কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই সচরাচর ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা হিসাবপত্র রাখা ও দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় কার্য্য শিক্ষা করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা ম্যানেজারের কার্য্য চলিতে পারে না।

দশ জনের অর্থপুষ্ট কারখানা ভাল চলে নাই বটে, কিন্তু এক জনের বা অল্প লোকের অর্থে যে সকল কারখানা স্থাপিত, তাহার কার্য্য লাভজনক হইয়াছে। ইহাঁরা তাঁহাদের আর্থিক অবস্থানুসারে কর্ম্ম করেন এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে কারখানা বড় করিয়া থাকেন। ১৮৯২ সালে অল্প কতিপয় লোক মিলিত হইয়া বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিকেল কোম্পানী স্থাপন করেন, এখন উহার মূলধন ৩॥ লক্ষ টাকা, অংশীদারগণ নিয়মিতরূপে লাভ পাইতেছেন।

মিঃ এফ্, এন, গুপ্ত ১৯০৫ সালে ক্ষুদ্রাকারে এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার কারখানা বৃহৎ হইয়াছে এবং তথায় পেনহোল্ডার, নিব ও পেন্সিল তৈয়ার হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলার অব ষ্টেসনারী তাঁহার নিকট হইতে পেনহোল্ডার প্রভৃতি ক্রয় করিতেছেন।

১৯০৮সালে মিঃ পি, এন, দত্ত প্রতিদিন তাঁহার কারখানায় ৫।৬ ডজন বাল্তি তৈয়ার করিতেন, এখন প্রতিদিন ১৫০ ডজন বাল্তি তৈয়ার হইতেছে।

কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস চীনামাটীর নানাপ্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণের নূতন যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন।

মোজা, গেঞ্জি, তৈয়ার করিবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—তাহার কার্য্যও বেশ চলিতেছে।

বেঙ্গল ন্যাসনেল ট্যানারির কার্য্যও বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসর অনেক কারখানা অকৃতকার্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু দুই একজনের চেষ্টায় যেসকল কার্য্য সফল হইয়াছে, তাহা দেখিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশে শ্রমজাত শিল্পের উন্নতি হইতেছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এই আশা হইয়াছিল যে, ঔষধ, পরিষ্কৃত চর্ম্ম, কাচ, দেশলাই ও পেন্সিল প্রভৃতি এদেশেই প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু পাট বিক্রয় না হওয়াতে লোকের টাকার অভাব হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য লোকে কোন কার্য্যে টাকা খাটাইতে সাহস করিতেছে না।

জনসাধারণের চেষ্টার উপর শ্রমজাত শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য আছে। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেখাইতে পারেন যে তাহা লাভজনক, ব্যবসায়, তবে অনেকে তাহা আরম্ভ করিতে পারেন।

১৯১০ সালের ২৯এ জুলাইএর পত্রে ভারতসচিব ভারত গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি লাভের প্রত্যাশায় কোন নূতন শ্রমজাত শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন, তবে বেসরকারী লোকের সেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং ব্যবসায় সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ প্রদানের ভার গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে রাখিতে পারেন, কার্য্যতঃ কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া জনসাধারণকে দেখাইতেছেন যে, কোন ব্যবসায়ে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা; তদ্রূপ না করিয়া কেবল ব্যবসায়ের সংবাদ সংগ্রহ দ্বারা কোন বিশেষ কল লাভের সম্ভাবনা নাই।

মান্দ্রাজের শ্রমশিল্পের ডিরেক্টারের অধীনে অনেক অভিজ্ঞ লোক আছেন। তাঁহার অধীনে শ্রমশিল্প স্কুলের ইন্‌স্পেক্টার, কূপ, খনক, রঙ্গদার, চর্ম্মপরিষ্কারক ও একজন মিকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার আছেন। এতদ্ব্যতীত ১২ জন সুপার ভাইসার, ২৪ জন মিকানিক ও ৬০ জন মিস্ত্রী আছে। এই কার্য্যের জন্য ৩ লক্ষ টাকা বৎসরে ব্যয় হয়—ইহার অর্দ্ধাংশ শ্রমজাত শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা

দানের জন্য খরচ করা হইয়া থাকে। যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পরে ডিরেক্টার চীনাবাদামের তৈল, সাবান, কাচ, বাঁশ ও কাঠ হইতে কাগজ নির্ম্মাণ, দেশলাই ও পেন্‌সিল তৈয়ারী হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা করাইতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজে এক কাচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সোডাওয়াটার বোতল নির্ম্মাণের যন্ত্র আনা হইয়াছিল। এই কারখানার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। ডিরেক্টার অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন, যে কারণে কারখানার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। কারখানার মালীক যন্ত্রাদি ডিরেক্টারের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি সোডাওয়াটার বোতল ও চুড়ি প্রস্তুত করিবেন। যদি সফল হন, তবে মালীকের হস্তে কারখানার ভার অর্পণ করিবেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পেন্‌সিল ও কাগজ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা লাভজনক হয় নাই। ডিরেক্টার ঐ দুই কারখানার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডিরেক্টার ইতি পূর্ব্বে ক্রোম চর্ম্ম ও এলুমিনিয়াম ও চাউল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়া তাহা যে লাভজনক ব্যবসায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এবং ঐ সকল ব্যবসায় চালাইবার ভার বেসরকারী লোকের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে কাচ ও দেশলাইর কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সোদপুরের কাচের কারখানার ভার কোন ইউরোপীয় কোম্পানীর গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। যদি তাহারা গ্রহণ না করেন, তবে গবর্ণমেণ্টের তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করা উচিত। আমি দুইটা দেশলাইর কারখানা দেখিয়াছি, একটার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, অন্যটাও শীঘ্র বন্ধ হইবে। অর্থাভাবই তাহাদের অকৃতকার্য্যতার কারণ। দেশলাইর উপযুক্ত কাঠ পাওয়াও কঠিন, কিন্তু বনবিভাগের কর্ম্মচারীদের সাহায্যে সে বিঘ্ন অতিক্রম করা যাইতে পারে।

এদেশে যে সকল দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, গবর্ণমেণ্টের তাহা ব্যবহার করা উচিত।

অতএব তাঁতী, রেশমী বস্ত্র বয়নকারী, কাঁসারী প্রভৃতির সাহায্যের জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অর্থাৎ যৌথ ঋণদান সমিতি স্থাপন করা উচিত।

২। কোন কোন প্রসিদ্ধ স্থানে দ্রব্য নির্ম্মাণ প্রণালী প্রদর্শন করা উচিত।

৩। দেশলাই, পেনহোল্‌ডার ও পেন্সিল তৈয়ারী প্রভৃতি কার্য্যের জন্য বনবিভাগের উপযুক্ত কাঠ সরবরাহ করা উচিত।

এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের আর কিছু করা সম্ভব নয়। জনসাধারণের চেষ্টার উপরই শ্রমজাত শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। দেশের অর্থ দ্বারা এই কার্য্য সম্ভব নয়। ব্যক্তিবিশেষ যখন প্রতিপন্ন করিবেন যে, ইহা বেশ লাভজনক, তখন সাধারণে ইহার জন্য অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইবে।

মিঃ সোয়ান তাঁহার রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে নানা প্রকার ব্যবসায়ের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন।

তিনি শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য যে ৩ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের আরও কয়েকটি কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের মধ্যে রেলওয়ের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া, বিদেশ হইতে সুনিপুণ কারিকর সংগ্রহে সাহায্য করা ও মূলধন প্রাপ্তির সহায়তা করা প্রধান কার্য্য।

মিঃ সোয়ান যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালীর ধন্যবাদের পাত্র। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে তাঁহার পরামর্শানুসারে নিজে কাচ দেশলাই প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের অভিভাষণের শেষ অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

—:০:—

ম্যালেরিয়া সমস্যার সমাধানের উপর আমাদের জাতির মরণ বাঁচন নির্ভর করিতেছে। দারিদ্র্যই আবার এই ম্যালেরিয়ার আদি কারণ। লোকেরা খাইতে পাইতেছে না, পরিতে পাইতেছে না, বাস করিবার ভাল বাড়ী নাই। যদি ম্যালেরিয়া দূর করিতে চাও, তবে মশকবংশ ধ্বংস এবং কুইনাইন বিতরণ ত্যাগ করিয়া প্রজাবৃন্দের অর্থসমস্যার সমাধান কর, খাইয়া পরিয়া চালের নীচে ঘুমাইয়া বাঁচুক, নর্দ্দামা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া অস্বাস্থ্য দূর করুক।

পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, জঙ্গল সাফ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে স্বাস্থ্য, পরে শিক্ষা।

শিক্ষা।

অর্দ্ধভুক্ত পিতামাতার, আধমরা সন্তান স্কুলে প্রবেশ করিয়াই ঘাড়ের উপর নানা বিষয়ের অসংখ্য পুস্তকের চাপ দেখিতে পায়। তারপরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহ। ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি বেশ পরিণত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক ব্যাধিতে তাহার দেহখানি একখানি খাঁচার আকার ধারণ করে।

একটা কমিটি গঠিত হউক, কমিটির সভ্যগণ দেশের সর্ব্বত্র ছাত্রদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ

করুন। বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হউক।

আকাশের তলে স্কুল করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হৌক্। ছাত্রদের জন্য স্থানে স্থানে স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ করা হউক।

স্কুলগুলি গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইবার কথা হইতেছে। ইহার মত বিপদ্ আর কিছুই হইতে পারে না। অতিরিক্ত মাত্রায় নিয়ম-পরায়ণ করিতে গেলে ছেলেদের ভাল অপেক্ষা মন্দ করা হইবে বেশি। জোর করিয়া নিয়ম মানাইতে গেলে ছেলেদের মন প্রতিবাদী হইয়া উঠে, এবং সেই রকম সব ছেলে বড় হইয়া সাধু নাগরিক হইবার পরিবর্ত্তে মরীয়া উচ্ছৃঙ্খলের দল হইবারই বেশি সম্ভাবনা।

জেলাভাগ।

জেলাভাগের যে প্রস্তাব হইয়াছে, সেই ব্যাপারটা সোজা ব্যাপার নয়। ইহা বঙ্গভঙ্গ অপেক্ষা কম গুরুতর নহে।

ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার গুরু কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না তাই বড় বড় জেলা ভাগ করিতে হইবে, ইহাই বলা হইতেছে।

ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার তাঁহার ঘাড়ের উপর কতগুলি কাজ বৃথা আপনা হইতেই লইয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটি জেলা বোর্ড প্রভৃতি জন-সাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিন্ না কেন? অধস্তন ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে আরও একটু বিশ্বাস করিয়া তাঁহার বিচার সম্বন্ধীয় কর্ম্মভারের লাঘবতা সম্পাদন করিতে পারেন।

আর এক কথা বলা হয়, বড় বড় জেলায় তাঁহার ভ্রমণ অতি দুঃসাধ্য। কেন মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, লঞ্চ্ এ সব কিছুরই ত অভাব নাই।

আর এক কথা বলা হয়, জেলাগুলি ছোট হইলে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার জনসাধারণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ হইতে পারেন। তাই নাকি? দুই লক্ষের স্থানে এক লক্ষ অধিবাসী হইলেও ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের জন-সাধারণের সঙ্গে পরিচয় সমানই থাকিবে।

আর এক কথা বলা হয়, জেলাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করিলে রাজবিদ্রোহের আন্দোলন দমনের সুবিধা হইবে। কলিকাতা ও ঢাকা সহরে কি পুলিশের অভাব? অথচ এই সব সহরেই রাজবিদ্রোহের আন্দোলন এত প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে কেন?

আর এক কথা বলা হয় শাসন সৌকা-র্য্যার্থে জেলা ভাগ আবশ্যক। আচ্ছা, গুড়া, মালদহ, পাবনা প্রভৃতি ছোট জেলাগুলির শাসন কি বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বড় জেলার শাসনের চেয়ে উৎকৃষ্টভাবে চালিত হইতেছে?

জেলাভাগ প্রভৃতি ব্যাপারে কত খরচ পড়িবে, গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করা হইয়া-ছিল। গবর্ণমেণ্ট বলেন, এখনো ঠিক্ জানি না। অন্য অন্য দেশে আগে খরচের হিসাব ধরিয়া পরে কোনও একটা নূতন কাজে হাত দেওয়া হয়। এদেশে তাহার বিপরীত।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। প্রতি বর্ষে সহস্র সহস্র টাকা আরো বেশি খরচ হইবে। নূতন নূতন মহকুমা হইবে। শিভিল সার্ভি-সের বিলাস বৃদ্ধির জন্য বুভুক্ষুদের মুখের গ্রাস কাড়া হইবে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা যেমন লম্বা মাহিয়ানা ভোগ করিয়া থাকেন, সমস্ত পৃথিবীতে তাহা অতুলনীয়।

একতারই বল, বিচ্ছেদে দুর্ব্বলতা। এই ভাগের দ্বারা জাতিত্ববোধ হ্রাস পাইয়া জন-সাধারণের শক্তির খর্ব্বতা জন্মাইবে।

দুই ভ্রাতা একটা দুগ্ধবতী গাভী লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। এক মাতব্বর সালিসি করিলেন, গরুটাকে মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত সোজা দুই ভাগে কাটিয়া লও। কাজীর হুকুমে তাহাই করা হইল। দুধ ত গেলই, গরুটাও জন্মের মত গেল। এই জেলাভাগও সেই রকম। রোডসেস ও পাবলিক ওয়ার্কস্ সেসের কোটী কোটী টাকা যথাযথভাবে ব্যব-হৃত হোক।

চৌকিদারদের কথা বলিতে যাইয়া মতি বাবু বলেন, চৌকিদারদের কোনও প্রয়োজন নাই, তাহাদের দ্বারা কোনও কাজই হয় না। গ্রামবাসীদের হাতে বন্দুক দেওয়া বিধেয়।

অতঃপর মতি বাবু স্বায়ত্তশাসনের সম্বন্ধে বলেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে "পাইওনিয়ার" প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীদের হাতে বাঙলা দেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি?

বাঙ্গালীরাই ইংরেজকে এদেশে আনি-য়াছে। বাঙ্গালীরাই শতপ্রকারে ইংরাজকে সাহায্য করিয়াছে। ইংরাজের জন্য অনেক করিয়াছে। বাঙ্গালীকে বারবার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আমাদিগকে দেওয়া হোক্। এই যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের জন্য যাহা করিল, তাহার পুরস্কার-স্বরূপে এই সামান্য প্রার্থনাটুকুও কি আমরা করিতে পারি না। যদি আমরা এই সামান্য দামটুকুও না পাই, তবে কার্ডিন্যাল উল্‌ফের সঙ্গে আমার সমস্বরে বলিব,—

"আমরা রাজাকে যেমন সেবা করিয়াছি, পরমেশ্বরকে যদি তেমন সেবা করিতাম ইত্যাদি।"

হে আমার দেশের যুবকগণ, তোমাদের সম্মুখে অতি দুঃসাধ্য বৃহৎ কাজ। তবু আমি নিরাশ নই।

তোমাদের প্রাণের মধ্যে স্বদেশবোধ প্রচণ্ডভাবে জাগিয়াছে, আমি জানি। সেই বোধকে কাজে লাগাইতে হইবে। ধর্ম্মবিগ-

[illegible] প্রণালীতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি কদাপি হইবে না।

গৌরাঙ্গের কথা মনে কর ; প্রেমের দ্বারা সাধন করিতে হইবে। (সঙ্গি)

আলকাতরা।

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে, বি, এস সি, লিখিত।

—:—

আলকাতরা জিনিসটা দেখিতে অতি কদর্য্য। বিশ্রী চট্‌চটে জিনিষ। কিন্তু এই কুৎসিৎ দ্রব্যের মধ্যে যে কত প্রকার সুন্দর সুন্দর রঙ, সুগন্ধ এসেন্স প্রভৃতি নিভৃত আছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সৌখিন বিলাসী রঙ্গিন শিল্কের রুমালে এসেন্স ছড়াইয়া পথে কদর্য্য আলকাতরা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চলিয়া যান। তিনি কি একবারও ভাবেন, ওই কদর্য্য আলকাতরা হইতেই তাঁহার সমস্ত বিলাসিতা। রং এবং এসেন্স বিলাসীদের বিলাসদ্রব্য। এ ছাড়া আলকাতরা হইতে কত প্রকার যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহার সংখ্যা নাই।

কাষ্ঠ কিম্বা পাথুরে কয়লা বায়ুর সংস্রব বন্ধ করিয়া উত্তপ্ত (Destructive distillation) করিলে, আলকাতরা প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠ বা কয়লা হইতে বিভিন্ন প্রকার আলকাতরা পাওয়া যায়। কাঃ হইতে প্রস্তুত ষ্টকহলম্ বা আর্ক এঞ্জেল আলকাতরা রুসিয়া সুইডেন প্রভৃতি দেশের পাইন বনের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত করা হয়। কাষ্ঠ বা লৌহ দ্রব্যের যে স্থান গলিত বা জীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই স্থানে এই আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়া হয়। আলকাতরা মাখান দড়ি প্রস্তুত করিতে এবং অতি শীত প্রধান দেশে মেষের শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্যও আলকাতরা ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বে পাথুরে কয়লা হইতে যেরূপ ভাবে আলকাতরা প্রস্তুত হইত, তাহাতে অনেক পরিমাণে আলকাতরা নষ্ট হইয়া যাইত। আজকাল কোল্ গ্যাসের প্রচলন প্রত্যেক সহরেই বর্ত্তমান। এই কোল গ্যাস প্রস্তুত করিতে পাথুরে কয়লাকে বায়ুর সংস্পর্শ রহিত করিয়া উত্তাপ দিতে হয়। কোল গ্যাসের সহিত এমনিয়া গ্যাস, আলকাতরা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। আলকাতরা চোলাই হইয়া আসিয়া কতকগুলি ট্যাঙ্কে জমা হয়। যদি কেহ নারিকেলডাঙ্গায় কোল গ্যাস ওয়ার্কস দেখিতে যান, দেখিবেন কি প্রচুর পরিমাণে প্রতিদিন এদেশে আলকাতরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বড় বড় চৌবাচ্ছায় এই আলকাতরা থিতান হয়।

এই আলকাতরা কখনও তরল রূপে, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি সামগ্রীর উপর লাগাইতে বা ভূষা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আজকাল এই আলকাতরার অধিকাংশই বায়ুর সংস্পর্শ রহিত করিয়া চোলাই করা হয়। চোলাই নানা-প্রকার সামগ্রী আলকাতরা হইতে বাহির হইয়া আসে। বিভিন্ন তাপ মাত্রায় বিভিন্ন পাত্রে ইহা সংগ্রহ করা হয়। লাইট অয়েল, কার্বলিক অয়েল, (creosote) ক্রিয়োসোধ অয়েল, আনথাসিল অয়েল প্রভৃতি ইহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত দ্রব্য চোলাই হইয়া যাইবার পর যে সামগ্রী পড়িয়া থাকে সে দ্রব্য হইল পিচ্। আজকাল চৌরাঙ্গীতে যে চকচকে পরিষ্কার রাস্তা দেখিতে পান আসফাল্ট নামক দ্রব্যের প্রস্তুত এই আসফাল্টের প্রধান উপকরণ পিচ। ইউরোপে বড় বড় রাজধানীতে সমস্ত রাস্তাই আসফাল্ট হইতে প্রস্তুত। জার্ম্মাণি হইতে প্রত্যাগত এক বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, বার্লিনের রাস্তা এমন চমৎকার ভাবে আসফাল্ট হইতে প্রস্তুত, যে তথাকার স্কুলের ছাত্র সকল স্কেটিঙ্গ করিয়া সাধারণ রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়। ইলেকট্রিক তার রাস্তার মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে পিচের কিরূপ ব্যবহার তাহা কলিকাতা বাসী সকলে জানেন।

ক্রিয়োজোট অয়েল কাষ্ঠের কড়িতে লাগাইবার জন্য এবং পিচ নরম করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্ব্বলিক অয়েল হইতে কার্ব্বলিক এসিড প্রস্তুত হয়। এই এসিড প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কার্ব্বলিক অয়েলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করিয়া থিতান হয়। পরে শিশার পাত্রে উপরের জলীয় ভাগ ঢালিয়া লইয়া ইহাতে অধিক পরিমাণে সলেফিউরিক এসিড যোগ করিলে কার্ব্বলিক এসিড উপরে ভাসিতে থাকে। ইহা উপর হইতে আলাদা করিয়া পরে পরিষ্কার করা হয়।

বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই কার্ব্বলিক এসিড ও তাহার ব্যবহার দেখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ডাক্তারী এক পা চলে না। যখনই অঙ্গের কোনও স্থানে অস্ত্র করা হয়, অস্ত্রের পূর্ব্বে সেই স্থান, অস্ত্র, হস্ত, প্রভৃতি সকলই কার্ব্বলিক এসিডের দ্রাবণে ধুইয়া লওয়া হয়। ইহাতে যদি কোনও বিষাক্ত বীজাণু থাকে, তবে তাহা মরিয়া যায়। কোনও বিষাক্ত জন্তু দংশন করিলে কার্ব্বলিক এসিড তাহার মহৌষধ। ক্ষত স্থানে তখনই লাগাইয়া দিলে সেই স্থান পুড়িয়া যায় এবং বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

কার্ব্বলিক এসিড শুধু যে ডাক্তারীতে ব্যবহৃত হয় এমন নহে। যে এজো এবং ডাই এজো এনিলিন রঙ্গের ব্যবসার জন্য জর্ম্মাণী প্রসিদ্ধ এবং যাহা উৎপাদনের জন্য

ইংলণ্ড আজ ব্যস্ত,সেই এনিলিন রং,কার্বলিক এসিড প্রভৃতি ঐ আলকাতরা হইতে চোলাই করা দ্রব্য হইতে প্রস্তুত। মরিতে ও মারিতে কার্বলিক এসিডের বড় কম প্রচলন নয়। কার্বলিক এসিড খাইয়া আত্মহত্যা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহা সমরের অধিকাংশ শেল যে পিকরিক্ এসিডে প্রস্তুত, সেই পিকরিক্ এসিড এই কার্বলিক এসিড হইতে প্রস্তুত। টি, এন্, টী নামক যে ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ শেল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহা টৌলুইন নামক একটি তৈল হইতে প্রস্তুত। এই তৈলও আলকাতরা চোলাইএর লাইট অয়েলে থাকে। কার্বলিক এসিডের ব্যবহার এত বেশী যে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

আমরা বস্ত্রের বা পুস্তকের দেরাজে ন্যাপথেলিনের গুলি রাখিয়া থাকি। ইহাও আলকাতরা চোলাই করিয়া যে ক্রিয়োজোট অয়েল পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে থাকে। কার্বলিক এসিড বাহির করিয়া লইবার পর ক্রিয়োজোট ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিলে ন্যাপথেলিন দানা বাঁধিয়া যায়। রং প্রস্তুত করিবার জন্য ন্যাপথেলিনও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মাঞ্চেষ্টার ইয়োলো এবং সুন্দর লাল রং ন্যাপথেলিন (Napthol) হইতে প্রস্তুত হয়। আজ কালের ম্যানটেল্ বার্ণার হাওয়ায় গ্যাসের দহনে উত্তাপেরই বেশী আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে সামান্য পরিমাণে ন্যাপথেলিন মিশাইয়া গ্যাসের আলোকের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত করা হইত। এতদ্ব্যতীত বেনজিন, টৌলুইন, জাইলিন প্রভৃতির কত প্রকার দ্রব্য আলকাতরা হইতে প্রস্তুত হয় তাহা বলা যায় না। ইহার সকলগুলিই অসংখ্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

এই আলকাতরা চোলাই করা দ্রব্যের ব্যবসা জার্ম্মানিতে যত অধিক, এত আর জগতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সেই জার্ম্মাণি এখন আমাদের শত্রু হওয়াতে তাহার সহিত ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে। দেশে কার্ব্বলিক এসিড প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাব পড়িতেছে। যে দেশে প্রাতঃস্মরণীয় মহামতি তাতা লৌহের কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যে দেশে মাননীয় অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী বেঙ্গল কেমিকেলে সালফিউরীক এসিড প্রস্তুত করিতে বৃহৎ কারখানার সৃষ্টি করিয়াছেন সে দেশে এমন একজন কি উঠিবেন না, যিনি আলকাতরা চোলাইয়ের ব্যবসা করিয়া নিজের ও ও দেশের মহৎ কল্যাণ সাধন করেন। আরও একটি কথা, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইলে ব্যবসা বাণিজ্য সম্যকরূপে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আজকাল ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সদয় হৃদয় গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রদর্শনি (Exhibition) ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে লোকের মনে সান্ত্বনা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশে ব্যবসা বাণিজ্যে বহুকাল ধরিয়া প্রচলন না থাকাতে লোকের উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। বাণিজ্য জগতে আমরা এখন নাবালক। এসময়ে আমাদের সাধারণ লোকে প্রচুর অর্থ দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিতে ভরসা করেন না। জাপান প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্টের মতন আমাদের বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি অর্থ সাহায্য করিয়া দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য প্রচলন করেন, যদি শুধু প্রদর্শনির (Exhibition) ব্যবস্থা না করিয়া তৎসঙ্গে প্রজার অর্থ, প্রজার হিতকল্পে লাগাইয়া, গবর্ণমেণ্টের বা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বড় বড় কারখানার প্রতিষ্ঠা করেন, তবেই আমাদের বাণিজ্য জগতে উন্নতির আশা, তাহা না হইলে আমরা "যে তিমিরে, সে তিমিরে"।

বিজ্ঞান।

(Special for Businessman.)

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

ওয়াটার প্রুফ চর্ম্মসংরক্ষক।

Leather Preservation

water-proof.

—:o:—

মধুমোম	১৮ ভাগ
স্পারমাসেটী	৬ ভাগ
অয়েল টার্পেনটাইন	৬৬ ভাগ
অ্যাসফ্যালট বার্ণিস	৫ "
সোহাগা চূর্ণ	৩ "
ভাইনটুইণ ব্লাক	৫ "
প্রুসিয়ান ব্লু	৩ "
নাইট্রো বেন্জোন	১"

মিশ্রণ প্রণালী।

প্রথমে একটা কটাহে মোম্ এবং বোরাক্সকে সোহাগা চূর্ণকে অগ্নির উত্তাপে একত্রে গলাইয়া নাড়িতে নাড়িতে রাখিয়া দাও। তাহার পর দ্বিতীয় কটাহে স্পারমাসেটী টারপিন তৈলের সহিত গলাইয়া তাহাতে বার্ণিস্টা দিয়া খুব নাড়িয়া এইটা প্রথম কটাহের মোম ও সোহাগার কটাহে ঢালিয়া ঘন ঘন নাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত করতঃ ইহা হইতে সামান্য তুলিয়া একটা প্রস্তরের দ্রব্যে প্রুসিয়ান ব্লু এবং ভাইনটুইণ ব্লাককে তাহার সহিত ঘর্ষণ করিয়া মিশাইয়া সেই মিশ্রণটাকে উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যটার সহিত মিশাইয়া পুনরায় নাড়িতে থাক। উত্তমরূপে এই রংটা মিশিয়া যাইলে সুগন্ধের জন্য নাইট্রো বেন্জোণ মিশাইয়া বোতলে করিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী কর। ব্যবহার-প্রণালী, কালবুট, ঘোড়ার সাজ, চর্ম্মের বিবিধ জিনিসে সপ্তাহে একবার ব্রুস অথবা ন্যাকড়া দ্বারা লাগাইয়া

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

একটু শুষ্ক হইলে পুনরায় শুষ্ক বস্ত্র বা ব্রুস্ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে চামড়া চিক্কণ কোমল এবং জলসহন শীল হইয়া বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। যাঁহাদের গাড়ী ঘোড়া চামড়ার দ্রব্যাদি আছে, তাঁহারা ক্রয় করিয়া থাকেন। ঘোড়ার সাজের দোকানে ইহার কাট্‌তি অধিক হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজে অনুমেয়। এইরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া কাটতি করিতে হয় ও দেশ বিদেশে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে একটা দ্রব্য দ্বারাই প্রচুর উপার্জ্জন হইয়া থাকে। শুদ্ধ মাথার তৈল করিয়া কি হইবে, স্থায়ী কার্য্যের চেষ্টা কৈ ?

SHOWCARD INK
সাইন বোর্ড লিখিবার কালী—

—:০:—

খাঁটী আস্‌ফালটম— ... ১৬ আঃ
ভিনিস টারপেনটাইন— ... ১৮ আঃ
*ল্যাম্প ব্লাক— ... ৪ আঃ
স্পিরিট্ টারপিণ— ... ২ কোয়াট

খলে করিয়া অতি উত্তম রূপে মিশাইলেই কাল সাইন বোর্ড বা শোকার্ড লিখিবার কালী হইবে।

* উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রুসিয়ান ব্লু মিশাইলে ব্লু, গ্রীন বা জাঙ্গাল মিশাইলে সবুজ এবং সিন্দুর মিশাইলে লাল হইবে।

—•—

MEDICAL
Asthama-Inhalation.

—:০:—

নিম্নলিখিত ঔষধটী হাঁপানী রোগের উৎকৃষ্ট উপশমকারী ঔষধ বলিয়া "সায়েন্টিফিক" আমেরিকান নামক আমেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

Rx

Grindalia—	...	8 Dram
Jaborandi—	...	8 dram
Eucalyptus—	...	4 "
Digitalis—	...	4 "
Cubebes—	...	4 "
Stramonium—	...	16 "
Nitrate potash—	...	12 "
Cascarilla Bark—	...	1 "

এই গুলি বারম্বার পিষিয়া সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর একটী ক্ষুদ্র টিনের বাক্সে জলন্ত আগুণের আঙ্গরার উপর উপরোক্ত চূর্ণ দিয়া বাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া ঐ ডালার উপর একটি ছিদ্র করিয়া দিলে সেই দিক দিয়া ধুম বাহির হইবে। সেই ধুম শ্বাস টানিয়া গ্রহণ করিলে সেই মুহূর্ত্ত হইতে শ্বাস কষ্ট নিবারিত হইতে থাকিবে।

সমস্ত ঔষধই ডাক্তারখানা হইতে পাওয়া যাইবে। এরূপ চূর্ণ কর্ক বন্ধ শিশির মধ্যে রাখিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়ও করা যায়।

—:০:—

WATERY EYES
চক্ষে জল পড়া।
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—০—

অনেক সময় চক্ষে জল পড়ে আলো সহ্য হয় না, প্রাতে চক্ষু জুড়িয়া যায়, পিচুটী কাটে।

যদি এই সকল উপসর্গ কোন আঘাত জনিত বা তরুণ হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ দিলে উপকার হইবে।

(১) গরম জল—১ ভাগ, পোস্তর ঢেঁড়ী সিদ্ধ জল এক ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষু ধুইলে বেদনা কমিয়া যাইবে এবং জল পড়া বন্ধ হইবে। কিন্তু যদি উপরোক্ত উপসর্গ সমূহ পুরাতন হয়, তাহা হইলে কোন সংকোচক ঔষধ ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। নিম্নে কয়েকটী উৎকৃষ্ট ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া গেল।

যথা :—অ্যালমলোশন।

(২) ফটকিরি— ... ২ গ্রেণ
গোলাপ জল— ... ১ আউন্স

গোলাপ জল না পাইলে পরিশ্রুত (Distilled water) অথবা বৃষ্টির জল দিলেও চলিবে।

(2) Sulphate of Copper	1 ½ gr
Water	1 oz

—

(3.) Nitrate of silver	1 ½ gr
Water	1 oz
(4.) Acetate of Lead	11 gr
Water	1 oz
(5.) Di-acetate of Lead	11 gr
Water	1 oz

পাঁচ প্রকার দেওয়া গেল। ব্যবহার বিধি, চক্ষে দিবসে ২।৩ বার নূতন কুইলপেন দ্বারা ফোটা ফোটা করিয়া দিলে চক্ষু ভাল হইবে।

উপরোক্ত সমস্ত ঔষধই বিষাক্ত, সুতরাং সাবধান। ছেলেদের হাতে না যায়, সে জন্য সতর্ক হওয়া উচিত।

Homeopathic Notes.

LIVER COMPAINTS

যকৃতের পীড়া।

—*—

লিভার অর্থাৎ যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি ঘটিলে যকৃৎ প্রদেশে বেদনা, চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রস্রাব হরিদ্রা বর্ণ, সমস্ত শরীর কামলা অর্থাৎ পীত বর্ণ হইয়া যায়। শিশুদের পক্ষে এই পীড়া ভয়ানক এবং সাংঘাতিক। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা ইহাতে সুন্দর সুফল পাওয়া যায়। এই যকৃতের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিবিধ ঔষধ আছে, কিন্তু ঔষধ নির্ব্বাচন করা কঠিন। এই যকৃতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ মারকিউরিয়স। মারকিউরিয়সের রোগীর চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ, যকৃত প্রদেশে বেদনা, এমন কি রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে কাতর হয়। এই লক্ষণ গুলি দেখিলেই আপনার মারকিউরিয়সের কথা মনে পড়িবে, কিন্তু গোলোযোগ এই যে, প্রায় ঐ সমস্ত লক্ষণ ল্যাপট্রাণ্ড্রাতে ও দেখা যায়। তবে এই উভয় ঔষধের কোনটি নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, নূতন শিক্ষার্থীর এই স্থলেই সংশয় উপস্থিত হয়। সেই জন্য এ স্থলে কতকটা সেই পার্থক্য আজ পাঠকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

মারকিউরিয়সের উপরোক্ত লক্ষণ ব্যতিত ইহার মলের বর্ণ মৃত্তিকার ন্যায় দেখিলেই বোধ হয় সম্পূর্ণ পিত্তের অভাব। কখনও কখনও হরিদ্রাভ বা সবুজ বর্ণও হইতে পারে।

মারকিউরিয়স নির্দ্দেশক রোগীর মল বাহির করিতে অতিশয় বেগ দিতে হয়, **কোঁথানী বেশী।** রোগীর জীহ্বা শ্বেত ক্লেদাবৃত, তাহাতে দাঁতের দাগ পড়ে, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভব হয়।

মার্কিউরিয়স এবং ল্যাপটেন্ড্রাতে অনেক লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়া ভ্রমে পড়িতে হয়। তবে পার্থক্য কোথায়? মার্কিউরিয়সের মল মৃত্তিকাবৎ কিন্তু ল্যাপটেন্ড্রার **মল পীচের মত কাল—তরল মল।**

মার্কিউরিয়সের কোঁথানী বেশী, মলত্যাগের পরও, পেটে মৃদুমন্দ বেদনাও থাকে।

কিন্তু ল্যাপটান্ড্রের তেমন বেগ নাই কিন্তু Colicky শূলবেদনার মত বেদনায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে।

মারকিউরিয়সের যকৃতে স্পর্শ করিলে বা টিপিলে বেদনা বোধ হয়।

ল্যাপট্রানড্রের লিভারের কামড়ানী aching pain, যকৃত প্রদেশে এবং তাহার পার্শ্ব দেশেও সর্ব্বদা মৃদুমন্দ কামড়ানী বেদনা, এখন বোধ হয়, মার্কিউরিয়স এবং ল্যাপট্রাণ্ড্রা লইয়া গোলোযোগ হইবে না। তারপর মৃত্তিকাবৎ মলেরও গোলোযোগ দেখিতেছি।

মার্কিউরিয়সের যেমন মেটে রঙ্গের মল, তেমনি পডোফাইলমের মলও ত মৃত্তিকা বর্ণ, তবে পার্থক্য করি কেমন করিয়া? বলিতেছি—

মার্কিউরিয়সের মল মৃত্তিকাবৎ বটে, কিন্তু পডোফাইলমে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, ইহাতেও কখন কখন পাতলা বাহ্যেও হয় বটে কিন্তু অনেক স্থলে কোষ্ঠবদ্ধতাই দেখা যায়, এবং মার্কিউরিয়সের মত কোঁথানীর অভাব।

পডোফাইলম—পুরাতন যকৃতের পীড়ায় বেশী উপযোগী। যখন চক্ষু এবং মুখ হলদে হইয়া আসিতেছে, তখন পডোফাইলম অধিক উপযোগী। তারপর আরও গোলযোগের কথা আছে। মার্কিউরিয়সে রোগীর জীহ্বায় দন্তের দাগ পড়ে, এই দেখিয়াই মার্কিউরিয়স দিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না।

জীহ্বার দাঁতের দাগ পড়া লক্ষণ মার্কিউরিয়স, পডোফাইলম, রসটক্স, ষ্ট্রামোনিয়ম, প্রভৃতি ঔষধেও আছে। সেইজন্য ঐ সমস্ত ঔষধ গুলির লক্ষণ গুলির সহিত তুলনা করিয়া না দেখিলে আর ঔষধ নির্ব্বাচন হয় না। ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠের সময় বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া প্রত্যেক ঔষধের পার্থক্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা জানিয়া লইতে হয়। ডিউই সাহেবের **থিরাপ্যিটিক অক্ মেটিরিয়া মেটিকার** এইরূপ পার্থক্য অনেকটা দেখান আছে। পুস্তকখানি ইংরাজী মূল্য বোধ হয়, ৫৲, ৫॥ হইবে।

আরও মজা আছে।

পডোফাইলমের বাহ্যে মাটীর মত, কিন্তু কেবল প্রান্তে এইরূপ পরবর্ত্তী মল তত মলীন হয় না।

ল্যাপটেনড্রা—পিচের বা আলকাতরায় মত কাল, অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত, তবে তাহা বৈকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ঐরূপ রঙ্গের থাকে, তাহার পর ফিঁকে হইতে থাকে।

মার্কিউরিয়স ডল্‌ক্‌—কাল বাহ্যে বটে, কিন্তু গুহ্যদ্বারের এক পার্শ্বে যেন চাপ পড়ে বোধ হয়।

আইরিসেরও কাল মল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে গরম ঘর্ম্ম হইতে থাকে, গরম বোধ হয়, জীহ্বা শ্বেতবর্ণ এবং মাথা ধরা থাকে।

তারপর চায়না, কুপ্রম্‌, আর্সেনিক, ষ্ট্রামোনিয়ম ইহাদের মলও মলীন বা কাল হয় বটে, কিন্তু মল কখনও কঠিন হয় না, পাতলা জলের মত।

S. P. C.

—•—

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অজিতের সন্ন্যাস।

——০——

(গল্প)

বেলা অবসান প্রায়, দুইটী যুবক, আগ্রার তাজমহলের ভিতর, একটা প্রবেশ দ্বারের উপর বসিয়াছিল, অস্তগামীসূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ কিরণচ্ছটা উদ্যানের বৃক্ষের শাখায় ও তাজের চূড়ার উপর খেলা করিতেছিল, স্থানটী শান্ত ও নিস্তব্ধ। একজন যুবক অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "অজিত! আজ কি গভীর প্রেমের স্বপ্ন, প্রেমের কি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন! এখানে বস্‌লে কি আর বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়? অজিত বলিল, "আহা! সাজাহান এই বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষপত্রে বুঝি প্রিয়তমার সুখচ্ছবি দেখ্‌তে পেতেন, এখানের বাতাসে প্রেমময়ীর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেতেন। সত্য বল্‌ছি উপেন, এখানে বস্‌লে বাড়ীর কথা একটুও মনে হয়না, মনে যেন কি একটা ভাব আসে। আজ কি ঐশ্বর্য্য, কি বিলাস, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি শিল্পের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু দেখ, জগতেকিছুই অবিনশ্বর নহে, এই শিল্পি, এই ধনবান, ইহাদের ও তো বিনাশ আছে।

উপেন। তা আছে বৈকি! আরো দেখ, কাল পরিবর্ত্তনশীল, যে স্থান একদিন প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়া লোক লোচনের অগোচর ছিল, আজ তাহা আমাদের মত নগন্য লোককেও দেখা দিয়া তৃপ্ত করিতেছে। আজ যে সুখী, কাল সে দুঃখী, আজ যে ধনবান কাল সে নির্ধন! আজ আমরা গরীব কাল হয়তো বড়লোকও হ'তে পারি।'

অজিত। আমার পক্ষে আর তা' হইবে না।

উপেন। তা' বলা যায় না। বিশেষ তুমি এম্ এ পাশকরা ছেলে, তোমার উন্নতি হয়েই আছে।

অজিত। সে কাল আর নাই, এখন এম্ এ পাশের ভাগ্যে ৫০ টাকা মাহিনার চাকরি! তবে যদি আলফলায়লার, আবু হোসেনের মত কোন দিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি, যে সম্রাট হয়েছি, সে কথা স্বতন্ত্র!

উপেন। দেখ অজিত! একটা কথা মনে হ'ল, তুমি বিয়ে করবে? আমার জন্য একটা সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু আমার মন নাই, তুমি করতো দিয়ে দিই।

অজিত হাসিয়া বলিল, "বেশ বলেছো; এদিকে ন পিতা, ন মাতা আপনার বল্‌তে একটি পয়সা নাই, মেসে থাকি, স্কুলে মাষ্টারি করে দিন চালাই, এই বিয়ের উপযুক্ত অবস্থাই বটে। তুমি বরং কর, তোমার অবস্থা অনেক ভাল, ও সব সন্ন্যাস ফন্ন্যাসের মতলব ছেড়ে দাও, বিয়ে হ'লেই মনের বৈরাগ্য কমে যাবে।

উপেন। না অজিত! সম্বন্ধটী খুব ভাল, বাপের একটী মেয়ে, তা'দের অগাধ পয়সা, তা'রা একটী ভাল ছেলে চায়, নিজের বাড়ীতেই রাখ্‌বে। আমি তো কিন্‌বোই না, যদি তুমি কর, তো এখনি দিয়ে দিই।

অজিত। মন্দ নয় বটে, কিন্তু তারা কি আমায় পছন্দ করবে? যদি হয় তো দেখো।

উপেন। আমার মনে হয় হ'বে। তখন তুমি আবার কত বড়লোক হ'বে, আমায় চিন্‌তেই পারবে না।

অজিত। আমার যদি কখনও পয়সা হয়, অহঙ্কার বলে জিনিসটী আমার শরীরে স্থানই পাবে না। এই দরিদ্রাবস্থা থেকে যদি কখন উন্নত হ'তে পারি, দেখো জগতের কত উপকার করবো। গ্রামে গ্রামে জলাশয় স্থাপন করবো, দরিদ্রের জন্য অতিথিশালা করবো দুঃস্থ ছাত্রের জন্য স্কুল খুল্‌বো, কন্যাদায়ীকে সাহায্য করবো—

উপেন। বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "থাক্ থাক্ আর না, আর পেরে উঠ্‌বে না। পয়সা হ'লে কি ওসব মনে থাকে? তখন চেরীব্লসম ভাল কি হসনাহানা ভাল, স্বদেশী পমেটম ভাল না ভিনোলিয়া পমেটম ভাল, জুড়ীচড়া সেকালে ফ্যাসান, মটর কার কিন্‌বো! অজিত বলিল, "আচ্ছা যদি কখনও পয়সা হয়, দেখো পরোপকারে আত্মজীবন নিয়োগ করবো। এসো একটু বেড়াই।' উভয়ে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত তাজমহল, মধ্যে একটী গম্বুজ এবং চারিপার্শ্বে চারিটী মিনার, ভূমিতলে স্থানে স্থানে নানাবর্ণের প্রস্তরে গালিজা অঙ্কিত, অট্টালিকার গাত্রে অতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, সুন্দর নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত লতাপাতা পার্শ্বে ও উপরে স্তম্ভগাত্রে শোভিত আছে। গোর স্থানে মধুর মৃগনাভির সুগন্ধ, তাজমহলের উদ্যানে হরিৎ লোহিত নানা বর্ণের তৃণে গালিচা বিনির্ম্মিত হইয়া দর্শকের ভ্রম ও প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, প্রবেশ দ্বার হইতে তাজের সোপানে উঠিতে পথের দুই পার্শ্বে কৃত্রিম জলাশয়, তাহাতে আবার ২।১টী পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এ বাটীতে মধুমক্ষিকা চাক প্রস্তুত করিয়াছে। তাজের পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিত, তাহার অপর পারে হরিৎ শস্য ক্ষেত্র, তাহার পার্শ্বে গ্রাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের কুটীরশ্রেণী দূর হইতে যেন খেলাঘরের মত দেখাইতেছে। অজিত ও উপেন্দ্র প্রীতি বিকাশিত নয়নে সমস্ত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

* * * *

উপেনের যত্নে কলিকাতার সেই ধনী কন্যা পঙ্কজিনীর সহিত অজিতের বিবাহ হইয়াছিল, অজিতের সুগঠিত অবয়ব, সংচরিত্র, বিদ্বান ও নম্রস্বভাব ধনীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সেইজন্য দীনহীনকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়া নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন।

* * * *

অজিতের বাহিরের ঘর উজ্জ্বল দীপালোকে প্রতিফলিত, সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অজিত নয়ন মুদিত করিয়া মখমলমণ্ডিত চেয়ারের উপর অর্দ্ধ শায়িত রহিয়াছেন, দক্ষিণ হস্তের স্থূল গৌরবর্ণ অঙ্গুলির উপর হীরকাঙ্গুরীয় দীপালোকে ঝক ঝক করিতেছে, মাথার উপর পাখা চলিতেছে, অজিতের সুবিনস্ত কেশের গন্ধতৈলের সৌরভ বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে উপেন্দ্র আসিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইলেন, সেই শীর্ণ দীনহীন যুবকের পরিবর্ত্তে, এই হৃষ্টপুষ্ট অবয়ব দেখিয়া যেমন সুখী হইলেন, তেমনই সেই নম্র সঙ্কোচময় সরল মুখের পরিবর্ত্তে অসংভাব প্রতিফলিত দাম্ভিক মুখচ্ছবি দেখিয়া আরো অসুখী হইলেন, কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন অজিত! আহ্বানে চক্ষু চাহিয়া অজিত বলিলেন "উপেন এসেছ? এস! তুমি যে ভারি সন্ন্যাসী হ'য়ে পড়লে, একেবারে পরিব্রাজক হয়ে কোথায় যে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছ খুঁজেই পাই না; কবে এসেছ?"

উপেন অন্য চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "এ দেশে ছিলাম না, সম্প্রতি এয়েছি," ২১টী কথাবার্ত্তার পর উপেন বলিলেন, আমি ৪।৫ বৎসর আগে যখন যাই তখন দেখিয়া গেলাম, তোমার শ্বশুর লোহার কারবার করে দিলেন, তা'তে খুব উন্নতি করেছিলে, আর নিজের পয়সায় নানা সৎকার্য্য করতে, সৎচরিত্র ছিলে। কিন্তু এই কয় বৎসর পরে এসে দেখি, যে সে স্বভাব একেবারে হারিয়েছ। লোকের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার কর, লোককে ফাকি দাও, কোন রকম সৎকার্য্য আর কর না, নিজের চরিত্রও নষ্ট করেছ, অজিত! তোমার মত শিক্ষিত যুবার কি এই পরিণাম হলো?

অজিত। নিজের চরিত্র কি নষ্ট করেছি আর কারেই বা ফাঁকি দিয়েছি? বাঙ্গালীর স্বভাব, লোকের ভাল হ'লেই তার সঙ্গে লাগে।

উপেন। তুমি কি ইংরাজ? বাঙ্গালীর নিন্দা অন্য জাতি করলে বরং সহ্য হয়, কিন্তু বাঙ্গালী করলে বড় প্রাণে লাগে। বাঙ্গালীর সহস্র দোষ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু তা'র নিন্দা না করে সংশোধনের চেষ্টা করাইতো উচিত। একটা বিশাল জাতি, যত পুরাতন হইয়া আসে, তাহাতে নানাপ্রকারের লোক জন্মিয়া তাহাকে কতকটা খারাপ করে, কিন্তু আবার তেমনই মনস্বী ব্যক্তি জন্মিয়া তাহার দোষ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তোমার চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করছো? তোমার মুখে এখনও কিসের গন্ধ বল দেখি? অজিত উগ্রভাবে বলিলেন, "ও সব কথা লেকাচার দিতে তুমি এসোনা, ও সব কথা বলতো তোমার আসবার দরকার নাই, আমার ঢের বন্ধু আছে। উপেন ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন তা'রা তোমার বন্ধু না শত্রু? যা'রা তোমার পয়সায় তোমার নষ্ট করে, সেইপশুগুলা কি তোমার মত সুশিক্ষিত যুবার উপযুক্ত?

অজিত সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "রাত্রি ৮টা বাজে, আমার বিশ্রামের সময় হয়েছে, এ সময়ে আমি কারো সঙ্গে কথা বল্‌তে পারি না, তুমি বিদায় হও।" অজিত অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

অজিতের চরিত্র দোষ দেখিয়া তাহার শ্বশুর বড় বিরক্ত হইতেন এবং অজিত ও তাহা বুঝিয়া বিরক্ত হইতেন, এইরূপে দিন দিন উভয়ের মনোমালিন্য জন্মিতে লাগিল।

এক দিন সন্ধ্যার পরে অজিত আসিয়া আপন শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন, তাঁহার চরণ যুগল টলিতে ছিল। গৃহ মধ্যে পঙ্কজিনি পালঙ্কের কাষ্ঠদণ্ডে মস্তক রক্ষা করিয়া ভূমিতলে বসিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন, পঙ্কজিনির কিসের চিন্তা, কিছু অসংস্বামীর পত্নীর আবার চিন্তার অভাব কি? চিন্তা এবং অশ্রুজল তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ মুখের মলিন এবং স্ফূর্ত্তিশূন্য ভাব, নয়নের বিষাদময় দৃষ্টি, তাঁহাদের মনোবেদনার সাক্ষ্য প্রদান করে। হৃদয়ে সতত যে একটা বেদনার গুরুভার অনুভব করেন, অন্য শত আনন্দে তাহা অপসারিত হয় না, সে বেদনা হীরার নেক্‌লেস, মুক্তার মালা, শিল্কের জ্যাকেটের অন্তরালে থাকিয়াও, অভাগিনীর জীবন তিল তিল করিয়া হরণ করে।

পঙ্কজিনির ছোট ছেলেটী ও মেয়েটী নিকটে বসিয়া খেলা করিতেছিল, মেয়েটী মাতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া নিকটে আসিল, এবং মাতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল, "মা তুমি রাতদিন কাঁদ কেন?" অজিত দ্বারের উপর হইতে বলিলেন, "ঠিক কথা, রাতদিন কান্না আর ভাল লাগে না।" পঙ্কজিনি স্বামীকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া আনিয়া শয্যায় বসাইয়া দিল, অজিত শয্যায় বসিয়া বলিলেন, "এ কান্নার একটা নিষ্পত্তি কর, রাত দিন যে ভাল লাগে না। "পঙ্কজিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি কাঁদাও তাই কাঁদি।

অজিত। কিন্তু আমি তো তা' ভাল বাসি না, তা' হলে তোমায় অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে হ'বে।

পঙ্কজিনির পিতা গৃহের বাহির দিয়া যাইতে ছিলেন, তিনি আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন, "ও'র অন্য জায়গায় গিয়ে থাকবার কথা নয়, তুমি এখনি অন্য জায়গায় গিয়ে থাকো।"

অজিত আরক্তমুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই চল্লেম, তোমার মতন দম্ভী শ্বশুরকে

চাকর রাখ্বার আমার ক্ষমতা আছে, তোমাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, কালই আবার বিয়ে করবো।" অজিত সক্রোধে টলিতে টলিতে চলিল, শশুর একটু জোরের সহিত বলিলেন, "আর খবরদার, এমুখো হয়ো না, পঙ্কজিনি তুই মনে করিস, তুই বিধবা। রামদয়াল! তুই পাঁড়েকে বলে দে, এই লক্ষী-ছাড়াকে আর যেন ফটকের এদিকে আস্তে না দেয়।

অজিত চলিয়া গেল, পঙ্কজিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

(৪)

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে অজিত একটী সামান্য ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন। "কালের কি বিচিত্র গতি! এক মুহূর্ত্তে ভিখারীকে রাজা ও রাজাকে ভিখারী করে। গরীবের ছেলে কত কষ্টে লেখাপড়া শিখ্লাম, আবার অদৃষ্টে কত উন্নতি হ'ল, আবার শশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলাম, দু'বৎসরের মধ্যে কারবারে লোকসান হয়ে আজ পথের ভিখারী হলেম। যখন চলে এলাম, শশুর কারবার কেড়ে নিতে পারতেন, শুধু পঙ্কর জন্য লন নাই, পাছে খেতে না পাই। আহা আমার অসৎপ্রবৃত্তিতে সতী কত কেঁদেছে, যখন চলে আসি কতচিঠি দিয়েছে, লোক পাঠিয়েছে, আমি যাই নাই, চিঠির উত্তর দিই নাই। আমার প্রাণের নলিনাক্ষ চারুহাসিনী এখন কত বড় হয়েছে, আমি পামর পিতা, তা'দের ভুলে আছি। এখন এই সব উৎকৃষ্ট গ্রন্থই আমার সান্ত্বনা! ভগবানের চরণকৃপায় আমার চিত্তের সন্তাপ দূরে যা'বে নাকি?"

উপেন্দ্র আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "অজিত ঘরে আছ? এসেছ উপেন এসেছ? আমি যে এখন রোজ তোমায় মনে করি!" বলিতে বলিতে অজিত ছুটিয়া গিয়া বালকের ন্যায় উপেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। উপেন বলিলেন, "অজিত, অজিত, আজ যেন তোমাদের শৈশবকাল আবার ফিরে এল, যখন দুজনে স্কুলে পড়্তাম।" উপেনের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

অজিতের শীর্ণদেহ, মলিনবর্ণ, ম্লানমুখ দেখিয়া উপেন্দ্র অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

যখন অজিত আহারের পরে রাত্রে একটি ক্ষুদ্র ট্রঙ্কে আপন পুস্তকগুলি গুছাইতে ছিলেন। দ্বারের উপর যেন একটী স্ত্রীলোকের ছায়া পড়িল, অজিত মুখ তুলিয়া দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে গেলেন, এবং আগন্তককে হাত ধরিয়া বলিলেন, "পঙ্কজিনী আজ আমি মনে করছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি যে কত যেতে বলেছ, আমি যে যাই নাই, তাই আজ যেতে লজ্জা হচ্ছিল, পঙ্কজিনী।

পঙ্কজিনী স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "অন্য লোকের কাছে লজ্জা হয় বলে কি আমার কাছেও লজ্জা করবে? স্বামীর শীর্ণদেহ, দীন গৃহসজ্জা, অন্ধকার অপ্রশস্ত গৃহ দেখিয়া সতী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কয়েটী কথার পরে পঙ্কজিনী বলিলেন, "বাবা মারা গিয়াছেন। আমি তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছি, ঘরে এস।" শশুরের কথা শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া অজিত বলিলেন, "আমি একবার গিয়ে মাপ চাইবার সময় পেলাম না। "উভয়ে অনেক কথা হইল, অজিতের বিপদের কথা, কারবারের কথা, অন্নকষ্টের কথা শুনিয়া কতবার পঙ্কজিনীর হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, কতবার ইন্দিবর নেত্রে শিশিরবিন্দুর মত অশ্রুবিন্দু প্রকাশ পাইল। পঙ্কজিনীর মনকষ্টের কথা, কিরূপে চিন্তায় দিন যামিনী কাটাইয়াছে, বিনিদ্র নয়নে নিশিযাপন করিয়াছে, পিতার নিকট যাইতে চাওয়ায় কিরূপে রোরুদ্যমান শিশুপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়াছে, সমস্ত শুনিয়া অভাগা পতির বক্ষ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

কয়েকটী কথার পরে অজিত বলিলেন, "পঙ্কজিনী! আমি আর ঘরে ফিরে যাবনা, কয়েক মাস ধরে আমার ভগবানে মন হয়েছে, আজ উপেনের সঙ্গে নেপালে যাব। তা'র সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে কাননে কাননে বেড়িয়ে বেড়াব, ভগবানের লীলা দেখে দেখে তাঁর আরাধনা কর্‌বো। অনেক বাদানুবাদের পর পঙ্কজিনী বলিলেন, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। নলিনাক্ষ চারুহাসিনী মার কাছে থাক্‌বে। তোমার যে গতি আমারও সেই গতি!" অনেক কথার পরে তাহাই ঠিক হইল।

পরদিন অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া করিয়া ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পঙ্কজিনী গেরুয়া বসন পরিধান করিলেন, ও অজিত সার্ট কোট খুলিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিলেন। অজিত হাসিয়া বলিলেন, "পঙ্কজিনী! বিবাহের রাত্রে দুজনে যে সেজেছিলাম, সিল্ক, ভেলভেট, হীরা মুক্তা, পুষ্প চন্দন প্রভৃতিতে, আর আজ এই সাজ; কোনটায় আমাদের মানাইয়াছে বল দেখি?"

পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিলেন, "এইতেই মানাইয়াছে, কিন্তু বাহ্যিক গেরুয়া পরিলে চলিবে না, হৃদয় যখন গেরুয়া পরিয়া বৈরাগ্যের পরিচয় দেয়, তখনই প্রকৃত গৈরিক ধারণ করা হয়। নচেৎ গৈরিক ধারণ কেবল মানুষকে প্রতারণা করা, ও ভগবানের কাছে অপরাধ করা হয় মাত্র।"

অজিত বলিলেন, "আমার মতে বাহ্যিক গৈরিক ধারণের কোন প্রয়োজন নাই, অন্তর যদি গৈরিক ধারণ করে, ভগবান তাহাতেই আগমন করেন।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

সমাপ্ত

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Agricutural Notes.
কৃষিতথ্য।

—:০:—

ডোরাকাটা মারিসস্ ইক্ষু—

জমি উর্ব্বরা হইতে পারে, কিন্তু বিঘায় ৭০।৮০ মণ গুড় উৎপন্ন করে। ইহার ক্ষেত্রে কেবল গোবর সার দিলে চলিবে না, বিঘায় ২।৩ মণ হিসাবে রেড়ীর খৈল দিতে হয়।

বরিশালে কৃষি-ভবন—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বরিশালে কৃষি প্রদর্শন ভবন খুলিবেন, তাহার উদ্যোগ চলিতেছে,—নানা স্থানে যে সকল উৎকৃষ্ট ফসল জন্মে, তাহা এই ভবনে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইবে। (কাশীপুর নিবাসী)

চিরুণীর কারখানা—

লর্ড কারমাইকেল আদেশ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহার নিজের জন্য আবশ্যক চিরুণী যশোহরের কারখানা হইতে গৃহীত হইবে। বঙ্গেশ্বরের স্বদেশী প্রীতির পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি ;—বর্ত্তমান সহানুভূতিও তাঁহার সহৃদয়তাসূচক।

কৃত্রিম দুগ্ধ—

ইংরেজীতে একটি প্রচলন আছে অভাব আবিষ্কারের জনয়ত্রী। আজ কাল খাঁটি দুধ পাওয়া যেরূপ দুষ্কর হইয়াছে, তাহাতে লোকে যে গব্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দুগ্ধ আবিষ্কারে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, সোয়াবিন নামক এক প্রকার সীম হইতে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রস্তুত প্রণালী এই—সিমগুলিকে কিছুক্ষণ পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তার পর তাহাকে মাত্রানুযায়ী চিনি ও ফসফেট অব পটাস সহযোগে সিদ্ধ করিতে হয়। কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে উহাকে জমাট দুগ্ধের ন্যায় ঘন ও সাদা দেখায়। কি স্বাদে, কি খাদ্য হিসাবে ইহা জমাট দুগ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। অবশেষে জল মিশাইলে কৃত্রিম দুধ ও খাঁটি দুধে কোন পার্থক্য বুঝা যায় না। আজকাল বাজারে যখন সকল জিনিসেরই নকল বাহির হইয়াছে, তখন দুধের নকল না কাটীবে কেন? কৃঃ

তালের গুড়—

বিহারে বিস্তর তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তালের রস হইতে কি উপায়ে গুড় প্রস্তুত হয়, বিহারবাসিগণ তাহা অবগত নহেন। তাই বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের 'কৃষক' পত্রিকায় তাল গুড় প্রস্তুতের কথা আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচুর তালগুড় তৈয়ারি হইয়া থাকে। ফলবান বৃক্ষেই রসের সঞ্চার অধিক। প্রতিবৎসর ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত তালগাছের রস পাওয়া যায়। উল্লিখিত কৃষি পত্রিকায় প্রকাশ,—বিহারে ইতর লোকেরা গুড় প্রস্তুত না করিয়া, তালের রসে তাড়ি জমাইয়া থাকে। তাল রসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শতকরা বারভাগ শর্করা পাওয়া যায় অর্থাৎ একসের রসে আধপুয়া চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। খেজুর রসে শর্করার অংশ এত অধিক নহে। এক একটী তাল-গাছ হইতে গড়ে বার্ষিক আড়াইমণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে তালরস অধিক্ষণ তাজা রাখা সহজ নহে, তজ্জন্য গাছে বাঁধিবার পূর্ব্বে ভাঁড়গুলিকে ভাল করিয়া আগুণে পোড়াইয়া তাহার মধ্যে অল্প চুণের গোলা দিতে হয়। এ প্রক্রিয়া বাঙ্গালার শিউলিগণ ভালরূপ জানে। কৃষিপত্রিকায় প্রকাশ, ইহার পরিবর্ত্তে অল্প মাত্রায় 'ফার্ম্মেলিন' ব্যবহার করিলে আরও সুফল পাওয়া যায়। ফলতঃ একই স্থানে প্রচুর তাল ও খেজুর গাছ থাকিলে বারমাস চিনির কারবার চালান যাইতে পারে।

আমন ধানের ক্ষেতে হাড় সার—

প্রায় অধিকাংশ আমন ধানের ক্ষেতে জল থাকে। ঐ সকল ক্ষেতে ধান্যের জন্য হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কি ফল হয় তাহা দেখিবার জন্য খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। আসাম কৃষি-বিভাগের স্বনাম খ্যাত মাননীয় মিঃ বি, সি, বসুর এই সম্বন্ধে মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে হয়। যে সকল ধানের ক্ষেতে জল থাকে তাহাতে একর প্রতি ৩৴ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে ধানের ফলন ১০ মণ হইতে ২০৷৷০ মণ দাঁড়াইবে। হাড়ের গুঁড়া ব্যবহারে আর একটা গুণ এই যে, এক বৎসর হাড় সারের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় না। তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইহার শক্তি থাকে, সুতরাং পরপর তিন বৎসর পর্য্যন্ত যে অধিক মাত্রায় ধান পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্য অনেক। পাহাড়িরা এক্ষণে হাড়ের গুঁড়ার গুণ বুঝিতে পারিয়াছে। তাহারা এক্ষণে প্রতি পাঁচ ছয় শত মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতেছে। মিঃ বসু বলিতেছেন যে একর প্রতি ৩৴ মণ হাড়ের গুঁড়া পর্য্যাপ্ত। ধানের ক্ষেত প্রথম চষিবার সময় ইহা ক্ষেতে ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গুঁড়া যত মিহি হয়, ততই ভাল। হাড়ের গুঁড়া গলিয়া জমির সহিত মিশিয়া গলিতে বিলম্ব হয় সেইজন্য ধান বপনের বা রোপণের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জমিতে প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

উদ্যানের শাকসবজি উৎপাদনে নাইট্রেট অফ সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

—:০:—

বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুস, কসেরুকা, টোমাটো এবং ঐ প্রকার লতা সম্বন্ধীয় বিষয় এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে। এই সকল উর্ব্বরা জমিতে ভাল উৎপন্ন হয় এবং অনুর্ব্বরা জমিতে ইহাদিগকে ভাল করিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে গোময় দ্বারা জমিকে উত্তমরূপে সারযুক্ত করিয়া লইতে হয়।

জমির উর্ব্বরা শক্তির উপর গোময় ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে। প্রতি স্কোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫।৷০ গজ দীর্ঘে ও ৫।৷০ গজ প্রস্থে সাধারণ উর্ব্বরা জমিতে অর্দ্ধমণ, অনুর্ব্বরা জমিতে ১ মণ এবং সম্পূর্ণরূপ অনুর্ব্বরা জমিতে ২ মণ পরিমিত গোময় প্রয়োজনীয়। শীতকালের প্রারম্ভে বাঁধাকপি যখন উত্তোলন করিয়া আনিয়া রোপণ করা হয়, তখন উপরোক্ত পরিমিত গোময়, যে যেরূপ জমি তাহাতে ব্যবহার করিতে হয়। গাছ তুলিয়া আনিয়া রোপণ করিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রতি স্কোয়ার রড্ জমির উপর অর্দ্ধসের সুপার ফস্‌ফেট ছড়াইয়া দিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং রোপিত চারাগাছগুলি হইতে শিকড় বাহির হইলেই সেই জমিতে একপোয়া নাইট্রেড অফ সোডা ব্যবহার করিতে হইবে। পুনরায় ৪ সপ্তাহ পরে আর এক পোয়া ঐ সোডা ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

লেটুস, এসপিঞ্চ (কসেরুকা,) টোমাটোস প্রভৃতিতে ঠিক পূর্ব্বোক্ত পরিমিত সার এবং গোময় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বীজ বপন করিবার ছয় সপ্তাহ পরে নাইট্রেট অফ সোডা দ্বিতীয়বার যে পরিমাণে উপরোক্ত ফসলে দেওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ ১ পোয়া এই সকল সবজির গাছের মাটিতে দিতে হইবে।

ফুলকপি সম্বন্ধে সামান্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। কারণ ফুলকপির ফুলই আমাদের প্রয়োজনে আইসে। উপরোক্ত পরিমিত গোময় এবং নাইট্রেট অফ সোডার সহিত ১ সের সুপার ফস্‌ফেট প্রতি স্কোয়ার রড্ অর্থাৎ ৫।৷০ গজ দীর্ঘে ও ৫।৷০ গজ প্রস্থে জমির উপর ছড়াইতে হইবে। অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা বুঝা গিয়াছে যে, এই শাক সবজি বরাবর পাইতে হইলে সার জলে গুলিয়া নিয়মিত সময় ব্যবধানে নিম্নলিখিত মিশ্রিত দ্রব্যগণের সহিত প্রদান করা হয়। তাহা হইলে জমিতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সুফসল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

বালুবিশিষ্ট ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্‌ফেট	...	১ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	৬ ভাগ।

গুরুভার বিশিষ্টভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্‌ফেট	...	১ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	১ ভাগ।

খড়িমাটি ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
সুপার ফস্‌ফেট	...	২ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	৪ ভাগ।

ঘাসের চাপড়া বিশিষ্ট ভূমি

নাইট্রেট অফ সোডা	...	১ ভাগ।
কাষ্ঠভস্ম	...	৪ ভাগ।

ইহাদের পরিমাণ মাপিয়া ব্যবহারের পূর্ব্বে মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে ৪ গ্যালন জলের সহিত এই মিশ্রিত দ্রব্যের একছটাক দ্রব করিয়া সপ্তাহে একবার বাগানের সমুদয় শাক-সবজির উপর ছিটাইয়া দিতে হইবে।

বিশেষ কথা—শুষ্কভূমিতে সার অর্পণ করা হইলে, গাছের অতি নিকটে যাহাতে সার ছিটান না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদিগকে অর্ডার দিলে আমরা এই সার সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।

কাঃ সঃ

গাভীর দুগ্ধপ্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির উপায়।

—:০:—

বিচালী অপেক্ষা কাঁচাঘাসে দুগ্ধ বেশী হয়। লাউ, কাঁটা নটে, কচুর ডাঁটা ও ক্ষুদ একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বেশী হয়, এ সকল কথা সকলেই জানেন; নিম্নে দুগ্ধ বৃদ্ধিকর কতকগুলি নূতন প্রণালী লিখিত হইল।

১। বাঁশপাতা, কাঁটাল পাতা, হিমসাগর পাতা এবং যৎসামান্য মৌরী—৬ সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিবেন, ৩ সের আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া সেই জলে ১ মুঠা তিল দিয়া গরুকে খাইতে দিবেন।

২। আধসের খেসারী ভিজাইয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ক্ষুদের সঙ্গে কুলের পল্লব ও কার্পাস বীজ দিলে দুগ্ধ বাড়ে।

৩। ভুঁই কুমড়া এক ছটাক, মুগ এক মুঠা, আতপ চাল ২ মুঠা—খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বদিন রাখিয়া দিবেন। পরদিন চটকাইয়া আরো খানিক জল মিশাইয়া খাইতে দিবেন। ইহাতে অত্যন্ত দুগ্ধবৃদ্ধি হয়।

৪। ১৫ দিন ধরিয়া ৶০ আনা পরিমাণে তেঁতুল আটি ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৫। বন চালতের পাতা, তিল, ২।৩ কুঁচি বন আদা ক্ষুদের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবেন।

৬। হাড় জোড়া গাছ খাইলে দুগ্ধ বাড়ে।

৭। কেশুরের পাতা, ক্ষিরাই পাতা, ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে। এই ব্যবস্থার পর, রাত্রে ১ সের ছোলা ভিজান খাওয়াইবেন।

৮। প্রত্যহ ১ মুঠা যব, ১ খানা রাঙ্গা আলু, আধখানা মোচা একত্র করিয়া খাওয়াইবেন।

৯। রাখাল শশার গেঁড়ো ১টা, চুপড়ী আলু ১ চাকা, জলে বাটীয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কোৎরা গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে অসম্ভব রূপে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে কঁাচা বেলও দিলে হয়।

১০। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার ৮।৵০ সের আন্দাজ জলে আধ ছটাক লবণ ও ১ ছটাক বন মুগের পাতার রস নিক্ষেপ করিয়া ইচ্ছামত গরুকে পান করিতে দিবেন। এই উপায়ে দ্বিগুণ দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১১। আধখানা নারিকেল কোরা, ⁄।০ পোয়া কোৎরা গুড়, ১ ভরি গোটা গোটা সরিষা মিশাইয়া, খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে।

১২। বাঁশপাতা সিদ্ধজলে ২ ভরি জোয়ান, আধ পোয়া ইক্ষুগুড় গুলিয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে।

১৩। মাষকলাই সিদ্ধ আধসের, ভাতের মাড়, এক পোয়া গুড়, আধভরি পিপুল চূর্ণ, লবণ এক ছটাক,—প্রত্যহ রাত্রে এই যোগটী খাওয়াইলে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১৪। মাষাণীর গাছ কুচি কুচি করিয়া বিচালীর সঙ্গে খাওয়াইবেন।

১৫। শিমূল ফুল, চালতের ভিতরের শাঁস, শতমূলি, চাকুলের পাতা, মানকচু—এই গুলি একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে এত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় যে—১০ সের মাষকলাই খাওয়াইলেও তত হয় না।

১৬। ৫।৭ টা ভেরেণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করিবেন, ঐ পাতা কিছু গরম থাকিতে থাকিতে গরুর পালনের উপর দিয়া কাপড় বাঁধিয়া দিবেন। আধ ঘণ্টা পরে খুলিয়া দোহন করিবেন, এই উপায়ে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১৭। ভেরেণ্ডার পাতা সিদ্ধ জলে কিঞ্চিৎ গুড় নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই জল গরুকে পান করিতে দিবেন।

১৮। কাঁজিতে খড় ভিজাইয়া সেই সঙ্গে কিছু কুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিবেন।

দুগ্ধ বৃদ্ধি পক্ষে আধসের গুড়, দেড় সের খৈলের কাজ করে।

এই সকল প্রক্রিয়া লেখকের পরীক্ষিত।

বসুধা।

Curious Facts.
বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

ইয়োরোপে ইন্দুরের ইতিহাস।

—:০:—

ইয়োরোপের ইতিহাসে বলে যে, ইন্দুর কখন ইয়োরোপে ছিল না। এসিয়া হইতে কাল ইন্দুরেবর আমদানী। ইহাদের ইতিহাসে প্রকাশ, "The Black rats first came to Europe from Asia in 16th century and about the begining of the 16th century the yarrived America." ইংরাজ গণ বলেন, প্রাচীন ইয়োরোপে কখন ইন্দুরের কথা শুনা যায় নাই। তারপর ১৭৭৫ খ্রীঃ শ্বেত ইন্দুর এবং ধুসর বর্ণের ইন্দুরের ইয়োরোপে আবির্ভাব। ইহারা বলে, কটা ইন্দুরও এসিয়া হইতে রুসিয়া ভিতর দিয়া আসিয়া সমগ্র ইউরোপে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। কেহ কেহ বলে যে, নরওয়ে হইতে শ্বেত এবং কটা ইন্দুরের ইংলণ্ডে আগমন, সেটা ভুল। এসিয়া হইতে কোনরূপে ইউরোপে যায়, সেখান হইতে আবার আমেরিকায় গমন করে, ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ইহাদের বংশ ছড়াইয়া পড়িয়া জগতকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে।

ইয়োরোপে রং এর ইতিহাস।

—:০:—

কোচিনীল হইতে নানা প্রকার নামের লাল রং হয়। এই কোচিনীল এক প্রকারের কীট, ইহা হইতে কারমাইন, স্কারলেট প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর লোহিত বর্ণের উৎপত্তি। কটেলফিস নামক এক প্রকার মাছ হইতে সিপিয়া রং উৎপন্ন হয়। এই মৎসগণ জলে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রকার কালীর মত পদার্থ নিঃসরণ করিয়া দেয়, যাহাতে জল কাল হইয়া যায় এবং তাহাদের শত্রু আর দেখিতে পায় না। ইয়োরোপের উদ্ভাবন শক্তি তাহাকে এখন চিত্র কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে, ইহা হইতে ঔষধও প্রস্তুত হইতেছে। হোমিপ্যাথির সিপিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। Indian Yellow নামে যে রং ইয়োরোপে প্রসিদ্ধ, তাহা উষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত। আইভরি ব্লাক হাতীর দাঁত হইতে প্রস্তুত। প্রুসিয়ান ব্লু নামক রং ঘোড়ার খুর এবং পরিত্যক্ত পদার্থ অপরিস্কৃত পটাসিয়াম কারবনেট মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। প্রথমে দৈবঘটনায় এই তথ্য আবিস্কৃত হয়। এখন বিজ্ঞান বলে ইহার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে।

ব্লু ব্লাক রং প্রথমে দ্রাক্ষালতার কয়লা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। টার্কিস রেড্ বা ঘোরলাল—যেমন সালু কাপড়ের রং, তাহা

ভারতের Madder মাদার গাছ হইতে প্রাপ্ত।

শ্যামদেশের গাম্বোজ রং নারকেলের মালা হইতে উৎপন্ন। ইটালীর সিয়েনা নগরের মৃত্তিকা হইতে সিয়েনা রংয়ের সৃষ্টি। নানা প্রকার গাছের ছাল মূল হইতেও পারে বিবিধ প্রকার রংয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রথমে তুলা।

—:o:—

১৬০০ শতাব্দীতে সর্ব্ব প্রথম ইংলণ্ডে সাইপ্রস্ এবং স্মার্ণা হইতে তুলা আনীত হয়। ১৬৯৭ সালে ২০০০০০০ পাউণ্ড তুলা আমদানী হয়। তখন কলকারখানা হয় নাই। ছেলে মেয়েরাই এ দেশের মত তুলা ধুনিত, তা কাটিত।

পক্ষীর গতিশক্তি।

শকুন ঘণ্টায় ১০০ মাইল উড়িয়া যাইতে পারে। বক্রহংস এবং শোয়ালো (Swallow) পাখী ঘণ্টায় ৬০ মাইল হিসাবে উড়িতে পারে। ঈগল পাখীর প্রায়ই ১ ঘোড়ার বেগ, সাধারণ কাক ঘণ্টায় ২৫ মাইল, একখানা ট্রেণের সমান যায়।

পারাবৎ যাহারা যুদ্ধের সংবাদাদি বহন করে, তাহারা ৬০ হইতে ৮০ মাইল হিসাবে প্রতি ঘণ্টায় উড়িতে পারে, এবং ২।৩ ঘণ্টা এই ভাবে যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বহু প্রকারের পাখী আছে, যাহারা উড়িয়া ৬০।৭০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় হইতে পারে।

স্ত্রীর অশ্রু।

জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছে :—

"Never witness a tear from your wife with, apathy or indifference. Words, looks, action all may be artificial, but a tear is unequivocal; it comes direct from the heart and speaks at once the language of truth, nature and sincerity."

অর্থাৎ স্ত্রীর অশ্রু জল দেখিয়া উপেক্ষা করিও না। তাহার কথা, কাজ, দৃষ্টি সমস্তই কৃত্রিম হইতে পারে, কিন্তু অশ্রু একেবারে হৃদয় হইতে প্রধাবিত হইয়া তাহার অন্তরের ভাষা তাহার স্বভাব, মনের গতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে।"

কিন্তু একথা কি প্রকৃত? অনেক স্ত্রীলোকের মায়াকান্না দেখিয়াও কতলোকে প্রতারিত হয়। এইজন্য আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানামি কুতো মনুষ্যম্।

স্ত্রীর চরিত্র, পুরুষের ভাগ্য দেবতাগণ যখন বিশেষ অবগত নহেন, তখন মানুষ কোন ছার যে স্ত্রী চরিত্র পাঠ করিতে পারে।

স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড বলিয়াছিলেন যে, আমি মানুষের ৩টি চিহ্ন দেখিয়া জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীতে পার্থক্য স্থির করিতে পারি। (১) ক্রোধ সংবরণ, সাংসারিক সুশৃঙ্খলতায় নৈপুণ্য এবং একই কথার পুনরুক্তি দোষ বর্জ্জিত পত্র। প্রত্যেক জ্ঞানীর এই তিনটী গুণ থাকা আবশ্যক।

"TRIFLES MAKE PERFECTION."

একটি ক্ষুদ্রগল্প।

ক্ষুদ্র উপেক্ষার নয়, কারণ ক্ষুদ্র হইতেই সম্পূর্ণতার সৃষ্টি, ক্ষুদ্র বালুকাকণা উপেক্ষার হইতে পারে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালুকা কণার সমষ্টিতে সম্পূর্ণ ও বৃহৎ পর্ব্বতমালার সৃষ্টি হয়। মাইকেল এনজিলো একজন ভুবন বিখ্যাত ভাস্কর ছিলেন, প্রস্তর খোদাই করিয়া জীবিত বা মৃত মানবের অবিকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন।

একদিন তিনি একটি বন্ধুর প্রতিমূর্ত্তি খোদন কার্য্যে নিয়োজিত আছেন, এমন সময় তাহার সেই বন্ধু উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি সপ্তাহ পূর্ব্বে যেমন দেখিয়া গিয়াছিলেন, আজও যেন সেইরূপই দেখিলে বোধ হইল এবং বন্ধু মাইকেল যে তাঁহার কার্য্যে এতদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহাই ধারণা দাঁড়াইল, বলিলেন "দেখিতেছি তুমি এ কয়দিন মোটেই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর নাই।" এঞ্জিলো বলিলেন "সে কি কথা, এই দেখ, মুখও চক্ষুতে কত ভাব আনিয়াছি, হাতের প্রত্যেক শিরাটী প্রকাশ করিয়াছি।"

বন্ধু বলিলেন "ওসব ক্ষুদ্র, সামান্য কাজে আর কত সময় লাগিয়াছে।" এঞ্জিলো—বল্লেন—"But recollect, trifles make perfection and that perfection is not trifle" অর্থাৎ প্রত্যেক নগণ্য ক্ষুদ্রের সমষ্টিতেই গণ্য সম্পূর্ণতার উৎপত্তি। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ দ্রব্য দেখি, তখন কি ক্ষুদ্রের সমষ্টি বলিয়া কেহ উপেক্ষা করে?" বন্ধু নীরব হইলেন। আমাদেরও ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া বহু সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। স্বভাবের ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষুদ্র ব্যয় প্রভৃতি আমরা উপেক্ষার চক্ষুতে দেখি, কিন্তু যখন সেই সকল ক্ষুদ্র দোষ একত্রীভূত হইয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, তখন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। তাই বলি ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষার কিছুই নাই। মানুষ, জীব শরীর, জড় অজড় সমস্তই পরমাণু সমষ্টি মাত্র—"Trifles make perfection"

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল।

ভারতে জাপানের বাণিজ্য।

জাপানের 'পোয়াবার'।—ওদিকে ইউরোপীয় সমর প্রাঙ্গনে বিবদমান শক্তিসমূহ যখন বল পরীক্ষায় ব্যস্ত, তখন এদিকে জাপান যে শনৈঃ শনৈঃ ভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে আপন অধিকার বিস্তার করিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। আজ কাল অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণ দেশের মাল এদেশে আসিতেছে না, কাজেই জাপানের 'পোয়াবার পড়িয়াছে। পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া-দেশজাত কাচের জিনিস ভারতে অনেক বিকাইত। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ছিয়াশী লক্ষ টাকার কাচের বাসন কেবল অষ্ট্রীয়া হইতে এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের দরুণ উহা অনেক পরিমাণে কমিলেও মোটের উপর অষ্ট্রীয়ার আমদানী অন্য কোন রাজ্য অপেক্ষা ন্যূন হয় নাই। এ বৎসর অষ্ট্রীয়া মালের আমদানি একেবারে নাই, কাজেই জাপানী কাচ দ্রব্যের কাটতি ভারতে বহুল বাড়িয়াছে। জাপান হইতে এদেশে কাচের জিনিস আসিয়াছিল ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ১১, ৮১, ২২৯৲ টাকার এবং ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ১৯,৬৫, ২৩২ টাকার। পক্ষান্তরে খাস ইংলণ্ড হইতে আমদানির পরিমাণ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা হ্রাস হইয়াছে। বিগত মার্চ্চ মাসে বিদেশ হইতে যত টাকার কাচের জিনিস এদেশে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর আসিয়াছে শুধু জাপান হইতে। কেবল কাচের ব্যবসায়ে নহে, দেশলাইর বাণিজ্যেও জাপান ভারতের বাজার একচেটিয়া করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিরূপ তড়িদ্গতিতে জাপান বর্ত্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্রাণপণে লাগিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে সহজে বুঝা যাইবে;—

জাপানী দেশলাই আমদানির পরিমাণ।

১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে	৩৯,০৬, ৮২৪৲ টাকার
১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে	৬৯,০৭, ৬১৬৲ টাকার
১৯১৪ খৃঃ মার্চ্চ মাসে—	৩,১২,৮৭৬ টাকার
১০১৫ খৃঃ মার্চ্চ মাসে—	১১,৬৮, ১৪৯ টাকার

গত পূর্ব্ব মার্চ্চ মাস অপেক্ষা বিগত মার্চ্চ মাসে নয় লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জাপানী দেশলাই এদেশে আমদানী হইয়াছে। জাপান শুধু অধ্যবসায় বলে এখন অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আর এদেশবাসী ধনাঢ্য সম্প্রদায় কোম্পানির কাগজে লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করিতেছেন। হায় রে অদৃষ্ট!

—০—

টাকা ও বিবি।

—:০:—

টাকা ও বিবি।—পঞ্জাব- লাহোরের "দীপক সংবাদ পত্রে প্রকাশ,—মোরাদাবাদের আদালতে এক বিবির নামে এক মামলা রুজু হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, —একজন উকিল ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইতে ছিলেন; পরে এই গাড়িতে এক বিবি উঠিলেন। উকিল টাকা গণিতেছিলেন;—এ টাকা তাহার ফিয়ের টাকা। বিবি এই টাকা উকীলের নিকট চাহিলেন,—বলিলেন, —যদি টাকা না দাও,—তাহা হইলে, আমি শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইব, পরে বলিব, তুমি আমার সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করিয়াছিলে।" উকীল শুনিলেন,—কিন্তু কিছুই বলিলেন না; আবার বিবি এই কথা বলিলেন,—এবারও উকীল কোন উত্তর দিলেন না। তখন বিবি সত্য সত্যই শিকল টানিবার জন্য উঠিলেন। এই সময় উকীল উঠিয়া বিবির নিকট গিয়া বলিলেন,—"আপনি করিতেছেন কি? আপনি চেন্ টানিতে চাহিতেছেন কেন? আমি কালা, যদি আপনার বক্তব্য আপনি কাগজে আমায় লিখিয়া দেন, তাহা হইলে, তাহা আমি পড়িয়া যথাসাধ্য আপনার চেষ্টা করিতে পারি।" বিবি তৎক্ষণাৎ কাগজে আপনার বক্তব্য লিখিয়া, উকীলকে তাহা প্রদান করিলেন। উকীল পরবর্ত্তী ষ্টেশনেই পুলীশকে ইহা জানাইলেন। অতঃপর মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা বলিতেছেন,—বহু বৎসর পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্টর মহিম চন্দ্র পাল এক শনিবার বারাসত হইতে কলিকাতা আসিতেছিলেন। এ দিন ইনি মাহিনা পাইয়াছিলেন,—মাহিনার টাকা লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আসিতেছিলেন। দমদমা ষ্টেশনে এক বিবি ইহাঁর গাড়িতে উঠিল। ডেপুটি মহিমচন্দ্র বিবিকে দেখিয়া একপ্রান্তে সরিয়া গিয়া বসিলেন। বিবিও তাঁহার নিকট গিয়া বসিল। উভয়ে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বিবি জানিতে পারিল,—ডেপুটির নিকট টাকা আছে। তখন বিবি ডেপুটির নিকট টাকা চাহিল; বলিল,—না দিলে আমি তোমায় ঘোর বিপদে ফেলিব।" মহিম বাবু বেগতিক বুঝিয়া টাকাটা বিবিকে প্রদান করিলেন, আর সেইদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"রেল ট্রেণে কেবল মাত্র ইউরোপীয় মহিলার সঙ্গে আর কখনও ভ্রমণ করিবেন না।" দেখা যাউক, মোরাদাবাদের মোকর্দ্দমায় কিরূপ ঘটে। এ সকল পাপ ইউরোপেই আছে, এখন আবার ভারতে আসিতে আরম্ভ হইল! কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ম করা উচিত, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরুষের গাড়ীতে মেয়ে মানুষ উঠিতে পারিবে না; স্ত্রীলোকদের নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতেই স্ত্রীলোক উঠিবে। এ দিকে উকিলের উপস্থিত বুদ্ধিও চমৎকার।

মুষ্টী-যোগ

সংগ্রহ

দন্তকণ্ডুয়ন।

—:০:—

চলিত কথায় ইহাকে দাঁত কড়মড়ি কহে। কেহ বা নিদ্রিত অবস্থায়, কেহ বা জাগিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকায় অশ্বের পুচ্ছের সাতগাছি লোম লইয়া তাহার বেণী প্রস্তুত করিয়া গলায় বাঁধিলে ইহা আরোগ্য হয়। (২) কাঁকড়ার একটী পা দুধের সহিত পাক করিয়া সেই দুগ্ধ ঘন হইলে নামাইয়া নিদ্রার্থ শয়নের পূর্ব্বে তাহা দ্বারা পদদ্বয় লেপন করিবে। ইহাতেই দন্তশব্দ দূর হইবে।

দাঁতের পোকা—বিচিকলার শিকড় কিম্বা কেশুত্তার শিকড় পোকা ধরা দাঁতে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়। ২। সিজের শিকড় অথবা বড় পানার শিকড় কিম্বা ক্ষিরাইএর মূল চর্ব্বণ করিয়া পোকা ধরা দাঁতে লাগাইয়া রাখিলে পোকা পড়িয়া যায়, অথবা মরিয়া যায়।

৩। বটগাছের আঠা পোকা ধরা স্থানে লাগাইলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

৪। রশুন অগ্নিতে উত্তম করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়।

দাঁতের নালি ঘা—রশুন হিং এবং আকন্দের আঠা একত্র করিয়া দাঁতের গোড়ার নালিতে লাগাইলে আরোগ্য হয় এবং পোকা থাকিলে মরিয়া পড়িয়া যায়। ২। পাকা তেঁতুল ও লবণ একত্রে বাটীয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে কথঞ্চিত জ্বালা করে বটে, কিন্তু বিশেষ উপকার দর্শে।

২৫।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা. ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | New Series. JUNE 1915. | নূতন সংস্করণ। জুন, ১৯১৫। | Vol. IX. No. 6.

Notes of Interest.

ভারত রক্ষা বিধি।

নবপ্রবর্ত্তিত ভারতরক্ষা-বিধির প্রথম ধারার অন্তর্গত তৃতীয় উপধারা অনুসারে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর নিম্নলিখিত জেলা-সমূহে ঐ আইনের ৩ ধারা হইতে ১ ধারা পর্য্যন্ত বিধি আপাতত কার্য্যকরী হইবে। জেলাসমূহের নাম—মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বাখরগঞ্জ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী, পাবনা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম। মোট কথা প্রায় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে এবং মাত্র কয়েকটি জেলা বাদ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে এই নব বিধি কার্য্যকরী হইল। পশ্চিমবঙ্গের কেবল বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বীরভূম, নদীয়া, মুরশীদাবাদ ও যশোহর এই কয়টী জেলা পূর্ব্ববঙ্গের দার্জ্জিলিং, মালদহ ও বগুড়া জেলা এবং খাস কলিকাতা নগরটী বাদ রহিল। ইতিপূর্ব্বে এই নূতন আইন পঞ্জাবে কার্য্যকরী করা হইয়াছিল, এইবার বাঙ্গালাতেও হইল। এই নূতন আইনের মূল কথাটা এই যে, কোন পুলীশ-চালানী ফৌজদারী মামলা গবরমেন্ট ইচ্ছা করিলে সাধারণভাবে বিচারের পরিবর্ত্তে একবারে এক বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। এই আদালতে তিন জন বিচারক থাকিবেন, ইঁহারা গবরমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচারক কার্য্যজ্ঞ পুরুষ। এই তিন জনের অধিকাংশের মতে বিচার কার্য্য হইবে। ইহাঁদের বিচারই চুড়ান্ত বিচার, ইহার উপর আপীল নাই। ইহারা প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারিবেন। বিচারকত্রয় যদি স্বাধীনচেতা বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, আইনজ্ঞ হন, তাহা হইলে এই আইনে নির্দ্দোষের কোন ভয় নাই। আশা করি, গবরমেন্ট এই বিচারক নিয়োগ খুব বুঝিয়া করিবেন। বঙ্গবাসী

কাশীমবাজারের মহারাজা।

কাশীমবাজারের মহারাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই উপাধি পাইয়াছেন শুনিয়া আমরা প্রীত হইলাম। মহারাজ দাতা ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার উদ্যমে, ব্যয়ে ও উৎসাহে বাঙ্গালীসমাজে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে দিকে দিকে তাঁহার কীর্ত্তি বিরাজিত। ইহাকে সম্মানিত করাতে সরকারের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ধানকুড়িয়ার জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয় এবার রায় বাহাদুর হইলেন। বল্লভ মহাশয় বশীরহাট অঞ্চলের 'দাতাকর্ণ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার পিতা স্বর্গীয় শ্যামবল্লভ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই অঞ্চলের লোক গত দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বল্লভ মহাশয়ের এই সম্মানলাভেও আমরা সুখী।

—০—

রেশম সূত্র

—:০:—

সম্প্রতি পুষা কৃষিকলেজ হইতে রেশমসূত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে লেখক বলেন, বাঙ্গালার রেশম সূত্রনির্ম্মাতা বানকওয়ালারা জানে না যে, তাহাদের মাল কোথায় অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। কাজেই তাহাদিগকে মধ্য-ব্যবসায়ী মাড়োয়াড়ি মহাজনগণের মারফতে মাল বিক্রয় করিতে করিতে হয়। ফলে সেরা লাভের অংশ মাড়োয়ারিগণ মারিয়া লয় এবং লেখকের মতে ইহাই বাঙ্গালার রেশমশিল্পের অবনতির অন্যতম কারণ। লেখকের মত কতটা সমর্থনযোগ্য, তাহা বিবেচনা করা যাউক। মধ্য ব্যবসায়ী (middlemen) সকল কারবারেই আছে এবং চিরকাল থাকিবে; মধ্য-ব্যবসায়ী ব্যতীত কোন কারবার চলিতে পারে না, তবে এক্ষেত্রে যে রেশম সূত্রের ব্যবসাটা অধুনা কেবল মাড়োয়ারি মহাজনগণের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে, তাহার হেতু লাভের আধিক্য নহে বরং রেশমের ব্যবসায়ে রস নাই বলিয়া। যখন কারবারে রস ছিল, তখন বড় বড় বিলাতী মহাজনেরা এদেশে রেশমের কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়োগ করিতেন। আজকাল লাভ কমিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা একে একে কারবার গুটাইয়াছেন। গত কয়েক বর্ষের মধ্যে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি, লুইপেন কোম্পানি, এণ্ডারসন কোম্পানির বড় বড় ফ্যাক্টারি বন্ধ হইয়াছে। এই সকল সাহেব কোম্পানি পৃথিবীর কোন্ স্থানে বাঙ্গালার রেশম উচ্চমূল্যে বিকাইতে পারে, তাহা কি জানিতেন না? ফল কথা, বাঙ্গালার রেশম কীট এতই নিকৃষ্ট যে, তজ্জাত রেশমের দ্বারা চীন-জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা চলে না, কাজেই এই দারুণ অধঃপতন। বাঙ্গালা কৃষিবিভাগ রেশমের চাষে বর্ষে বর্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে; দিন দিন এদেশের রেশমশিল্প ধ্বংসের মুখে ছুটিয়াছে। এ গতি রোধ করিতে হইলে এদেশে উৎকৃষ্টতর রেশমকীট জন্মাইতে হইবে, নচেৎ শুধু ফাঁকা কথায় বা বাজে রিপোর্টে কাজ হাসিল হইবে না। বং

—০—

মহাকালী পাঠশালা।

—:০:—

কলিকাতার মহাকালী পাঠশালা ১৮৯২ সালে মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষার নিমিত্তই এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। অনেক রাজা মহারাজাই এই পাঠশালার পৃষ্ঠপোষক। ৬৯ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে এই পাঠশালা অবস্থিত। মহারাণী তপস্বনী এই বাটী ক্রয়ের নিমিত্ত প্রায় ৪২ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি এই টাকার কতক কতক শোধ করিতেন;—ফলে তাঁহার জীবদ্দশায় এই ঋণ প্রায় ২৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতা ব্যাঙ্কের স্যর ডেবিড ইয়ুল সাহেবই অল্প সুদে তাঁহাকে এই টাকাটা ধার দিয়াছিলেন। এখন এই টাকা সুদে আসলে প্রায় ৩৮ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। মাতাজী এক্ষণে পরলোকগতা; আর কলিকাতা ব্যাঙ্কও এক্ষণে মারকেণ্টাইল ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত, এই শেষোক্ত ব্যাঙ্ক এই টাকা আদায়ের জন্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগে নালিশ করিয়াছিলেন। আদালত ঐ টাকার ডিক্রি দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই বাটী ব্যাঙ্কের নিকট বাঁধা আছে। যদি ব্যাঙ্কের ডিক্রীতে ইহা বিকাইয়া যায়, তাহা হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার অস্তিত্বও তিরোহিত হইবে। যাঁহারা এই পাঠশালার স্থিতি এবং উন্নতিকামী—তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন,—এবং এই বাটী ও পাঠশালা রক্ষার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। যিনি যাহা দিবেন,—তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেই চলিবে,—

(১) অনররি সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ-বি-এল উকীল হাইকোর্ট। ১৭ নং প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জ্জির রোড, টালা, কলিকাতা।

(২) কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর। মার্ব্বেলপ্যালেস। মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় জমিদার,—উত্তরপাড়া।

(৪) শ্রীযুক্ত রমণলাল খাঁ, বেঙ্কার। ১৪৭ বেণিয়াটোলা লেন, হাটখোলা কলিকাতা।

মহাকালী পাঠশালা হওয়ায় মিশনারীদের এবং ব্রাহ্মদের বালিকা বিদ্যালয়ে হিন্দু বালিকা প্রেরণের স্রোত অনেকটা কমিয়াছিল। যদি মহাকালী পাঠশালা উঠিয়া যায়, আবার সেই স্রোত বহিবে। তাই বলি সাবধান! যাহারা মেয়েদের স্কুলে পাঠাইবেনই, তাঁহারা মহাকালী পাঠশালা রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করুন। তাহা

না হইলে মহাকালী পাঠশালা অভাবে তাঁহাদের মেয়েরা কুশিক্ষায় বিবি বনিয়া যাইবে। সেটা নিশ্চয়ই এখনও বাঞ্ছনীয় নহে।

—•—

ভারতে জাপানী ব্যবসায়।

—:০:—

অন্ধকে সুদৃশ্য চিত্র দেখান বৃথা, কারণ সুন্দর অসুন্দরের ধারণা যাহার নাই সে তাহার কি বুঝিবে? সহযোগিনী "সঞ্জিবনী" ভারতে জাপানের ব্যবসায়ের একটী চিত্র এবং হিসাব দেখাইয়াছেন, উদ্দেশ্য, সেই হিসাব দেখিয়া যদি আমাদেরও কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, আমরাও উদ্যোগী হইয়া কিছু কিছু নিজেদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হই। কিন্তু সে আশা দুরাশা। দাসত্ব নিরত বাঙ্গালীর সে চক্ষু নাই, সে জ্ঞান নাই, আমরা যে চিরনিদ্রিত! বুঝি কেবল টাকার সুদ, আর চাকরী, উমেদারী। উদ্যোগী পুরুষ যাহারা, তাহারা এই ডমরু ধ্বনী শুনিয়া কালফনির ন্যায় স্বীয় বিবর হইতে বাহির হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। এ ডমরু ধ্বনিতে ঢোঁড়া জাগেনা আমরা আর এখন মানুষ নহি, উদ্যোগ, আশা হীন মৃতবৎ জাতি, জগতে উপেক্ষার অবজ্ঞার আবর্জ্জনার মধ্যে দিব্য মৃতপ্রায় জীবন অতিবাহিত করিয়া নিঃঝঞ্ঝাটে জীবন কাটাই তেছি। ইহাই আমাদের তারিক এবং বিশে যত্ন। এই ঘোর সময়ের মধ্যেও উদ্যোগী জাতিগণ আপনাদের স্বার্থসাধনে যত্নবান, কেবল আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব এবং পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন কাটাইব! ইহাই বাঙ্গালীর বিধিলিপি!

"সঞ্জিবনী" দেখাইতেছেন, যুদ্ধারম্ভের পর হইতে ভারতবর্ষে জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়ার বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। জাপান তাহাদের স্থান অধিকার করিবার আয়োজন করিতেছে।

১৯১৩।১৪ সালের আগষ্ট হইতে মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ৮ মাসে জাপান হইতে কলিকাতায় যত টাকার যে জিনিস আমদানি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুদ্ধের পর এই ৮ মাসে কত টাকার দ্রব্য আসিয়াছে, তাহার তুলনা করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

পূর্ব্বে দেশলাই ১,৮২৬,৩২৫ গ্রোস আসিয়াছিল, তাহার দাম ৯,৫৪,১৯৮ টাকা। যুদ্ধের পর আটমাসে ২, ১১৫, ৪৫৫ গ্রোস আসিয়াছে, তাহার দাম ১৫, ৩৩, ৮৭১ টাকা।

গত মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত জাপান ভারতবর্ষে ৩২৬০০ গ্যালন বিয়ারমদ্য পাঠাইয়াছে, মূল্য ৫১,৯৯৭। ১৯১৩।১৪ সালে এই সময়ে ৫৮৬ গ্যালন পাঠাইয়াছিল, দাম ১০২৭ টাকা।

কাচের মুক্তা প্রভৃতি জাপান গত আগষ্ট হইতে ৪লক্ষ টাকারও বেশি পাঠাইয়াছে, গত বর্ষে পাঠাইয়াছিল ২,৭৮,০০০ টাকার। অষ্ট্রীয়া বৎসরে ১৮ লক্ষেরও উপরে পাঠাইত।

১৯১৩-১৪ সালে মোটরের সাজসরঞ্জামের জন্য এদেশে কেহ জাপানের দিকে তাকায় নাই। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এদেশে ১,১১,৭০২ টাকার মোটরের সরঞ্জাম আসিয়াছে।

১৯১৩ ১৪-র আগষ্ট হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত জাপান আমাদিগকে ১৮,২৮৮ টাকার সাবান দিয়াছিল। গত আগষ্ট হইতে ২৪,০৫৬ টাকার দিয়াছে।

ছোট ছোট জিনিসপত্র ফিতা বাঁশী, সাবান এসমস্ত বিক্রয়ে জাপান গ্রেট ব্রিটেন্ ও জর্ম্মণীকেও হারাইতে চলিয়াছে। কেননা ১৯১৩।১৪র আগষ্ট হইতে মার্চ্চের মধ্যে ছুতানাতা করিয়া আমাদের কাছ থেকে ২,০৬,২২৯ টাকা লইয়াছিল। গত আগষ্ট হইতে ২,১০,৩৩১ টাকা লইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে কার্পাসের কাপড় জাপানের কাছ থেকে ৬,৭৪,৮৯৪ গজ লইয়াছিল, দাম ১১, ১৭,৪৬৪ টাকা। পূর্ব্বে কিন্তু ১,৫৮৫,৬৫০ গজ আসিয়াছে, তাহার দাম ৩,০০,৫০২ টাকা মাত্র।

যুদ্ধের পর চা'র বাক্স আসিয়াছে ২, ৩৯, ০২১ টাকার। ১৯১৩-১৪ আগষ্ট মার্চ্চে ৬২,২৪৩ টাকার আসিয়াছিল।

১৯১৩-১৪-এ মিষ্ট দ্রব্য (barley-sugar) কেবলমাত্র ৫০ টাকার আসিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে হাজার টাকার মিষ্ট দ্রব্য আসিয়াছে।

১৯১৩ ১৪ সালে জাপান হইতে বস্ত্রাদি শ্বেতবর্ণ করিবার মসলা আনা হয় নাই। গত আগষ্ট মাস থেকে ৬,৬০০ টাকার মসলা আসিয়াছে।

এইরূপ আরো নানা ছোট ছোট জিনিসের বাজার জাপান দিনের দিন একেবারে গ্রাস করিয়া বসিতেছে।

অষ্ট্রীয়া হাংগেরি ও জর্ম্মনীর মহা বিপদ্। কেননা ১৯১৩-১৪ সালে জর্ম্মনী বঙ্গদেশ হইতে ৩,৭৪,২০,১৩০ টাকা লইয়াছিল। গত মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ১,২৭,৮২,৩২৭ টাকা লইয়াছে। অষ্ট্রীয়া হাংগেরি ১৯১৩-১৪ সালের ৮ মাসে ১১,৫৬,২৮৮ টাকা লইয়া গিয়াছে। জাপান, পক্ষান্তরে ১,৫৫,৫২,৩০৪ টাকার স্থলে ১,৬১, ৪২,১৪৮ টাকা লইয়া গিয়াছে।

আর আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া কেবল তারিফ করিতেছি মাত্র। উদ্যোগের কথা ত দুরের কথা, স্বপ্নেও কিছু করিবার চিন্তাও এখন হৃদয়ে স্থান দিই নাই এই টুকুই আমাদের বিশেষত্ব আর কি।

—

Condition of crops.
বাঙ্গালার কৃষির অবস্থা।

—:০:—

রাজার সহিত প্রজার, অদৃষ্ট যেন এক-সূত্রে বান্ধা, আমরা হিন্দু একথা বেশ বুঝি। রাজ্যের অমঙ্গলের সময় প্রজার মঙ্গলের আশা দুরাশা। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা বাঙ্গালায় গত বৎসর হইতেই ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, কাগজ পত্রের হিসাবে আমদানী রপ্তানির শোচনীয় অবস্থা না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ দেশীয় ব্যবসায়ীর অবস্থা শোচনীয় হইয়াই উঠিয়াছে, বহু ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে, যাহারা এখনও আছে, তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হইতে বড় বিলম্ব নাই—ক্রমাগত ক্ষতি স্বীকার আর কত করিবে? ক্রেতার অভাব। সহরের লোকেরই ব্যয় সংকুলান করা কঠিন হইয়াছে, পল্লীবাসীর অবস্থা যে কত শোচনীয় হইয়াছে তাহা অনুমেয়। সেইজন্য ক্রেতা নাই। এই সকল অবস্থার উপর অনেক স্থলেই আদৌ বৃষ্টি হয় নাই। জলাশয়ে এখনও জল হয় নাই, কৃষিক্ষেত্রে এখনও ধুলা উড়িতেছে। কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তি স্থানের লোকে এ অবস্থা বুঝিতে পারেন না, এখানে সামান্য বৃষ্টিতে যখন রাজপথ ভাসিয়া যায়, তখন সমগ্র ভারতের অবস্থা তাঁহারা অনায়াসেই কলিকাতার মত ভাবিয়া লইতে পারেন। কিন্তু বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি বহু স্থানেই শ্রাবণ মাস হইতে চলিল, এখনও কৃষিকার্য্য আরম্ভই হইতে পারে নাই। যেখানে ক্যানেল কাছে, সেই সকল স্থানে কিছু কিছু আবাদ হইয়াছে মাত্র, সুতরাং অবিলম্বে যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার অবস্থা এবার অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানেই ইহার মধ্যেই দারুণ অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। সাবধান হইয়া না চলিলে সমগ্র বাঙ্গালায় অন্নকষ্টের হাহাকার উঠিবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষে আবার সতর্ক হইতে হইবে কিরূপে? বলিতেছি।

যুদ্ধের ব্যয় হইতেছিল দুই কোটী টাকা, এখন হইতে ৩ কোটী টাকা দৈনিক ব্যয় হইবে এইরূপই স্থির হইয়াছে। এমত অবস্থায় গবর্ণমেন্ট বিলাতে মিতব্যয়ের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেছেন। এই সকল দেখিয়া প্রাজ্ঞব্যক্তি মাত্রেরই এদেশেও ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হয়। যুদ্ধ যে কতদিনে শেষ হইবে, কেহ বলিতে পারেন না বরং আরও ভয়ঙ্কর যুদ্ধেরই আয়োজন হইতেছে। এদেশের বিলাসমগ্ন লোকগণের এই সময় হইতেই সাবধান হইতে হইয়াছে। কারণ দুর্ভিক্ষ হইলে এবারে রক্ষা করে কে? রাজা যুদ্ধে ব্যাপৃত, দেশের ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ লোকের হাহাকার সম্বল, এমন অবস্থায় যতদূর সম্ভব সকলেরই বিলাসিতা, মামলা, মোকর্দ্দমা প্রভৃতি সাংঘাতিক উপসর্গগুলি পরিত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব সঞ্চয় ও সঞ্চিত শস্যের অপচয় না করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতে হইবে। তাহা হইলে রাজা ও রাজকর্ম্মচারীকে আমাদের জন্য বিব্রত করা হইবে না এবং কোনরূপে আমাদের জীবন রক্ষা হইবে। এদেশের মিতব্যয়িতার ধারণা নাই। অন্যদেশে পান ভোজনের খুঁটি নাটি ব্যয়ের সংক্ষেপ করিয়া অনেক অর্থ বাঁচাইতে পারেন। এদেশের আবশ্যকীয় ব্যয় অপেক্ষায় বিলাসিতার অপব্যয় বেশী, আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অধিক, সেই জন্য আসমুদ্র অভাব। আজ যদি আমরা অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় ব্যতিত, অপব্যয় কমাই, তাহা হইলে সঞ্চিত অর্থ এবং শস্য দ্বারা কোনরূপে রক্ষা পাইতে পারি।

পল্লীগ্রামের বিলাস বিভ্রম সমস্তই কৃষিজাত শস্য হইতে। সেই শস্য অপব্যয়ে নষ্ট করিলে এবার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এইজন্য প্রত্যেক লোকেরই মিতব্যয়ের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ার দিন আসিতেছে। ভগবান করুন, জগতে শান্তি স্থাপিত হউক, নচেৎ সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত দেশ অপেক্ষা অভাগিনী ভারতেরই দুর্দ্দশা অধিক হইবে। এদেশের শিল্প বাণিজ্যে অনভিজ্ঞ, বিলাসী উদ্যোগহীন, মোকর্দ্দমাবাজ, লোকই মরিবে একথা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। তাই বলি, সকলে সাবধান হও—ব্যয় সংক্ষেপ কর, আমাদেরই দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাদের ন মাতা, ন পিতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

———

Business Education.
ব্যবসায় শিক্ষা।

—:০:—

আমাদের দেশের ব্যবসায়ী না পড়িয়াই সব-জান্তা, ব্যবসায়ে যে কিছু শিখিবার আছে, এ ধারণা এদেশের নাই, সেইজন্যই অধিকাংশ গরব্যবসায়ীর দুর্দ্দশা, একথা আমরা বহুবার দেখাইয়াছি। পাশ্চাত্য দেশ সমূহের যুবকগণকে প্রথমেই কোন ব্যবসায়ীর ঘরে শিক্ষানবিশ হইয়া বিনা বেতনে প্রবেশ করিতে তাহার পিতামাতা নিয়োজিত করিয়া দেয়, তাহার যোগ্যতা অনুসারে সে কিছু কিছু পাইয়া এমন দক্ষতা লাভ করে, যে, সেই শিক্ষানবিশ কালে ফারমের অংশীদার হইয়া দাঁড়ায়। এদেশের ব্যবসায়ী একখানা গোছাইয়া চিঠি লিখিতে জানে না, অধিক কথা বলিব কি? যাক্, প্রত্যেক যুবকের যাহার কোন মূলধন নাই, তাহাকে সর্ব্ব-

প্রথমেই একটা কাজ আরম্ভ করা উচিত। সে কাজটা বেশ লাভ জনক এবং আমোদ জনক ও শিক্ষাপ্রদ বটে। বিলাতের অনেক ছেলেকে প্রথমেই তাহার স্বভাব, পরিশ্রমশীলতা উদ্যোগীতা, পরীক্ষার জন্য এই কাজটি দেওয়া হয়। সেটি কি, ? তাহাকে বলে "Soliciting Business" অর্থাৎ "কাজ ও ক্রেতা সংগ্রহ করা" অপরের মালবিক্রয়ের জন্য খরিদ-দার জোগাড় করা। নিজের কোন মূলধন চাই না—চাই কেবল বিশ্বস্ততা, মিষ্টভাষিতা, ধৈর্য্য এবং জিনিসের গুণ বুঝাইয়া ক্রেতার প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা। ইহার নাম ক্যানভাষিং বা দালালী যাহা ইচ্ছা আখ্যাও দিতে পার। আমরা ১৯০৯ সালের "কাজের লোকে" বিস্তৃত ভাবে "Art of canvassing" শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু পড়ে কে? এই আর্ট অফ্ ক্যানভাষিং আমেরিকান পদ্ধতি, একটা প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত কাজ। এদেশের ছেলেকে আমরা ১৫।২০ টাকার চাকুরি করিতে পাঠাইব, তথাপি ব্যবসায় শিক্ষা দিতে প্রস্তুত নহি। আবার এদেশের ব্যবসায়ীগণও এবিষয়ে উদাশীন। এইরূপ Business solicitor এর যে এদেশে অতিশয় আবশ্যকতা, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থকার, লাইফ্ ইনসিয়োরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি সামান্য ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ কারবার, সকল স্থানেই আমরা এইরূপ দক্ষ লোকের অভাব অনুভব করিতেছি। দোকান করিয়া দোকানদারগণ মালপত্র ঠাস বোঝাই করিয়া পথের পথিকের মুখপানে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু তেমন লোক থাকিলে লোকের বাড়ী বাড়ী ক্রেতা জোগাড় করিয়া বেড়াইয়া দোকানের খরিদদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিত। প্রত্যেক ব্যবসায়ির কিছু ক্ষতি করিয়াও শিক্ষিত যুবকগণকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করা উচিত। তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা যে বেকারের উৎকৃষ্ট উপায়, তাহার আর সন্দেহ নাই, এইরূপ কার্য্যে সুদক্ষতা লাভের বাঙ্গালায় কোন পুস্তক নাই। কেবল আমরা "কাজের লোকের" ১৯০৯ সালে বহুখণ্ডে সমস্ত গুড় রহস্য অকপটে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কোন উদ্যোগী যুবক কেবল উপরোক্ত ভলুউম খানি চাহিলে আমরা ৩্ টাকা স্থলে মাত্র ১৷৷০ টাকায় দিতে প্রস্তুত আছি। শুদ্ধ ক্যানভাষিং শিক্ষারই যে উক্ত ভলিউমে উপদেশ আছে তাহা নহে, উক্ত বৎসরের প্রত্যেক বিষয়ই উৎকৃষ্ট এবং সমস্ত সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রসংশিত। এদেশের ব্যবসায়ের দ্রব্য সম্ভার লইয়া বসিয়া থাকা আর উচিত নয়। বহু ব্যবসায় প্রত্যেক বর্ষেই দেউলিয়া হইয়া পড়ে, পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য জগতেরই ক্যানভাষার আসিয়া এদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করিয়া প্রতিবৎসরই যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, ইহা আমরা ব্যবসায়ী মাত্রেই জানি ও দেখি, কিন্তু নিজেদের ব্যবসায়ে সেই পদ্ধতি প্রচলন করিতে জানি না, চেষ্টাও করিনা। জার্ম্মাণী আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অতি সযত্নে সেখানকার যুবকগণ এই কার্য্য সাগ্রহে শিক্ষা করে, কিন্তু এদেশের অধিকাংশ যুবক শিক্ষিত হইয়াও মুখচোরা গোবেচারা, ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতেও শিক্ষা করে না। বিলাতের মহিলাগণ যেরূপ এই ক্যানভাষিং কার্য্য দ্বারা দৈনিক উপার্জ্জন করে, এদেশের বড় দেশী ব্যবসায়ী তাহার সিকিও সমস্ত দিবসে উপার্জ্জন করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এই ক্যানভাষিং কার্য্য দ্বারা লোক চরিত্রে, বাজারের দরে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া ক্রমে ক্যানভাষারগণ পাকা ব্যবসায়ী হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে লাভও যথেষ্ট। ভাল ক্যানভাষারকে আমরাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

ছোট ও বড় হয়।

—:o:—

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায়, উচ্চ ও তুচ্ছ বিদ্যমান। সৌর জগতের কাছে পৃথিবী তুচ্ছ, রাজ্যের নিকট একটী নগর তুচ্ছ, একটি নগর অপেক্ষা পল্লী তুচ্ছ, পল্লীর নিকট একটি গৃহস্থালী তুচ্ছ, একটি গৃহস্থালী আবার কত উচ্চ ও তুচ্ছে পরিপূর্ণ। এইরূপে যেখানে দেখিবে উচ্চ, সেই খানেই দেখিবে তুচ্ছ। তুচ্ছের সংহতি উচ্চের গৌরব নষ্ট করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার তুচ্ছ ও একদিন উচ্চ পদে আরূঢ় হইতে পারে। 'সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা' বটে; কিন্তু ঘটনা-চক্রে পড়িয়া—সময়ের স্রোতে —একটি তুচ্ছও উচ্চ হয়। কে বলিবে,—যে তুচ্ছ, সে চিরকালই তুচ্ছ থাকিবে? ভাগ্য পরিবর্ত্তন সকলেরই আছে। জড় বা চেতন উভয়ই এই চিরন্তন প্রথার অধীন। তাই বলি, উচ্চ ও তুচ্ছ কিছু বেশী প্রভেদ নয়! একটি গল্প মনে পড়িল;—

একটি টাকশালের টেবিলে একটি সদ্যঃ প্রস্তুত মোহর ও একটি পয়সা স্থাপিত ছিল। ক্ষণেক পরে মোহর পয়সাটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হে পয়সা, তোমার আজ বড় অহঙ্কার দে'খ্ তেছি! তুমি ক্ষণিক একটু চাকচিক্য লাভ ক'রে আমার সমান আসনে ব'সেছ! তুমি ক্ষুদ্র, কিছুদিন পরে তোমার এই চাকচিক্য কোথায় থাকিবে? তোমা অপেক্ষা আমি ১০২০ গুণে বড়! আমার এ চাকচিক্য চিরস্থায়ী! ধনীরা তোমাকে স্পর্শও করেন না! আর আমাকে বক্ষে, কণ্ঠে, কপালে এমন কি মুকুটোপরি ধারণ করিয়া নিজেকে গর্ব্বিত ভাবেন। তোমার যদি মঙ্গল বাসনা, থাকে, আমার আসন হ'তে দূর হও! তোমার এ স্পর্দ্ধা আমার সহ্য হয় না!"

এই কথা শুনিয়া, পয়সা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল,—"হে দৈবত মোহর, আপনি যাহা বলিলেন, সে সমস্তই সত্য; আপনার নিকট আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রূপেও অতিহীন বটে; আমি স্বয়ং গর্ব্বিত হ'য়ে আপনার আসনে বসি নাই! আপনার ও আমার সৃষ্টি-কর্ত্তা আপনাকে ও আমাকে একাসনে রাখিয়াছেন। স্বয়ং বিধাতা হয় ত একদিন আপনাকে অতি কুস্থানে এবং আমাকে অতি উচ্চস্থানে রাখিয়া আপনার অপেক্ষাও আমার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন! সেজন্ত আমি দোষী নহি। আমাকে আপনি অকারণ তিরস্কার করিতেছেন ?"

এমন সময়ে টাকশালে একটি দরিদ্র বালক আসিয়া একটী পয়সা ভিক্ষা চাহিল। টাকশালের অধ্যক্ষ সেই পয়সাটী তাহাকে দান করিলেন। মোহরটী ক্রমশঃ এক কৃপণ ধনীর হস্তগত হইল।

কিছুকাল পরে ধনীর আসন্নকাল উপস্থিত হইলে, ধনী ভাবিলেন,—'আমার বহুকষ্টে সঞ্চিত বহু অর্থ কেন অন্যে খাইবে? এগুলিকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখি।' কৃপণ ধনী নিজের বহুতর অর্থ মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত করিলেন। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত গর্ব্বিত মোহরটীও সেই সঙ্গে সমাধি প্রাপ্ত হইল।

বালকের হস্তে চাকচিক্যশালী পয়সাটী দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী কাঁদিতে লাগিল;—তজ্জন্য বালক সে পয়সাটি বালিকাকে দিয়া সন্তুষ্ট করিল। বালিকা আনন্দে বিভোর হইয়া মা'কে দেখাইতে দৌড়িল। যখন বালিকা মাতাকে উক্ত পয়সাটি দেখাইয়া আনন্দ করিতেছে, এমন সময় একটী ভিখারী আসিয়া বলিল,—"মাগো, একটি পয়সা দাও, কিছু খাবার খাই; আমি ক্ষুধায় বড় কাতর। জানি না কেন, সে বালিকাটী তৎক্ষণাৎ সেই পয়সাটী ভিখারীর হস্তে সমর্পণ করিল।

ভিখারী এক দোকানে গিয়া দেখে, সেখানে একজন ফকীর বালকদিগকে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি বিলাইতেছে এবং কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ভিখারী ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় আপনি ফকীর হইয়া এত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন কেন? আপনার উদ্দেশ্য কি?" ফকীর কহিল,—"এখান হইতে বহুদূরে অবস্থিত আমাদের পরম পুণ্যতীর্থ জারুজালেম আছে। সেখানে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু হয়। আমি তাঁহার সমাধি স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিব এবং তুরস্কদিগের নিকট হইতে আমার এক ভ্রাতাকে উদ্ধার করিব। এই জন্যই এই অর্থ সঞ্চয় করিতেছি।" ভিখারী এই কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদে পয়সাটী ফকীরকে দান করিল; বলিল,—"মহাশয় আমার এ দান ক্ষুদ্র হইলেও গ্রহণে কৃতার্থ করুন।" দোকানী, ভিখারীর এই দান দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে কিছু খাবার দিল।

নানা জনপদ নানা নদনদী পার হইয়া যথাসময়ে ফকীর জেরুজালেম উপস্থিত হইলেন এবং খৃষ্টের সমাধি স্থলে উপাসনা-পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতার উদ্ধার জন্য তুরস্ক দেশে সুলতানের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য বহুতর অর্থ দান করিলেন। কিন্তু সুলতান তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আরও অর্থের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। তখন ফকীর কহিলেন,—"আপনাকে আমি আর কিছু দিই, এমন আমার সাধ্য নাই। তবে আমার আসিবার কালে দয়াপরবশ হইয়া একটী ক্ষুধা-পীড়িত গরীব ভিখারী এই পয়সাটী দান করিয়াছেন। ইহা আপনি গ্রহণ করুন। তাহার ন্যায় আপনি দয়ালু হউন। আপনি বুঝিতে পারিবেন,—পয়সার মূল্য কত বেশী!" সুলতান এই কথা শুনিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং সেই পয়সাটিকে লইয়া বন্দীকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু পয়সাটী জেবের ভিতর রাখিয়া দিয়া তৎপরে সে বিষয় ভুলিয়া গেলেন।

এই সময় খ্রীষ্টানদিগের সম্রাট জেরুজালেম্ আক্রমণ করেন। তাহাতে সুলতানের সহিত সম্রাটের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। একদিনকার যুদ্ধে শত্রুপক্ষের একটি ভয়ানক বাণ সুলতানের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল; কিন্তু বস্ত্রখণ্ড ভেদ করিয়াই ভূতলে পতিত হইল। সুলতান যুদ্ধাবশেষে বাড়ী গিয়া এই অসম্ভাবিত রূপে প্রাণরক্ষার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া দেখেন,—বক্ষের জেবে একটি পয়সা, আর ঐ পয়সাটী তাঁর প্রাণরক্ষার কারণ! তখন, ঐ তাম্রখণ্ডটী তাঁর মাণিক অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ হইল এবং তিনি একটি সুবর্ণ-শৃঙ্খলে সংলগ্ন করিয়া ঐ পয়সাটী তরবারির বাঁটে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে আর এক যুদ্ধে সুলতানের পরাজয় হইলে, ঐ তরবারি খ্রীষ্টানদিগের হস্তগত হইল।

সম্রাট খ্রীষ্টানদিগের ভোজনে বসিয়া এক পানীয় হস্তে লইয়াছেন, এমন সময় রাজ্ঞী সুলতানের তরবারি দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। সম্রাট তাহা তৎক্ষণাৎ আনিতে আদেশ দিলেন। পানপাত্র রাখিয়া সম্রাট তরবারি দেখাইতেছেন, এমন সময় তরবারির সুবর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ তাম্রখণ্ডটী পানপাত্রে পতিত হইল। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তাহা তুলিয়া লইলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে পাত্রস্থ সুরা হরিৎ বর্ণ ধারণ করিল। সুরাতে নিশ্চয়ই বিষ ছিল। কোনও দুষ্টাশয় ভৃত্য এই কার্য্য করিয়া থাকিবে। অনুসন্ধানে এক ভৃত্যের প্রাণদণ্ড হইল এবং পয়সাটি প্রাণদাতা

বলিয়া সম্রাটের শিরোমুকুটে স্থান পাইল। পয়সাটী তুচ্ছ হইতে উচ্চ হইল। উহা প্রথমে একটী বালিকার আনন্দ বর্দ্ধন করিল। পরে এক ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীর আহার যোগাইল; একজন বন্দীকে মুক্ত করিল; সুলতানকে তীরাঘাত হইতে রক্ষা করিল; অবশেষে বিষ হইতে সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করিল। এরূপ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে সে যে সম্রাটের শিরোভূষণ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এদিকে গর্ব্বিত স্বর্ণমোহর মাটির মধ্যে মাটী হইয়া যাইতেছে, কে তাহার সংবাদ লয়? ঈশ্বর এইরূপেই নম্র ব্যক্তিকে পুরস্কৃত ও অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। সাঃ সং

Words of Wisdom

—•—

"Misfortune is the spur of ambition" মন্দ ভাগ্য উচ্চাশাকে দ্রুত পরিচালিত করে, সুতরাং দুঃসময়ে কাতর হইও না, দুর্দ্দশায় না পড়িলে মানুষ উদ্যোগী হয় না—উচ্চাশা আলস্যে ঘুমাইয়া যায়, অশ্বারোহীর পাদুকার লৌহ কণ্ঠক যেমন অশ্বপার্শ্ব স্পর্শ মাত্রেই অশ্বকে দ্রুতগামী করে, মানুষের দুর্দ্দিনও সেইরূপ পার্শ্বদেশে আঘাত না করিলে মানুষও সচেষ্ট হয় না। সেই জন্য সাধুগণ বলেন, দুর্দ্দিন সুদিনের দূতস্বরূপ। হতাশ হইও না, উদ্যোগী হও, দুর্দ্দিন দূর হইবে। তাহাই হইয়া থাকে। দুর্দ্দিনে যে হাত পা ছড়াইয়া কাতরাইয়া পড়ে, সেই চিরদিনের মত ধ্বংশ মুখে পতিত হয়, জীবনে আর উঠিতে পারে না।

—•—

"Character is the poor man's capital" সব গিয়াছে, কিন্তু তবু যদি চরিত্র ঠিক রাখিতে পরে, আবার উন্নতি করিতে পারিবে, চরিত্র যাইলেই সবই যায়। কারণ চরিত্রই দুঃখীর মূলধন। যদি মূলধন না খোওয়াও, আবার উঠিতে পারিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

"Charm strikes the sight, but merit wins the heart" সৌন্দর্য্য মানুষের চক্ষুকে ধরিতে পারে, কিন্তু গুণ হৃদয় জয় করে। শুদ্ধ শিমুলের ফুলের ন্যায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য লালাইত হইও না, গুণ না থাকিলে হৃদয় জয় করিতে পারিবে না, সৌন্দর্য্য এবং গুণের একত্র সমাবেশ হইলে নয়ন এবং মন উভয়ই জয় করা যায়, একথা ভুলিও না।

"The lucky man is the one who graps the opportunity" সৌভাগ্য কোন গাছের ফল নয়, যে সুযোগ না হারায় সেই সৌভাগ্যবান হয়। যে যত বড় কর্ম্মক্ষম উদ্যোগী, সেই তত ভাগ্যবান পুরুষ, যে উদ্যোগী, সেই লক্ষীমন্ত পুরুষ।

—•—

"Every man is a volume. if you know how to read him" প্রত্যেক মানুষই যেন এক একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ স্বরূপ কিন্তু যদি তাহাকে তুমি পড়িতে জান, তাহা হইলে তাহাতেই ভাল মন্দ অনেকই শিখিবার আছে। কিন্তু মানুষ পড়িতে শেখে কে?

—*—

Disclosure of a trade-Secret.

একটি ব্যবসায়ের গুপ্ত রহস্য।

—*—

অনেকেই যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, এক সময় ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে কুসুমবীজ বিদেশে রপ্তানী হইত। এই কুসুম বীজের জার্ম্মানীতেই বিশেষ আবশ্যকতা অনুমিত হইত। কিন্তু কেন যে এই কুসুম বীজ ভারত হইতে বিদেশে যাইত, সে রহস্য কখনও প্রকাশ পায় নাই। গভর্ণমেন্টের প্রকাশিত Agricultural Ledgar এর এক সংখ্যায় কিছু দিন পূর্ব্বে ইহার অনেকটা বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইহা একটা মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছিল।

বাঙ্গালা দেশে ইহাকে "কুসুম" গাছ বলে, হিন্দুস্থানীতেও ইহাকে কুসুম বলে, ইহার বীজ "পাকা" নামে কলিকাতায় বিখ্যাত। এই কুসুম গাছে লা ধরিয়া উৎকৃষ্ট কুসমী গালায় সৃষ্টি। বিলাতে এই কুসমী গালার এখনও আদর আছে। ইহার ফুল ঘোর হরিদ্রা বর্ণ, ইংরাজিতে ইহাকে Safflower plant বলিয়া থাকে। ইহার পুষ্প হইতে উৎকৃষ্ট পাকা কুসমী রং প্রস্তুত হইত বলিয়া পুষ্পও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। তাহা ইতি পূর্ব্বে আমরা "কাজের লোকে" কেমন করিয়া কুসুমের চাষ হয়, কেমন করিয়া কুসুম ফুলের রংবড়ী প্রস্তুত করা হয়, তাহা সুবিস্তারে লিখিয়া ছিলাম। কিন্তু কুসুম বীজ হইতে যে জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে কি করা হইত, সে

রহস্য কেহ জানিতে পারে নাই। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহার বীজ হইতে এক প্রকার স্বচ্ছ এবং শুভ্র তৈল বাহির হইত, সেই তৈল ম্যাকাসার অয়েল নামে বিখ্যাত। ইহা উদ্ভিজ্জ জাত তৈল, স্নিগ্ধকর ইত্যাদি কারণে ইয়োরোপে এই তৈলের বিশেষ আদর হইয়াছিল কিন্তু এ রহস্য ইহাদের নিকট কেহ জানিতে পারে নাই ইহার ইতিহাসে দেখা যায় যে, "It has been discovered in Geremany an oil is extracted from the seeds of this seeds and has entered into the German market under the name of macassar oil" এই কুসুম বীজের তৈলের এ দেশের স্ত্রী পুরুষও ব্যবহার জানিতেন এবং বোধ হয় তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিতেন বলিয়াই সেকালের লোকের প্রচুর কেশ এবং তাহার পারিপাট্যও ছিল, এই ম্যাকাসার নাম বোধ হয়, মালয়ী নাম, ম্যাঙ্গাসার হইতে গৃহীত, এই মালয়ে কুসুমকে সেলিবিস বলে, কিন্তু যে যে স্থানে ইহা প্রচুর পাওয়া যাইত, সেই স্থানের নাম মাঙ্গাসার, বোধ হয় ইয়োরোপীয় বনিক গণ সেই হইতেই ইহার নাম ম্যাকাসার রাখিয়া থাকিবে।

এই কুসুমের চাষ বাঙ্গালা, পঞ্জাব, মধ্য ভারত, মান্দ্রাজ, বোম্বে, বর্ম্মা, এবং মালয় প্রভৃতি স্থানে হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। মূল্য ১॥ হইতে স্থান বিশেষে ৬॥ ৭৲ টাকা মন এবং ৪০ টাকা টন ও বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার তৈল মূল্যবান, ম্যাকাসার অয়েল ২ আউন্সের শিশির দাম ৮০ ৸৵ হইতে ১৷০ এখনও আছে। সুতরাং ইহার ফুল এবং ফল কম মূল্যের হইলেও উৎপন্ন তৈলের ইউরোপে মূল্য অনেক অধিক, এবং সেখান হইতে এদেশে আমদানী হইয়া মূল্য যে আরও বাড়িয়া যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। এ দেশে এমন কি কেহ নাই যে, এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিশুদ্ধ এবং প্রকৃত হিতকরী কেশ তৈল প্রচলন করিয়া অচিরাৎ যথেষ্ট অর্থ করিতে প্রয়াসী হয়েন? এ দেশের প্রস্তুত বহু কেশ তৈলে পরিস্কৃত কেরোসীন বা white oil প্রভৃতি বহু অনিষ্টকারক পদার্থ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সংকোচক গুণ বিশিষ্ট। কারণ তাহা খনিজ তৈল। সহজেই লোম কুপ অবরুদ্ধ করিয়া অকাল পক্কতা, বিবিধ শিরোরোগ আনয়ন করে, কিন্তু বিলাসিতার দায়ে আমরা বিষকুসুম হইলেও তাহা ব্যবহার করি। এদেশেও প্রচুর ম্যাকাশার অয়েল বিদেশ হইতে আমদানী হয় এবং বহু লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, আমরা ১॥০ টাকা মণ কুসুম বীজ বিক্রয় করি, তৈল কিনি এক ছটাক এক টাকায়, অর্থাৎ ৬৪০৲ টাকা মণ। হতভাগ্য দেশ। কেবল Raw material জোগাইয়াই মরিয়াছে এবং সেই জিনিসই শত গুণ সহস্র গুণ অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে! এমন দেশ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কি? একথা দেশের কৃষক ত জানেই না, শিক্ষিত লোকেরই মধ্যে বা কয়জন জানে বা জানিবার চেষ্টা করে? একটা শিক্ষিত বলিয়া শুদ্ধ ফাঁকা আত্মম্ভরিতা আমাদের শিক্ষার পরিণাম ফল মাত্র। যাহাতে জাতীয় উন্নতি, জাতীয় ধন বৃদ্ধি হয়, সে শিক্ষা এদেশে কই? যতদিন দেশের ছেলে তেমন শিক্ষার দিকে অগ্রসর না হইবে, তত দিন সমস্ত শিক্ষাই অসার শিক্ষা। দেশের বর্ত্তমান শিক্ষায় সে কাজ হইবে না।

কুসুমের বীজ শ্বেতবর্ণ পল্লীবাসীগণ ইহা যে তৈলাক্ত বীজ তাহা অনেকেই জানে। সেই জন্য চালভাজার সহিত ভাজিয়া খায়। নিশ্চয়ই আধুনিক oil mill দ্বারা ইহার তৈল বাহির করা যায়, তবে দেশীয় ঘানিতে ইহার তৈল বাহির করা সম্ভব কিনা জানি না। আগে কুসুমের ফুলের রং হইত বলিয়া কুসুমের চাষ এদেশে প্রচুরই হইত, কিন্তু জর্ম্মানীর সুলভ Aniline রঙ্গের সৃষ্টি হওয়া কুসুম ফুলের আদর কমিয়া গেল। কিন্তু কুসুমের বীজ হইতে যদি তৈল বাহির করার ব্যবস্থা পুনরায় হয়, তাহা হইলে পুনরায় কুসুমের চাষে যে মনোযোগী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সে চেষ্টা কে করিবে? I. E.

নকল পাট।—পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন গাছের আঁশে দড়ি, চট ও থলিয়া প্রস্তুত হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা নানাস্থানে হইতেছে। "ব্রিটিশ ট্রেড্‌স জার্নাল" পত্রে প্রকাশ, কাম্বোডিয়ার ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ "ওয়াটার হিয়া সিন্থ" নামক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদের আঁশ হইতে থলিয়া প্রস্তুতের চেষ্টা করেন। কাম্বোডিয়ার সেন্ট্রাল জেলে উহার পরীক্ষা হইয়াছিল, চেষ্টা প্রথমতঃ কতকটা সফল বলিয়াও বোধ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে পাটের থলিয়ার তুলনায় হিয়াসিন্থের থলিয়া নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিয়াসিন্থের থলিয়া মজবুত বটে কিন্তু ভারি এবং উহা নরম নহে। আর একটা অসুবিধা, উহা সহজেই আর্দ্র হইয়া উঠে। এই সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। কাম্বোডিয়া হইতে ভারতে ও চীনে চাউল রপ্তানীর জন্য বার্ষিক প্রায় তিন কোটী টাকার থলিয়া লাগে। এদিকে কাম্বোডিয়ার মেকঙ নদী সমূহে এত অধিক "হিয়াসিন্থ" জন্মিয়া থাকে যে, তাহার ফলে নৌকাদি যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হয়। এখন এই গাছের আঁশে ব্যবহারোপযোগী থলিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে নদীগর্ভ পরিষ্কার ও সঙ্গে সঙ্গে আয়ের পন্থা আবিষ্কার হইবে বলা বাহুল্য, নকল পাটের পসার বাড়িলেই বাঙ্গালায় পাটের আদর কমিবে।

Editor's Note Book.
সম্পাদকের পকেট বুক।

থাইমলের অশেষ গুণ।

থাইমলের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু জিনিসটা কি তাহা আমরা অনেকে জানি না। থাইম (Thyme) নামক এক প্রকার শাক বা মশালার গাছের তৈলাংশ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। অস্ত্রচিকিৎসকগণ ক্ষত যাহাতে বিষাক্ত না হয়, তজ্জন্য ইহা ব্যবহার করেন। একমাত্র জর্ম্মণীতে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধে হাজার হাজার লোক আহত হইতেছে, সুতরাং প্রচুর থাইমলের প্রয়োজন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়ায় থাইমল দুর্লভ হইয়াছে। থাইমলের জন্মস্থান জর্ম্মণীতেও ইহা দুর্লভ হইয়াছে—যে পদার্থ হইতে থাইমল প্রস্তুত হয়, তাহা জর্ম্মণীতে জন্মে না।

এত কাল পরে ইংরেজেরা জানিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের যোয়ান গাছও থাইম গাছের মত। ইহা হইতেও থাইমল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙলা ভিন্ন-আর কোথাও থাইমল জন্মে না। জর্ম্মণ বণিকেরা বাঙলা দেশ হইতে যোয়ান স্বদেশে পাঠাইতেন, তথাকার রসায়নবিদগণ তাহা হইতে থাইমল প্রস্তুত করিতেন। জগতের সমস্তদেশে তাহা বিক্রয় করিয়া জর্ম্মণ ব্যবসায়িরা ধনোপার্জ্জন করিতেন।

যোয়ান হইতে থাইমল প্রস্তুত করা অতি সহজ। ইংলণ্ডে সম্প্রতি থাইমল প্রস্তুতের আয়োজন করা হইতেছে। বাঙ্গালী কেন এই নূতন ব্যবসায়ে ব্রতী হইবে না? আমাদের বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস এই ব্যবসায় আরম্ভ করুন, ও অপর দশ জনকে শিক্ষা দিন।

সিমূল তুলা।

বঙ্গে সিমূল তুলার অভাব নাই। ইহা গদি ও বালিস তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইহার এক নূতন ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডের নৌ-বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নাবিকদের ওয়েষ্টকোট অর্থাৎ সিনাবন্ধের ভিতর সিমূল তুলা দিলে কর্ক অপেক্ষা হাল্কা হয়। নাবিকগণ জলে পড়িলে জলমগ্ন হয় না। ইহার আরও গুণ, এই সিমূল তুলা ভরা সিনাবন্ধ করিলে বুক বেশ গরম থাকে, ইহার আর এক গুণ এই যে, এই তুলা ভরা সিনাবন্ধ পরিলে বন্দুকের গুলি সহজে তাহা ভেদ করিয়া বক্ষস্থল বিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং সিমূল তুলার আদর খুব বেশী হইয়াছে। ইংলণ্ডের নৌযুদ্ধ বিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সিমূল তুলার জলে ভাসাইয়া রাখিবার শক্তি কর্ক অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী। এক জনের যদি তুলাভরা সিনাবন্ধ থাকে, তবে ২ জন লোক তাহার বলে ২৪ ঘণ্টা কাল জলে ভাসিতে পারে। আমাদের দেশের সিমূল তুলার ব্যবসায়ীগণ এই বিষয়ের তত্বালোচনা করিলে ভবিষ্যতে লাভবান হইবেন।

রেল ও স্বদেশী।

সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যে রেলভাড়া কমাইবার জন্য এদেশের সকল রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক একখানি কমিউনিক পাঠাইয়াছিলেন। কমিউনিকের মর্ম্ম এই যে, রেলের মাশুল কমাইলে রেলে অধিক পরিমাণে স্বদেশী মাল যাতায়াত হইবে এবং তাহার ফলে রেল কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বদেশী ব্যবসাদারেরা পরস্পর অধিকতর লাভবান্ হইবেন। রেলের এজেণ্ট সাহেবেরা যে এ সাদা যুক্তিটুকু বুঝেন না তাহা নহে, কিন্তু দ্রব্যবিশেষের মাশুল কতটা হ্রাস করিলে যে উহার আমদানি রপ্তানি আশানুরূপ বাড়িতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রেল কোম্পানির আয়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

গোজাতির উন্নতি।

গোজাতির অবনতিই ভারতীয় কৃষির অধঃপতনের অন্যতম হেতু। সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর যাবৎ গবাদি জন্তুর উন্নতির দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার নামক স্থানে একটী সরকারী গোশালা আছে। তথায় বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে সুস্থ-সবল বৃষ, দুগ্ধবতী গাভী পালন ও প্রজননের পন্থা অনুসৃত হইয়া থাকে। হিসারের সরকারী গোশালা ও তৎসংলগ্ন গোচরণের ভূমি যেমন সুবৃহৎ, তাহার পরিচালনের ব্যবস্থাদিও তদনুরূপ। গত ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ, ঐ বৎসর পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি তিন সন ঐ অঞ্চলে জলাভাবহেতু সরকারী গো-গৃহে তৃণাদির অভাব অনুভূত হইয়াছিল, কাজেই পশুপালনের ব্যয় কিছু বেশী পড়িয়াছিল। কিন্তু এই লোকসান অপরদিক্ দিয়া পোষাইয়াছে, অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে উক্ত গোশালায় রক্ষিত পশুসমূহের মূল্য চারি লক্ষ বাষট্টি হাজারের স্থানে পাঁচ লক্ষ আঠাশ হাজারে উঠিয়াছে এবং গোশালায় বার্ষিক আয় ৮৬,৩৬৬৲ টাকার স্থানে ৯৭,৩৮৯ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এবৎসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বৃষ এই গোশালা হইতে বিক্রীত

হইয়াছে। পক্ষান্তরে নানাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট বৃষ সংগ্রহের জন্যও চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই প্রকাশ, একটি বৃষ তের শত টাকা মূল্যে ক্রীত হইয়াছিল। এই সরকারী গোশালা হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক বলদ স্থানীয় কৃষকেরা ক্রয় করিয়া থাকে ও তাহারা ক্রমশঃ মহিষের পরিবর্ত্তে বলদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইয়াছে। ফলতঃ পঞ্জাবে গোবংশের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া সকলে সুখী হইবেন; কিন্তু শুধু উৎকৃষ্ট গোপ্রজননের চেষ্টা করিলেই চলিবে না—গোবংশ রক্ষার বিধানও করিতে হইবে। এদেশে বৃষ, গাভী, বৎসাদির অবাধ হত্যাও যে, গোবংশের অবনতির অন্যতম হেতু, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কত দিনে বুঝিবেন? উপরোক্ত প্রণালীতে দেশীয় লোকের গো-পালন করিয়া লাভবান হওয়া অসম্ভব নহে কিন্তু দেশের কৃষকের এবং গৃহস্থের গরুর দশাও শোচনীয়। গো পালন ব্রতও বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাই এত দুর্দ্দশা।

Home Industry.
গার্হস্থ্য শিল্প।

Powders.
মুখে মাখিবার পাউডার।

Rose-Powders.

—•—

গোলাপ পুষ্পচূর্ণ—	১ পাউণ্ড
চন্দনকাষ্ঠ চূর্ণ—	অর্দ্ধ পাউণ্ড
অয়েল রোজ—	২ ড্রাম

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই সুন্দর গোলাপ পাউডার প্রস্তুত হইবে, তাহার পর লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

গোলাপ সাচেট্ পাউডার।

—০—

ইহা মুখের জন্য নহে। বস্ত্রাদিতে দিয়া রাখিলে সুন্দর গোলাপের গন্ধ বাহির হইবে। তরল এসেন্সের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। মূল্যেও সুলভ অথচ একটা অভিনব দ্রব্য হইবে, সুতরাং বাজারে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের বাজারে এসেন্স বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু সাচেট পাউডার বিক্রয় জন্য কেহ প্রস্তুত করিয়া বাজারে দেন নাই। উদ্যোগী হইয়া কেহ করিলে বেশই বিক্রয় হয়।

গোলাপ চূর্ণ—	১ পাউণ্ড
শ্বেত চন্দনকাষ্ঠ চূর্ণ—	১ পাউণ্ড
অটো অফ রোজ—	সিকি আউন্স

উত্তমরূপে মিশাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাটীন বা সিল্কের থলিয়া করিয়া তাহাতে পূর্ণ করিয়া কোথাও বাহির হইবার সময় পকেটে লইয়া যাইতে হয়। সে সৌরভ স্পিরিট মিশ্রিত এসেন্সের মত নহে যে হাওয়ায় উবিয়া যাইবে। ইহার স্থায়ী গন্ধ বহু বর্ষ একরূপই থাকিবে। এই জন্য বিলাতের লোকে বিশেষতঃ মহিলাগণ সাচেট্ পাউডারের পক্ষপাতী।

VIOLET POWDER
ভাওলেট পাউডার।

—o—

লণ্ডন কেমিষ্ট এবং ড্রুজিষ্ট পত্রে নিম্নলিখিত ফরমূলাটী প্রকাশিত হইয়াছিল।

Powdered Starch or,— potato Farina—	28 pound
Orris powder—	1 pound

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া যেমন গন্ধ যাহার রুচীকর, সেইরূপ গন্ধ দিয়া লইলেই হইবে। উপরোক্ত পরিমিত চূর্ণে যে কোন এসেন্স হউক তাহার পরিমাণ ১ আউন্সই যথেষ্ট। অনেকে বলেন যে, এম্বার গ্রিস্ এবং বার্গামট ইহার সহিত সামান্য মাত্র Musk বা মৃগনাভী চূর্ণ মিশাইয়া উপরোক্ত পাউডারে মোট এক আউন্স মাত্র মিশাইয়া খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলেই সুন্দর পাউডার হইবে। ইহা মুখে মাখিবার পাউডার।

"Druggists Circular" নামক একখানি পত্রে ভাওলেট্ পাউডারের জন্য নিম্ন লিখিত রূপ সুগন্ধ দ্রব্য দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

Bargamot oil—	20 parts
Lemon oil—	20 "
Clove oil—	10 "
Neroli oil—	10 "

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী গ্লাস ষ্টপার্ড শিশিতে রাখিয়া দিতে হইবে।

মিশ্রণ প্রণালী।

—০—

সম পরিমান ষ্টার্চ্চ ও অরিস চূর্ণ লইয়া একত্র মিশাইয়া ইহারই প্রত্যেক ১ পাউণ্ডে উপরোক্ত সুগন্ধ দ্রব্যের ১ ড্রাম মাত্র দিলেই সুন্দর পাউডার হইবে। বলা বাহুল্য, যে সমুদয় মুখের পাউডার বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাপেক্ষা এই সকল পাউডার উৎকৃষ্ট প্রকার হইবে।

Dr. KIRKLAND'S MOUTH WASH.

যে সকল দন্ত গলিত, ক্ষয়প্রাপ্ত, পতনোন্মুখ, যাহাদের দন্তে কাল কাল দাগ হইয়াছে, অথবা যাহাদের মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ, তাহারা নিম্নলিখিত মিকশ্চার দ্বারা প্রত্যহ মুখ ধুইলে উপরোক্ত উপসর্গ গুলি নষ্ট হইবে এবং দোদুল্যমান দন্ত পংক্তির গোড়া দৃঢ় হইবে।

Tincture Myrrh— 1 Part.
Lime water— 1 Part.

(অনুবাদ)

টীংচার মায়ার ১ ভাগ
পরিষ্কার চুণের জল ১ ভাগ

ব্যবহার বিধি।

মিশ্রিত করিয়া একটি পরিষ্কার বোতলে রাখিয়া দিতে হয়। যখন ব্যবহারের আবশ্যক, তখন উপরোক্ত মিক্‌চারে ২ আঃ আন্দাজ শীতল জল ঢালিয়া দন্ত ও মুখ ধুইতে হয়, তাহার পর পুনরায় পরিষ্কার শীতল জল দ্বারা দন্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিতে হয়।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

পত্রাদি।

সম্পাদক মহাশয়, কদলীর পেটকো হইতে আপনার "কাজের লোক" দৃষ্টে সূতা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সূতা অতি সুন্দর এবং রেশম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সূতা, কিন্তু এরূপ সূতায় এদেশে কোথায় ক্রেতা পাওয়া যায়, যদি জ্ঞাত করেন, তবে বাধিত হইব।

বশম্বদ

শ্রীবনমালী গুপ্ত।

গ্রাহক নং ৯১৭।

উত্তর। আপনি Fibre Experts office নামক কলিকাতা Write's Buildingএ একটি আফিস আছে, তথায় অনুসন্ধান করুন, সম্ভবতঃ সবিশেষ তথ্য জানিতে পারিবেন। কাঃ সঃ

মিঃ সৈয়দ অহিসন নবী—কুসুম গ্রাম, গ্রাহক।

আপনাদের ব্যবস্থা মত কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করান হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দ্বারা কাপড় কাচিলে অতিশয় হাত জ্বালা করে প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর।

আমাদের মনে হয়, আপনার সাবানে তৈলের পরিমাণ কম হইতেছে এবং কষ্টিক সোডা বা চুণের পরিমান অধিক হইতেছে, তৈলের পরিমাণ একটু বাড়াইয়া দিয়া দেখুন, সম্ভবতঃ জ্বালাকর হইবে না। ১৯১২ সালের "কাজের লোকে" উন্নত প্রণালীর চিপি সাবান প্রস্তুত প্রণালী বাহির হইয়াছিল, সেই প্রবন্ধও পাঠ করুন, সফল হইবেন।

কাঃ সঃ

(উদ্ধৃত)

বেলজিয়মের মহাবিনাশ।

—:০:—

বেলজিয়ামের গৃহ তাড়িত নরনারীর অবস্থা পরিদর্শনের জন্য স্যার গিলবার্ট পার্কার হল্যাণ্ড গমন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর লিখিয়াছেন:—যত দিন পর্য্যন্ত আমি হলেণ্ডের প্রান্তদেশে এবং বেলজিয়ম ভুক্ত মাষ্টরিষ্ট, ইমুডেন এবং অন্যান্য স্থানসমূহে পহুছি নাই, ততদিন পর্য্যন্ত বেলজিয়মবাসিগণের দুঃখ দারিদ্র্য জানিতে পারি নাই। ইমুডেনে আমি দেখিলাম, হলেণ্ডের প্রান্তদেশ পার হইয়া, কেহ তাহাদের সমস্ত সাংসারিক জিনিষপত্র হাতে কাঁধে লইয়া কেহবা কিছু না লইয়া, আশ্রয়ের আশায় হলেণ্ডে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে—যে হলেণ্ড নিজেই যুদ্ধের চাপে ও ব্যয়ভারে বিশেষ ক্লান্ত। হলেণ্ড নিজেই যুদ্ধের চাপে ও ব্যয়ভারে বিশেষ ক্লান্ত। হলেণ্ড সাহসের সহিত যতদূর সম্ভব তাহাদের সাহায্যে করিয়াছে। কিন্তু হলেণ্ড একা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না।

দুর্ভিক্ষ আগত প্রায়।

মাষ্টরিষ্টে বেলজিয়মের মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিবর্গের সহিত আমার দেখা হইল। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহাদের কেবল এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহের খাদ্য আছে। এবং সেই খাদ্যের পরিমাণ হইয়াছে, প্রতিজনে দৈনিক একজন সৈনিকের দৈনিক খাবারের এক তৃতীয়াংশ, লিপ্ সার্লেরথ এবং নেমুরে গত শুক্রবার কেবল তিন দিনের খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। এখন বেলজিয়ামবাসীরা চায় কি? চায় সুধু একটু রুটী আর লবণ। এবং ইহাও তাহারা পাইতেছে না। কেবলমাত্র ব্রুসেলসেই দশ লক্ষ লোক প্রতিদিন বেলজিয়ম রিলিফ্ কমিশন হইতে সরকারী সাহায্য পাইতেছে।

আমেরিকা হইতে সর্ব্ব প্রথম খাদ্য জাহাজ যখন আসে, তখন কেবল ৯০০ নয়শত বস্তা ময়দা অবশিষ্ট ছিল।—এদিকে সাধারণ সময়ে রাজধানীর সমুদয় লোকদিগকে খাওয়াইতে দৈনিক তিন হাজার বস্তা ময়দার দরকার হয়।

রটার্ডামে মাস নদীতে একখানি মালের নৌকাতে কয়েক শত গৃহশূন্য লোক বাস করে। উহাতে একটি মাত্র প্রবেশদ্বার আছে যাহা দ্বারা উপর হইতে মই লাগাইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায়।

উহারা দিবসের অনেক সময়ই মাল রাখিবার খোপটীতে কাটাইয়া দেয়। উহার উপর ছাদ আর্দ্র, বৃষ্টি আসিলে জল চুয়াইয়া পড়ে। উহার মেজেটি কখন শুকনো থাকে না এবং সর্ব্বদাই একটি সূর্য্যালোকবর্জ্জিত গুহার ন্যায় দুর্গন্ধপূর্ণ। সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোক ও শিশু সমস্ত একত্রে বাস করে। দৃশ্যটী আরও মর্ম্মভেদী ও হৃদয় বিদারক। এই জন্য যে কেহই কোনরূপ দুঃখ জানায় না—সকলেই নীরবে সহ্য করে।

রমেন্দ্যাল, মাষ্টরিক্ট, সেভিঞ্জেন, ইমডেন, ফ্লাসিং এবং অন্যান্য স্থানেও এই অবস্থা কোন না কোন আকারে দৃষ্ট হয়, লৌহনির্ম্মিত মালের নৌকা পশুরও থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। আর উহারা ত সুসভ্য মানব।

হলেও শত সহস্র লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। কিন্তু হলেণ্ড আর উপযুক্ত আশ্রয়ের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না—সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ত দূরের কথা। মানব জাতির জন্য এবং সম্মান রক্ষার জন্য **হাজার হাজার বেলজিয়মবাসীদিগকে ইংলণ্ডে আনিতে হইবে।**

বুধবারদিন আমি যেখানে গিয়াছিলাম, সেই বার্গেন অন্ধকূপের মধ্য দিয়া এনটোয়ার্পের পতনের পর হইতে এপর্য্যন্ত দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ক্ষুধার্ত্ত লোক চলিয়া গিয়াছে। উহারা নিজেরা যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, উহাই তাহাদের সব। এই ক্ষুদ্র সহরের দেড় সহস্র অধিবাসী যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া ছিল এবং নিজেরা না খাইয়া আশ্রয়ান্বেষণকারীদিগকে খাওয়াইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট যখন আশ্রয়ান্বেষণকারীদের জন্য শিবির সংস্থাপন করিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে এই বিশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে কিছু শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল এবং দুরবস্থা ও কিঞ্চিৎ কমিল। এখন বার্গেন অপ জুমের একটী ভাল যায়গায় শকটে শিবিরে প্রায় চারি সহস্র লোক অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীদের ন্যায় বাস করিতেছে। শিবিরগুলি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং জীবন ধারণ করিতে হইলে যাহা না হইলে না হয়, কেবলমাত্র তাহাই উহারা পাইতেছে। খড়, খাদ্য কয়েকখানি কম্বল এবং একটি গাট্‌রি ইহাই এক একজন লোকের সম্বল।

ফ্লাসিং এ আশ্রয়ান্বেষণকারীদের শিবির। ২রা ডিসেম্বর বুধবার আমি ফ্লাসিংএ আশ্রয়ান্বেষণকারীদের শিবির দেখিয়াছিলাম। হলণ্ডে দেশশূন্য লোকদের সম্বন্ধে ইহাই আমার সর্ব্বশেষ স্মৃতি এবং এই স্মৃতি মুছিবার নয়। যে ছায়লা এবং মালের নৌকাগুলি নিরাশ্রয়দের বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেগুলি যখন আমি দেখিতেছিলাম, তখন রাত্রি হইয়াছিল। অন্ধকারের ভিতর আমার মনে হইয়াছিল, যেন কতকগুলি খড় বিছানো রহিয়াছে এবং সেই খড়ের উপর কতকগুলি গাটরী পড়িয়া আছে। কিন্তু কতক্ষণ পরে **যখন অন্ধকার আমার চক্ষে সরিয়া আসিল, তখন সেই গাটরিগুলি ক্রমে মানুষ বলিয়া** প্রতিভাত হইল। তাহাদের সামান্য গাত্রাবরণ তাহাদের পাগুলি ঢাকিয়া দেওয়ার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত, কাজেই পা গুলি বাহির হইয়াছিল। সেখানে কোন আগুণ পর্য্যন্ত ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল, নীচে খড় ও উপরে কেবলমাত্র ছাদ। আর ছিল মানুষের দয়া, যাহা তাহাদিগকে কেবল অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সামান্য একটা কুকুরও উহার নিজের গর্ত্তটিতে গিয়া সন্তুষ্ট থাকে, কারণ গর্ত্তটি উহার নিজের। একটা জাতির এই হতভাগ্য লোকেরা যে খড়ের উপর শুইয়াছিল, সেগুলি যদি উহাদের নিজের হইত, যে ছাদের দিকে তাকাইয়াছিল, উহাকে যদি আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিত, তবুও ইহা এতটা কষ্টদায়ক হইত না। কিন্তু ইহারা শত্রুহস্তে বিধ্বস্ত বাড়ীঘর, নিহত আত্মীয় পরিজন, পিতা, ভাই ভগ্নী সকলই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিল। এই প্রকাণ্ড গৃহটীর আর এক অংশে একটু অপেক্ষাকৃত ভাল যায়গায় দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক ও কয়েকজন পুরুষ খড়ের উপর বসিয়া রহিয়াছে। আমি গণনা করিয়া দেখিলাম, তাহারা সংখ্যায় আট জন। স্ত্রীলোকটির প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার দয়া হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ঐ আটজন তাহার আটটী সন্তান। উহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠটী একবিংশ বর্ষীয় যুবক, আর সর্ব্ব কনিষ্ঠটী আড়াই বৎসর বয়স্ক শিশু।" হায়! হায়! যুদ্ধের কি ভীষণ পরিণাম!

বোরিক কটন—অস্ত্র চিকিৎসায় বোরিক কটন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে তুলার অভাব নাই কিন্তু উৎসাহ উদ্যমের অভাবে কেহ বোরিক কটন **তৈয়ারি করে না। ইহার জন্য বিদেশের** মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতার সুবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র বোরিক কটন প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই সেই কারখানার দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করা হইবে।

যুদ্ধে লোকক্ষয়।—বিলাতের প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ সাহেব এক তালিকায় দেখাইয়াছেন, —গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত ফ্লাণ্ডারস এবং দারদানেলিসের যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে নিহত হইয়াছে অফিসার তিন হাজার তিন শত সাতাইশ, সৈন্য সাতচল্লিশ হাজার এক শত তিন, মোট পঞ্চাশ হাজার চারি শত ত্রিশ; আহত হইয়াছে, অফিসার ছয় হাজার চারিশত নিরানব্বই, সৈন্য এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারি শত বিরাশী, মোট একলক্ষ তিপ্পান্ন হাজার নয় শত একাশী;—নিরুদ্দেশ,—অফিসার এক হাজার একশত ত্রিশ, সৈন্য বাহান্ন হাজার ছয়শত সতের, মোট তিপ্পান্ন হাজার সাতশত সাতচল্লিশ;—সর্ব্বসাকল্যে দুই লক্ষ আটান্ন হাজার একশত আটান্ন। যুদ্ধ কিরূপ ভীষণভাবে চলিতেছে, এই হিসাবেই তাহা অনুমেয়।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

Medical Notes.

স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিষয়ক।

সার সংগ্রহ।

"চিকিৎসা প্রকাশ হইতে সংগ্রীহিত।"

লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

(১) চাল্‌মুগরা।

—*—

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এই ঔষধের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কুষ্ঠ রোগে নানাপ্রকার গ্রাম্য ঔষধে চালমুগরার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ খণ্ডে এই দ্রব্যের ব্যবহার পূর্ব্বে অতি অল্পই পরিজ্ঞাত ছিল। চাল্‌মুগার ফল গাছের গুড়িতে এবং বড় বড় শাখায় সংলগ্ন থাকে। সিকিম প্রদেশে পার্ব্বতীয় জাতিরা এই ফলের শাঁস দিয়া মৎস্য মারিয়া থাকে, এবং জলে সিদ্ধ করিয়া আহার করে। মরিসস দ্বীপে সম্প্রতি ইহার রপ্তানি হইতেছে। হাকিমি চিকিৎসাগ্রন্থে চাল্‌মুগরার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থে কুষ্ঠ এবং অন্যান্য চর্ম্ম রোগের চাল্‌মুগরার আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগের উপদেশ আছে। দেশীয় চিকিৎসকেরা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইংরাজ চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিতে সম্প্রতি আরম্ভ করিয়াছেন। যক্ষ্মা রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। লণ্ডন নগরে অনেক হাঁসপাতালে পুরাতন গেঁটেবাত রোগ চাল্‌মুগরার তৈল মালিস করা হয়, কখন বা ৩।৪ ফোঁটা মাত্রায় ইহার সেবনও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আমেরিকা দেশে গাঁটের বেদনা এবং বাতরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মোট কথায় চাল্‌মুগরার তৈল একটী মহৎ ঔষধ, যদি কোন গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করেন—এ কথা জানিয়া আমাদের উপকার কি, তাহার উত্তর এই, আমাদের দেশে এমন অনেক রোগ আছে, যাহা অধিক দিন স্থায়ী হইলে ছেলের হউক বা বৃদ্ধের হউক, শরীর ক্ষয় করিয়া ফেলে, কিন্তু রোগে শরীর ক্ষয় হইলে রোগীকে তৈল মাখাইয়া যেমন শরীরের পুষ্টিসাধন করা যাইতে পারে, আমাদের মনে হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আবার শরীর ক্ষয় যদি পুরাতন কোন চর্ম্মরোগ, পুরাতন কাসরোগ বা পুরাতন বাত রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা হইলে চাল্‌মুগরার তৈল গৃহস্থ চিকিৎসকের উপদেশ বিনা গায়ে মাখিবার জন্য নির্ভয়চিত্তে ব্যবহার করিয়া অনেক উপকার পাইতে পারেন। আমাদের দেশে এই অনায়াসলব্ধ দ্রব্যাদিতে এত মহৎ-গুণ দেখিয়া গৃহস্থের মনে কি ইচ্ছা হয় না যে দেশীয় অন্যান্য ঔষধও এইরূপ ইংরাজি চিকিৎসকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া জগদ্বিখ্যাত হয়।

পাঁচড়া রোগে চাল্‌মুগরার তৈল প্রয়োগ করিলে উপকার হইতে দেখায়।

—০—

(২) বচ।

—:*:—

ইহার ইংরাজী নাম সুইট ফ্ল্যাগ রুট (Sweet flag Root) অল্প মূল্যে এ দেশের সর্ব্বত্রই বচ ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ছোট বড় নানা আকারে বচের টুকরা বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় মোটা একটু চেপ্‌টা, স্পঞ্জের মত, অনেকগুলি কোষবৎ পদার্থে পূর্ণ। ইহার এক রকম সুগন্ধ আছে, স্বাদ একটু ঝাল, উগ্র। ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে কিছু দিন হইল পরীগৃহিত হইয়াছে। ভারতীয় গৃহচিকিৎসার জন্য ইহা সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। ইহা খুব আগ্নেয় ও বলকারক না হইলেও, ফাণ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ ছটাক বচ চূর্ণে আধ পাইণ্ট ফুটন্ত জল দিয়া ফাণ্ট প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ ফাণ্ট আধ ছটাক মাত্রায় দিবসে দুই তিন বার ব্যবহারযোগ্য। এ দেশের লোকেরা সবিরাম জ্বরে চিরতার সহিত ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন, এরূপ শুনা যায়। সামান্য রকমের জ্বর ইহা দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, অন্যান্য জ্বর নিবারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, সকল জ্বর বন্ধ হইবার পর দুর্ব্বল অবস্থায় চিরতার ফাণ্টের সহিত সমভাগে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাতে যাবপর নাই উপকার দর্শে। অজীর্ণ Dyspepsia, অগ্নিমান্দ্য Loss of Appetite এবং শারীর বিধান সম্বন্ধীয় দৌর্ব্বল্য Constitutional Debility তে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

এদেশের লোকের অতিসার রোগ, বিশেষতঃ এদেশের শিশুদিগের পক্ষে ডাক্তার এভার্সের মতে, বচের নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত ফলদায়ক। জল দেড় পোয়া, বচ এক ছটাক, গোলমরিচ আন্দাজ পাঁচ আনা কোরিয়েণ্ডার সীড আন্দাজ পাঁচ আনা একত্র ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া নামাইতে হইবে, তাহার পর শীতল হইলে, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় দিবসে তিনবার প্রয়োগ করিতে হয়। শিশুর পক্ষে চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, এক হইতে তিন চা চামচ মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করা যায়। ম্যালেরিয়া জনিত রোগে আবশ্যক বোধ করিলে উহার সহিত কুইনাইনও দেওয়া যাইতে পারে, নতুবা কোন প্রকার সঙ্কোচক ঔষধ মিশাইয়াও দেওয়া যায়। ডাক্তার

এভার্স উপরোক্ত ডিককৃসন্ যে কেবল মাত্র অতিসার ও উদরাময় রোগেই প্রয়োগ করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নহে, শিশুদিগের কাস রোগেও ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইহার আরও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। টাট্‌কা বচের মূল সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাল ভাল চিকিৎসক বলেন, তাহার গন্ধে কীট পতঙ্গাদি থাকিতে পারে না। এজন্য রোগীর গৃহে ও অন্যান্য স্থানেও কীটাদি তাড়াইবার জন্য রাখা যাইতে পারে।

—০—

৩। কালমেঘ।

—০—

ইহার ইংরাজী নাম Kariyat ক্যারিয়েট। এই উদ্ভিদের মূলসহ ডাঁটাগুলি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহাকে গুল্ম বলা যাইতে পারে, কালমেঘ প্রায় এক ফুটের কিঞ্চিত অধিক লম্বা হয়। ডাঁটাগুলি গোল নহে, চতুষ্কোণ ঈষৎ কটা রং; আস্বাদ তিক্ত। চিরাতার সহিত একত্র রাখিলে ইহাকে বাছিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য। কালমেঘ বলকারক। সাধারণ দৌর্ব্বল্যে, জ্বরমুক্তির পর দুর্ব্বল অবস্থায় আর অতিসারের (Dysentry) পরিণত অবস্থায় ইহা মহোপকারক বলিয়া পরিগণিত। ইহার প্রয়োগবিধি এইরূপ যথা,—কুট্টিত কালমেঘ এক কাঁচ্চা কুট্টিত বচ, শলুফা বীজ প্রত্যেকে ৩০ গ্রেণ, ফুটন্ত জল অর্দ্ধ পাইণ্ট। এক ঘণ্টা কাল একত্র ঢাকা দিয়া রাখিবে, তাহার পর ছাঁকিয়া দিবসে দুই তিন বার খাইতে দিবে।

নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই সুখ্যাতি করেন। ছোট ছোট কালমেঘের টুকরা ৬ আউন্স, মুসর্ব্বর ও মারের মোটা চূর্ণ প্রত্যেক আউন্স, ব্রাণ্ডি ২ পাইণ্ট, একত্র বদ্ধমুখ পাত্রে সাত দিন রাখিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হইবে। সাত দিনের পর উত্তমরূপে নিংড়াইয়া ফিলটার করিয়া লইবে। তাহাতে যতটুকু কমিয়া যাইবে, ততটুকু ব্রাণ্ডি মিশাইয়া পুরা দুই পাইণ্ট করিবে। এক হইতে চারি চা চামচ মাত্রায় কিছু জল মিশাইয়া খাইতে দিলে চলে, নানা প্রকার Dyspepsia (অজীর্ণ) রোগে—বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কাহারও উপকার দর্শে, এবং মৃদু বিরেচকের কাজ করে।

শিশুদিগের উদরাময়ে তাজা কালমেঘ পাতার ক্বাথ খাওয়াইলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। প্রাচীন গৃহিণীরা কালমেঘ পাতার রস শিশুদিগের ক্রিমি নিবারণার্থও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কালমেঘ পাতার ক্বাথ নিম্নোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়। টাট্‌কা কালমেঘ পাতা আড়াই আউন্স, দেড় পাইণ্ট জলে সিদ্ধ করিলে যখন ৬ আউন্স থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিবে। দুই তিন ঘণ্টা অন্তর এক আউন্স মাত্রায় সেবন করাইবে। আবশ্যক মত ইহা অন্য ঔষধের সঙ্গেও ব্যবহার করা যায়। শৈশবীয় যকৃত এবং যকৃতের দোষ সংযুক্ত জ্বরে কালমেঘ দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

একষ্ট্রাক্ট কালমেঘ লিকুইড—যাহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঠক্‌ঠকি তাঁত।

এখন তন্তুবায় শ্রেণীর মধ্যে ঠক্‌ঠকি তাঁতের বেশ আদর হইয়াছে। ইহা আজ কাল বীরভূম জেলায় বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমাতে ক্রমশঃ ইহার প্রচলন হইতেছে।

৪। যমানি—(জুয়ান)।

—০—

ইহার ইংরাজী নাম Ptychotis (টাইকোটীশ)। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদগন্ধযুক্ত ঝাল দানাগুলিকে এদেশের লোকে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানে। লঙ্কা, মরিচ অথবা সর্ষপের উত্তেজক গুণ, চিরাতার তিক্ত উপাদান এবং হিঙ্গুর আক্ষেপ নিবারক গুণ এই কয়টীই ইহাতে আছে। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন—যমানি উৎকৃষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করিলে Saliva (লালাস্রাব) বৃদ্ধি করে, Gastric Jnice (পাচক রস) অধিক পরিমাণে নির্গত করিয়া থাকে, এবং উত্তেজক পুষ্টীকর ও বায়ুনিঃসারক রূপে ব্যবহৃত হয়, পুরাতন কণ্ঠক্ষত রোগে ইহা সংকোচকের কাজ করে। তিনি আরও বলেন যে, কোন ঔষধের অপ্রীতিকর স্বাদ ঢাকিবার ও বমনোদ্রেক নিবারণার্থ ইহার মত ঔষধ আর নাই। উক্ত সাহেব ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

এদেশের লোকে আধতোলা আন্দাজ যমানি একটু লবণের সহিত চিবাইয়া খানিকটা জল পান করেন; কেহ কেহ ইহার ক্বাথ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ উত্তাপ দ্বারা জমানির অভ্যন্তরস্থ তৈল উড়িয়া যায়। ঐ তৈলই উপকারজনক পদার্থ। যমানি চুয়ান জল, দেশীয় ভারতজাত ইংরেজদিগের পক্ষে ডিস্পেপসিয়ার সাধারণ ঔষধ। ভারতের সকল স্থানেই যমানি চুয়ান জল কিনিতে পাওয়া যায়। যেখানে না পাওয়া যায়, সেখানে যে কোন ব্যক্তি মনে করিলেই উহা চুয়াইয়া জল প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। তাহার জন্য কল কারখানার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

কুট্টিত যমানি ৩ পাউণ্ড, ছয় বোতল জলের সঙ্গে চুয়াইয়া চারি বোতলের উপর রাখিতে হইবে। যমানিগুলি পাত্রের গায়ে বা তলায় লাগিলে তাহা দ্বারা চোঁয়াটে গন্ধ হয় এজন্য সেগুলিকে এক খণ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিয়া হয়। অবস্থানুসারে ইহা এক হইতে দুই আউন্স মাত্রায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায়। যমানি চুয়ান তৈল এক হইতে তিন বিন্দু মাত্রায় কিছু চিনির উপর দিয়া খাওয়ান অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। আরবি গদের সঙ্গে উহার Emulsion হইয়া থাকে।

কোন কোন Dyspepsia (অজীর্ণে) ভোজনদোষ জন্য উদরাময় বা পেট কামড়ানি উদরাধ্মানে, দৌর্ব্বল্যে, অঙ্গাক্ষেপে, বিসূচিকা ভাবের উদরাময়ে, কোন কোন প্রকার শূল ও হিষ্টিরিয়া রোগে কেবল মাত্র ইহারই প্রয়োগে অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ হয়। শিশুদিগের উদরাধ্মানজনিত শূল ও উদরাময়ে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। যদিও ইহার বিসূচিকারোগঘ্নতা নাই, তথাপি এদেশের লোকে এবং ভারতবাসী ইংরাজেও ইহাকে তাহার বিশেষ প্রতিকারক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিসূচিকা রোগে যমানির জল বা অর্ক প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে মলস্রাব ও বমন বন্ধ হয়, এবং শারীর বিধানের উত্তেজনা জন্মায়। কেবল মাত্র ইহার উপর নির্ভর করা না যাইলেও অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহার করা যায়।

অত্যন্ত সুরাপান বা মাদক দ্রব্য পানেচ্ছায় (জমানির অর্ক) পরীক্ষার যোগ্য। এ সম্বন্ধে ডাক্তার উড বলেন,—কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার উগ্র ও সুস্বাদ জল পাকস্থলী মধ্যে উত্তেজনা জন্মায় বলিয়া যাহাদিগের পানেচ্ছা বলবতী, তাহাদিগের জন্য ব্যবস্থা করা হইত। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে মত্ততা জন্মায় না বটে, কিন্তু মাদক দ্রব্যের ন্যায় বিলক্ষণ উত্তেজনার ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—ইহা পান করিয়া সুরাপানাভ্যাসের দাসত্ব হইতে অনেকেই মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ঘায়ের চিকিৎসা।

—০—

—শামুকে চূণ ও গব্যঘৃত সমপরিমাণে একসঙ্গে রগড়াইলে যে মলম হয়, উহা ব্যবহারে সকলপ্রকার ঘা নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

আম্বলী পাতার উপর পিঠ ঘায়ে লাগাইলে ঘা শীঘ্র পরিষ্কার হয়! গব্যঘৃতে নিমপাতা ভাজিয়া সেই ঘৃত দিলে ঘা শুকাইয়া যায়। বাসকপাতা ঘায়ের পরিমাণে কাটিয়া তেলাপিট মুখামৃত দ্বারা (থুথু) লাগাইয়া দিনে ৪।৫ বার পরিবর্ত্তন করিলে ৪।৫ দিনে নিশ্চয় পৃষ্ঠাঘাত, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি ভয়ানক ঘা আরোগ্য হয়।

কদম্ব পাতা, থানকুড়ে পাতা বা ঘাপাতা অথবা স্থল কমলির পাতার তেলাপিঠ ক্ষতে দিলে ক্ষত শুকাইয়া যায়। বিপরীত পিঠে ঘা পরিষ্কার করে।

মনুষ্য মস্তকের খুলি বা নরদেহাস্থি গোমূত্র সহ ঘষিয়া লেপ দিলে প্রশমিত হয়। পুরাতন খুলি বা অস্থিই অধিক গুণকারী। বহু ঔষধ প্রয়োগে নিষ্ফল হলেও এই ঔষধ বিফলকাম হয় না।

যষ্টিমধু ও তিল পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে দূষিত মাংস দূর হইয়া ক্ষত স্থান পূর্ণ হয়।

নিমপাতা ও তিল বাটিয়া মধুসহ বা যব পেষণ করিয়া ঘৃতসহ ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

পাতাড়ির পাতা বাঁধিয়া দিলে উরুস্তম্ভ, ওষ্ঠব্রণ ও বাঘী প্রভৃতি দুঃসাধ্য ক্ষতও আরোগ্য হয়।

নালী ঘা—

মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র জ্বাল দিয়া বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিয়া নালীঘাএ প্রয়োগ করিলে ক্ষত শান্তি হয়।

দারুহরিদ্রা ছালের রস অগ্নিতাপে গাঢ় করিয়া মধুসহ প্রয়োগে মুখরোগ, রক্তদোষ ও নাড়ীব্রণ (নালীঘা) ভাল হয়।

শিয়ালমোতরা গাছের শিকড় নালীতে ভরিয়া দিলে ঘা শুকাইয়া যায় এবং ক্রমশঃ শিকড় ঠেলিয়া বাহির করিয়া ফেলে।

মট্‌কুরা (আট্‌কিড়া) মূলের বাকল ও আদা একত্রে বাটিয়া এঁটে কলার নরম পাতা দিয়া পট্টি দিলে সারে।

এলাইকার (হেলাঞ্চের বা হিঞ্চের) শিকড় ও ঐ শিকড়ের রস একত্র নালীঘায় দিলে আরোগ্য হয়।

মৌন্টার (পাতায় বিশেষ উগ্রগন্ধ ; গোটা হয়) শিকড় চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া উক্ত ঘৃষ্ট পদার্থে একটী গোল মরিচ ঘষিয়া ক্ষয় করিবেন। ঐ পদার্থ নালীঘায়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ চর্ম্মোপরি ৩।৪ দিন প্রলেপ দিলে বিনা যন্ত্রণায় নালী আরোগ্য হয়।

বটের আঠা গুলিয়া পিচকারী সাহায্যে অথবা অপামার্গের বীজ চূর্ণ করিয়া মাখনসহ নালীতে প্রবেশ করাইলে সত্বর আরোগ্য হয়।

কাটানটের মূল (ক্ষুদরিয়া ডাটা) অল্প আদাসহ বাটিয়া ক্ষত স্থানে পট্টি দিলে পচা মাংস দূর করিয়া যাবতীয় ঘা আরোগ্য করে।

কতকগুলি সংগৃহিত কচি নিম পাতার শির হাত বা কাঁচি দ্বারা ফেলিয়া দিয়া অল্প জলে পাতাগুলি পিষিবেন যেন মোমের ন্যায় নরম হয়। পরে টাট্‌কা গব্যঘৃত উহার সহিত সংমিশ্রণ করিবেন, যেন চুয়াইয়া না পড়ে।

পরে একখানা লোহার (পরিষ্কৃত) হাতায় উক্ত নিমঘৃত রাখিয়া ঈষৎ উষ্ণ করতঃ নালি-ঘাতে লাগাইয়া দিবেন এবং অতি কোমল কদলী পত্র দ্বারা ঢাকিয়া কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবেন। ইহাতে কঠিন নালী আরোগ্য হয়। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ক্ষত নীচ দিক হইতে আসিয়া ক্রমে মুখ পূর্ণ হইয়া শুকাইয়া যায়।

আদা, কাঁচলাঘাসের মোথা (স্থল কেচলা বা মালকাকুনাড়া), হাগড়ার মোথা ও ভাঙ্গের পাতা সমভাগে জল দিয়া পিষিয়া একখানা কোমল কলাপাতা ছিদ্র ছিদ্র করিয়া তথায় এই ঔষধ রাখিবে ও অপর অংশ কলাপাতা দ্বারা ঢাকিয়া ছিদ্র অংশ সম্মুখে স্থাপন করিয়া একখানা নেকড়া দ্বারা জড়াইয়া রাখিবে। অসাধ্য নালী ঘা সত্বর এই ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

বেলের শিকড়, ছোট পিয়াজ, কলমীর ডগা, কাটানটের মূল (ক্ষুদরি ডাটা) একত্রে পিষ্ট করিয়া ইহার ঠিক উপরের লিখিত ঔষধের মত নিয়মানুসারে 'ঘা'এর উপরে পটী বান্ধিলে নালী-ঘা সত্বর আরোগ্য হয়।

কেচ্‌লার শিকড় বা মানকচুর শিকড় পরিষ্কার করতঃ নালী মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে। রাত্রিতে এই ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয়। নালী ভিতর দিক হইতে যতই ভরিয়া আসিয়া এই শিকড় ঠেলিয়া বাহির করিতে থাকে, ততই উহা একখানা কাঁচি দিয়া ক্ষত মুখের উপরে কাটিয়া দিতে হয়। ইহাতে সহজেই নালী শুকাইয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশম।

শ্রীগোপিনাথ দত্ত,
রাজবাড়ী, ঢাকা।

মসুর ডাল।

১। মসুর ডালের যূষ মাংসের ঝোল বা সুপ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর কিন্তু মাংসের যূষে এরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা মসুর ডালে নাই। সাধারণতঃ যে সকল ক্ষেত্রে মাংসের যূষ ব্যবস্থা করা যায় তাহার পরিবর্ত্তে অনায়াসেই মসুর ডালের যূষ ব্যবহার করা যাইতে পারে। মসুর ডাল কখন কখন বিকৃত হইয়া থাকে; এরূপ ডাল অনেককাল ধরিয়া অনবরত ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাতের ন্যায় এক প্রকার ব্যাধি হয়; ইহাকে ইংরাজিতে Lathyrism বলে। এই ব্যাধি কদাচিত দেখা যায়। স্বাঃ সঃ

চিকিৎসা তত্ব।—সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে রসুনের মধ্যে ক্ষয় রোগের বীজাণুর সংহারিণী শক্তি বিদ্যমান আছে।

এলবার্ট ভিক্টর কলেজ।—কলিকাতা মেডিকেল কলেজই উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র স্থান কিন্তু এই কলেজে প্রতি বৎসর ১২০ জনের বেশী ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হয় না। বর্ত্তমান বর্ষে ১০০০ ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু তাহার এক অষ্টমাংশের বেশী ছাত্রের আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। সুশিক্ষিত চিকিৎ-সকের প্রয়োজন এই ব্যাধিগ্রস্ত বাঙ্গালা দেশে অতিশয় বেশী হইয়াছে। সুতরাং এলবার্ট ভিক্টর মেডিকেল স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ উহাকে কলেজে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছেন।

স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ আপনাদের কার্য্য-ক্ষমতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৮৮৭ সালে শিয়ালদহের নিকট এক ভাড়াটীয়া বাটিতে ৩ জন ছাত্র লইয়া এই মেডিকেল স্কুল স্থাপন করেন। এখন এই স্কুলে ৫০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে; ১৫ বিঘা জমির উপর স্কুল ও হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মূল্য ৫॥ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। হাসপাতালে ১০০ রোগী বাস করে, বাহির হইত বৎসরে ২৫ হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে।

ডাক্তার নীলরতন সরকার, সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, সুন্দরী-মোহন দাস, আর, জি, কর, এম, এন বসু প্রভৃতি যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সে বিদ্যালয় যে উন্নতি লাভ করিবে, তাহা আর বিচিত্র বিষয় নহে। গবর্ণমেণ্ট এই স্কুল কলেজে পরিণত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট একদা ৫ লক্ষ ও বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। জন সাধারণ যদি ২॥ লক্ষ টাকা দান করে, তবে অতি শীঘ্রই বঙ্গে এক বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইতে পারে।

সার টি পালিত তাঁহার উইলে এই এই কলেজের জন্য ৫০ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। সার রাসবেহারী ঘোষ ৫০ হাজার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সি, আর দাস, বি, সি, মিত্র প্রভৃতি এক এক জনে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী এই কলেজের জন্য মুক্ত হস্ত হই-বেন এবং এই বৎসর হইতেই বঙ্গদেশে এক বে-সরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রঞ্জন বিদ্যালয়—আগামী ১৫ই জুলাই হইতে কানপুরে কিয়ৎকালের জন্য এক রঞ্জন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রধানতঃ রঞ্জন ব্যবসায়ীদিগকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইবে। আপাততঃ ৮ জনের বেশী ছাত্র গ্রহণ করা হইবে না। ১০ মাসে শিক্ষা শেষ হইবে। কার্পাস, রেসম ও পশম রঞ্জন কার্য্য শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

মক্ষিকা।

—০—

মক্ষিকারা পাইখানা, নর্দমা ও সকল প্রকার আবর্জনার স্তূপ হইতে ময়লা এবং রোগ বীজাণু বহন করিয়া আনিয়া দুগ্ধ ও খাদ্যাদিতে মিশ্রিত করে।

মক্ষিকা টাইফয়েড জ্বরের বীজাণু বহন করে, মক্ষিকা যাহাতে দূষিত করিতে না পারে, এজন্য দুগ্ধ এবং খাদ্যদ্রব্যাদি সকল সময় আবৃত রাখা উচিত। দোকান ও হোটেল ইত্যাদিতে যাহাতে মক্ষিকার উপদ্রব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মক্ষিকারা পশুবিষ্ঠা ও আবর্জ্জনার স্তূপে ডিম পাড়ে। বাটীর উঠানে, বাগানে বা পশুশালায় কোনরূপ আবর্জ্জনা বা বিষ্ঠা ইত্যাদি জমাই রাখা উচিত নয়।

আধ সের দুধে ১ চামচ "ফার্ম্মালিন" মিশাইলে, মক্ষিকা বিনাশের অতি উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হয়। শিশুরা যাহাতে হাত না পায়, এরূপ স্থানে এই মিশ্রিত ঔষধ থালায় করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। স্বাঃ সঃ

—

একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভূত বীরত্ব।

—০—

(১২৮৫ সালের "বঙ্গদর্শন" হইতে)

এখন লোকের দেশহিতৈষিতা বড় প্রবল হইয়াছে। পুরাণ পুথি, খোদা পাথর তাম্রশাসন পড়িয়া আমাদের পুরাণ গৌরবের কথা অনেকেই আন্দোলন করিয়া থাকেন। সেকালে আমাদের সোণার অট্টালিকা ছিল বলিয়া গুজব করিয়া বেড়ান কাপুরুষের কাজ, এ কথাটী কেহ বুঝেন না। আবার অনেকে গোমর করেন যে, সেকালে বাঙ্গালিরা বড় লড়াইএ মজবুত ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ লড়াই করিতে করিতে উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এ কথা প্রমাণ করাইবার জন্য দিনকতক অনেক চেষ্টা হয়। কিন্তু বাঙ্গালির লড়াইয়া বিদ্যা কেমন ছিল, একবার দেখান উচিত। দেখাইতে হইলে উদাহরণ চাহি, উদাহরণ রায় দুর্ল্লভরাম।

রাজা দুর্ল্লভরাম রাজা জানকীরামের পুত্র। রাজা জানকীরাম সুবে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান। তখন আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার, দুর্লভরাম উড়িষ্যায় নায়েব দেওয়ান হইলেন। যে আফগান সেনাপতির হস্তে উড়িষ্যার নবাবী ছিল, সে রাজবিদ্রোহী হওয়ায়, এবং অন্য লোক উপস্থিত না থাকায় উড়িষ্যার নবাবী দুর্ল্লভরায়ের হাতেই পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইলে আলিবর্দ্দি রাজা জানকীরামের অনুরোধে তদীয় পুত্র দুর্ল্লভরামকে উড়িষ্যার কায়েমী নবাব করিয়া দিলেন। আতা উল্লা খাঁ তাঁহার অধীন প্রধান সেনাপতি হইলেন। এই সময়ে মহারাট্টাদিগের বড়ই উপদ্রব। কিন্তু উহারা বড় চতুর, উড়িষ্যা উহাদিগের পথ, উড়িষ্যায় কোনরূপ গোলযোগ না ঘটিলে স্বচ্ছন্দে হুগলি চন্দননগর কাটোয়া এমন কি মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত লুঠ করা যায়। দুর্ল্লভরামকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য উহারা সন্ন্যাসী পাঠাইতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা বলে, মহারাট্টারা আর আসিতেছে না, আমরা এই নাগপুর হইতে আসিতেছি। আর নানারকম পূজা অর্চনা যোগ ধ্যান ইত্যাদিতে উহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখে। এদিকে বর্ষাকাল কাটিয়া গেল। আতাউল্লা খাঁ নিত্য সংবাদ আনিতে লাগিল, যে মহারাট্টারা সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছে। যত নিকট আসে, তিনি ততই দুর্ল্লভরামকে উহাদিগকে তাড়াইবার উপায় করিতে বলেন। দুর্ল্লভরাম সন্ন্যাসীদের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া বলেন, যে তাহারা আজও নাগপুর ছাড়ে নাই।

শেষ একদিন সকালে কটকের এক পার্শ্বে মহাগোলযোগ উঠিল, চারিদিকে লুঠপাট, খুন হত্যাকাণ্ড, আরম্ভ হইয়াছে, বর্গী আসিয়াছে, অতাউল্লা সংবাদ পাইয়াই শশব্যস্তে দুর্ল্লভরামের দ্বারদেশে উপস্থিত। নবাবের হুকুম ব্যতীত সেনানী কাজ করে কেমন করিয়া? বেলা নয়টা, তখনও নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আতাউল্লা যত বেলা হইতে লাগিল ক্রমেই ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর, মহারাট্টারা যে দিকে পড়িয়াছিল, সেইদিকে ঘর সব জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। তখন প্রজাবৃন্দের দারুণ আর্ত্তনাদে দুর্ল্লভরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়াই শুনিলেন, বর্গী কটকের উপর পড়িয়াছে। দুর্ল্লভরামের আর কাপড় পরা নাই। সেই রাত্রিবাসের পাঁচহাতি ধুতিতে বিশাল উদর কথঞ্চিৎ আবৃত করতঃ দৌড়। একে সুখী-লোক, দারুণ মোটা, তাহাতে প্রাণ ভয়ে দৌড়। দৌড়িয়া যাবেন কোথায়? কটকের কেল্লায়। সেখান হইতে আধক্রোশ দূরে। বাড়ী হইতে গজেন্দ্র লম্বোদর দুলাইতে দুলাইতে ছুটিতেছেন; পা উঠে উঠে উঠিতেছে না, বাহির হন এমন সময় আতাউল্লা খাঁ তাঁহাকে ধরিল। নবাব ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বুঝি বর্গীতে ধরিল। অনেক ক্ষণের পর আতাউল্লার গভীর অথচ ধীর স্বরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি শুনিলেন, সেনাপতি বলিতেছেন, আমায় শীঘ্র হুকুম-নামা দিন, আমি সসৈন্যে উহাদিগকে সহরের বাহির করিয়া দিয়া আসি। দুর্ল্লভরাম দাঁড়াইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বলিলেন, সে সব কেল্লায় গিয়া দেওয়া যাইবে। আতাউল্লা বেশী জোর করায় নবাব ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন সেনাপতি আর চেষ্টা বৃথা

বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা একটু দাঁড়ান না হয় পাল্কী আনাইয়া দিই।" নবাব বলিলেন, "আর পাল্কীতে কাজ নাই দেরি হবে"—বলিয়াই দ্রুতপদে কেল্লার দিকে ছুটিলেন। একে নবাব তাতে রাজাজানকীরামের পুত্র, আতাউল্লা শীঘ্র পাল্কী আনাইয়া খানিক দূর গিয়া উহাঁকে ধরিলেন; ধরিয়া পাল্কীতে পুরিয়া কেল্লায় পাঠাইয়া দিলেন।

কেল্লায় গিয়াই নবাবের রোখ। যত সৈন্য ছিল, শীঘ্র সজ্জিত হইতে হুকুম দেওয়া হইল। আতাউল্লাকে উপর কটক হইতে বর্গী তাড়াইয়া দিবার হুকুম জারি করা হইল। কেল্লার কোথায় ভাঙ্গা আছে, সারাইবার একটু একটু চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তখন কটকের অর্দ্ধেক বর্গীর দখল হইয়া গিয়াছে। আতাউল্লা খাঁ অনেক চেষ্টা করিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম, যুদ্ধ রক্তারক্তির পর সসৈন্যে পিছু হটিয়া দুর্গের দিকে পড়িলেন। রাত্রিতে দুর্গের চারিদিকে মারহাট্টা সেনা স্থাপিত হইল, নবাবের যে সাহসটুকু হইয়াছিল, রাত্রে সে টুকু তিরোহিত হইল; ৮।১০ ক্রোশ দূরে আলিবর্দ্দি এক দল সেনা বর্গীর হাঙ্গামের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। আতাউল্লা বলিলেন, সেই সৈন্যদিগকে খবর দিয়া আনয়ন করা হউক; উহারা আসিলে দুর্গ রক্ষার উপায় হইবে। নবাব বলিলেন, যদি এই দণ্ডে মহারাট্টা জোর করিয়া গড় দখল করে, তখন তোমার খবর দেওয়া কোথায় থাকিবে? আমার হুকুম—এই দণ্ডে মহারাট্টাদিগকে কেল্লা ছাড়িয়া দাও, এই মাত্র নিয়ম কর যে আমরা নিষ্কণ্টকে দেশে যাইতে পারি! ধূর্ত্ত বর্গী সেই কথায় দুর্গ দখল পাইল। পাইয়াই সর্ব্ব প্রথমে দুর্ল্লভরামকে বন্দী করিল। কিন্তু বীর আতাউল্লা দুর্গের যে ভাগে ছিলেন, সেই ভাগ দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বর্গীদের সকল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। শুনিয়াছি দুর্ল্লভরামকে উদ্ধার করিবার জন্য আলিবর্দ্দি খাঁর তিনটী লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল।

এই এক বাঙ্গালির বীরত্ব। বাঙ্গালার অর্দ্ধ স্বাধীন অবস্থায় দুইজন হিন্দু নবাব হইয়াছিল—এক রামনারায়ণ, আর এক দুর্ল্লভরাম। তাহার মধ্যে দুর্ল্লভরাম অপূর্ব্বকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেবার দুর্ল্লভরামের অনাবধানতাবশতঃ বর্গীদিগের দূর করিতে আলিবর্দ্দিকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, উহারা কাটোয়া পর্য্যন্ত লুঠ করিয়াছিল।

আমাদের কত পুরুষ যে দুর্ল্লভরাম আছেন, তাঁহার ঠীকানা নাই। আমাদের বীরত্ব পুরুষানুক্রমিক।

Cough (কাশী চিকিৎসা)

(হোমিওপ্যাথিক)

চিকিৎসক এবং ছাত্র।

—০—

ডাঃ। তুমিও ত পড়ছ, আচ্ছা বল দেখি, একটী রোগীর কাশীর নিম্ন লিখিত লক্ষণ সমূহে তুমি কি ঔষধ দিবে।

ছাত্র। বলুন, যদি পারি।

ডাঃ। রোগী ছোঠ শুষ্ক কাশী কাশে, গলায় গুড় গুড়ি হইয়া কাশী আরম্ভ হয়, ধোঁয়া লাগিলে **ধুমপান** অথবা **জলপানে কাশীর বৃদ্ধি**। রাত্রিতে কাশীর বৃদ্ধি, বুকে শ্বাস টানিতে গেলে খোচা বেন্ধা বেদনা, বাধা প্রাপ্ত শ্বাস প্রশ্বাস, মনে করে তাহার ফুসফুসটা প্রসারিত হইবে না। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু, ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশীর উৎপত্তি।

ছাত্র। এমন অবস্থায় একোনাইট দিলে পারা যায়।

চিকিৎসক। কেন, আর্সেনিক, বেলেডোনা দিতে কি দোষ হইত?

ছাঃ। বেলেডোনার আক্ষেপিক-দমকা কাশী,—রোগীর মুখ লাল হইয়া যায়। বেলেডোনার কাশীতে মনে হয় যেন গলায় ধুলা ঢুকিয়াছে—বুকে টাটানী থাকে, ছেলেরা কাশীবার সময় কান্দিয়া উঠে, এমন বেদনা। কাশীবার দুর্দ্দম্য ইচ্ছা, তদ্ভিন্ন শিরঃপীড়া—মাথার উপরে দপ্ দপ্ করিতে করিতে থাকে। সুতরাং বেলেডোনার কাশী আর একোনাইটের কাশীতে পার্থক্য অনেক। তারপর আর্সিনিকের কথা। ইহাও রাত্রে বৃদ্ধি বটে—**শুষ্ক কাশী**, যদিও সর্দ্দি উঠে, তাহা খুব কম, অতি কষ্টে বাহির করিতে হয়, তাতে রক্তের ছিট্ থাকিতে পারে। শ্বাস কষ্টের জন্য রোগীর মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। আর্সিনিকের বিশেষ উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা পিপাসা কিন্তু অল্প জলপানেই পরিতৃপ্তি। এই কয়টী লক্ষণ আর্সেনিক নির্দ্দেশক প্রায় সমস্ত রোগেই থাকে—সুতরাং একোনাইটের কাশী আর আর্সেনিকের কাশীর পার্থক্য অনেক।

চিকিৎসক। গয়েরের সঙ্গে আর কোন্ কোন ঔষধের রক্ত থাকিতে পারে?

ছাত্র। আর্ণিকা, চায়না প্রভৃতিতেও রক্ত থাকিতে পারে।

আর্সেনিকে শ্লেষ্মার সহিত রক্তের ছিট থাকে, আর্নিকাতেও রক্ত থাকে, তবে তাহা যেন **জমাট রক্তের কুচির** মত (Coagulated) আর্নিকার কাশীতে সূচীবেধবৎ পার্শ্ব বেদনা থাকে, আর্সে-

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসেই না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

নিকে তাহা থাকে না। এই সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা কাশিলে বৃদ্ধি হয়। আর্সেনিকে তেমন কিছুই নাই। আর্ণিকার কাশী প্রাতে উঠিলেই আরম্ভ, আর সে কাশী আর্সেনিকের মত দম আটকান নয়। ছোট ছোট শুক্‌নো কাশী। আর্সেনিকের কাশী রাত্রে বৃদ্ধি।

চিকিৎসক। পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ত ব্রাওনীয়াতেও আছে, তবে কেমন করিয়া পার্থক্য করিবে।

ছাত্র। ব্রাওনিয়ার সূচীভেদবৎ বেদনা খুব গভীর শ্বাস টানিবার সময় অনুভূত হয়। কিন্তু আর্নিকার বেদনা কাশিলে বৃদ্ধি এবং অনুভব হয় কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে অনুভূত হয় না। তারপর ব্রাওনীয়ার রোগীর একটা বিশেষ লক্ষণ, কাশিতে কাশিতে রোগী শুইয়া থাকিলে উঠিয়া বসিতে এবং দুই হাতে বুক ও পার্শ্ব চাপিয়া ধরিতে বাধ্য হয়। মনে করে যেন কাশীর চোটে বুক ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে। ব্রায়োনীয়ার কাশীতে গলা শুড় শুড় করিয়া যেন পাকস্থলীর ভিতর পর্য্যন্ত তাহা যায়, সেই জন্য রোগী বমি করিয়া ফেলে। তারপর কঠিন দগ্ধবৎ মল ইহার একটি বিশেষ নির্দ্দেশক লক্ষণ। আর একটি লক্ষণ রোগী ভয়ানক খিটখিটে।

চিকিৎসক। কাশিতে কাশিতে বমি হওয়া লক্ষণ আর কোন ঔষধ আছে কি?

ছাত্র। ইপিক্যাকেও এ লক্ষণ আছে। ইপিকাকের রোগীর গা বমি বমি করা এবং শ্লেষ্মা বমি করা লক্ষণ। ব্রাওনিয়ার শুড়শুড়ি পেটের ভিতর পর্য্যন্ত যায় বলিয়া বমির উদ্রেক, শ্লেষ্মা বমি করিয়া তুলিয়া ফেলাত দেখা যায় না। ইপিকাকে মনে হয়, যেন বক্ষস্থল শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু কাশিয়া সে শ্লেষ্মা তোলা কঠিন। এমন লক্ষণ টার্টার এমিটীকেও দেখা যায়,তাহার পার্থক্যের কথা পরে বলিব। ইপিকাকের কাশী—গলার মধ্যে উপরাংশে লেরিংসে শুড় শুড় করিয়া কাশী আরম্ভ ও দম আটকান কাশী। ছেলেরা কাশিতে প্রায় দম আট্‌কাইয়া মুখ বেগ্‌নী রঙ্গের হইয়া যায়। গা বমি বমি, বমিতে শ্লেষ্মা উঠে, কিন্তু কাশিয়া সর্দ্দি তোলা কঠিন। ইহাই ইপিকাকের বিশেষ লক্ষণ।

(ক্রমশঃ)

Homeopathic Notes.
হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।

(Collections)

—::*::—

কাশীতে বেলেডোনা, সাঙ্গুনেরিয়া, ল্যাকেসিস্ এবং কুপ্রম ব্যবহার হয়। আরও অন্যান্য অনেক ঔষধ আছে বটে, কিন্তু এই চারিটি ঔষধ লইয়া কেমন গোলোযোগ লগে তাহা বলিতেছি। বেলেডোনা দমকা কাশী (Spasmatic) কাশিলে চোখ মুখ লাল হইয়া উঠে গলা, শুড়শুড় করিয়া দম্‌কা কাশী এমন হয় যে, রোগীর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠে। কাশিতে কাশিতে ঘাম বাহির হয়। বেশ কথা। কিন্তু এমনি দমকা কাশী ত সাঙ্গুনেরিয়াতেও আছে তাহাতেও ত ঘাম হয়, এপিগাষ্ট্রিয়মে শুড়শুড় করিয়াই কাশী হয়। তবে বেলেডোনা দিই, কি সাঙ্গুনেরিয়া দিই, এইখানেই ত যত গোল। তবে তফাৎ করি কিরূপে?

বলিতেছি। বেলেডোনার কাশিতে সম্মুখে মাথা নীচু করিলে মুখের লাল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সাঙ্গুনেরিয়ার কাশীতে রোগীর শুইলে মুখ লাল হয় তফাৎ এই স্থানে। এতটুকু লক্ষ্য না রাখিলে ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে বেলেডোনার কাশী সাঙ্গুনেরিয়ায় কেন সারিবে?

তারপর আরও মজা আছে। ল্যাকেসিস্, এতেও গলা শুড়শুড়ানী হইয়া কাশী, সেই মুখ লাল, একটু ঘাম ও যে না হয়, তাহা নয়, তবে উপরের দুটির সহিত ল্যাকেসিসটী তফাৎ করাত কঠিন কথা। কিন্তু তফাৎ আছে। ল্যাকেসিসের রোগীর কাশীর বৃদ্ধি রাত্রে, রোগী কাশীর চোটে রাত্রে ঘুমাইতে পারে না বেলেডোনাও সাঙ্গুনেরিয়া এমন লক্ষণ নাই। তারপর কুপ্রমের কথা বলিতেছি। কুপ্রমের কাশীও আক্ষেপিক, দমকা (Spashmatic) মুখ ও লাল হয়, ঘামও হইতে পারে। তাহলে পার্থক্য করি কেমন করিয়া? পাথক্য আছে বেশ! কুপ্রমের একটি বিশেষ পার্থক্যকর লক্ষণ, রোগী শ্বাস টানিলেই কাশী, ইহাতে গলার শুড়শুড়ানি নাই, শ্বাস টানিলেই পুনঃপুনঃ কাশী—সেই দমকা কাশী সেই মুখলাল। ইহাই এই চারিটী ঔষধের পার্থক্য!

(Medical Advance.)

—————

ECHINACIA AUNGSTIFOLIA.

এচাইনেশিয়া।

—::*::

ডাক্তার এ, ডি হার্ড (Dr. A. D. Hard) বলেন :—যেখানে প্রসূতির পেরিনিয়ম রপচার হইয়া পড়ে, স্তনে স্ফোটকের উদ্ভেদ হইয়া উঠে, দুগ্ধ নামার জন্য প্রসূতির তৃতীয় দিবসে জ্বর হয়, জরায়ু প্রদেশে চিড়িক মারা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়, যে প্রসূতির জরায়ু মধ্যে ফুলের কিয়দংশ কুচি থাকিয়া যাওয়ার জন্য প্রসূতির "সেপ্‌টিসেমিয়া" নামক বিপজ্জনক পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তন্নিবারণ জন্য আমি "এচাইনেশিয়া" দিয়া অনেক প্রসূতির জীবন রক্ষা করিয়াছি, ইহার দ্বারা প্রসূতির ভবিষ্যৎ বিপদ নিবারিত হইয়া থাকে।

WART বা আঁচিল।

ইহার অন্যান্য ঔষধ আছে কিন্তু ক্যাল-কেরিয়া ৬ দিয়াও অনেক আঁচিল আরোগ্য হইয়াছে।

Important household informations.

আবশ্যকীয় গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—::*::—

দুগ্ধ।

দুগ্ধের শত্রু আলোক, আলোকে দুগ্ধের ইহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধ যদি কোন রঙ্গিন বোতলে রাখা যায়, তাহা হইলে ইহার গুণ নষ্ট হয় না।

সদ্য দগ্ধে।

কোন স্থান পুড়িয়া যাইলে মধু এবং লবণ একত্রে ফেটীয়া লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

আঙ্গুল হাড়ায় হিং।

আঙ্গুল হাড়া বড় যন্ত্রণাদায়ক পীড়া। যখন দপদপানী ও যন্ত্রণা অথচ পুঁজ বান্ধে নাই, সেইরূপ অবস্থায় একটু হিংকে গরম জলে গুলিয়া তাহাতে হাতটি ডুবাইয়া রাখিলে যন্ত্রণা উপশম হইয়া যায়। এইরূপ দিবসে ২।৩ বার করিলে আর যন্ত্রণা থাকে না। তবে পুঁজ বান্ধিলে এ উপায়ে উপকার হয় কি না, তাহা সাধারণের পরীক্ষা সাপেক্ষ।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

—:০:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ৭ম সংখ্যা।	New Series. JULY 1915.	নূতন সংস্করণ। জুলাই, ১৯১৫।	Vol. IX, No. 7.

Notes of Interest.
বিবিধ তথ্য সংগ্রহ।

—:০:—

ভাই বোন—গ্রীসের রাণী জর্ম্মণ সম্রাটের ভগিনী। ভাই বোনকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন "উভয় দিকেই আমাদের আক্রমণ সফল হইতেছে। যুদ্ধারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ৭ লক্ষাধিক সৈন্য ও ২০ হাজার সৈনিক কর্ম্মচারী হত হইয়াছেন। পশ্চিমদিকে ফরাসীরা কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের এত লোকক্ষয় হইয়াছে যে ঐরূপ আর কতগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে আমাদেরই আশা পুর্ণ হইবে। চরমে আমরাই জয়ী হইব। যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার কল্পনা করিতেছে, তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। টাইনোকে (গ্রীসের রাজা কনষ্টান্টাইন) আমার নমস্কার জানাইবে।

গ্রীসের রাণী বলিয়াছেন, গ্রীকগণ যদি জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে তিনি গ্রীস পরিত্যাগ করিয়া জর্ম্মণী গমন করিবেন।

টাইপ রাইটারের কল। ম্যাঞ্চেষ্টার টেলিগ্রাফ আফিস এবং লণ্ডন সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিসে একরূপ নূতন কল দ্বারা টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণের পরীক্ষা চলিতেছে। টাইপ রাইটারের ন্যায় একটি মেশিনের সাহায্যে এক ষ্টেশন হইতে সংবাদ পাঠাইলে তাহা অন্য ষ্টেশনে আপনা আপনি কাগজে লিখিত হইয়া যাইবে, কাহাকেও সেই সংবাদ গ্রহণ করিতে হইবে না। এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে মিনিটে ৪০টী শব্দ প্রেরিত হইবে, বর্ত্তমানে মাত্র ২৫টী শব্দ প্রেরিত হইয়া থাকে। আমেরিকার বোষ্টন নগরে এই কলের সাহায্যে সংবাদাদি প্রেরিত হইতেছে।

ঋণ গ্রহণ।—যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের আয় অপেক্ষা ব্যয় ৭৭৭ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে, ৮৯৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট নূতন ঋণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভারতবাসীদিগকেও এই ঋণ দানের অধিকার প্রদান করা হইবে।

নূতন উপগ্রহ।—চন্দ্রের ন্যায় বৃহস্পতির ৮টি চন্দ্র আছে। ইহাদিগকে উপগ্রহ বলে। সম্প্রতি ইহার একটি নূতন উপগ্রহ কালিফর্ণিয়া দেশে স্মিথ নিকলসন সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র, ব্যাস ১০ মাইল মাত্র। বৃহস্পতি হইতে প্রায় ১৬ নিযুত

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

মাইল দূরে অবস্থিত। ৬০০০ গুণ বড় করিলে তবে ইহা দেখা যায়।

ঘূর্ণ্যমান বাড়ী।—পারিস সহরের একজন আবিষ্কারক নূতন ধরণের ঘূর্ণ্যমান বাড়ী নির্ম্মাণের মতলব করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, ইচ্ছা করিলেই সেই কলের বাড়ী ভিন্নদিকে ঘুরাইতে পারা যাইবে এবং তাহা হইলে সব ঘর দালান সমভাবে আলোক, উত্তাপ ও বাতাস পাইবে। কোনও ঘর স্বাস্থ্যপ্রদ, কোনও ঘর স্যাঁতসেঁতে হইতে পারিবে না। এই সকল ঘরে রুগ্ন ব্যক্তিগণ সুখে থাকিতে পারিবে এবং রোগ হইতে মুক্তি হইতে পারিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নর্ম্যাণ্ডিতে এইরূপ ঘূর্ণ্যমান একটি বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। দরজাগুলি পাতলা কাঠে নির্ম্মিত, বাড়ী সরাইলে সেই তক্তাগুলি সরিয়া যাইত এবং পরস্পরের উপর জমা হইত। একবার এই তক্তাগুলি জড় না হইয়া পাখার ন্যায় প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং বাহিরে যাইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। গৃহস্থিত ব্যক্তি ব্যাপার দর্শনে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে। অগত্যা ঘরটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

ছানাবড়ার পাহাড়।—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, কাশিম বাজারের মহারাজ বাহাদুরের দৌহিত্রীর ফুলশয্যাতত্ত্বে ভাগ্যকুলের রাজবাটিতে সৈদাবাদ রাজাগঞ্জের সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত মিষ্টান্ন বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মাণিক্যচন্দ্র সিংহ যে একটি ছানাবড়া দিয়াছেন, উহার ওজন ১॥২।০ একমণ সওয়া বাইশ সের হইয়াছিল।

বিজ্ঞান কলেজ।—সার তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় পার্শী বাগানের আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের সুবৃহৎ বাটি নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী জুলাই মাস হইতে এই বাটিতে বিজ্ঞান শিক্ষা দান আরম্ভ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সাজসজ্জার জন্য ২০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রুষিয়া সম্রাটের সম্পত্তি।—রুষিয়া সম্রাটের নিজের অধিকারে পৃথিবীর মধ্যে যে কোন ব্যক্তির অপেক্ষা বেশী সম্পত্তি আছে। ইহার নিজের নামে ৯৮টি প্রাসাদ, ১২০টী নিজের জমিদারী, অসংখ্য ধর্ম্মমন্দির, ঘরবাড়ী এবং গোলাবাড়ী আছে। সম্রাটের অনুচর, ম্যানেজার ও ওভারসিয়ারের সংখ্যা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার। ইহা ছাড়া ইহাদের অধীন কর্ম্মচারীবর্গ আছে। ইহার এক লক্ষেরও অধিক গরু, বাছুর, ত্রিশ হাজার ঘোড়া এবং শূকর ও ভেড়া অসংখ্য। উরল নদীতে মূল্যবান্ খনি আছে এবং অনেক প্রয়োজনীয় চাষ আবাদের সরঞ্জাম রহিয়াছে। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির ট্যাক্স দিতে হইলে প্রতি বৎসর ৮০০০০০০০ আট কোটি টাকা ব্যয় হইত।

মহীশুরে যত প্রকার তৈল ও চর্ব্বি পাওয়া যায়, তাহা হইতে সাবান প্রস্তুত হইবে। একজন বাঙ্গালীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মহীশুরের কাচের চুড়ি নির্ম্মাতাদিগকে ভারতের অন্যান্য স্থানের কারখানা দর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়া উৎকৃষ্ট কাচ নির্ম্মাণের আয়োজন করা হইবে।

মহীশূররাজ বহুদিনই স্বীয় রাজ্যের শিল্পোন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা দীর্ঘজীবি হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

জার্ম্মণীর হেকমত।—তুলা না হইলে বিস্ফোরক গোলা তৈয়ার হয় না। জর্ম্মণী ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর তুলা লইয়া যাইত, কিন্তু সে পথ বন্ধ হইয়াছে। বিস্ফোরক গোলা না হইলে যুদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং জর্ম্মণ রসায়নবিদ্‌গণ তুলার পরিবর্ত্তে অন্য কোন পদার্থ দ্বারা বিস্ফোরক গোলা নির্ম্মাণ করা যায় কিনা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা সম্প্রতি কাষ্ঠের মজ্জা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা তুলার মত পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা দ্বারা বিস্ফোরক পদার্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ভারতের পাটের আমদানি বন্ধ হওয়াতে রাসয়নিক উপায়ে কাগজ শক্ত করিয়া জর্ম্মণেরা থলিয়া প্রস্তুত করিতেছে, ভারতের তুলার আমদানী বন্ধ হওয়াতে কাষ্ঠের মজ্জা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তুলা তৈয়ার করিতেছে।

সার তারকনাথ পালিতের দান।—সার তারকনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৪ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র মিঃ জিতেন্দ্র নাথ মল্লিক সেই দান রদ করিবার জন্য হাইকোর্টে নালীস করিয়াছিলেন। জষ্টিস ইমাম ও গ্রিভস সেই মোকদ্দমার বিচার করিতেছেন। বাদী পক্ষে মিঃ এইচ ডি, বসু, ল্যাংফোর্ড জেমস, এন, এস, চট্টোপাধ্যায় ও অরবিন্দ রায় ও বিবাদী এডভোকেট জেনারল মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী, মিঃ মেটা, পিয়ার্স ন উপস্থিত হইয়াছেন। বাদী পক্ষ বলিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া কোন দান গ্রহণ করিতে পারেন না।

এই মোকর্দ্দমার উপর বিজ্ঞান কলেজের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সমস্ত শিক্ষিত সমাজ এই মোকদ্দমার ফল জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

ছাত্রদের বার্ষিক মূল্য এই মাসে না পাঠাইলে পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বাণিজ্য সংবাদ।

—::*::—

রং এর ব্যবসায়।—পূর্ব্বে ভারতে গাছ গাছড়া হইতে লাল, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানাপ্রকার সুন্দর রং তৈয়ার হইত, কিন্তু জর্ম্মণী কৃত্রিম উপায়ে উজ্জল রং তৈয়ার করিয়া যে দিন সস্তায় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে ভারতবাসী রং তৈয়ারের কারবার ছাড়িয়া দিয়াছে। জর্ম্মণী হইতে রং আমদানি বন্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষের তাঁতীরা কাপড়ের পাড় রং করিতে পারিতেছে না। ভারতের কাপড়ের কলওয়ালারা রং পাইতেছে না। ভারতের অধিকাংশ স্থানের স্ত্রীলোকেরা রঙ্গিন কাপড় বই অন্য কাপড় ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের সাদা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে। কাল রং এর মূল্য পূর্ব্বে সের প্রতি ১।০ ছিল, এখন তাহার দাম সের প্রতি ২০ টাকা হইতে ২৪ টাকা হইয়াছে। জর্ম্মণী ভারতবর্ষকে একবারে পঙ্গু করিয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে চামড়ার রপ্তানি অতিশয় হ্রাস হইয়াছে। হংকং নিবাসী চীনা সওদাগর মিঃ হো পেনাঙ্গে চামড়া পরিষ্কারের জন্য অতি বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি কিয়দ্দিন কলিকাতা আসিয়া চামড়া ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি আপাততঃ প্রতিমাসে ৭ হাজার চামড়া ক্রয় করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের গরুর গাত্রে দাগ দেওয়া হয়, এই দাগী গরুর চামড়া পরিষ্কার করিবার সময় উহা ছিঁড়িয়া যায়, ইহাতে চামড়ার মূল্য অর্দ্ধেক হ্রাস হইয়া থাকে।

গমের মূল্য।—গবর্ণমেণ্ট গম ক্রয় বিক্রয়ের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করাতে উহার মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কলিকাতায় গমের মূল্য ৪॥৵১৫ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তবে ভারতবর্ষে গম দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হইত।

মহীশূরে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি।—মহীশুরে কাগজ নির্ম্মাণের উপযোগী ঘাস ও বাঁশ প্রচুর উৎপন্ন হয়। ৫৪০ মণ বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষে কোন কাগজের কারখানায় প্রেরণ করা হইয়াছে। সে মণ্ডে ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহাতে কি ব্যয় হয়, ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া মহীশুরে কাগজের কল স্থাপন করা হইবে।

২৫০০০ চরকা ও ৫০০ তাঁত লইয়া কাপড়ের কল্ স্থাপন করা স্থির হইয়াছে। এই কলে ১৬ লক্ষ সের সুতা ও ৯ লক্ষ সের বস্ত্র তৈয়ার হইবে। ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন এই কলে খাটিবে।

সিমোগা নামক স্থানে দেশলাইর কারখানা স্থাপিত হইবে। প্রতিদিন এখানে ৩০০ গ্রোস দেশলাই হইবে। ইহার ৫০ হাজার টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে।

ঝিনুকের বোতাম।

বাঙ্গালার বিল ও ঝিলে প্রচুর ঝিনুক জন্মে। পূর্ব্বে এই ঝিনুক হইতে লোকে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া ঝিনুক পোড়াইয়া চুণ তৈয়ার করিত। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার মণ ঝিনুক সংগ্রহ হইত।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বেহারের অন্তর্গত চম্পারণ ও ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জে ঝিনুকের বোতামের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। চম্পারণে "ত্রিহুত বটন ফেক্টরী" নামে এক কারখানা ১৯০৫ সালে স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানা হইতে প্রতিমাসে ৮০ হাজার বোতাম তৈয়ার হয় এবং তাহা যুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে চালান হয়। নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত লাঙ্গলবন্ধ ঝিনুকের বোতামের প্রধান ব্যবসায়স্থল। পূর্ব্বে চারি আনা মণ দরে একমণ ঝিনুক পাওয়া যাইত, এখন ঝিনুকের দর ৩ টাকা হইয়াছে। কেরোসিন তৈল ও নাইট্রিক এসিডের দ্বারা ঝিনুক পরিস্কার করিয়া রেত ও শানের দ্বারা বোতাম তৈয়ার করে। ১৫ শত লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। ১৯১৩-১৪ সালে প্রায় ৩১৪ মণ ঝিনুকের বোতাম বাঙ্গালা দেশ হইতে ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি হইতে পারিত কিন্তু ক্রমে ঝিনুক দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। বিল ঝিল ক্রমে শুকাইতেছে, ঝিনুকও ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে।

The value of a Canvasser in Bengal.

বাঙ্গালায় ক্যানভাষারের মূল্য।

—:০:—

গতবারে আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, যে সমগ্র সভ্য জগতের ব্যবসায়ীগণই Business solicitor বা ক্যানভাষার বা এদেশের কথায় যাহাকে দালাল বলে, তাহার সাহায্যের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন। কারণ ফারমের প্রতিনিধি স্বরূপ সাধারণ লোকের মধ্য হইতে ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া ইহারাই বড় বড় ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। এই জন্য ইহাদিগকে উচ্চহারে কমিশন ও বেতন দেওয়া হইয়া থাকে এবং কোন কোন যোগ্য লোককে কারবারের অংশীদারও পর্য্যন্ত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, জর্ম্মানী

ফ্রান্স, বেলজিয়ম, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি এমন কি এদেশের বোম্বে, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারীগণও সভ্য জাতীর সংশ্রবে থাকিয়া এই ক্যানভাষার ও দালালের আদর শিখিয়াছে। শিখেন নাই, কেবল বাণিজ্য জগতে অতি নগণ্য বাঙ্গালী। ইঁহারা ক্যানভাষার বা দালালকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এইরূপে যদি বাঙ্গালী দোকানদারের কোন প্রতিনিধি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে জিনিস দেখাইয়া বিক্রয় করিতে যায়, এবং তাহারা যদি সেইরূপই অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে কেমন অবস্থা দাঁড়ায় সেটা প্রত্যেক সাধারণ ভদ্রলোক এবং দোকানদারের বিবেচনা করা উচিত। পাশ্চাত্য দেশ ব্যবসায়ীর দেশ, সেখানে লর্ড হইতে অতি দীন দুঃখী পর্য্যন্ত জানে যে, ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি তাহার খরিদদার করিবার জন্য আসিবেই। সেইজন্য তাহারা ইহাতে অভ্যস্ত, কদাচ বিরক্ত হয় না। দালাল এবং ক্যানভাষারকে কোন অর্ডার না দিলেও শিষ্টাচার দেখাইবার ত্রুটি করে না, সেইজন্য সে দেশের অসংখ্য নর নারী বালক বালিকা এই কার্য্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কাজের যোগাড় করে। এদেশের সাহেব ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ যথেষ্ট কাজ জোগাড় করে, বাঙ্গালীর কারনেও কাজ পায়, কারণ বাঙ্গালী রাঙ্গামুখের নিকট সর্ব্বদাই নতশির, শিষ্টাচার বিগর্হিত ব্যবহারে তাহার প্লীহা ফাটিতে পারে, তখন সে জ্ঞান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেইজন্য সাহেব দোকানে আসিলে বাঙ্গালী নিতান্ত কৃতার্থ মনে করিয়া Thanks এর আশায় অনাবশ্যকীয় হইলেও তাহাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিয়া অর্ডার বিদায় করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর যেমন ঘৃণা, এত ঘৃণা জগতের অন্য কোন জাতিই করিতে শিখিয়াছে কিনা জানিনা। এই কারণেই এদেশে Business solicitor এর অভাব। তাহার ফলে ব্যবসায়ের এত অধঃপতন। কিন্তু এদেশে এই শ্রেণীর লোকের অতিশয় আবশ্যক দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ, প্রত্যেক ব্যবসায়ী যদি অন্ততঃ এই ক্যানভাষারগণকে, দালালদিগকে ঘৃণার চক্ষে না দেখেন, যদি তাহাদের প্রতি অন্ততঃ একটু শিষ্টাচারও প্রদর্শন করেন তাহা হইলে এদেশের ক্যানভাষারগণ দ্বারাও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী স্বজাতি, স্বদেশবাসীকে যে আদৌ বহুকাল ধরিয়া আদরের চক্ষে দেখিতে অনভ্যস্ত, সে কুঅভ্যাস কেমন করিয়া সহজে বিদূরিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। এসকল অতিশয় সত্য কথা, সেইজন্য ক্যানভাষিংএর কাজ অন্যদেশে সম্মানের কাজ হইলেও কোন ভদ্র সন্তান এদেশে একার্য্যে যাইতে চাহে না। কারণ ক্যানভাষার বাঙ্গালী ব্যবসাদারের দ্বারে যাইলেই প্রায় অপমানিত হয়। নিতান্ত গর ব্যবসাদার জাতি, ব্যবসায় নীতিতে মোটেই অভিজ্ঞতা নাই, কেবল পৈত্রিক টাকা লইয়া হতভাগ্য যথেচ্ছাচারী বাঙ্গালী ব্যবসায় করিতে যায় মাত্র, লোকাচার, শিষ্টাচার বর্জ্জিত—স্বদেশের স্বজাতির প্রতি সততই ঘৃণা পরায়ণ, আত্মগৌরবেই জগতকে সরা দেখিয়া থাকে। কাজেই এসকল কথা সে বুঝে না যে ব্যবসাদারের ক্যানভাষার একটী মূল্যবান বন্ধু। তাই এদেশের গোবর গনেশ ব্যবসাদার দোকানে জিনিস পত্র সাজাইয়া রাস্তার লোকের মুখের পানে তাকাইয়া সমস্ত দিন তীর্থের কাকের মত সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত খরচ খরচা বাদে লভ্যাংশে ৪।৫ টাকা পাইয়াই কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া থাকে। আমার প্রতিনিধি তোমার ঘরে কার্য্য সংগ্রহের জন্য যাইলে তুমি যদি তাহাকে অন্ততঃ ভদ্রলোক বলিয়া শিষ্টালাপ করিতে না পার, তোমার প্রতিনিধও সেই ব্যবহার অপরের নিকট পাওয়া অসম্ভব নহে। বাস্তবিক এইরূপেই ক্যানভাষারের প্রতি ঘৃণা করায় এদেশের এত আবশ্যকীয় একটা ব্যবসায়ের উপকরণ ক্যানভাষারের সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

লেখক স্বয়ং রাধাবাজারের একটা বড় দোকানে দেখিয়াছেন, কোন বিশিষ্ট সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য গিয়াছেন। দোকানদার মহাশয় প্রস্তাব করিবামাত্র এমন মুখ ভঙ্গি করিয়া তাহাকে অবজ্ঞা সূচক প্রত্যুত্তর করিলেন যে, ভদ্রলোক নিতান্ত ক্ষুন্নমনে প্রস্থান করিলেন। আমিও কোন জিনিস ক্রয়ের গিয়াছিলাম, তাহার ব্যবহার দেখিয়া আস্তে আস্তে ঘোষ কোম্পানীর দোকানে চলিয়া গেলাম। আসিবার সময় কোম্পানীর যিনি সেল মাষ্টারই বলুন, আর মালিকই বলুন, বলিলেন, মহাশয় চলিলেন যে। আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছিল, বলিলাম, মহাশয় সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি ঐ ভদ্রলোকটীর সহিত যেরূপ ব্যবহার দেখাইলেন, তাহাতে আমার এখানে ক্রয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আপনি উহাকে বিজ্ঞাপন দিতে নাও পারিতেন কিন্তু মুখভঙ্গি না করিলেও পারিতেন ত। দেখিলাম, তিনি দাম্ভিক, মদগর্ব্বিত দোকানদার, আস্তে আস্তে বহুদিনের পরিচিত দোকানে চলিয়া যাইলাম।

তবে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর মধ্যে যে সৎ লোকও নাই এমন কথা বলিতেছি না। যাঁহারা ব্যবসায় করিয়া লক্ষীর শ্রী করিয়াছেন, তাহাদের আচার ব্যবহার যে স্বভাবতঃই ভদ্রজনোচিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বহু অর্থ লইয়া যদি সাধারণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ব্যবসায় করিতে আসিয়া থাক, তবে যে কেহ তোমায় দোকানে আসিবে, দীন হউক, ভদ্র হউক,

অভদ্র হউক, সকলের সহিত সদ্ব্যবহার দেখান ব্যবসায়ীর একটী অতি আবশ্যকীয় ধর্ম্ম। আত্মম্ভরিতা, ধনগর্ব্ব লইয়া বাজারে বাহির হওয়া চলে না। একদিন যে উদরান্ন এবং কার্য্যের সংস্থান করিবার জন্য তোমার দ্বারে উপস্থিত, কে জানে কোন্ অলক্ষিত শক্তির বলে কাল যদি সে ধন কুবের হইয়া দাঁড়ায়, তখন তোমার মত মদগর্ব্ব দোকানদারের ব্যবহার সে ভুলিতে পারিবে কি? এইজন্য সভ্য জগতের ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের সহিতও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখান না। একথা ব্যবসাদার হউন, সাধারণ ভদ্রলোক হউন, সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের অনেক দোকানদার এবং ভদ্রলোক অনেকেরই নিকট ক্রেতা বা ক্যানভাষার কেহই শিষ্টাচরণ পান না। এ সমস্তই অব্যবসায়ীর ধর্ম্ম। সেই জন্য এদেশের ব্যবসায়ের এত অধঃপতন।

ব্যবসায়ীর যে বহু শিক্ষার আছে, একথা এদেশের ব্যবসায়ীর জ্ঞান নাই। সমস্তই ভুঁই ফোঁড় ব্যবসায়ী। পৈতৃক টাকা আছে, মদগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাই শিষ্টাচার শিক্ষার অভাব। কাজেই লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে অপারক হয়। এই দোষেই এদেশে ক্যানভাষার বা Bussiness Solicitor এর অভাব। কিন্তু ইহা বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর লোকের এদেশে একান্ত প্রয়োজন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ভাল ক্যানভাষার থাকিলে পল্লীগ্রামের মধ্যে তাহারা যাইয়া সহরের ব্যবসায়ীর জন্য বহু খরিদদার সংগ্রহ করিতে পারিত। তাহাতে ক্রেতার আধিক্য বশতঃ ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়া জাতীয় ধন পুষ্টতা লাভ করিতে পারিত।

যে কোন ব্যবসায় হউক না কেন, সাধারণকে দেখাইবার শুনাইবার জন্য এমন কিছু আবশ্যক, যাহা দ্বারা সাধারণ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে। সেই জন্য পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ ২টী প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ১ম প্রতিনিধি বা ক্যানভাষায় প্রেরণ, ২য় বিজ্ঞাপন। তাঁহারা এই দুয়েরই আশ্রয় লয়েন। বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণ লোকের কিনিবার আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত করেন, প্রতিনিধি দ্বারা স্থানীয় দোকানদারকে হোলসেল বা পাইকারী ক্রেতা করিয়া তাহার নিকট মাল রাখিয়া দেন। বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সাধারণে জিনিসের আবশ্যকতা ও সুবিধা বুঝিয়া স্থানীয় দোকান দারের নিকট ক্রয় করিতে থাকে। যদি ক্যানভাষায় যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া স্থানীয় লোককে খরিদদার না করিত, তাহা হইলে লোকের আবশ্যক হইলেও অনায়াসে পাইতে পারিত না বলিয়া শুদ্ধ বিজ্ঞাপন দেখিয়া ক্রয় করিবার প্রণালী চলিত হয় নাই। এই জন্য দেশে যাহারা Consumar অর্থাৎ ক্রেতা, তাহারা সকলেই কিছু সহরে আসিয়া ক্রয় করিতে পারে না, ফারমের প্রতিনিধি যাইয়া নমুনাদি দেখাইয়া তাহাদিগকে ক্রেতা করিতে পারিত ও জিনিসেরও কাটতি হইত। তাহা হইলে পথিকের মুখপানে তাকাইয়া এদেশের দোকনদারকে বসিয়া থাকিতে হইত না।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা ক্যানভাষারের সাহায্যেও জিনিস বিক্রয় করিতে পারিতেন। তাহার কমিশন ও খরচা বাদেও প্রচুর লাভ থাকিত। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ী সমস্ত লাভ একাই ভোগ করিবার প্রয়াসী, এই জন্য সে শ্রম বিভাগ করিয়া দশ জনের উপর দিতে নারাজ। এই সংকীর্ণতার জন্য সকলদিক একা দেখিতে না পারিয়া অবিলম্বে দেউলিয়া হইয়া পড়ে। এসকল দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, এদেশের লোকে ব্যবসায়ের কুট নীতিতে অনভিজ্ঞ।

সর্ব্বদেশেই প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই ক্যানভাষার বা Representative এর সাহায্যের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার ব্যবসায়ী ইহার আবশ্যকতা আদৌ উপলব্ধি করেন না, করিতে শিক্ষাও হয় নাই। এই জন্য পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেও প্রতি বৎসরই এদেশে তাহাদের ক্যানভাষার পাঠাইয়া নূতন নূতন নমুনা দেখাইয়া আদর আপ্যায়ন করিয়া সুপরিচিত হন এবং নিজের দেশের ব্যবসায়ীর জন্য প্রচুর টাকার অর্ডার সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। বহু অর্থ ব্যয়ে তাহাদিগকে সাত সমুদ্র পারে আসিতে হয়, কিন্তু সে ব্যয় ব্যর্থ হয় না। এদেশের ব্যবসায়ী নিত্যই ইহা চক্ষের উপর দেখিয়াও তাহা শিক্ষা করে না, ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে? বহু শিক্ষিত যুবক সামান্য চাকুরীর জন্য উমেদারী করেন, তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দেশের ব্যবসায়ীর এবং তাহাদের উভয় পক্ষেরই অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

দেশীয় শ্রম শিল্পের ভবিষ্যৎ।

প্রতিবৎসরই বৎসরান্তে অথবা নববর্ষের প্রারম্ভে গুডফ্রাইডের অবকাশে একবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয় এবং তৎসঙ্গে স্থানে স্থানে দেশীয় শিল্পাদির আলোচনার জন্য একটি শিল্প সমিতিরও অধিবেশন হইয়া থাকে। মামুলী প্রথা অনুসারে এবারেও সেইরূপ হইয়াছিল। বিহার Industrial conference এর সভাপতি এবার ছিলেন মাননীয় মিঃ লি। তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জ্ঞানগর্ভ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে শ্রমশিল্পের স্বল্পতার অন্যতম কারণ এই যে, দেশের লোকে এত দিন পর্য্যন্ত চাষ আবাদ করিয়া এত সুখে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

সচ্ছন্দে কাটাইয়া আসিয়াছে যে, তাহারা সহজে কল কারখানার দিকে যাইতে চায় না। যে দেশে কর্ষণযোগ্য জমি কম অথবা অন্যান্য কারণে কৃষিকার্য্যে অধিক ব্যয় অথবা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, সেই দেশেরই লোকে শিল্পের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া কোন জাতিই শুধু কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। উন্নত সুসভ্য এবং অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির সমকক্ষ হইতে হইলেই শিল্পকলার চর্চ্চা ও শিল্পের বিস্তার একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু কি করিয়া দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে? শুধু উপযুক্ত যুবক বৃন্দকে বিদেশে পাঠাইয়া বিশেষ বিশেষ শিল্প শিখাইয়া আনিলেই হইল না। অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণায় দেশে শিল্প শিক্ষাগার স্থাপনের জন্য ব্যতিব্যস্ত। লি সাহেব সেই ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে—"Instructions which train students in the science underlying manufacturing operations and in modern industrial processes only prepare them to conduct industries and do not make the industries themselves. Industries come from the people, not from institutions nor from the Government and unless the people of the country have the desire to found and promote and foster industries, there will be no industries." অর্থাৎ যে সকল শিক্ষাগারে শিল্প কার্য্যের মূলাধার বিজ্ঞান অথবা আধুনিক শিল্পাদি প্রস্তুতের প্রকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সকল শিক্ষায় কেবল শিল্পাদি কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি গঠন করে মাত্র; তাহাতে কিছু শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় না। শিল্পের প্রতিষ্ঠা দেশের জনসাধারণের দ্বারাই হয়। শিক্ষাগারের দ্বারা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ইহা হয় না। যতক্ষণ না জন সাধারণের শিল্প স্থাপন, পোষণ ও উন্নতির চেষ্টা না হইবে, ততক্ষণ কোন শিল্পেরই উদ্ভব হইবে না —এই উক্তিটিই ঠিক, আমরা এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছি।

কৃষি কলেজ সম্বন্ধে লি সাহেবের অভিমত—

কৃষি কলেজ সমূহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখাইয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষি কলেজ গুলিতে উন্নত প্রণালীর কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ছাত্রও যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ শিক্ষা পাইলে দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষির বিস্তার হইত, তাহারা সাধারণতঃ কলেজে আসে না। যাহারা আসে, তাহারা কেহই কৃষিকার্য্যকে জীবিকা স্বরূপ অবলম্বন করে না। কেবল বিশেষ বিশেষ পদের উপযুক্ত হইবার জন্যই কলেজে অধ্যয়ন করে। এইরূপ হওয়ার একটা কারণ আছে। বড় বড় ভূস্বামীগণ বলেন যে, কৃষি শিক্ষায় তাঁহাদের কোন লাভ নাই। কারণ তাঁহাদের যথেষ্ট জমি থাকিলেও তাহার অধিকাংশই বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে প্রজা উঠান অসম্ভব। অন্যদিকে যাহা সামান্য দখলে আছে, তাহা চাষ করিলে তাঁহার অবস্থার লোকের কোন সুবিধা হয় না। সুতরাং কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান কারণ সমূহ দূরীভূত না হইলে বড় বড় জমিদারেরা যে কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন না, তাহা একপ্রকার নিশ্চয়।

মিঃ লি মহোদয় ঠিকই অবস্থা বুঝিয়াছেন। প্রকৃতই কৃষি গবেষণার সাধারণ কৃষকের কোন হিতই সাধিত হয় না।

কৃষি কলেজ ভিন্ন অন্যান্য শিল্প কলেজেরও অবস্থাও একই প্রকার; নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইবার জন্যই এসকল স্থানে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে আসে। উপযুক্ত জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নহে, সেই জন্য বরং কতকগুলি শিল্প শিক্ষাগার স্থাপন করিয়া অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিল্প শিক্ষা না দিয়া যে সকল শিল্পের দেশে প্রকৃত অভাব আছে এবং যাহা প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে ইচ্ছুক, সেইরূপ শিল্প শিক্ষারই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না করিয়া যে সকল শিল্পের লোকের আস্থা নাই, অথবা যে সকল শিল্পের নিকট ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে, সেই গুলি কতিপয় যুবক বৃন্দকে শিক্ষা দিয়া কেবল কতকগুলি অসন্তুষ্ট চিত্ত ব্যক্তির সৃষ্টি করা মাত্র।

এইত গেল জনসাধারণের সহিত বর্ত্তমান সময় শ্রম শিল্পাদির সম্বন্ধের বিষয়। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে শিল্পাদি সম্বন্ধে যতটা উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে গেলেও বিশেষ সন্তোষলাভ করা যায় না। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে মিঃ সোয়ান্ বঙ্গদেশীয় শ্রমশিল্পাদির অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বিকাশে যে সকল নূতন নূতন শিল্পাদির স্থাপন হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই এখন অদৃশ্য হইয়াছে।

এতদ্দেশে যৌথ কারবার স্থাপন অতি অল্পদিনই হইয়াছে। ১৮৮৯ সালে মিঃ কলিন যখন শিল্পাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে

নিযুক্ত হন, তখন একটিও ছিল না। ১৯০৭-০৮ সালে অর্থাৎ ১৯ বৎসর পরে পশ্চিম ও পূর্ব্ব-বঙ্গে যখন মিঃ কামিং ও মিঃ গুপ্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন অনেকগুলি যৌথ কারবার হইয়াছিল; আর বৎসর পরে অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ২৫ বৎসরের ভিতর বঙ্গদেশে যৌথ কারবারের উত্থান ও পতন উভয়ই হইয়াছে। ইহার কারণ কি? সাবান, দেশালাই, মোজা, গেঞ্জি, কাপড় ও রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য যে এতগুলি কল কারখানা স্থাপন হইল ও কি কারণে এবং কি প্রকারে অন্তর্হিত হইল, তাহা একটি বিশেষ চিন্তার বিষয়।

মিঃ সোয়ান বলেন, এইরূপ অবস্থা প্রধানতঃ দুইটি কারণের সংযোগে সংঘটিত হইয়াছে—১। অপর্য্যাপ্ত মূলধন। ২। অনুপযুক্ত তত্ত্বাবধান। বস্তুতঃ উক্ত নূতন নূতন কারবার সমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে কোন কারণটাই অলীক বলিয়া বোধ হয় না।

যে সমুদায় লোকের উদ্যোগে এই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, তাহা প্রায় কাহারই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কি পরিমাণ মূলধন হইলে কার্য্য স্বচ্ছল ভাবে চলিতে পারিবে, তাহা তাঁহারা প্রথমে অনুমান করিতে পারেন নাই। কিম্বা তাঁহারা অনেক স্থলে কার্য্য আরম্ভ করিলে টাকা আসিবে এ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবশেষে দেখিতে পাওয়া গেল যে, প্রস্তাবিত মূলধনের সামান্য অংশ মাত্র সংগৃহীত হইল এবং যে স্থলে উক্ত স্বল্প অর্থে কার্য্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইল, সে স্থলে আর মূলধন উঠিল না। সেই জন্য কোথাও হয়ত কল কব্জা ক্রয় করা হইল, আবশ্যকীয় উপাদান ও মজুরি যোগাইবার আর উপায় থাকিল না এবং কোথায় হয় ত অভাব পরিপূরণের জন্য এত অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করা হইল যে, কারখানায় লাভ হইলেও সুদের টাকা দিতেই তাহা ঘাটিয়া গেল।

এস্থলে সোয়ান সাহেবের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কারণ কথাটা বড়ই ঠিক। তিনি বলিয়াছেন যে "Adequate capital is particularly necessary in the case of industries run by Indian capital and under Indian management, owing to the reluctance of banks and of firms that supply machinery and raw materials to give them credit. When a concern has to play cash for its raw materials and at the same time to allow credit to its customers, it must have at its command much more working capital than a similar business which enjoys the usual banking facilities." অর্থাৎ যে সকল কারবার ভারতীয় মূল ধনে এবং ভারতবাসীগণের তত্ত্বাবধারণে পরিচালিত হয়, তাঁহাদের মূলধন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হওয়া অধিকতর আবশ্যক। কারণ ব্যাঙ্ক কিম্বা কলকব্জা অথবা মূল উপাদান ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে ধার দিতে চায় না। যখন কোন কারবারকে নগদ টাকা দিয়া মূল উপাদান ক্রয় করিতে হয় এবং খরিদ্দারগণকে ধার দিতে হয়, তখন যে সকল কারবারকে উক্ত রূপ করিতে হয় না, সে সমুদায় কারবার অপেক্ষা ইহার আয়ত্তাধীনে অধিকতর মূলধন থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

বলা বাহুল্য যে, বিদেশীয়গণ পরিচালিত কারখানাকে ব্যাঙ্ক অথবা ব্যবসায়ীগণ ধার দিতে সকল সময়েই ইচ্ছুক। ভারতবাসীগণ যে সুবিধা পায় না এবং তাহাই নূতন কারবারের উন্নতির একটি প্রধানতম অন্তরায়। কার্য্য পরিচালনার সুদক্ষ লোক যে দেশীয়দিগের মধ্যে নিতান্ত কম, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। আজ কাল ইংলণ্ড, ইউরোপ আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ শিল্পে কতিপয় ব্যক্তি সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা আবশ্যকীয় দ্রব্যই প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে মূল উপাদান ক্রয় করিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে হয়, কিরূপভাবে মূলধন ব্যয় করিলে কারবার অক্ষুণ্ণ থাকে, বাজার হিসাবে কি রকমে পণ্যের দাম অথবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে এ সকল বিষয় অবগত নহেন। যাঁহারা বড় বড় কারবারে লিপ্ত থাকিয়া হাতে কলমে এই সকল কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাই কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদ্দেশীয় যে কোন কারবারের ডাইরেক্টরগণের তালিকা পাঠ করিয়া দেখিলে বড় বড় জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির নাম অনেক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক কাজের লোকের নাম বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সে রকমের লোক দেশে কম সত্য। কিন্তু কারবারে যখন অভিজ্ঞতা ক্রয় করিতে হয়, তখন কারবারের শুভাকাঙ্ক্ষায় বিদেশ হইতে ঐ প্রকার লোক সংগ্রহ করার আপত্তি কি?

বঙ্গদেশে যৌথ কারবারের সাধারণ অবস্থা এইরূপ হইলেও মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কার্য্যাদির ভবিষ্যত যে একবারে অন্ধকারময় নয়, তাহা দুই চারিটি কারবারের অবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এগুলি অবশ্য

প্রকৃত প্রস্তাবে যৌথ কারবার নহে। দুই চারিজন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেঙ্গল কেমিকেল ও ফারমিউটিকাল্‌ ওয়ার্কস, পেনসিল নিব প্রভৃতি প্রস্তুত কারক মেসার্স এফ, এন, গুপ্ত কোম্পানি, কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল ন্যাসনাল ট্যানারি প্রভৃতির বিষয় বলিতে পারা যায়। এই সমস্ত কারবারের আর্থিক অবস্থা আপাততঃ উত্তম এবং ইহাদের দ্রব্যাদির কাটতি দেখিয়া বোধ হয় যে, এইগুলি বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অল্প সংখ্যক অংশীদার থাকায় তত্বাবধারণ অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়াই হউক, কিম্বা মূলধনের প্রাচুর্য্যতা বশতঃই হউক বা যে কারণেই হউক, এই সকল কারবার মোটের মাথায় সফলতা লাভ করিয়াছে এবং তদ্দারা দেশেরও নাম রক্ষা করিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রম শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার দেশের লোকের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু কখন কোন বিষয়ে সরকারী সাহায্যও বাঞ্ছনীয়। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহা দেখাইতে পারেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যে প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত পরিমাণ লাভে বিক্রয় হইতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত কারবার প্রতিষ্ঠার সুযোগ যে কেহ অবহেলা করিবে না, তাহা স্থিরনিশ্চয়। সোয়ান সাহেবের মতে গবর্ণমেণ্ট যদি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন, তাহা হইলে শ্রমশিল্প বিস্তারে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

১। গ্রাম্য শ্রমজীবিগণের (যেমন তাঁতি, রেশমী বস্ত্র ও পিত্তলের দ্রব্য প্রস্তুতকারীগণ) মধ্যে যৌথঋণ দান সমিতি সংস্থাপন। উক্ত সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রমজীবিগণকে মূল উপাদান ক্রয় করিতে এবং প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য প্রদান করিবেন।

২। উন্নত প্রণালীর কল কব্জার উপকারিতা বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থলে প্রদর্শন। তাঁতিদিগের এইরূপ প্রদর্শনীতে স্থানে স্থানে অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু তসর বস্ত্র ও পিত্তল বাসন প্রস্তুতকারকগণের এই উপায়ে অনেক শিক্ষা দিতে পারা যায়।

৩। বনবিভাগের সাহায্য প্রদানে যাঁহারা দেশলাই, পেনহোল্ডার ও পেনসিল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চান, তাঁহাদিগকে বন বিভাগ উপযুক্ত কাষ্ঠ বিশেষ বন্দোবস্তে সরবরাহ করিয়া উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার অনেকটা সাহায্য করিতে পাবেন। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আয়ত্বাধীনে যে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, তাহা জানাইয়া এবং মূল উপাদান উপযুক্ত মূল্যে দিয়া শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠাতাগণকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহারা নিজে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহেন।

শ্রমশিল্পের ভবিষ্যৎ সুতরাং দেশের লোকের উপরেই নির্ভর করিতেছে। যে যে কারবার সফল হইবার আগে দুই চারিজনের মিলিত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কারবার কৃতকার্য্য হওয়া আবশ্যক। কারণ উহাই যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শিক্ষা স্থল। ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে কারবারের যুগ যখন ইংলণ্ডে আসে, তাহার বহুপূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্রভাবে কিম্বা দুই চারিজন মিলিয়া বড় বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে যখন ঐ সমুদয়ের কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিশাল শিল্পশালায় পরিণত হয়, তখনই তাঁহারা সাধারণকে উহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় না এবং কোন প্রকার দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম থাকে। এতদ্দেশে তাহাই প্রথমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কৃঃ

Agricultural Notes.
কৃষিতথ্য।

ইক্ষুর বীজ আছে সেই বীজ হইতেও চারা প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতেও গুড় ও চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে বীজ হইতে চারা উৎপন্নের কেহ চেষ্টাও করিয়াছেন এমন শুনা যায় নাই কিন্তু জাভা ও মরিশস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বীজ হইতে চারা উৎপাদনের পরীক্ষা সফল হইয়াছে এবং বীজ হইতেই ইক্ষুর চাষ করিয়া বেশ লাভ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র সমূহে ইহার পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। বীজ হইতে চারা করিবার একটা সুবিধা যে, ডগা হইতে চারা অপেক্ষা বীজোৎপন্ন চারার পোকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইক্ষুরোগ জন্মিতে পারে না। এই বীজ হইতে চারা করিবার প্রণালী এবং বীজ Messers Endmaun and Seilckih of sauarang Java এই ঠিকানায় পাওয়া যাইতে পারে।

আনারস।

আনারস একটী উৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবসায়, আনারস গাছে কৃষককে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না ফলের মাথায় যে আনারসের কতকগুলি পাতা থাকে, আনারস ছাড়াইবার সময় কতকগুলি চোক্ক সমেৎ মাটীতে পুতিলেই গাছ হয়। ইহার ফল বিক্রয়ে, আনারসের মোরব্বা প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর লাভ হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন, এতদ্ভিন্ন ইহার পত্রগুলি হইতে একপ্রকার Telese বা পাটের মত আঁশ পাওয়া যায় তাহা হইতে

রশা দড়ি প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া থাকে এবং তাহাও উচ্চমুল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহারও মণ ১০৲ টাকা হইতে ১৪ টাকা বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশের প্রচুর পতিত জমি পড়িয়া থাকিলেও এদেশের লোকের যেমন সর্ব্ব বিষয়েই উদাসীনতা, কৃষি কার্য্যেও সেইরূপ তাচ্ছিল্যতা আছে। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে Director of Econmic Products, Calcutta, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সবিশেষঃ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। ইহার বিলাতে রপ্তানী হয়, এবং সেখানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

গোলাপ চাষের সংক্ষিপ্ত প্রণালী।

নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত গোলাপের চারা পুতিবার প্রকৃষ্ট সময়। বর্ষাকালে গোলাপের চারা বসাইলে বিফল মনোরথ হইতে হয়।

গোলাপ চাষের মাটি।

গোলাপ চাষের ক্ষেত্রটী পার্শ্বস্থ জমি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কারণ যেন গাছের গোড়ায় জল না বসিতে পারে। জমির মাটীকে কোপাইয়া মাটী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। কলম হইতেই গোলাপ চাষ হইয়া থাকে। ভাল ভাল গোলাপের কলম নর্সারি হইতে ক্রয় করিতে হয়। কারণ মালীদের নিকট হইতে কলম কিনিয়া আমি অনেকবার প্রতারিত হইয়াছিলাম। প্রত্যেক কলমটী ৪।৫ হাত অন্তরে বসাইতে হয়।

কলম বসাইবার নিয়ম।

প্রত্যেক কলম প্রস্তুত করিবার সময় নিম্ন শ্রেণীর গাছের ডালের সহিত উচ্চ শ্রেণীর গোলাপের ডালের জোড়া দিয়া বান্ধা হইয়া থাকে। উভয় ডালে জোড় লাগিয়া যাইলেই আগাছা গোলাপের ডালের মাথাটি বান্ধনের উপরেই কাটিয়া দেওয়া হয় সুতরাং তাহার গোড়াটী মাটীতে পোতা হয়, সেই আগাছা গোলাপের দ্বারা রস টানিয়া লইয়া উচ্চ শ্রেণীর ভাল গোলাপের জোড়া ডালটিই বাড়িয়া উঠিয়া উৎকৃষ্ট পুষ্প প্রদান করে। পুতিবার সময় ঐ জোড়ের কিঞ্চিৎ নীচে পর্য্যন্ত মাটী দিতে হয় এবং একটী কঞ্চি বা বাখাড়ীর সহিত গাছটীকে বান্ধিয়া দিতে হয় কারণ প্রবল ঝড়, বাতাসে জোড় খুলিয়া যাইতে পারে।

গোলাপ গাছে প্রচুর জলের আবশ্যক, যাঁহারা ক্ষেত্রে গোলাপের চাষ করেন, তাঁহারা গোলাপ ক্ষেতকে একেবারে জলে প্লাবিত করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রচুর জল জমীতে দাড়াইয়া না থাকিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য না রাখিলে গোড়া পচিয়া গিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

কোন গোলাপ গাছের যদি মাটির গোড়া হইতে শাখা গজাইয়া উঠে, তাহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। কারণ ইহাকে 'এলা কাটীং' বলে। ইহা সেই নিম্নশ্রেণীর গোলাপের শাখা মাত্র, তাহা নষ্ট করাই উচিত। অক্টোবর মাসে গোলাপের শাখা ছাঁটীয়া দিতে হয় এবং গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করিতে হয়। নবেম্বর ডিসেম্বরে পুষ্প ধরিয়া থাকে। খোল পচা, গোবরের সার, গোলাপ গাছের পক্ষে হিতকর। কিন্তু মাটীর সহিত পচাইয়া ঐ সকল ব্যবহার করা উচিত। নচেৎ গোড়ায় উই লাগিতে পারে। ভাল গোলাপ মূল্যবান। ফুল কলিকাতায় চালান দিলে হগ সাহেবের বাজারে এবং অন্যান্য বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ফুল ওজনদরে বিক্রয়ও হয় এবং এমনি ঠাউকো বিক্রয়ও হইয়া থাকে। প্রত্যেক পল্লীগ্রামে পরীক্ষা করিলে ক্ষতি কি?

গোলাপ চাষে লাভ।

গোলাপের ন্যায় সৌরভময় নয়নানন্দকর পুষ্প অতি বিরল। এই গোলাপ চাষে যথেষ্ট লাভও আছে। কিন্তু এদেশের সহরের লোক ভিন্ন ফুলের চাষে পল্লীবাসীর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। ধান ইক্ষু চাষের ন্যায় ভাল গোলাপের চাসেও লাভ যথেষ্ট, কিন্তু পল্লীবাসী কুঁড়ের বাদসা, কৃষি কার্য্যের মধ্যে ধান ও পাট চাষ করিয়া সে হাঁপাইয়া পড়ে, এবং সমস্ত বর্ষ আলস্যে কাটাইতে থাকে। সুতরাং এদেশে কৃষি সম্বন্ধে কিছু বলা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। কে তাহা জানিতেই বা চায়, এবং কেই বা কাজ করে।

রেড়ির খইল— ইক্ষু, গোল আলু, গোলাপ প্রভৃতি গাছে রেড়ীর খইল ব্যবহার করিলে গাছে উইয়ের উপদ্রব হইয়া থাকে। সেইজন্য ঐ সকল চাষে রেড়ীর খইল না ব্যবহার করাই উচিত।

খালের আবশ্যকতা।

—:০:—

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভুম প্রভৃতি জেলার চাষ প্রতি বৎসরেই জলাভাবেই নষ্ট হয়। আকাশের জল না পাইলে এসকল জেলায় অনেক স্থলেই কিছু হয় না এবং হাহাকার উঠিয়া থাকে। সকল স্থানে নদী, বিল বা কন্দরও নাই। লোকে ক্রমাগত কৃষিকার্য্যে ক্ষতি স্বীকার করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া জল ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় এই সকল কৃষি প্রধান জেলায় খাল ক্যানেলাদি ব্যতীত গত্যন্তর

নাই। ক্যানেল করিতে যে সহসা গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ কতশত বার মাপ হইয়াছিল, প্রায় ১৫।২০ বৎসর ইহার আমরাই জল্পনা কল্পনা শুনিয়া আসিতেছি। এদেশের কৃষকগণকে যদি প্রকৃতই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে জেলা-বোর্ড এবং লোকাল বোর্ডের দ্বারা মাঠের পুষ্করিণীর সংস্কার কার্য্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। এই অন্নকষ্টের জন্যই অনাহার জনিত উৎকট পীড়ায় প্রতিবৎসর প্রজাক্ষয় হইতেছে। আর কি শ্মশানে পরিণত হইলে প্রতিকারের উপায় করা হইবে? গবর্ণমেণ্টের ঋণ লইতে প্রজার সাহসে কুলায় না, সেই সকল সন্দেহ এবং খারাপ ধারণা প্রজার মন হইতে অপসারিত করিবার জন্য কোন উপায় করা হউক, সর্ত্ত সমূহকে অনায়াস সাধ্য করা হউক। আইন কানুন বোঝাত ত অজ্ঞ লোকের সম্ভব নহে, সেই গুলি সোজা করিয়া প্রত্যেককে বুঝাইলে হয়ত অনেক প্রজাও ঋণ গ্রহণ করিয়া কতক সংস্কারও করিতে পারে। ক্যানেল করিলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয় না। তাহারও রাজস্ব আদায় হইয়া খরচা উঠিয়া যায়। ঐ সকল জেলায় সন্তোষজনক চাষ কখনই হয় না, ইহার কি প্রতিকার হওয়া আবশ্যক নহে?

কৃষির প্রধান আবশ্যকীয় উপকরণ জল, যদি জলাভাবেই চাষ হইতে পারিল না, তবে কৃষিতত্ত্ব,কৃষি গবেষণা, গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ এবং তাহার রিপোর্ট এ সকলে প্রজার কোন দুঃখই মোচন হইবে না। প্রজার অবস্থা, কৃষির অবস্থা, যাহাতে উন্নত হয়, তেমন উপায় না হইলে কাগজের লিখিত, পঠিত, গবেষণায় প্রজার হাহাকার ঘুচিবে না। প্রজা নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে, কাহারও কিছু নাই যে তাহারা নিজে কিছু করিতে পারে। আমাদের এ কাতর চিৎকার কি রাজার কর্ণে প্রবেশের এবং প্রতিকারের কোন উপায় নাই? বহু কালই এই কৃষি সঙ্কটের গবেষণা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রতিকারের ত কিছুই হইল না। ইহার আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। নচেৎ দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। পল্লীর দুঃখ, পল্লীর অবস্থা পল্লীবাসীই জানে। গবর্ণমেণ্ট হয় ত প্রকৃত অবস্থাতেই অনভিজ্ঞ কি না কে বলিতে পারে। কারণ কর্ম্মচারীর রিপোর্ট দেখিয়াই গবর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বস্ত কমিশন বসাইয়া যদি প্রত্যেক গ্রামের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার কৃষকের জন্য কিছু না করিয়া থাকিতেই পারেন না। কিন্তু দেশের যোগ্য-লোকগণ পল্লীবাসীর দুঃখের আলোচনা খুব কমই করিয়া থাকেন। তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর জন্য বরং আলোচনা করিবেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে অহরহ অন্নকষ্টের হাহাকারের জন্য কোন আলোচনা করিতে অগ্রসর হয়েন কৈ? দেশের দুরদৃষ্ট।

বজ্রাঘাতের দূরত্ব নির্ণয়।

—:০:—

যখন বজ্র পাত হয়, তখন আলোক দেখিয়া এবং শব্দ শুনিয়া তাহার দূরত্ব স্থির করিতে পারা যায়।

বজ্রের শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১২৫ ফিট গমন করিয়া থাকে। যদি আলোক এবং শব্দের মধ্যে ১ সেকেণ্ড ব্যবধান হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ১১২৫ ফীট দূরে বজ্রপাত হইয়াছে। যদি আলোকে এবং শব্দের মধ্যে ১ মিনিট ব্যবধান হয়, তাহা হইলে বজ্র পাতের দূরত্ব ১৩ মাইল, দূরে বজ্রপাত হইয়াছে। অনেক বিজ্ঞানবিদ বলেন যে, আলোক দেখিবার ১ মিনিটের উপর ব্যবধান হইলে অথবা ১৪ মাইল দূরে বজ্রপাত হইলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আলোক দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কামানের শব্দ ১০০ মাইলের উপর হইলেও শুনিতে পাওয়া যায়।

পেনসিলের কারখানা।

—:০:—

ষ্টেটসম্যান বলেন যে, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৫টী পেনসিলের মধ্যে এদেশে ৩টী পেন্সিল অন্ততঃ ফেবার কোম্পানী অথবা ভিয়েনার হার্ডিমথ কোম্পানীর ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং এখানকার বাজারে যাহা ছিল, তাহার নিঃশেষ হওয়ায় এইবার পেনসীলের এদেশে প্রকৃতই অভাব হইবে। গবর্ণমেণ্ট ষ্টেশনারী বিভাগে সমস্ত বৎসরের জন্য পেনসীল এবং পেন হোল্ডার ক্রয় করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। এখানকার কনট্রোলার মহোদয় এদেশের পেনহোল্ডার প্রভৃতি চালাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন যে, এদেশের উপরোক্ত দ্রব্য সমূহে এ দেশের অভাব পূর্ণ হয় কি না? সকল পেনসিল এবং পেন হোল্ডার সিডার নামক এক প্রকার কাষ্ঠেই প্রস্তুত হয়, এদেশে এই কাষ্ঠের যথেষ্ট অভাব অনুভূত হইয়া ছিল। সেইজন্য এদেশে প্রচুর পরিমাণ পেনসীল এবং পেনহোল্ডার প্রস্তুত হইতে পারিত না। এক্ষণে আফ্রিকাতে প্রচুর কাষ্ঠ পাওয়া যাইতেছে, ভারতবর্ষের ধনীগণ এখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সফল কাম হইতে পারেন এবং এদেশের পেনসীল ও পেন্ হোল্ডারের অভাব এদেশ হইতেই মোচন হইতে পারে। পেনহোল্ডার এবং পেনসীলের যেরূপ নিত্যব্যয় এবং ইহার আয়ও যে যথেষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এদেশের লোকের শিল্প কার্য্যে তেমন প্রবৃত্তি কৈ?

এক সময় অযোধ্যার কোন ডেপুটী কমিশনার বলিয়া ছিলেন যে, "A nation of offecials and lawyers would starve, অর্থাৎ কেরানী এবং উকিলের দেশের লোকে অনাহারেই মরিতে বাধ্য, কারণ শিল্প এবং ব্যবসায়ের আলোচনা গবেষণা তাহাদের দ্বারা হয় না। সামান্য আয়ে, মোকর্দ্দমা মামলায় দেশ উৎসন্ন যায় এবং দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এদেশে এইরূপ উপকরণই অধিক। ফলং মড়কং।

বঙ্গের দুর্দ্দিন!

—:০:—

এবৎসর বাঙ্গালার দুর্দ্দিন উপস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গে প্লাবন এবং দুর্ভিক্ষে হাহাকার উঠিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গে দুই একটী স্থান ব্যতিত সর্ব্বত্রই জলাভাব, কাজ কারবার ভীষণ সংগ্রামের জন্য অতি শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়াছে, দস্যুভয়ে লোকের ধন প্রাণ বিপন্ন—কে এদুর্দ্দিনে চিরদুঃখী বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবে? দেশের মটরকার গাড়ী ঘোড়ায় বঙ্গের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন ঘোষনা করিলেও শুনা যায়, পূর্ব্ব বঙ্গের সাহায্য ভাণ্ডারে দেশের লোকের দ্বারা এখনও ৭ হাজার টাকার সংস্থান হয় নাই!

কিন্তু দেশ এবং দশ বলিয়া যাঁহাদের সহানুভূতি এবং শিক্ষার পরিনতি হইয়াছে, তেমন জাতি ইঙ্গিত মাত্রেই লক্ষ লক্ষ টাকা সভ্যদের মধ্যে উঠাইয়া লইতে পারেন, তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ, ষ্টেট্‌সম্যানের যুদ্ধের চাঁদা।

আমাদের ব্যাপ্যার হইতেছে, "ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, আর বাহিরে কোঁচার পত্তন,, সেইজন্য এজাতির এত দুর্দ্দশা! জাতীয় সহানুভূতি থাকিলে ভাবনা কি ছিল। আমাদের এবার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

জীবন রক্ষা কার্য্যে মাড়োয়ারী মহাত্মারা যেন স্বত প্রবৃত্ত হইয়া সমস্তই সাহায্য করিতে অগ্রসর! ইতি মধ্যেই পূর্ব্ব বঙ্গে দুস্থ নরনারী গণের জীবন রক্ষার জন্য লাগিয়া পড়িয়াছে। আর আমার বাঙ্গালীরা ৭ হাজার টাকাও নাকি তুলিতে সক্ষম হয়েন নাই। বাস্তবিক সকল কার্য্যেই দেশটার তারিফ আছে, বলিতে হইবে।

Home Industry.
গার্হস্থ্য শিল্প।
Toilet Preparations.
Rose-salve.
রোজসাল্‌ভ্।

—:০:—

এ জিনিসটা ইয়োরোপীয়ান মহিলাগণ ওষ্ঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন। এদেশের সৌখীন বহু মহিলাও যে ব্যবহার না করেন, এমন নহে। কিন্তু ইহা অতি সহজে এদেশেও প্রস্তুত করা যায়, এবং বিক্রয় করা যায়। কারণ ইহার এখনও এদেশে অভিনবত্ব আছে। লোকে বিলাতি আমদানী দ্রব্যই ক্রয় করিয়া থাকে। এদেশে কেহ করিয়া অনায়াসে বিক্রয় করিতেও পারেন।

প্রস্তুত প্রণালী।

বাদাম তৈল —৩ আঃ, ইহাতে ১ আউন্স আল্‌ক্যানেট্ (Alkanet Root) ফেলিয়া ৩।৪ দিবস রাখিয়া দাও। যখন তৈলটা ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন শ্বেত মোম্ ১৷৷ আউন্স এবং স্পারমাসেটী ১ আউন্স ওজন করিয়া লইয়া ঐ তৈলে দিয়া সাদা এনামেলের পাত্রে করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ফেল, এবং খুব ঘন ঘন নাড়িয়া মিশ্রিত কর। যখন ঘন হইয়া আসিবে, তখন অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতল হইতে দাও এবং ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে ইহাতে ১০ ফোঁটা অটোডি রোজ বা ভাল গোলাপের আতর মিশাইয়া পুনরায় নাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া দাও। তাহার পর ছোট ছোট পোর্সিলেন পট্ বা গ্লাসের শিশিতে প্রত্যেকটায় ১ ড্রাম আন্দাজ দিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে পার। ইহার তুমি নিজের মনোমত বাঙ্গালা নাম দিতে পার, প্রত্যেকটি।০ দামে বিক্রয় করিলেও ক্রেতার অভাব হইবে না। ৷৷০ মূল্যে বিক্রয় করিলেও ক্ষতি নাই। লেবেলাদি খুব সুন্দর দিতে হয় ও বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

TOOTH WASH.
দন্তধাবন।

অনেকেই দন্ত ধাবনের চূর্ণই বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমরা একটী দন্ত ধাবনের আমেরিকান অভিনব সামগ্রীর বিষয় বলিতেছি, দন্তের পশ্চাদ্ভাগে জমাট চুনের মত একপ্রকার কঠিন আবরন আপনা হইতে জন্মে এবং তজ্জন্য দন্তের ঘোর অনিষ্ট হয়, দন্ত মঞ্জন উপরের ময়লা পরিস্কার করিলেও ভিতরের এবং দন্তের পার্শ্ব সমূহের ময়লার কিছু করিতে পারেনা। নিম্ন লিখিত দ্রব্য দ্বারা ভিতর বাহির অতি সহজে পরিস্কার হইবে এবং ঠিক মুক্তার ন্যায় দেখাইবে। অথচ ইহা যথেষ্ট নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যানুমোদিত। ইহাও বিক্রয় করিলে নিশ্চয়ই বাজারেও ইহার আদর হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

দুই আউন্স—"সোহাগা, Borax কে ৩ পাইন্ট ফুটন্ত গরমজলে গলাইয়া ফেলিয়া যখন শীতল হইবে, তখন ইহাতে চা খাইবার চামচের ১ চামচ স্পিরিট ক্যাম্ফর বা কর্পূরের আরক মিশাইয়া বোতলে রাখিয়া দিবে।

ব্যবহার বিধি।

যখন আবশ্যক হইবে, ঐ বোতল হইতে চা খাইবার চামচের ১ চামচ আরক এবং ১ চামচে ঈষদুষ্ণ জল একত্র মিশাইয়া নরম ব্রুস দ্বারা দন্তে ব্যবহার করিলে আপনা হইতেই সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং দন্তের শোভা বর্দ্ধিত হয়। জিনিসটা খুবই সহজ।

মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উপায়।

ওটমিল চূর্ণ এবং টাট্‌কা দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া "Sun burn,, বা সূর্য্যদগ্ধা যাহা আমাদের দেশে মেছেতা নামে আভিহিত, তাহা আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা অতি সহজ সাধ্য এবং নিরাপদ উপায়। অনেকে সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া মুখশ্রী নষ্ট করেন, কিন্তু এই ঔষধটী ব্যবহার করিলে অতি অল্প সময়ে কার্য্যসিদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

চিনা মাটীর খেল্‌না পুতুল প্রভৃতি জুড়িবার সিমেণ্ট্।

আরবি গঁদ—খুব গাঢ় এবং পারিস্ প্লাষ্টার যতটুকু আবশ্যক, এই উভয়কে মর্টারে দিয়া মাড়িতে হইবে। যখন সুন্দর রূপে মিশিয়া থিচ্ শূন্য হইয়া মোলাএম হইবে, তখন ভাঙ্গা জিনিসের খণ্ড গুলির ভাঙ্গা মুখ গুলিতে তুলি দ্বারা লাগাইয়া উভয় মুখ জুড়িয়া আঁটিয়া বান্ধিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শুষ্ক হইয়া যাইবে তখন ঐ জোড়মুখে ভাঙ্গা একেবারেই অসম্ভব হইবে এমন আঁটিয়া যাইবে।

ELECTRIC POWDER.

ইলেক্ট্রিক পাউডার।

—:০:—

জিনিসটার ভয়ানক কাট্‌তি, কলিকাতার রাস্তার একটা লোক শুদ্ধ এই পাউডার মাত্র ৫০ প্যাকেট বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করে। "তামাকো পিতলকো চাদীকা মাফিক বানায় দেগা, এক পইসা ইত্যাদি ইহার বোল প্রত্যেক রাস্তাতেই সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক, ইহা দ্বারা সোনা, রূপা, তামা জর্ম্মান সিলভারের জিনিস মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিষ্কার হইয়া নূতনের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া থাকে। যাহা বাজারে বিক্রয় হয়,তাহা বিলাতি জিনিস। কিন্তু এদেশে অতি অল্পব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়া একটু ভাল লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। এই পাউডার ছোট ছোট কাষ্ঠের দেশলায়ের মত বাক্‌সে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হয়। প্রতি বাক্‌সে অন্তত ২ আউন্স জিনিস দিতে হয়, এবং পড়তা দেখিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। প্রস্তুত প্রণালী—

Best quality whiting	4 Pound
Cream of Tartar	1/4 Pound
Calcinned Magnisea	3 Ounce

Mix throughly, Box and label.

উপরোক্ত দ্রব্য গুলিকে উত্তমরূপে মিশাইয়া লেবেল দিয়া বাজারে দিতে হইবে।

"জনৈক ইংরাজ অভিজ্ঞ বলিয়া ছিলেন যে, "India is impoverished not only by number of livings in idleness from false idea of labour,but from manufactures left to uneducated class of people."

Thrift

সঞ্চয়।

—০—

জগতের অদ্বিতীয় ধন কুবের মিঃ এন্‌ড্রু কার্ণেজী বলিয়াছেন "The first thing that a man should learn to do is to save his money. By saving his money he promotes Thrift—the most valued habits. Thrift is the great fortune maker, it draws the line between savage and civilized man. Thrift not only develops the fortune, but it develops also the man's character." অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমেই মানবের তাহার উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করা উচিত, এইরূপে সঞ্চয় করিতে করিতে তাহার মিতাচার অভ্যস্ত হইয়া যায়। তাহা মানবের সমস্ত অভ্যাসের মধ্যে একটি অতি বড় মূল্যবান উপাদান। এই মিতব্যয়ই সৌভাগ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, এই মিতাচার এবং মিতব্যয় মানবকে সভ্য এবং বর্ব্বর জাতির মধ্যে পার্থক্যের রেখা পাত করিয়া দেয়, এই মিতব্যয়িতা শুদ্ধ যে সৌভাগ্য পরিপুষ্ট করে, তাহা নহে, ইহা মানবের চরিত্রকেও পরিপুষ্ট করিয়া থাকে"।

মহাত্মা কার্ণেজী সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান ছিলেন না, একজন স্থানীয় তন্তুবায়ের তাঁতে নলীতে সুতা পরাইয়া অতি যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেন মাত্র, পরিশেষে স্বীয় অধ্যবসায় গুণে, সময়ের মিতব্যয়িতায়, সঞ্চিত অর্থের মধ্য হইতে অতি ক্ষুদ্র সঞ্চয় দ্বারা বাণিজ্য জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি এবং ধনকুবের হইয়া শেষ জীবনে জগতের মহান উপকার জনক বহু কার্য্য করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই কর্ম্মবীর আজও জীবিত, আজও নিত্যই জীবহিতে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন।

প্রথম হইতে সন্তানসন্ততিকে সঞ্চয় শিক্ষা দিবার জন্য এদেশের পিতা আদৌ চেষ্টা করেন না কাজেই অনেক স্থলে পিতা পিতামহের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ রাশি সদ্ব্যবহারে না লাগিয়া বিলাস বাসনায় এবং অসৎ কার্য্যে উড়িয়া যায়। এ দেশের পিতামাতা এখন সন্তান জন্মিবামাত্রই তাহাকে বিলাসী আয়াসী করিবার প্রয়াসী; কাজেই সে সন্তান পূর্ণ বয়সে মিতব্যয়ী হইতেই পারে না, চরিত্রও গঠিত হয় না। এদেশকে মানুষের মত করিয়া লইতে হইলে প্রথমেই সন্তান সন্ততির চরিত্র গঠনের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষায় এদেশের বালকের বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইয়া অপব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে। নন্দের দুলালকে শেষে আয়ত্তে রাখা, সন্তান সন্ততিকে লইয়া সন্ধ্যার সময় বসিয়া নানা উপদেশ তখনকার পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনগণ দিতেন; এখন কেমন দুর্দ্দিন আসিয়াছে ছেলে সন্ধ্যা হইলে সিগারেট মুখে ক্লাবে চলিয়া গিয়া আড্ডা মারিতে গেলেন বলে চক্ষে দেখিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়া লইলেন। সেই ছেলে বা পুত যে ভুত না হইয়া অনেক ক্ষেত্রেই যাইতেই পারে না, একথা আজ কাল কোন্ পিতা চিন্তা করিতেছেন।

সৌভাগ্যকে তোয়াজ না করিলে যত্নে রক্ষা না করিলে স্থায়ী হয় না। পরিবারস্থ সমস্ত লোককে সুশিক্ষিত না করিলে কে কখন সুখের রঙ্গমঞ্চে আগুণ লাগাইয়া ধ্বংশ করিয়া দিবে, একথা যে দেশের লোক প্রকৃতই সৌভাগ্যশালী তাহারা বুঝে এবং সেইরূপেই শিক্ষা দেয়; বুঝি না কেবল আমরা কেবল আমার অনুকরণেও ধরিয়াছে, অভাগা দেশে আবার আজকাল পাড়ায় পাড়ায় গলিতে গলিতে ক্লাব; কি করিয়া যে সময়ের অপব্যয় করিবে যেন দেশের ছেলে খুঁজিয়াই পায় না; এই দেশ উন্নতির আশা করে। অদৃষ্ট! বাস্তবিক পিতামাতার কঠিন সমস্যার মধ্যে দাড়াইয়া উঠিতেছে। পুত্র পুত্রবধু কন্যা দৌহিত্র পৌত্রি কর্ত্তা গৃহিণীর প্রত্যেকের বিলাসিতার জন্য নিত্য নব নব অপব্যয় যে জাতির মধ্যে উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে সে জাতির দারিদ্র, কেন বৃদ্ধি পাইবে না; এইজন্য আমাদের উপর চিকন চাকন হইলেও ভিতরে অন্তঃসার শূন্য। একটা আকস্মিক বিপদের আঘাতে আমাদের ১০০ জনের মধ্যে নিরনব্বই জনকে ২।৪ শত টাকার জন্য অন্ধকার দেখিতে হয়। কেন? সঞ্চয়ে অভ্যস্ত নহি, কাজেই অসমুদ্র অভাব; এই অভাবেই স্বভাব নষ্ট সুতরাং মনুষ্যত্ব ভদ্রতা ব্যবসায় শিল্প বাণিজ্য (honourably) ভদ্র লোকের ন্যায় করা কখনও এমন জাতির সম্ভবে না! পুত্র কন্যাকে অপব্যয় শিক্ষার জন্য প্রত্যেক পিতা মাতা দায়ী এবং সে দায়ীত্বের পরিণাম বড় সহজ নহে। কবে এদেশের পিতা মাতা এ সকল কথা বুঝিবেন বলিতে পারি না।

William whitelay's Business Maxim.

উইলিয়াম্ হুইটলির ব্যবসায় সম্বন্ধীয় উক্তি।

—o—

উইলিয়াম্ হুইটলি বিশ্বসরবরাহকারক, "Universal Proivder" নামে জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ছিলেন। ইনি সামান্য অবস্থা এবং সামান্য ব্যবসায় হইতে ক্রমে ক্রমে এমনই উন্নতি করিয়া ছিলেন যে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহার সারবান্ উপদেশ এবং উক্তি গুলি এখন Maxim বা মহাজন বাক্য মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার কয়েকটী সারবান্ উক্তি আমাদের প্রিয় ব্যবসায়ী পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার সুবৃহৎ দোকানে লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন।

"Watch the waste" অপচয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যে ব্যবসায়ী অপচয়ের প্রতি উদাসীন, সে কদাচই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। জিনিস পত্রের অপচয়, সময়ের অপচয়, বাক্যের অপচয় এ সমস্তই ব্যবসায়ীর পরিত্যাজ্য। বলা বাহুল্য আমাদের এই রোগটাই প্রবল। কোন প্রকার অপচয়েই আমরা লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা করি নাই। সেইজন্য আমরা সর্ব্ব বিষয়ে অসার হইয়া দাঁড়াইয়াছি।

তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি:—

"Civility cost nothiug' ভদ্রোজনোচিত ব্যবহার দেখাইতে কিছুই ব্যয় হয় না। সুতরাং সর্ব্বত্রই শিষ্টাচার দেখাইতে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্যবসাদারগণের এটীর মাত্রাও নিতান্ত কম নহে।

তৃতীয় উক্তি:—

"Never sell things at a loss"—ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিক্রয় করিও না।

চতুর্থ—"Make your business your hobby" তোমার ব্যবসায়টাকে তোমার নেসা বা বাতিকের মধ্যে গণ্য করিয়া লইবে। এক এক জনের একটা বিষয়ে নেসা বা বাতিক থাকে, কেহ পশু পক্ষী, কেহ ফলফুল, কেহ সঙ্গীত নৃত্যে মন প্রাণ দিয়া যেমন একটা নেশায় পড়িয়া যায়, নিজের যত ক্ষুদ্র বা বড় কারবার হউক, তাহাতে অহরহ লাগিয়া না থাকিলে প্রকৃত সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় না।

দোকান করিয়া, ব্যবসায় করিয়া দিনান্তে একবার Fly visit দিতে যাইলে ব্যবসায়ের

শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয় না। এ দেশের দোকানের স্বত্বাধিকারী কিন্তু এত পরিশ্রমে কাতর।

পঞ্চম। "Dont disappoint your customers" খরিদ্দারকে প্রতারণা করিয়া হতাশ করিও না। অর্থাৎ যেরূপ মূল্য, তদুপযুক্ত দ্রব্য দেওয়া উচিত, ইহাতে উনিস কুড়ি করিলে খরিদ্দার অসন্তুষ্ট হইলেই করিবার বন্ধ হইয়া যাইবে। এদেশের অনেক দোকানদার জিনিস পছন্দ না হইলেও জোর করিয়া গছাইয়া দিয়া নিজেকে লাভবান্ মনে করে ক্রেতাকে বোকা বানাইয়া বিক্রয় করা অধিকাংশ দোকানদারের বড় গৌরবজনক নীতি, এইজন্য সোনার স্বদেশী তিষ্ঠিতে পারে নাই।

ষষ্ট। "Add your conscience to your capital" অর্থাৎ সদ্বিবেচনার সহিত মূলধনের সদ্ব্যবহার করিবে। এদেশের ব্যবসায়ীর বোধ হয় সে জ্ঞানও কম, নচেৎ ব্যবসায় অনেক সময়ে স্থায়ী হয় না কেন?

৭ম—"Supply the goods at the lowest possible prices" "যথাসম্ভব সুলভে বিক্রয় করিবে" এদেশে তাহার অনেক স্থলেই বিপরীত, পড়তার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্য লইতেও দ্বিধা নাই।

ইত্যাদি প্রকারের অনেক সদুপদেশ আছে। মিঃ উইলিয়াম হুইট্‌লি অপর ব্যবসায়ীর কোন নীতি পদ্ধতির পদাঙ্কানুশরণ করিয়া চলিতেন না। জনসাধারণের সহিত শিষ্টাচার দেখাইয়া, সঙ্গত লাভ করিয়া, তিনি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। এদেশের ব্যবসায়ী যখন এই সকল রীতি নীতিতে অভিজ্ঞ হইবে, তখন উন্নতির আশা; কিন্তু পরিতাপ, ব্যবসায়ীর সদ্‌গুণের, আমাদের দেশের ব্যবসায়ির অনেকেরই নিতান্ত অভাব, সেইজন্য প্রায়ই স্থায়ী কারবার দেখা যায় না।

HomŒpathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-তথ্য।

—:০:—

জরায়ুর রক্তস্রাবে সিনামোমম্।

(Cinnamomum)

গত ২৫শে জুলাই আমাদের "কাজের লোক" হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে **একটি স্ত্রীলোক চিকিৎসা হইতে আইসে।** রোগিণীর বয়স ৩৫।৩৮, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা। আরও ৮ মাস পূর্ব্বে এই রোগিণী প্রচুর রক্তস্রাবের জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছিল। তখন তাহার মাসিক রজঃস্বলার সময় এইরূপই প্রচুর শোণিত স্রাব ছিল। তখনকার লক্ষণ ছিল—প্রচুর শোণিত স্রাব, প্রাতে আরম্ভ হইয়া ১০টার সময় পর্য্যন্ত থাকিত, তাহার পর একটু কম পড়িত। কোমরে এবং তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্বে মৃদু বেদনা। এই সময় রোগিণীর অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত। কিন্তু ২০০ শক্তির স্যাবাইনা ৩।৪টি অনুবটীকা দিবামাত্রই বন্ধ হইয়াছিল এবারের লক্ষণ, পূর্ব্ব বারের মতই ছিল, প্রচুর শোণিত স্রাব, কিন্তু রোগিণী বেদনার কথা এবারে বলে না। কোন গ্লানী নাই অথচ প্রচুর শোণিত স্রাব, স্যাবাইনা ২০০ পূর্ব্ববৎ দেওয়া হইল কিন্তু ২।৩ দিনের জন্য কিছু কম পড়িল বটে কিন্তু একেবারে বন্ধ হইল না। **শোণিতের বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত, রক্ত জমাট বান্ধে না।** বেদনা বিহীন। ইহাই এবারের বিশেষ লক্ষণ, কোন গা বমির লক্ষণ না থাকিলেও (Ipicac) ইপিক্যাক ৩০ দিলাম, কিন্তু অবস্থা ঠিক স্যাবাইনার মত, ২ দিন গত হইল, রোগিণী আসিয়া বলিল যে, আর তাহার উঠিবার শক্তি নাই।

রোগিণীর দুগ্ধ দধি এবং ক্ষীরের সন্দেশের দোকান; অগ্নির উত্তাপে থাকিতে এবং খরিদ্দারগণের বাড়ীতে যাইতে আসিতে হয়।

তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার ব্যবস্থা করিলাম, বরফ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াও রক্ত বন্ধ হয় না। ক্রমশঃ মুখাকৃতি শীর্ণ, এবং রক্তহীন বোধ হইতে লাগিল।

বেদনা বিহীন, রক্তস্রাব উজ্জ্বল লোহিত, শোণিত জমাট বান্ধে না। আমার ইরিজিরন এবং সিনামোমম্ এই দুইটী ঔষধের কথা স্মরণ হইল, এই সিনামোমম্ আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ব্যবহার করি নাই কেবল ডিউইর এসেন্সিয়াল অব্ থিরাপিউটীক্ পুস্তকে পড়িয়াছিলাম মাত্র। ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র দাস মহাশয় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন। আমি সিনামোমই প্রথম পরীক্ষা করিবার জন্য রোগিণীকে Cinnamomum 1x (সিনামোমম্ ১x) এক আউন্স জলের সহিত এক একবারে ৩ ফোঁটা করিয়া ২বার ব্যবহার করিতে দিলাম। ১২ ঘন্টার পর শুনিলাম, শোণিত স্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর দ্বিতীয় দিন ইহাকে ঔষধ দিতে হয় নাই।

রোগিণী এই শোণিত স্রাবের জন্য অতিশয় দুর্ব্বল এবং শয্যাশায়ী হইয়াছিল, এজন্য চায়না ৩০ দুইদিন অন্তর ১ মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলাম মাত্র। এখন সে আপনার দোকানে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে।

Cinnamomum :—profuse hemorrhage from strain or mistep,

Tendency to hemorrhage, frequently attack of nose-bleeding (Dr. Dewy)

সিনামোমের লক্ষন—উজ্জল লোহিত রক্ত কোন প্রকার জোর জবরদস্তিজনিত আঘাত বা পদস্খলনজনিত পতনাদিও রক্ত স্রাবের কারণ হইতে পারে, সিনামোমমের এইরূপ পুনঃ পুনঃ শোণিত স্রাব প্রবলতা লক্ষণ আছে। পুনঃ পুনঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব লক্ষণেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

Erigeron :— the hemorrhage bright red blood and increased by every motion of the patient ; **there is no pain** but traumatisun may be the cause of the hemorrhage.

Dr. Dewy M. D.

ইরিজিরনের শোণিত উজ্জল লোহিত রক্তবর্ণ, ইহাতে কোনরূপ বেদনা থাকে না! কিন্তু কোনরূপ অত্যাচার আঘাত জনিত রক্তস্রাবও ইহার কারণ হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,আমার রোগিণীর ইরিজীবনের প্রায় আঘাত জনিত কারণ ব্যতীত সমস্ত লক্ষণই ছিল কিন্তু কেমন আমার সর্ব্ব প্রথম সিনামোমম্ দিবার বাসনা হইয়াছিল রোগিণী ইহাতেই ১২ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। এই শ্রেণীর আর একটী ঔষধ আছে। সেটী Millefolium মেলিফেলিয়ম্। ইহার রক্তস্রাবও উজ্জল, কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্তির পর শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্ত স্রাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। হিমপটেমিস্ (রক্তপিত্ত Epitaxies অথবা জরায়ুর রক্তস্রাবে ইহা কার্য্যকারী।

আমার বোধ হয়, পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব প্রবণতা লক্ষণটী রোগিণীর ছিল বলিয়া এরূপ সিনামনে আরোগ্য সম্ভব হইয়াছে।

ডাক্তার এলেন বলেন, সিনামোমম্ পোষ্ট পার্টম হিমরেজ অর্থাৎ প্রসবের পর শোণিত স্রাবে হিতকারী। ইহা প্রসব বেদনা বৃদ্ধি করে, ইহা দ্বারা বিপজ্জনক অতিরিক্ত স্রাব নিবারিত হয় এরগট্ ব্যবহার যেমন বিপজ্জনক ইহা তেমনি নিরাপদ। সুতরাং রক্তস্রাবে এরগট অপেক্ষা সেনামোমম্ ব্যবহার করাই নিরাপদ।

S. P. Chatterjee.

—o—

মুষ্টীযোগ সংগ্রহ।

—:০:—

দুধতোলা বদহজমে।

ছেলেদের দুধতোলা, বদহজম এবং যকৃৎ দোষ জন্য তরল স্তেদে—প্রত্যুষে বা বৈকালে খালি পেটে চূণের জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ফল দর্শে। মাত্রা ১০ হইতে ৬০ ফোঁটা। অধিক খাওয়ান উচিত নয় কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া যায়। কাঃ সঃ

ক্রিমি।

ছেলেদের ক্রিমি দোষেও চূণের জল মহৌষধ; মাত্রা ১০ ফোঁটা হইতে ৬০ ফোঁটা। লবণ যোয়ান এক সঙ্গে চূর্ণ করিয়া বা বাটিয়া গুড়েয় সহিত প্রাতে বা রাত্রে খাইলে সকল প্রকার ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হয়।

পলাশপাপড়ার গুড়া ⁄০ আনা, খরসানি যমানি ৴০ আনা, লবণ ⁄০ আনা, মাংগুড় ।০ আনা, কয়েক দিন একত্রে নিত্য খাইলে ক্রিমি সবংশে নাশ হয়।

আনারসের পাতার রস এক কাঁচ্চা মাত্রায় উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন সেবন করিয়া জোলাপ লইলে বহু ক্রিমি বিশেষতঃ ছোট ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

চাঁপাফুলের গাছের পাতার রস ৷৷০ তোলা চিনিসহ দুই তিন দিন সেবন করিলেই ক্রিমি শান্ত হয়।

অম্ল।

ঝুনা নারিকেল ও মুড়ি অম্লের পক্ষে উপকারী, কিন্তু যাহাদের অম্বলে পেট নামে, তাহাদের পক্ষে নহে।

কলমী শাকের রস এক কাঁচ্চা এবং শাঁক পোড়া চূণ ৴০ আনা একত্রে পান করিলে সকল প্রকার অম্ল দমন হয়।

আমাশয়।

আমাশা শুনিতে সামান্য রোগ, কিন্তু অচিকিৎসায় বৃদ্ধি পাইলে বড়ই কষ্টদায়ক এবং শেষে প্রাণনাশক হইয়া পড়ে।

সাদা আমাশা শান্তির জন্য—

প্রাতে যোয়ান ।০ আনা ও মৃণার মূল ছাড়াইয়া ১টী বা ২টী একত্রে চিবাইয়া জল খাইলে উপকার হয়।

১০৷১২ বা তদূর্দ্ধ বৎসরের পুরাতন তেঁতুল ৷৷০ তোলা হইতে ২ তোলা, মিছরী চতুর্গুণ মাত্রার সহিত কিঞ্চিৎ জলে পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া চট্‌কাইয়া সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে আমাশয়ে দাস্ত পরিষ্কার রাখে ও যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

একটী পেয়াজের কোশার মধ্যে একের আট রতি অফিং পুরিয়া পোড়াইয়া লইয়া সেই পেয়াজ ভক্ষণে আমাশায় নিবারিত হয়।

ইসবগুল তাওয়া অর্থাৎ চাটুতে অল্প ভাজিয়া চিবাইয়া খাইলে অথবা ঐ দ্রব্য ভিজান জল পান করিলে আমাশার শান্তি হয়, কিন্তু উপরোক্ত দুটী দ্রব্য জ্বরসত্ত্বে সেবন নিষিদ্ধ।

আমের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিলে।

কচি জাম পাতার রস ১ তোলা ও কাশীর চিনি ॥০ তোলা খাইলে রক্ত বন্ধ হয়।

ঐরূপ ক্রয়েৎ বেলের পাতার রস ও চিনি সেবনে সমান ফল; ছাগী দুগ্ধ রক্ত আমাশয়ে আহার ঔষধ দুইই।

গাঁদাপাতার রস ও, মুথার রস প্রত্যেকে ॥০ আধ তোলা একত্র মিশাইয়া তাহাতে।০ আনা কাশীর চিনি প্রক্ষেপ দিয়া দুই চারি দিন খাওয়াইলে রক্ত আমাশয় বন্ধ হয়।

রক্ত আমাশয়ে অধিক রক্তস্রাব এবং মল দ্বারের টন্‌টনানি থাকিলে আমলকী পাতার রস ॥০ তোলা, তেলাকুচা পাতার রস ॥০ তোলা, একত্র মিশাইয়া খেজুরে গুড়ের ঝোলা অর্থাৎ খেটে একটু মিশাইয়া অথবা চিনি মিশাইয়া খাওয়াইলে যন্ত্রণার শান্তি হয় ও মল পরিষ্কার হয়।

কুর্চ্চি পুরাতন রক্তমাশয়ের মহৎ ঔষধ। কুর্চ্চির মোটা ছাল পুটদগ্ধ করিয়া সেই ছালের রস খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

আতপ চাউল কাঠ খোলায় ভিজাইয়া ঝাঁই (অর্থাৎ পোড়া করিয়া সেই ঝাঁই চূর্ণ ৴০ আনা হইতে ৵০ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ইক্ষু গুড়ের সহিত খাইলে বহু দিনের পুরাতন গ্রহণী ও রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

অগ্নিমান্দ্য।

—:০:—

ঘেঁচি কড়িপোড়া চূর্ণ ১ ভাগ ও মরিচ চূর্ণ ১॥০ ভাগ জলে মাড়িয়া মটর প্রমান বড়ি করিয়া দিন ১ বটি মাত্রায় দুই তিনবার জল সহ সেবনে বদহজম জন্য দমকা ভেদ বন্ধ হয় এবং নিত্য একবার সেবনে অগ্নি দীপ্ত হয়।

আতপ চাল ধোয়া জল এক কাঁচ্চা কর্পূর ১ রতি একত্রে পান করিলে অজীর্ণ জন্য পাতলা দাস্ত বন্ধ হয়।

প্রবল পিপাসা শান্তির জন্য—

একটী পাতিলেবুর মুখ কাটীয়া তাহার মধ্যে মরিচ চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ একটু একটু দিয়া পুনশ্চ মুখ বন্ধ করিয়া গোবর মাটীর ঠোলে পুরিয়া প্রলেপ দিয়া অল্প দগ্ধ করিয়া সেই লেবু কাটীয়া চুষিলে প্রবল পিপাসার শান্তি হয়।

পিপাসা ও বমি।

কমলা লেবুর খোসা।০ আনা, বড় এলাইচের দানা ৵০ আনা এবং মিছরি ॥০ এক বাটীয়া ৴০ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া সেই জল একটু একটু পান করিলে পিপাসা ও বমি শান্তি হয়।

অশ্বথ ছাল উত্তমরূপ পোড়াইয়া অঙ্গার করিয়া গরম জলে প্রক্ষেপ করিয়া নিবাইয়া সেই জল পান করাইলে পিপাসার শান্তি হয়।

(উদ্ধৃত)

"দোঁহাবলী"

—:০:—

সদ্‌গুরুপাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান্ করে উপদেশ্।
তব্ কোয়লা কি ময়লা ছোটে,
যব্ আগ্ করে পরবেশ॥ ১

যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া কয়লার মলীনত্ব নষ্ট করে। সদ্‌গুরু কার্য্যাকার্য্যের ভেদাভেদ সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়া তদ্রূপ শিষ্যের মনো মালিন্য বিদূরিত করেন।

সব্ কি ঘট্‌মে হরি হ্যায়,
পহছান্ তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ্ মৃগ নাহি জানত,
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই।

মৃগ স্বীয় নাভিতে সুগন্ধ থাকিতেও ব্যাকুলমনে যেমন চারিদিক অনুসন্ধান করে, তদ্রূপ সর্ব্বঘটস্থিত হরিকে না জানিয়া জীব অন্যত্র তাঁহাকে অনুসন্ধান করে।

দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে,
সুখে না ভজে কোই।
সুখ্‌মে যো হরি ভজে,
দুখ্ কাঁহাসে হোই।

দুঃখে পড়িয়াই লোকে হরিকে ভজনা করেন, কিন্তু যিনি সুখে থাকিয়া হরিকে ভজনা করেন তাঁহাকে (কখনও) দুঃখভোগ করিতে হয় না।

হরিকে হরিজন্ বহুত হ্যায়,
হরিজন্ কো হরি এক্।
শশিকে কুমদন্ বহুত হ্যায়,
কুমদন্ কো শশি এক্।

শশির অনেক কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর কেবল শশিই একমাত্র পাত, তদ্রূপ হরির হরিভক্ত অনেক আছে, কিন্তু সেই অসংখ্য ভক্তগণের হরিই একমাত্র ভরসা।

সুখ্‌মে বাজ্ঞ পড়ু,
দুখ্ কো বলিহারি যাই।
অ্যায়সে দুখ্ আওয়ে,
যো ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম্ সোঁরাই।

সুখে কাজ নাই, দুঃখই উত্তম। যে দুঃখে পড়িলে প্রতিমুহূর্ত্তে হরিনাম স্মরণ করিতে হয়, আমি সেই দুঃখ ভোগ করিতেই বাসনা করি।

তুলসী পিঁদনে হরি মেলে তো,
মেয়্ পোঁদে কুঁরা ঝাড়।
পাথর পূজনে হরি মেলেতে
মেয়্ পূজে পাহাড়।
নিত্ না হোনেসে হরি মেলেতো
জলজন্তু হোই।
ফলমূল্ খাকে হরি মেলে তো,
বাহুড় বাঁদরোই।
তিরণ্ ভখন্‌কে হরি মেলেতো
বহুৎ মৃগী অজা॥

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

স্ত্রী ছোড়্কে হরি মেলে তো,
বহুৎ রহে হেঁর খোজা।
দুধ্ পিকে হরি মেলে তো
বহুৎ বৎস বালা,
মিরা কহে বিনা প্রেমসে,
না মিলে নন্দ লালা॥

তুলসী-মাল্য পরিধান করিলে যদি হরি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আমি বৃহৎ কাষ্ঠ পূজিতে পারি, পাথর পূজায় যদি হরি মিলে, তবে আমি পর্ব্বত পূজা করিতে পারি, নিদ্রা না হইলে যদি হরি মিলে, তাহা হইলে বহু সংখ্যক জলজন্তুও ত মুক্তি পাইতে পারে? তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে ত বিস্তর মৃগ ছাগাদি আছে, স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেই যদি হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে ত অনেক নপুংসক আছে, দুগ্ধমাত্র পান করিলে যদি হরি মিলে তবে বালক বৎসাদিও ত হরিকে পাইতে পারে; (কিন্তু তাহা হয় না,) মিরা বলিতেছেন, বিনা প্রেম-ভক্তিতে সেই নন্দনন্দনকে প্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া লোক সব্ বাউরা হোকে,
ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে॥

স্ত্রী দিবসে মোহিনী, কিন্তু রজনীতে বাঘিনীর ন্যায় শোণিত শোষণ করে, কিন্তু জগতবাসীগণ এমন উন্মাদ যে, তবুও প্রতিঘরে এই বাঘিনীরা প্রতি পালিতা হয়।

বহুত ভালানা বোল্‌না চল্‌না
বহুৎ ভালানা চুপ্।
বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর,
বহুৎ ভালানা ধুপ।
ভাটকে ভালা বোল্‌না চল্‌না
বহুড়ীকে ভালা চুপ্।
ভেককে ভাল বর্ষাবাদর,
অজকে ভালা ধুপ্

অধিক বাক্য প্রয়োগ, বা একেবারেই মৌনব্রত শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু ভাটের পক্ষে অধিক বাক্য, এবং কুলরমণীর নিস্তব্ধতাই উত্তম। বর্ষা বা গ্রীষ্ম ভাল নহে, কিন্তু বর্ষায় ভেকের ও গ্রীষ্ম অজের পক্ষেই ভাল, সাধারণের পক্ষে নহে।

বিপদ্ বরাবর্ সুখ নহি,
যো, থোড়া দিন্ হোয়্।
লোক্ বন্ধু মৈত্রতা,
জান্ পড়ে সব্ কোয়।

স্বল্পকাল স্থায়ী দুঃখ সুখজনক, শত্রুমিত্র বুঝিবার বিপদই একমাত্র উপায়।

প্রীত্ ন টুটে অন্ মিলে,
উত্তম্ মন্‌কি লাগ্।
শত যুগ্ পাণিমে রহে,
মিটেনা চকমক্‌কে আগ॥

যেমন শতযুগ জলমধ্যে থাকিলেও চকমকী প্রস্তরের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ প্রকৃত প্রীতির বন্ধন—মনের মিলন বহুদিন অদর্শনে থাকিলেও শিথিল হয় না।

জলবিচ্ কুমুদ বসে
চন্দা বসে আকাশ্।
যোজন যাকে হৃদ্ বসে,
সে জন্ তাকো পাশ্॥

কুমুদিনী সলীল শয্যায় থাকিয়াও গগন-স্থিত শশাঙ্কের অনুবর্ত্তিনী। কেননা যে জন যাহার হৃদয় অধিকার করে, সে জন দূরে থাকিয়াও সর্ব্বদাই তাহার নিকট অবস্থান করে।

যো যাকো পেয়ার লাগে,
সো তাকো করত বাখান্।
জ্যায়্‌সে বিষকো বিষ্‌মখি,
মানত অমৃত সমান॥

যেমন বিষমক্ষিকা বিষকেও অমৃত জ্ঞান করে, তদ্রূপ লোকে প্রিয়জনের দোষ গুণ-নির্ব্বিশেষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

উদর ভরণকে কারণে,
প্রাণী ন করতহি লাজ্।
নাচে বাচে রণ্ ভিরৈ,
বাচে ন কাজ অকাজ্॥

উদরের জন্য লোকে লজ্জাকে পরিত্যাগ করে। কেহ সভা মধ্যে নৃত্য করে, কেহ প্রবল তরঙ্গিণী মধ্যে বহিত্র বাহিয়া নানাস্থানে গমন করে, কেহ বা নিজে দুর্ব্বল হইয়াও রণক্ষেত্রে গমন করে। পরন্তু উদর পূর্ত্তির জন্য প্রাণীগণ কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করে না।

কাহা কহোঁ বিধি কি গতি,
ভুলে পড়ে প্রবীন্।
মুরখ্‌কে সম্পতি দেখি,
পণ্ডিত সম্পতি হীন্।
যো পর্ আশ্ করে সদা,
সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।
যো মহমে পরচুকুলি ওগারত্
সো মহমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥

যে পরস্বাপহারী, তাহার দান দান নহে, যে পরদাররত, তীর্থ ভ্রমণ তাহার বৃথা, যে পরের মুখ চাহিয়া থাকে, তাহার জীবন ও মৃত্যু সমান, যে মুখে পরের নিন্দা করে, সে মুখে হরিনাম উচ্চারণ করা না করা উভয়ই সমান।

কুঁদকে সাগর্ উত্তারা গিয়া
কোহি কিয়া মিৎ।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

কোহি উখাড়া গিরি পরবৎ
কোহি শিখায়া নীৎ।
ক্যা কহঙ্গা সীতানাথ কো
মেয় নে কিয়া চোরি।
সোহি কুল্ উদ্ভব হামেরা,
বেদিয়া খিঁচে ডোরি।

একটা বেদের বানর দুঃখ করিয়া বলিতেছে—

কেহ বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইয়াছেন, কেহ মৈত্রতা করিয়াছেন, কেহ পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়াছেন, কেহ নীতি শিক্ষা দিয়াছেন, আমার জন্মও সেই বংশে। রঘুনাথ! আমি কি চুরি করিয়াছি যে বেদে বন্ধন করিয়া আমাকে দ্বারে দ্বারে নাচাইয়া বেড়াইতেছে?

চারি জাত্ মিলে হরিভজিয়ে,
এক বরণ হো যায়।
অষ্ট ধাত্ মে পরশ্ লাগায়ে,
এক মূলকে বিকায়॥

যেমন অষ্টধাতু একত্রে মিশাইয়া স্পর্শমনি সংস্পর্শে এক মূল্যে বিক্রিত হয়, তদ্রূপ চারিজাতি মিলিয়া হরিকে ভজনা করিলে আর জাতিভেদ থাকে না।

সব্ বন তুলসী ভেয়ো,
সব্ পাহাড়্ ভেয়ো শাল্গেরাম্।
সব্ পাণি গঙ্গা ভেয়ো,
যেস্ ঘট্‌মে বিরাজে রাম্॥

যাঁহারা হৃদয়মন্দিরে নিত্যানন্দ বিরাজমান, তিনি সকল বনেই তুলসী বন, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম এবং সকল জলই গঙ্গাজল বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার আর ভেদজ্ঞান থাকে না।

তেরি বিরহ সমুদ্র মে,
তরণী ভেয়ি এ কন্ত।
তন্ মন্ যৌবন্ ডুবিয়ো,
প্রেমধ্বজা যাহে রন্ত॥

কান্ত! তোমার বিরহসমুদ্রে আমার দেহ তরণী, মন ও যৌবন ডুবিয়াছে। কেবল প্রেমধ্বজা মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

তুলসী ইয়ে অয় কে জগ্
কোন ভয়ো সোম্‌রন্ত্।
এক কাঞ্চন ও কুচন্ কো,
কিনন্ পসারা হন্ত্॥

হে তুলসি! এ জগতে রমণীর কঠোর কুচযুগল এবং স্বর্ণ ত্যাগ করিতে পারে এমন সমর্থ ব্যক্তি দেখিতে পাও কি?

ছোড়হুঁ ছয় দোষ সদা
যো চাহ কল্যাণ।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয়
আলস্ দীর্ঘ গুমান্॥

আপন কল্যাণের জন্ম নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ ভয় ও আলস্য এই ছয়টী দোষ পরিহার করিবে।

সাচ্চা কহে ত মারে লাট্টা,
ঝুটা জগত ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে,
সুরা বৈঠল বিকাই॥
চোর্‌কা ছোড়ে সাধ্ কো বাঁধে
পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা
দুঃখ লাগে আর হাসি॥

যে সত্যভাষী, তাহার অদৃষ্টে প্রহার, কিন্তু মিথ্যাভাষী জগতকে ঠকাইয়া উদর পূর্ণ করিতেছে। দুগ্ধ দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, কেহ লয় না, সুরা বিক্রেতা একস্থানে বসিয়া অজস্র সুরা বিক্রয় করিতেছে। চোর মুক্ত, সাধু বন্দী এবং পথিক ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতেছে। কলিকাল! ধন্য! তোমার তামাসা দেখিয়া দুঃখেও হাসিতে হয়।

ক্রমশঃ

(অবশ্য পাঠ্য)

Cure of Snake bite.

সর্প দংশন চিকিৎসা।

কিছু দিন পূর্ব্বে "Pan" স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া (Times of India) নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক লিখিতেছেন যে, "Aristolochia Indica" নামক এক প্রকার গুল্ম জাতীয় গাছের পাতার সর্প বিষ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, এই গাছ ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই এরিষ্টলোচিয়া ইণ্ডিকার বাঙ্গলা নাম ঈষার মূল, বাঙ্গলা দেশের বেদে এবং মাল বৈদ্যগণের নিকট ঈষার মূল বিশেষঃ পরিচিত। শিব-বিবাহের সময় কৌতুকচ্ছলে নাকি নারদ মুণি যখন মেনকা দেবী মহাদেবকে বিবাহ স্থলে বরণ করিতে ছিলেন, সেই সময় মহাদেবের কটিদেশ সংলগ্ন বাঘাম্বর পরিবেষ্টিত ভুজঙ্গের মুখে ঈষের মূল স্পর্শ করিয়া দিবা মাত্র সর্পরাজ কটিবন্ধের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং মহাদেব সভাস্থলে উলঙ্গ হইয়া পড়েন। অন্নদামঙ্গলে বা দাসুরায়ের পাঁচলীর মধ্যে এই আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। সাপের পক্ষে ঈষের মূল যে অতৃপ্তিকর, তাহা এই আখ্যায়িকা হইতে অনুমান করিবার আপত্য নাই। যাহা হউক, মিঃ জে, জি উড্ (Mr. J. G. Wood) সাহেব তাঁহার ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক ইতিহাসে এই Aristolochia Indica কে সর্পৌষধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দেশের মাল বৈদ্যগণও বলে—যে ঈষার মূল দেখিলে সর্প নতশির হয় এবং ইহা বিষঘ্ন। উড্

সাহেব যে কয়েকটী আরোগ্যের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহার সর্প-বিষ নাশের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিঃ উক্ত সাহেব মাননীয় আর, এল, লোদার নামক জনৈক ভদ্রলোকের বর্ণিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই R. D. Lowther পূর্ব্বে ভারতের জনৈক কমিশনার ছিলেন। তিনি গক্ষুরা এবং কেলে সাপ দ্বারা দংশিত বহু রোগীর উপর ইহা পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার পত্রাবলীর ২টি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিতেছেন :—

"একদিন একটী হিন্দু মহিলাকে একখানি খাটিয়ায় করিয়া আমার দ্বার দেশে তাহার স্বামী এবং আত্মীয় স্বজন বহন করিয়া আনিল, তাহাকে সর্প দংশন করিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে আমি ঔষধ দিতে স্বীকৃত হইলাম না। রোগিনী সম্পূর্ণ জ্ঞান শূন্য, হস্ত ও বক্ষস্থল বরফের ন্যায় শীতল, পলকহীন দৃষ্টি। সেই সময় আমার গৃহে জনৈক রাজ কর্ম্মচারী কর্ম্মোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও রোগিণীর মৃতবৎ দেহ দেখিয়া বলিলেন যে, ইহাকে জীবন দান এখন মানবের অসাধ্য কার্য্য। আপনার ঔষধ এখন সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে এমন অবস্থায় স্বেচ্ছায় ঔষধটার উপর কলঙ্ক অর্পণ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু আমার প্রত্যাখানে হতভাগ্য স্বামীর দুঃখের সীমা রহিল না, সে বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, যখন ঔষধ প্রস্তুত আছে তখন ইহার উপর প্রয়োগ করিয়া যে কোনরূপে হত-ভাগিনীর জীবন রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। যাহা হউক, আমি স্ত্রীলোকটীকে ঔষধ প্রয়োগ করিলাম। রোগিণীর চোয়াল ফাঁক করিয়া উপরোক্ত ঔষধের মাঝারী আকারের ৬টী পাতাকে ১০টী গোল মরিচের সহিত (Black pipper corn) বাঁটিয়া তাহার গলায় ঢালিয়া দিলাম। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি তাহার স্বামীকে বলিলাম যে, তাহার স্ত্রী জীবিত নাই অনেক পূর্ব্বে গতাসু হইয়াছে, এ ঔষধে যে কোন কাজ করিতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি খুব মনোযোগের সহিত প্রায় মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। প্রায় ৮।১০ মিনিট পরে যেন আমার বোধ হইল যে, রোগিণীর ওষ্ঠদেশ নড়িতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামীকে বলিলাম যে, আমার চাকরের সাহায্যে তাহাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা কর। তাহারা তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পদদ্বয় অবশ, সে দাঁড়াইতে পারিল না। তথাপি তাহারা রোগিণীকে ছেঁচ-ড়াইয়া একটু দূর পর্য্যন্ত লইয়া গেল। তাহার পদদ্বয়কে ভূমির সহিত সমতলে রাখিবার জন্ত তাহাদিগকে স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া যথেষ্ট উচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে বলিলাম। কিয়ংক্ষণ পরে রোগিণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল যে, তাহার উদরের মধ্যে আগুণ জ্বলিতেছে (A fire consuming per vital) এই সময় তাহার বক্ষস্থল এবং বাহুদ্বয় বরফের মত শীতল ছিল। পুনরায় আমি Aristolochiaর একটি মাত্র পাতাকে বাঁটিয়া এক আউন্স জলের সহিত খাওয়াইয়া দিলাম, ইহা দ্বারা অতি সত্বরই উদরের অগ্নিশিখার ন্যায় যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া গেল। যখন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন সে তাহার ক্ষত এবং আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণনা করিতে লাগিল। সে তাহার পায়ের তলদেশে দংশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের বর্ণ ঠিক যেন কালীর দাগের মত কৃষ্ণ বর্ণ এবং তাহার চতুর্দ্দিকে আরক্তিম গোলাকার একটি মণ্ডল। আমি তাহার ক্ষত স্থান উপরোক্ত পত্রের রস দ্বারা যথেষ্ট মর্দ্দন করিতে পরামর্শ দিলাম, সেইরূপ করাতে সে নিজেই এখন তাহার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে এবং চলিতে সক্ষম হইল। প্রায় ২ ঘণ্টা কাল পরে আমি তাহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দিয়াছিলাম। পরদিন সে আমাকে তাহার ক্ষত স্থান দেখাইতে আসিয়াছিল। সাপটী দুঃখের বিষয় পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, রোগিণী বলিল যে, দংশনের পর সে সর্পটিকে দেখিয়াছিল, তাহা কালিয়া সাপ (কেলেসাপ) (Cobra kapille).

আর একদিন একটী মধ্য বয়স্কা স্ত্রীলোককে আমার ঘরে আনিত হইয়াছিল। সে ঠিক ভোরের সময় বর্ষাকালে সর্প দংশিত হয়। ঘরের মেঝে ঝাঁট দিবার জন্ত যেমন যে মাথা নীচু করিয়া ছিল, সেই সময় সে সর্প দংশিত হয়, কিন্তু ঘরের মেঝেতে একটি ইন্দুর গর্ত্ত ছিল, হতভাগিনী বাড়ীর লোককে ডাকিয়া তাহাকে ইন্দুরে কামড়াইয়াছে বলিয়াছিল। কাজেই কাহারও তত মনোযোগ হয় নাই। এই সময় তাহার শিশু সন্তান কান্দিয়া উঠে, মহিলা তাহাকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে শয়ন করে। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয় এবং মুখ দিয়া গাঁজলা ভাঙ্গিতে থাকে সে আর চক্ষে দেখিতে পায় না। এইরূপ অবস্থায় তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে স্থানীয়-মান বৈদ্যের নিকট লইয়া যায়, কিন্তু তাহারা সময় নষ্ট করিয়া কিছুই করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কমিশনর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বলে। যখন যে আমার দ্বারে আনিত হইল, তখন তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে। আমি দেখিয়া বলিলাম যে, এ রোগী জীবিত নাই, ইহার সৎকার্য্য করিতে লইয়া যাও। তবে যদি ইহার সন্তান এখন বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে লইয়া আইস। তাহারা অবিলম্বে শিশুকে আনয়ন করিল। তাহার বাড় লোটাইয়া পড়িয়াছে, সম্পূর্ণ

সন্ত্বাহীন, মাতার বিষাক্ত দুগ্ধ পান করিয়া তাহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। তাহার জীবন এখন আছে দেখিয়া একটি ছোট পাতার এক চতুর্থাংশ জলের সহিত বাঁটিয়া গলার মধ্যে ঢালিয়া দিলাম। প্রায় ৫ মিনিট পরে শিশু একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার চক্ষু উন্মিলিত করিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়াছিল। বালক পরদিনও আমার নিকট আনীত হইয়াছিল, তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

মিঃ লোদার অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি একবার একটা সর্পদ্রষ্ট কুকুরের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, এই ঔষধ কুকুরের উপর সর্প বিষের ক্রিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের উপর উপযুক্ত সময়ে একটুও জীবন থাকিতে হতাশ হয়েন নাই।" ২৭শে মে।

যেরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহাতে ইহা যে সর্প চিকিৎসার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এদেশের গুল্ম লতার গুণ আধুনিক নব্য সভ্য সম্প্রদায় উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এখন মহাত্মা মিঃ লোদারের এই পরীক্ষার ফলে যদি এদেশের লোকের চক্ষুরুন্মিলিত হয়। যাহা হউক, প্রত্যেক গ্রামে থানায় জেলায় উচ্চ এবং নিম্ন রাজ কর্ম্মচারীগণ এবং জন সাধারণের দ্বারা ইহা পরিক্ষীত হউক। গ্রাম্য শিক্ষক, পোষ্ট মাষ্টার গণের নিকট ঈষারমূলের পাতা সংরক্ষিত হইয়া পল্লীতে পল্লীতে পরীক্ষিত হয়, এইজন্য আমরা প্রত্যেক সংবাদ পত্রকে "কাজের লোকের" নামোল্লেখ করিয়া অবিকল এই প্রবন্ধটী পুনর্মুদ্রিত এবং প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আমি ললিত প্রেসের স্বত্বাধিকারীর নিকট শুনিয়াছি যে, ঈষার মূল মেদিনীপুর অঞ্চলে অনেক পাওয়া যায়। ইহা লতানে গাছ। কোন সদাশয় পাঠক যদি, "কাজের লোক" আফিসে ইহার একটী গাছ সংগ্রহ করিয়া বেয়ারিং পোষ্টে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহার চিত্র প্রকাশ করিয়া লোকের গাছ চিনিবার সাহায্য করিতে পারিব, এবং প্রেরকের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইব।

কাঃ সঃ।

অ্যাজমা রোগীর তামাকের ধুম।

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হাপানি রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস এবং তামাকের ধূমেও অপরের হাপানি হইয়া থাকে সুতরাং অ্যাজমা রোগীর হুকায় তামাক খাওয়া বা এক বিছানায় রাত্রি বাস নিষিদ্ধ। কোমল প্রাণ শিশুদিগকে দূরে রাখাই যুক্তি সঙ্গত।

এজেণ্টস্ আবশ্যক।

কাজের লোকের গ্রাহক সংগ্রহ এবং পুরাতন পূর্ণ ভলিউম বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্টস্ আবশ্যক। বেতন বা উচ্চহারে কমিশন দিব। বিশেষ বিবরণের জন্য অবিলম্বে আবেদন করুন।

ম্যানেজার—

কাজের লোক, ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন কলিকাতা।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য এই মাসে শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ৮ম সংখ্যা। New Series. AUGUST 1915. নূতন সংস্করণ। আগষ্ট, ১৯১৫। Vol. IX. No. 8.

Some opinions of the Presses.

কাজের লোক সম্বন্ধে সংবাদ পত্র সমূহের মন্তব্য।

—:o:—

"Kajer-Lokc" or Businessman—is repleted with useful articles on art and industry."

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation."

Indian Daily News

"Kajer-Loke,"—Or the "Businessman" is an excellent trade Journal devoted to art and manufacture."

Bengali.

"A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines, and manufacture of articles of every day necessity, * * * We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours."

The Indian Nation.

"The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. This monthly, we presume, will satisfy all alike"

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind. and in pocket by reading "Kajerloka."

Gardener's Magazine.

"কাজের লোকের বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

"যশোহর"।

"আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়।"

দৈনিক চন্দ্রিকা

"এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্রিকা অত্যন্ত বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য এই মাসে শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা স্বতঃই বলবতী হইয়া উড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু।

"বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকের' উদ্দেশ্য। এই খণ্ডে বহু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যপ্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

বাঙ্গালী
৫।১।১৩২২

প্রার্থনা আপনি গ্রাহক হইয়া কাজের লোককে উৎসাহিত করেন।

—০—

Notes of Interest.

—:০:—

ইংরেজনারীর দেশহিতৈষণা।

গত ১৭ই জুলাই লণ্ডনের নারীগণ এক মাইল দীর্ঘ এক মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। তখন ঘন ঘটা করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, তবু নারীগণ মিছিল বন্ধ করেন নাই। তাঁহারা ১২৪ দলে বিভক্ত হইয়া ১২৪ পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পতাকাতে উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য সকল অঙ্কিত ছিল "পুরুষেরা যুদ্ধ করিবে, নারীরা কর্ম্ম করিবে।" কোন পতাকায় উজ্জল অক্ষরে এই কথা অঙ্কিত ছিল যে, "আমরা অলস নহি। আমরা আমাদের দেশরক্ষা করিতে ও জর্ম্মন সম্রাটকে তাড়াইয়া দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছি।" এক পতাকায় লিখিত ছিল "আমরা চাই যে, যুদ্ধের জন্ম সকলকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হউক।" মিঃ লয়েড জর্জ্জ নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "৫০ হাজার স্ত্রীলোক গোলার কারখানায় কর্ম্ম করিতেছেন। নারীদের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে বিলম্ব হইবে। জয়লাভে বিলম্ব হইলে রক্তের মধ্য দিয়া বিজয়লাভ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা শত্রুজয়ে আমাদের বিশেষ সহায় হউন।"

—

চর্ম্মকারের উদারতা।

বরিশালের "কাশীপুর নিবাসী" পত্রে প্রকাশ,—বরিশাল চামারপটির লালা নামক এক মুচীর দোকানে জুতা সারাইতে আসিয়া এক ব্রাহ্মণ তিন শত টাকার একটা তোড়া ভুলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল পরে ব্রাহ্মণ টাকার তোড়া খুজিবার জন্য আবার লালার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লালা,—টাকার তোড়াটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পাঁচটী টাকা পুরস্কার করিতে গেল; লালা তাহাও গ্রহণ করিল না। চর্ম্মকারের পক্ষে ইহা লোভশূন্যতা এবং উদারতার বিশিষ্ট পরিচয়।

—

পচন প্রতিষেধক।

আজকাল পচনের ভয়ে ডাক্তারেরা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। শরীরে পচন বিষ (Septic poison একবার প্রবেশ করিলে তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ রোগীর পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য সময়ে সময়ে রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া বাদ দিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের শরীরে যাহাতে পচনবিষের ক্রিয়া না হয়, তজ্জন্য ফরাসী ডাক্তারেরা একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ফরাসী গবরমেণ্ট কম্পেগ্নি সহরে বিরাট হাসপাতাল স্থাপন করিয়া ঐ ঔষধের ক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। প্রফেসর ল্যাণ্ডৌজি বলিয়াছেন, এই ঔষধের সাহায্যে অনেক গুরুতর ক্ষত সহজে আরাম হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহু গ্যাংগ্রিন বা ধ্বসা রোগগ্রস্ত রোগী ঐ ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি সত্বর সুস্থ হইয়াছে। অশুভের মধ্যেও যে শুভের বীজ লুকাইত আছে, ইহা তাহারই নিদর্শন।

—০—

মহিশূরে শিল্পশিক্ষা।

মহীশুর গবর্ণমেণ্ট বি, এস্ সি উপাধি প্রাপ্ত সীতারাম রাওকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা বৃত্তি দান করিয়া দুই বৎসরের জন্য জাপান ও আমেরিকায় কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা জন্য প্রেরণ করিতেছেন। ভারতের প্রত্যেক করদ রাজা ও ধনী জমিদার যদি শিল্প শিক্ষার জন্য শিক্ষিত যুবকদিগকে বিদেশে প্রেরণ করেন ও তাঁহাদের প্রত্যাগমনের পর এক একটা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তবে ভারতে অত্যল্প দিনের মধ্যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইতে পারে। এক সময় বাঙ্গলার জমিদারদের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহের সহিত যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে মতি গতি এখন আর দেখা যায় না। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, বাবু শশিকুমার সেনকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইটালীতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বাবু যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ কে সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈলসার প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে ও বাবু যদু নাথ সরকার বি, এ কে কৃষি বিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। করটিয়ার জমিদার মিঃ ওয়াজেব আলি খাঁ পনি, বাবু সতীশ চন্দ্র রায়কে বস্ত্র বয়ন প্রণালী শিক্ষার জন্য জাপানে পাঠাইয়াছিলেন। কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবকে চিনামাটীর

দ্রব্য নির্ম্মাণ প্রণালী শিখিবার জন্ত জাপান ও জর্ম্মণীতে পাঠাইয়াছিলেন। কোচবিহার ও ত্রিপুরা হইতেও দুই জন যুবক বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। ধনীগণ আজকাল এই কার্য্যে উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই উদাসীনতা দূর করিবার জন্য বিধিমতে যত্ন করিতে হইবে। সঞ্জিঃ।

Trade Notes.
বাণিজ্য সংবাদ।

—::*::—

গ্যাসের আলো আগে এত উজ্জল ছিল না। এক রকম ঢাকুনী ব্যবহার করাতে এখন উহা অতিশয় উজ্জল হইয়াছে। থোরিয়াম ও সেরিয়াম নামক দুই প্রকার মাটি দ্বারা ঐ ঢাকনী তৈয়ার করা হয়। মোনাজাইট নামক বালু হইতে ঐ মাটি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মোনাজাইট ব্রেজিল, কানাডা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর কেরোলিনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রেজিলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। জর্ম্মণেরা ব্রেজিলে প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিয়া থোরিয়াম ও সেরিয়ামের মূল্য শতকরা ৫০ টাকা কমাইয়া দেয়। কাজেই যে সকল ইংরেজ ও আমেরিকান কোম্পানি ঐ ব্যবসায় করিত, তাহারা উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় পর জর্ম্মনেরা ব্রেজিল হইতে আর মোনাজাইট বালু জর্ম্মণী পাঠাইতে পারিতেছে না। এই সুযোগে আমেরিকানেরা উত্তর কেরোলিনার বালু হইতে থোরিয়াম ও সেরিয়াম তৈয়ার করিতেছে। ইংরেজ কোম্পানী সকল অদ্যাপি কানাডা, ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ আফ্রিকার মোনাজাইট বালু হইতে থোরিয়াম ও সেরিয়াম তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে নাই।

দিল্লীতে গত শীতকালে যে নীল সভা বসিয়াছিল, তাহাতে এইরূপ প্রস্তাব ধার্য্য হয় যে সরকার হইতে একজন নীল রসায়নবিদ্‌কে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতসচিবকে পত্র লিখিয়াছেন।

জর্ম্মণীই এতকাল জগৎকে খেলনা পুতুল যোগাইত। জর্ম্মণীর সেই পদ কাড়িয়া লইবার জন্য চীন উঠীয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আমেরিকা হইতে চীন গবর্ণমেণ্ট খেলনার নমুনা ক্রয় করিয়াছেন। যন্ত্রাদি ক্রয়ের উদ্‌যোগ চলিতেছে। চীন গবর্ণমেণ্ট খেলনা ব্যবসায়কে বিশেষ সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

ব্যবসায়ের যাদুঘর।

কলিকাতায় বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিদেশ হইতে যত জিনিস ভারতে আসে, ভারতে তদ্রূপ যে সকল দ্রব্য তৈয়ার হয়, তাহার নমুনা এই যাদুঘরে রক্ষিত হইবে। ভারতের কাঁচা মাল ও তাহা বিদেশ হইতে কিরূপে তৈয়ার হইয়া আসে, তাহার নমুনা রাখা হইবে। মূল্য তালিকাদি সংগ্রহ করা হইবে। যে পর্য্যন্ত না স্থায়ী বাড়ী ঘর স্থির হয়, ততদিন যাদুঘরটী ১নং কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীটে থাকিবে। ডিরেক্টার জেনেরল্ অব্ কমার্শ্যাল ইন্‌টেলিজেন্সের কাছে এতৎবিষয়ক চিঠি পত্রাদি লিখিত হইবে। সংপ্রতি ভারি এবং বৃহদায়তন দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে না। গবর্ণমেণ্টের এই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ, সন্দেহ নাই।

আনারস।

দক্ষিণ শ্রীহট্ট হইতে ষ্টেট্‌সম্যান্ কাগজে একজন লিখিয়াছেন যে, এখানকার আনারসের কারবারের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখানকার আনারস রেল-যোগে দিগ্‌বিদিকে প্রেরিত হইয়া থাকে। আগষ্ট ও সেপ্‌টেম্বর মাস আনারসের চাষের সময়। বহু জমিতে ইহার চাষ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা "কাজের লোকে" ইহা যে লাভজনক কৃষি, তাহা বহুবার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, কিন্তু দেশ যে কিছু করিতে চায় না।

শিল্পকথা।

—:০:—

মিঃ বিটসন বেলের বক্তৃতা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকার ব্যবস্থাপক সভায় যত শীঘ্র সুবিধা হয়, মিঃ সোয়ানের মন্তব্যানুযায়ী শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় ও ডাক্তার নীলরতন সরকার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবা মাত্র, মিঃ বিটসন বেল বলেন যে, "গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন।" তিনি এতদুপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"যত শীঘ্র সুবিধা হয়, মিঃ সোয়ানের মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে যত শীঘ্র সম্ভব" বলিলেই ভাল হইত।" একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, সভ্যগণ এই বাক্যের মর্ম্ম অবগত আছেন। আমাদের কথা ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমরা উভয়ে একই ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

গত ২০।৩০ বৎসর শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে এদেশে বহুতর পুস্তিকাদি বাহির এবং আলোচনা হইয়াছে। অদ্য পুনরায় আমরা সেই পুরাতন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু এই সময়ে দুইটী চিন্তা আমার মনে উদিত হইতেছে। এবং আমি নিশ্চয় জানি

অন্যান্য সভ্যদেরও মনকে তাহা আলোড়িত না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

প্রথম চিন্তার তরঙ্গটী এই—এই যে আমাদের সুন্দর দেশ হইয়াছে, ইহাকে কি ধূমায়মান চিমনি-পুঞ্জের দ্বারা সমাকীর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে? কবির সঙ্গে না আমরা গর্ব্বভরে গাহিয়াছি, বন্দে মাতরম্, সুজলাং, সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্? এই পরমা সুন্দরী মাতার হাত দুখানি কি শ্রমের দ্বারা মলিন করিতে হইবে? সে যাই হোক, কোনোরূপ মনাবেগকে আমাদের পথে বাধা-স্বরূপ দাঁড়াইতে দেওয়া হইবে না। কথাটা এই যে, এতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে যে, আমাদের আর পিছনে ফিরিবার জো নাই। দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়া যদি মাঝখানে থামা যায়, তবে সে পদদলিত হইবে। তাহার পশ্চাতে সম্মুখে দুই পাশে অসংখ্য প্রতিযোগী আসিয়া উপস্থিত হইবে।

অতীতের বৈফল্যসমূহ।

দ্বিতীয় অবসাদকারী চিন্তাটী এই—সন্ধ্যাকালে বৃহৎ একটী শ্মশানের মধ্য দিয়া যাইতে যে প্রকার ভাব হয়, আমাদেরও সেই প্রকার ভাব হইতেছে। অতীতের বহু শিল্পের কবর দেখিতেছি, কেবল তাহাই নহে, ভাবী মুমূর্ষু শিল্পরাজিও দেখিতেছি। যখন কোনও বালক শ্মশানের মধ্য দিয়া যায়, তখন সে সাহসকে সজাগ রাখিবার জন্য শীশ দিতে থাকে, আমাদেরও সেইরূপ শীশ্ দিতে হইবে আমরা তাহা দিয়াছি। নিঃসন্দেহ সুরেন্দ্র বাবুও তাঁহার কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া শীশ্ দিয়াছেন।

জেলা শাসন কমিটীর বিবরণীতেও শিল্পাধ্যায়ে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে শীস দিতে হইয়াছে এবং আপনাদিগকে সত্য কথা বলিতে কি, এই মুহূর্ত্তে আমার শীস দিতে ভারি ইচ্ছা করিতেছে, আপনারাও আমার সঙ্গে শীসের ধ্বনি তুলুন। কিন্তু কোন্ সুরে শীস দিবেন, জানেন? সুরটী এই, যদি প্রথমে তুমি কৃতকার্য্য না হও, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর।" হাঁ, আমাদের বহু বিফলতা হইয়াছে। তা হউক্। অষ্ট্রেলিয়া এক সময়ে কি ছিল? কেবল চাষবাসের জায়গা ছিল। অষ্ট্রেলিয়ানেরা সংখ্যাহীন বৈফল্যের মধ্য দিয়া আসিয়া অন্ত সাফল্যে উপনীত হইয়াছে।

তবে আমরাও হইব না, তাহা কে বলিতে পারে?

যৌথ।

এখন আমি মিঃ সোয়ানের রিপোর্টের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। শিল্পোন্নতির জন্য তিনি যে সব বিষয় প্রধানত অবলম্বনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে হইতেছে—যৌথ সমবায় স্থাপন। এই সমবেত সমিতিকে উত্তম আর্থিক ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিবার জন্য কাকিনার রাজা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই সভা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কো অপারেটীভ সোসাইটি সমুদয়ের রেজিষ্টারের বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে, এই প্রকারের কতকগুলি সমিতি তন্তুবায়দের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যেও হইবে।

মিঃ সোয়ানের ২য় প্রস্তাব এই যে গবর্ণমেণ্টের শিল্পগুলির আরও সহায়তা করা উচিত।

এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ১৯১৩ সালের জুলাই মাসের আদেশের মর্ম্ম বলিতেছি :—

১। যে সব জিনিসের কাঁচা উপকরণ ভারতে আছে, বা যে সব জিনিস সম্পূর্ণই ভারতীয় উপকরণে ভারতে সে সব জিনিস যদি ব্যবহারোপযোগী হয় এবং দাম খুব বেশী না হয়, তাহা হইলে সে সব জিনিস কিনিতে হইবে।

২। বিদেশানীত উপকরণ দ্বারা ভারতে যে সব দ্রব্য প্রস্তুত হয়, বিদেশাগত দ্রব্য অপেক্ষা তাহার আদর বেশী করিতে হইবে; কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে (ক) সেই দ্রব্যের নির্ম্মাণের ক্রিয়ার প্রধান অংশটী ভারতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। (খ) সেই প্রকারের জিনিস ইণ্ডিয়া আফিসের মারফতে আনিলে যে দামে আনা যাইত, দ্রব্যটীর দাম তাহা অপেক্ষায় বেশী হইবে না (গ) ভারতগবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন মূল উপাদানগুলির সেইরূপ পরীক্ষাদি হইবে।

এই সব নিয়ম সকলকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই সব আদেশ যদি দুরূহ হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

ভারতীয় দ্রব্য।

কোথায় কি দরে পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা জানিতে পারা কিরূপ দুষ্কর, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিব।—

আপনারা জানেন, মফঃস্বলের সমুদয় ডাকঘরে গবর্ণমেণ্ট কাচের নলে পুরিয়া কুইনিন বেচিয়া থাকেন। বৎসরে ১০ লাখ এইরূপ নলের দরকার হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইন্স্পেক্টর জেনেরল ইণ্ডিয়া আফিসের মারফতে অষ্ট্রীয়া হইতে উহা আনাইতেন— দর হাজার নল ৯৵০। যুদ্ধারম্ভের পর কর্ণেল বুকানন ভারতের সমুদয় কাচের কারখানার চিঠি লিখেন। সকলের চেয়ে কম দরে যাঁহারা দিতে পারিবেন বলিলেন, তাঁহারাও ৬২৷৷০ কমে দিতে পারিবেন না বলিলেন। কাজেই তিনি ইংলণ্ড হইতে উহা ২২।৵০ দরে আনিতে বাধ্য হইলেন।

ইহাতে বড়ই হতাশ হইবার কথা। যাহা হউক, আমি এবং আমার জনৈক বন্ধু বাহির হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, হ্যারিসন রোডে কুঁড়ে ঘরে সামান্য লোকেরা এক রকম কাচ

তৈয়ার করে। তাহাদের সরঞ্জাম পত্র অত্যল্প। একটা চুলা, এক জোড়া চিম্‌টা, আর একটা ফুঁ দিবার চুঙি। আমি ইহার পর কলিকাতায় যাইয়াই ইহাদিগকে সেই কুইনিনের চুঙি দেখাইব, জিজ্ঞাসা করিব, তাহারা ঐরূপ বানাইতে পারে কি না, যদি পারে, তবে অতঃপর উঁহাদিগকে ফরমায়েস দেওয়া যাইবে।

লর্ড কারমাইকেলের রুমাল।

লর্ড কারমাইকেলের বাবা এক রকমের রুমাল বড় ভালবাসিতেন। লর্ড কারমাইকেল আজও সেই রকমের রুমাল ছাড়া আর কোন রুমাল প্রায় ব্যবহার করেন না। তিনি দেশে থাকিতে এডিনবর্গের এক দোকান হইতে তাহা কিনিতেন। যখন তিনি ভারতে রওনা হন, তখন ঐ দোকানদারদিগকে বলেন, যে তিনি আর তাহাদের কাছ হইতে ঐ রুমাল লইবেন না, কেননা তিনি ভারতেই ঐ রুমাল পাইবেন। তিনি মান্দ্রাজে আসিয়া রুমালের কারবারী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ রুমাল কোথায় পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিলেন, বাঙ্গলাদেশে পাওয়া যাইবে। বাংলা দেশে আসিয়া কলিকাতার চারিধারে সকল রেশমওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল যে, তাহারা ঐ রুমাল কোথায় তৈয়ার হয়, তাহা বলিতে পারে না, তবে সম্ভবত বোম্বাই হইতে আসিয়াছে। তৎপর বোম্বাইয়ে অনুসন্ধান করিলেন, তাহারা বলিলেন, যে সম্ভবত বর্ম্মা হইতে এই রুমালের আমদানি হইয়া থাকে। বর্ম্মায় অনুসন্ধান করিলেন, তাহারা বলিল, এই রুমাল জাপানী। তবু তিনি হতাশ হইলেন না। শিল্প বাণিজ্য বিভাগে তত্ত্ব লইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, সম্ভবত ফরাসীদেশের দক্ষিণ খণ্ডে এই রুমালের উৎপত্তি। তৎপরে তিনি এডিনবর্গের সেই দোকানেই এক ডজন রুমালের জন্য পত্র লিখিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন সেই রুমাল কোথা হইতে তাঁহারা পান্। তাঁহারা রুমাল পাঠাইলেন এবং লিখিলেন যে বাংলাদেশের মধ্যে মুর্শিদাবাদ নামে একটি জায়গা আছে, সেইখানে এই রুমালের জন্ম।

কলিকাতার শিল্পপ্রদর্শনী—

আপনারা জানেন, শিল্পবাণিজ্য বিভাগ কিয়ৎকাল হইল, কলিকাতায় একটি মনোরম মেলা বসাইয়াছিলেন, এবং মূল্যতালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সমস্ত জেলায় এই রকম মেলা বসুক। যৌথ ঋণদান সমবায়গুলির কর্ম্ম হইবে মূল্যতালিকাদি প্রকাশ করা। আমরা আর একটি মনন করিয়াছি—ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন বাণিজ্যসংবাদদাতা নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। মিঃ সোয়ানের আর একটি প্রস্তাব হচ্ছে, এই যে মান্দ্রাজে যেমন হইয়াছে, আমাদেরও তেমনি স্থানে স্থানে কারখানা খোলা দরকার।

জেলা শাসন কমিটির রিপোর্টেও আমরা ইহার প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছি। এ বিষয়ে প্রধান দরকার হইতেছে, জনৈক শিল্প ডিরেক্টর নিয়োগ। মান্দ্রাজে এইরূপ একজন ডিরেক্টর আছেন, সেইজন্যই ত মান্দ্রাজ এই রকম কার-খানা খুলিতে সক্ষম হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট এসম্বন্ধে পত্র লেখা হইয়াছে।

দেখা যাক্, কতদূর কি হয়। ডিরেক্টরের হাতে প্রচুর অর্থ থাকিবে, এবং তিনি মুক্তহস্ত হইবেন। অন্য অন্য প্রদেশে যে সব প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, সে সমস্তই তিনি অবগত থাকিবেন। ডিরেক্টর বাংলাদেশময় ঘুরিয়া কুটীরবাসী শিল্পীদের সংস্রবে আসিবেন। তিনি স্থানে স্থানে হাতে কলমে শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিবেন। যাহারা তাহা দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে চায়, তাঁহাদিগকে তিনি টাকা ধার দিবেন। আর যদি সম্ভব হয়, শুল্কাদি সংস্থাপন করিয়া দেশীয় শিল্পকে বৈদেশিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাঁচাইতে হইবে।

দুইটি বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের অতিরিক্ত উচ্চাশা যেন না হয়। বৃহৎ বৃহৎ ফ্যাক্টরির দিকে যেন আমাদের মন নিবিষ্ট না হয়, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই কুটির বাসী রুমালনির্ম্মাতা, এবং হারিসন রোডের সেই কাচের কারিকরের দিকেই যেন আমরা তাকাই। দ্বিতীয়তঃ আমরা যেন বৃথা কাজে অর্থের অসদ্ব্যয় না করি। এমন সব জিনিস আছে, যাহা জল বায়ুর জন্যে হোক, কি যে কারণেই হোক, বাংলায় তেমন ভাল হইবে, সেই গুলির নির্ম্মাণচেষ্টায় যেন আমরা বৃথা অর্থের অপব্যবহার না করি।

কাচ।

কাচ নির্ম্মাণ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাংলাদেশে কোথাও কাচ নির্ম্মাণের উপযোগী ভাল বালু পাওয়া যায় না। অন্য প্রদেশ হইতে বালু আমদানী করার দরকার হইবে। কাচ ব্যবসায় বাংলার উপযোগী নহে। আমার হারিসন রোড নিবাসী সখাগণ আস্তাকুঁড় হইতে ভাঙা কাচ সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন। কিন্তু কর্ণেল বুকাননের দাবী হয়ত তাহারা মিটাইতে পারিবেন।

চর্ম্ম।

চর্ম্ম ব্যবসায় মুসলমানদেরই কর্ম্ম। মুসল-মানগণ এসম্বন্ধে জাগ্রত হউন।

৫০০০ টাকা হইলেই একটা চর্ম্মপরিষ্কারের কারখানা খোলা যাইতে পারে।

বহরমপুর হইতে টিউটিকরণ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজে অনেক ট্যানারি আছে, আমাদের বাঙ্গলার এসম্বন্ধে কোনো সুবিধা হয় না কেন? শুনি-লাম দুইটি কারণ আছে:—

(১) যে উদ্ভিদের বাকলে চর্ম্ম পরিষ্কার উৎকৃষ্ট হয়, তাহা মান্দ্রাজে পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় নয়; (২) মান্দ্রাজের কারিকর যত বেতনে যেমন কাজ করে, বাংলার কারিকর সে বেতনে কাজ করে না।

ম্যাচ্ ও পেন্‌শিল।

এই দুই শিল্প সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে দুইখানি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন, তাহা খুব অল্প লোকেই পাঠ করিয়াছেন।

একটা জঙ্গলের মধ্যে আবশ্যকীয় কাঠ পাওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ কারখানাটি জঙ্গলের ধারে হইবে। তৃতীয়তঃ রেল ষ্টীমারের দ্বারা বন্দরের সঙ্গে কারখানায় যোগ থাকা দরকার এই সমস্ত না থাকিলে টাকা বৃথায় যাইবে।

সুরেন্দ্র বাবু সোরার ব্যবসায়ের উল্লেখ করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে সোরার বড়ই দরকার। কলিকাতায় দুইটা সোরার কারখানা আছে। কিন্তু কর্ম্মীদের মধ্যে ঝগড়ায় দরুণ তন্মধ্যে একটা প্রায় বন্ধ হইতে চলিল। এখানে এখনো বাণিজ্য সম্বন্ধীয় চরিত্র গঠিত হয় নাই। অতীতে আমাদের অনেক বৈফল্যের হেতু তাহাই। কিন্তু হতাশ হইব না। সকলে একযোগে আমরা কার্য্য করিব।

আমাদের মন্তব্য।

মিঃ বিটসন বেল বেশ মনোরম বক্তৃতা করিতে পারেন, তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি যে বঙ্গের শিল্পোন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছুক তাহারও পরিচয় পাইয়াছি। তিনি উৎসাহের সহিত পতনের পর উত্থান করিতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাও বেশ আশার কথা।

তিনি বলিয়াছেন, কাচ, চামড়া পরিষ্কার করা, পেন্সিল ইত্যাদি নির্ম্মাণ কার্য্যের চেষ্টা করা বৃথা। কেন না বাঙ্গলায় ভাল বালু পাওয়া যায় না, সুতরাং কাচ হইতে পারে না। ভাল উদ্ভিদ্ বল্কল পাওয়া যায় না, অতএব চামড়া পরিষ্কারের কারখানা করিলে লাভ হইবে না। পেন্‌সিলের কাঠ বাঙ্গালায় জন্মে না, কাঠের বনের কাছে কারখানা স্থাপন করা হয় নাই, অতএব বাঙ্গালায় পেন্‌সিল নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য্য হইতে হইবে।

মিঃ বেলের সিদ্ধান্ত আমরা মানিতে পারিলাম না। কে বলে যে, বাঙ্গলায় কাচ নির্ম্মানের বালু পাওয়া যায় না। ভাল বালু বহুল পাওয়া যায়।

জর্ম্মণী বাঙ্গলা দেশ হইতে চামড়া ও ভারত বর্ষ হইতে ক্রোমাইট লইয়া গিয়া চামড়া পরিষ্কার করিত এবং সেই চামড়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিত। আর মান্দ্রাজ হইতে বাকল আনিয়া বাঙ্গালায় চামড়া পরিষ্কার করিলে লাভ হইবে না? এরূপ কথা ভাল নয়। জর্ম্মণীতে উৎকৃষ্ট পেন্সিল হয়, কিন্তু সিডার কি জর্ম্মণীতে জন্মে? জর্ম্মণীর পেন্সিলের কারখানা কি বনের ধারে স্থাপিত? মিঃ বেল শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন, কিন্তু যে কয়টী শিল্প কারখানা বাঙ্গলাদেশে হইয়াছে, তাহাতে লাভ হইবে না বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। আমরা কি কেবল তবে কাঁচা মাল তৈয়ার করিব? (সঞ্জিবনী)

ইয়োরোপের সামাজিক রীতি নীতির ব্যবস্থা।

—:০:—

ইউরোপীয়ান জাতির কতকগুলি রীতি-নীতি, আদব কায়দা আছে, সেগুলি ইহারা শৈশব হইতেই শিক্ষা করে এবং যথাযথ পালন করিয়া থাকে। এই রীতি নীতিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সামাজিকতার হিসাবে অতিশয় অবজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহারা প্রাণপণে নিজের জাতির নিকট যথাসাধ্য ভদ্রতা দেখাইতে চেষ্টা করে। ইহাদের কতকগুলি রীতি নীতি মন্দও নহে বরং প্রশংসারই, আমাদের দেশে আর্য্য-নীতি সর্ব্ব বিষয়েই জগতের অনুকরণীয় হইলেও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় আর্য্য সামাজিক শিষ্টাচারের প্রতি এখন আর তেমন শ্রদ্ধাবান নহেন, তাঁহারা ইংরাজ রীতি নীতির পক্ষপাতী হইলেও কিন্তু তাহার অনুকরণও করিতে পারেন নাই এবং তাহাতে শিক্ষালাভও হয় নাই। কোন ইউরোপীয়ানের সম্মুখে বাঙ্গালীকে যে কি করিলে শিষ্টাচার রক্ষা হয়, তজ্জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের সাহেবিয়ানা টুপি নেকটাই—আর হ্যাট কোট পেণ্টুলনে, কিন্তু ইহাদের ভিতরে জিনিসে নয়। আমাদের দেশের রীতি নীতি মত আমরা ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া দেখিতে পাই, ভদ্র সাহেব তাহাতে ঘৃণা করে না। কিন্তু সাহেব সাজিয়া আদব কায়দা মত চলিতে না পারিলে ইহারা অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যাহা হউক, নিরাপেক্ষভাবে ইহাদের আচার ব্যবহারের সমালোচনা করিলে কতক কতক ইহাদেরও রীতি নীতি মন্দ নয়। সেই জন্য ইহাদের আদব কায়দার একটু আলোচনা করিতে চাই। ইহাদের নিমন্ত্রণে, সভাসমিতিতে চিঠিপত্র লেখায়, নাচে, মজলিসে, স্কুলে, কলেজে, স্ত্রী, পুরুষে সাক্ষাতে পৃথক পৃথক অসংখ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন, অসংখ্য নিয়ম, সকল গুলির আলোচনা সম্ভব নয়। তবে আজ আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা "In Public" সাধারণ সামাজিক নিয়মের কথা। ইহাদের নীতিতে বলে:—

১। রাস্তা চলিতে সর্ব্বদাই ডাইনে রাখিয়া চলিবে, তাহা হইলে যাহারা তোমার সম্মুখে আসিতেছে তাহারা তোমায় বামে রাখিয়া চলিবে, সুতরাং কেহ কাহারও সহিত ঠোকা-

ঠুকি বা রাস্তা অবরোধ করিবে না। নিয়ম মন্দ কি।

২। কাহারও গা ঘেসিয়া, বা কুনুই দিয়া ঠেলিয়া চলিও না। অথবা রাস্তা চলিবার সময় কাহারও প্রতি অসন্মান প্রদর্শন করিও না। ইহা নিশ্চয়ই সভ্যতাসূচক, কিন্তু যদিও এদেশের লোকের সহিত ইহারা এই নিয়মের বাঁধাবান্ধি এখন রাখেন না, কিন্তু স্বজাতি এবং স্বদেশে এই শিষ্টাচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন না। করিতে পারেন না।

৩। যদি কাহাকেও মাড়াইয়া এবং ঠেলিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। সর্ব্বদাই নম্র এবং সদ্বিবেচক হইবে।

সুন্দর রীতি নীতি সন্দেহ নাই, আমাদের'এ সম্বন্ধে আর্য্যনীতি আরও সুন্দর, ক্ষমা প্রার্থনা এবং গুরুজন হইলে চরণ স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবার নিয়ম আছে।

৪। কাহারও বিশেষ প্রকারের পোষাক পরিচ্ছদ আদব কায়দা দেখিয়া তাহার প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকা অথবা হাস্য করা, বা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথাবার্ত্তা বলা ঘোর শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

ইহাও সুন্দর শিষ্টাচার। এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছোক্‌রা বাবুদের এই রোগ আমি বহুবার বহু সমাজে দেখিয়া শিক্ষার ধিক্কার দিয়াছি। বহুবার আমরা দেখাইয়াছি, এদেশের ছেলেদের শিক্ষার সহিত আদৌ সৌজন্যতা শিক্ষা হয় না। শিখিতে হইলেই এদেশের ছেলেকে যথেচ্ছাচারী হইতেই হইবে, ইহা যেন মাথায় দিব্য দেওয়া। পাঠকগণ লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতা সপ্রমান হইবে। গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ, এবং মহিলাগণ আধুনিক শিক্ষাভিমানী পিতৃঅর্থ পালিত বিলাসী, শিষ্ঠাচারবর্জ্জিত যুবকগণের সম্মুখ দিয়া যাইতেও সঙ্কুচিত হন।

৫। কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যের দিকে অঙ্গুলি বাড়ান শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, কোনও ব্যক্তি চলিয়া যাইতেছেন, তাহার প্রতি মুখ ঘুরাইয়া দেখাও রুচি বিরুদ্ধ। সর্ব্বত্রই ভদ্রলোক হইবে। ইহাও সুন্দর নিয়ম। আমাদের দেশের ছেলেরা ভদ্রবংশীয় বলিয়া নামজাদা ভদ্রলোক, অনেক স্থলে ভদ্রতা দেখানর আবশ্যক বুঝে না। ভদ্র ব্যবহার না দেখাইলে কেন ভদ্র বাচ্য হইবে ইহা চিন্তার বিষয়।

৬। যেখানে জনতা অধিক, সেখানে ছাতা, ছড়ি, সোজা করিয়া বা আড়ভাবে লইয়া যাওয়া শিষ্টাচার এবং নিয়ম বিরুদ্ধ এবং অপরের অনিষ্ট এবং অসুবিধা জনক।

৭। রাস্তায় তামাক বা চুরুট টানা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, যে সকল রাস্তায় লোক চলাচল অল্প, তাহার মধ্যে ধুমপান কথঞ্চিৎ অনুমোদিত। রেলওয়ে ট্রেনে ধুম পানের কামরা ব্যতীত ধুমপান নিষিদ্ধ। ধুমপান করিয়া অপরের মুখে যে ধুম লাগে, ইহাও শিষ্টাচার এবং স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ কাজ।

কিন্তু এ নিয়ম এদেশের সাহেবগণ রক্ষা করেন না এবং আমরাও অনুকরণ করিতে যাইয়া পানের দোকানে পর্য্যন্ত আড্ডা লইতে শিখিয়াছি। আমরা যাহা করিব, তাহার চূড়ান্ত করিব কিনা। সেকালের লোকের জাতি ধর্ম্মে মতি ছিল, অপরের সংস্পর্শের হুকা চলিত না। তজ্জন্য ঘরেই লোকে তামাক খাইত। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবি ব্যতীত এদেশেও তামাক টানিতে টানিতে যাওয়ার পদ্ধতি ছিল না। এখন বিদেশীয় সভ্যতার কল্যাণে পকেটে হাত পুরিয়া চুরুট, সিগারেট টানিতে শিক্ষা করিয়া পান ওয়ালার দোকানে পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া ধূমপান করাকেও ভদ্রতা সূচক করিয়া লইয়াছি।

৮। রাস্তায় দাঁড়াইয়া ফল অথবা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য খাওয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। নিশ্চয়ই, আমাদের আর্য্য নীতিতে নির্জ্জনেই আহার হওয়ারই আদেশ।

৯। তোমার পরিচিত বন্ধুকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়া আলাপচারী করিও না, ইহা শুদ্ধ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নহে, অপরের অসুবিধা জনক, যাহা দ্বারা অপরের অসুবিধা হয়, সেরূপ স্বেচ্ছাচারিতায়, সুশিক্ষার অভাব বুঝায়।

রেলওয়ে ষ্টেশনে, রেলওয়ে গাড়ীর দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া অপরের গন্তব্য অবরোধ করা বা আপনার জিনিস পত্র ফেলা স্বার্থপরতা এবং অশিক্ষিতের পরিচারক। কদাচ তাহা করিও না।

আমাদের দেশের লোকে শিক্ষিত হইলেও এই কাজটী করেন। নিজের জিনিস পত্র লইয়া গাড়ীর দরজা এমন ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া বসেন যে, লোকে তাড়াতাড়ি বাহির হইতে না পারিয়া গন্তব্য ষ্টেশন হইতে দূরে যাইয়া লাঞ্ছিত হয়েন এবং কতকলোক গাড়িতে ঢুকিতে না পারিয়া ট্রেণ ফেল হয়েন। ইংরাজেরা ইহা করেন না, সামান্য পয়সার জন্য ইহারা চোরাই করিয়া মাল পত্র লইয়া অপরের ২টি কথা শুনিতে চাহেন না। এটা ইহাদের শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ব্যবহার। এজন্য এইরূপ করিলে অপর লোকে তাহাকে ঘৃণা করে। এ ঘৃণা ইহারা সহিতে পারেনা। ইহাদের মধ্যে অশিক্ষিত থাকিলে লোকে তাহাকে Gentleman ও শিক্ষিত বলে, এটা ইহারা চায়। আমরা এমন অপমান গায়ে মাখি না। কারণ আমরা শিক্ষিত বলিয়া বড় বড়াই করি বটে কিন্তু এখন অপরের বিশেষ স্বদেশবাসী বা স্বজাতির সুবিধা অসুবিধা ভাবিতে শিখি নাই। এই রোগেই আমাদের মধ্যে অহরহ অনৈক্যতা, যাহা হউক, এটা দোষ বটে। আমরা দরিদ্র হই না কেন, আত্ম মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। ইংরাজ

এবং অপরাপর ইউরোপীয় এবং আমেরিকানগণ যথা সম্ভব এই আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়াসী, সেইজন্য যথেচ্ছাচারী হইতে পারে না। হইলে ইহাদের সমাজে ইহারা নগণ্য হইয়া পড়ে। এ নিয়মও ইহাদের বেশ।

(ক্রমশঃ)

Management of Estate.
সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত।

—::*::—

(৩)

সকল কার্য্যেই যেমন আমাদের সুশৃঙ্খলার অভাব, বিষয় কার্য্যেও সেইরূপ কোন সুবন্দোবস্ত নাই। পাশ্চাত্য জাতির যতটুকু সম্পত্তিই হউক, তাহাদের রীতিমত একটা রেকর্ড রাখা হয়। দলিলাদি আমরাও যে যত্নে রাখিনা, তাহা নহে। কিন্তু পল্লীগ্রামে কেহ হাড়িতে, কলসীতে, কেহ বাক্সেও রাখিয়া থাকেন। কিন্তু কদাচিত সে সকলে হস্তক্ষেপ করা হয়। ছেলেদিগকে যে সকল সম্পত্তির কোন বিবরণ শুনাও হয় না। সম্পত্তিও দেখান হয় না। তাহার পর বাড়ীর কর্ত্তা যখন অকস্মাৎ ভবলীলা সংবরণ করেন, তখন ছেলে বেচারা মাঠের সম্পত্তি খুঁজিয়াও পান না। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের এইটা বিষম গলদ।

পাশ্চাত্য জাতি প্রত্যেক সম্পত্তির মূল্যবান কাগজ পত্র খুব সযত্নে রাখে, প্রত্যেক সম্পত্তির কাগজ পত্রের উপর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অর্থাৎ কোথা হইতে প্রাপ্ত, কোথা হইতে খরিদ ইত্যাদি বিবরণ সমন্বিত লেবেল দেওয়া থাকে। যথা :—১ নং রামতলালের নিকট খরিদা লাখরাজ সম্পত্তি। ২নং সরিকানী সম্পত্তি ইত্যাদি প্রকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমন্বিত ছাপান লেবেল দেওয়া হইয়া থাকে সেই লেবেলের একটা নমুনা দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সম্পত্তি
নং—১২
অমুক মাঠের খরিদা জমী
মাপ লাখরাজ জমী

এইরূপ প্রত্যেক দলিলের উপর লেবেল দেওয়ায় যখনই আবশ্যক, বাক্স খুলিলেই সহজেই খুজিয়া পাওয়া যায়। তাহার পর একখানা খাতা রাখে। তাহাতে দলিলের নম্বর এবং পার্শ্বে তাহার বিবরণ, জমীর জল সেচনের ব্যবস্থা, কত টাকায় খরিদ, কত খাজনা, কত খাজনায় বা ভাগে বিলি, তাহার চৌহদ্দি বা চতুঃসীমা প্রভৃতি বিশেষ বিবরণ লেখা থাকে। এইরূপে সমস্ত সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ ঐ খাতা খানাতেই থাকে। তৎসম্বন্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা, তাহার নিষ্পত্তির কাগজ পত্রের নম্বরাদি সমস্ত ঐ সম্পত্তির বিবরণের পার্শ্বে রেকর্ড করা থাকে। খাতাখানি হাতে করিয়া মাঠে বাহির হইয়া ইহারা অতি শিশু বালক বালিকাকেও সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া শুনাইয়া সম্পত্তির সহিত পরিচয় করিয়া দেয়। ছেলে বড় হইয়া আর চাষে বা সম্পত্তিতে উপেক্ষাও করিতে শিক্ষা করে না। মাঠে যাইয়া আমাদের ছেলেবাবুদের মত আঁধারও দেখে না। এইরূপ সম্পত্তির রেকর্ড রাখা পল্লীগ্রামের সেকালের সকল লোকেই জানিতেন। এখন বাপও বাবু, চাকুরে বাপ, ছেলে কলেজের সভ্য ভব্য, উভয়েই যে সম্পত্তি কোথায়? তাহা প্রায় শত করা ৫০ জনের উপর বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত লোকে জানেন না। ইহার কারণ, বিষয়ে উপেক্ষা। বিষয় সম্পত্তির উন্নতি সাধন করিতে হইলে ছেলেকে কদাচই বাবু হইতে দিলে আর চলিবে না। ইহারা বেজায় ইয়ার হইয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অসার হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহা এদেশের লোকে এখন ভাবিতেছেন না বটে, কিন্তু ননীর পুতুল গুলির যখন প্রকৃত জীবন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বড় মুস্কিল হইয়া পড়ে, তাহার আর আসান হইবার উপায় থাকে না।

বিষয়ের এই প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেকর্ড রাখিয়া স্কুল কলেজে পড়া ছেলেদিগকে পিতার উচিত সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক সম্পত্তির মাঠে পরিচয় করিয়া দেওয়া। কৃষি সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট কাগজ, পুস্তকাদি পড়িতে বাধ্য করা। এইরূপ করিতে করিতে ইহাদের প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে বৈষয়িক কার্য্যে লাগিতে পারে।

বাড়ীর নিকটেই অথবা অনতি দূরে পাশ্চাত্যদেশের লোকে home Firm or Model Firm রাখিয়া থাকেন। বাড়ীর কর্ত্তা, গৃহিণী বালক বালিকাগণকে লইয়া চাকরগণের সাহায্যে এই আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রকে আবাদ করিয়া থাকেন। ইহাদের ছেলেদের মনে কৃষি কার্য্যে আর ঘৃণা হয় না, তাহারা কষ্ট সহিষ্ণু হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহারা খাটিতে খাটাইতে শিখে, তাহাদের সর্ব্ব বিষয়েই একটা Practical হাতে ছেতেরে জ্ঞান জন্মিয়া উঠে। আমাদের দেশের ছেলেকে আমরা বাবু করি, স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, শ্রমকাতর হয়, অকালে বার্দ্ধক্য জরা গ্রস্ত হইয়া দুধের গোপাল গুলি ভবলীলা সাঙ্গ করে। লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছ, বিজ্ঞান দর্শন পড়িয়াছ উত্তম, কিন্তু যদি বৈষয়িক জ্ঞান বর্জ্জিত হও, তাহা হইলে পিতৃ সম্পত্তি থাকে কেমন করিয়া? সেইজন্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বিদ্যালয়ে কৃষির আলোচনা একটা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। এদেশে কৃষি প্রধান দেশ, প্রচুর ভূসম্পত্তি থাকিতেও এদেশের অন্নাভাব। বুঝুন ব্যাপার, এ দোষ ছেলেদের অপেক্ষা কর্ত্তৃপক্ষেরই অধিক। এই আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রের ব্যবস্থা প্রত্যেক

গৃহস্থেরই করা উচিত এবং পাশ্চাত্য বিধি প্রচলন করা উচিত। ইহাতে গৃহস্থের যথেষ্ট আয় হইবে, সন্তান সন্ততি দীর্ঘজীবি, বলিষ্ট ও কর্ম্মক্ষম হইবে এবং এই আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রজাত দ্রব্য দ্বারা গৃহস্থের বহু ব্যয় সংক্ষেপ হইবে।

এইরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া ছেলেরা যখন বড় হইবে, তখন পিতা এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবর্ত্তমানে অনায়াসে স্বীয় বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিতে পারিবে। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার রহিল।

Making the Millions.
কেমন করিয়া ধনকুবের হইয়াছিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমেরিকায় ৪ হাজারের উপর লক্ষপতি এবং ক্রোড়পতি আছেন। ইহারা প্রত্যেকেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বয়ং নিজেদের সৌভাগ্য নির্ম্মাতা। ইহাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস পাঠে বিস্মিত হইতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে মিঃ জেমস্, আর, কিনি, (Mr James R. Keane) জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনকুবের। ইনি বহুবার একটা কাজেই লক্ষাধিক ডলার লাভ করিয়াছিলেন এই মিঃ কিনি, প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কালিফর্ণিয়াতে যখন জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাহার নিকট এক পেনীও সম্বল ছিল না। তিনি স্বীয় অধ্যবশায় গুণে, খনিতে মজুরী করিয়া, সামান্য রাখাল বালকের কার্য্য করিয়া, কৃষি কার্য্য করিয়া ক্রমোন্নতি করিতে আরম্ভ করেন, অবশেষে এই দীন নিঃস্ব বালক সংবাদ পত্রের সম্পাদক (Journalist) হইয়া ক্রমে সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, নানা উপায়ে এই সময় পর্য্যন্ত মিঃ কেনী ২০০পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের এ দেশের টাকার ৩০০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। এই ৩০হাজার টাকা লইয়া ইনি সানফ্রানসিসকো নগরে আগমন করেন এবং এখানে স্পেকুলেশন দ্বারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ৩০ হাজার পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ হাজার পাউণ্ড এ দেশের টাকায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এদেশে সারা জীবণে মরিবার সময় ৩।৪ হাজার টাকাও লোকে সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারে না। এই কিনী এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কত কোটী কোটী টাকা করিয়াছেন, তাহার কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। কাগজ পত্রে দেখি, "Mr James Keane who is today of the greatest financial giant in the world."

যখন তিনি ৪ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার পর কিছু দিন তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী অপ্রসন্না হন, তিনি পুনরায় দরিদ্রাবস্থায় উপনীত হইলেন, কপর্দ্দকশূন্য যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া এই কর্ম্মবীর পুনরায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দৃঢ়তার সহিত আবার স্বীয় নষ্টসৌভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া পড়িলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী পুনরায় মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং নানা কার্য্যদ্বারা আস্তে আস্তে যে টাকা তাহার নষ্ট হইয়া ছিল, তাহা ব্যতীত ১৫ লক্ষ্য টাকা অধিক উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। এখন মিঃ কিনী একটা প্রকাণ্ড মূলধন লইয়া নিউইয়র্কে যাইয়া গমের একচেটিয়া করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কপর্দ্দক শূন্য হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন তাহার পর মিঃ কিনীকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। তাহার পর স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবশায় গুণে কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া একমাত্র রেলওয়ে ষ্টক বিক্রয়ের কার্য্যে অকস্মাৎ ধনকুবের হইয়া উঠিলেন, এখন জগতে নাকি তিনি সর্ব্ব প্রধান ধনকুবের মধ্যে গণ্য। অপ্রতিহত উদ্যম, অসাধারণ অধ্যবশায় এবং সাহসিকতা এই সমুদয় গুণেই নাকি আমেরিকার যুবকগণ অতি অল্প সময়ে স্বপ্নাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বসে। আমরা বাঙ্গালী কোনরূপে ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না।

Mr Vrilland মিঃ ভ্রিললাণ্ড আর একজন ধনকুবের। এই বালক রেলওয়ের লাইনে সপ্তাহে মাত্র ১৩ শিলিং উপার্জ্জন করিয়া অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিত। এ ঘটনা বড় অধিক দিনের কথা নহে। আমেরিকায় যোগ্যতার পুরস্কার আছে, কিছুদিন লাইনে কাজ করিতে করিতে লাইনের সুপারিণ্টেনডেণ্ট হইলেন। ইহার পর তিনি মিঃ হোট্নী নামক একজন ধনীব নিকট মূলধনের সাহায্য পাইয়া ইলেকট্রীক রেলওয়ের কি একটা অভিনব আবিষ্কার করিয়া অকস্মাৎ বহুলক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর স্বীয় প্রতিভাবলে এখন তিনি Man of enormous wealth and autocrat of Electric Railway. প্রচুর ধনের অধিশ্বর এবং ইলেকট্রীক রেলওয়ের স্বাধীন রাজা।

Mr. John Gates মিঃ জন গেট্স্, ইনিও একজন ধন কুবের। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি লুস্ভেলী এবং নস্ভেলী নামক দুইটী প্রকাণ্ড রেলওয়ে খরিদ করিয়া সমগ্র জগতকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। এই বালক প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে মজুরী করিয়া অতিকষ্টে জীবিকার্জ্জন করিতেন, তাহার পর সামান্য মূলধন সঞ্চয় করিয়া বনে কাঠ কাটিয়া জ্বালানি

কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। ইহা দ্বারা কিছু কিছু ধন সংগ্রহ করিয়া ইনি গ্রাম্য দোকানদার রূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। ইহাতে তিনি তাহার মূলধন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া কাঁটাওয়ালা বেড়ার তারের কাজ অতি সামান্য আকারেই আরম্ভ করিলেন। তাহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনি আমেরিকান ষ্টীল এবং তার কোম্পানীর ট্রাষ্ট নিযুক্ত হইলেন, কিছুদিন পরে স্বীয় দক্ষতা গুণে আমেরিকান অন্য একটা বড় কোম্পানীর ট্রাষ্ট্ নিযুক্ত হইয়া অকস্মাৎ ধনকুবের হইয়া বসিলেন, এখন নগদ টাকার মিঃ গ্রেট্ একজন অধীশ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ মিঃ জীওবার্, মিঃ কার্ণেজী মিঃ হগলিট প্রভৃতি বহু বর্ত্তমান ধনকুবেরের জীবনী হইতে দেখা যায় যে, অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিতান্ত নিঃসম্বলে ইহারা ধনকুবের। মূলধনে কিছু আসে যায় না, স্বীয় অবস্থায় উন্নতি করিতে, সাহস অধ্যবসায়, উদ্যোগ যেমন আবশ্যকীয় উপাদান, মূলধন তেমন আবশ্যকীয় নয়।

আলস্যই সর্ব্বকর্ম্ম নাশের মূল, আমার দেশে এই বিষম রোগের প্রাবল্য অধিক। কোন উদ্যোগ নাই। আমরা শ্রম কাতর, অধৈর্য্য, ব্যবসায় বিবেক হীন, সেইজন্য আমাদের এত দুর্দ্দশা। ইহারা কাঠুরিয়ার অবস্থা হইতে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইবার প্রত্যেক লোকেই আশা রাখে। বহ্নিবৎ জ্বলন্ত উচ্চাশা লইয়াই যেন ইহাদের জন্ম, ইহারা সাধনার দ্বারা সেই উচ্চাশাকে সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্য কঠোর উদ্যোগ করে।

সেইজন্য অতি অল্প সময়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হয়। এদেশের উচ্চাশা নাই, কুড়ি টাকা বেতনের চাকরীতেই কৃতার্থ। আর কোন উদ্যোগ নাই—করিতেও প্রয়াসী নহে। সময়ের মূল্য বোধ নাই, জীবনের, কোন একটা নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্য বাঙ্গালীর অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। এদেশের পিতা মাতারও তেমন যত্ন নাই, ছেলেকে শ্রম সাধ্য কার্য্যেও দিতে চায় না, উৎসাহিতও করে না। দেশটার আগা গোড়া বনেদ খারাপ্ হইয়া গিয়াছে। উচ্চ শিক্ষায় অভিমান বাড়িয়াছে, জীবন যুদ্ধের জন্য তাহার কোন শিক্ষাই হয় না। যে দিন এই শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃত পুরুষোচিত চরিত্র গঠিত হইতে আরম্ভ হইবে, সেই দিনই আমরা বুঝিব যে, দেশের শুভদিন বড়বেশী দূরে নয়। কিন্তু সে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক শিক্ষা কবে হইবে জানি না। আহা, কানা বেরালের যেমন আরসোল্লা পথ্য, সেইরূপ যেমন উচ্চশাহীন দেশ, পাশ করাইয়া বরের যৌতুক স্বরূপ ২।৪ হাজার টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট! অধঃপতনের মূল উচ্চাশার অভাব। এদেশে এই অভাবই প্রবল।

(Medical)

Fighting Consumption with Garlic.

রশুন দ্বারা যক্ষ্মা-চিকিৎসা।

—o—

১৯১৩ সালের ১৭ই জুন তারিখের "Indian Daily News" নামক কলিকাতার দৈনিক পত্রে World's Magazine পত্র হইতে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছিল। আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহার অনুবাদের সারাংশ উপহার দিতেছি। Tuberculosis বা ক্ষয় রোগ ফুসফুস, অস্থি, মজ্জা, Glands বা গ্রন্থি প্রভৃতি শরীরের সকল স্থানেই হইতে পারে, ক্ষয় রোগ বলিলে যে ক্ষয়কাশই বুঝাইবে, এখনকার পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ তাহা বলেন না।

টিউবারকিউলিসিসের এক প্রকার জীবাণু আছে, তাহা শরীরের যে কোন স্থান অধিকার করিয়া ক্ষয়রোগ উৎপাদন করিতে পারে, ইহার জীবাণু (Bacellie) ফুসফুস্ আক্রমণ করিলেই তাহা ক্ষয়কাশ কথিত হয়।

যাহা হউক, ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু হাঁসপাতালে এখন রশুন দ্বারা ইহার চিকিৎসার পরীক্ষা চলিতেছে। যদিও তাঁহাদের পরীক্ষা এখন সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, কিন্তু অনেক চিকিৎসক ইতিমধ্যেই রশুনের অদ্ভুত শক্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে Dr Minchin এ সম্বন্ধে তাঁহার পরীক্ষার অনেক গুলি উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

"The physician who has been battling Tuberculosis in all its forms with no other medicines than this (Garlic) is Dr. W. C. Minchin of Dublin late medical officer of the Kells Union Hospital."

সাধারণের বিনা মূল্যের চিকিৎসালয় মেট্রোপলিটান হস্পিটালের ডাক্তার, ম্যাক্ ডাফ্‌ও গার্লিক বা রশুনের ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন।

ডাক্তার মিন্‌চিন বলেন যে, তাঁহার নিকট একটী কৃষক তাহার পায়ের অস্থিক্ষয় রোগ চিকিৎসার্থ আগমণ করে, তিনি তাহার পা কাটিয়া বাদ দিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু রোগী তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া চলিয়া যায়। কিছু দিন পরে ডাক্তারের সহিত বালকের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তাহার পা সারিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং কিরূপে আরোগ্য হইল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, Dr Walker ডাক্তার ওয়াকার তাহাকে একটা পুল্‌টিস দিয়াছিলেন, তাহাতেই সে আরোগ্য হইয়াছে।

ডাক্তার ওয়াকার একজন বিখ্যাত

চিকিৎসক, তিনি তাহার নিকট হইতে জ্ঞাত হইলেন যে, রশুনের গাছ, গোড়া এবং লবণ একত্র বাঁটিয়া গরম করিয়া পুলটিস রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই স্থান হইতেই ডাক্তার মিন্‌চিনের ইহাতে মনোযোগ আকর্ষিত হইল। তিনি বিবিধ প্রকার ক্ষয় রোগে গার্লিক (রশুন) ব্যবহার করিয়া ইহার ফলে এতই মুগ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইলেন যে, British Medical Journals বিলাতের চিকিৎসা বিষয়ক পত্র সমূহে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ তাঁহার প্রবন্ধের পোষকতার অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র পত্রে এত বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের স্থান নাই। যাহা হউক, প্রায় জগতের সমস্ত চিকিৎসকগণেরই মত:—"Garlic gave us best result and would seem equally efficatious, no mather, what part of the body is affected, whether the skin, bones, glands, lungs or special part, অর্থাৎ রশুন আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুফল প্রদান করিয়াছে। ইহা অস্থি,মাংশ, গ্রন্থি ফুসফুস, এবং শরীরের যে কোন বিশেষ অংশ সর্ব্বত্রেই সমান হিতকর এবং কার্য্যকারী।

ইটালীতে নরনারী বালক বালিকা সকলেই রশুন খায়, এজন্য ইটালীতে রোগের প্রাদুর্ভাব কম—নাই বলিলেও হয়। "Tuberculosis is uncommon in Italy where garlic is used universally."

সেথানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার পাইসিনী এবং Dr Cavazzani ক্যাভাজানী এ সম্বন্ধে ২ খানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রশুন দ্বারা ক্ষয় রোগের চিকিৎসা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। এই স্থলে আমরা বলিতে চাই যে, আমাদের আর্য্যঋষিগণ বহু প্রাচীন কালেই ইহার গুণ অবগত ছিলেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ সংগ্রহ দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিবেন,তাঁহারা কত পূর্ব্বে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে জানিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা আমাদের অনায়াসলব্ধ দেশজাত দ্রব্যে এখন আর আস্থাবান নহি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণ দেখাইতেছেন, যে রশুনে এক প্রকার তৈল বিদ্যমান আছে, তাহার নাম Allylsulphide আলিল্ ফল ফাইড্, এই তৈল পদার্থের জন্যই রশুনের এত তীব্র গন্ধ। এই তৈল লিম্‌ফাটিক গ্লাণ্ডস্ দ্বারা অতি সহজেই এবং শীঘ্র শোষিত হয়। এই লিম্‌ফাটিক গ্লাণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল দ্বারা (Tubes) শোণিত বাহিনী শিরার ন্যায় সমস্ত শরীরের ব্যাপ্ত আছে সুতরাং অতি সহজেই যে কোন স্থানে রশুন ব্যবহার করা যাউক না কেন, শরীরের অস্থি, মাংশ মজ্জা, ফুসফুস্, হৃদপিণ্ড সকল স্থানেই সহজেই নীত হইয়া ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। সকলেই পরীক্ষা করিতে পারেন, ২।৪ কোশ রশুনকে থেঁতো করিয়া একটা ন্যাকড়ায় পুঁটলীর মত করিয়া যদি কোন লোকের পায়ের তলায় ধরা যায়, তাহার কিছু ক্ষণ পরেই দেখা যাইবে যে, শ্বাস প্রশ্বাসেও রশুনের গন্ধ উঠিতেছে, ইহা এই অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থিসমূহ দ্বারা শোষিত হইয়া একেবারে বক্ষযন্ত্রে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার পর শ্বাষ প্রশ্বাসের দ্বারা ইহার তীব্র গন্ধ বাহির হইলে বুঝিতে হইবে যে, রশুন যে শোণিতের সহিত যুক্ত হইয়া হৃদয় যন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, সেই হৃদযন্ত্র পরিচালনার প্রধান যন্ত্র ফুসফুস্, সেই ফুসফুস হইতে নিসৃত শ্বাষ প্রশ্বাসে রশুনের তীব্র গন্ধই তাহার জাজ্জল্য প্রমাণ।

ডাক্তার মিন্‌চিনের ফুসফুসের ক্ষয়রোগে রশুন দ্বারা অতি প্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি হইল, রশুনের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ।

"Dr. Minchin's favourite treatment of Tubersculosis of Lungs (consumption) is inhalation of Garlie."

তিনি আরও বলেন যে,যেস্থান বাসিলাই দ্বারা আক্রান্ত, যদি সেই স্থানে রশুনের গন্ধ বা রস পৌহছিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুফল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যেস্থানে গভীরতম প্রদেশ আক্রান্ত, কিন্তু উপরের আবরণ ভেদ করিয়া রশুনের ক্রিয়া প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেস্থান অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা খুলিয়া না দিলে হয়ত সুফল না পাওয়াও যাইতে পারে।

এস্থলে ডাক্তার মিনচিনের এই কথাটা বুঝিতে অক্ষম হইলাম, যদি ইহা লিমফাটীক গ্লাণ্ডস, দ্বারা শোষিত হইয়া ইহাদের নল দ্বারা সর্ব্ব স্থানেই পৌহছিতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ গভীর আক্রান্ত স্থানেও ইহা কেন পৌহছিবে না,ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, আক্রান্ত পীড়িত স্থানের Tube of Glands হয়ত তাহাদের ক্রিয়া করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। যাক্, তিনি বলেন যে:—

রশুনের রস—	৩ড্রাম
বিশুদ্ধ আলকোহল—	৩ আঃ
কয়েক ফোটা অয়েল ইউকেলিপটাস—	

এই ইউকেলিপটাস দেওয়া কেবল রশুনের বদগন্ধ ঢাকিবার জন্য।

একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলা বা লিণ্ট ভিজাইয়া নাকের উপর সকালে ও সন্ধ্যাকালে ২বার করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। ১৪।১৫ দিন ব্যবহারেও যদি সুফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে,উপরোক্ত অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যকতা আছে, নচেৎ রোগী আরোগ্য হইত, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

ছোট ছোট ছেলেপুলেদিগকে ইনি ২।১ কোশ Raw কাঁচা রশুন চিবাইয়া খাইতে বলেন। যাহারা অতি দরিদ্র, চিকিৎসকের সাহায্য পাইবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা পরিষ্কার আবরণ বিশিষ্ট কড়াইয়ে দুগ্ধের সহিত দুই ঘণ্টা কাল কয়েক কোশ রশুনকে থেতো করিয়া দিয়া সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে উপকার হইবে। অনেকের Larynxএর বা কণ্ঠনালীর ক্ষয় রোগ হইয়া থাকে, তাহারা প্রাচীন নিয়মে রশুন খাইলেও উপকার হইবে।

চর্ম্মের ক্ষয়রোগকে লিউপস্ Lupus বলে, ইহাতে রশুনের রস রাত্রে আক্রান্ত স্থানে তুলি দ্বারা লাগাইয়া দিলেও উপকার হইবে।

ডাক্তার মিন্চিনের চিকিৎসা প্রণালী আমেরিকান চিকিৎসকগণ তাহাদের Private Practice এ ব্যবহার করিতেছেন। একজন চিকিৎসক, তিনি তাঁহার নিজের স্ত্রীর উপর ইহা পরীক্ষা করিয়া আশাতীত সুফল পাইয়াছিলেন, তবে তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এরূপ অনেক অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। কিন্তু সে সকলের বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ সুদীর্ঘ করিতে আমরা অক্ষম হইলাম।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের যুক্তির স্থূল মর্ম্ম হইতেছে এই যে, এই আরোগ্যকারী ক্ষমতা ইহার তৈলাক্ত পদার্থে "**Allyl Sulphide**" "It seems certain that this is split up in the body into its solid constituents and sulphurous acid."

যাহা হউক টিউবারকিউলিসীসের উপর এই সলফরস এসিডের ক্রিয়া অনেক চিকিৎসক লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। চিকাগোর জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তার Dr Edwards Gudeman গডিম্যান চিকাগোর কেমিক্যাল সোসাইটীতে প্রকাশ করিয়াছেন, যে এই সলফরস এসিড টীউবারকিউলসিসের জীবাণুর ধ্বংস সাধন করিতে বিশেষ ঔষধ (Specific)। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইতেছেন যে, যাহারা সলফিউরিক এসিডের কারখানায় কাজ করে, তাহাদের ক্ষয়রোগ হয় না।

"The inhalation of sulphurous acid is a specifie for the destruction of tubercle bacillus, and he pointed out that consumption is virtually unknown among workers in sulphuric acid factories, where they are always inhaling the fumes."

জন হপ্‌কিন্‌স ইউনিভারসিটীর সুবিখ্যাত প্রফেসর সম্প্রতি ২টী নিতান্ত হতাশ ক্ষয় রোগীর বিবরণ জ্ঞাত করিয়াছেন। তাহারা যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছিল, জীবনের আশা ছিল না, কিন্তু দৈবচক্রে তাহারা একটা সলফিউরিক আসিডের কারখানায় কাজ পায়, এখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে এই সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে সলফরস এসিড্ এ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং এই রশুনের মধ্যে তাহা সুন্দর আকারে বিদ্যমান আছে, এবং রশুনের মধ্য দিয়াই দেহে সলফরস এসিড্ প্রবেশ করাইবার সুন্দর উপায়। "From this, it is evident that sulphorous acid is really curative agent and that Garlic is mearly the most convenient form of administering sulphurous acid" উপসংহারে বলিতে চাই যে, এই চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা, ইহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহা খাদ্য মধ্যে পরিগণিত এবং ইহা দ্বারা অতিমাত্রা হইবার ও সম্ভাবনা নাই। আরও ইহা নিতান্ত গরীব লোকেরও সহজ প্রাপ্য এবং সুলভ। এখন আমরা আমাদের ঋষিগণের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আয়ুর্ব্বেদে রশুনের গুণ।

ইহা কটু মধুর, পাকে কটু, পিচ্ছিল, গুরু পাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ বলকারক শুক্রবর্দ্ধক, স্বর ও বর্ণ পরিস্কারক, ভগ্নস্থান সংযোজক, জ্বর, অজীর্ণ, হৃদ্‌রোগ, অরুচি, গুল্ম, মলমূত্রাদি বিবদ্ধ, কুক্ষিশূল, মুত্রকৃচ্ছ, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, কাশ, বাতশ্লেষ্ম জনিত পীড়া সমূহের শান্তি কারক।

আমবাতে ইহার প্রলেপ হিতকর, শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুতে শীত ও বর্ষাকালে, বায়ু প্রধান ধাতুতে বসন্ত কালে রশুন ভোজনে যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন। রশুন ভোজনের পর দুগ্ধ, গুড় অধিক জলপান রৌদ্র সেবন নিষিদ্ধ, পরিশ্রম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রশুন ভোজনের পর মদ্য মাংশ, অম্লদ্রব্য ভোজন প্রশস্ত। এদেশে ক্ষতরোগে, বাতরোগে রশুনের পুলটিস দিয়া থাকে, তাহাতে ফোস্কা হইয়া রোগ সারিয়া যায়, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়াছেন।

* অন্যান্য পত্রে আমাদের এই প্রবন্ধ "কাজের লোকের" নামোল্লেখ করিয়া উদ্ধৃত করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারে।

সম্পাদক
কাজের লোক।

ছোট ছোট ক্ষত যাহা সহজে আরোগ্য হয় না, তাহাতে টিংআইডিন প্রয়োগ করিয়া অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

জুলাই, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড।

মুখের সাধারণ হারপিস্ রোগে ফটকিরির লোশন একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। A saturated solution may be used.

I. M. R.

টারপেন্‌টাইন অল্প পরিমাণে, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে হোইট্‌স ডিজিজ্ নাম রোগে উপকার হয়। টারপেন্‌টাইনের ক্রিমি নাশক গুণ আছে, খালি পেটে ৩।৪ দিন প্রাতে ৫ হইতে ছয় ফোটা দুগ্ধের সহিত ব্যবহারে ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

Indian Medical Rcrd.
July. 1915

—o—

(Special for Businessman.)

দুর্লভ মুষ্টীযোগ সংগ্রহ।

—•::•::•—

বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বয়ক্রম এক্ষণে ৭০।৭৫ বৎসরের কম নহে। তিনি জীবনে বহু পরীক্ষিত বহুশ্রমলব্ধ দুর্লভ মুষ্টিযোগ সংগ্রহ করিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সাধারণের হিতার্থে তিনি এই মুষ্টিযোগ গুলি "কাজের লোকে" প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বিচক্ষণ, বহুদর্শী, অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, একজন সেকালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, এখনও উদ্যম, উৎসাহ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, "কাজের লোকের" ন্যায় যে কাগজ এদেশে আছে, তিনি আগে তাহা জানিতেন না। তিনি মুক্তকণ্ঠে "কাজের লোকের" আবশুকতা স্বীকার করেন। পাঠকগণ এই সকল মুষ্টিযোগের মধ্যে এমন অনেক ঔষধ পাইবেন, যাহা বিক্রয় করিয়া অনেকে বড় লোক হইয়াছেন। এ সকল মুষ্টিযোগ বড় প্রকাশিত হয় নাই। মহিম বাবু বড়ই পরোপকারী লোক, তিনি বলেন, আমার বয়স হইয়াছে এত কষ্টের সংগৃহীত বিষয়গুলি আমার সঙ্গেই চিরতরে নষ্ট না হয়, এইজন্ত ইহার রক্ষার জন্য খাতাখানি আপনাদিগকে সাধারণের হিতার্থে প্রকাশের অনুমতি দিলাম। সাধারণের উপকার হইলে আমার সকল পরিশ্রম সফল হইবে।

(১)

Carbuncle and all sorts of ulcers and sores কার্ব্বঙ্কল, এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগের ঔষধ।

ক্ষিরিয়ার মূল—(ইহাকে স্থানে স্থানে দুধিয়া বলে। কাষ্ঠের পাকের মূল, ছাগল দুগ্ধ প্রত্যেকটী সম পরিমাণ লইয়া বাটিয়া ক্ষতস্থানে বাহ্য প্রয়োগ করিলে অবিলম্বে ক্ষত আরোগ্য হইবে। ইহা কলিকাতার সেকালের দৈবশক্তি সম্পন্ন ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পেসিফিক্ বলিয়া বিখ্যাত।

(২)

Specific for all sorts of ulcers and wounds.

ক্ষতরোগ মাত্রেরই উৎকৃষ্ট দৈব প্রাপ্ত ঔষধ বলিয়া বাঙ্গালায় বিখ্যাত। কাহাদের ঔষধ তাহা প্রকাশ করা আইন বিরুদ্ধ।

প্রস্তুত প্রণালী।

একটা শাঁস জল বিশিষ্ট ডাবের ছোপড়া যতদূর ফেলা যায়, ছুলিয়া ফেলিয়া দিবে তাহার পর ডাবের মুখটী ছোট ও গোল করিয়া কাটিয়া সেই কাটা অংশটুকু রাখিয়া দাও, এবং ছাড়ান ডাবের জল ফেলিয়া দিয়া উপরে মাটীর ঈষৎ প্রলেপ দিয়া শুখাইয়া লইবে। তাহার পর, ঐ ডাবের মধ্যে বিশুদ্ধ খাঁটী গব্য ঘৃত, কিম্বা সদ্য মাখম ২ ছটাক, ছোট পেঁয়াজের রস ১ ছটাক, শ্বেত আপাং গাছের মূল, ডাটা এবং পাতার রস এক ছটাক, ১ পয়সার গাঁজা এইগুলি দিয়া ডাবের ছোট মুখটী কাটা মুখে দিয়া বন্ধ করিবে সমস্ত ডাবটায় মাটীর প্রলেপ দিবে। তাহার পর ঘুটের পোড়্ অথবা কাষ্ঠের কয়লায় আগুনে পাক করিয়া নামাইবে। এই যে ঘৃত প্রস্তুত হইল, ইহা মহিম বাবু বলেন যে মনসা দেবীর আদেশের ঔষধ। ইহা দ্বারা বাঘী, ফোড়া দুষ্টব্রণ পৃষ্ঠাঘাত প্রভৃতিতে লাগাইতে হয়, বসিয়া নির্বিষ হইয়া যাইবে, নচেৎ পাকাইয়া ফাটাইয়া দিবে। পুঁজ পড়া অবস্থায় নালী ঘায়ে বাহ্য প্রয়োগে অতি সত্বর ক্ষত আরোগ্য হয়। এই ঔষধ যে অতি অদ্ভুত কার্য্যকারী, তাহা সহস্র সহস্র রোগীতে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং যাহাদের ঔষধ, তাঁহারা এই দৈব ঔষধ দ্বারা সমগ্র বাঙ্গলায় সুবিখ্যাত। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

Received from Upendra Nath Roy.

(৩)

অন্য একটী ক্ষত রোগের ঔষধ বলিতেছি। পাগড়ী খয়ের ও আপাঙ্গের শীকড় সমপরিমানে বাটিয়া শোষ বা নালী ক্ষতের মুখে চাপাইয়া দাও এবং কাপড় দ্বারা চাপিয়া বান্ধিয়া রাখ, আরোগ্য হইবে।

(বিহারী ঘোষ)

ক্ষীরিয়ার দুগ্ধ পুনঃ পুনঃ নালী ঘায়ের মুখে দিলেও আরোগ্য হয়।

অগ্নিবৃদ্ধির পরীক্ষিত মুষ্টীযোগ।

—•::•::•—

দুই ছটাক অর্থাৎ অর্দ্ধ পোয়া জাঙ্গী হরিতকীকে গো মুত্রে একদিবস ভিজাইয়া রাখিবে। চনা শুষ্ক হইয়া যাইলে ১ ছটাক বিশুদ্ধ গব্যঘৃত গরম করিয়া ঐ গোমুত্র হইতে উঠান হরিতকী গুলিকে একটু ভাঙ্গিয়া উত্তপ্ত

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

অবস্থায় উহাতে ঢালিয়া দিবে। পরে সৈন্ধব লবণ এক ছটাক, বিট লবণ এক ছটাক, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঐ ঘৃত নিমজ্জিত হরিতকিতে দিয়া ১৫ দিবস কাল রৌদ্রে দিয়া রাখিবে। যখন হরিতকী নরম হইবে, তখন ইহাতে পাতি লেবুর রস অর্দ্ধ পোয়া দিয়া পুনরায় রৌদ্রে শুখাইয়া রস মরিলে একটা শিশিতে পুরিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবে। যখন আবশ্যক হইবে, আহারের পর ১টী কিম্বা ২টী হরিতকী তুলিয়া খাইবে। উপরোক্ত উপকরণ গুলি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারক এবং অম্ল ও অজীর্ণতা নাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ক্রমশঃ)

Homœpathic.
নিউমোনিয়া রোগে—ব্রাইওনিয়া এবং ল্যাকেসিস্‌এর উপকারিতা।

—•::*::•—

লেঃ ডাক্তার শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গত ৬ই কার্ত্তিক দীঘা গ্রামে একটী রোগী দেখিতে আহূত হই, রোগী জাতিতে গোয়ালা, বয়স ২১ বৎসর, পুরুষ, নাম পয়লাম ঘোষ। অদ্য ৭ দিন হইল, রোগাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে * * ডাক্তার বাবু এই রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু কিছু মাত্র উপকার না হইয়া পর পর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই কারণে রোগীর ভ্রাতা আমাকে লইতে আসিলে আমি যাইয়া নিম্নলিখিত অবস্থা দেখিলাম। জ্বর ১০৫ ডিগ্রী, চক্ষু লালবর্ণ, ভুলবকা, অত্যন্ত জল পিপাসা—দিবা রাত্রে ৩।৪ ঘটী জল খায়, যখন জল খায়, তখন একবার খাইলে তৃপ্তি হয় না, এক বারে বেশী জল খায়। জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, শুষ্ক এবং জিহ্বাতে আদৌ রস নাই। হাত দিয়া দেখিলাম—ধার হইয়াছে। দাস্ত চারিদিন পূর্ব্বে একবার হইয়াছিল, তাহা কতকগুলি গুটলে মাত্র। তাহার পর আর দাস্ত হয় নাই, বক্ষের বাম পার্শ্ব নিউমোনিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, কাশী সামান্য আছে, কিন্তু গয়ের উঠে না, ২।১ বার অতি সামান্য যাহা উঠে, তাহা হরিদ্রা বর্ণ ও অত্যন্ত আটা—রোগী তুলিতে পারে না, দেখিলাম। পেট অল্প ফাঁপা আছে এবং লিভারের উপর অত্যন্ত বেদনা আছে। আমি প্রাতে যখন দেখিলাম—তখন বড় একটা ভুল বলিতেছিল না, তবে শুনিলাম বেলা ৩।৪ টার পর হইতে ভুল বলিতে আরম্ভ করে। রাত্রে অত্যন্ত ভুল বকে। ডিলিরিয়মে কি কথা বলে জিজ্ঞাসা করায় রোগীর মাতা বলিল, প্রাত্যহিক কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রলাপ বকিতে থাকে। অর্থাৎ মাঠে যাইব, লাঙ্গল চষিব, গরুকে ঘাস দেও ইত্যাদি কথা বলে। অনেকে চক্ষু লাল, ভুল বকা ইত্যাদি দেখিলে, বেলেডোনা ইত্যাদি ব্যবস্থা করেন ও তাহাতে কোন ফল পান না। যাহা হউক শুনিলাম, পূর্ব্বের ডাক্তার বাবু প্রত্যহ ৪।৫ প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেছেন। ২টী শিশিতে ঔষধ, ও একটি মোড়া সুগার অব মিল্ক ও একটী মোড়াতে ৫টী অনুবটীকা আছে দেখিলাম। রোগীর আত্মীয় দিগের হোমিওপ্যাথিকের উপর বিশ্বাস নাই। রোগীর ভ্রাতা আমাকে বলিল, আপনি এলোপ্যাথিক ঔষধ দিবেন ত? কিন্তু আমি বলিলাম যে, আমি এলোপ্যাথিক পড়িয়া পাশ করিয়া আসিয়াছি সত্য, কিন্তু এই রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইবে বলিয়া বুঝিতেছি। পূর্ব্বের ঔষধ কিছুই ব্যবস্থা মত হয় নাই, এই কারণে কিছু উপকার পাও নাই। আমি অনেক প্রকার বুঝাইয়া রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু গৃহস্থের তত ইচ্ছা নহে জানিলাম। যাহা হউক নিম্নলিখিত মত ঔষধ পথ্য ব্যবস্থা করিয়া সে দিনের মত বিদায় হইলাম।

Re.

ব্রাইওনিয়া	...	৩ ক্রম।
ল্যাকেসিস্‌	...	৩০ ক্রম।

ব্রাইওনিয়া ৩ দাগ প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে ও ও সন্ধ্যায়, এবং ল্যাকেসিস্‌ প্রাতেও সন্ধ্যায় সেবন করিতে বলিলাম। পথ্য জল সাগু ব্যবস্থা দিলাম। নিম্ন লিখিত মালিষটী বুকে, দিনের মধ্যে ৩বার মালিষ করিয়া তুলা দিয়া বুকটী বাঁধিয়া রাখিতে বলিলাম। জল খাইতে চাহিলে গরম জল খাইতে দিবে। লিভারের উপর প্রত্যহ দুইবার করিয়া গো মুত্র দিয়া সেক দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম।

মালিষের জন্য—

খাঁটী সরিষার তৈল	...	৵৴৹ অর্দ্ধপোয়া।
তার্পিণ তৈল	...	৵৹ এক ছটাক।
কর্পূর	...	এক তোলা।

এই তিনটী দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী জায়ফলের মধ্যের বীজ অর্থাৎ জায়ফলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহার মধ্যে যে শাঁশ দিয়া ঘসিয়া চন্দনের ন্যায় করিতে হইবে। সমস্ত শাঁসটী শেষ হইলে উহা একটী শিশিতে পুরিয়া রাখিতে হইবে, এবং মালিসের সময় একটু নাড়িয়া মালিস করিতে হইবে। এই মালিষটী আমি অনেক নিউমোনিয়া রোগীতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

৭ই কার্ত্তিক রোগীর ভ্রাতা ঔষধ লইতে আসিয়া বলিল—কল্য রাত্রে অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। রাত্রে যেমন ভুল বলিয়াছে, সেই প্রকার জল খাইয়াছে, এবং বুকে বেদনার জন্য

আ৷দৌ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছে না। কল্য বৈকালে একবার দাস্ত হইয়াছিল, তাহা ৭।৮টি গুটি মাত্র। রোগীর ভ্রাতা এলো প্যাথিক ঔষধ দিবার জন্য বলিতে লাগিল। অবস্থা একভাবে আছে বুঝিয়া রোগীর ভ্রাতাকে কোন প্রকারে নিরস্ত করিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম।

Re.

সালফার ৩০ ক্রম।

প্রথমে সেবন করাইতে বলিলাম, পরে পূর্ব্বের মত ব্রাইওনিয়া এবং ল্যাকেসিস ব্যবস্থা রাখিলাম। রোগীর ভ্রাতাকে বলিয়া দিলাম, কল্য প্রাতে আমি যাইয়া ঔষধ দিব।

৮ই প্রাতে যাইয়া যাহা দেখিলাম, নিজমুখে আর কি বলিব—ধন্য বিধাতা! ধন্য মহাত্মা হ্যানিমান! দেখিলাম, তাহার কিছুই নাই। জ্বর একদম ছাড়িয়া গিয়াছে। উত্তাপ ৯৮ ডিগ্রী, পিপাসা একদম নাই। যে রোগী কল্য এত ভুল বকিতেছিল, সেই নিজে বলিতেছে—আমার আর কিছুই নাই। আর কেবল বুকে সামান্য বেদনা আছে, বৈকালে একবার গুটলে দাস্ত হইয়াছিল।

রোগী এক রাত্রে আরোগ্য। আমি এবং গৃহস্থ উভয়ই ভাবিতে লাগিলাম—ঔষধ মন্ত্রশক্তি অপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছে। গৃহস্থের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উপর যারপর নাই ভক্তি হইল। আমিও অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। নিম্ন লিখিত ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলাম। পথ্য—মাছের ঝোল দিয়া সাগু খাইতে বলিলাম।

Re.

ব্রাইওনিয়া ৩ ক্রম।

লেকেসিস ৩০ ক্রম। ১ দাগ

অন্য ব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় রহিল। ৯ই প্রাতে রোগীর লোক আসিয়া বলিল—কল্য বৈকালে সামান্য একটু জ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল আছে। হরিদ্রাবর্ণের গয়ের উঠিতেছে, কল্য একবার দাস্ত হইয়াছিল তাহাতে মল আর গুটলে পড়ে নাই। পেটে আর বেদনা নাই। ভাতের জন্য বড় জেদ করিতেছে। বলিতেছে—যদি ভাত দিতে বিলম্ব করেন, তবে একটু দুগ্ধ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, সাগু আর খাইতে চায় না। আমি সে দিনের মত মৎস্য কি ডাইলের ঝোল দিয়া সাগু ব্যবস্থা করিলাম। ১০ই প্রাতে রোগীর লোক ঔষধ লইতে আসিয়া বলিল, ভাল আছে, আর কিছু নাই, বুকে আর বেদনা নাই। কল্য একবার দাস্ত হইয়াছিল। অদ্য দুই দিনের ঔষধ দেন। আমি সেই মৎস্যের ঝোল দিয়া টাট্‌কা খই ব্যবস্থা করিলাম।

Re.

ব্রাইওনিয়া ৩ক্রম। ৪ দাগ।

ল্যাকেসিস ৩০ ক্রম। ২দাগ

দুই দিনের ঔষধ দিয়া দিলাম। যদি ভাল থাকে, তবে দুই দিন পরে ভাত দিব। ১৩ই কার্ত্তিক রোগীর লোক আসিয়া বলিল ভালই আছে—আর কিছুই নাই। ভাত না দিলে আর রাখিতে পারিতেছি না। আমি সেই দিন রোগীকে ভাতের ব্যবস্থা দিলাম ও নিম্নলিখিত ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিতে বলিয়া দিলাম।

Re.

চায়না ৩ ক্রম। ৬ দাগ

তাহার পর ৮ই অগ্রহায়ণ আমি উক্ত গ্রামে অন্য একটী রোগী দেখিতে যাই। রোগী আসিয়া আমার সহিত দেখা করিল। তাহার পর আর কোন অসুখ হয় নাই। শরীর বেশ ভাল আছে। নিউমোনিয়া যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এত শীঘ্র আরোগ্য হয়, পূর্ব্বে আমারও তাহা বিশ্বাস ছিল না।

চিকিৎসা প্রকাশ।

বিবিধ তথ্য।

১। জর্ম্মনির বৈজ্ঞানিক শক্তি।—জর্ম্মনি জলপথে ও স্থলপথে চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ হইয়া তাহার অতুল্য বৈজ্ঞানিক শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগ এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধোপকরণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে। নিউইয়র্কের এঞ্জিনিয়ারিং জর্নাল বলিয়াছেন।—

(ক) জর্ম্মনিতে তাম্র উৎপন্ন হয় না। বাহির হইতে আসিত। ইংরাজ রণপোতমালা তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়াছে। কার্ট্রিজ কেশের জন্য এখন জর্ম্মনি নরম লোহার পাতলা কেশের ব্যবহার করিতেছে। তাহাতে অল্প দস্তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহার করা হয়। কাজ বেশ চলিতেছে।

(খ)। গ্যাসোলিন এবং পেট্রোলিয়াম (কেরসিন) আর আমদানি হইতে পারে না। প্রথম দ্রব্যের স্থলে প্রায়ই বেনজোল ব্যবহার হইতেছে। যেখানে গ্যাসেলিন না হইলে চলে না তাহার জন্য বিশেষ (একটু খরচ বেশী পড়ে) গ্যাসোলিন ও প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে প্রস্তুত সেফটি ল্যাম্পে অ্যাসিটীলিনের দ্বারা পেট্রলিয়মের কাজ চলিতেছে। এখন আমেরিকা পেট্রলিয়ম দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু জর্ম্মণির কাজ বরং সস্তাতেই চলিতেছে।

(গ) চিলি হইতে সোরা আইসে না। এজন্য জর্ম্মণি কয়েকটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানায় বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে অ্যামেনিয়া প্রস্তুত করিতেছে। তাহা হইতে নাইট্রিক অ্যাসিড হইতেছে। একটা একটা কারখানায় ৮০ হাজার টন নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত হইবে। এতদ্বারা জর্ম্মণির সোরা সস্তায় প্রস্তুত হইতে থাকিবে এবং যুদ্ধ শেষে জর্ম্মনিই অন্যত্র সোরা বেচিতে পারিবে।

(ঘ) গনকটন বা ডিনামাইটের জন্য তুলা

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

(জর্ম্মণিতে হয় না ব্যবহার না করিয়া সাধারণ সেলুলোজ ব্যবহার হইতেছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, কার্য্যের কোনরূপ ক্ষতি হয় না।

(ঙ) সলফুরিক অ্যাসিডের ব্যবহার কমাইয়া ফেলা হইয়াছিল। বাহির হইতে গন্ধক আইসে না। স্পেনের পাইরাটীস আসিত। বরাবরই কৃষির সারের জন্ত অ্যমোনিয়ম সলফেট ব্যবহার হয়। এক্ষণে হেবারের প্রণালী দ্বারা অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়া কার্ব্বনেট প্রস্তুত করিয়া তাহা জিপসিমের সহিত সংসর্গে অ্যামোনিয়ম সলফেট ও ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট প্রস্তুত হইতেছে।

(চ) বেরিয়াম সলফেটের ও ম্যাগনিসিয়াম সলফেটের ব্যবহারে এক্ষণে সলফুরিক অ্যাসিডও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মনিতে বেরিয়াম সলফেটের অভাব নাই।

(ছ) ফ্রান্সের যে অংশ জর্ম্মণি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং বেলজিয়মে বকসাইটের খনি আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা হইতেছে। জর্ম্মণিতেও বকসাইট পাওয়া যায় কিন্তু এক্ষণে শত্রুর দেশ হইতেই উহা বাহির করিয়া লওয়া হইতেছে। হঙ্গেরি ডালমেশিয়া এবং ক্যারিনথিয়া (অষ্ট্রীয়ার) প্রদেশেও নূতন বকসাইট খনির কার্য্য চলিতেছে।

হিডেলবার্গের একজন রাসায়নিক সাধারণ কর্দ্দম হইতেও অ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। মাটীর প্রধান অংশ সিলিকেট অফ অ্যালুমিনা। দুটা কারখানা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে সস্তায় আলুমিনিয়ম জর্ম্মণিই সরবরাহ করিতে পারিবে।

(জ) পোটাস প্রস্তুত করিতে অধিক পরিমাণ ম্যাগনিসিয়ম্ ক্লোরাইড প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। উহা ব্যর্থ নষ্ট হইত। এখন বড় বড় কারখানায় উহা হইতে ম্যাগনিসিয়ম প্রস্তুত হইতেছে এবং কতকটা অ্যালুমিনিয়মের কার্য্য অ্যালুমিনিয়মে প্রস্তুত হইতেছে।

২। জর্ম্মণির কারখানার ব্যবস্থা। জর্ম্মণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কোন্ কোন্ দ্রব্য যুদ্ধের জন্ত অবিলম্বে চাই, কোন কোন দ্রব্য একটু দেরীতে পাইলেও চলে, এবং কোন কোন দ্রব্য অধিক মজুত থাকায় প্রস্তুত করার প্রয়োজন নাই—ইহার পাক্ষিক তালিকা চেম্বার অফ কমার্সে পাঠাইয়া দেন। তদনুযায়ী ভাবে কারখানা সকল ঠিক ঠিক পরিচালিত হয়। সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত জন্ত কোন শ্রমজীবীকে যুদ্ধ স্থল হইতে ছাড়া হয় না। দেশভক্ত জর্ম্মন তাহার ব্যবহার যুদ্ধ কালে ছাড়িতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম বলিয়াই ধরা হয়।

জর্ম্মনির সকল ব্যবস্থাই যুদ্ধের জন্ত অনেক দিন হইতেই করা হইয়াছিল। তাই এরূপ অপরিসীম শক্তিশালী শত্রুদলের সহিত আজও লড়াই চালাইতেছে। এডুঃ

শঙ্খ।

—:—

মান্দ্রজের মৎস্য বিভাগের সহকারী মিঃ জেম্‌স হর্ণেল শঙ্খ সম্বন্ধে একখানি পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা দেশে, আসামে, বিহারে ও উড়িষ্যায় প্রত্যেক হিন্দু নারী বিবাহের দিন হইতে স্বামীর মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত শাঁখা ব্যবহারের নিয়ম সমগ্র ভারতময়ই প্রচলিত ছিল। শঙ্খবলয় নির্ম্মাণ বাংলা দেশের একটি মনোরম শিল্প। ঢাকায়, কলিকাতায় ও নদীয়ায় অনেক লোক শঙ্খের জিনিষ তৈয়ার করিয়া ভাত খাইয়া থাকে। ইহারা বিগত ১৫০০ বৎসর যাবৎ ঐ বলয় নির্ম্মাণের জন্ত একই রকমের যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসরে দুই লাখ আড়াই লাখ টাকার শঙ্খ কাঠিওয়ার ও মান্দ্রাজ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। প্রায় ১৫ লাখ টাকার শঙ্খদ্রব্য বাজারে বাজারে বিক্রী হয়। মিঃ হর্ণেলের মত এই যে, ধর্ম্মকার্য্যে শঙ্খের ব্যবহার আর্য্যেরা অনার্য্যদের কাছ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুদ্ধকালে শাঁখ বাজাইতেন। অতি প্রাচীন সময় হইতে মন্দিরে মন্দিরে পূজার জন্ত সকলকে ডাকিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে শঙ্খের ধ্বনি হইয়া আসিতেছে। এখনো বাংলা দেশের প্রতি ব্রাহ্মণের গৃহে দ্বিপ্রহরে পূজার সময় শঙ্খের ধ্বনি উঠে। এ হেন শঙ্খের কারবারে বাঙ্গালীরা ভাল করিয়া মনোযোগ দিন—তাহা না হইলে ইহার দশা মুর্শিদাবাদের রেশমের ন্যায় হইবে।

মিঃ হর্ণেলের মত, এই শাঁখার বালা উৎকৃষ্ট যন্ত্রযোগে তৈয়ার করিলে ইউরোপে ও আমেরিকায় ইহার আদর হইতে পারে। ভাল সঙ্কেত সন্দেহ নাই।

—o—

বিট হইতে সিমেণ্ট প্রস্তুত।

—:o:—

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, জনৈক ফরাসী সওদাগর বিট হইতে অত্যুৎকৃষ্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতেছেন। প্রথমে বিট সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে বহুপরিমাণে জল এবং কার্ব্বোনেট অফ্ লাইম মিশ্রিত একরূপ তরল সার পদার্থ নির্গত হয়। উহাতে কর্দ্দম মিশ্রিত করিলে উত্তম সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। ৭০০০০ হাজার টন বিট হইতে ৪,০০০ হাজার টন কারবোনেট অফ লাইন পাওয়া যায়। ইহার সহিত ১১০০ টন কর্দ্দম মিশ্রিত করিলে ৩১৮২ টন অতি উত্তম সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়।

বিট সিদ্ধ করিলে উহা হইতে যে তরল সার পদার্থ নির্গত হয়, তাহা পাম্প করিয়া একটি বড় চৌবাচ্চায় রাখিতে হয়। তৎপরে তাহাতে কর্দম মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মন্থন করিলে একটী ভাগাড় প্রস্তুত হয়। ঐ ভাগাড় রীতিমত প্রস্তুত করিতে হইলে অন্যূন একঘন্টা সময় লাগে। তৎপরে উহাকে তাপরে দগ্ধ করিলে উত্তম পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট প্রস্তুত হইবে।

মহাসমরের সীমা।

—০—

বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে কত লোক নিযুক্ত আছে এবং কতখানি ভূমিতে যুদ্ধ চলিতেছে, শুনিলে আশ্চার্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজ্যের ক্ষেত্রফল ১১০০০,০০০ বর্গ মাইলের উপর, ফ্রান্স রাজ্যের ক্ষেত্র ফল ৪,০০০,৭০০ বর্গ মাইলের উপর এবং কঙ্গো রাজ্যের সহিত বেলজিয়ম, জাপান সার্ব্বিয়া প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ রাজ্য সমূহের ক্ষেত্রফল একত্রিত করিলে মোট ২৭,০০০,০০০ বর্গ মাইল হয়। জার্ম্মান অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্ক রাজ্যের মোট ক্ষেত্র ফল ২৫০০,০০০ বর্গ মাইল পৃথিবীর মোট ক্ষেত্র ফল ৫৫, ৫৬০,০০০ বর্গ মাইল, ইহার ভিতর ২৯,৫৬৬,৪১৬ বর্গ মাইলের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে সন্ধিবদ্ধ রাজ্য সমূহের লোক সংখ্যা ৭৮৬, ৪৩০,০০০ এবং শত্রু পক্ষীয় লোক সংখ্যা ১৬২,৯২০,০০০। পৃথিবীর মোট লোক সংখ্যা ১,৬২৩,০০০,০০০ ইহাদের মধ্যে ৯৪৯,৭৫০,০০০ লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে। কি ভয়ানক!

Indian Economic Products.

সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ।

—০—

(কৃষক হইতে সংগ্রীহিত)

সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদের মধ্যে সাধারণতঃ পাট, শন, ধঞ্চে, তুলা, প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান উদ্ভিদের আলোচনা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অনেক সূক্ষ্ম ও বহু প্রয়োজনীয় সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ আছে, যাহাদের কিছু কিছু পরিচয় আমরা দিয়া রাখিতে চাই।

রিয়া সূত্রের—

শ্রীশশি ভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত—

কথাও অনেকে অবগত আছে, কারণ রিয়া লইয়া অনেক লেখালিখি আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—কেননা ইহার সূত্র স্থায়ী রেশমের মত এত চিকণ না হইলেও রেশম অপেক্ষা শক্ত। ইহার সূত্র অতি কোমল, রৌপ্যবৎ শুভ্র, রেশম ব্যতীত অন্যান্য সূত্র অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল সুতরাং দামী।

অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, চীন ও জাপান রিয়ার চাষে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছে; এদেশের নীলকর, চিনিকর, চাকর, সাহেবেরা রিয়ার চাষে বিশেষ উদ্যোগসহকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য সভ্যদেশে ইহার চাষ হইলেও তথাকার লোকে ইহাকে শিল্পোপযোগী পরিষ্কার করিতে জানে না বলিয়া তত লাভের ব্যবসায় বলিয়া গণ্য করে না; এদেশে আমরা যদি অন্ততঃ কাঁচামাল প্রচুর উৎপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে কালে উন্নত বিজ্ঞানোপায়ে তাহাকে পরিষ্কার ও করিতে পারিব সন্দেহ নাই।

সকল ভূমিতেই "রিয়া" জন্মিতে পারে, তথাপি দোঁহাশমাটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভালরূপ জন্মিলে বৎসরে চারিবার এমন কি পাঁচবার পর্য্যন্ত ইহার গাছ ছাঁটা যাইতে পারে। এইরূপ কথিত শাখার দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ৬ হাত পর্য্যন্ত হয়, তবে ইহা ঋতু, জল ও ক্ষেত্রের অবস্থার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। রিয়ার ভূমি সরস হওয়া আবশ্যক অথচ অধিক জল বসিলে গাছের বৃদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি মরিয়াও যাইতে পারে।

বিছুতি বা চিচিরা—

এই উদ্ভিদের দেহ লোমবৎ সূক্ষ্ম, কণ্টক আবৃত থাকে। মনুষ্য পশ্বাদির গাত্রে লাগিলে যন্ত্রণাদায়ক কণ্ডুয়ন উৎপাদন করে—ঘাট পর্ব্বতময়, নাগপুর,মান্দ্রাজের নীলগিরি পর্ব্বত এবং নেপালে স্বভাবতঃ এই উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে। বন্য অবস্থায় ইহা হইতে তত উৎকৃষ্ট সূত্র জন্মে না। এজন্য মান্দ্রাজে ইহার রীতিমত চাষ হইয়া থাকে এবং চাষে এই জাতীয় সূত্র দিন দিন উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে। এই সূত্র এরূপ সূক্ষ্ম, দৃঢ়, কোমল ও রেশমের ন্যায় ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট যে মসিনার সূতা বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং তৎপরিবর্ত্তে শিল্পেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সূতাও টোয়াইন প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার ফেঁশে (Tow) অর্থাৎ সূতারছাঁট গারোপর্ব্বতের তুলার ন্যায় কোমল ও স্থিতিস্থাপক। এজন্য ছাগমেষাদি জাতীয় পশুলোমের (Wool) সহিত মিশ্রিত হইয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তিসি সূত্র—

তিসির সূতাকেই Flax বলে। ইহা হইতেই সুপ্রসিদ্ধ linen নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রকে ক্ষোম বসন বলে। তিসির সূতা শুভ্র ও রেশমের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট বলিয়া স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্ত্রশিল্পে, নানাপ্রকার টোয়াইন Twine,

---

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

বোরা ও নানাজাতীয় সূত্রে মিশ্রণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই সূত্রনির্ম্মিত শিল্পাদি বহুমূল্য। রুশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড ইটালী, মিশর, আমেরিকা যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে শুদ্ধ সূত্রের নিমিত্ত ইহার চাষ হইয়া থাকে; কেবল রুষিয়া ও আমেরিকার সূত্র ও তৈল এই উভয়বিধ ব্যবহারের জন্য ইহার বৃষ্ট হয়। (ক্রমশঃ)

তুলসীর দোঁহাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিধির বিধান প্রবীনের বুদ্ধিরও অতীত। তিনি মূর্খকে সম্পত্তিশালী করিয়া পণ্ডিতকে পথের ভিকারী করিতেছেন।

নিগুর্ন হেয়্ সো পিত্রা হামারা
সগুণ হেয়্ মাহতারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো,
দুয়ো পাল্লা ভারী॥

আমার পিতা নিগুণ, (নিগুর্ণ জগতের পিতা) মাতা সগুণ (সগুণ জগতের মাতা, অর্থাৎ এই নিগুর্ণ সগুণের সংযোগবিয়োগে জগতের উৎপত্তি) অতএব এই উভয় পক্ষের কাহাকে আমি নিন্দা এবং কাহাকে পূজা করিব?

দয়া ধরমকি মূল্ হৈয়্,
নরক্ মূল্ অভিমান্।
তুল্সী মৎ ছোড়িয়ে দয়া,
যও কণ্ঠাগত জান্॥

দয়া ধর্ম্মের এবং অভিমান নরকের মূল। তুলসী! কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও দয়াহীন হইও না।

রাজা করে রাজ্যবশ্,
যোদ্ধা করে রণ্ জই,
আপ্না মন্‌কো বশ্ করে যো,
সব্‌কো সেরা ওই॥

রাজা রাজ্য বশীভূত করেন, যোদ্ধা যুদ্ধে জয়লাভ করেন, কিন্তু এসকল হইতে যিনি মনকে জয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

সঙ্গত্ করিয়ে সাধুকি
অন্ত করে নিবাহ।
খঠকো, সঙ্গ ন কিজিয়ে,
অন্ত হোয়্ বিনাহ॥

সাধুসঙ্গ করিবে, তাহাতে মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হয়! অসাধুসঙ্গ করিও না, তাহাতে চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটীয়া চরমে পরমপথে কণ্টার্পণ করে।

হস্তি চলে রাজপথমে,
কুত্তা ভুকারে হাজার্।
সাধুন্‌কে ভাব্‌না কেয়া,
যাঁও নিন্দে সংসার্॥

যেমন হস্তি রাজপথে সহস্র কুক্কুরের চিৎকার উপেক্ষা করিয়া অবিচলিত গতিতে গমন করে, তদ্রূপ সাধু অসংখ্য সংসারবাসী কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহাতে চিন্তিত হয়েন না।

পণ্ডিত ও মাশালচি,
ইন কি গত্ কহা না যায়্।
পরকে পথ দেখায়্ কে,
আপ্ আধার মে ধায়্॥

পণ্ডিত ধর্ম্মজ্ঞানহীনকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা এবং আলোকধারী আলোক দ্বারা অপরকে পথ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু উভয়েই নিজে পথ দেখিতে পান না।

রাগী বাগী পাখী দেখিয়ে
নাব আউর নাব।
এ পাঁচকো গুরু হেয়্ নৈ,
উপজে অঙ্গ স্বভাব।

রাগ, লয়, জ্ঞান, কবিত্ব, স্বর্ণরৌপ্য পরীক্ষকতা, নাবিকতা ও তার্কিকতা, এই পাঁচটি শক্তির কেহ গুরু নাই, ইহা স্বভাববশেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তুলসী তাঁহা ন যাইয়ে
যাহা নহি বরণ বিবেক্।
রাং রূপা কয়া ভুয়া
শ্বেত অশ্বেৎ সব্ এক্॥

তুলসী! যেখানে যেখানে গুণের বিচার নাই সে স্থানে যাইও না। সেখানে রাং, রূপা নিরেট, ফাপা, শ্বেত, কৃষ্ণ সবই এক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেখানে যাইতে নাই।

এমন রসনা সাফ্ করো,
ধরো গরিনী বেশ্।
শীতলবোলি লই চলো,
সব্ হি তোমার দেশ্॥

জিহ্বাকে সংশোধন করিয়া, দরিদ্র বেশে মিষ্ট বচন লইয়া যে দেশে যাইবে, সেই দেশেই আত্মীয়ের অভাব থাকে না। কি সুন্দর!

তুলসী ইয়ে সংসার মে,
পাঁচ রতন হেয়্ সার।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া,
দীন, পরোপকার্॥

তুলসী! এই সংসারে সাধু সঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দৈন্যভাব ও পরোপকার এই পাঁচটী মাত্র রত্ন আছে।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না।

যো পরবিত্ত হরে সদা,
সো বহুদান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা
সো বহুতীর্থ গয়া ন গয়া॥

যে পরদ্রব্যাপহারী সে বহু দান করুক আর নাই করুক, তাহার কোন সুফল নাই। যে পরস্ত্রী হরণ করে তাহার বহুতীর্থ যাওয়া, আর না যাওয়া উভয়ই সমান; পাপ খণ্ডন হয় না।

মালা জপে শালা,
কর্ জপে ভাই।
যো মন্ মন্ জপে
ওস্‌কো বলিহারি যাই॥

যে ভণ্ডামী করিয়া মালা জপে সে শালা, যে করাঙ্গুলী গণনায় জপ করে তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করা যায়, আর জিনি মনে মনে জপ করেন, তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই।

গাউয়া দোকে কুত্তা পালে
ওস্‌কি বাছুরা ভুকা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে
বাপনা পাওয়ে রুখা।
ঘর কা বহুরী পিরীত না
পাওয়ে চিৎ চোরায়ে দাসী।
ধন্ত কলিযুগ তোরি তামাসা
দুঃখ লাগে আর হাসি॥

কলিকাল! তোমার তামাসা ধন্য! বৎসকে ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়া কলির লোক সেই গাভীদুগ্ধে কুকুর পোষে, শালাকে উত্তম আহার দেয় পিতা দুইটী অন্নের জন্য লালায়িত, স্ত্রী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, কিন্তু দাসী গৃহ স্বামীর চিত্ত চুরী করিয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত দেখিয়া বড় দুঃখেই হাসিতে হয়।

যো জন্ সগুণ ভক্তি ছোড়্‌কে
নিগুর্ণ ব্রহ্মরূপ ভজহি।
ওয়াকো হোত কেলেশ সদাহি,
তুষ কুট্টি কোউ চাউল পাহি।

যেমন তুষ কুটিলে কেহ চাউল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সগুণ উপাসনা ত্যাগ করিয়া নির্গুণের চিন্তায় কোন ফল লাভ হয় না, কেবল কষ্ট সার হয় মাত্র।

যাকো মান গুমান হয়
মানী মানে সোই।
মানহীন জন মান্‌কো
কা জানে প্রভু কই॥

মানীব্যক্তিই মানীর মান রক্ষা করিয়া থাকেন। মানহীন জন মানের মর্য্যাদা কি জানিবে?

ঘোর বিপিন মর্হদেখি খল
পুছহি পথিক চকাই।
কাহে বসহু বনমাঝে তুম্
কহহু মোহি সমুঝাই॥
খল কহে মোর দেহ কো
লোথ বাঘ যব খাই।
স্বাদু জানি তব ভগহিঁ
সব জগকে নর সমুদাই।
সবকে অনহিত করণ হম
বসহি ঘোর বনমাহি।
করি নিজ হানি করহি খল
সারকে বুরা সদাহি॥

ঘোর অরণ্যের মধ্যে একজন লোককে দেখিয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি ব্যাঘ্রভল্লুক পূর্ণ অরণ্যে একাকী কিজন্ত দণ্ডায়মান?" তাহাতে সে উত্তর করিল "আমি খল! ব্যাঘ্র আমাকে আহার করিয়া মনুষ্য মাংসের স্বাদ বুঝিবে। এবং তখন সকল মনুষ্যকে বিনাশ করিবে পরের অহিত জন্ত খলেরা আপন প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সেরা মুজকো কুচ্ছ নহিং
যো কুচ্ছ হৈ সো তোর।
তেরা তুয্‌কো সৌংপত
ক্যালাগে হৈ মোর॥

হে ঈশ্বর! আমার কিছুই নাই। আমার যাহা কিছু, তাহা আমার নয়, তোমার। তোমার জিনিস্ তোমাকে দিতে আমার আর কষ্ট কি?

দুঃখমে সুমিরন্ সব করে,
সুখমে করে না কোই।
সুখমে সুমিরন্ করে তো
দুঃখ কাহে হোই॥

দুঃখের সময় লোকে দুঃখের অবস্থা স্মরণ করে কিন্তু সুখের সময় কেহ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করে না, যদি সুখের সময় লোকে স্বকীয় অবস্থার কথা স্মরণ করে, তবে কি এ সংসারে আর দুঃখ থাকে?

তুলসীদাসের দোঁহাবলী বহু প্রাচীন কিন্তু এমনি মধুর ভাব, যে কখন পুরাতন হইতে জানে না। এ ত আর একালের ডব্‌কা ছোঁড়ার প্রেমের কবিতা নয় যে, প্রাতের ফোটা ফুলের সৌরভ সন্ধ্যার সময় আর থাকিবে না।

সমালোচনা।

হিতবাণী—"মানস সরোবরে" গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, কুম্ভকর্ণী নিদ্রা, নবীনের সংসার প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীমুনীন্দ্র নাথ সর্ব্বাধিকারী সম্পাদিত, এবং দৈনিক চন্দ্রিকা কার্য্যালয়, ১৪ নং মদন বড়ালের লেন হইতে শ্রীহরিদাস দত্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য।০ আনা মাত্র। "হিতবাণীর" প্রত্যেক বচনটীই উপদেশের বহুমূল্য রত্নহার। প্রত্যেক গৃহস্থের সংসারেই হিতবাণীর আদর হওয়া উচিত।

সমালোচনা।

—:০:—

সাধক ও সাধনা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত, এবং কলিকাতা ২৫২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ললিত প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীতুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা চণ্ডীতলা পোঃ জেলা হুগলী, গরলগাছা হাই স্কুল হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তক উভয় স্থানেই পাওয়া যায়। মূল্য ।০ আনা মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বড় আনন্দ লাভ করিলাম। সাধক ও সাধনায় কতকগুলি সাধকের জীবনী এমনই উপাদেয়ভাবে গল্পচ্ছলে সন্নিবেশিত এবং তৎসঙ্গে বিবিধ শাস্ত্রীয় শ্লোক এবং উপদেশাদি দ্বারা সুখ পাঠ্য করা হইয়াছে যে, শুদ্ধ ইহা যে সকল সমাজের লোকের আদরের সামগ্রী, তাহাই নহে, এরূপ পুস্তক সাদরে স্কুল পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। কতক গুলি কুৎসিৎ ভাব পরিপূর্ণ হাবভাবময়ী চিত্র সম্বলিত পুস্তক পাঠ করিয়া আধুনিক বালকগণের নীতি কলুষিত হইতেছে। সাহিত্য কাননের এরূপ উন্নতি অতি অল্প লোকেই প্রার্থনা করেন। আমাদের বালক বালিকার হস্তে এইরূপ নির্ম্মল ধর্ম্মভাবপূর্ণ পুস্তকই আমরা দেখিতে চাই। আমরা আশা করি, সাধক এবং সাধনার জনসমাজে আদরই হইবে। গৌতম, যবন হরিদাস, শঙ্করাচার্য্য, তুকারাম প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনের কঠোর সাধনা পাঠ করিলে কাহার হৃদয়ে না অপার আনন্দ উথলিয়া উঠে—প্রত্যেক পিতার এরূপ পুস্তক ক্রয় করিয়া সন্তান সন্ততির হস্তে দেওয়া উচিত—দেশ পুনরায় আর্য্য নীতির মধুর আস্বাদ গ্রহণে ধন্য হোক, ভারতের সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব পুনরায় জাগরিত হোক, দেশের কল্যাণ হইবে। সাধক ও সাধনার ছাপাও উৎকৃষ্ট।

বর্ণ-চিত্রন- বা পেন্টিং শিক্ষা।

—:০:—

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল, ভূতপূর্ব্ব শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক আলোক চিত্র, ছায়াবিজ্ঞান, চিত্রবিজ্ঞান, কাশীধাম প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীমন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, এবং ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের পুস্তক বিভাগ হইতে প্রকাশিত, কাপড়ে বিলাতি বান্ধা সোনার জলে লেখা ২৬৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

মন্মথ বাবু নিজে সুদক্ষ চিত্রকলাবিশারদ, ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, এবং অধ্যক্ষ, বহু ঘাত প্রতিঘাতের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আজীবনের মানস পুত্র স্বরূপ বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী, ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলকে দাঁড় করাইতে সক্ষম হইয়াছেন সেই মন্মথ বাবু যে এরূপ পুস্তকে পেন্টিং বা বর্ণ চিত্রনের সমস্ত, গূঢ় এবং কূট রহস্য অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভাষা এবং বিশেষ শিক্ষা দিবার ভাষাতে যে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক, মন্মথ বাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে তাহা বহু বারই প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের বঙ্গভাষায় শিল্প-সাহিত্য অতি বিরল, পাঠক এবং সমজদারও নাই বলিলে বোধহয় ক্রটী হয় না। যাহা হউক, শিল্প-সাহিত্য ভাণ্ডারে মন্মথ বাবুর শিল্প-সাহিত্য গুলি রত্ন বিশেষ রহিয়া গেল। যাঁহারা চিত্রবিদ্যা শিক্ষায় প্রয়াসী, তাঁহারা মন্মথ বাবুর গ্রন্থাবলী হইতে আশাতীত সাহায্য পাইবেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

গুরু-প্রদীপ—২য়খণ্ড শ্রীমদ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত, উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই সোনার জলে লেখা উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত, শিল্প ও সাহিত্য পুস্তক বিভাগ হইতে শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩১০ পৃষ্ঠা মূল্য ১৷০ মাত্র।

প্রথম খণ্ডের নাম সাধনা প্রদীপ, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম গুরু প্রদীপ। উভয় পুস্তকেই সনাতন সাধন তন্ত্র বা তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় রহস্য অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী একটী গুরুতর অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আমরা গুরু করি, কিন্তু উপদেশ পাই না, কেন না, তেমন উপযুক্ত গুরু অতি বিরল। যাহাতে উপযুক্ত গুরু জন্মেন, তাহারই যথা শাস্ত্র মূল এবং ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণকে গুরু বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্যই গুরু প্রদীপ প্রকাশিত। স্বামীজীর মহদুদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ আমাদের ন্যায় এই তান্ত্রিক বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও যখন এই তান্ত্রিক রহস্য বুঝিতে কষ্ট হয় নাই, তখন যাঁহারা এই পথের পথিক, তাঁহারা যে এই সাধনরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তক খানি যেমন গুরুরও অপরিহার্য্য, শিষ্যেরও তদ্রূপ অবশ্য পাঠ্য। প্রথমেই তারা মূর্ত্তির একখানি সুন্দর সুরঞ্জিত চিত্র। হিন্দু মাত্রেরই, প্রতি গৃহেই এরূপ পুস্তকের যথেষ্ট আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এত বিষয়ের ইহাতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এ গ্রন্থ তান্ত্রিক সাধক একবার চক্ষে দেখিলেই না লইয়া থাকিতে পারিবেন না। গ্রন্থের উপযোগিতায় তুলনায় মূল্য অতি সামান্যই হইয়াছে। তান্ত্রিক মাত্রেরই এই গুরুপ্রদীপ পাঠ করা উচিত।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ৯ম সংখ্যা। New Series. SEPTEMBER 1915. নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর, ১৯১৫। Vol. IX. No. 9.

বিবেক-বাণী।

"Ill habits gather by unseen degrees,
As brooks make rivers
Rivers run to seas."
Dryden.

ক্ষুদ্র কু অভ্যাস একটু একটু করিয়াই ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়, যেমন বিন্দু বিন্দু বারি ক্ষুদ্র সরিৎ উৎপন্ন করিয়া বারিধি বক্ষে পতিত হয়, সেইরূপেই অতি নগণ্য কুঅভ্যাস শেষে সাংঘাতিক অবস্থায় টানিয়া লইয়া যায়। ইহাই সত্য, কিন্তু নির্ব্বোধ তাহা বুঝে না—উপদেশ অবহেলা করে, শেষে অগাধ বারিধি বক্ষে জল বিন্দুর ন্যায় কোথায় মিশিয়া যায়। জীবনকে বড় করিতে হইলে, এই ক্ষুদ্র নগণ্য কুঅভ্যাসের প্রতি আগে লক্ষ্য রাখিতে হয়। না শিখিলে বিনাশ সুনিশ্চিত।

—

"But whether on the Scafold high,
Or in the battles van,
The fittest place when man can die
Is where he dies for man."

উচ্চ ফাঁসি কাষ্ঠেই ঝুলিয়া মৃত্যু হউক, অথবা রণক্ষেত্রের গাড়ীর উপরেই মৃত্যু হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না, যেখানে মানুষ মানুষের হিতের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে সেই স্থানই মৃত্যুর উপর উপযুক্ত স্থান। এমন মৃত্যুতেই কীর্ত্তি সজীবিত থাকে,—তেমন স্থান, তেমন মৃত্যুই গরীয়ান। শুদ্ধ নিজের জীবনের, নিজের সুখের জন্য খাটিয়া যত সুখেই মর, জীবনের সঙ্গে সব ফুরাইয়া যায়। অহরহ বিশ্বপ্রেমের উৎকর্ষতা সাধন কর, যতটুকু সাধ্য পরহিতে প্রাণ উৎসর্গ কর, দেখিবে, জীবন ধন্য হইবে। এ কথা বিস্মৃত হইও না।

—o—

"If you smile at the world,
And look cheerful,
The world will soon smile
back at you."

নিরুৎসাহী হইয়া জগতকে দুঃখময় ভাবিও না। তুমি যদি জগতকে প্রফুল্ল দেখ, জগতও তোমার চক্ষে তখন আনন্দময়ই বোধ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। সুখ, দুঃখ সমস্তই মনের উপর নির্ভর করে, প্রসন্ন হও, জগতকে অহরহ সুখময় দেখিতে শিক্ষা কর, দেখিবে নিরানন্দময় জগতই তখন অনন্ত আনন্দের খনি। দুঃখে কাতর হইয়া কোন লাভ নাই।

——

রোগ শোক দুশ্চিন্তার সহগামী, সেই জন্য জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

The best physicians are Dr. Diet. Dr. quiet and Dr. Merry-man."

উত্তম পথ্য, নির্জ্জনতা, প্রফুল্লতা এই তিনটী—উৎকৃষ্ট চিকিৎসক। কুপথ্য, বহু জনতা, এবং দুচিন্তা যথা সাধ্য পরিবর্জ্জন করা উচিত।

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

"The loveliest bird has no song, so the loveliest woman may lack virtue." অতি সুন্দর পক্ষীর সুমিষ্ট স্বর যেমন দুর্লভ, অতি সুন্দরী রমণীরও তেমনিই অনেক স্থলেই নারী ধর্ম্মের অভাব দেখা যায়। কথাটা নিতান্ত উপেক্ষার নহে। অতি সুন্দরীর অনেক বিপদ।

বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া বহুদর্শী না হইলে, আধুনিক সমাজে তিষ্ঠান কঠিন—এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ—কাজের লোক হইতে হইবে, সেইজন্য আমরা বহু বিষয়ের অবতারণা করি।

"Knowoledge is the wing,
Whereby we fly to heaven"

জ্ঞানই স্বর্গের ন্যায় স্থানে আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যাইবার পক্ষ স্বরূপ। জ্ঞান লিপ্সা থাকিলেই বহু বিষয় শিক্ষার আবশ্যকতা আছে।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

নর শরীরে ২৪০খানা হাড় আছে।

একটা মাকর্ষা ১ মিনিটে ২০০০ ডিম্ব প্রসব করে।

Dr. W. W. Halt ডাক্তার ডব্লিউ, ডব্লিউ হলট্ সাহেব বলিয়াছেন যে "In cholera and epidemics liquor drunker is first to die" অনেকে সংক্রামক পীড়ার সময় ভয়ে মন ভাল থাকিবে এই অছিলায় সুরা পান করেন, কিন্তু ডাক্তার হল্‌টারের মত, যাহারা এইরূপ সময়ে সুরাপান করে, তাহারাই আগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া থাকে।

How to live on your Income.

আপনার আয়ের উপর কেমন করিয়া চালাইয়া লইতে হয়।

যেমন আয়, সেই আয়ের উপরই চালাইয়া লইলে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হয় না এই বিনামূল্যের পরামর্শ সকলেই দিয়া থাকেন, কিছু বিশেষত্ব নাই। কিন্তু সেইটা অভ্যাস করাই কঠিন সমস্যা। পাশ্চাত্য ধনকুবেরগণও সেই পরামর্শই দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, সঞ্চয় অভ্যাসের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

এই সঞ্চয় ব্যতিত জীবনের বহু উচ্চাশা বহু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া মানব জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যেমন আয় তাহার উপরই চালাইয়া সঞ্চয় করা আবশ্যক। ইহা সর্ব্বদেশের অভিজ্ঞগণের উপদেশ, সে উপদেশ প্রতিদিন কোটী কোটী লোকে পাঠ করে, কোটী কোটী লোকে শুনিয়া থাকে, কিন্তু ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন সঞ্চয়ী নহে। কারণ কোথায় দেখিতে হইবে।

আয় অপেক্ষা ব্যয় করিলেই হয় ঋণী হইয়া পড়িতে হইবে, নচেৎ বিপজ্জনক অশান্তিময় অসৎপথাবলম্বী হইতে হইবে,ইহাই স্বতসিদ্ধ। সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় যাহাতে না হয়, তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু আয় অপেক্ষা ব্যয় হয় কেন? যদি আমরা বেশ ধীর স্থির ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমরা অনেক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রলোভনে পড়িয়া ব্যয় করি। যাহা আমার নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহা ব্যতিত বহু বিষয়ে আমরা ব্যয় করি, সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া যায়। আমি আমার অবস্থায় আয়ের বাহিরে চলিয়া থাকি, এইজন্য আমার যাহা আয়, তাহাতে আমার সংকুলন না হইয়া আমাকে ঋণজালে জড়িত হইতে হয়, না হয় অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই যে অপব্যয়িতার অভ্যাস, এজন্য এ দেশের পিতা মাতা সম্পূর্ণ দায়ী। আমার যখন আয় কম, তখন আমার ছেলে, আমার স্ত্রী, ইহাদিগকে একটা জমীদারের পরিবার বর্গের মত অনুকরণ চলিতে আমি দিই কেন? যদি আমি দিই,তাহা হইলে আমার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। নৈতিক শিক্ষা এখনকার শিক্ষায় হইতেছে না, শিক্ষার দ্বারা যে টুকু নৈতিক সাহস, নৈতিক জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, তাহা এখনকার শিক্ষায় হইতেছে না, এ শিক্ষায় আত্মসংযম, সৎসাহস শিক্ষা হয় না। হইলে গরীবের ছেলে দীন ভাবেই শিক্ষা করিত, পরিচয় দিতেও Moral cour-

rage বা নৈতিক সাহসের অভাব হইত না। কিন্তু পরিতাপ, গরীবের ছেলে তাহাকেও জমীদারের ছেলে সাজিয়া বেড়াইতেই হইবে গৃহিণী কন্যা পুত্রবধূ সকলেরই এইদশা—এই-টাই এ দেশের বিষম রোগ দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই সকলেই পুঁজীশূন্য, ভিতর ফাঁপা। যেমন তদ্রূপ চলিতে হইলে অনাবশ্যকীয় ব্যয় সংক্ষেপ আর ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাবে যদি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে যে কেহ দেখিতে পাইবেন যে, স্বচ্ছন্দতার অছিলাতে বিলাসিতার ব্যয়! যদি এই ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ফেল, তাহা হইলে তোমার আয়ে তোমার ব্যয় ব্যতিত সঞ্চয় হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু এক দিকে বিলাসিতার প্রলোভন, অন্য দিকে নৈতিক জ্ঞানের অভাব, সুতরাং আমরা আয় অপেক্ষাই, ব্যয় করিয়া ফেলি। যদি আমরা নৈতিক জ্ঞানে বলবান হইতাম, তাহা হইলে বিলাসিতার প্রলোভনে ভুলিতাম না, অনুকরণকে ঘৃণা করিতে শিখিতাম, আমার অবস্থা অপরকে অকপটে বুঝাইতে সাহসী হইতাম। যাহা আবশ্যকীয় ব্যয়, তাহা করিতেই হয়। কিন্তু যাহা না হইলেও চলে, তাহাতে ব্যয় করাই দোষ। সামান্য সর্ষপ তৈল, খোল্ বেশন মাখিয়াও গাত্র পরিষ্কার হয়, কিন্তু সে স্থলে ॥০ আনা ব্যয়ের সাবান না হইলেও চলিত, এইটী অপব্যয়। কিন্তু আমরা অনুকরণ প্রিয় বলিয়া এই ক্ষুদ্র ব্যয়ে লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা পাই নাই।

গতবারে দেখাইয়াছি, আমেরিকার এখনকার বড় বড় ধনকুবের, ইহারা অতি দীন অবস্থা হইতে, কৃষিক্ষেত্রে রাখালী করিয়া মজুরী হইতে স্ব স্ব আবশ্যকীয় ব্যয় চালাইয়া শুদ্ধ সঞ্চয় দ্বারা ধনকুবের হইয়া ছিলেন।

সঞ্চয় করার শিক্ষা এদেশের শিক্ষায় আমরা পাই না, পিতা মাতাও শিক্ষা দিতে প্রয়াসী নহেন। কাজেই আমরা আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগ বেশী করিয়া ফেলি। ছেলেকে মেয়েকে শৈশব হইতেই বাবু করি, তাহারাও পূর্ণ বয়সে সঞ্চয়ের মর্য্যাদা বুঝে না, এইরূপেই প্রায় সকল সংসারেই অর্থাভাবের হা হুতাশ অন্তঃশীলা ফলগুর ন্যায় হৃদয়ের ভিতর বহিয়া উৎসাহহীন এবং অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। তাই বলিতেছিলাম যে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক কম হওয়া উচিত নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধুমধাম, পোষাক, গাড়ী ঘোড়া করেন নাই, কিন্তু তিনি এত সৎকাজ করিয়াছিলেন যে, জগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন, সেই সঞ্চিত অর্থে দেশের ও দশের কত উপকার করিয়া ছিলেন। তবে সঞ্চয়ীর আনন্দ অধিক কি বিলাসীর আনন্দ অধিক? যদি নৈতিক জ্ঞানের আমাদের উৎকর্ষতা সাধিত হইত, তাহা হইলে কি জাতীয় উপদেশ ব্যবসায়, আহার, বিহার পোষাক পরিচ্ছদে উপেক্ষা করিয়া, বিদেশীয় অনুকরণে সর্ব্বস্ব হারাইয়া আজ দাসত্ব করিবার জন্য লালাইত হইতাম? গলদ এই স্থানে।

যাহা হউক, ক্ষুদ্র আয়ের উপরও বিলাসিতা, অপব্যয় বাদ দিয়া ন্যায্য ব্যয়েও সঞ্চয় করা অসম্ভব নহে। সেই সঞ্চিত অর্থ বিবেচনা করিয়া নানা সদুপায়ে বৃদ্ধি করিবার নিরাপদ [illegible], [illegible] যেমন অপর দেশের লোকে বড় হয়, আমরাও হইতে পারি। কিন্তু আমাদের ঐ মস্ত গলদ, মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিতে শিখি নাই। আমরা যদি এইরূপেই কিছুকাল কাটাই, তাহা হইলে এ দেশের অনেক সংসারকে দেউলিয়া হইতে হইবে, তাহার আর সংশয় নাই। সম্প্রতি আমেরিকার ও জাপানের অনেক বিদ্যালয়ে সঞ্চয়ের জন্য ছেলে মেয়েদিগের পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে বালকবালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন সেভিং ব্যাঙ্কে অধিক অর্থ জমা দিতে পারিবে, সে বিদ্যালয়কর্ত্তৃপক্ষ হইতে কেবল প্রাইজ প্রভৃতি ত পাইবেই, উপরোক্ত বালকবালিকাগণের সেভিং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদও দেওয়া হইবে, যখন বালকবালিকা অধ্যয়ন কার্য্য শেষ করিয়া বিষয় কার্য্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইবে, তখন শিক্ষা বিভাগের লোকে মায় সুদে আসলে টাকা ফেরৎ দিবেন। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সঞ্চিত অর্থকে বসাইয়া রাখেন না, এমন সকল বিষয়ে টাকা ন্যস্ত করিয়া দেন যে, তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইয়া গচ্ছিত টাকা সত্বর বাড়িয়া উঠে। যখন বালকবালিকা বিদ্যালয় ছাড়িয়া বিষয় কর্ম্মে প্রবেশ করিবে, তখন এই অর্থে তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। ইহারা সঞ্চয়ের প্রত্যক্ষ ফলে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ কার্য্যেও অপব্যয় করে না, সুতরাং অল্প সময়েই ইঁহারা উন্নতি করিয়া বসে। আমরা সাদরে ছেলেদিগকে প্রকারান্তরে বিলাসী বাবু করি, সুতরাং সে ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে কি মিতব্যয়ী হইতে পারে? ইহা কখনও সম্ভব নহে।

বারান্তরে এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিয়গণের অনেক অভিজ্ঞতার মতামত প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

স্বদেশী দেশলাই।—মহীশূর গবরমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালোরে একটি দেশলাই কল বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। গত বৎসরাবধি এ বিষয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল। এতদিনে কাজ কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। ঐ রাজ্যে দেশলাই প্রস্তুতের উপযুক্ত কাঠের সন্ধান মিলিয়াছে। আপাততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন লইয়া একটী কোম্পানী গঠিত হইবে। মহীশূর গবরমেণ্ট কোম্পানীকে কতকগুলি সুবিধাজনক সর্ত্তে আবশ্যকমত জমী দিবেন। কারখানা বসিবে সিমোগা নামক স্থানে। আমরা এই কারখানার সাফল্য কামনা করি।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

Indian Economic Products.

সূত্রপ্রদানকারী উদ্ভিদ্।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আকন্দ সূত্র—

পণ্ডিতেরা ইহাকে অর্ক সূত্র বলে। ভারতের সর্ব্বত্রই আকন্দগাছ জন্মে, শ্বেত ও রক্ত পুষ্পভেদে ইহা দুই প্রকার এবং পুষ্পের আকৃতিভেদে রক্ত আকন্দ আবার দুইপ্রকার। সকল প্রকার ভূমিতেই আকন্দগাছ জন্মে। তবে উষ্ণ ভূমিতে ও উষ্ণকালে সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ বর্দ্ধিত হয়।

আকন্দ হইতে ক্ষৌম সূত্রের (Flax) ন্যায় উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নোপযোগী সূত্র পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী মহলে এই সূত্রের নাম "yercum" য়ার্কম অর্থাৎ সংস্কৃত অর্ক শব্দের রূপান্তর। এই সূত্র মণ প্রতি ১৬৲ হইতে ২৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়, ইহা অত্যন্ত দৃঢ়, শুভ্র, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বলিয়া অনেকে ইহার দ্বারা বস্ত্র-বয়নের পক্ষপাতী, আবার কেহ কেহ অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া রসারশি প্রস্তুতের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

ম্যানিলা কদলী—

একপ্রকার কদলী হইতে এই সূত্র প্রস্তুত হয়। ইহা মুসা টেক্সটাইল (Musa textiles) নামক কদলীর সূত্র—মানিলা কদলীর আঁশের নাম আবাকা (Abaca)। গাছগুলি দীর্ঘে ১৩।১৪ হস্ত হয়, দেখিতে গাঢ় সবুজবর্ণ, কাণ্ডের উপরিভাগ অত্যন্ত মসৃণ, পত্র সবুজবর্ণ ও শিরাল; ফল অপুষ্ট, ত্রিকোণাকার ও ক্ষুদ্রকায় এবং ফল দণ্ডের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। উষ্ণ ও সরস বাষ্পপূর্ণ ঘন জঙ্গলময় পর্ব্বতের উপত্যকা বা পাদদেশস্থ অত্যন্ত সরস ও সারবান ভূমিতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জন্মিয়া থাকে। ফিলিপাইনের আবহাওয়া অনেকটা বঙ্গদেশের অনুরূপ, বঙ্গদেশেও ইহা জন্মিয়া থাকে। তবে সখের হিসাবে, সখের বাগানে; এপর্য্যন্ত ব্যবসায়ের হিসাবে এদেশে ইহার বিস্তৃত আবাদ হয় নাই।

মূর্ব্বা—

যদিও পূর্ব্বকালে ধনুকের ছিলার নিমিত্ত আকন্দের সূতার ব্যবহার হইত, তথাপি মৌর্ব্বীকল্পে মূর্ব্বারই প্রাধান্য ছিল এবং অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত ইহাই প্রচুর পরিমাণে ছিলার নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। বিশেষ গুণবত্তা না থাকিলে কদাচ একটী উদ্ভিদ্ হইতে ছিলার এই বিশিষ্ট নাম উৎপন্ন হইত না। কারণ মূর্ব্বা হইতেই মৌর্ব্বী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মূর্ব্বার সূত্র কেশের ন্যায় কোমল দৃঢ় ও সূক্ষ্ম এবং অতিশয় শুভ্র ও চাকচিক্যশালী, উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে রেসমের সহিত ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন। উদ্ভিদজাত সূত্র সমূহের মধ্যে ইহা দেখিতে অনেকটা আনারসের সূতার ন্যায়। সরু, মোটা নানাবিধ টোয়াইন (Twine) সূতা, রশারশি এমন কি ইহার সরু আঁশ (Fibre) দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নোপযোগী ক্ষৌম সূত্রের (Flax) কার্য্যও সম্পন্ন হইতে পারে। কাগজ প্রস্তুতের ইহা একটী উৎকৃষ্ট উৎপাদন। আজকাল বিলাত হইতে লক্ষ টাকার পুস্তক বাঁধিবার, মাছ ধরিবার, জাল বুনিবার, ঘুড়ি উড়াইবার, নানা প্রকার সূত্র ও রঙ্গিন টোয়াইন আমদানী হইতেছে, মূর্ব্বা হইতে এ সকল সুন্দর প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক ইংরাজ চা, চিনি ও নীলকর সাহেব মূর্ব্বার চাষে বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন।

আনারস—

উদ্ভিদজাত সূত্রের মধ্যে আনারসের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ়তম সূত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহা রেসমের ন্যায় কোমল, শুভ্র ও সুচিক্কণ এবং ক্ষৌম সূতার (Flax) উৎকৃষ্ট অনুকল্প (Substitute), মূর্ব্বার সূত্র ইহার নিম্নে পরিগণিত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপের প্রসিদ্ধ আনারসী বস্ত্র (Pineapple cloth) ও পিনা Pina) নামক সুসূক্ষ্ম বস্ত্র, ইহার রেশমবৎ সূক্ষ্ম তন্তু হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত টোয়াইন (Twine) ডোর, সূতা ও নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের জন্যও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। জাপান ও জর্ম্মণীতে ইহার পত্র হইতে পার্চ্চমেণ্টের (Parchment) ন্যায় উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়; শুনা যায়, জর্ম্মণীতে রাসায়নিক দ্রব্যান্তর সংযোগে ইহার পত্র হইতে এরূপ কঠিন কাষ্ঠবৎ পিজবোর্ড প্রস্তুত হয় যে, তদ্দ্বারা রেলগাড়ীর চাকা ও অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আনারসের সূতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জলসহনশীল অর্থাৎ সহজে জলে পচিয়া নষ্ট হয় না। মূর্ব্বার সূত্র প্রস্তুত প্রণালী,—ইহার কাঁচা পত্রের উপকার মাংসল অংশ ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিলেই সূত্র বাহির হয়, তৎপরে সূক্ষ্ম তন্তুপ্রান্ত সকল আঠা দ্বারা জুড়িয়া বাণ্ডিলের মত জড়াইয়া বয়নকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এইরূপে প্রস্তুত সূত্র পুনরায় শুভ্রীকরণ (Bleaching process) প্রণালী মতে পরিষ্কৃত করিলে উহা দেখিতে রেসমের ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল হয়, এবং তদ্দ্বারা লিনেন (Linen) বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এদেশে আনারস কাটিয়া লইলে গাছটী শুকাইয়া মরিয়া যায়, কোন কাজে লাগে না; আমরা সচেষ্ট হইলে এই পত্র হইতে ডোর, ঘুড়ি উড়াইবার সূতা, টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি, এজন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

এগেভ সূত্র বা মুর্গা সূত্র—

Agave vivipara, Kantala. ইহা পূর্ব্বোক্ত জাতীয় আমেরিকার উদ্ভিদ বিশেষ; ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মে। ইহার সুদীর্ঘ পত্র হইতে উপরোক্তের ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ় ও দীর্ঘ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার চাষ আবার অবিকল উপরোক্তের মত। পত্রগুলি ২০ দিবস জলে ফেলিয়া পচাইতে হইবে, পশ্চাৎ উঠাইয়া কোন তক্তার উপর দণ্ড দ্বারা ছেঁচিয়া জলে উত্তমরূপ ধৌত করতঃ শুকাইয়া লইলেই সূত্র প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় সূত্র হইতে রশারশি, দড়ি, পাপোষ, ম্যাটিং (Matting) প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণ প্রতি ৫৷৬ টাকা দরে এই সূতা বিক্রয় হয়।

সিসল হেম্প, Agave sisalana, Sisalhemp. ইহাও উপরোক্ত জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ, যুকেদান, মেক্সিকো প্রভৃতি মধ্যে আমেরিকার দেশসমূহে স্বভাবতঃই জন্মে; এদেশে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। সাহেবেরা উল্লিখিত দুই প্রকার অপেক্ষা ইহার চাষে আজকাল অধিক মনযোগী হইয়াছেন, কারণ এই জাতীয় সূত্র অতি উৎকৃষ্ট ও পরিমাণে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং উদ্ভিদজাত সূত্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলসহনশীল। জাহাজের কাছী ও সমুদ্র মধ্যগত টেলিগ্রাফের তারের (Cable rope) জন্য ইহার দড়ি অপর্য্যাপ্ত ব্যবহার হয়। যে সকল ভূমি জলাভাবে সর্ব্বদা নীরস ও শুষ্ক, যথায় অন্য কোন উদ্ভিদ বা শস্য সহজে জন্মেনা এবং যাহা জন্মে তাহাও একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়, তথায়ও সিসল অতি সুন্দর জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষ দিন দিন যত বৃদ্ধি পাইতেছে, সূত্রও তত উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে। বৎসরে প্রতি গাছ হইতে আধ সেরের উপর. সূত্র উৎপন্ন হয়। তক্তার উপর লোহের আঁচড়ার দ্বারা পাতাগুলি চিরিয়া লইয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা উপরের ত্বক্‌ভাগ ও হরিত অংশ ধীরে ধীরে চাঁচিয়া লইলেই সূতা বাহির হয়; পূর্ব্বে এই উপায়ে সূতা প্রস্তুত হইত, অধুনা বিজ্ঞান সম্মত নানাবিধ যন্ত্রযোগে সূত্র নিষ্কাশিত হইতেছে। মার্কিণ দেশে রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষ সংযোগে পত্রের হরিত অংশ বিগলিত করিয়া পশ্চাৎ উত্তমরূপ ধৌত ও শুষ্ক করতঃ সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১০ হইতে ১৫ টাকা মণ দরে এই সূতা বিক্রয় হয়।

Furcrace gigantea—ইহাও পূর্ব্বোক্ত বর্গীয় অর্থাৎ Amarilhdaceœ বর্গের অন্তর্ভুক্ত, তবে Agave জাতীয় নহে। উত্তর মধ্য আমেরিকা, আল্‌জিরিয়া, নেটার, সেণ্টহেলেনা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও মান্দ্রাজে প্রচুর জন্মে; ত্রিহুত অঞ্চলে অনেক সময় ইহার দ্বারা বাগানের বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার মূলদেশ হইতে যে চারা বহির হয়, তাহাই রোপণ করিতে হয়। উপরোক্ত কয়েক জাতীয় মুর্গা (Agave) অপেক্ষা ইহা অত্যন্ত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় এবং অতি অপকৃষ্ট ভূমিতেও সুন্দররূপ জন্মে। ইহার সূত্র নিষ্কাশন প্রণালী অবিকল সিসলের ন্যায়। ইহার বৃহৎকায় মাংসল সুদীর্ঘ পত্র হইতে উপরোক্ত উদ্ভিদগুলির ন্যায় অতি দৃঢ়, শুভ্রবর্ণ ও চিক্কণ সূত্র পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা রশারশি, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

(Special for Businessman.)

বিষম ভ্রম।

—:•:—

এই ৩৬ কোটী ভারতবাসী সমগ্র জগতের ব্যবসায়ীর লক্ষ্যস্থল, সেইজন্য তাঁহারা লক্ষ লক্ষ মাইল দূর হইতেও [illegible]তের সংবাদ পত্রে ছোট বড় বি[illegible] না করিয়া কত কালই একই পুরাতন, প্রসিদ্ধ, সুপরিচিত, দ্রব্যেরও বিজ্ঞাপন দিতেছেন কিন্তু এ দেশের ব্যবসায়ী এই গগন বিদারী বিজ্ঞাপনের উচ্চ কলরবের মধ্যে বসিয়া নীরবে কোন বিজ্ঞাপন না দিয়া ব্যবসায়ের আশা করে, কিমাশ্চর্য্য অতঃপরং! অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে বলুন। আমাদের প্রস্তুত জিনিস, অথবা আমাদের ভাণ্ডারে গুদাম জাত করা আছে, হয়ত তাহা বিদেশীয় দ্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট, কিন্তু জগতের, এমন কি বাঙ্গালার কয়েকটা লোকে ও তাহা জানেও না, কখনও শুনেও নাই। সুতরাং পৈতৃক বা যৌথ উপায়ে সঞ্চিত মূলধনের কারবার ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দুই দিন অগ্র পশ্চাতে কেন যে গনেশ উল্‌টাইবে না, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে আমরা কেহই পারি না। প্রত্যক্ষ ব্যাপার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। বিলাতি পিয়ার্স সোপ, হলওয়েব পীল, বিচাম্‌স পিল, কিটিং পাউডার এবং কফলজেঞ্জেস, উইলকিনসনের সালসা প্রভৃতি যে কত কালের পুরাতন ঔষধ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সেই সকল জিনিসের এখনও প্রত্যেকটীর জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যয় লক্ষ টাকা আছে, কেন? আমাদের অপেক্ষা তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কি কম? তাহা নহে, বিজ্ঞাপন না দিলে জগতের লোকে আবশ্যকীয় দ্রব্যের কোন সন্ধানই পায় না। সেই জন্য তাঁহারা সময় অসময়

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বুঝিতে চাহেন না, বিজ্ঞাপনে যে প্রত্যক্ষ ফল অবশ্যম্ভাবী, এই দৃঢ় ভিত্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রতি বৎসর তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও লাভবান হইয়া থাকেন। এ দেশেও যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারাও ইহার মধুর আস্বাদ ভুলিতে পারেন না। মেঃ এইচ্ বসু, কবিরাজ ৺পেন্দ্র নাথ সেন কোং লিমিটেড্, কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন, কর মহলানবিস্ প্রভৃতি বাঙ্গালী ব্যবসাদারগণের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীগণ প্রথম হইতেই সমানভাবে বিজ্ঞাপন দিয়া ক্রমোন্নতি করিয়াছেন।

এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা দোকান সাজাইয়া জিনিস কিনিয়া ভাণ্ডার-জাত করেন, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে নারাজ, তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যয় বাহুল্য হইয়া থাকে, বিশেষ কিছু হয় না। এই বিষম ভ্রমে সংকীর্ণ প্রকারের কাজই করিয়া থাকেন, কোনরূপে দিনগত পাপক্ষয় করেন মাত্র। যে রাস্তায় তাঁহার দোকান, সেই রাস্তার ২০ হাত দূরের লোকেও তাঁহার ব্যবসায়ের কথা বলিতে পারে না। ইহাঁদের মাত্র পথের পথিকই সম্বল, অন্য কোন উপায়ে খরিদ্দার বৃদ্ধির উপায় করেন না।

বিজ্ঞাপন অর্থাৎ প্রচার কার্য্য নানা প্রকারেই হইয়া থাকে। সংবাদ পত্র দ্বারা, হাণ্ডবিল দ্বারা, প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বারা, ডাকে মূল্য তালিকাদি নানা প্রকার উপায় দ্বারা প্রচার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রথাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতের প্রকৃত ব্যবসায়ীর নিকট সংবাদপত্র মূল্যবান। কিন্তু এদেশে এখনও এই বিজ্ঞাপনের মূল্য বোধ হয় নাই। ইহার কারণ অনেক। দোষটা স্বত্বাধিকারীর অপেক্ষা অধ্যক্ষগণেরই অধিক। কারণ সে অধ্যক্ষ কোন কাজের নহে। আমেরিকান ব্যবসায়ীরগণের ম্যানেজার বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইহারাই বড় বড় ব্যবসায়ের পরিচালক এবং অধ্যক্ষ। কারবারের স্বত্বাধিকারী এই ম্যানেজারের দক্ষতায় মুগ্ধ তাহার নিকট সর্ব্বদাই পরামর্শ প্রার্থী। এমন ম্যানেজার এদেশের কোন ব্যবসায়ীর আছে কিনা জানি না।

এদেশে ছাপার কালীর কারখানা আছে, পেন্সীলের কারখানাও নাকি আছে শুনিতে পাই, কিন্তু অতি অল্প লোকেই কোথায় আছে, কারখানার নাম কি, কিছুই জানে না, আমরাই জানিনা, তা অপরের কথা ত দূরের কথা।

ইহার কারণ কেবল এই বিজ্ঞাপনে অনভিজ্ঞতা বা অশ্রদ্ধা।

এদেশের কারখানা এবং এদেশের প্রত্যেক কারবারকে নিজ নিজ ব্যবসায়ের জন্য অবশ্যই বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, বিজ্ঞাপন দিলে যে কাজ হয়, একথায় বিশ্বাস করিতে হইবে, সেইরূপ কার্য্যাধ্যক্ষের সৃষ্টি করিতে হইবে তবে এদেশের ব্যবসায় স্থায়ী হইবে। নচেৎ নিতান্ত সংকীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়া রাস্তার লোকের মুখপানে তাকাইয়া ব্যবসায় করা বাস্তবিক ঘৃণিত প্রকারের বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে ত, খামখেয়ালির উপর কারবার চলে না। আমরা বিজ্ঞাপন দিইনা, আমাদের এমনিই বিক্রি হয় ইত্যাদি হাস্যাস্পদ কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কেনহে বাপু, তুমি কি যে তোমার এমনি বিক্রয় হয়, তোমার বিজ্ঞাপন আবশ্যক হয় না। জগতে বিবিধ প্রকারের লোক, আছে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ কূপ মণ্ডুক সদৃশ, বর্হিজগতের ব্যবসায়ীগণ যে কি করে, তাহার সংবাদ রাখে না, তাই তাহার ভ্রান্ত ধারণার উপর এত বিশ্বাস। কিন্তু উপায় কি, ইহারা না কিছু পড়ে, না কিছু দেখে।

পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ীগণ সমস্ত সংবাদ রাখে, ব্যবসায়ের স্কুল কলেজে পাঠ করে, জিনিস বাজার দর, গাড়ী ভাড়া, মুটে মজুরের অবস্থা, সমস্তই তাহা দেখে, বিজ্ঞাপন বিদ্যার সুপণ্ডিত। সেইজন্য অবিলম্বে ব্যবসায়ে উন্নতি হইয়া থাকে। এদেশের সমস্ত ব্যবসায়ীরই, যাঁহারা বিজ্ঞাপন রহস্যে এ অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের সকলেরই এইদশা। কিন্তু এইরূপ অবস্থার সমস্ত পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া এদেশে কোথায় কি বিক্রয় হয় ও পাওয়া যায়, তাহার একটা ক্ষুদ্র ডাইরেকটরী করিবার প্রয়াসী হইয়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নিকট ৷৷০ আট আনা মাত্র পয়সার বিজ্ঞাপনের প্রবৃত্তি জাগাইতে পারি নাই কিন্তু সেইরূপ একখানা দেশীয় কারবারের ডাইরেক্টারীর বা বায়ার্স গাইড হইলে দেশের অনেক ব্যবসায়ীর উপকার হইত। আমরা স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া কাগজে নাম প্রকাশ করি, কিন্তু ব্যবসায়ীগণের তাহার ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা নাই। এত গলদ যাহা-দের, তাহাদের কি কোন কাজেই সুবিধা হইতে পারে? ব্যবসায়ীগণই তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

Manufacture of Printing Ink in Bengal.

—:o:—

ছাপার কালী আমরা চিরকালই বিদেশী ব্যবহার করিয়া আসিতে ছিলাম, আজ পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বাঙ্গালা দেশেও ছাপার উৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুত হইতেছে এবং সে কালী এত সুলভ, এত সুন্দর চাকচিক্য ময় হইয়াছে যে, সংবাদপত্র ছাপিবার নিতান্ত

সুলভ এবং সাধারণ কালীতেও হাপ্‌টোনের মোটা লাইনের ব্লকও সুন্দর ছাপা হইয়া থাকে। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুলভ ছাপিবার কালী কলিকাতা ৩৪নং চড়কডাঙ্গা রোডে মেসার্স দাস গুপ্ত এণ্ড সন্স দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। আমরা ইঁহাদের ব্রোনুজব্লু এবং কালকালীর ছাপা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের ছাপাখানার অধ্যক্ষগণের এই স্বদেশী প্রস্তুত কালী ব্যবহার করিয়া এই কালীর কারখানাকে যে উৎসাহিত করা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যকে দেশীয় লোকে ব্যবহার করিয়া যদি উৎসাহ প্রদান না করেন, তাহা হইলে কোন কারখানারই স্থায়ীত্ব আশা করা যায় না। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে কোম্পানী ইতি মধ্যেই অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রেসে কালী সরবরাহ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কোম্পানীর ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করিতেছি, কেননা বাঙ্গালায় প্রকৃতই এরূপ একটী আবশ্যকীয় দ্রব্যের কারখানার অভাব ছিল। এক্ষণে ইহার স্থায়ীত্ব এবং উন্নতি দেশীয় মুদ্রা যন্ত্রের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে জলাভাব এবং অন্নকষ্ট অনিবার্য্য।

পূর্ব্ব বঙ্গের জল প্লাবনের জন্য সমগ্র দেশ সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এ দিকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর বীরভূম, বাঁকুড়া এবং আ.ও পশ্চিমাঞ্চলে জলাভ.বে এবার প্রকৃতই দুর্ভিক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে ইতি মধ্যেই হাহাকারের মর্ম্মভেদি রোল উঠিয়াছে—পূজা আগত প্রায়, মাঠে বীজ রোয়ালী শুরু হইয়া মরু সদৃশ দৃশ্য বিরাজমান করিতেছে—অনেক-স্থলেই টাকায় ✓৬ সের মাত্র চাউল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই বৎসর শস্য ভালরূপ জন্মে নাই, লোকে আশায় বুক বান্ধিয়া এ পর্য্যন্ত কোনরূপে কাটাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ বৎসর আর কাহারও কিছু নাই, জানি না, পর বৎসরের জন্য তাহারা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবে?

যাহাদের ধান্য আছে, তাহারা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার আশায় ধান্য ধরিয়া রাখিয়া দিয়াছে, মধ্যবিত্ত লোকে টাকা দিয়াও ধান্য এবং চাউল পাইতেছে না। এই নিদারুণ অন্ন কষ্টে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি? সমগ্র বঙ্গব্যাপী এ ভীষণ অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য আশু প্রতিবিধান করিতে না পারিলে অসংখ্য মৃত্যু সংবাদ সমগ্র দেশকে বিচলিত করিয়া তুলিবে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া ইতিমধ্যেই অন্নক্লিষ্ট জনস্রোত দেখা যাইতেছে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ইতিমধ্যে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে,অবস্থাপন্ন গৃহস্থও ক্লান্ত হইয়া পড়িতে-ছেন। খাটিতে পাইলে এই সকল দীন দরিদ্র লোকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, কিন্তু হায়! হায়! দেশব্যাপী জল কষ্টে কৃষিকার্য্য কোন স্থলেই হইতে পারে নাই, তাহারা কোথায় খাটিয়া খাইবে? গবর্ণমেণ্ট জেলা ও লোকাল বোর্ডকে গ্রাম্য পুষ্করিণী এবং রাস্তাদির মেরামত কার্য্যে এই সময় অর্থ ন্যস্ত করাইয়া দেওয়াইলে বহু লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে। জেলা বা লোকাল বোর্ড বহুকাল ধরিয়া রোডশেষ আদায় করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন গ্রামেই উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতিকর কার্য্য করেন নাই। এই সময় গ্রামে গ্রামে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ হইলে গ্রাম্য স্বাস্থোন্নতির বহুদিনের জল্পনা কল্পনার কতকটা সার্থকতাও হইতে পারিবে এবং এই অন্নকষ্টের দিনে বহু প্রাণী রক্ষা হইতে পারিবে। আরও ভাবিবার কথা, প্রখর রৌদ্রে সমস্ত পুকুরের জল নিঃশেষ হইয়াছে ইহার পর পানীয় জলের উপায় কি হইবে?

অন্নকষ্ট এবং পানীয় জলের অভাবে ভীষণ মড়ক উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা কাতর কণ্ঠে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গের প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইবার জন্য চেষ্টিত হউন, অশিক্ষিত নিরীহ পল্লীবাসী আবেদন নিবেদন করিতে জানে না, তাহারা চিরদিনই নীরবে মৃত্যুর করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যুদ্ধের জন্য কাজ কর্ম্মের অবস্থা মন্দীভূত—শস্যক্ষেত্র শস্যহীন—ম্যালেরিয়ার রাক্ষস মূর্ত্তি করাল মুখব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতে অগ্রসর—হায়! হায়! এ দুর্দ্দিনে এ শঙ্কটে রক্ষার কোন উপায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

গবর্ণমেণ্ট যদি শস্যেরও একটা দর নির্দ্ধারণ করিয়া না দেন, তাহা হইলে অর্থ লোলুপগণ কদাচই মজুত শস্য সহজে বিক্রয় করিবে না, শস্য না পাইলে সমগ্র দেশ উন্মাদ হইয়া উঠিবে, তখন পেটের দায়ে যাহা হওয়া উচিত নয়, এখন সমুদয় কাণ্ডও হইয়া উঠিতে পারে। চারিদিকে নূতন অশান্তি হইতে দেওয়া উচিত নহে, সেইজন্য যাঁহাদের সংস্থান আছে, তাঁহারা এই দুর্দ্দিনে স্বার্থ ত্যাগ না করিলে এবং গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে রিলিফের উপায় না করিলে বড় বিষময় ফল হইয়া উঠিতে পারে।

আমরা বহুবারই দেখাইয়াছি যে সমগ্র বাঙ্গলার প্রায় বার আনা স্থলেই প্রতি বৎসরই

জলাভাবে শস্য নষ্ট হইয়া যায়, চারিদিকে যেমন রেলবিস্তারের আয়োজন হইতেছে, সেইরূপ ক্যানালাদি দ্বারা এবং জলাশয়াদির সংস্কার দ্বারা কৃষির প্রধান উপকরণ জলের সুব্যবস্থা না করিলে এই অন্নকষ্টের জন্ম চিরকালই গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের লোককে বিব্রত হইতে হইবে এবং লোকক্ষয় হইবে। উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষার একমাত্র উপায়, জেলা বোর্ডে রোডশেসের গচ্ছিত টাকার দ্বারা গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু সংস্কারের কার্য্য আরম্ভ করা। ইহা দ্বারা বহুলোকের জীবন রক্ষা হইবে এবং গ্রাম্য পুষ্করিণীগুলির সংস্কার হইয়া যাইলে, পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কৃত হইলে, জল কষ্টের সময় সেই সকল মাঠের পুষ্করিণী, খাল বিলের জলে কতক আবাদাদি হইয়া অনেকটা অন্নকষ্ট নিবারিত হইতে পারিবে। শুদ্ধ আকাশবাহিনী জলের উপর এখন আর নির্ভর করিয়া থাকিবার দিন নাই। সুচারু বর্ষা এখন প্রায়ই হইতেছে না। কৃষিপ্রধান ভারতবাসীর যদি সকল স্থলে কৃষিকার্য্যোপযোগী জলের স্বচ্ছলতা থাকিত, তাহা হইলে লোকে কদাচই দেশ ছাড়িয়া দাসত্ব করিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিত না। উপর্য্যুপরি জলকষ্টে কৃষিকার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই লোকে কৃষিকার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিয়াছে এবং দাসত্বনিরত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এবারে তৃণক্ষেত্র পর্য্যন্ত কঠোর রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, গবাদি পশুর অবস্থাও যে কেমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, এই সকল দুর্ভিক্ষ পীড়িত গবাদি দ্বারা পরবৎসর যে কিরূপে চাষ চলিতে পারে, তাহা ভাবিলে কৃষকের প্রাণ কান্দিয়া উঠে। তাই আমরা বারম্বার বলিতেছি যে, ক্যানেলাদি যদি এত সহজসাধ্য নাও হইতে পারে, তাহা হইলে গ্রাম্য পুষ্করিণী, খাল বিলাদির সংস্কার কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর কিছু কিছু জেলা বোর্ড হইতে দিলেও সেই সকল সঞ্চিত জলেও আবাদের অনেক সাহায্য হইতে পারিত। কিন্তু হায় আমাদের অদৃষ্ট, এ কাতর মর্ম্মভেদী চীৎকার আমাদের শুনে কে?

(Special for "Businessman")

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

—:o:—

প্রিমিয়ম টুথ পাউডার (আমেরিকান)

প্রিপেয়ার্ড চক্—	৬ আঃ
ক্যাসিয়া পাউডার—	১ পাউণ্ড
অরিস রুট—	১ আঃ

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কাপড় দিয়া ছঁাকিয়া ছোট ছোট কৌটায় লেবেল দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিলেই হইল।

Pile-ointment.

অর্শের মলম।

পাউডার্ড গলনট—	২ ড্রাঃ
কর্পূর—	২ ড্রাঃ
মোম্ গলান—	১ আঃ
টিংচার ওপিয়ম—	২ ড্রাঃ

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট পটে লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতে অর্শের বেদনা নাশ হইবে অথচ নির্দ্দোষ।

Arnica Liniment

সুইট অয়েল—	১ পাইণ্ট
টীং আর্ণিকা—	২ টেবলস্পূন

ঝাকাইয়া মিশ্রিত করিয়া লেবেল দাও, এইটি বেদনা, ক্ষত, বাতের সন্ধিস্থল বেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাও ডাক্তার খানায় প্রস্তুত করিয়া রাখিলে পেটেণ্টের মত বিক্রয় হইতে পারে।

Soap for whitening the hands.

হস্ত পরিষ্কারের সাবান।

এই সাবানে হাত প্রক্ষালন করিলে হাত কোমল, এবং সুন্দর হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—

অড়ি কলম তাল—	আধ আউন্স
লেবুর রস—	আধ আউন্স

ব্রাউন উইসর সাবানকে চাঁচিয়া তাহার চূর্ণ ২টীর সহিত উত্তাপে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া সাবান প্রস্তুত করিয়া লও। যখন জমিয়া যাইবে, তখন এই সাবান প্রস্তুত হইবে। ইহা আমেরিকানগণ দ্বারা পরীক্ষিত এবং কার্য্যকারী।

Recipe for pain Remedy.

যন্ত্রণা নিবারক আরক।

"প্রিমিয়ম বজেট্" নামক একখানি আমেরিকান পুস্তকে দেখা যায় যে, এই ফরমুলার আদত কপিটা বহু সহস্র ডলারে বিক্রয় হইয়াছিল। যন্ত্রণা যে কোন প্রকারের হউক তাহাতেই ইহা আশু কার্য্যকারী—

"One thousand dollars was paid for original copy of this remedy"

Premium Budget.

প্রস্তুত প্রণালী।

Alchohal 95 P. C.	1 quart
Gum Guiae	1 ounce
Myrrh	1. 2 ounce.
Camphor	1. 2 ,,
Caynne Pepper	1. 2 ,,
Landanum	1. 2 ,,

Prepare with Tinctures.
A splendid remedy for Rheumatism Cholera, Bowel complaints, Cough and Cold, Lever complaint, Colic, Toothache Asthama, Cramps Sprain, Brushes &c. used both internally and externally. Dose for an adult 1/2 to one Teaspoonful.

বাগান প্রস্তত করিবার নিয়ম।

—:০:—

বাগানের আবশ্যক সকলেরই। যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, জমি আছে, তাঁহাদের বাগান করা বেশী কষ্টসাধ্য নয়। কিনিয়া ফল খাওয়া আর বাগানের ফল খাওয়া অনেক তফাৎ। লক্ষপতি কিনিয়া ফল আনিবেন, তাহা পরিমিত, আর দরিদ্র, একটি বাগান যার পুঁজী, সে অপরিমিত ফলে অধিকারী। পরকে দুটি দিতে তার কোন কষ্ট হয় না। বাগান যে শুধু আমাদের ও নিজের ব্যবহারের জন্য তাও নয়, ইহা একটি প্রধান সম্পত্তি। একটি বাগানের আয়ে একটা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অনায়াসে প্রতিপালিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু অধ্যবসায় চাই—একটু বুদ্ধি চাই। সহজ উপায়ে বাগান প্রস্তুতের বিবরণ "পিপুল" চাষ প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। অদ্যও কি উপায়ে সামান্য ব্যয়ে একটী উৎকৃষ্ট বাগান প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহা লিখিতেছি।

আট কি দশ বিঘা জমি বাগানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। এ অপেক্ষা কম হইলে ও যে বাগান হয় না, এমন নহে, তবে সাধারণতঃ এই প্রকারের বাগান করাই কর্ত্তব্য। প্রথমে জমির চারি দিকে তিন হাত গভীর করিয়া খানা (কাঁচা বেড়) কাটাইবে। খানার মাটিতে উচ্চ পাড় বাঁধিয়া দিবে এবং সেই পাড়ের উপর সারি সারি বাবলা গাছ রোপন করিবে। এই বাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে পিপুল লতা লাগাইয়া দিলে আপাততঃ বেড়া শক্ত হইবে, পিপুল বিক্রি করিয়া এবং পরিণামে বাবলা গাছ বিক্রি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

প্রথমতঃ বাগানের মধ্যে একটি পুকুর, তদভাবে চারি কোনে চারিটী কূপ খনন করিবে। নির্দিষ্ট জমি এক বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে চাষ দিয়া শ্রাবণ মাসে ৮ হাত অন্তর এক একটী কলার ছোট গাছ (চারা) পুতিবে। সে বৎসর আর কোন কার্য্য করিবে না। কেবল নিড়ানী করিয়া ঘাস মারিয়া দিবে। এক দিকে একটি চৌকা ভাল রকম চাষ ও সার দিয়া আম, কাঁঠাল, পেয়ারা প্রভৃতির বীজ পুতিবে এক বৎসর চারা তুলিবে না। মধ্যে মধ্যে নিড়ানী করিয়া ঘাস মারিয়া দিবে। এক বৎসর গতে বৈশাখ মাসে, চারার এক দিকে খুঁড়িয়া তীক্ষ্ণ ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা চারার মূলটী অতি সতর্কতা সহকারে কাটিয়া দিবে। এই মূল কাটা চারাকে "খাবি করা" গাছে বলে। অনেকে কলমও ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কলমাপেক্ষা "খাবি করা" গাছে বেশী ফল হইয়া থাকে। গোড়ায় পুনরায় মাটী চাপা দিয়া শক্ত করিয়া দিবে। আষাঢ় মাসে বাগানের কার্য্য আরম্ভ করিবে। বাগানের চারিদিকে সারি করিয়া চারা বসাইবার নিয়ম। চারা পুতিবার তিন মাস পূর্ব্বে যেস্থানে চারা বসিবে, সেই সেই স্থানে দুই হাত গভীর এবং এক হাত গোলাকার এক একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার নিম্নে ও উপরে পলী মাটী দিয়া পূর্ণ রাখিবে। চারা পুতিবার ৬ দিন পূর্ব্বে আবার সেই মাটি খুড়িয়া সমান করিয়া দিয়া চারা পুতিবে। বর্ষাকালে একেবারে আম, জাম, কাঁটাল, সুপারী, নারিকেল, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি বাগানে পুতিলে অতি শীঘ্র বাগান হয়।

পূর্ব্বে কলা পুতিয়া রাখা দরুণ জমি দিব্য সরস থাকে, অথচ প্রচুর লাভ। প্রবাদ আছে ৩৬৫ ঝাড় কলা থাকিলে প্রতিদিন ১৲ টাকা লাভ হয়। কলার পাতা কাটা ফলের পক্ষে অনিষ্টজনক। এজন্য কলা হইতে লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে পাতা কাটা বন্ধ করিতে হয়। কলাতে কোন পাইট খরচ নাই। কেবল যে গাছটীর কলা ও থোড় কাটা হইল, সেই গাছের মূল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে প্রত্যেক বারই অধিক ও পুষ্ট কলা জন্মিবে। বাগানের মধ্যস্থলে একখানা ঘর করিবে, তাহাতে বসিবার ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি রাখা হইয়া থাকে। দু একটা নয়নানন্দকর দেখিবার জিনিসও থাকা চাই। আগামীতে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সময়।

শ্রীজানকীনাথ সমাদ্দার।

Varnish—Water proof. জল সহনশীল বার্নিস্।

—::০::—

অয়েলটারপেনটাইন—	১ পাউণ্ড
লিথারেজ—	॥০ পাউণ্ড
তিসির তৈল—	১ পাউণ্ড

এই গুলিকে একত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে হইবে, যখন বেশ একত্রে মিশিয়া যাইবে, তখন নামাইয়া ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে ব্রুস দ্বারা লাগাইতে হইবে। এরূপ বার্নিস, পালের কাপড়, পরদার কাপড় প্রভৃতিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

সহজে জল স্পর্শ করিতে পারে না এবং স্থায়ী হয়, কাষ্ঠের পার্টিশন বা দেওয়াল প্রভৃতিতে লাগাইলে জলে নষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা আর একটী সুন্দর কাজ হইতে পারে। পুরাণ গরমকোট, পায়জামা প্রভৃতিতে ২।৩ কোট্ লাগাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট ওয়াটার প্রুফ্ কোটের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আমাদের দেশের যাঁহাদিগকে বাহিরে বর্ষাকালে কাজ করিতে হয়, তাঁহারা এইরূপে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। লিথারেজ রংএর দোকানে, ঔষধের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

German Polish for boots & shoes.
জর্ম্মণ পালিস।

—::*::—

প্রথমে শ্বেত মোম একটুকুরা লইয়া ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট টুকুরা করিয়া ফেল, তাহার পর ইহাকে একটা টীনের অথবা মাটীর পাত্রে রাখিয়া ইহার উপর ততটুকু টারপিন দাও, যাহা দ্বারা উপরোক্ত ক্ষুদ্র মোম খণ্ডগুলি বেশ ঢাকিয়া যায়। তাহার পর পাত্রটার মুখ উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া ২৪ ঘণ্টা কোন একস্থানে রাখিয়া দাও। ইতি মধ্যে এই টারপিন এবং মোমটা গলিয়া ঠিক কাদার মত হইয়া আছে দেখিতে পাইবে। এই মিশ্রিত দ্রব্যটাকে খুবসূক্ষ্ম Animal Charcoal এনিমেল চারকোল বা জান্তব কয়লা চূর্ণ এরূপ পরিমাণে দিয়া মিশ্রিত কর, যেন বেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। এখন হইয়া গেল আর কি। এটা দিব্য কাল জমাট Paste এর মত হইল, তাহাকে পাত্র হইতে তুলিয়া ছোট ছোট চৌকা টীনের ঢাকনী ওয়ালা বাক্সে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দাও, তাহাতে লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে হইবে, ব্যবহার বিধিঃ—

যখন আবশ্যক, এক খানা ছুরির ডগাদ্বারা প্রয়োজন মত একটু তুলিয়া লইয়া, কাল জুতা ও বুটের আগে মাটী কাদা ছাড়িয়া মুছিয়া ব্রুস দ্বারা সামান্য লাগাইয়া একটু পরে সামান্য ব্রুস্ করিয়া দিলেই উজ্জ্বল হইবে। এই জর্ম্মাণ প্রণালীর প্রস্তুত জুতার কালীতে অল্প পরিশ্রমে উত্তম কাজ হইয়া থাকে। ইহাতে যে টারপিন থাকে, তাহা শীঘ্রই উবিয়া যায়, এবং উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল কাল বার্ণিসটী পড়িয়া থাকে। সুতরাং জুতায় মাখাইয়া পরে আর টারপিনের তীব্র গন্ধ থাকে না। এই পেষ্ট যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে একটু টারপিন মিশাইলেই ব্যবহারোপযোগী হইবে। এসকল দ্রব্য অনায়াসে এদেশেও করা যায়, কারণ সমস্ত মাল মসলা এদেশেও দুর্লভ নহে। Animal Charcoal রঙ্গের দোকানে এবং ঔষধের দোকানে পাওয়া যাইবে।

——

লিখিবার কালী খারাপ হইয়া যাইলে তাহার চিকিৎসা। লিখিতে লিখিতে দোয়াতের এবং বোতলের কালিও অনেক সময় বদ্‌রং হয়। ইহার প্রতিকারের উপায়, এক পাঁইটে কিঞ্চিৎ Impure Carbonate of potass দিলেই সমস্ত কালীটা যেমন সোডা অ্যাসিডে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ ফুটিয়া উঠিবে। তাহার পর দেখিবে, কালী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। ঠিক যেন নূতন কালী। সঙ্কেত :—এই কার্ব্বনেট পটাস ছোট ছোট কাগজের বাক্সে পুরিয়া আফিসে আফিসে বিক্রয় করিলে ইহার আদর যে কেন হইবে না, বুঝিতে পারি না। নিজেদের কোন নাম দিয়া ইহাও পেটেন্ট আকারে বিক্রয় করা যায়, অসম্ভব নহে।

———

How to make smelling Bottle.

Take equal quantity of Sal ammoniac and unslacked lime, pound them seperately and then mix and put them in a bottle or Phial. Then drop in 2 to 4 Drops of essence of Bergamot and cork the bottle close.

Domestic R. Book.

—o—

Almond Paste.

"আলমণ্ড পেষ্ট" জিনিসটা বাদাম হইতে প্রস্তুত, মুখে যাহাদের অতিশয় ব্রণ হয়, মুখ শক্ত হইয়া কদাকার হইয়া উঠে, তেমন স্ত্রী পুরুষের ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিরাপদ ঔষধ।

প্রস্তুত প্রণালী।

Bitter Almond,

বা তিক্ত বাদাম চূর্ণ—	১ আঃ
বার্লি চূর্ণ—	১ আউন্স
মধু—	যথাবশ্যক।

প্রথমে বাদাম গুলিকে পিসিয়া খুব মিহি গুড়ায় পরিণত করিতে হইবে, তাহার পর বার্লির সহিত মিশাইয়া পরিমাণ মত মধু মিশাইতে হইবে, যেন ইহা বেশ্ আটার মত হইয়া দাঁড়ায়। শয়নের সময় মুখে অঙ্গুলি দ্বারা লাগাইয়া সকালে ধৌত করিলেই উঠিয়া যাইবে। এইরূপে মুখের চর্ম্ম কোমল হইবে এবং ব্রণ হইবে না। প্রত্যহ বাবুয়ানার খাতিরে মুখে সাবান মাখিলে চর্ম্মের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। মুখে যদি তেলা তেলা ভাব থাকে, একটু বেসম দিলে অবিলম্বে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আমাদের সেকালের ব্যবস্থাই ভাল। ফ্যাশন শিখিতে যাইয়াইত আমরা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছি। প্রবৃত্তিটা ক্রমে ক্রমে দেশীয় দ্রব্যে ন্যস্ত করিতে হইবে, তাহাতে আমাদের নিজের এবং দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

লক্ষ্মণপুর
শিব-কালী মন্দির

—:০:—

অতি প্রাচীন কাল হইতে মেদিনীপুর জেলায় লক্ষ্মণপুর নামক গ্রামে শিবকালীর একটী মন্দির এবং অতিথি শালা স্থাপিত আছে, এই মন্দিরটী একটী রাজপথের পার্শ্বদেশেই সংস্থাপিত। বোধ হয় বহু দূরাগত পথিক গণের সুবিধার জন্যই মন্দির সংলগ্ন এই অতিথিশালাটীর ব্যবস্থা ছিল। এই মন্দির সংরক্ষণার্থ এবং ইহার ব্যয় পরিচালনার্থ যাঁহাদের উপর ভার ছিল, এক্ষণে তাঁহারা কালের করালগ্রাসে নিহীত হইয়াছেন, সেই জন্যই মন্দিরটীর দুর্দ্দশা এবং দূরাগত পান্থগণের একমাত্র আশ্রয় স্থল অতিথি শালাটী লুপ্ত প্রায় হইয়া বসিয়াছে। এক্ষণে নিকটস্থ গ্রামবাসী ভদ্রলোকগণ উপরোক্ত মন্দির সংরক্ষকগণের বংশের একমাত্র বংশধরকে আশ্রয় করিয়া এই মন্দির এবং অতিথি শালাটীর জীর্ণসংস্কারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। কিন্তু পল্লীগ্রাম বাসীর অবস্থা কাহারও অবিদিত নাই। সেইজন্য উদ্যোগীগণ সমগ্র বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মহোদয়গণের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছেন যে, এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্ত্তি এবং দেব মন্দিরটী সংস্কারের জন্য যাঁহার যেমন সাধ্য কিঞ্চিৎ দান করিলে এই মহৎ কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইতে পারে। যিনি যাহা কিছু দান করিবেন, তাহাই অতি কৃতজ্ঞতাসহকারে গৃহীত হইবে। প্রত্যেক ৩ মাস অন্তর সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকায় সংগ্রীহিত অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার প্রকাশ করা যাইবে। এদেশ হিন্দুর দেশ, অতি যৎকিঞ্চিৎ মাত্র দান করিলেও বড় বড় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, আমরা আশাকরি বাঙ্গালা দেশের এত হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিতে উদ্যোগীগণের ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপেক্ষিত হইবে না। যিনি যাহা কিছু দান করিবেন, তিনি যেন কলিকাতা ললিত প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারীর নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া প্রাচীন হিন্দু মন্দির এবং অতিথিশালাটী রক্ষা করেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা,

শ্রীললিত মোহন রায়।

২৫।২ এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট

বহুবাজার পোঃ কলিকাতা

Household Informations.
গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

ম্যরবেল পরিষ্কার করিবার উপায়।—সোডা ২ ভাগ, পিউমিস ষ্টোন চূর্ণ ১ ভাগ, খড়ি চূর্ণ ১ ভাগ। মিহি চালনীর দ্বারা চালিয়া লও। উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত কর। মারবেলের উপরে রীতিমত ঘসিতে থাক। তৈলাক্ত দাগ উঠিয়া যাইবে, পরে সাবান ও জলের দ্বারা রীতিমত ধৌত করিয়া ফেল। মারবেল পরিষ্কার হইবে।

এন্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড ও ১ কোয়ার্ট জলে ২ আউন্স অক্জালিক এসিডের দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ময়দা দিয়া কাদার মত কর। মারবলের যে স্থানে কালির দাগ পড়িয়াছে, সেই স্থানে উক্ত পদার্থ চাপা দিয়া কয়েক দিন রাখিলেই কালীর দাগ উঠিয়া যাইবে।

চিতি বা ছাতা নষ্ট করিবার উপায়—স্যাঁতা স্থানে কাপড় চোপড় থাকিলে অনেক সময়ে কাপড়ে ছাতা পড়ে ও গুমো গন্ধ ছাড়ে। ইহাতে কাপড় চোপড় ও পুস্তক ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। একটা পাথরের বাটীতে বা মাটির সরাতে পাথুরে চুণ রাখিয়া আলমারিতে বা কাপড়ের বাক্সতে রাখিয়া দাও; অবশ্য চুণ ঢাকা দিয়া রাখিবে, নতুবা ইতস্ততঃ ছড়াছড়ি হইবে ও কাপড়ে চোপড়ে লাগিয়া জিনিষ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কিছুদিন রাখিবার পর চুণ গুলি গুড়া হইয়া যাইলেই আবার নূতন চুণ দিবে। চুণ রাখিয়া দিলে ছাতা ত পড়েই না, অধিকন্তু পোকা ইত্যাদিতে কাপড় চোপড় কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে না। রেশমের কাপড়ে ছাতা ধরিয়া যাইলে, একটু ফ্লানেল হুইস্কিতে ডুবাইয়া উক্ত স্থানে লাগাইয়া দাও, পরে রেশমের উল্টা পিটে একটা ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিয়া ইস্ত্রি করিয়া দাও। দেখিবে, রেশম অত্যুজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মৎস্য ধরিবার জাল রক্ষা করিবার উপায়।—এক পাউণ্ড পরিষ্কার শিরিস শীতল জলে ফেলিয়া নরম করিয়া লও। ১০ গ্যালন জলে অর্দ্ধ পাউণ্ড সাধারণ বারসোপ গুলিয়া উক্ত জল গরম করতঃ ঐ শিরীস গুলিয়া লও। প্রথমতঃ জলে উত্তমরূপে জাল খানি ধৌত করতঃ উক্ত শিরীসের জলে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল ফুটাইতে থাক। পরে সমস্ত রাত্রি হাওয়ায় মেলিয়া দাও। পর দিন ৫ গ্যালন জলে ২ পাউণ্ড ফটকারি ফেলিয়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া দাও, জল যখন বেশ ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহা নামাইয়া জালটি তাহাতে তিন ঘণ্টা আন্দাজ ডুবাইয়া রাখ। পরে জাল নিংড়াইয়া, সাধারণতঃ জালে যেরূপ কস লাগাইতে হয়, অর্থাৎ গাব ফলের কসে ডুবাইয়া লও। এই প্রক্রিয়ায় জাল অনেকদিন পর্য্যন্ত শক্ত থাকে, শীঘ্র পচিয়া যায় না। অনেকে প্রথমে সুতা এই উপায়ে প্রস্তুত করিয়া শেষে সেই সুতাতে জাল প্রস্তুত করে; ইহাতে জাল আরও ভাল হয়।

পুস্তক হইতে ছ্যাতার দাগ নষ্ট করিবার উপায়।— ১ পাইট জলে ১ আউন্স জিলাটিন কয়েক ঘন্টা ধরিয়া ডুবাইয়া রাখ। আর ১ পাইট জলে মাখিবার সাবান ১ আউন্স গুলিয়া লও। এই দুই পাইট জল মিশ্রিত করতঃ অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ কর। বেশ মিশ্রিত হইয়া যাইলে উত্তাপ বন্ধ কর। ২ আউন্স জলে ৮ ড্রাম ফটকিরি গুলিয়া উক্ত সাবান ও জিলাটিনের জলে ঢালিয়া দাও। যখন এই মিশ্রিত জল ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তখন আস্তে আস্তে শুধু জলীয় অংশ টুকু পাত্রান্তরে রাখ। একটা শক্ত পালকে করিয়া উক্ত জল দাগ ধরা স্থানে লাগাইয়া দাও। যদি অনেক দিনের দাগ হয়, তাহা হইলে ৩।৪ বার উপরি উপরি লাগাইলেই দাগ বিদুরিত হইবে। এই জলে অল্প পরিমাণ—স্পিরিট অফ ওয়াইন ঢালিয়া দিলে, ইহা অনেকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

—

বিবিধ তথ্য।

—:•:—

রেশম শিল্প।—সেদিন বহরমপুরের বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড কারমাইকেল এদেশের রেশম শিল্প সম্বন্ধে বহু পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—একদিন জঙ্গীপুর, বহরমপুর কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমী কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও গবর্ণমেণ্ট এদেশের রেশম শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে চেষ্টায় সফলতা দেখা যায় নাই। শুধু রেশম বলিয়া নহে, অনেক গৃহ শিল্প অযত্নে নষ্ট হইতেছে। লাট সাহেব বলিয়াছেন, এবার কলিকাতায় একটী শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভিন্ন দেশীয় উটজ শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আশার কথা বটে, দেখা যাউক ফলে কি হয়।

—

বালুসাই গজা।—ফ্রান্সে এদেশীয় সিপাহী সৈন্যগণের সে দেশীয় মিষ্টান্ন ভাল লাগে না —রুচিকরও নহে, পুষ্টিকরও নহে। তাই ফ্রান্সে এই সব সিপাহীগণের জন্য এক এদেশীয় মিঠাইয়ের দোকান খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে; এদেশীয় হালুইকরই এই দোকানে খাজা গজা মণ্ডা মিঠাই তৈয়ার করিবে। ইহাতে বিস্তর ব্যয় পড়িবে বটে, কিন্তু সিপাহীগণের জন্য ইহা বিশেষ আবশ্যক; সুতরাং ব্যয়ের কথা ধর্ত্তব্যই হইবে না। যুদ্ধও যেমন অপূর্ব্ব, এ অবস্থাও তেমনি অপূর্ব্ব বটে। অনেক ফরাসীও ভারতীয় গজা খাজা খাইয়া ধন্য হইবে।

—

অলঙ্কারের লোভে শিশুহত্যা।

অলঙ্কারের লোভে শিশুহত্যা যুক্তপ্রদেশে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। এদেশেও যে না হয়, তাহা নহে। সম্প্রতি তথাকার ছোটলাট স্যর জেম্‌স মেষ্টন যুক্তপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া এক 'ইস্তাহার' জারি করিয়াছেন। ইস্তাহারে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের শিশুদিগের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইবার প্রথা উঠাইয়া দিন। তাঁহারা ইহা তুলিয়া দিলে দেশের জনসাধারণও শিশুদিগকে আর অলঙ্কার পরাইবে না। শিশুদিগকে অলঙ্কারের লোভে যেরূপ ঘন ঘন হত্যা করা হইতেছে, তাহাতে এই প্রথার বিলোপ সাধন শীঘ্রই করা উচিত। স্যর জেম্‌স মেষ্টনের এই অনুরোধ কেবল যুক্তপ্রদেশ কেন, সকল প্রদেশেরই অধিবাসীবৃন্দের রক্ষা করা উচিত। এই শ্রেণীর হত্যাকারিরা প্রায়ই লোক লোচনের অন্তরালে তাহার এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় পরিচালন করে। তাহারা সহজে ধরা পড়ে না। সুতরাং স্যর জেম্‌স মেষ্টনের প্রস্তাবিত পন্থায় শিশুহত্যার প্রতীকার হওয়াই সম্ভব।

—

১২১ বর্ষ পরমায়ু।

এ কি কথা শুনি আজি বার্ত্তাপত্র মুখে,
শতাধিক পরমায়ু ঘোর কলিযুগে—

সত্য সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই অকাল মৃত্যুর দিনে এখন লোকে শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়া আছে,—এ কথা যেন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। পাবনা জেলার রাইশিমুল গ্রামে ভোলানাথ হালদার যমকে কাছে ঘেঁসিতে দেন না। তাঁহার বয়স ১২১ বৎসর। কাজকর্ম্মে বেশ পটু, দেখিতেও আবার ত্রিশ বৎসরের যুবকের মত। ভোলানাথ! তুমি কোন পথে চলিয়া, কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছ, সেই রহস্য শিক্ষিত ভারতবাসীকে শিখাইয়া দাও। তোমার নাম ভারতে অক্ষয় হইবে।

—

মুদ্রাযন্ত্র বিধির সংস্কার।

মুদ্রাযন্ত্রের বিধান-অনুসারে মুদ্রিত কাগজমাত্রেই মুদ্রাকরের নাম, মুদ্রাযন্ত্রের নাম ও যে স্থানে ঐ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানের নাম মুদ্রিত করা উচিত। কিন্তু রেলওয়ে বা ট্রামওয়ের টিকিটের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার কাগজে ঐ সকল বিষয় স্থানাভাবে মুদ্রিত হয় না। সুতরাং আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। গত শীতকালে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি

এদিকে পতিত হয়। ঐ গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, রেল বা ট্রামের টীকিটে মুদ্রাকর প্রভৃতির নাম মুদ্রিত করা উচিত। কিন্তু তাহা সম্ভব কি? রেলের বা ট্রামের টীকিটে মুদ্রাকরের নাম-ধামাদি মুদ্রিত করিতে হইলে টিকিটের আকার বৃদ্ধি করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও বাড়িয়া যাইবে। 'লেটার হেড' বা পত্রের উপরিভাগ, প্রশ্ন পত্র, ঔষধের লেবেল প্রভৃতিতে মুদ্রাকরের নামধামাদি মুদ্রিত করাও সম্ভব নয়। তাই কথা উঠিয়াছে, আইনের সংশোধন করিয়া এই ধরণের মুদ্রিত কাগজপত্রকে মুদ্রাকর প্রভৃতির নাম মুদ্রিত করিবার দায় হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। প্রয়োজন যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহার ব্যবস্থাও হওয়া উচিত।

এক বৎসর যুদ্ধে জর্ম্মণীর লাভালাভ।

—০:::*:::০—

সঞ্জিবনী দেখাইতেছেন যে, গত এক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষয় ও কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে জর্ম্মণীর যাহা লাভ ও লোকসান হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

লাভ।

১। পশ্চিমদিকে লৌহ ও কয়লার কারখানা ও খনিসমূহ অধিকার করায় ফ্রান্সের কয়লার অসুবিধা হইয়াছে।

২। বেলজিয়ম দখল করিয়া তাহার বৃহৎ কারখানাসমূহ, কয়লা এবং লৌহের ব্যবসায়সকল ধৃত হইয়াছে। এই দেশ শিল্পে এবং ব্যবসায়ে ধনী দেশ ছিল, এক্ষণে ব্যবসায় হিসাবে এই দেশ অন্তর্হিত হইয়াছে।

৩। ওয়ার্সা পোল্যাণ্ডের অংশ এবং উত্তর রুষিয়ার ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়াছে, ইহাতে জর্ম্মণীর কোন আর্থিক লাভ হয় নাই, কারণ শিল্প ও ব্যবসায় সকল নষ্ট হইয়াছে।

৪। মিত্র সৈন্যদলের উপর যুদ্ধ কৌশলে জয়লাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন যুদ্ধে নিশ্চিত জয়লাভ হয় নাই বলিয়া কোন চুড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে নাই।

৫। তুরস্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন। ইহাতে যতটা লাভ হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা হয় নাই।

৬। গ্যালিসিয়ার কেরোসিন খনি সকল পুনর্ব্বার নিজ দখলে আনা।

৭। যুদ্ধ-কৌশলের জন্য এক স্থান হইতে অপর স্থানে অতি দ্রুত সৈন্য সমাবেশ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা লাভ।

লোকসান।

১। বেলজিয়মের উপর অকারণ আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড যে যুদ্ধে যোগদান করিবে, তাহা বুঝিতে না পারা।

২। তজ্জন্য সমস্ত উপনিবেশ হস্তান্তরিত হওয়া এবং ব্যবসায়ের জন্য বাষ্পীয় পোত সকলের কার্য্য বন্ধ, আবদ্ধ ও ধৃত হওয়া।

৩। ইংলণ্ড রণতরি দ্বারা জর্ম্মণির উপকূল অবরোধ করিয়া থাকায় তাহা প্রতিরোধ করিতে বা এই রণতরী সমূহকে হঠাইয়া দিতে অপারগ হওয়া।

৪। ফ্রান্সকে নিষ্পেষণ করা অথবা ক্যালে সহর অধিকার করিতে অক্ষমতা।

৫। সবমেরিণ জাহাজদ্বারা ইংলণ্ডের অবরোধ বা ব্যবসা নষ্ট করিবার প্রয়াসের নিস্ফলতা।

৬। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যগণের যুদ্ধ করিবার শক্তি বুঝিতে অক্ষমতা। ইহাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া জর্ম্মণ বরং দুর্ব্বল হইয়াছে।

৭। রুষিয়ার ভীমশক্তি বুঝিতে অক্ষমতা এবং কোন একটি যুদ্ধে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার জন্য রুষিয়াকে বাধ্য করিতে অপারগ হওয়া।

৮। সন্ধিসূত্রে ইটালির সহিত যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বজায় রাখিতে না পারা এবং ইটালীর মিত্র সৈন্যের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া।

৯। সাম্রাজ্যের বাহিরের বাজার সমূহে অর্থ সম্বন্ধে সংকটাবস্থা উৎপাদন করায় যে সকল জাতি যুদ্ধে লিপ্ত নহে, তাহাদিগের সৌহার্দ্য হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং তজ্জন্য সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে জাগাইয়া তোলা, যাহা অন্য কিছুতেই হইত না। যদি এই ভীতি উৎপাদন নীতির জন্য আমেরিকাও মিত্র সৈন্যের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে মিত্র সৈন্যের ১৫০০০০০০০০ মুদ্রা লাভ হইবে।

চাউলের গুড়ার রুটী।

—০—

প্যারি নগরের Acadimie de Medicineএ Dr. Maurel এক নূতন জিনিষ উপস্থিত করিয়াছেন। গমের রুটীই এ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এই ইউরোপীয় সমরে সৈন্যদের রুটীর জন্য অজস্র ময়দার ব্যয় কমাইবার জন্য এক প্রকার ভেজালের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। শতকরা ৮০ ভাগ ময়দা, আর ২০ ভাগ চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া রুটী তৈয়ারী করা যাইতে পারে। এইরূপ ভেজালে প্রস্তুত রুটীতে শরীরের অপকারী কিছুই নাই এবং কেবল মাত্র ময়দা দ্বারা প্রস্তুত রুটী অপেক্ষা সারাংশে ন্যূন নহে। এই রুটীগুলি দেখিতে ঠিক সাধারণ রুটীর ন্যায়, স্বাদও সেইরূপ। অধিকন্তু

মূল্য অনেক কম। Cochin China হইতেই Franceএর সমস্ত গম আইসে। এখন সর্ব্বোপেক্ষা সুবিধা হইল এই যে Cochin China হইতে গমের আমদানী কম হইলেও ফরাসীবাসীরা তাহাতে ভীত হইবে না, চাউলের গুঁড়ার দ্বারাই তাহাদের অনেক সাহায্য হইবে। এই উপায়ে Franceএর প্রতি বৎসর যথেষ্ট আর্থিক লাভও হইবে।

সংগ্রহ।

দেশীয় ভৈষজ্য তত্ত্ব।

বটক্ষীর।

ডাক্তার শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ লিখিত—

—০::*::০—

বটগাছের শাখা ও পাতা ভাঙ্গিলে যে শ্বেতবর্ণ আঠা নির্গত হয়, তাহাই বটক্ষীর।

বটক্ষীর সম্বন্ধে পূর্ব্বে চিকিৎসা-সম্মিলনী নামক ডাক্তারি মাসিক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি সেই প্রবন্ধ দৃষ্টে কতিপয় স্থলে বটক্ষীর ব্যবহার করিয়া ইহার যাহা ক্রিয়াদি জানিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমাদের হিন্দুস্থানে ভগবান যে কত অমূল্য দ্রব্য মানবের তরে রক্ষিত করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত সম্রাট আকবর সাহ নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ! ঈশ্বর হিন্দুস্থানের প্রতি বড়ই দয়ালু, একটী ফলের ভিতর কেমন এক খণ্ড রুটী ও এক পোয়ালা সুশীতল পানি রাখিয়াছেন। প্রকৃত কথাই তাই, বঙ্গের কবি শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন "ধন ধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এ বসুন্ধরা" প্রকৃতই আমাদের "সোণার ভারত,"। ভারতের মাটীতেই আমাদের আশার সকল বস্তুই পাইয়া থাকি। কিন্তু আমরা এমনি অন্ধ, এমনই বিলাসী যে, সমুদ্র পারের বিজাতীয় খাদ্য ভিন্ন অন্য পথ্যে মন রাখিতে পারি না। কত দিনে বঙ্গবাসী এই অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিবেন বলা যায় না। আগে যখন বিলাতী খাদ্য আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না, তখন কি মানুষের মৃত্যু সংখ্যা বেশী ছিল? কখনই না। যখন ভারত অনুকরণ প্রিয় ছিল না, বিলাসী ছিল না, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে আহার্য্যাদি গ্রহণ করিত তখনকার দিনে এখন অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা নিশ্চয়ই কম ছিল। তখন সামান্য রোগে গৃহিণীরা কেবল মুষ্টিযোগ প্রয়োগেই শীঘ্র আরোগ্য করিতেন।

এখন সে গৃহিণীও নাই, সব কালের সঙ্গে মিশিয়া গেছে। সেকালের গৃহিণীর পরিবর্ত্তে এখন "নভেল নায়িকার,, আবির্ভাবেই দেশের মহা দুর্গতি। তবে উপস্থিত সময়ে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হওয়ায় পরস্পর জ্ঞান বিনিময় দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইতেছে। স্বাস্থ্য সমাচার সম্পাদক মহাশয় বাংলার স্বাস্থ্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া এবিষয়ে দেশবাসীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এক বিষয় বলিব বলিয়া অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম, উপস্থিত পূর্ব্ববর্ণিত বটক্ষীর নামক দ্রব্যের গুণাবলী লিখিতেছি।

ইহার ক্রিয়া ঃ—সঙ্কোচক, বলকারক, রক্তজনক, পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক, স্নায়বীয় উত্তেজক ও পোষক।

মাত্রা ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা—

আময়িক প্রয়োগ—নানাবিধ পাকাশয় সংক্রান্ত রোগে ও অন্ত্রের রোগ সমূহে যে স্থলে দুগ্ধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ, সে স্থলে বটক্ষীর প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ২০ ফোঁটা বটক্ষীর প্রায় তিন পোয়া দুগ্ধের সমান কার্য্য করে অথচ ইহাতে দুগ্ধের সারক ক্রিয়া বর্ত্তমান নাই। প্রত্যেক বারে এক ছটাক বিশুদ্ধ জলের সহিত ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহার সঙ্কোচক গুণ বর্ত্তমান থাকায় ইহা উদরাময় এবং আমাতিসার রোগেও ঔষধের কার্য্য করিয়া থাকে।

রোগান্তে দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ইহা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে বলকারক ও পোষক ক্রিয়ার দ্বারা ইহাতে উপকার হইয়া থাকে।

নীরক্তাবস্থা রোগে বিশেষতঃ তাহার সহিত অজীর্ণাদি রোগ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ব্যবহারে শরীরের রক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগে যখন কোন দ্রব্যই পাকাশয়ে জীর্ণ হয় না অথবা বমি হইয়া যায় সে স্থলে বটক্ষীর অতীব পুষ্টিকর পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা স্নায়ুসমূহের বলকারক, অতএব স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই রোগে অল্প চিনির পানার সহিত বটক্ষীর ব্যবহার করা সুবিধাজনক, কারণ চিনি সংযুক্ত হইলে আস্বাদও ভাল হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বেশী থাকে না। যদি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তবে মধ্যে মধ্যে পাকা বেল ও পেঁপে ব্যবহারে তাহা নিবারিত হয়।

অল্প পরিমাণে স্নায়বিক উত্তেজক ক্রিয়া থাকায় ধ্বজভঙ্গ রোগেও সকল সময় উপকার করে।

স্বপ্ন বিকার বা স্বপ্নদোষ নামক বাংলার এক প্রধান রোগে ইহা উপকারক। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পরিত্যাগকারী পাপসক্ত বঙ্গযুবকগণের ইহা পরম সুহৃত। আমি অনেকগুলি এই রোগগ্রস্ত রোগীকে একেসিয়ার মণ্ড সহযোগে বটক্ষীর প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করিয়াছি।

যাহাদের শরীর পোষণাভাগে শীর্ণ এবং দুর্ব্বল, তাহারা ইহা সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি হইয়া শীর্ণতা দূর হইয়া যায়।

ইহা সেবনে কোনরূপ কষ্ট বা খারাপ আস্বাদ নাই। শিশুরাও অনায়াসে সেবন করিতে পারে। ইহা সেরূপ ভাবের বিষাক্ত দ্রব্য নহে, কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া ফেলিলেও কোনরূপ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক মহোদয়গণ ইহা ব্যবহার করিয়া পরীক্ষার ফল স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব।

—

হরিদ্রার ব্যবহার।

—:০:—

হরিদ্রা হিন্দুগণের মধ্যে একটী মাঙ্গল্য দ্রব্য। আমরা যে কোন মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না কেন, আমরা সেই মঙ্গল কার্য্যের দিনে স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে হরিদ্রা মাখাইয়া থাকি। ইহা মাখিলে গাত্রের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, ত্বকে ক্লেদ থাকিতে পায় না—সাধারণে হরিদ্রার এইমাত্র ব্যবহার জানেন, অথবা হরিদ্রা তরকারী, মাছ, ডাউল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। আমরা এইমাত্র জানি। কিন্তু নানা কঠিন পীড়ায় হরিদ্রা যে ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা জানি না। কিছু পূর্ব্বে পল্লীগ্রামবাসী অনেক গৃহস্থ হরিদ্রার কৃমিনাশিনী শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। তখন বাটীর প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা বালকদিগের কৃমি ও জ্বর নাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আনারসের কোঁক, চিরতার জল, নালুতের ঝোল, ও গুড়ের সহিত কাঁচা হলুদ খাইতে দিতেন। আজ কাল গায়ে সাবান মাখা যেমন স্বাস্থ্যকর ও বর্ণকর বলিয়া লোকের ধারণা হইয়াছে এবং প্রতিদিন সাবান মাখা যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার একটী অঙ্গ—কিছু পূর্ব্বকালে স্নান, অভ্যঙ্গ ব্যায়াম প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গের মধ্যে উদ্বর্ত্তনও একটী অঙ্গ ছিল। আয়ুর্ব্বেদে আছে উদ্বর্ত্তন কফ নাশক, শরীরে মেদ বৃদ্ধি হইতে দেয় না, শুক্রজনক, বলকর, রক্ত বৃদ্ধিকারী, গাত্র ত্বকের প্রসাদনকারী, মুখের শ্রী ও শোভাবর্দ্ধক এবং মুখে ব্রণাদি জন্মিতে দেয় না। সেকালে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য লোকে প্রতিদিন চক্ষে অঞ্জন দিত, মাথার রোগ না হয় এজন্য প্রতিদিন ভৈষজ্য নস্য ব্যবহার ও ভৈষজ্য ধূমপান করিত, গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন দিত, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার জন্য বস্তিকর্ম্ম করিত এবং অপরাপর বিবিধ প্রকারের নিত্যক্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্য সবর্দ্ধিত করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা স্বাস্থ্য যে রক্ষার প্রয়োজন একথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের মধ্যে কোন অনুষ্ঠানই নাই। পূর্ব্বে উদ্বর্ত্তন নানা প্রকারের দ্রব্যে হইতে—তন্মধ্যে হরিদ্রা দ্বারা উদবর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। উদ্বর্ত্তনের যে যে গুণ শাস্ত্রে আছে—হরিদ্রোদবর্ত্তনে সে সমুদয় গুণই দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদ্রা মাখিলে শরীরের বর্ণ অতি পরিষ্কার হয় বলিয়া ইহার সংস্কৃত নাম "বরবর্ণিনী"।

ভাবপ্রকাশে আছে—হরিদ্রা কৃমিনাশক, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফপিত্ত নাশক—বর্ণকর—ত্বকদোষ নষ্টকারী, মেহ; রক্তপিত্ত, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণনাশক। মেহ রোগের অনুপানে আমরা কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু ব্যবস্থা করি শোথে আজকাল ডাক্তারেরা ও কেহ কেহ হরিদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কঠিন কঠিন ঘায়েও হরিদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। নাকের ঘায়ে হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার ছাই দিলে নাকের ঘা আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। হরিদ্রায় সকল প্রকার পোকা বা বীজাণু নষ্ট করে। মাছে নুন হলুদ মাখাইয়া রাখিলে সে মাছ পচিয়া যায় না। ইহার পচন নিবারণ শক্তি অতিশয়। গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে অনেকে হলুদ গুলিয়া সেই মাটিতে ছিটা দেয়। ইহা অপরাপর দ্রব্যের সহিত নানা প্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হরিদ্রায় পচন ক্রিয়া নিবারণ করে ও পোকা নষ্ট করে বলিয়া চাষানেরা চাম প্রস্তুত কার্য্যে হরিদ্রা ব্যবহার করে।

স্বাঃ সঃ

—

কলেরার মহৌষধ।

মিষ্টার জে, ও ডেমিং "গোওা" পত্রে লিখিতেছেন—কলেরার নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবহারে করিয়া আমি প্রত্যক্ষফল পাইয়াছি। যতগুলি রোগীকে আমি এই ঔষধ দিয়াছি প্রত্যেকই আরোগ্য হইয়াছে।

স্পিরিট ক্যাম্পর (Strong) ৬ আউন্স টিঞ্চার ওপিয়ম—৩ আউন্স স্পিরিট এমোনিয়া এরোম্যাটিক-১আউন্স তিনে মিশ্রিত করিয়া "মিক্সচার" প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ, বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ৩০ ফোঁটা। প্রত্যেকবার বমি দাস্ত হইবার ২।৩ মিনিট পরে সেবন করাইবে। যতক্ষণ বমি ও দাস্ত বন্ধ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ ভাবে খাওয়াইবে। রোগীর তৃষ্ণা থাকিলে কখনও কখনও অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিবে। বেশী জল না দেওয়াই ভাল।

বমন দাস্ত প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যাইলে রোগীর কুচকী এবং কোমর ও মাজা প্রভৃতি স্থানে গরম কাপড় অথবা গরম জলের বোতলে শেক দিবে। ক্যাম্ফর ও ওপিয়মের দ্বারা কলেরা বন্ধ হয়, কিন্তু পরেই নাড়ী যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য ঔষধের

সহিত এমোনিয়ার ব্যবস্থা আছে। ভেদ প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যাইবার পর ঠাণ্ডা জলে কয়েক ফোটা এমোনিয়া দিয়া উহা উৎপাদন করাইলে রোগীর নাড়ী ঠিক থাকে।

পথ্য—কলেরা বন্ধ হইবার পর খাঁটি দুধ উত্তম রূপে জ্বাল দিয়া (অর্থাৎ সম পরিমাণ জল মিশাইয়া সিদ্ধ করা) রোগীকে পান করাইবে, প্রথমে এক চামচের অধিক দি'ব না, পরে যেমন রোগী ক্রমে একটু একটু বল পাইতে থাকিবে অমনই সঙ্গে সঙ্গে চামচ হিসাবে পরিমাণ বাড়াইবে।

HOmœpathic.
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

—:·:—

রোগিণীর বয়স ২২।২৩ বৎসর। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা শরীর একটী ৬।৭ বৎসরের সন্তান আছে। আর সন্তানাদি হয় নাই।

উপসর্গ—সে বলে যে, তাহার মাথার ভিতর যেন সর্ব্বদাই হাতুড়ির দ্বারা ঘা দিতেছে, এজন্য রাত্রে দিনে সোয়াস্তি নাই, বুক ধড় ফড় করে, দাঁড়াইলে পদদ্বয়, ক্লান্তি অনুভব করে।

রজঃ সম্বন্ধে কোন গোলোযোগ নাই, মাথার উপর হাত দিলে গরম বোধ হয়, দাঁড়াইলে, চলিলে মাথা ঘোরে।

ইহাকে নেট্রাম, ইগনেসিয়া ল্যাকেসিস্ সলকার প্রভৃতি দিয়া সুফল হয় নাই।

অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, রজঃ নিঃসরণ ঈষৎ কাল্‌চে এবং জমাট গোছের।

চায়না ৩০

২ দিন প্রাতে এক একটী করিয়া গ্লোবিউল। রোগিণী ইহাতেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখন সে কাজকর্ম্ম করিতে সক্ষম হইয়াছে।

একটি পরামর্শ প্রার্থনা।

শিশুর বয়স ৫ বৎসর। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণ শরীর। যকৃতের একটু দোষ আছে, হস্ত পদ জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ আছে। ম্যালেরিয়ার সময় জ্বর হইয়া থাকে, এখন জ্বর হয় না। কিন্তু শিশু খায় দায়, শরীরের পুষ্টি নাই, পেট পাতের মত ক্ষীণ, প্রায়ই কঠিন মল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হইলেও ঘামাচি, ফোড়া প্রভৃতির জন্য গাত্র বর্ণ এখন মলীন। নাড়ী অসমান, মনে হয়, যেন মধ্যে বন্ধ হইতেছে। কিন্তু তজ্জন্য শিশুর উৎকণ্ঠা দেখা যায় না। খেলা করে।

একটা বিশেষত্ব, রাত্রে শয়ন করিলেই স্কন্ধ হইতে হাতের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে বালক সন্ধ্যায় শয়ন করে এবং যথেষ্ট নিদ্রা যায়। রাত্রে আর উঠে না। মধ্যে মধ্যে ক্রিমিও দেখা দেয়।

রাত্রেই এইরূপ ঘর্ম্ম হয় কিন্তু দিবসে তেমন ঘাম হয় না। গত চৈত্রমাসে তাহার টীকা দেওয়া হইয়াছিল, সেই অবধি তাহার শরীর যেন অধিক ক্ষীণ বোধ হইতেছে। এই রোগীর নাড়ীর সবিরাম গতি অতি শৈশবেও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, যেরূপ রুল এখনও সেইরূপই আছে। রাত্রের এই প্রকার ঘর্ম্মের জন্য আমাদের ভয় হয়। সেইজন্য ৩০ শক্তির চায়না ২টি করিয়া গ্লোবিউল ২ দিন দেওয়ার পরেই সেইরূপ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহাকে টীকা দেওয়ার জন্য যদি কোন মন্দ ফল হইয়া থাকে, সেইজন্য ১ মাত্রা ২০০ শক্তির থুজা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শরীরের শীর্ণতা সেইরূপই আছে। ইহার শরীর এখনও ক্ষীণ বটে, কিন্তু খেলা দোড়া দৌড়ি, এসকল স্ফুর্ত্তির কোন বৈলক্ষন্য নাই। ম্যালেরিয়ার দেশ, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রচুর কুইনাইন সেবন তাহার অদৃষ্টে প্রতি বৎসরেই ঘটিয়া থাকে।

এজন্য তাহাকে নেট্রাম মিউরও একবার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু শরীর সেইরূপই আছে। এখন কি ঔষধ দিলে শিশুর এই শীর্ণতা সারিতে পারে, কোন সদাশয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ব্যবস্থা করিলে "কাজের লোক" সম্পাদক চিরানুগৃহীত হইবেন।

বিশেষ লক্ষণ।

১। শিশুর ক্ষুধা আছে, গায়ে কিন্তু হৃষ্ট পুষ্ট হয় না। প্রায় সার্ব্বাঙ্গিক শীর্ণতা, গলা ক্ষীণ কিন্তু পেট মোটা নহে।

২। কোন জ্বর এখন নাই, কিন্তু রাত্রে ঐরূপ ঘর্ম্ম হইত।

৩। উদরাময় হয় না, মল মেটে রং, লম্বা, গুটলে গুটলে মত।

৫। নাড়ীর সবিরাম গতি আছে।

গ্রীষ্মকালে ফোড়া ঘামাচি প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। ক্রিমি সচরাচর দেখা যায় না। সন্ধ্যাকালে অনিবার্য্য নিদ্রা, খাইবা মাত্রই ঘুমাইয়া পড়ে। আরও কিছু জানিবার থাকিলে আমি তাহা জ্ঞাপন করিব।

বশম্বদ

"কাজের লোক" সম্পাদক।

একটী নিশ্বাস।

—:০:—

হে মরণ!

কুসুম মালায় কবরী সাজায়ে,
কুসুম নূপুর চরণে পরিয়ে,
রক্ত নীলবাসে তনু আবরিয়ে,
রব তব পথ চাহিয়ে।
উজ্জ্বল প্রদীপ গৃহ আলোকিবে,
পুরনরনারী বিদায়ে কাঁদিবে,
গৃহ বিহগেরা কাতরে ডাকিবে,
মম মুখচ্ছবি দেখিয়ে॥
ঘন ঝড়ঝঞ্ঝা কাঁপাবে মেদিনী,
ঘন ঘোর রবে পড়িবে অশনি,
দেখাইবে স্বর্গ পথ সৌদামিনী,
তুমি বঁধুবেশে আসিবে।
উচ্ছাসভরা অন্তর খানি,
তুমি স্নেহ ভরে লবে বুকে টানি,
নিমেষে যাতনা ভুলিবে পরানি,
মিলনের সুখে ঘুমাবে॥
কুসুমের গন্ধ তব অঙ্গে ভরা,
বসন্ত পবন প্রশ্বাসেতে ঘেরা,
মুরতি অমিয় জোছনা মুখরা,
মূঢ় ভীত হয় দেখিয়ে।
তব—শান্তি পরশে সান্ত্বনা পা'ব,
কতদিন আর পথ চেয়ে র'ব,
এস সখা, এস সান্ত্বনার সব,
বঁধু—হে আছি তব পথ চাহিয়ে॥

শ্রীহেমনলিনী বসু।

সাময়িক।

—:০:—

পুলিসের প্রতি মহামতি লর্ড কারমাইকেলের উপদেশ।

সেদিন বঙ্গের শাসন কর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সরদা পুলিস বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে ভাবি পুলিস কর্ম্মচারী সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রকাশ করেন, ইতি পূর্ব্বে আর কোন শাসনকর্ত্তা এরূপ সরল জন হিতকর উপদেশ কখনও দেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পুলিসের হস্তে লোকের ধন, প্রাণ, মান ইজ্জত ন্যস্ত, সেই পুলিসকে দেখিয়া ভদ্রলোক মাত্রেই সশঙ্কিত হইয়া উঠে। লোকের এমনি একটা ধারণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পুলিস না করিতে পারে, এমন কাজ জগতে নাই বলিলেই হয়। দেশের প্রকৃত অপরাধের নিরাকরণ অতি অল্প স্থলেই হইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি পুলিসের নিকট তাহার দুঃখের প্রতিকারের আশায় যায়, তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। এ সকলের জন্য লোকে প্রতিকারের আশায় পুলিসের কাছ দিয়াও যায় না। কিল খাইয়া কিল চুরি করে। তাহার ফলে অপরাধজনক কার্য্য অবাধে বাড়িয়া যায়, পুলিসের দক্ষতা অর্জ্জন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা প্রায় পদেপদেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইজন্য সদাশয় লর্ড কারমাইকেল মহোদয় উপদেশ দিয়াছেন, যেন তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া সত্যের সম্মান রাখিয়া লণ্ডন পুলিসের ন্যায়, ভারতের পুলিস ভারতবাসী জনসাধারণকে বন্ধু করিয়া লয়। লোকে যেন পুলিসকে আপনার ভাবিতে সাহস করে।

যদি পুলিস এই উপদেশ মত কার্য্য করে, তাহা হইলে ভারতে অশান্তি বলিয়া কিছু থাকিবে না, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি পুলিস এবং এদেশের অদৃষ্টে হইবে? প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারী এই মহাবাক্য হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখুন, অর্থ অপেক্ষা সুনাম মূল্যবান। সত্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের লোককে আপনার করিয়া লইয়া রাজা এবং লোক সমীপে সুযশ অর্জ্জনে অর্থও প্রভুত্ব অপেক্ষা অসীম আনন্দ দায়ক সুখ পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা নিম্নে মহামতি বঙ্গেশ্বরের উপদেশ গুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম। আশা-করি, প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারী এই উপদেশ গুলি পালন করিয়া নিজেকে, নিজের দেশকে এবং ইংরাজ রাজত্বের গৌরবকে ধন্য করিবেন।

১। তোমারা যে জনসাধারণের ভৃত্য ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিও।

২। তোমরা যে জনসাধারণের হিত করিবার জন্য নিযুক্ত, ইহা স্মরণ রাখিও।

৩। জনসাধারণকে দস্যু, তস্কর ও অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করাই যে তোমাদের কার্য্য, তাহা মনে রাখিও।

৪। কোন সাধু লোক যেন তোমাদিগকে ভয় না করেন।

৫। দলের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য কোন অসৎ পুলিসের অসৎ কার্য্যের সমর্থন করিও না।

৬। যে পুলিস অসৎ কর্ম্মী, তাহাকে শাস্তিদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে।

৭। কোন লোক কোন অপরাধ করিলে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে যাহা জান, তাহা বিচারকের নিকট উপস্থিত করিও। তাহার অনুকূলে যাহা জান, তাহা বিচারকের নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখিও না।

৮। গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করাই তোমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া

কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়—ইহা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

৯। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আদালতের বিচারে কোন ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে সৎলোক বলিয়াই মনে করিও এবং তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিও।

১০। তোমরা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুশাসনের এক প্রধান অঙ্গ, ইহা মনে রাখিও।

১১। তোদের সদাচরণ ও অসদাচরণের উপরে ব্রিটিশ শাসনের সুনাম বা দুর্ণাম নির্ভর করে, ইহা অনুধ্যান করিও।

তিনি শুদ্ধ বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার শাশন কাল আর এক বৎসর মাত্র আছে, এই সময়ের মধ্যেই তিনি দেখিয়া যাইতে চাহেন যে, পুলিস এবং জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার বিলুপ্তি হইতেছে। বাস্তবিক যদি পুলিস এবং জনসাধারণের মধ্যে তিনি এই দুর্ভেদ্য ব্যবধান অপসারিত করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন। ভগবান করুন, তাহার ন্যায় প্রজারঞ্জক ধীর, সদ্বিবেচক, অকপট হৃদয়, শাসনকর্ত্তার মহদুদ্দেশ্য সফল হউক।

প্রজা পুঞ্জ যদি অকপটে তাহার দুঃখের কাহিনী উচ্চ কর্ম্মচারীকে বলিতে পায়, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীগণ যদি জনসাধারণের দুঃখ কাহিনীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সকল কথা শুনেন এবং প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইয়া জনহিতের জন্য পুলিসের নিম্ন কর্ম্মচারীগণকে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে পথ টা সুগম হইয়া পড়ে। যখন লর্ড কারমাইকেল এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন, তখন সুফলেরই আশা করা যায়।

—

ঔষধ গুলি চিনিয়া লইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স কে টি, কে, সি, আই, ই।

আমাদের জনপ্রিয় প্রধান বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্স বিদায় লইয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্ব প্রথম কলিকাতা হাইকোর্টের পিউনি জজ হইয়া ভারতে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বিচার-নৈপুণ্য দর্শনে সকলেই প্রীতি লাভ করেন এবং তিনি নবীন বিচারপতি হইলেও বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। সে সময়ে বোম্বাই নগরের সংবাদপত্র সমূহের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ হইতেছিল। সার লরেন্স জেঙ্কিন্স মহোদয় স্বয়ং রাজনীতিঘটীত মামলা সমূহের সুবিচার করিয়া সাধারণের আতঙ্ক দূর করেন। বোম্বাই হইতে সার লরেন্স বিলাতে গিয়া ভারত-সচিবের সভায় আইনের পরামর্শ দাতার পদ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে বহু রাজনীতিক মামলা উপস্থিত হয়। তখন তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড মলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সার লরেন্স বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়া আবার এদেশে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের অশান্তি বহু পরিমাণে প্রশমিত হয়। সার লরেন্স জেঙ্কিন্স সুবিচার ও অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা বঙ্গবাসীকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এমন কি ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার এই স্নেহ নিবন্ধন তাঁহার স্বজাতীয়ের নিকট তিনি তাদৃশ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশ। ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি চিরজাগরুক থাকিবে।

(Special for "Businessman")

দেশীয় মুষ্টীযোগ সংগ্রহ।

(Babu Mahim Ch. Ghose's) Collection

সর্পবিষঘ্ন ঔষধ।

—:০:—

কেঁচোর গাত্রে এক প্রকার লালাবৎ পদার্থ বাহির হয়, সর্পাঘাতের রোগীকে কয়েক ফোঁটা খাওয়াইয়া দিলে নাকি আরোগ্য হয়, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া ছিল। পরীক্ষা করা উচিত।

প্রমেহ রোগের ঔষধ।

এটা হাকিমী ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

তাল মাখনা
সমুদ্র সুপ (?)
ছোট গক্ষুর—
মছলি সফেদ

এই চারিটী দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া খুব মিহি চূর্ণ করিতে হইবে, ইহাতে তাল মিছরী (অভাবে সাধারণ মিছরীর গুড়া) উপরোক্ত চারিটী দ্রব্যের যত ওজন, ততটুকু পরিমাণ, মিশাইতে হইবে।

সেবন বিধিঃ—অর্দ্ধ তোলা ঐ মিশ্রিত ঔষধের গুড়া মুখে লইয়া ৵০ আনা ওজনে কাঁচা দুগ্ধ সহিত প্রাতে ১ বার সেবন করিতে হইবে।

নিষিদ্ধঃ—ভোরে স্নান, গরম মসলা প্রস্রাব কালীন জ্বালা থাকিলে একসিকি ওজনের রক্তকম্বলের মূল থেতো করিয়া পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যাকালে এক পোয়া জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে সেই জল অল্প চিনির সহিত একবার সেবনীয়। ইহা দ্বারা প্রস্রাবের জ্বালা যাইবে।

আমাদের মন্তব্যঃ—লিখিত ঔষধ গুলির হাকিমি নাম, সুতরাং হাকিমগণের নিকট

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

দাদ, পাচড়া প্রভৃতি চর্ম্ম রোগের ঔষধ।

নারকেল তৈল—	✓১ সের
মোম —	৫ তোলা
তারপিন তৈল	৫ তোলা
কর্পূর	৫ তোলা
সোহাগার খৈ—	৭॥০ তোলা
চিনের সিন্দুর—	২॥০ ,,

প্রথম নারকেল তৈল জ্বাল দিয়া গলাইয়া তাহাতে মোম্ গলাইবে। তাহার পর ইহাতে সোহাগার খৈয়ের গুড়া দিবে. তাহার পর নামাইয়া কর্পূর, তারপীন, সিন্দুর দিয়া উত্তম রূপে মিশ্রিত করিবে এবং শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। ইহা খোস পাচড়া দাদে লাগাইয়া মালিস করিলে আরোগ্য হইবে।

(রামগতি বিশ্বাসের নিকট প্রাপ্ত)

আমাদের মন্তব্যঃ—সিন্দুরে কিঞ্চিৎ পারা আছে, কিন্তু তাহা তত অনিষ্টকর নহে।

পাচড়ার ঔষধ।

খাটী সরিসার তৈল—	।০ একপোয়া
সজিনার ছালের রস—	✓০ ছটাক
আকন্দের আটা—	✓০

তৈলকে পাকে চড়াইয়া গরম হইলে সজিনার ছালের রস, পরে আকন্দের আটা দিবে। তৈল এইরূপে জ্বালে অর্দ্ধ শেষ হইলে গোটা কতক নিমের পাতা দিয়া পুনরায় জ্বাল দিয়া নামাইবে। ইহার দ্বারা খোস পাচড়া ভাল হয়।

বহুমুত্রের পাঁচন।

মাধবী লতার পাতা—	১ তোলা
ঐ ছাল—	১ তোলা

✓॥০ আধসের জলে জ্বাল দিয়া ✓০ শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া পান করিলে উপকার হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় নস্য প্রস্তুত।

ফট্‌কিরি মিহি গুড়া—	
কর্পূর—	১ তোলা
অল্প মিশ্রির গুড়া—	।০ আনা

উত্তমরূপে পিসিয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া ব্যবহারোপযোগী করিতে হয়। ইহা সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া অর্দ্ধ কপালী শিরশূলে হিতকর।

(ক্ষীরোদ সেন)

RING WORM.

দাদের ঔষধ।

১। ধুনা, গন্ধক, সোহাগা, মিছরি সম পরিমানে চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে দাদ ভাল হইবে।

২। তুঁতে, গন্ধক, সোহাগা সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করতঃ নারকেল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে দাদ ভাল হইবে।

নালী ক্ষতের ঔষধ।

১। পাপড়ী খয়ের এবং আপাঙ্গের শিকড় সমপরিমাণে বাটিয়া নালী ঘায়ের মুখে চাপান দিলে নালী ঘা ভাল হইয়া থাকে।

২। কাহলার মূল এবং মানকচুর শিকড় অর্থাৎ যাহা মৃত্তিকার মধ্যে থাকে, এবং কিঞ্চিৎ আদা একত্রে থেঁতো করিয়া নালী ঘার মুখে দিয়া বান্ধিয়া রাখিলে নালী ভাল হইয়া থাকে।

৩। ক্ষিরিয়ার দুগ্ধ নালী ঘায়ের মুখে পুনঃ পুনঃ দিলে নালী ক্ষত ভাল হয়।

(From Behari Ghosh.)

সর্দ্দির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হলুদের গুড়া—	॥০ তোলা
ইক্ষু গুড়—	১ তোলা

এক পোয়া ফুটন্ত গরম জলে মিশাইয়া গরম গরম চায়ের মত খাইলে নাসা সর্দ্দি ভাল হইয়া থাকে। ইহা নাক দিয়া প্রচুর জলস্রাব সর্দ্দিতে ভাল ঔষধ।

(A Medical Student)

অম্লরোগ এবং শূলরোগ।

১। একসের খাঁটী গব্য দুগ্ধের কাঁচি দধির মধ্যে অর্দ্ধ সের সৈন্ধব লবণ গুড়া (কাপড় দ্বারা ছাঁকা সুক্ষ্ম চূর্ণ মিশাইয়া জ্বাল দিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে। যখন চিনির মত শুষ্ক হইবে,তখন নামাইয়া ।০ আনা পরিমাণ ঐ পাকান চিনিবৎ দধি ও লবণ মিশ্রিত গুড়া প্রত্যহ আহারের পর সেবন করিলে বহুদিনের পীড়া ও অম্লশূল আরোগ্য হইবে। (জনৈক সন্ন্যাসী)

(ক্রমশঃ)

দার্জ্জিলিঙে থাকিলে কি উপকার হয়?

—:০:—

"বসুধায়" বঙ্গের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকারমহাশয় লিখিয়াছেন, দার্জ্জিলিঙে গেলে ত্বকে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হয়। তাহাতে ত্বক পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, শরীরেও বলাধান হয়। এই জন্য অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোন অপকার হয় না। আমাদের দেশে তাপের আধিক্য হেতু শরীরের ত্বক শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এই জন্য এদেশে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই লোকের সর্দ্দী হয়, কিন্তু দার্জ্জিলিঙ শীতপ্রধান বলিয়া সেখানে ত্বকের তেজ ও স্থিতি স্থাপ-

কতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে—সুতরাং শৈত্য সেবনে অপকার না হইয়া উপকারই হয়। পর্ব্বতারোহণে হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিত স্রোত দ্রুত বেগে বহিতে থাকে। কি সুস্থ কি অসুস্থ, দার্জ্জিলিঙে গেলে সকলেরই জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়, সে ক্ষুধা কাহারো আগাগোড়া সমান থাকে, কাহারো বা দিন কতক পরেই কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, মাংস পেশী সমূহ এতদূর দৃঢ় হয় যে, লোকে পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত বোধ করে না। আমাদের দেশে সমতল ক্ষেত্রে আমরা যে টুকু পরিশ্রম করিতে পারি, দার্জ্জিলিঙে তাহার দশগুণ পরিশ্রম করিলেও কাতর হইতে হয় না।

এদেশে নিদ্রাদেবীর সহিত যাহার প্রণয় নাই, দার্জ্জিলিঙে গেলে নিদ্রা তাঁহার সহচরী হইয়া পড়েন। এদেশে বায়ুর উত্তাপে ও মানসিক উদ্বেগে নিদ্রার প্রায়ই ব্যাঘাত হয়, দার্জ্জিলিঙের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে বিপুল আনন্দ জন্মে এবং শৈত্য সেবনে মস্তিষ্ক শীতল হয়—এই উভয় কারণে দার্জ্জিলিঙের 'কুম্ভকর্ণের ঘুমের' দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু এমন নিদ্রাকর স্থানে আসিয়াও নিদ্রার জন্য কেহ কেহ আক্ষেপ করেন। দার্জ্জিলিঙে পহুছিবা মাত্র—১০।১৫ দিন কাহারও কাহারও ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু বেশীদিন এ কষ্ট থাকে না।

যে সকল রোগী—জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

১। সমতলের বায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বায়ু উত্তেজক। সুতরাং রোগীকে দার্জ্জিলিঙ পাঠাইবার পূর্ব্বে—তাহার শারীরিক বল ডাক্তার দিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে। যে রোগী অত্যন্ত বলহীন এবং যাহার দেহ কঙ্কাল সার—তাহাকে কখনও দার্জ্জিলিঙে পাঠাইবেন না। পাঠাইলে উপকার তো হইবেই না,বরং এমন অপকারের সম্ভাবনা যে, দেশে ফিরিয়া আসিলে হয় তো তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। পর্ব্বত বাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা চাই।

২। আমবাত রোগের পর, বসন্ত রোগের পর, কোনও কারণে হৃৎপিণ্ডের আকার গত দোষ জন্মিলে, দার্জ্জিলিং অথবা কোনও পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়া উচিত নহে।

৩। বৃদ্ধাবস্থায়, পুরাতন গ্রহণী বা আমাশয়াদি উদরাময়, যকৃৎ প্লীহার অতি বৃদ্ধিতে, পুরাতন কাসে, ফুস্‌ফুসের যান্ত্রিক বিকারে, দার্জ্জিলিং বাস নিষিদ্ধ।

৪। সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া, অধিক পরিশ্রম বা জনতা বহুল সহরে বাস করিয়া শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিলে,—দার্জ্জিলিঙ যাওয়া কর্ত্তব্য।

৫। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর দুর্ব্বল অবস্থায় 'ম্যালেরিয়া' বিষে শরীর দূষিত হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণে ব্যাঘাত ঘটিলে অধিক শ্লেষ্মাস্রাবযুক্ত কাশ রোগে, যক্ষ্মা রোগের প্রথম অবস্থায়—পর্ব্বত বাসের মত ঔষধ ও পথ্য আর নাই।

৬। বহুমূত্ররোগে—পর্ব্বতবাস বড়ই উপকারী, কিন্তু শরীর বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পর্ব্বতবাস অনুচিত। অন্ততঃ ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। পাহাড়ে উঠিলে ৫।৭ দিন প্রস্রাব বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে ভয় করা উচিত নয়। ইহা স্বাভাবিক।

৭। ম্যালেরিয়া গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার এবং শারীরিক ও মানসিক শ্রমের কুফল হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে—দার্জ্জিলিং বাস স্বর্গবাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৮। যাহার শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ প্রবেশ করিয়াছে, দার্জ্জিলিঙে প্রথম প্রথম ২।৪ দিন জ্বর হইতে পারে। তাহাতে ভয় পাইয়া পলাইয়া আসিলে চলিবে না। শ্বাস কাস রোগে—দার্জ্জিলিঙে গেলে কাহারও বা রোগের বৃদ্ধি হয়, কাহারও বা রোগের শান্তি হয়।

৯। স্থূলকায়—ব্যক্তি—পাহাড়ে উঠিলে তাহার হৃদ্রোগ হইতে পারে। কিন্তু কিছু-দিন পরেই সারিয়া যায়।

১০। দার্জ্জিলিঙে এক প্রকার উদরা-ময় হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙের জলে এক রকম খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই জল পান করিলেই উদরাময় হয়। দার্জ্জিলিঙ যাত্রীর, প্রথমে এই উদরাময় জন্মিতে পারে। কিন্তু পষ্টার কৃত ফিল্টারের জল ব্যবহারে—এ রোগ সারিয়া যায়। বেলা ৫ টার পর কোন তরল দ্রব্য পান না করিলেও উদরাময় নিবৃত্ত হয়।

১১। দার্জ্জিলিঙে গিয়া খুব বেড়াইতে হয়, নহিলে ভাল উপকার হয় না। কিন্তু, তা' বলিয়া ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করাও উচিত নয়। বল বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ ভ্রমণ করাই কর্ত্তব্য।

১২। সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে প্রায়ই নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে, নিদ্রা যাইবার সময় অনাবৃত গাত্রে থাকা অনুচিত। অনাবৃত গাত্রে থাকিলে প্রায়ই অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিনধরিয়া ষ্টেশন হইতে শীতবস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যাহার শরীর সবল, তিনি সোনাদহ ষ্টেশনের পরে—শীত বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। কোনও রকমে যেন ঠাণ্ডা না লাগে—এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

১৩। দার্জ্জিলিঙে বেড়াইবার সময় যে রকম বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, মুক্তস্থানে বসিয়া থাকিবার সময়—তাহার চেয়ে মোটা মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে।

১৪। পাহাড়ে পৌছিয়াই—ঈষদুষ্ণ জলে বেশ করিয়া স্নান করিবেন, ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ১০ম সংখ্যা। | New Series. OCTOBER 1915. | নূতন সংস্করণ। অক্টোবর, ১৯১৫। | Vol. IX. No. 10.

চিরন্তন প্রথানুসারে আমাদের প্রিয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক পাঠিকাগণের নিকট একবর্ষ গুরুপরিশ্রমের পর ১ মাসের অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। নবেম্বরের সংখ্যা নবেম্বরের শেষভাগে আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদন লইয়া যথা সময়ে দ্বারে উপস্থিত হইবে।

বাঙ্গালার অবস্থা।

—::o::—

দেখিতে দেখিতে পূজা ত আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এ বৎসরের ন্যায় দুর্বৎসর বঙ্গের অদৃষ্টে অনেকদিন হয় নাই। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য,একদিকে প্লাবনে সর্ব্বনাশ,অন্যদিকে জলাভাবে অনাবাদ, কৃষিক্ষেত্র শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে মরু প্রায় ধুধু করিতেছে—টাকায় /৫ চাউল হইয়া গিয়াছে, ইহার পরে হয়ত দুষ্প্রাপ্য হইবে। হাহাকারে সমগ্র বঙ্গ পরিপূর্ণ, চারিদিকেই ইতিমধ্যে বুভুক্ষের ও অভাবের হাহাকার উঠিয়াছে। সুতরাং আনন্দময়ীর আগমনে এবার আনন্দ নাই। বাঙ্গালা নিরাশায় পরিপূর্ণ। ইয়োরোপের মহাসমরের জন্য এদেশের ছোট বড় সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণেরই ব্যবসায়ের দুরবস্থা হইয়াছে,কোনরূপে আশায় বুক বান্ধিয়া ভবিষ্যতের মুখের পানে তাকাইয়া দিন কাটাইতে ছিল, কিন্তু দেশের দুর্দ্দশার জন্য সম্পূর্ণ ক্রেতার অভাব হইতেছে, ব্যবসায়ীগণের অনেককেই ধ্বংশ মুখে পতিত হইতে হইবে, ইতিমধ্যেই অনেকেরই অচল অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এ হাহাকারের দিনে মহামায়ার মহাপূজায় কাহারও আনন্দ নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, এবৎসরের ন্যায় দুর্বৎসর বাঙ্গালার অদৃষ্টে অনেকদিন আসে নাই। জননী! আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এত দুর্ঘটনা কেন হইতেছে মা, কোন্ অপরাধে জগজ্জননী বঙ্গের প্রতি এত নির্দ্দয় হইলি মা? —বন্যা, ম্যালেরিয়া, জলাভাব, অন্নকষ্ট, নানা আধিব্যাধিতে বাঙ্গালা জর্জ্জরিত, এত ধারাবাহিক বিপদেও সমগ্র দেশ জননীর শুভাগমনে সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া সর্ব্বসন্তাপ নাশিনীর রাজীবচরণে দুটী পুষ্প পত্র দিয়া কৃতার্থ হইত, শোক রোগ ভুলিয়া ৩টী দিনের জন্যও সমস্ত জ্বালা ভুলিত, এবার সমস্ত লোক ভগ্নহৃদয়, কেমন করিয়া পূজায় এবার আনন্দ করিবে? ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত, কৃষক সর্ব্বশান্ত—গৃহস্থ্য ভবিষ্যত ভাবিয়া ম্রিয়মান,—তাহার উপর ক্রমেই দস্যু তস্করের উপদ্রব বৃদ্ধি হইতেছে। ইয়োরোপের মহাসমর অপেক্ষাও আমাদের জীবন সংগ্রাম আরও ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

তবু তুমি এস।

জননী! এ শ্মশানে আমাদের কেহ নাই, তোমার মুখশশী দেখিলে আমরা তবু অন্ততঃ তিনটী দিনের জন্যও রোগ শোক অন্নকষ্ট ভুলিতে পারি। মাগো! তোমার স্নেহের অভাব নাই, কিন্তু আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান—তাই আমরা আমাদের কর্ম্মফলের জন্যই বহুকষ্ট ভোগ করিতেই বাধ্য হই। এস, সর্ব্বসন্তাপহারিণী! আমাদের সন্তাপ দূর কর, আমাদিগকে কর্ম্মী কর। মা আমাদের হৃদয়ে বল দাও, শক্তি দাও, আমাদের চক্ষু দাও, আমরা যেন তোমর অলক্ষিত অপার করুণা দেখিতে সমর্থ হই। আমরা তোমার চরণে আর কিছু চাইনা। ধন জনের ব্যবহার জানিনা, রোগ শোকে জর্জ্জরিত, অলস, কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন, এমন জাতি কি তোমার করুণা লাভের যোগ্য পাত্র জননী? যে যখন কর্ম্মের সাধক হইয়াছে, সেই তোমার করুণা লাভে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তোমার নিকট জাতি ধর্ম্ম বিচার নাই, নীচ উচ্চ ভেদ নাই, যে কর্ম্মী—যে উদ্যোগী, সেই তোমার করুণা লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে। আমাদের সে গুণ নাই, তাই তোমার করুণা লাভে বঞ্চিত। মা! তাই অন্য প্রার্থনা করি না, কেবল এই প্রার্থনা, কেবল আমাদিগকে কর্ম্মের সাধনায় নিয়োজিত করিয়া আমাদিগকে মানুষ গড়িয়া দাও। তাহা হইলেই আমাদের দুঃখ দৈন্য দূর হইবে।

আমরা তোমার নির্ব্বোধ সন্তান, তাই তোমার তামসিক পূজা করিয়া তোমার করুণা লাভের আশা করিয়া থাকি। আর দুঃখের সময় নির্ব্বোধের ন্যায় ক্রন্দন সার করি। তুমি দশপ্রহরণধারিণী; উদ্যোগের সাক্ষাৎ মূর্ত্তীমতী দেবী—ঐ অপরূপ রূপের অনন্ত মহিমা আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই। আমরা সেই শক্তিই প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমরা মায়ের আদর্শে কর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করি।

আমাদের কর্ম্মফল।

—০::*::০—

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও প্রতি নিয়তই নানা দৈব দুর্বিপাকে বিধ্বস্ত হইতেছে, কৃষিতে এদেশের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইতেছে না—ইহার প্রতিবিধান না করিতে পারিলে এদেশের আর মঙ্গল নাই। ইহা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিব। এ চীৎকার আমরা শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের নিকট করিতেছি না এ চীৎকার আমাদের দেশের লোকের নিকটেও করিতেছি এবং বারম্বার করিব। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে নিজে নিজের দায়ীত্ব বুঝিতে হইবে, নিজে নিজের জন্য ভাবিতে হইবে, অবশ্যই প্রতিকার করিতে হইবে।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের ভূসম্পত্তি ছিল, বহু দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যাও ছিল, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা আমাদের দুর্দ্দশা এত বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? ইহার উত্তর, সেকালের লোকে আত্মনির্ভর পরায়ণ ছিলেন, কৃষির জন্য তাঁহারা মাঠে কেন এত পুষ্করণী, কেন এত খাল বিল করিয়াছিলেন, সেটা ভাবিতে হইবে। কৃষির প্রধান উপকরণ জল, এখন পূর্ব্ব পুরুষগণের মাঠের পুকুর সংস্কারাভাবে ডাঙ্গায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, কোন কোন স্থলে আর চিহ্নও দেখা যায় না। দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সহরবাসী হইয়া নিজের জেলা, নিজের গ্রামের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। সহর বাসের ব্যয় সংকুলান করাই তাহাদের পক্ষে কষ্টকর, সুতরাং দেশের কথা ভাবিবার তাঁহাদের অবসর কম। ভূম্যধিকারী, তালুকদার, জমীদার, প্রজা, রাজা সমস্তই এখন পল্লীগ্রামে বসবাস করিতে নারাজ। সাধারণ লোক, যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ এখনও পল্লীগ্রামে পড়িয়া আছে, তাহাদের মোটেই আত্মনির্ভরতা নাই, তাহারা গবর্ণমেণ্টের মুখপানে তাকাইয়া প্রতিকারের আশায় বসিয়া থাকিতে শিখিয়াছে। কিন্তু সে দুরাশা সফল হওয়ার সহজ সাধ্য হইবার পথে বহু কণ্টক। সুতরাং দুর্দ্দশা মোচনের কোন প্রতিকারই হইতেছে না, হইবেও না। তাই আমাদের দেশের দুর্দ্দশার প্রতিকারকামী হইলে আমাদিগকে সম্পূর্ণই আত্মনির্ভরশীল হইতেই হইবে, নিজেরা নিজেদের গ্রামের জলাশয় সংস্কার করিতেই হইবে সেই জল দ্বারা অসময়ে কৃষির উন্নতি করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। নচেৎ চিরদিনই অন্নের হাহাকার অনিবার্য্য, ইহার অন্য প্রতিকারের গবর্ণমেণ্ট বা দেশের লোকের কাহারও সাধ্য নাই।

ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতির কৃষির উন্নতিতে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহার কারণ, ইহাদের ক্যানেলাদি দ্বারা জলাভাবের প্রতিকার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা কৃষির উন্নতি করতঃ জাতীয় ধনের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন—করিতেছেনও তাই। কিন্তু যে দেশের কৃষি সম্পূর্ণভাবে আকাশের জলের উপরই অধিকাংশ স্থানে নির্ভর করে, সে দেশে কৃষি গবেষণা কেবল অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিস্ফল। ভারতীয় প্রজার কৃষির শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে এদেশে কৃষির উপযোগী জলের ব্যবস্থার গবেষণা এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করাই সার গবেষণা—ইহাই সাদা কথা। এদেশের রেল বিস্তারের জন্য যত আয়োজন আছে, কৃষির উন্নতির জন্য পয়ঃপ্রণালীর সে আয়োজন নাই, ফলে রেলের আয়ও ভবিষ্যতে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে তাহারও সংশয় নাই। দেশের

উৎপন্ন দ্রব্য যাতায়াতের জন্যই রেল বিস্তারের আবশ্যকতা, কিন্তু যদি উপর্য্যপরি এইরূপে জলাভাবে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের অভাবে রেলের আয়ও কমিতে বাধ্য হইবে। কারণ ক্রমাগত ক্ষতির জন্য কৃষককুল কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবে না, এইরূপে ক্রমেই দেশের অবনতি হইবে এবং তাহাই হইতেছে।

দুইটী উপায়েই জগতের অন্ন কষ্ট বিদুরিত হইয়া থাকে। ১ম কৃষি, দ্বিতীয় শিল্প। যদি শিল্পের উন্নতি হইয়া শিল্পজাত দ্রব্য অধিক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার বিনিময়ে অন্য দেশের অন্নসম্ভার আয়ত্ব করা যাইতে পারে, এবং যদি কৃষির উন্নতি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তদ্বিনিময়ে অন্য দেশের শিল্পজাত দ্রব্য অনায়াসে উপভোগ করা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষিরও উন্নতি নাই, শিল্পেরও উন্নতি নাই, সুতরাং এদেশের দুরবস্থা মোচন করা সহজ সাধ্য নয়। আধুনিক কল কব্‌জা জাত শিল্প দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পারিয়া ভারতজাত শিল্পদ্রব্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কৃষি ভিন্ন এদেশের গত্যন্তর নাই। এই কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে সকল প্রদেশে জলাভাবে অজন্মা উপস্থিত হয়, সেই সকল প্রদেশ সমূহে জলের সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে হয় ক্যানেল না হয় প্রত্যেক গ্রামের মাঠের পুষ্করিণীর আশু সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেওয়া গবর্ণমেন্ট এবং জন সাধারণের একটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সকল সময়ে যদি গবর্ণমেন্ট অর্থাভাবে জনসাধারণের এ অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে দেশের লোকের উদাসীন হইয়া দুর্ভিক্ষের রাক্ষসগ্রাসে আত্ম সমর্পন করা কখনই সমীচীন নহে। কিন্তু এদেশে বহুদিন দাসত্ব কার্য্যে সামান্য উপার্জ্জনেই পরিতৃপ্ত হইয়া লোক এমন শ্রমকাতর বিলাসী, অপব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা ইহার প্রতিকার হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের কৃষক যদি এই কার্য্যে মনোযোগী হইতে প্রয়াসী হয়, যদি প্রত্যেকে ব্যক্তিগত দায়ীত্ব বিবেচনা করিয়া স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া আত্মনির্ভরতার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এইরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেকালের কৃষির একমাত্র উপায় সেই লুপ্ত প্রায় জলাধার গুলির সংস্কার হইয়া অজন্মার কথঞ্চিত প্রতিবিধান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু হায় হায়,—সে উদ্যম, সে চিন্তা করিবার শক্তি এদেশ হইতে বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে। তাই অন্নকষ্টের হাহাকার, বহু রোগ শোকের প্রাদুর্ভাব বাহুল্য হইয়া দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এ কাহার দোষে?—আমাদের কর্ম্মফলের দোষে।

এই আত্মনির্ভরতার অভাবেই আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি, তাই আজ আমরা সমস্ত দৈব আশীর্ব্বাদে ও বঞ্চিত হইয়াছি। আমরা স্ত্রীলোকের ন্যায় বিপদে কেবল কান্দিতে পারি, কিন্তু প্রতিকারের উপায় করিতে চেষ্টিত নহি।

আমাদিগকে নিজেদিগকে রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। আমাদের জলকষ্ট নিজেদিগকে ঘুচাইতে হইবে, নিজ গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য নিজেদিকেই পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করিতে হইবে, নিজে মাথায় করিয়া মাটী কাটিয়া রাস্তা ঘাট প্রস্তত করিতে হইবে, নিজেদিগকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দস্যু, তস্কর তাড়াইতে হইবে, নচেৎ আমাদের অস্তিত্ব ক্রমে লোপ পাইবে। এই আত্মনির্ভরতা শিখিলেই দেবতা, সমস্ত জগত আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবে, তখন মহামায়ার পূজার উৎসব ভাল লাগিবে নচেৎ এ দুর্দ্দশার দিনে দুই চক্ষে জলধারা লইয়া কেমন করিয়া আমরা আনন্দ কোলাহল তুলিতে পারি?

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—:০:—

জুলাই সংখ্যায় আমরা সর্পদংশন চিকিৎসা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, যদি কোন সদাশয় পাঠক আমাদিগকে একটা ঈশার মূলের গাছ পাঠান, তাহা বেয়ারিং পার্শ্বেলে পাঠাইলেও আমরা গ্রহণ করিব। তদনুসারে পাবনা জেলার পার্শ্বডাঙ্গা গ্রাম হইতে মাননীয় ডাক্তার মোহিনী মোহন নন্দী মহাশয় বেয়ারিং পার্শ্বেলে সমূল একটী ঈষার মূলের গাছ আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার এই কষ্ট স্বীকার করিয়া সাধারণের উপকারার্থে পাঠানর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অতঃপর যেন আর কেহ না প্রেরণ করেন, কারণ আমাদের এই গাছ চিনিবার আবশ্যকতা ছিল, সে কাজ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্রখানি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

—::*::—

গ্রাহক নং—২১১৭

প্রশ্ন। হেমষ্টিচ রুমাল প্রস্তুতের কল কোথায় পাওয়া যায়।

উত্তর। এখানে যে কোন স্থান বিক্রয় হয়, তাহা আমাদের জানা নাই। আপনি Messers William Wilson & sons 25 Abchurch Lane London. E. B.

এই ঠিকানায় লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারেন।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সামন্ত :—বর্দ্ধমান।

মহাশয়,

আমার বহুদিনের কোষ্ঠবদ্ধতা পীড়ার জন্য অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকি, অনেক ঔষধ সেবন করিয়াছি, কিন্তু স্থায়ী সুফল কখনও পাই পাই নাই। যদি কোন সদাশয় পাঠক প্রতিকারের কোন মুষ্টীযোগ বলিয়া দেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। ডাক্তারি ঔষধের ব্যবহার আবশ্যক নাই।

উত্তর। আপনি নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে বোধ হয় আশাতীত সুফল পাইতে পারেন।

মৌরী—	৵ ছটাক
কাবাব চিনি—	৵ ,,
কমলা লেবুর খোসা—	/০
বড় এলাচের খোসা—	।০
মিশ্রি—	৵০

এইগুলি ॥০ আধসের জলে ভিজাইয়া একপোয়া একবারে সেব্য। এইরূপ করিতে করিতে স্থায়ী সুফল পাওয়া যায়।

(Pulin Behari)

Economic Products.

সূত্র প্রদানকারী উদ্ভিদ।

—::*::—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেড়েলা সূত্র—

পীত বেড়েলা—Sida acuta. শ্বেত বেড়েলা—Sida rhomboidea.

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই নানাজাতীয় বেড়েলা বন্যভাবে জন্মে। এই উদ্ভিদের চাষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বেড়েলা জাতি মাত্রই সূত্রপূর্ণ কিন্তু উপরোক্ত দুইটী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। এই সূত্র অতিশয় শুভ্র কোমল ও উজ্জ্বল, দেখিতে মূর্ব্বা বা তিসির সূতার মত এবং পাট অপেক্ষাও দৃঢ়, বহুগুণে উৎকৃষ্ট ও মূল্য অধিক। ইহাদের চাষ, আবাদ প্রণালী ও ফলন পাটের মত হইতে পারে। ইহা হইতে টোয়াইন, সূতা ক্যাম্বিশ, বোরা, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে এবং পাটের ন্যায় নানাবিধ বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এদেশে বেড়েলা সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মিতে দেখা যায়, কিন্তু সরস দোআঁশ উচ্চ ভূমিতে বেড়েলা উত্তমরূপে জন্মে ও সূতার আঁশ (Fiber) ভাল এবং পরিমাণেও অধিক উৎপন্ন হয়। গাছ সাধারণতঃ অত্যন্ত শাখা প্রশাখা বহুল এবং ৩।৪ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না। কিন্তু রীতিমত চাষ করিলে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ দীর্ঘ হইবে এরূপ আশা করা যায়।

ঢেড়শ সূত্র—Hibiscus.

এই জাতীয় উদ্ভিদের পুষ্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জবাপুষ্পের ন্যায়, এজন্য ইহাদিগকে ওড্রপুষ্পী বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় অধিকাংশ উদ্ভিদ হইতেই রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ তন্তু সূত্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুলি তিসির সূতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার হইতে পারে; অবশিষ্টগুলি দড়ি, কাছী, সূতা, টোয়াইন, বোরা, ক্যাম্বিশ, আসন প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিশেষ উপযোগী। ঘনভাবে বীজ বপন করিলে গাছ শাখাপ্রশাখা বিহীন সুতরাং সূত্রও দীর্ঘ হয়। যখন গাছে প্রচুর পরিমাণে ফুল ও অল্প পরিমাণে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়, তখনই গাছগুলি সূত্র প্রস্তুতের উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সময় গাছ কাটিলে সূতাও পরিমাণে অধিক পাওয়া যায়, তাহাদিগকে জলে ফেলিবার পূর্ব্বে ২।১ দিবসের অধিক শুকাইতে দিলে গাছের রস অত্যধিক শোষিত হওয়ার জন্য সূত্র দাগী হয়। এজন্য আবশ্যকানুযায়ী সামান্য মাত্র শুকাইয়া জলে পচানই শ্রেয়, ইহাতে সূত্র শুভ্রতর ও দৃঢ় হইয়া থাকে।

বনঢেড়শ—Hibiscus ficulneus—

এই গাছ রাজমহলের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও যথেষ্ট দেখা যায়। ইহার পত্র পুষ্প ও ফলাদি উল্লিখিত লতাকস্তুরীর ন্যায়, তবে বীজ মৃগনাভি সুগন্ধি নহে। ইহার সূতা লতাকস্তুরীর মত শুভ্রবর্ণ চিক্কণ ও দৃঢ়, পাট শণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছগুলি ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। ইহার অপক্ব ফলের রস পূর্ব্ববৎ গুড় পরিষ্কারক। উত্তর পশ্চিমের বিখ্যাত কৃষিবিদ হার্দী সাহেব ইহা হইতে চিনি পরিষ্কার করিয়া থাকেন। ইহার চাষ আবাদ ও সূত্র প্রস্তুত প্রণালী অবিকল ঢেঁড়শের ন্যায়; সূত্র দীর্ঘ করিতে হইলে, গাছ ঘন জন্মান আবশ্যক। বর্ষাকালে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী খালধারের উভয় পার্শ্বের জঙ্গলে ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ একজাতীয় বন ঢেঁড়শ স্বভাবতঃ জন্মিতে দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়; ইহার দণ্ড ও পত্র অত্যন্ত রোমবহুল, পত্র বৃহৎকায় এবং উৎপন্ন সূত্র নিকৃষ্ট জাতীয় হইলেও সাধারণ বন্ধন কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এসকল গাছ যথাসময়ে আপনাপনি জন্মিতেছে, ও মরিতেছে, কেহ কোন তত্ত্ব লয়না।

আমলাপাট—Hibiscus cannabinus.—

এই গাছ দেখিতে অনেকটা মেস্তার মত কেহ কেহ ইহাকে মেস্তাপাট বলে। বিনাসারে সকল প্রকার ভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে, তবে সারযুক্ত দোআঁশ জমিতে ফলন অধিক হয়। রাজমহল মুর্শিদাবাদ; মাগুরা প্রভৃতি

জিলায় ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। সরস ভূমিতে সম্বৎসর ধরিয়া ইহার চাষ চলিতে পারে, তবে বর্ষাকালেই ইহার চাষ অধিক দৃষ্ট হয়। ভাদ্র আশ্বিনমাসে গাছ তেজ করে, ৪।৫ মাস পরেই গাছ সূত্রোপযোগী হইয়া উঠে। ইহার চাষ আবাদ সূত্র নিষ্কাশন ও ব্যবহার প্রণালী অবিকল শণের মত; রাজমহল অঞ্চলে পাটের প্রণালী ক্রমে সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সূত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ফলন শণেরই মত। ঢেঁড়শজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ইহার সূত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও দৃঢ়; পাটের সহিত অনেক সময় ইহার ভেজাল চলিয়া থাকে। সূত্র দৃঢ় বলিয়া শণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু শণের অপেক্ষা ইহার দৃঢ়ত্ব ঔজ্জ্বল্য অধিক। এই জাতীয় সূত্র হইতে নানাবিধ টোয়াইন সূতা, বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মেস্তা—Hiscus subbariffa, Rozell.—

পশ্চিমাঞ্চলে ইহার ফলকে কুক্রম বলে। ইহার ফল ও পুষ্পাবরণী (calyx) অত্যন্ত মাংসল, রক্তবর্ণ ও অম্লাস্বাদ; নানাবিধ মোরব্বা, আচার ও অম্লের জন্য প্রচুর ব্যবহার হয়। ফলের ক্বাথ হইতে মিষ্ট সংযোগে অতি উপাদেয় আসব প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় সূত্র আম্‌লাপাটের ন্যায় সূক্ষ্ম ও চিক্কণ, এই শণের কার্য্য উত্তম নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং দড়ি, সূতা, টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার চাষ আবাদও সূত্র-নিষ্কাশন প্রণালী অবিকল পূর্ব্বোক্তের ন্যায়; বর্ষাকালে বীজ বপন করিলেও শীতকালে গাছ বিশেষ জোর করে। পুষ্পিত অবস্থায় গাছ কাটিলে পরিমাণে অধিক সূত্র জন্মে ও উৎকৃষ্ট হয়। নোনাজলে পচাইলে সূত্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় এজন্য নির্ম্মল জলে ইহার সূত্র প্রস্তুত করা উচিৎ।

স্থলপদ্ম—Hibiscus mutabilis—

ইহার অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক করেনা। বর্ষাকালে পরিপক্ব শাখা কাটীয়া রোপন করিলে চারা প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ প্রায় সপুষ্ট পাওয়া যায় না তজ্জন্য শাখার কলমই প্রশস্ত। পুরাতন গাছের শাখা গাছের শাখা ছাঁটীয়া দিলে নূতন শাখাপ্রশাখা বাহির হয়, তাহা কাটীয়া পচাইয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়। বৎসরে ২।৩ বার গাছ ছাঁটা যাইতে পারে। নূতন শাখার সূত্র সূক্ষ্ম ও কোমল এবং পরিপক্ক শাখার সূত্র কড়া (Coarse) হইয়া থাকে। ইহার বল্কল জাত সূত্র পাটের ন্যায় নানাবিধ কার্য্যে লাগিতে পারে।

বন্ধুর দান।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

—:০::—

শ্রাবণ মাস—মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছে, রমেশচন্দ্র তাহার দাদা মহাশয় বিশ্বম্ভর বসু মহাশয়ের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ এটা সেটা নাড়াচাড়া করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন একবার বৃদ্ধ বিশ্বম্ভর বসুর দিকে তাকাইয়া দেখিল,—দাদা মহাশয় পার্শ্বস্থিত একটি গামলায় তাঁহার তামাকের কলিকাটী টানিয়া ফেলিয়া পুনরায় সাজিয়া তাকিয়ার তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্থাপন পূর্ব্বক হেলান দিয়া বসিলেন।

রমেশচন্দ্র বিশ্বম্ভর বাবুর কনিষ্ট পুত্রের এক মাত্র সন্তান, বিশ্বম্ভর বাবুর অতি প্রিয়-পাত্র। রমেশচন্দ্র কলিকাতায় পড়েন—শনিবারে বাড়ী আসিয়াছেন, কিন্তু জল বৃষ্টির জন্য কোন বন্ধু বান্ধবের নিকট যাইতে পারেন নাই, অগত্যা বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের কক্ষেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। এক্ষণে দাদামহাশয়কে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া রমেশচন্দ্র বল্লেন, দাদামহাশয়, আপনি কেমন করে আপনার দরিদ্র অবস্থাতেও এত সঞ্চয় কত্তে পেরে ছিলেন, সে গল্পটা বল্‌বে বলে ছিলেন, আজ বলুন না শুনি।

দাদামহাশয় বল্লেন, শুন্‌বি তবে, আয় তবে কাছে বোস্, আমি বলছি। বিশ্বম্বর বাবু যে এখন গ্রামের মধ্যে ধনশালী, প্রতি-পত্তিবান, এমন অবস্থা তাঁহার আগে ছিল না তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের একটা বড় রহস্য-ময় ইতিহাস আছে, এ কথা কথায় কথায় বিশ্বম্ভর বাবু রমেশচন্দ্রকে একদিন বলে ছিলেন। সেই রহস্যময় গল্প শোন্‌বার জন্য, আজ রমেশ বাবু উৎগ্রীব হয়ে বৃদ্ধের কাছ ঘেসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ বল্‌তে লাগলেন।

দেখ ভাই! আমার জীবনের ইতিহাস যদি তুমি শোন তা'হলে হয় ত তোমার আমার উপর ঘৃণা হয়ে উঠ্‌তে পারে, কিন্তু কথাটা আমার চক্ষে বড় গৌরবের, সেইজন্য আমার সে অতীতের কাহিনী বল্‌তে আনন্দ হয়। আমরা যখন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণ করি, তখন আমার একটী সমপাঠি ছিলেন, তাঁহার নাম দক্ষিণেশ্বর বাবু, হুগলীর সন্নিকট একটী গণ্ড গ্রামে তাহার বাস ছিল, দক্ষিণেশ্বরের পিতার তিনি একমাত্র সন্তান,—পিতার অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তাহার উচ্চশিক্ষা হইতে পারে নাই, আমাদের সহিত ২।৩ বৎসর পড়িয়া সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রায় ১০।১২ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন দক্ষিনেশ্বর বাবুর একখানি পাত্র পাইলাম যে, তাঁহার পিতৃ বিয়োগের পর বহু ঘাত প্রতিঘাতের সহিত যুঝিয়া এক্ষণে ব্যবসায় বাণিজ্যে অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ভবানীপুরে নিজ বাসস্থান করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই সময় আমার

অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল, কোন স্থানে চাকুরীর উমেদারী করিয়া সফল হইতে পারে নাই। পিতৃঋণে বিষয় সম্পত্তি বিপন্ন হইয়াছিল সংসারে হাহাকার উঠিয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বর এবং আমার মধ্যে শৈশবে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, সেইজন্য বোধ হয়, দক্ষিণেশ্বর আমাকে এখনও ভুলিতে পারে নাই। আমার সংসারে বড় কষ্ট, তাই মনে করিলাম, যদি দক্ষিণেশ্বরের নিকট কিছু সাহায্য পাইতে পারি।

কোনরূপে গাড়ী ভাড়া করিয়া আমি ভবানিপুরে চড়কডাঙ্গা রোডে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ৭।৮ কাঠা জমীর উপর তাঁহার ত্রিতল বৃহৎবাড়ী, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ পুষ্পের উদ্যান, সম্মুখে মর্ম্মর বেদিকার উপর ফোয়ারা, গাড়ী ঘোড়া, সাজ সরঞ্জামে বন্ধুর উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোনরূপে ফটকপার হইয়া আমি দক্ষিণেশ্বর বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, কিন্তু আমাকে চিনিতে পারিলেন না। ১২ বৎসরের কথা, তাহার পর দুরবস্থার কষাঘাতে শরীরের বহুপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণেশ্বর বাবুকে আমার পরিচয় দিতে হইল। তখন তিনি আদর আপ্যায়ন করিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেলেন। উভয়ে অনেক শৈশবের কথা, সুখ দুঃখের কথার পর আমারা স্নানাহারের ভিতর মহলে প্রবেশ করিলাম।

অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় আমরা উভয়ে তাঁহার প্রকাণ্ড ২টী শ্বেত অশ্বযোজিত গাড়ীতে করিয়া গড়ের মাঠ দিয়া বহির্গত হইলাম। এই সময় দক্ষিণেশ্বর বাবুকে আমার অবস্থার সমস্ত কথা বলিলাম, এবং কিছু সাহায্যের জন্যই যে আমার ভবানীপুরে আসা তাহাও জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর বাবু সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

সেদিন কাটিয়া গেল। পর দিন আমি নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু দক্ষিনেশ্বর বাবু আহারাদি না করিয়া আসিতে দিলেন না। উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া ধুমপান করিতে করিতে আমি বলিলাম, দক্ষিণেশ্বর! বাবু আমার বিষয় একটু ভাবিয়াছেন কি?

দক্ষিণেশ্বর বাবু বল্লেন, বিশ্বম্ভর বাবু, বড় দুঃখের সহিত বলিতেছি, এ ভীক্ষা বৃত্তির দ্বারা অবস্থার কোন উন্নতি হইবে না। আমি আপনাকে একটি অভিনব দ্রব্য দিব মনে করিয়াছি।

আমি আর কথা কহিলাম না। যখন তিনি নিজের আফিসে বহির্গত হইলেন, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া নীচের একটি গুদামের নিকট আসিয়া গুদামের মধ্যে একটি সদ্যমৃত ইন্দুর দেখাইয়া বলিলেন, "বন্ধু! ঐ ইন্দুরটি লইয়া বাড়ী যাও, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কিছু দিতে পারিলাম না।"

আমিত অবাক! এ অবজ্ঞা, এ অপমান আমার এত হৃদয়ে লাগিল যে, আমি মনে করিতে লাগিলাম, ধরিত্রী যদি দ্বিধা হন তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মধ্যে প্রবেশ করি।

কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, আচ্ছা "বন্ধুর দান" তাহাই লইব। এই বলিয়া আমি ইন্দুরটির ল্যাজ টী ধরিয়া যথাযোগ্য বন্ধুর সহিত আপ্যায়ন করিয়া দ্রুতপদে বহির্গত হইলাম। * *

আমি নিঃসম্বল—কোনরূপে গাড়ী ভাড়া করিয়া ভবানীপুরে আসিয়াছিলাম, আশা ছিল বন্ধুর নিকট কিছু পাইয়া আমি অনায়াসে ফিরিয়া আসিতে পারিব। কিন্তু এই ঘটনায় আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষে উত্তপ্ত অশ্রুধারা সবেগে বাহির হইয়া আমার বক্ষস্থল ভাসাইয়া দিল। মনে বড় ধিক্কার হইল। কোথায় যাই, কি করি এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় একটী ভদ্রলোক ডাকিল, মহাশয়, আপনি ভদ্রলোক, ইন্দুরটী লইয়া কোথায় যাইতেছেন, ইন্দুরটী আমায় দিন, আমার একটী কাব্‌লী বিড়াল, বড় ইন্দুর খাইতে ভালবাসে। আমি বলিলাম, না মহাশয়, এটী আমার বন্ধুর দান, দিতে পারিব না।

ভদ্রলোক বলিলেন আপনি পাগল নাকি, ৵০ আনা পয়সা দিতেছি, ইন্দুরটী দিয়া যান। ক্ষমা করবেন।

আমি নিঃসম্বল বলিলাম! তা—দিন, আমি বিপন্ন, ৵০ আনা পয়সায় আমার উপকার হইবে।

ভদ্রলোক ইন্দুরটী লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রিয় বিড়ালের সম্মুখে দিল এবং আমাকে ৵০ আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিল। কিন্তু আমি পল্লীগ্রামবাসী, তাহাতে কাজকর্ম্ম ছিল না, ভয়ানক তামাক খোর হইয়া ছিলাম, নিকটেই একটা বাজারে তামাক টিকে একটা ডাবা হুকা কিনিয়া আলিপুরের গোপাল নগর রোডের সম্মুখেই একটা বৃক্ষতলে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলাম। এখন এইটা আদালতে যাইবার রাস্তা, যত লোক সেই দিকেই মোকর্দ্দমা করিয়া ফিরিতেছে, তাহারা তামাক খাইবার আশায় আমার নিকট বসিতে লাগিল, তামাক খাইয়া একটি পয়সাও ফেলিয়া দিতে লাগিল। এক পয়সার তামাকে প্রায় ৮।১০ পয়সা হইল। তাহার পর এক জন ভদ্রলোক আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, আমি শিক্ষিত, কিন্তু অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয়, তিনি পরামর্শ দিলেন, মহাশয়, আপনি কল্য হইতে একটা কেরাসিনের টবের উপর পান তামাক সাজাইয়া বসিবেন, আপনার অনেক আয় হবে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

আমি আশ্রয়হীন, কিন্তু হাজার হউক, তবুত ভদ্র সন্তান, ভদ্র লোকটীকে তাঁহার বাটীতে আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করিলাম, তিনি স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে প্রায় একটি মাস কাটিয়া গেল সমস্ত মাসের কার্য্যে আমার খোরাকী ও খরচাদি বাদে প্রায় ৪০টী টাকা আয় হইয়াছিল। ইহার কারণ, যেমন আমার কিছু সঞ্চয় হইতে লাগিল সেইরূপ আমি মিষ্টান্নাদি, শীতলজল, পান প্রভৃতি রাখিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে আমি বহু ভদ্রলোকের নিকট পরিচিত হইতে হইতে একদিন একজন কনট্রাকটরের সহিত আলাপ হইল। আমার অবস্থার কথা তিনি শুনিলেন—বলিলেন বিশ্বম্ভর বাবু, আপনি দেখিতেছি লেখা পড়াও জানেন, ভদ্র সন্তান, আপনি যদি কুলি সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আমার কার্য্যের শূন্য বগ্‌রাদার করিয়া লইতে পারি। আমি স্বীকৃত হইলাম। আমার ক্ষুদ্র দোকানটীর জন্য একটী লোককে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি চক্রধরপুর, পুরুলিয়া নানা স্থান হইতে কুলি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। ভদ্রলোকটীর কেহ আপনার লোক না থাকায় তাঁহার অনেক ক্ষতি হইত, আমি নিতান্ত আপনার হইয়া বিশুদ্ধতার সহিত সমস্ত কাজ দেখিতে লাগিলাম। বর্ষের শেষে ৵০ আনা মাত্র অংশে আমি প্রায় ৪॥ হাজার টাকা মুনফা পাইলাম। ২।৩ বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহার কার্য্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলাম। আমি ভবানীপুরেই বাড়ী করিয়া আমার দুঃখের সংসারটীকে সুখের করিয়া লইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে লাগিলাম। তাহার পর আমি নিজেও অনেক স্বাধীন কাজ করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলাম।

রমেশচন্দ্র এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া সমস্ত কথা শুনিতে ছিলেন, বলিলেন, "দাদা মহাশয়, তাহার পর আর আপনি কখনও দক্ষিণেশ্বর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?"

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, শুন বলি ভাই, সে এক রহস্যের কথা। যখন আমি ভবানীপুরে বৃহৎ বাড়ীটী—আমার নিজের বসবাসের জন্য প্রস্তুত করিলাম, তখন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষ করিয়া দক্ষিণেশ্বর বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি এবং আমার তৎকালীন বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত হইয়া আমার সোপানাবলীর নিকট অবস্থান করিতেছিলাম। ঠিক সন্ধ্যা ৭টার সময় তিনি আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন। আমার বন্ধুগণ সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন, এই নিমন্ত্রণ আমি তাঁহারই কোন বন্ধুর দ্বারা করাইয়াছিলাম। আহারাদির পর আমি সপরিবারে বিশ্বেশ্বর বাবুর চরণ স্পর্শ করিলাম। দক্ষিণেশ্বর বাবু সবিস্ময়ে আমার পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ কি বিশ্বম্ভর বাবু যে! আপনি এখানে!

আমি করযোড়ে বলিলাম, ইহাই আমার নিজের বাসস্থান—ইহা আমার বন্ধু দক্ষিণেশ্বর বাবুর দানের ফলমাত্র। আমি সংক্ষেপে বন্ধুবান্ধবগণের নিকট সমস্ত আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলাম—"বন্ধু অর্থের দান অপেক্ষা আকেল দিলে অনেক বেশী দান করা হয়, তাহাই আমি শিখিলাম।" দক্ষিণেশ্বর বাবু আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করে বল্লেন, সখা ভগবান যে আমার উদ্দেশ্য সফল হবার জন্য সাহায্য করেছেন, তজ্জন্য এ ধন্যবাদ তাঁহাকেই দেওয়া উচিত।" এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চয়ন

সেকালের ব্রাহ্মণের চিত্ত।

—::*::—

(অর্চ্চনা)

৺কিঙ্কর ঠাকুর।

[লেখক—শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।]

সেকালে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কেমন অকপট হৃদয়, ধর্ম্মভীরু, সত্যসন্ধ, সংযমী এবং বিলাসলেশশূন্য ছিলেন, তাহার একটী চিত্র পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। বাঙ্গালার সেই পুরাতন ব্রহ্মণ্যের আদর্শ এখন আর একটা দেখা যায় না; এই রেখা চিত্রে পাঠকবর্গ উহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারিবেন।

৺কিঙ্কর ঠাকুরের নামের সহিত বাঙ্গালীর তেমন পরিচয় না থাকিলেও তিনি বঙ্গবাসীর স্মরণের যোগ্য। তাঁহার পূর্ণ নাম শ্রীরামকিঙ্কর ন্যায়ালঙ্কার। তাঁহার পিতা রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত অসামান্য নৈয়ায়িক ছিলেন। ইনিও মহাপণ্ডিত। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বশিষ্ঠ গোত্রে ইহার জন্ম। এই বশিষ্ঠ বংশীয়গণ প্রধানতঃ ভাটপাড়ার ঠাকুর আখ্যায় অভিহিত। ইহাদের বংশে ৺ নারায়ণ ঠাকুর নামে একজন সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে এই বংশীয়েরা অদ্যাপি ঠাকুরবংশীয় নামে কীর্ত্তিত। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল, কিঙ্কর ঠাকুর কাঁচড়াপাড়ার ঠাকুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একশত বৎসর জীবিত ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা, সদাচার পালন, ধর্ম্ম নিষ্ঠা, সৎপরিগ্রহ ও বিদ্যাবার্ত্তা ইহাদের বংশগত। কিঙ্কর ঠাকুরেও তাহার ব্যতিক্রম

হয় নাই। শিষ্য ও বিষয় সম্পত্তি ইহার জীবিকার উপায়স্বরূপ ছিল, শিষ্য বাটীতে প্রায় ইহার বৎসরের ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইত। এক্ষণে প্রায়ই সকল স্থানই সুগম হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে পূর্ব্বাঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ছিল। দস্যুভয় অত্যন্ত অধিক ছিল, পথঘাট ছিল না বলিলেই হয়। তবে গুরু মহাশয়ের পথে যত কষ্ট হউক না, শিষ্যবাটীতে উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবার গুণে সে কষ্ট দুরীভূত হইত।

১ম ঘটনা।

একদিন কিঙ্কর ঠাকুর খুলনার পূর্ব্বভাগে বালেশ্বর নামক নদীতে নৌকাযোগে গমন করিয়াছিলেন। নৌকা জলদস্যুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইল। দস্যুরা সশস্ত্র নৌকায় উঠিলে ঠাকুর দস্যুগণকে কহিলেন—

"দেখ, তোমাদিগকে আমি আমার যাবতীয় দ্রব্যই দিতেছি। একমাত্র পরিধান স্বরূপ গামছা রাখিব। অনর্থক কেন ব্রহ্মহত্যা করিবে?

দস্যুগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ব্রাহ্মণ আপনি গামছা পরিধান করিয়া সমস্ত দ্রব্য ও অর্থাদি তাহাদিগকে দিলেন।

দস্যুগণ স্বকার্য্য সাধন করিয়া প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, তাঁহার হস্তের অঙ্গুলিতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় রহিয়াছে। "সমস্তই দিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই অঙ্গুরীয়টীও আমার দেয়"—এই ভাবিয়া মাঝিকে আপনার মনের সঙ্কল্প জানাইলেন। মাঝি তখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

"ঠাকুর, আমাকে উহা হইতে ভাড়া দিতে হইবে। আর সাধ করিয়া আমরা বাঘের মুখে যাইতে পারিব না। নৌকা আমি কখনও ভিড়াইব না"।

ব্রাহ্মণ তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"দেখ মাঝি; তোমাকে দ্বিগুণ ভাড়া দিব। অমুক শিষ্য বাটী পৌছাইয়া দিলেই ত তুমি দ্বিগুণ ভাড়া পাইবে। আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপ জন্য নরকে ডুবাইও না। আমার কথা যদি না শুন, তবে আমি এই নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব; এ পাপ জীবন আর রাখিব না।"

মাঝি নৌকা ভিড়াইল। ব্রাহ্মণ তখন তীরে উঠিয়া চীৎকার করিয়া দস্যুগণকে ডাকিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণ দস্যুগণের সন্ধান পাইয়া যখন আপনার হীরকাঙ্গুরীয়কের কথা জানাইলেন এবং অঙ্গুরীয়টী লইয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপালন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যখন অনুরোধ করিলেন, তখন একজন দস্যু সেই হীরকাঙ্গুরীয়টী হাত পাতিয়া লইল। দস্যুরা চিরকালই পাপ করিয়া আসিয়াছে, এরূপ ভাবে পুণ্যের বিমল রশ্মি কখন তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সমবেত দস্যুগনের মধ্যে একটা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল। দস্যুপতি অপর দস্যুদিগকে কহিল—

"দেখ, এ ব্রাহ্মণের দ্রব্য কখনই আমাদের সহিবে না। এই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের সমস্তই ফিরাইয়া দিই।"

বাস্তবিক দস্যুরা নরহত্যা করিয়া পাপের অধস্তন সোপানে অবরূঢ় হইয়াও ব্রাহ্মণের এই অলৌকিক ত্যাগ ও মহত্ত্ব দর্শনে সকলেই দস্যুপতির প্রস্তাবে সম্মত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতেই তাঁহার দ্রব্য ফেরত লইতে চাহিল না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—যখন আমি তোমাদের দিয়াছি, তখন ফেরত লইব না।

দস্যুরা ইহাতে আরও চমৎকৃত হইল। শুভক্ষণে তাহাদের সুমতি জাগিয়া উঠিল। সকলে একবাক্যে এই দস্যুতা জন্মের মতন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সঙ্কল্প করিল। ব্রাহ্মণের সম্মুখে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, আর কখনও এ পাপকার্য্য করিবে না। কিঙ্কর ঠাকুর তখন আপনার সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দস্যুগণের আজীবন-সঞ্চিত পাপক্ষয়ের উপদেশ দিয়া চলিয়া আসিলেন।

২য় ঘটনা।

কিঙ্কর ঠাকুরের প্রৌঢ় বয়সে পত্নীবিয়োগ ঘটিলে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তখন তাঁহার পুত্র "রামচন্দ্র" পিতার উপর কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুরের গৃহে খুব জাঁকজমকের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বহু আত্মীয়কুটুম্বে সে সময় গৃহ পূর্ণ থাকে। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময়ে বড়ই শোচনীয় ঘটনা ঘটে। দুর্গোৎসবের ভাঁড়ারী ছিলেন,—ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর। ইনি লোক ভাল ছিলেন না।

একদিন ঠাকুরের পৌত্র, রামচন্দ্রের পুত্র চারি বৎসরের বালক ভাঁড়ার ঘরে খাবার চাহিতে যায়। ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর জামাতার পৌত্রকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেন। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা (রামচন্দ্রের) নিকট এই ব্যাপারটীর বর্ণনা করিলে রামচন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে সভাস্থলে অপমানজনক ভাষায় তীব্রস্বরে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন,—"বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া আপনার এত মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। নচেৎ আপনার দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর আপনার গৃহে বসিয়া একমাত্র পৌত্রকে আজ অপমান করিতে সাহসী হয়?"

ঠাকুর পুত্রকে সভাস্থলে আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতে নিষেধ করিলেন। অপরিণামদর্শী পুত্র তাহা শুনিলেন না; উপরন্তু মর্ম্মান্তিক শেলসম বাক্যে পিতাকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুর পুত্রকে অভিশাপ দিলেন,—"এরূপ পিতৃ-অপমানকারী সন্তানের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর নূতন।

আর আমি মুখদর্শন করিতে চাহি না। এক মাসের মধ্যেই যেন এরূপ সন্তানের অপঘাত-মৃত্যু ঘটে।"

অভিশপ্ত পুত্র রামচন্দ্র আপনার এক পুত্র ও কন্যার হাত ধরিয়া কাঁটালপাড়ার গৃহ ত্যাগ করিয়া চুঁচড়ার বাটীতে গিয়া রহিলেন। অবশ্য পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া পরে ঠাকুরের অনুতাপ হইয়াছিল। চন্দনপুরের জমীদার-শিষ্য শ্রীদ্বারিকানাথ মিশ্র ও অন্যান্য শিষ্যগণের অনুরোধে ঠাকুর পুত্রকে নিজের বাটীতে লইয়া আসিলেন। অভিশাপ-খণ্ডনের জন্য সমারোহে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও শিবপূজাও করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্রাহ্মণের অভিশাপ অখণ্ডনীয়। ঠাকুর বলিতেন, "হাতের যে ঢেলা নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যস্থানে পড়িবেই।"

একদিন চৌকাঠে মাথা লাগিয়া ঠাকুরের একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র ভূমিতে পড়িয়া গেলেন রক্তপাত হইতে লাগিল। অভিশাপ ফলিল; অভিশপ্ত পুত্রের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিল। গৃহে ক্রন্দনের রোল ঠাকুরকে জানাইয়া দিল,— তাঁহার একমাত্র পুত্র আজ তাঁহারই অভিশাপে যৌবনে প্রাণ হারাইলেন।

৩য় ঘটনা।

একদিন ঠাকুরের পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে পতিকে বলেন,—"দেখ, আমি যেখানেই নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে সকলেই আমাকে বলে,—উহাকে বেশী করিয়া মাছ দাও উহার স্বামী বৃদ্ধ, অধিকদিন সধবা থাকিয়া মাছ খাইতে পাইবে না' তজ্জন্যই উহারা ঐরূপ বলে বুঝি?"

কিঙ্কর ঠাকুর পত্নীকে সান্ত্বনা দিলেন, "ক্ষেপী কাঁদিস না, আমি একশত বৎসর বাঁচিব। তখন তোমার বয়স ৫৫ বৎসর হইবে।"

কথাটী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। পৌত্রের পুত্রকন্যা দেখিয়া একশত বৎসর বয়সে ঠাকুর গঙ্গাগর্ভে নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর দেখিতে যেন পাকা আমটীর মত ছিলেন। শেষ বয়সেও ইহার শক্তি অটুট ছিল। এরূপ দীর্ঘজীবী সৎ ব্রাহ্মণ এক্ষণে আর দেখা যায় না।

ঠাকুরের শ্বশুরকে দক্ষিণ অঞ্চলে দুর্দ্দান্ত প্রজাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

পত্রাদি।

—(১০ঃ)—

মাননীয় "কাজের লোক" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহানহিমেষু—

"কাজের লোক" পত্রে ঈষার মূলের লতার সর্প দংশনের গুণ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম এবং একটী সমূল গাছ পার্শ্বেলে পাঠাইলাম। ইহা দ্বারা যাহা করিতে হয়, তাহা করিবেন।

গত ৩০ শে শ্রাবণের "আনন্দ বাজার" পত্রিকায় "কেলেকোঁড়া" লতার যে গুণ পড়িয়াছিলাম, তাহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ঈষার মূল ও কেলেকোঁড়া দুইটী লতাই সর্পাঘাতের মহৌষধ। আমি এই দুইটি ঔষধের গুণ লিখিয়া একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা সুলভে ছাপাইয়া দিলে আমি আপনাদের নিকটেও ছাপাইতে পারি। * * *

এদেশে একটা প্রবাদ বাক্য আছে ঃ—

"যে দেশে নিসিন্দা, নিম কেলেকোঁড়া কল্পনাথ!
গুলঞ্চ, গোয়ালিপাতা, আঁশ শেওড়া, আম্রপাত॥
ছোট চাঁদা, বড় চাঁদা, আছে ঈষার মূল,
সে দেশের লোক কেন সর্পাঘাতে যাবে নদীর কূল॥"
যদ্যপি না পচে, দেহ না পোড়ে আগুনে।
বিষ ধরে বিষ নাশে এ রসের গুণে॥

উপরোক্ত পদ্য গুলিতে যে সমস্ত গাছের উল্লেখ আছে, তাহার সকল গুলিই বিষনাশক। আমার ঐ সকল ঔষধের মধ্যে ৪টীর গুণ জানা আছে। যথা ঈষার মূল, গোয়ালিয়া লতা, কেলেকোঁড়া, আঁশশেওড়া, ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে অনেক লিখিতে হয়, যদি আবশ্যক হয় লিখিবেন। উপরোক্ত ঔষধ গুলি এখানে সকল গ্রামেই আছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে "কাজের লোকের" গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

বশম্বদ
ডাক্তার শ্রীমোহিনীমোহন নন্দী।
পার্শ্বডাঙ্গা পোঃ জেলা পাবনা।

আমাদের বক্তব্য।

১। গোয়ালিয়া পাতা দুই প্রকার আছে, ছোট গোয়ালে এবং বড় গোয়ালে, কোন গোয়ালে হিতকর বলিয়া মনে করেন?

২। কল্পনাথ, আম্রপাত, ছোট চাঁদা, বড় চাঁদা, ইহাদের ব্যবহার বিধি আপনার জানা আছে কিনা?

৩। ঈষার মূল, গোয়ালিয়া পাতা কেলেকোঁড়া, আঁশ শেওড়ার কিরূপ ব্যবহার আপনার জানা আছে, যদি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া লিখেন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা বহু লোকের উপকার হইতে পারে। আপনার প্রবন্ধ "কাজের লোকে" সাদরে প্রকাশিত হইবে।

অধীন
"কাজের লোক" সম্পাদক

আমরা বহুস্থান হইতে সর্প দংশন চিকিৎসার এই প্রবন্ধটির জন্য এবং রসুন দ্বারা যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসার জন্য অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপকপত্র পাইতেছি, তজ্জন্য কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু বৃদ্ধ মহিম বাবুই এই ধন্যবাদ

লাভের প্রকৃত অধিকারী। তাহার লোক হিতার্থে বহুকালের সংগৃহীত দুর্লভ মুষ্টিযোগ গুলি "কাজের লোকে" ধারাবাহিক বাহির হইতে দেওয়ায় আমরাও তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

কাঃ সঃ

মুষ্টীযোগ সংগ্রহ।

—(•):•:(•)—

(Mohim Babu's Collections)

হাঁপানীর ঔষধ।

শনি মঙ্গলবার, টাঁটুটিকির ল্যাজের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া ৩টী টুক্‌রা কলার ভিতর পুরিয়া সকালে স্নান করিয়া ভগবানের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক খাইলে হাঁপানী নিশ্চয় ভাল হইবে।

অম্লরোগ ও শূল।

একটা ভাল ঝুনা নারকেলের ছোপ্‌ড়া ও গুড়া ফেলিয়া দিয়া মুখের দিকে টাকার পরিমাণ মালা সমেৎ কাটিয়া একটি ছিদ্র করিতে হইবে, এবং কাটা টুকরটা রাখিয়া দিতে হইবে। ঐ নারকেলের জলটা কোন পরিষ্কার পাথর বাটি বা কাচের পাত্রে রাখিয়া দিবেন। নারকেলের আকৃতি বিবেচনায় দেড় হইতে দুই ছটাক বিটনুনের চূর্ণ ঐ নারকেলের ভিতর পুরিয়া পূর্ব্বোক্ত পাথর বাটিতে যে নারিকেলের জল রাখা হইয়াছে, তাহা ঐ লবণের চূর্ণ মধ্যে যতটুকু নারিকেলের মধ্যে ধরে ঢালিয়া দাও ও বাকীটা ফেলিয়া দিতে পারে, তাহার পর কাটা মুখটী ঐ নারিকেলের মুখে চাপা দাও এবং পাট দিয়া জড়াইয়া শক্ত করিয়া বান্ধ। তাহার পর গোময় ও এটেল মাটী একত্র মিশ্রিত করিয়া সমস্ত নারকেলটার গাত্রে বেশ মোটা একটা প্রলেপ দাও। তাহার পর রোদ্রে একটু শুষ্ক করিয়া লইয়া ঘুটের পোড়ের আগুনের হাপরে সম্পূর্ণভাবে অগ্নি দ্বারা ঢাকিয়া দাও। অনুমানে যখন ঐ নারিকেলের শাঁসের ভিতর শুষিয়া গিয়াছে বুঝিবেন, তখন তাহাকে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া লইয়া কুরুণীতে নারকেলটাকে কুরিয়া লইতে হইবে। তাহার পর শীলে উত্তমরূপে বাঁটিয়া কুল আঁটীর মত বটিয়া প্রস্তুত কর, বটিকা শুষ্ক হইলে মুখ চওড়া বোতলে লেবেল দিয়া রাখিয়া দাও। ব্যবহার বিধি, প্রতিদিন সকালে বিকালে শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত লিয়া বা গুলিয়া খাইলে কষ্টসাধ্য শূলও অম্লরোগ এবং সাধারণ অম্ল রোগ সারিয়া যাইবে।

(সন্ন্যাসী দত্ত)।

(সংগ্রহ)
Medical Notes.

দন্তশূলে—থাইমল (Thymol)

অসহ্য দন্তশূলে, এক টুকরা তুলায় কিছু থাইমল মুড়িয়া দন্তগহ্বরে প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। (The Hospital.)

ম্যালেরিয়ার ফলপ্রদ ব্যবস্থা পত্র ;—"মেডিক্যাল সামারি" নামক প্রসিদ্ধ পত্রে ম্যালেরিয়ার জরের ২ খানি ফলপ্রদ ব্যবস্থা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যথা ;—

(১) Re.

আইরণ ফেরোসায়েনাইড (Iron Ferrocyanide) ১॥ দেড় ড্রাম।

য়্যাসিটেনিলাইড (Acetanilide) ১ ড্রাম।

লাইকর পটঃ আর্সেনিক (Liq. Pot. arsen) ২ ড্রাম।

এবং সিরাপ কুইনাইন ৮ আউন্স পূর্ণ করণার্থ যথা প্রয়োজন। একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার ১ ড্রাম মাত্রায়-প্রত্যহ ৩।৪ বার সেব্য।

(২) Re.

আইরণ ফেরোসায়েনাইড ২৫ গ্রেণ।

য়্যাসিটেনিলাইড ২০ গ্রেণ।

লাইকর পটঃ আর্সেনিক ৩০ মিনিম।

য়্যারমেটিক সিরাপ অব রুবার্ব (Arom Syr. Rhubarb.) ৩ ড্রাম।

সিরাপ কুইনাইন—(Syr. Quinine) —৪ আউন্স।

পূর্ণ করণার্থ যথা প্রয়োজন। অর্দ্ধ হইতে১ ড্রাম মাত্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর সেব্য। বালকদিগের জন্য এই ব্যবস্থা।

উক্ত পত্রে কথিত হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়া জরে এই ঔষধ অতীব উপকারক, এতদ্বারা জর বিচ্ছেদ হইয়া উহা বন্ধ হইবে। বলা বাহুল্য যে এক মাত্র ম্যালেরিয়া জরেই ইহা ফলপ্রদ।

হিকার সহজ চিকিৎসা ;—

হিকা অতি কঠিন উপসর্গ, অনেক সময় ইহা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক, কিছুদিন হইল মিঃ লেবোর্ডি (Labordy) নামক জনৈক চিকিৎসক প্রকাশ করিয়াছেন, যে, সবলে পুনঃ পুনঃ জিহ্বা আকর্ষণ করতঃ পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ডাক্তার নয়ার (J. Noir) নামক একজন চিকিৎসক অনেক গুলি দুঃসাধ্য হিকা রোগীকে এই উপায়ে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন যে, একটী ৬॥ বৎসরের বালিকা হিকার জন্য মুমূর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অতঃপর দেড় মিনিট কাল তাহার জিহ্বা টানিয়া এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেওয়ায়, ২ মিনিটের মধ্যেই হিকার নিবৃত্তি হইয়াছিল, পুনর্ব্বার আর হিকা উপস্থিত হয় নাই। অপর একটী ক্ষয় রোগীর হিকা

নিবারণার্থ বহুবিধ চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায়, অবশেষে এই প্রক্রিয়ায় তাহার হিক্কা আরোগ্য হয়। আশাকরি, এই সহজ প্রক্রিয়াটি পাঠকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

কলেরার প্রতিষেধক।—

বর্ত্তমান চৈত্রমাসে অত্রস্থান সন্নিকটবর্ত্তী নিশ্চিন্দাপুরে কলেরার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়ে অনেকগুলি রোগীকে নাইকর আসে নিকেলিস দ্বারা আরোগ্য করাইয়াছিলাম। তৎপরে কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তিকে ২ ফোটা মাত্রায় বিচউড্ ক্রিয়োজোট প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিই, বলা বাহুল্য যে, ইহাদের মধ্যে একব্যক্তিও কলেরাক্রান্ত হয় নাই। এমন কি, ইহাদের কেহ কেহ কলেরা রোগীর সংস্রবে সর্ব্বদা বাস করাতেও কেহ পীড়াগ্রস্ত হয় নাই. আশা করি, পাঠকগণ কলেরার প্রতিষেধক কল্পে ক্রিয়োজোট পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(চিঃ প্রঃ সম্পাদক)।

উপদংশ পীড়ায়—কুইনাইন।—

ব্রিটিশ সামরিক বিভাগে উপদংশ পীড়ার প্রাদুর্ভাব দমনার্থ বিশেষরূপ আলোচনা ও পরীক্ষা হইয়া থাকে। এতদর্থে আলেকজেন্ড্রা মেমোরিয়াল নামক একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক উপদংশ সম্বন্ধে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ উপায় নির্দ্ধারণ করাতে ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার মতে উপদংশ পীড়ায় একমাত্র পারদ ব্যবহার অপেক্ষা এতদসহ কুইনাইন ব্যবহারে যথোচিত উপকার পাওয়া যায়। প্রথমে পারদ প্রয়োগ করতঃ উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়ার পর কুইনাইন সহ ফেরি পারক্লোর একত্রে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইনি বলেন যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়া রোগ জীবাণুর উপর জীবাণুনাশক হইয়া অবয় ক্রিয়া প্রকাশ করে। উপদংশ পীড়ার উৎপাদক "স্পাইরোসিটি" নামক জীবাণুর উপর তদ্রূপ জীবাণুনাশক ক্রিয়া প্রকাশ করে। উপদংশ পীড়ার দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ত্বকে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্ব্বল হয়, তখন মধ্যে মধ্যে পারদ এবং কুইনাইন প্রয়োগ করিলে নিশ্চিত উপকারের সম্ভাবনা।

গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বরে ইউকুইনাইন (Euquine)

ই, গ্র্যাণ্ড নামক জনৈক চিকিৎসক গেজেট ডি, অস্পিড্যালি নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে গত ৯ই নবেম্বর (১৯০৯) লিখিয়াছেন যে, গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বরে ইউকুইনাইন ব্যবহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং নিরাপদ। অন্যান্য কুইনাইনের ন্যায় এতদ্দারা জরায়ু সঙ্কোচ বা কোন বিষক্রিয়া উৎপাদনের সম্ভাবনা নাই।

চিঃ প্রঃ।

(Special)

Handicrafts.

সহজ শিল্প।

How to make filter,

কেমন করিয়া জল পরিষ্কারের ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয়।

দূষিত জল পান করিয়া বিবিধ উৎকট পীড়া জন্মে, এই জন্য জল পরিষ্কার করিয়া পান করা উচিত। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরায় দেশ উজাড় হইতে বসিয়াছে, সাধারণ লোকে সামান্য একটু পরিশ্রম করিয়া নিজের সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেও কাতর। এদেশে—এমন—কুঁড়ের বাদসা আমরা, আমাদের ঘরে ঘরে ফিল্টার এক একটা নিজেরা করিয়া লইতে ক্ষতি কি? সেইজন্য কেমন করিয়া ঘরগড়া ফিলটার প্রস্তুত করিতে হয় বলিব। বিদেশী আমদানি ফিলটার ক্রয় করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইলে যে সকল পয়সা বাঁচিয়া যায়। ফিল্টার প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ, আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে একটা ফ্রেমের উপর বালী, কয়লা ইত্যাদি দিয়া ফিল্টার করা হইত, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান লইত, নানা ঝঞ্ঝাট ছিল। সেইজন্য বিদেশী আমদানী ফিল্টার এদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের স্থান পাইয়াছিল। ইহাতেও ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় কেহ আর ফিল্টারই ব্যবহার করে না, কিন্তু নিজেরা একটা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ক্রমে তাহারই জলপান করা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

ফিলটারের পাত্র।

একটা মাটীর ফুলের টব্ যোগাড় করিতে হইবে, অবশ্য একটু ভাল এবং একটু বড় হওয়া আবশ্যক। সেটা জলের ব্যয় বুঝিয়া ছোট বড় যেমন আবশ্যক, স্থির করিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা বড় লোক, অবস্থাপন্ন, তাঁহারা আমদানী ফিল্টার ক্রয় ব্যতিত যে অন্য কোনরূপ পছন্দ করিবেন, সেটা দুরাশা বটে। কুমারদিগকে উৎসাহিত করিলে এদেশেও ফিল্টারের মাটীর পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে। চলনসই ফিল্টার করিতে হইলে অন্ততঃ ১২ ইঞ্চি গভীর, ১২ই উপরের পরিধি এবং ৮ ইঞ্চি নীচের পরিধি হওয়া উচিত। এইরূপ ফিল্টারে প্রায় ১৷৷০ গ্যালন জল ধরিতে পারিবে। তাহা হইলে একটা ছোটখাট গৃহস্থের চলিয়া যাইতে পারিবে। আট, দশ আনা ব্যয়ে এমন একটা পাত্র করান যাইতে পারে। ফুলের টপ্ না হইলে সেইরূপ যে কোন প্রকারের মাটীর পাত্র দ্বারাও হইতে পারে। তবে ইহার মুখ প্রশস্ত হওয়ার আবশ্যকতা আছে।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

বাউলের গান।

—:০:—

"একটি ভিক্ষা দাও মা!"

(১)

ব্রহ্ম-যজ্ঞাগারে, ত্রিবেণীর ধারে,
জনশূন্য দ্বীপে, সাগরের পারে,
কিংবা গিরিচূড়ে, গভীর গহ্বরে,
গহন কাননে, বিজন-প্রান্তরে,
ভিকারী-কুটীরে, রাজ-দরবারে,
ইন্দ্র-পুরে, কিংবা যমালয়-দ্বারে,
যখন যেখানে রাখ মা আমারে,
ভুলি না যেন গো ডাকিবারে মারে॥

(২)

মা মা মা মা ক'রে যেন মা তোমারে,
বারে বারে আমি পারি ডাকিবারে,
তখন (ও) যেন মা, যখন আমারে
আসি' বন্য পশু' চা'বে গ্রাসিবারে,
কিংবা কাম ক্রোধ উগ্র মূর্ত্তি ধ'রে
আসিবে তুলিতে মোরে পশু ক'রে,
ভুলিতে তোমারে বল্‌বে বারেবারে
তখন (ও) যেন মা, ডাক্‌তে পারি মারে॥

(৩)

পীড়ার যন্ত্রণা করিলে অস্থির,
ক্ষুধাপিপাসাতে হইলে অধীর,
অভাবে যখন নেত্রে ব'হে নীর,
অন্তিমে অবশ হ'বে এ শরীর,
ভুলে যা'ব কথা, ভুলে যা'ব ভাষা,
চলে যাবে আশা, না র'বে মা দিশা,
তখন (ও) যেন মা, না ভুলি তোমারে।
প্রাণভরে' পারি ডাকিবারে মোরে॥
ভিক্ষা দাও ওমা—দাও মা আমারে।
(কভু) না ভুলি "মা" বলি ডাকিতে তোমারে॥

ত্রিঃ শ্রীআউলচাঁদ বাউল।

হারানিধি।

—০::০::০—

(গল্প)

দৌলতপুরের একটী দ্বিতল অট্টালিকার বারাণ্ডার উপর এক পঞ্চাসত বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আসীন, এমত অবস্থায় তদীয় গৃহিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ গুরুচরণ বাবুর আফিঙ্গের মৌতাতজনিত অবসন্নতা ভঙ্গ করিয়া তুলিলেন। গুরুচরণ বাবু সেকালের লোক, সামান্য একটী জমী জায়গা এবং তেজারতির আয়ে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটীকে কোনরূপে সুখের করিয়া লইয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। গুরুচরণ বাবুর একমাত্র কন্যা মোহিনীর আজ ২ বৎসর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সামান্য দেনা পাওনার জন্য বৈবাহিকের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় জামাতা বিজনকুমার বিবাহের পর হইতেই আর শ্বশুরালয়ে আসিতে পান নাই। বিজনকুমারের পিতা বলিয়াছিলেন,—'যদি পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া শ্বশুরালয়ে যায়, তাহা হইলে বিজনকুমারকে ত্যজ্যপুত্র করিবেন"। অগত্যাই পুত্র বিজনকুমার আর শ্বশুর বাড়ী কখনও আগমন করেন নাই।

বালিকা মোহিনী কুলিনের মেয়ে, সেই জন্য চতুর্দ্দশবর্ষে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মোহিনী সুন্দরী, তাহার সরলতাময় চক্ষু দুটি দ্বারা বিবাহের শুভদৃষ্টির সময় সেই সলজ্জ দৃষ্টি যে বিজনকুমারের দৃষ্টির সহিত এক মুহূর্ত্ত মাত্র সম্মিলিত করিয়া তাহার হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়ের সম্মিলন করিয়াছিল, তাহা বিজনকুমারের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পিতার নির্ব্বন্ধ অনুরোধেও বিজনকুমার যখন নানা ওজর আপত্তিতে পুনর্ব্বার বিবাহ প্রস্তাবে পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা মোহিনী এখন ষোড়শী, সর্ব্বদাই উদাসীনা। বেশ ভূষা, আহারে কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই, সে সর্ব্বদাই বিষাদিনী। জননী মাতঙ্গিনী কন্যার এই ভাব দেখিয়া অহরহ মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ বিজনকুমারের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শুনিয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। গুরুচরণ বাবুও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিষয় কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকার জন্য বড় একটা এ বিষয়টায় মনোযোগ দিতে পারিতেন না। তাই আজ মাতঙ্গিনী আসিয়া গুরুচরণের সন্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এই তোমার ঘর সংসার রহিল, আমি চলিলাম।"

গুরুচরণবাবু গৃহিণীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলেন; মাতঙ্গিনীর চক্ষু হইতে দরদর বেগে অশ্রুধারা গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে। আস্তে আস্তে বলিলেন,—"মাতঙ্গিনী কাঁদচো কেন?"

"কান্দ্‌ছী কেন? পূর্ণ বয়স্কা কন্যার প্রাণের রোদন বুঝি দেখ নাই, পিতার কঠিন প্রাণ তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু মার প্রাণ তাহা দেখিয়া কাটিয়া যায়।"

গুরুচরণ নির্ব্বাণোন্মুখ ফরসীর কলিকাটির উপরে হস্ত দিয়া গুড়ুকের অস্তিস্বতা উপলব্ধি করিয়া নলটী মুখে দিয়া বল্লেন—কি করা যাবে বল, মেয়ের অদৃষ্ট, এত খরচ পত্র করে সোনারচাঁদ জামাই কল্লেম, সে যে এমন কসাইয়ের ছেলে, তা কেমন করে বুঝ্‌বো গিন্নি! বাস্তুভিটেটী বিক্রি করে তাহার পিতার দাবীর টাকা দিলেও যদি হ'তো, আমি তাও কর্ত্তেম, কিন্তু তার কসায়ের ব্যবসা, সে পুনরায় ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা চায়,—এমন অবস্থায় ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়্‌ল। আমি এমন বয়সে তাকে কোথায় খুঁজী বল দেখি! কিশোরীবাবু বল্‌ছিলেন, তিনি বিজনকুমারের কিছু কিছু সন্ধান জানেন। আজ রাত্রি আটটার সময় যেতে বলেছেন, তাই এখনই

যাব মনে করেছি। মাতঙ্গিনী উচ্ছাসভরে যেন আশ্বস্ত হয়ে বল্লেন, তবে দেরী করোনা এখনই যেয়ে যেমন করে হোক তাহার সন্ধান করে এস। কিশোরী বাবু—কে সে?

গুরুচরণ বল্লেন, "আমাদের জমীদার মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাবু। বিজনকুমার এবং কিশোরী কলিকাতায় এক বাসাতেই থাক্‌ত, এক স্কুলেই পড়্‌তো।"

মাঃ। তবে তুমি এখনই যাও

গুরু। হাঁ এই তামাকটা খেয়েই যাচ্ছি।

গুরুচরণ বাবু একটী লণ্ঠন ও লাঠি হস্তে জমীদার বাবুদের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা কল্লেন, মাতঙ্গিনী হরির তলায় যাইয়া পাঁচটি পয়সা রাখিয়া বল্লেন, "কাঙ্গালের ঠাকুর! আমাদের লজ্জা নিবারণ করো।" এই বলিয়া গলবস্ত্রে তুলসী তলায় নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে, গুরুচরণ বাবু দ্বারদেশে যাইয়া কিশোরী বাবুর সহিত সাক্ষাতের জন্য দ্বারবান দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া কিশোরী বাবু নামিয়া আসিলেন এবং বৃদ্ধকে লইয়া বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানের এক প্রস্তর বেদিকার উপর উপবেশন করিয়া কিয়ৎক্ষণ উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তার পর বৃদ্ধকে বিদায় দিলেন এবং উচ্চৈস্বরে বলিয়া দিলেন, আপনি ১২ টার সময় এখানে আসিলে আমি আপনাকে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব। বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ বিদায় গ্রহণ করিবামাত্র কিশোরী বাবু "ভজন সিং" বলিয়া ডাকিবামাত্র জনৈক বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী সম্মুখে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং কিশোরী বাবু অপরিস্ফুট স্বরে তাহাকে গুটিকতক কথা বলিয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

* * * *

রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল, ভজন সিং সুদীর্ঘ লাটী হস্তে দ্বারদেশে কাহার অপেক্ষা করিতেছে। কিশোরী বাবু স্বীয় সৌধ প্রকোষ্ঠে বাতায়ন পথে একবার সম্মুখস্থ পুষ্প বাটিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, সুবিমল জ্যোৎস্নাস্নাত উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা, —দূরে মধ্যে মধ্যে পেচকের কর্কশ শব্দ গ্রামের নিস্তব্ধ রজনীর গম্ভীরতা নষ্ট করিকরিতেছে মাত্র, প্রস্ফুটিত রজনী গন্ধ এবং এবং শেফালিকার গন্ধে দুরস্থিত হোসনে হানার সৌরভকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এমন সময় বৃদ্ধ গুরুচরণ বাবু আহারাদি সমাপন করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, ভজন সিং অভিবাদন করিল এবং কিশোরী বাবু নীচে নামিয়া আসিয়া উভয়কে বিদায় করিয়া দিলেন।

* * * *

৪ দিবস পরে মাতঙ্গিনী গুরুচরণ বাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, জামাতা বিজনকুমারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তিনি অগ্রে গমন করিতেছেন, আমি বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিয়া যাইতেছি, চিন্তিত হইবে না।

এই সংবাদে সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। প্রতিবাসিনীগণ জামাতাকে আদর অভ্যর্থনার জন্য লাগিয়া গেল, বলিতে কি, বাড়ীতে একটা বিবাহের ঘটা পড়িয়া গেল। অপরাহ্নে মোহিনীর সমবয়স্কাগণ তাহাকে ধরিয়া নানা ছাঁদে তাহার কেশ বিন্যাস করিয়া দিয়া গেল। অলঙ্কারে ভূষিতা আলতা শোভিতা চরণ দেখাইয়া গ্রামের নাপ্‌তিনী বলিল, "ঠাকুরঝি এতেও যদি ঠাকুরজামাই না ধরা পড়েন, তবে আমার অদৃষ্ট। মোহিনী লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া কোনরূপে মনোভাব চাপিয়া রাখিলেন।

* * * *

ডাকাতি।

দৌলতপুরে গুরুচরণ বাবুর বাটীতে পল্লীবাসিনীগণ আগত প্রায় জামাতার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ৮টা বাজিয়া গেল। কতবার মাতঙ্গিনী বহির্বাটির দ্বার দেশ পর্য্যন্ত যাইয়া দেখিয়া আসিলেন। মোহিনী বোধ হয় আশা নিরাশার সহিত যুঝিতে যুঝিতে ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু বিজন কুমার আসিলেন না। ক্রমে পল্লীবাসিনীগণও রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সহসা বাটীর পশ্চাৎ দিকে কিসের শব্দ শুনা গেল, সকলেই চমকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল যে, প্রাচীরের উপর হইতে ২টা লোক বাড়ীর ভিতর লাফাইয়া পড়িয়া খিড়কীর দ্বার খুলিয়া দিল এবং পর ক্ষণেই প্রায় ২০ জন লোক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত মহিলাগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। চারিদিকে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া লোকজন ছুটিয়া আসিল, কিন্তু দস্যুগণের লাঠির চোটে কেহ প্রবেশ করিতে পারিল না। মাতঙ্গিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, প্রাতবেশীগণ এত বিব্রত যে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। যখন মাতঙ্গিনীর চৈতন্য হইল, যখন গ্রামের লোক দস্যুগণের পলায়নের পর গৃহ প্রবেশ করিল তখন দেখিল মাতঙ্গিনীর প্রাণসমা কন্যারত্ন মোহিনী নাই! গৃহের সমস্ত সামগ্রী রহিয়াছে, কেবল নাই মোহিনী! অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্বর্ণ চসমা পরিশোভিত একটি নবীন যুবক কয়েকজন পাইক লইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ইহারই নাম কিশোরী বাবু। তিনি বহুস্থানে অনুসন্ধানের জন্য সেই স্থানে বসিয়াই লোক পাঠাইলেন, কিন্তু দস্যু বা মোহিনীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল, কিন্তু স্বয়ং পুলিস সাহেব ও

ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিয়াও কোন কিনারা করিতে পারিলেন না। গুরুচরণ বাবুর বৈবাহিকের বাড়ীতে গুরুচরণ বাবুর সন্ধানের জন্য লোক পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেখানে যান নাই।

পুলিস সাহেব গুরুচরণের সাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলেন, তাহাতে তিনি দেখিলেন, গুরুচরণ বাবু, তাঁহার বৈবাহিক বাড়ী যাইবেন, বিজনকুমার অস্থই যাইতেছেন। কিন্তু জামাতাও আসিয়া পৌছিল না। কিশোরী বাবু তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন যে, তাঁহার জামাতা বিজনকুমার আমার অতি প্রিয় বন্ধু, আমরা কলিকাতায় একত্রেই পড়িতাম। সহসা তিনি নিরুদ্দেশ হয়েন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি নিশ্চিন্তপুরে সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদধারী একজন সাধুকে এক বৃক্ষতলে দেখিতে পাই। দেখিয়াই তাঁহাকে বিজনকুমার বলিয়া চিনিতেও পারি, কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই, সেই জন্য কোন গোলমাল না করিয়া আমি আমার দ্বারবানের সহিত গুরুচরণবাবুকে পাঠাইয়া দিই। দ্বারবান আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে, বিজনের সহিত তাহার সাক্ষাত হইয়াছিল, তাঁহারা আমাকে বিদায় করিয়া দিয়া বৈবাহিকের বাড়ী গিয়াছেন। এ পত্রেও তাহাই লিখিত আছে।

পুলিস সাহেব এবং ম্যাজিষ্ট্রেট স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু এ রহস্য উৎঘাটন করিতে পারিলেন না। কিশোরী বাবু পুলিসের লোকদিগকে এবং পুলিসসাহেব এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে সাদরে তাঁহার বাগান বাড়ীতে লইয়া গিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া অহোরাত্র তাঁহাদের সহিত এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনীর রক্ষণাবেক্ষণের এবং সেবাশুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে গুরুচরণ বাবুর জনৈক আত্মীয়ের সন্তান বাড়ীতে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া সেই রাত্রেই রাগ করিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া যায় এবং সেই রাত্রে গ্রামের দক্ষিণাংশে নদীর পরপারে একটা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রাত্রি যাপন করে। পর দিন সে নদী পার হইয়া আসিবার সময় একটা মাকড়ী কুড়াইয়া পায়, পুলিস সন্ধান পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

পানাগড় ষ্টেশনে।

পানাগড় ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপর ট্রেণ আসিবার পূর্ব্বে সহসা একটা জনতা হইয়া উঠিল। একখানি পাল্‌কীতে একটী স্ত্রীলোককে লইয়া ৮জন বেহারা ট্রেনে উঠাইতে আসিয়াছিল, সহসা পাল্‌কীর ভিতর হইতে সকরুন রোদনের ধ্বনি শুনিয়া পুলিসের সন্দেহ হইল। একজন সুন্দর বাঙ্গালী যুবক সব্‌ইন্‌স্পেক্‌টর পালকীর পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান, চারিদিকে যাত্রীগণ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, দারোগা বেহারা দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ পাল্‌কীর স্ত্রীলোক এরূপে কাঁদিতেছে কেন?" একটা পাইক সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর মেয়েরা শশুর বাড়ী যাইবার সময় চিরকালই কান্দিয়া থাকে।" এমন সময় ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া বলিলেন, দারোগা বাবু ব্যাপার কি? "এই পালকীর ভিতর একটী স্ত্রীলোক কাতরকণ্ঠে কাঁদিতেছে শুনিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতেছি। ষ্টেসনমাষ্টার বলিলেন, বোধ হয় শ্বশুর বাড়ী যাইতেছে সেই জন্য রোদন করিতেছে।" কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। পালকীর মধ্য হইতে স্ত্রীলোকটী একবার দারোগা বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পালকীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কেবল এই মাত্র শুনিতে পাওয়া গেল, "ওগো এরা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।" এই শুনিবামাত্র পালকীর বেহারাগণ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, পাইক দ্রুতপদে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, দেখিয়া দারোগা যাত্রীগণের সাহায্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পালকীর দ্বর উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, এক ষোড়শ বর্ষিয়া যুবতী মুর্চ্ছিতা হইয়া পালকীর মধ্যে পড়িয়া আছে। দারোগা বাবু যেন এ মুর্ত্তি কোথায় কখন দেখিয়াছেন মনে হইতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কখন দেখিয়াছেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। প্লাট্‌ফরমের উপর ভদ্র মহিলাকে বাহির করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া পালকী থানাকে রেলপুলিসের থানায় লইয়া যাইতে হুকুম দিয়া নিজে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। প্লাটফরমের যাত্রীগণ "কি হইয়াছে,কেন ধরিয়া লইয়া গেল" ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় পশ্চিম হইতে একখানি ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং যে যাহার আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

* * *

নীলকুঠীর ব্যাপার।

দৌলৎপুরের ঠিক পশ্চিম দিকেই চারি ক্রোশ দূরে একটা প্রান্তরের মধ্যে একটা নীলকুঠীর ইষ্টক নির্ম্মিত সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে খানকতক প্রকোষ্ঠ, এখনও নীলকুঠীর ভূতপূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। নীল চাষ উঠিয়া গিয়াছে, নীলকুঠীর কাজও বহুদিন বন্ধ গিয়াছে, কিন্তু অট্টালিকাদি এখনও ধ্বংশ হয় নাই, এই কুঠীর চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধক্রোশের মধ্যে কোন বাস নাই, কেবল দক্ষিণ দিকের একটি ক্ষুদ্র গোপপল্লীর ইতস্তত ব্যবধানে বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি কুঠীর। রাখাল বালকেরা গ্রাম হইতে গোচরণ করিতে করিতে আসিয়া কুটীরের প্রাচীর উল্লঘন করিয়া এই কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রাঙ্গনস্থ উদ্যানের আম,

জামরুল প্রভৃতি পাড়িয়া খায়, কেহ রক্ষকও নাই, অন্য কোন ভক্ষকও নাই। কুটীর সম্মুখস্থ ফটক শৃঙ্খল দ্বারা বাহির দিকে তালা চাবি বন্ধ, কে বন্ধ করিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র পল্লীর গোপগণের মধ্যে যাহারা প্রবীণ, তাহারা এই কুঠীকে "জয় গোবিন্দ বাবুর কুঠী" বলিয়া ডাকে।

সহসা একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় গ্রামের নরনারী আসিয়া কুঠীর চতুর্দ্দিকে মহা গোলোযোগ করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাখাল বালকগণ বাগানের মধ্যে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া চিরদিনই ঢুকিয়া থাকে, কিন্তু জনরব, আজ তাহারা ইহার মধ্যে একটা জ্যান্ত ভুত দেখিয়াছে, তাহারা গ্রামে যাইয়া সংবাদ দিতেই দলে দলে সমস্ত লোক সেই কুঠীর নিকটে আসিয়া স্থানটাকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত সংবাদ লইয়া আসিতে সাহসী নহে। ক্রমে সংবাদটা লোক মুখে থানায় যাইয়া পৌছছিল। দলে দলে লোক আসিতেছে, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারে না। থানার দারোগা বাবুরও কৌতুহল জন্মিল, তিনিও ২ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া কুঠীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং অনুচর দুইজনকে প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া মধ্যে প্রবেশ করিবার আদেশ দিলেন। তাহারা একটু পরে প্রাচীরের নিকট আসিয়া বলিল "দারোগা বাবু কি ভয়ানক ব্যাপার" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে চমকিয়া উঠিল।

* * * *

দৌলতপুরের সংবাদ।

পাঠকগণ বোধ হয়, দৌলতপুরের সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত। দৌলতপুরে মাতঙ্গিনীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার স্বামী ও কন্যার শোকে তাঁহার মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতেছে। গুরুচরণ বাবুর কোন সন্ধান নাই, পুলিস মোহিনীর কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। এখনও দারোগা, কনষ্টেবল, সুপারিন্টেনডেণ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট দৌলতপুরে অবস্থান করিতেছেন। কিশোরী বাবু অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া তদন্তের সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন কিনারা হইয়া উঠে নাই। কিশোরী বাবু মাতঙ্গিনীর সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। মাতঙ্গিনীকে ডাক্তার দেখিতেছে, গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কিশোরী বাবুর অল্প বয়সে এরূপ অলৌকিক মহত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। গুরুচরণ বাবুর প্রতিবেশীর যে বালককে গ্রেপ্তার করিয়া কবুল জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইতেছিল, তাহার প্রমাণ না পাওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই সকল ঘটনার প্রায় ৭ দিন পরে একদিন অতি প্রত্যুষে একদল পুলিসের লোক সহসা দৌলতপুরে আসিয়া। উপস্থিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের বড় সাহেব সেইদিন হতাশ হইয়া সদরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহারা কিশোরী বাবুর বাগানের ফটকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিশোরী বাবুকে আদর আপ্যায়ন করতঃ তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া অশ্বে আরোহন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় ফটকের পার্শ্ব হইতে নবাগত একদল পুলিসের নায়ক, অগ্রসর হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের বড় সাহেবকে অভিবাদন করিল এবং কিশোরীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় আপনার নাম কি কিশোরী বাবু?

কিশোরী বাবু বল্লেন "আজ্ঞে হাঁ মহাশয়।"

ইনস্পেক্টর তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন "By the name of Queen, I arrest you" মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার নাম লইয়া আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

কিশোরী বাবু শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন "অপরাধ"? ইনস্পেক্টর বলিলেন, সময় হইলেই শুনিতে পাইবেন। দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া সবইনস্পেক্টর অনুচরগণের হস্তে কিশোরী বাবুকে সমর্পন করিয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া থানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পুলিসের বড় সাহেব বা ম্যাজিষ্টেট কেবল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবাক হইয়া দেখিলেন মাত্র। কিন্তু পুলীস কর্ম্মচারীর কার্য্যে বাধা দিলেন না।

মুহুর্ত্তমধ্যে গ্রামে এসংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। কিন্তু কিশোরী বাবুর ন্যায় সদাশয় যুবক কেন যে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, কেহই তাহার কারণ খুজিয়া পাইল না। এমন কি পুলিসের বড় সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটও ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। দৌলতপুরে একজন পুলিস ইনস্পেক্টর এবং কয়েক জন কনেষ্টবল রহিল মাত্র। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের বড় সাহেব সদরে চলিয়া গেলেন।

নীলকুঠির ভূত।

নীলকুঠির দ্বার ভগ্ন করিয়া পুলিস এবং গ্রামবাসী কুঠীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটা লোক অর্দ্ধমৃতাবস্থায় একটা কামরার মধ্যে শায়িত রহিয়াছে। দারোগা বাবু লোক জনের সাহায্যে সেই মৃতপ্রায় লোকটাকে একটা খাটীয়ায় করিয়া লইয়া সদরের হাঁস-পাতালে পাঠাইবার জন্য পানাগড় ষ্টেশনে লইয়া গেলেন, ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, পুলিস কোনরূপে লোক জনকে হটাইয়া দিয়া দারোগা বাবু সেই মৃতপ্রায় দেহকে রেল পুলিসের থানায় লইয়া গেলেন। কারণ ট্রেনের তখনও যথেষ্ট বিলম্ব ছিল। রেল পুলিসের সব ইনস্পেক্টর বাবু সবে মাত্র দৌলতপুর হইতে কিশোরী বাবুকে বেঙ্গল পুলিসের সাহায্যে গ্রেপ্তার করিয়া ফিরিয়াছেন।

যে দারোগা নীল কুঠি হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? সব ইনস্পেক্টর বাবু বল্লেন "ব্যাপারত কিছু এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা,তবে লোকটা সুস্থ হলে, কথা কয়বার শক্তি হলে বোধ হয় অনেক রহস্য প্রকাশ হতে পারে।"

সেই ট্রেনেই রেল পুলিসের দারোগা তাঁহার আসামীগণকে হাতকড়ি লাগাইয়া রিজার্ভ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া একটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বের একটা রিজার্ভ কামরায় উপবেশন করিলেন। তাহার পরবর্ত্তী কামরায় খাটীয়া সমেত মৃতপ্রায় বৃদ্ধকে উঠাইয়া দিয়া নীলকুঠী হইতে আগত দারোগাবাবু উপবেশন করিলেন। ট্রেন যখন চলিতেছে, তখন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকটী একবার পার্শ্বস্থ কক্ষের মৃতবৎ লোকটীর মুখের দিকে তাকাইয়া "বাবাগো" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। রেলের দারোগা বাবু অতিকষ্টে মহিলাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন, কিন্তু মহিলাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। যথা সময়ে ট্রেন আসিয়া জেলার সদর ষ্টেশনে থামিলে সকলে নামিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

কিশোরী বাবু।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কিশোরী বাবুকে জামিনে খালাসের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরী বাবুকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। রেল পুলিস যখন পাইক এবং বেহারাদের বস্ত্র অনুসন্ধান করেন, তখন তাহাদের নিকট একখানা পত্র বাহির হইয়া পড়ে, সেই পত্র পড়িয়া রেল পুলিসের দারোগা বাবু কলিকাতা পুলিসে টেলিগ্রাফ করেন যে, —নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের বাটীর ভাড়াটিয়া বা মালিক কে? কলিকাতা পুলিস অনুসন্ধান করিয়া জানাইলেন যে, ইহা সবে মাত্র আজ ৪ দিন কিশোরী লাল দত্ত নামক এক ব্যক্তি ভাড়া লইয়াছেন, কিন্তু তিনি এখানে উপস্থিত নাই। এই সংবাদ পাইয়াই রেল পুলিসের দারোগা বাবু দৌলতপুরে কিশোরী বাবুকে গ্রেপ্তার করেন।

জেলার দায়রা কোর্টের দিন যথা সময়ে উপস্থিত হইল; জজ জিজ্ঞাসা করিলেন,কিশোরী বাবু আপনি দস্যুতা.স্ত্রীলোক অপহরণের অপরাধে অভিযুক্ত,আপনার কিছু বলিবার আছে?

কিশোরী বাবু বলিলেন, "আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

পুলিস এক বৃদ্ধকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন. আমার নাম গুরুচরণ বন্দোপাধ্যায়, তাহার পর কিশোরী বাবু কেমন করিয়া ছলে কৌশলে রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভজন সিং দ্বারা তাঁহাকে নীল কুঠীতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিলেন। কলিকাতা মসজিদ্ বাড়ীর বাড়ীওয়ালা কিশোরী বাবুর একখানি পত্র হাজির করিলেন এবং বলিলেন, ভাড়া লইবার ২১ দিবস পূর্ব্বে তিনি এই পত্র লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া অগ্রিম ৬ মাসের ভাড়া দিয়াছেন, তাহাও দেখাইলেন। যখন আর গত্যন্তর নাই, তখন কিশোরী বাবু অকপটে জজের সম্মুখে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আমি ও বিজন বাবু একই স্কুলে পড়িতাম এবং একই বাসায় থাকিতাম। বিজনের পিতা যখন পুত্র বধুকে লইতে চাহিলেন না, তখন মোহিনীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া তাহাকে হস্তগত করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার পর আমি শুনিলাম, যে বিজন আজ ২ বৎসর নিরুদ্দেশ। আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না। কৌশলে গুরুচরণ বাবুকে আমি আমাদের পরিত্যক্ত পুরাতন নীল কুঠীতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলাম, এবং সেই রাত্রেই মোহিনীকে হরণ করিয়া পানাগড় হইতে কলিকাতায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। কিন্তু ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মগতি! তাহারা পাল্কী সমেত রেল পুলিস দ্বারা ধৃত হইল। তাহার পর আমি ধৃত হই—এই বলিয়া কিশোরী বাবু নীরব হইলেন। জজ সাহেব রায় লিখিয়া বলিলেন, কিশোরী বাবু! আপনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, আপনার বয়স অল্প, এই সকল বিবেচনায় আমি আপনার সর্ব্ব প্রকার অপরাধের জন্য মাত্র দশবর্ষ কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ করিলাম।

কিশোরী বাবু কাঠগড়াতেই মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। অবশেষ জজ সাহেব রেল পুলিস কর্ম্মচারীর দক্ষতার প্রশংসা করিলেন।

রেল পুলিসের দারোগা বাবুর নাম বিজনকুমার, পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দিন পরে পুলিসে প্রবেশ লাভ করেন। পাছে তাহার পিতা সন্ধান পায়, বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই পরচুলের গোপ ব্যবহার করিতেন, মোকর্দ্দমা নিষ্পত্য হইয়া যাওয়ার পর অবগুণ্ঠনবতী মোহিনীর এক হস্ত ধারণ করিয়া এবং অপর হস্তে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া আদালত হইতে বাহিরে আসিলেন এবং একখানি গাড়ীতে উঠিলেন। যথা সময়ে বাসায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মোহিনী এ পর্য্যন্ত দারোগা বাবুর নাম জানিতেও পারে নাই। কিন্তু তাহার সততায় মুগ্ধ হইতেছিল, আরও তাহার অতি ক্ষীণ স্মৃতির মধ্যে বিজনকুমারের ন্যায় চেহারা সাদৃশ্য দেখিয়া চঞ্চল হইতেছিল। আহারাদির পর যখন বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া মোহিনীকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া বলিতেছেন—"মোহিনী—মোহিনী আমার হারানিধি! আর কি তোকে পাইতাম"

সহসা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দারোগা বাবু গৃহ প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের চরণ স্পর্শ করিলেন—বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে আপনি? আজ্ঞে আমি বিজনকুমার—মোহিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একবার ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিল, বিজনকুমার নিজের পরচুলের গোঁপ, জোড়াটীকে ফেলিয়া দিলেন, মোহিনী এক হাত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ চিনিলেন, দুই চক্ষে দর দর অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। বৃদ্ধ কেবল মোহিনীর এবং বিজনকুমারের হাত একত্র করিয়া বলিলেন, আজ আমার হারান মানিক দুটী ফিরিয়া পাইলাম। সেই রাত্রেই ভোরের গাড়ীতে তাহারা দৌলতপুরে ফিরিলেন মাতঙ্গিনী মৃতদেহে যেন প্রাণ পাইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিলেন "কিশোরী বাবুর এই কাজ," গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা অবাক হইয়া গেল। নবাগত জামাতার আদর অভ্যর্থনার আয়োজন হইতে লাগিল।

* * *

সন্ধ্যার পর মোহিনীর সহিত বিজনকুমারের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল—তখন বিজনকুমার মোহিনীর করধারণ করিয়া কেবল মাত্র বলিলেন মোহিনী "আমায় ক্ষমা করিও"।

* * * *

তিন দিন পরে মোহিনীকে লইয়া বিজন কুমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার চরণে মোহিনীকে সমর্পণ করিয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বিজনের পিতা বাহু প্রসারণ করিয়া বিজন ও পুত্র-বধুকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, হায়! হায়। এ সমস্তই আমারই নিষ্ঠুরতার এই পরিণাম! বিজনের মাতা আহ্লাদে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

উপসংহার।

কিশোরী বাবুর কারাদণ্ড আসিলেও লাঘব হইল না। জয়গোপাল দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র কিশোরী বাবুর স্ত্রী যখন স্বামীর কারাদণ্ড বার্ত্তা এবং অনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিলেন, তখন মনোদুঃখে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উৎকট পীড়া হইলেও বহুদিন পূণ্য জীবন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষে যেন সমস্ত সংসারটা শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। কিছু দিন নির্জ্জনে প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকায় কাটাইয়া একদিন অপরাহ্নে মোহিনীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া স্বামীকৃত অপরাধের জন্য সজল নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিশোরী বাবুর সাধ্বী স্ত্রী সাবিত্রীর এই আচরণে সমস্ত গ্রাম মুগ্ধ হইল। মাতঙ্গিনী স্বীয় কন্যার ন্যায় তাঁহাকেও আর না দেখিয়া থাকিতে পারেন না।

বিজনকুমারের পদ বৃদ্ধি হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে সুখী হইতে পারিলেন না। অহরহঃ কিশোরীর কথা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি উচ্চ কর্ম্মচারীগণের নিকট তাহার মুক্তির জন্য বিবিধ উপায় দেখিতে লাগিলেন। জগৎপূজ্যা মহারাণীর জুবিলীর সময় যখন বহু কয়েদীর কারামুক্তির আদেশ হইল, তখন বিজনকুমার কিশোরীর কারামুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহাকে কারামুক্ত করিলেন। মুক্তির দিন গাড়ী লইয়া কারাগারের দ্বারদেশে তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিশোরী মুক্তি লইয়া যখন বাহিরে আসিল তখন বিজন কুমার সর্ব্ব প্রথমেই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গাড়ীতে করিয়া স্বীয় আবাসে লইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বলিলেন, "কিশোরী! ভাই পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হও, তোমায় সাধ্বী স্ত্রীর গুণে আমরা সমস্ত ঘটনা চিরবিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, এস আজ তোমাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিয়া নিদারুণ মনঃকষ্টের লাঘব করি।"

কিশোরী বাবু যে এত অল্প দিবসেই মুক্তি লাভ করিবেন, কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই। বিজনকুমার কিশোরীকে লইয়া দৌলত-পুরে সাবিত্রির সমীপে উপস্থিত হইলেন সাবিত্রী স্বামীর মুখের দিকে কেবল চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় তাকাইয়া রহিলেন। কিশোরী সেই দৃষ্টিতে মর্ম্মাহত হইয়া অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর সাবিত্রীর যুগলকর ধারণ করিয়া বলিলেন, "সাবিত্রী আমি নরাধম কিন্তু অনুতাপে পুড়িয়া বোধ হয় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর।" যখন তাঁহার কারামুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিলেন, তখন সাবিত্রী কেবলমাত্র বলিলেন, ভগবান এই মহত্বের গুণেই তুমি ব্রাহ্মণকে বড় করিয়া ভুদেব নামে অভিহিত করিয়াছিলে। ধন্য ক্ষমা গুণ! ধন্য মহত্ব!

শ্রীললিতমোহন রায়।
ইড়পালা—লক্ষ্মণপুর।

অবকাশ।

—::০::—

প্রবাসী বাঙ্গালী আজ মহাপূজার অবকাশে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন—যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, তাহারা দেশ দেশান্তরেও যাইতেছেন। পল্লীগ্রামবাসী এবার জীবন মরণের সহিত যুঝিতেছেন। পল্লীর পুকুর, পল্লীর পথঘাট, আচার ব্যবহার সমস্তই কলুষিত হইয়াছে, ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য গৃহ বিবাদ, মনোমালিন্য, মামলা-মোকদ্দমা, তাই সহর প্রবাসী বাঙ্গালী পল্লীতে যাইয়া শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। পল্লীবাসীর সহবাসে ১০ দিন থাকিলেই অতি মহৎ ব্যক্তিও কলুষিত হইয়া অতি বড় ক্রুর

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

প্রকৃতি হইয়া বসেন। কিন্তু একদিন পল্লী-স্বাস্থ্য ভাল ছিল, একদিন গ্রাম্য পঞ্চ ভদ্র মনুষ্য দ্বারা গ্রাম্য মনোমালিন্যের মীমাংসা হইয়া পল্লীগ্রাম সরলতার আবাস ভূমি ছিল এখন এমন হইয়াছে যে, বাঙ্গালার পল্লী সর্ব্ব বিষয়েই নরক সদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নরকে বাস্তবিক যাইয়া প্রকৃতই নারকীয় পুতিগন্ধে কাতরই হইয়া পড়িতে হয়। কেন এমন হইল? যে হেতু সহানুভূতি পল্লীগ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, কেহ কাহারও সুখ-দুঃখ, স্বচ্ছন্দতা-অসচ্ছন্দতার সংবাদ রাখে না, লোকে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়াছে। নিতান্ত আত্মীয়ের নিকটও অভাব জানাইলে সাহায্য পাওয়া যায় না, দুটী টাকার জন্য তোমার ভগ্ন কুটীরখানির উপর জমিদার ও কুসীদ ব্যবসায়ীর প্রখর দৃষ্টি আছে, তুমি প্রতিবাসী, কেমন করিয়া তোমার ভিটায় ঘুঘু চরে, তাহা হইলে আমি সেই ভগ্ন কুটীর খানির অধিকারী হইব; আমি তাহারই চিন্তায় নিশীথ রজনীতে সুখে ঘুমাইতে পারি না। এই বিসদৃশ ব্যবহারে আমাতে তোমাতে যে একটা মৌখিক কাষ্ঠ-লৌকতা সাধারণ লোকে দেখে, সেটা নিশ্চয়ই যে কিছু নয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

অবকাশ সময়ে যাঁহারা পল্লীগ্রামে যান, তাঁহারা দুদিনের আমোদের আশায় গমন করেন মাত্র, কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় না। যত অসার দলাদলির ঘোঁট, এই মহাপূজার সময় পল্লী মাত্রকেই আলোড়িত করে। ইহার মূলে কিছুই নাই, কেবল একটু বেঁড়ে মানের দাবী। পল্লীতে আর শিক্ষিত ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়, অধিকাংশ স্থলে আকাট মূর্খের দলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহারা ভয়ানক মানের কাঙ্গাল, জোর করিয়া মান আদায় করিতে চায়, এবং এই শ্রেণীর দ্বারায় পল্লী গ্রামের অধিক অশান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যাঁহারা সহর হইতে পল্লীগ্রামে গমন করেন, তাঁহারা বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন—ঘাত প্রতিঘাত, আদব কায়দায় পাঁচ জনের সরল ব্যবহার দেখিয়া অন্ততঃ চলনসই হয়েন সন্দেহ নাই। তাঁহারা যদি পল্লীগ্রামে যাইয়া শুদ্ধ আমোদ প্রমোদে না কাটাইয়া একটু সংস্কার করিয়া আসেন, তাহা হইলে পল্লীগ্রামের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বেশ সামাজিক হইয়া লোকজনের সঙ্গে মিশিতে হয়, স্বাস্থ্য ও গ্রাম্য উন্নতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয়, বিপদে আপদে পরস্পর পরস্পরের ঘরে ঘরে যাইয়া সংবাদ লইতে হয়, সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে নরকও স্বর্গ তুল্য দাঁড়াইতে পারে। পল্লীর শিক্ষার উন্নতির জন্য যদি আমরা সকলে বাস্তবিক চেষ্টা না করি, তাহা হইলে পল্লীর উন্নতির আশাও আমরা করিতে পারি না। এগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে হইবে। পল্লীবাসী এখন আর সরল নয়, পাটোয়ারী বুদ্ধিতে পল্লীবাসীগণ এখন সহরের ভ্রাতাদের কাঁধে উঠিয়াছে। পল্লীবাসীর চরিত্র এখন ভীষণ হিংস্র জন্তুরও অধম হইয়াছে। সহর অপেক্ষা পল্লীর ধর্ম্মভাব এক প্রকার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন কোন স্থলে টীকি, লম্বা তিলক, কোসা ঠং ঠং, গলায় ত্রিকণ্ঠী, নামাবলীর আড়ম্বর আজও আছে বটে, কিন্তু ভিতর দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, অনেক স্থলেই এই সকল উপকরণ স্বার্থ সিদ্ধির উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইলেই সরল বিশ্বপ্রেমের নিকট পাষণ্ড ভণ্ড এক দিন নতশীর হইতে হয়। পল্লীবাসীর এইরূপ পৈশাচিক ব্যবহারেও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয়। ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া প্রেমে বশীভূত করিয়া উপদেশে, উপকারে বশীভূত করিতে হইবে, তবে অবকাশের সার্থকতা হইবে। এইগুলি করিতে হইলে আগে নিজেকে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যেককে প্রকৃত ভদ্রলোক হইতে হইবে। প্রকৃত ভদ্রলোক কদাচ মানের কাঙ্গাল হয়েন না, প্রভুত্ব প্রয়াসী হয়েন না, স্বার্থান্ধ হইয়া হিতাহিত বিবেচনার শক্তি লোপ করেন না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন হইলেই মানুষ সমদর্শী হয়, স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে প্রাণ ঢালিয়া দেয়, দেশকে, দেশের লোককে ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, তখন পরার্থেই তাহার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়। মানের কাঙ্গাল প্রকৃত মান পায় না, কিন্তু পরার্থে আত্মনিয়োগে মান লুঠাইয়া পড়ে এই রহস্য শিক্ষিত (বাসীর স্বীয় পল্লীবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে নরক সদৃশ অসরল পল্লীকে আমরা নিজেরাই স্বর্গে পরিণত করিতে পারি। অবকাশ সময়ে স্বদেশে স্বগ্রামে যাইয়া এই সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া একটা লোকেরও সংস্কার সাধন করিয়া আসিলে আপনি অতি বড় কাজ করিয়া আসিবেন তাহার আর সন্দেহ কি? আমাদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে অবকাশ লাভের সময় নাই। হে ধীমান! অসংখ্য কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে, অবকাশ কোথায়, অবকাশ কোথায় পাইবে। কর্ত্তব্যপরায়ণ হও, গৃহবিবাদ, মনোমালিন্য দূর কর, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় পবিত্র করিয়া কর্ত্তব্য সাধন কর, তবে ত মহাপূজায় আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে। মহাপূজার আনন্দের অভাব কি? সেবাব্রতে ব্রতি হইয়া দেখিয়াছ কি, কি অপার আনন্দ! মায়ের কোলে ভাই ভাই, কাটা কাটী মারা মারি করিব, আর মায়ের করুণা লাভে সমর্থ হইব এ দুরাশা পরিত্যাগ কর। অবকাশ বলিতে মুক্তি, মায়া মোহ অহঙ্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করিলেই অপার আনন্দে এই সংসারই স্বর্গ সদৃশ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইয়া যাইবে। তখনই প্রকৃতই মানব-জীবনের বিশ্রাম সন্দেহ নাই। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু টিকি নাড়া, বাচালতা, কোসা ঠং ঠং নাই করিলে—ধর্ম্মের সোজা রাস্তা এই, যাঁহারা সৃষ্ট এই বিশ্ব, সেই বিশ্বের তাবৎ প্রাণীকে আপনার ভাবিয়া তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োজিত করিলে কেন ভগবানের করুণা লাভে সক্ষম হইবে না। জীবকে ভাল বাসিতে শিখিলে ও টীকি বুজরুকী, কোশা কুশী না পাইলেও তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, অন্ততঃ মনের যে অপূর্ব্ব শান্তি, তাহাই জীবন্তে স্বর্গভোগ। পল্লী গ্রাম হইতে এখন এভাবটী অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়াই স্বর্গ নরকে পরিণত হইয়াছে। চিন্তা করুন।

Trade News.

ব্যবসার বাণিজ্য সংবাদ।

—:০:—

বিলাতের মেলিন্‌স ফুড লিমিটেড্ (Mellins Food Limited) কোম্পানী আমাদিগকে একখানি অতি সুন্দর কাগজে মুদ্রিত এবং অতি সুন্দর বান্ধান Progress-Book প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই প্রোগ্রেস বুকে শিশুর জন্ম হইতে স্বাস্থ্যের বিবরণী লিখিয়া রাখিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ অনেক গুলি ফরম দেওয়া আছে, তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিলে বালকের স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতির অবনতির একটা সুন্দর ধারা বাহিক ইতিহাস থাকিয়া যাইবে। পুস্তক খানি যেমন দেখিতে সুন্দর, সেইরূপ অপরি-হার্য্য আবশ্যকীয় সামগ্রী। "কাজের লোকের" গ্রাহকগণের প্রথম ১০০ জন মাত্র পাঠক এবং গ্রাহক মাত্র দুই আনার ডাক খরচে কোম্পানীর হোলসেল এজেন্টস (Messrs Mackenzie Lyall & Co. Agents for Mellin's Food. Post Box No 130) মেসার্স মেকিঞ্জিলায়াল্ এণ্ড কোং, পোঃ বাক্স নং ১৩০ এই ঠিকানায় "Business man" বা "কাজের লোকের" নাম উল্লেখ করিয়া তৎপর আবেদন করিলে পাইতে পারিবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটনমিল্ লিমিটেড।

—:০:০:০:—

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের এ বৎসর ৩০শে জুন ১৯১৫ পর্য্যন্ত ৯৪৩৭৩৷৴০ লাভ হইয়াছে। গত বৎসরের দেশের নানা আপদ বিপদেও এই লভাংশ সুবন্দোবস্তেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু ডাইরেক্টরগণ দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এবারে কোম্পানীর অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ট দিতে কোম্পানীকে অনুরোধ করিতে পারেন না। কোন বিশেষ কারণে ব্যতি ব্যস্ত কোম্পা-নীর ডাইরেকটরগণ একথা বলিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অংশীদারগণ কিছু কিছু লাভের অংশ না পাইলে উৎসাহিত হয়েন না! এবং দেশের আর দশটী যৌথ কারবারের জন্য লোকে টাকা ন্যস্ত করিতে সাহসী হয়। একথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আমরা কোম্পনীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, কারণ বঙ্গলক্ষ্মী কটন বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। ষাণ্মাষিক রিপোর্টে দেখা যায়, সুদক্ষ প্রকৃত কর্ম্মীগণের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করা হইতেছে ভাল সংবাদ সন্দেহ নাই।

Editors Scrap-Book.

• Household informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—(:০:)—

ম্যালেরিয়া।—ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট করিবার উপায় অতি সহজ। আবাসবাটীর চতুর্দ্দিকে নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালে-রিয়ার বিষ বাতাসে পরিষ্কৃত হয়। আমাদের দেশে নিম্ববৃক্ষ সম্বন্ধে নানারূপ কুসংস্কার থাকায় অনেকে গৃহ প্রাঙ্গণে নিম্ববৃক্ষ লাগাইতে চাহেন না। তৎপরিবর্ত্তে ইউ-ক্যালিপটাস বৃক্ষ রোপণ করিলেও একই ফল হয়। ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ অতি সুদৃশ্য এবং সুলভ এবং আবাসের চতুর্দ্দিকে রোপণ করিলে গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। কলিকাতার যে কোন নরসারীতে ইউক্যালি-পটাসের বীজ পাওয়া যায়। চারাগাছ ক্রয় করা অপেক্ষা তৈয়ারী করায় অতি অল্প ব্যয় হয়। বীজ ক্রয় করিবার সময় নর্শারির অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বীজ রোপণ করিবার নিয়ম ও সময় বলিয়া দিয়া থাকেন। গ্রামবাসী গৃহস্থগণ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বহু পূর্ব্বে সহচর নামক পত্রিকায় এই বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে নানাকথা প্রকাশিত হইয়াছিল। কুইনাইন ব্যবহারের পরিবর্ত্তে গ্রামবাসীগণ নিম্নলিখিত পাঁচনাটি ব্যবহার করিতে পারেন। একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ এইরূপে অনেক জ্বরাক্রান্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন :—

খেজুর গাছের কচি পাতা (শির বাদ দিয়া,—১ তোলা, মৈষ্ট মধু—১ তোলা, তিন পোয়া জলে মৃদু উত্তাপে ফুটাইয়া আধাপোয়া

থাকিতে নামাইবে। পরে অল্প গরম থাকিতে কিছু বিশুদ্ধ মধু দিয়া সকালে খালি পেটে ও সন্ধ্যায় ভোজনের তিনঘণ্টার পরে ও দুই বার করিয়া খাইতে হইবে। জ্বর ভাল হইলেও ৪।৫ দিন খাওয়া প্রয়োজন। প্রতি বার ঔষধ টাট্‌কা তৈয়ারী করা দরকার।

জ্বর জনিত মুখে দুর্গন্ধ।—উক্ত ঔষধ ব্যবহারে জ্বর জনিত মুখের দুর্গন্ধ বিদুরিত হয়।

শোষঘার (synus) ঔষধ।—শ্বেত বেলেড়ার শিকড় বাটিয়া ঘার মুখে ও চতুঃপার্শ্বে অর্থাৎ ক্ষতের সর্ব্বস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হইয়া যায়। শিকড় পাথরের জিনিষের উপর (খুব পরিস্কৃত পাথরে) বাটাই ভাল। প্রতিদিন অন্ততঃ ৫ বার লাগান উচিত।

ঠোঁট ফাটার ঔষধ।—পল্লীগ্রামের অনেক পিতামহী পৌত্র প্রৌত্রীর ঠোঁট ফাটিয়া গেলে একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া পোড়াইয়া সেই ছায়ে খাঁটী সরিষার তৈল লাগাইয়া কর্দ্দমেরমত করিয়া নিদ্রিত হইলে ঠোঁটে লাগাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে ফাটা নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। কিন্তু অনেক সময়ে ঠোঁট চাটিয়া ছোট ছোট ছেলেরা খাইয়া ফেলে বলিয়া অসুস্থ করে। আজ কাল অনেকে গ্লিসারিন লাগাইয়া থাকেন। ইহাও মন্দ নহে। অল্প জল মিশ্রিত গ্লিসারিণ দেওয়া ভাল। মাখন বা ননীর প্রলেপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক বৃদ্ধ বলেন যে, প্রতিদিন স্নানের সময় নাভিতে তৈল প্রদান করিলে ঠোঁট ফাটে না।

ছুরিতে কাটার ঔষধ।—উপরোক্ত ছাই-এর কাদা কাটায় লাগাইলে প্রায়ই আরাম হইয়া থাকে।

খোসের ঔষধ।—গন্ধকের গুঁড়া হোমা-ইট বা ইয়ালো ভেসলিনে গুলিয়া কাদার মত করিতে হইবে। পরে উক্ত মিশ্রিত পদার্থ যত হইবে, তাহার প্রতি ছটাকে ১২ ফোঁটা ষ্ট্রং কারবলিক এসিড ও অতি অল্প পরিমাণ কুইনাইন দিবে। খোস বা ঐ জাতীয় ঘা বেশ করিয়া ধুইয়া উহার প্রলেপ দিলে অতি আশ্চর্য্যরূপে ভাল হয়।

কানে পুঁজ পড়ার ঔষধ।—দুর্ব্বাঘাসের রস কানের গহ্বরে ঢালিয়া দিলে কানের পুঁজ পড়া আরাম হয়। উক্ত রস দিলে একটু জ্বালা করে, সেই জন্য ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কানে অতি অল্প পরিমাণে ৬৭ দিন দেওয়া ভাল।

চক্ষু উজ্জ্বল করিবার উপায়।—সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর চক্ষু প্রায় হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের চক্ষু পরিশ্রমে প্রায়ই জ্যোতিঃ শূন্য হইয়া যায়। এক্ষেত্রে চক্ষুকে একটু উজ্জ্বল করিয়া লইলে মন্দ দেখায় না; অধিকন্তু চক্ষুর স্বাস্থ্যও নষ্ট হয় না। কোন ইংরাজ নিম্নলিখিত উপায়ে চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তিনি অভিজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে, ইহাতে চক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না; পরন্তু দৃষ্টিশক্তি বেশ সতেজ হয়। একটা পয়সার উপরে যতটুকু জিঙ্ক সাল্‌ফেট ধরে, ততটুকু জিঙ্ক সাল্‌ফেট ১ পাইণ্ট গরম জলে গুলিয়া ছিপি আটিয়া দাও। ঠাণ্ডা হইলে ঐ জল চক্ষুতে ধীরে ধীরে ঝাপ্টা মারিলে চক্ষু উজ্জ্বল হয়। প্রতিদিন শয়ন করিবার সময় ভ্রূতে ভেসলিন লাগাইলে আরও উপকার হয়।

সর্প-বিষ।—একজন অভিজ্ঞ রোজা বলেন যে, সর্প দংশনের পর যদি ক্ষত স্থানের উপর টানিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে উক্ত দষ্ট স্থানে, শ্বেত কণ্টকারী, রঙ্গন ফুল, কৃষ্ণ তুলসী, শ্বেত অপরাজিতা, শিরিস পুষ্প বা নিম্ব, ইহাদের কোনটীর মূলের ছাল এক তোলা অর্দ্ধ পোয়া খাঁটি দুধের সহিত পরিস্কৃত পাথরে বাটিয়া ক্রমাগত প্রলেপ দিলে সাপের বিষ জল হইয়া যায়। প্রলেপ দিবার সময় কোন চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত রোজা অনেক সময়ে উক্ত দুগ্ধ মিশ্রিত ছাল খাওয়াইয়া সুফল পাইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থের উপরোক্ত বৃক্ষের মূলের ছাল যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। উক্ত জিনিষগুলি দুস্প্রাপ্য নহে।

চর্ম্ম কোমল ও চিক্কণ করিবার উপায়।—সুপরিস্কৃত বিশুদ্ধ মধু—৪ আউন্স, গায়ে মাখিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবান—২ আউন্স, বড় খলে (mortar) করিয়া রীতিমত মাড়িতে থাক। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ২।১ চামচ লাইকার অফ পটাশ ঢালিয়া দাও। যতক্ষণ না মাখনের মত হয়, ততক্ষণ মাড়িতে থাক। ৩।০ পাউণ্ড আমণ্ড অয়েলে (এসেন্সিয়াল অয়েল অফ আমণ্ড) ৩ ড্রাম, ক্লোভ অয়েল ১॥ ড্রাম, ব্যালসাম অফ পেরু ১॥ ড্রাম, ঢালিয়া দিয়া রীতিমত মাড়িয়া উপরোক্ত মধু ও সাবান ঢালিয়া রীতিমত মাড়িতে থাক। অধিকক্ষণ ধরিয়া মাড়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে কোনই ফল হইবে না। অবশেষে কৌটায় করিয়া রাখিয়া দাও; ইহা বাজারেও বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার চর্ম্ম পরিস্কার করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, এই মিশ্রিত পদার্থ একটু লইয়া ও তাহাতে ২।৪ ফোটা গরম জল দিয়া দুই হাতে ঘসিতে থাক দেখিবে, সাবানের মত দুগ্ধফেননিভ ফেনা হইতেছে। ঐ ফেনা মুখে লাগাইয়া দাও এবং অল্প পরেই নরম তোয়ালে বা গামছার দ্বারা মুখ বেশ পরিস্কৃত করিয়া লও। এইরূপ করিলে চর্ম্মের বর্ণ অনেক পরিষ্কার কোমল হয়।

মুখে মেচেতা বা ব্রণ নষ্ট করিবার উপায়।—বাজারে যে সমস্ত ঔষধ বিক্রীত হয়, তাহাতে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

প্রায়ই পারদ দেওয়া থাকে। তাহাতে অনেক সময় কুফল ফলে। নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রাতে, সন্ধ্যার সময় ও শুইবার পূর্ব্বে মাখিলে মুখের মেচেতা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড—১ ড্রাম। বৃষ্টির জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ৭ আউন্স, কলোন ওয়াটার—১ ড্রাম।

বৃষ্টির জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার।—বড় বড় ঔষধের দোকানে উক্ত জল বিক্রীত হয়, বাড়ীতেও জল চুয়ান যাইতে পারে; কিন্তু তাহার জন্য যন্ত্রপাতি আবশ্যক। জল চুয়াইবার পরিবর্ত্তে বৃষ্টির জলে কাজ হইয়া থাকে। ছাতের যে জল নর্দ্দামা দিয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহাতে কোন বিশেষ ফল হয় না। কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর, চারিটী খোঁটা পুতিয়া একখানা ১০ হাত লম্বা ও পাঁচ ছয় হাত চওড়া বিশিষ্ট মোটা কাপড়ের মধ্যস্থলে একটা পরিষ্কৃত ভারী পাথর রাখিয়া দাও এবং মধ্যস্থলে একটী কি দুইটী ছিদ্র করিয়া তাহার নিম্নে কাচের ফুদিল (funnel) দিয়া বোতল রাখ। এইরূপে জল ধরিয়া রাখিলে চুয়ান জলের কাজ করে, ইহাতে খরচ অল্প অথচ রাশি রাশি জল পাওয়া যায়। কাপড়টী বেশ পরিষ্কৃত হওয়ার আবশ্যক। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ তৈয়ারি করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই জল অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাহাছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু কিছু এই জল ধরিয়া রাখা উচিত, অনেক সময়ে প্রয়োজন লাগে।

দুর্গোৎসবের আদিতত্ত্ব ও পূজা।

—(০):০:(০)—

এই শরৎকালে রাবণ বধের নিমিত্ত রামচন্দ্র অকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অকালবোধন করিয়া দশভুজার অর্চ্চনা করেন।

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানু গ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্বয়ি কৃতঃ পুরা।"

শ্রীরামের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া রাবণ বধের নিমিত্ত পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অকালে দেবীর বোধন হইয়াছিল।

সুরথ রাজা বসন্তকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন; কিন্তু শারদীয় এই মহা পূজারই এতদ্দেশে অধিক প্রচলন। পূজা বলিলেই এই শারদীয়া মহাপূজার কথা বুঝায়। কেননা এই সর্ব্বদেবারাধ্যা জগদম্বা মহাশক্তির পূজা করিলেই সর্ব্বদেবের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। কারণ সর্ব্বদেবশক্তি হইতেই এই মহাশক্তির উদ্ভব। মহিষাসুর বধের নিমিত্ত যখন সমস্ত দেবতা একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন দেবশক্তি একত্রিভূতা হইয়া, এই মহাশক্তিময়ী নারী মূর্ত্তি মহামায়ার উদ্ভব হয়।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপ শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটী কুটিলাননৌ॥
ততোঽতি কোপ পূর্ণস্য চক্রিনো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহাত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্যচ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কুটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালা ব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোক ত্রয়ন্ত্বিষা॥

দেবতাদিগের এবম্বিধ বচন শ্রবণ করিয়া বাসুদেব ও মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন তাহাদের মুখমণ্ডল ভ্রুকুটি দ্বারা কুটিল হইয়া উঠিল। তৎপর অতীব ক্রোধ পরিপূর্ণ বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদনমণ্ডল হইতে অতি মহৎ তেজ নির্গত হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও অতীব মহাতেজ নির্গত হইয়া ঐ মহৎ তেজের সহিত মিলিত হইল। ঐ সকল তেজোরাশি নিজ শিখা দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে, দেবগণ উহা জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। তৎপর সেই স্থানে সেই সম্ভূত সেই নিরূপম তেজোরাশি মিলিত হইয়া একটী অপূর্ব্ব নারীরূপে পরিণত হইল, তখন তাহার কান্তি দ্বারা ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

এক এক দেবতার তেজ দ্বারা সেই মহাশক্তিরূপা নারী মূর্ত্তির এক এক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সর্ব্বদেব সমষ্টির শক্তি একত্রিভূতা হইয়া এই ত্রিলোকারাধ্যা মহাশক্তিময়ী জগদম্বার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা আজ ঘরে ঘরে সেই জগদম্বার অর্চ্চনা করিয়া থাকি। কেননা, ইনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না সর্ব্বাভিষ্টপ্রদা, সুখদা, মোক্ষদা, জগৎপালিনী জগদম্বা, দুর্গতিহারিণী দুর্গা নামে বিখ্যাতা। তাই ভক্তগণ বলিয়া থাকেন।

"ত্বং দুর্গে দুর্গ রূপাসি সুরতেজো মহাবলে।
মেনানন্দ করে দেবী সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে।
এ হেহি ভগবত্যম্ব শক্র ক্ষয় জয় প্রদে।
ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নব দুর্গে সুরার্চ্চিতে॥
আয়ুর্দ্দদাতু মে কালি পুত্রান্দেহি সদাশিবে।
ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশোমম॥
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদাগৃহে।
পুত্রান্দেহি মহাদেবী দারান্ দারিদ্র্যহারিণি॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি।
যদর্চ্চিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না

হে সুর তেজ উদ্ভবা দুর্গারূপা মহাবলা দুর্গে আনন্দদানি দেবি আমাকে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান কর॥

হে শত্রুক্ষয়কারিণী জয় প্রদায়িনী ভগবতী অম্বে! হে সুর অর্চ্চিতে নবদুর্গে! তোমাকে ভক্তির সহিত পূজা করিব, তুমি এস! হে সদাশিবে কালি, আমাকে আয়ু প্রদান কর! নারসিংহি মহামাহে! আমাকে ধন প্রদান কর।

হে মহাদেবি! আমাকে সংগ্রামে জয় প্রদান কর এবং সর্ব্বদা গৃহে ধন প্রদান কর। হে দারিদ্র্যহারিণি! আমাকে দারা পুত্র প্রদান কর। হে মহেশ্বরি! আমা কর্ত্তৃক মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন এবং ভক্তিহীন ভাবে যে অর্চ্চনা হইয়াছে, হে দেবি! আমার সে সকল পরিপূর্ণ হউক॥

ভক্তি গদ গদ চিত্তে মায়ের নিকট দাঁড়া-এই সমস্ত স্তুতি পাঠ করিলে কার হৃদয় না আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। আনন্দময়ীর আগমনে বালক বালিকার আনন্দের পরিসীমা নাই, তাহারা নূতন বস্ত্র, নূতন বেশভূষা পরিধান করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে আনন্দময়ীর দর্শনে ছুটীতে থাকে। সম্বৎসরে হিন্দুর এমন উৎসবের দিন, এমন আনন্দের আর হয় না।

এই সর্ব্বশক্তিময়ী দশভুজাকে শরৎকালে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। সকলে মৃণ্ময়াদি প্রতিমা প্রস্তুত না করিতে পারিলেও ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিতে মনে মনে হৃদাসনে নিম্নলিখিত দেবীরূপ চিন্তা করিয়া অর্চ্চনা করিতে পারেন।

"জটাসমূহ দ্বারা মস্তক সুশোভিতা এবং ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিতা। তিনটী নয়ন সংযুক্তা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল এবং তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা, অতিসুন্দর লোচনা ও নবযৌবনা এবং সর্ব্বপ্রকার আভরণে ভূষিতা মনোহর দশনযুক্তা। পয়োধর যুগল স্থূল ও উন্নত, কটীদেশ ত্রিভঙ্গ, মহিষাসুর বিনাশকারিণী, মৃণালতুল্য বিস্তৃত আজানুলম্বমান দশবাহু সংযুক্তা। দক্ষিণ হস্ত সমূহে অধঃক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র এবং বামবাহু সমূহে ক্রমান্বয়ে খেটক, পূর্ণচাপ, বজ্র, অঙ্কুশ, ঘণ্টা প্রভৃতি অস্ত্র। অধোদেশে ছিন্নশির মহিষ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত খড়্গহস্ত অসুর, শূলের দ্বারা তাহার হৃদি ছিন্ন ভিন্ন, অসহ্য অনিবারিত অস্ত্রে ভূষিত ভ্রূকুটীযুক্ত ভয়ানক মুখ, দুর্গা বামহস্ত দ্বারা নাগপাশের সহিত কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছেন ও দেবীর রুধির বমনযুক্ত মুখ সিংহকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। দেবীর দক্ষিণ পাদ সিংহপৃষ্ঠে স্থিত, তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বামপদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মহিষাসুরের কণ্ঠদেশ শোভিত হইয়াছে। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডা, এই অষ্টশক্তি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিবেষ্টিতা, প্রসন্ন মুখকমল এবং সর্ব্বফলপ্রদায়িনী, শত্রুবিনাশকারিণী, দৈত্য ও দানবগণের দর্প বিনাশকারিণী দেবীকে অর্চ্চনা করিবে।"

এই সর্ব্বশক্তিময়ী শক্তি হইতেই আমাদের উৎপত্তি আবার এই শক্তিতেই লয় হয়। যখন আমাদের দেহের এই ক্ষুদ্রশক্তি মহাশক্তিতে লয়প্রাপ্ত হইবে, তখনই আমাদের অস্তিত্ব বিদূরিত হইবে।

আমরা অহং জ্ঞান ভুলিয়া সকলকে সমভাবে জ্ঞান করিয়া, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে মায়ের অর্চ্চনা করিয়া দশমীতে মাকে বিসর্জ্জন করিয়া সমস্বরে বলি,

"গচ্ছ গচ্ছ পরমং স্থান স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে।
সংবৎসর ব্যতিতে তু পুনরাগমনায় চ॥"

"হে পূজিতে মাতঃ। তুমি তোমার পরম স্বস্থানে গমন কর, সম্বৎসর পরে পুনর্ব্বার আগমন করিও॥"

শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন।

গরীবদের খেদ।

—:০:—

অগো ক্ষেতে নাই ধান,
কিসে বাঁচ্‌বে প্রাণ
আমরা আকুল পরাণে কান্দিতেছি।
বাঁচাও কে কোথায় আছ ভাই,
বাঁচাও সরকার, তোমার দোহাই,
নিদেন কাজ দাও কিছু,
আমরা খেটে দুটী খাইতেছি।
হায়রে কেউত শুনৃতেছে না কথা,
কেউত বুঝিতেছে না মরমের ব্যাথা-
আজ অকুল পাথারে
ছেলে পুলে নিয়ে আমরা
শুধু নয়ন জলে ভাসিতেছি।
যাদের ছিল দুটী খাদ্য,
দেশের মধ্যে গন্ত মান্ত
পাছে লুটে পুটে কেউ খায়,
১৪ সের বেচ্‌লে গো টাকায়,
গরীবের পানে কেউ তাকালে না,
তাই গ্রাম হতে সবে চলে যাইতেছি।
হায় হায় কি স্বার্থপর মানুষগো ভদ্রলোক,
পরদা নাই ধন্য এদের চোক,
যখন কলেরার মড়া মড়ে,
আমরা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে,
যাই শ্মশানেতে তোমাদের সঙ্গে
সংকার করিতে কথায় বলিতেছি।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

ঘরে লাগ্‌লে আগুন, তুচ্ছ করি প্রাণ,
আগুনের মধ্যে যুঝি করি বারিদান,
এক ছিলুম তামাকও—কি ছুটী মুখের কথা,
দাও কি মশায়গণ জুড়াইতে বাথা,
আজ অনাহারে বালবাচ্ছা মরে,
ছুটী বাড়ী ধান দিয়ে দয়া করে,
রাখ্‌তে পার্‌তে
তাও ত দিলে না দেখিতেছি॥

কত বল্‌বো গো ভদ্র মহাশয়গণ,
এমন আকাট্‌ লজ্জাহীন চোক্‌ কোথা,
পেয়েছিলে সব বাপ্‌ধন
আমাদের ভীটের কুড়েটীকে
তাক করে বসে আছ নিতে,
টাকার সুদের সুদ, তস্য সুদ ধরে,
সব বেচে নেবে—তাও বুঝিতেছি॥

কিন্তু একদিনও আমরা তো ভাবিনা,
বাবুরা ভদ্রলোক, বিপদেও আমরা যাব না
না গেলে কর লাল চোক্‌
বাপরে—বাপ গাঁয়ের ভদ্রলোক,
মরি তাতে দুঃখ নাই কিন্তু
একটু দড়ি আর কলসী দিয়ে
যাব কিনা তাই ভাবতেছি॥

———

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য তালিকা শেষ হইল, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ১১শ সংখ্যা। New Series. NOVEMBER 1915. নূতন সংস্করণ। নভেম্বর, ১৯১৫। Vol. IX. No. 11.

কিছু নিজেদের কথা।

—(:০:)—

আমাদের পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণকে আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি, আশা করি, সকলে কুশলে আছেন।

আবার আমরা কয়েকদিন বিশ্রামের পর কর্ত্তব্যের গুরুভার লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুণ "কাজের লোক" যে কর্ত্তব্য পালনে বৃতি, তাহা যেন সফল করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সফল হয়।

পূজার পর পল্লীগ্রামে যাইয়া কাহারও আর নিরাপদে ফিরিবার উপায় নাই। আমাদের অসুস্থতার জন্য এই সংখ্যা "কাজের লোক" বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া গেল। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া এই ক্রটী ক্ষমা করিবেন। যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত কার্য্য হইতেছে, অবিলম্বেই এই বৎসরের বাকী সংখ্যা পাঠকগণের হস্তে যাইবে।

সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যই এরূপ শ্রেণীর সাময়িক পত্রের জীবন, কাজের লোক, যখন এতদিন জীবিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন সাধারণের সাহায্য এবং সহানুভূতি আমরা আশানুরূপ না পাইলেও কতকটা লাভ করিতে পারিয়াছি। "কাজের লোকের" নিত্যই গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, "পুরাতন কাজের লোকের" সূচীপত্র প্রকাশ করিয়া ছিলাম, সেই সূচী যাঁহারই হস্তে পতিত হইয়াছে, তিনিই সমস্ত খণ্ড ক্রয় করিয়া ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝিতেছি, আমাদের উদ্যম, কঠোর পরিশ্রম বিফল হয় নাই। আরও বুঝিতেছি, লোকে শিল্প বানিজ্য সম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রের প্রতি ক্রমশই অনুরক্ত হইতেছেন। ইহা নিশ্চয়ই শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। "কাজের লোকে" অসংখ্য উপার্জ্জন পন্থা প্রতি মাসেই প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকে সে সকল পন্থা অবলম্বনে কার্য্যও করিতেছেন। আমাদের উচ্চাশা—বঙ্গের প্রতিগৃহে "কাজের লোক, স্থান পায়,—কিন্তু আমাদের দেশে সেটা বহু সময় সাপেক্ষ। কারণ শিল্প ও ব্যবসার সম্বন্ধীয় সাহিত্যে আমাদের বড় অরুচি,

দাসত্ব বৃত্তি করিয়া অতি সামান্য আয়ে দিন কাটাইয়া আমাদের উচ্চাশা মাত্র নাই। কোন রূপে দিনগত পাপক্ষয়ের ন্যায় জীবনের কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাইতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ। এমন জাতীর উন্নতির আশা বাস্তবিকই সুদূর পরাহত। তাহার উপর আমাদের শিক্ষার সুফল ফলে নাই, উচ্চাশা উত্তেজিত করিতে পারে নাই, শিক্ষায় আমাদিগকে যেন বাবু, সর্ব্বজ্ঞ, বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে, গুরু বিষয়ে, গুরু পরিশ্রমে আমরা কাতর হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য গল্প উপন্যাসে যেমন আমাদের রুচী, আত্মোন্নতিকর পাঠ্য বিষয়ে তেমন রুচী নাই। এইজন্য শিল্পবিষয়ক সাময়িক পত্র এবং সাহিত্যের এদেশে আদর নাই। যাহা হউক, নয়বর্ষ আমরা "কাজের লোক" পরিচালনা করিয়া বুঝিতেছি, শিল্প-সাহিত্যের পাঠকেরও এদেশে ক্রমশঃ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

লোকের জিনিস প্রস্তুতের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে, কেননা কেহ কেহ এই শ্রেণীর পুস্তকাদি অনুসন্ধান করিতেছেন। জনসমাজে শিল্প প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য কার্য্য. এ কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে আমরা আমাদের প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে অন্ততঃ দুইটী গ্রাহক পাইলেই বহু পল্লীর বহু গৃহে "কাজের লোক" প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইত, এজন্য বহুবার আমরা গ্রাহকগণের নিকট সানুনয়ে ভীক্ষাও করিয়াছিলাম, আজও সেই প্রার্থনা লইয়াই অগ্রসর। আশা করি, পূজার পার্ব্বনী হিসাবে আমরা প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে অন্ততঃ একটীও নূতন গ্রাহক পাইয়া নবোৎসাহে "কাজের লোকের" উন্নতি করিতে সক্ষম হইব। একার্য্য অসাধ্য নহে, একটু মনোযোগ দিলে, একটু আমাদের ক্ষুদ্র প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেই আমাদিগকে সাহায্য করা যায়। দশ বর্ষ যখন গ্রাহকগণের অনুগ্রহে পরিপুষ্ট, তখন এমন প্রার্থনা কি অসঙ্গত? না, আমরা তাহা মনে করিনা। দশ বর্ষে যদি আমরা একটুও স্নেহ মমতা লাভ করিতে না পারিয়া থাকি, তবে এতদিন বাঁচিলাম কেমন করিয়া? এতদিন "কাজের লোকের" অস্তিত্ব রহিল কেমন করিয়া? ১০ বর্ষ হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে বাঁচিয়া থাকা ত সহজ নহে। তবে আমাদের এক্ষুদ্র আবদার না চলিবে কেন? নিশ্চয়ই এক্ষুদ্র আশা সফল হইবে, গ্রামে গ্রামে আমাদের গ্রাহকগণ "কাজের লোকের" প্রচারের সহায়তা করিবেন এ আশা আমাদের পক্ষে দুরাশা নহে। লাভের জন্য "কাজের লোক" প্রচারের প্রয়াসী হই নাই, সারকথা এই, এদেশের আবশ্যকীয় দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত করিতেই হইবে। আকাশবাহিনী বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া কৃষির উন্নতির আশা ক্রমশই জটীল হইতেছে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিতে সুচারু কৃষিকার্য্য এখন আর হইতেছে না। ক্যানেলাদি না হইলে অনেক স্থানেরই কৃষির ফল শোচনীয়! এমন অবস্থায় এদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়েও অন্ন সমস্যার অনেকটা মিমাংসা হইতে পারে। এখন শিল্প বাণিজ্যকে মুখ্য এবং কৃষিকে গৌণ উপায় ধরিয়া না চলিলে আমাদের উপায় কি? এইজন্যই "কাজের লোকের" ন্যায় পত্রের বহুল প্রচার আবশ্যক। প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা তুলিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। এদেশের লোক সংখ্যা এবং সুলভ শ্রমের কথাও ভাবিতে হইবে, একের উপার্জ্জনের উপর ১০ জনে আয়াস করিয়া বসিয়া না খাইয়া প্রত্যেকেই কিছু কিছু হস্তশিল্প দ্বারা উপার্জ্জন করিতে শিখিলে মূলধন সঞ্চয় করিতে পারা যাইবে, তখন বড় বড় কল কারখানা করা দুরুহ ব্যাপার হইবে না। দেশের প্রস্তুত দ্রব্য যতই কদর্য্য হউক, যদি লোক তাহা সাদরে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিত, তাহা হইলে দেশের হস্তশিল্প জাত দ্রব্যেই দেশের অভাব পূর্ণ হইত। চিরকালই তাহাই হইয়াছিল। অনুশীলন দ্বারা এত সুন্দর এত সুক্ষ্ম, মনোহর দ্রব্যাদিও সেকালে জন্মিত, যে কত দেশ দেশান্তরের ব্যবসায়ীগণ এদেশজাত দ্রব্যের জন্য লালায়িত হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমরা বিলাসিতার অছিলায় দেশের দ্রব্য হতাদর করিতে শিখিলাম, সেই দিনেই এদেশের সর্ব্বনাশ হইল। আজ গবর্ণমেণ্টও লুপ্ত প্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন, কিন্তু তথাপি এদেশের লোকের কুম্ভকর্ণ নিদ্রার অবসান হইল না হায়! হায়! এদেশেরও লক্ষ্মীশ্রী হইতে পারে? ভগবান কতদিনে এদেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

পুনরায় গৃহে গৃহে হস্তশিল্পের আয়োজন হৌক, সেই হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যেই আমাদের অভাব পূর্ণ হইতে পারিবে, যদি আমরা আমাদের প্রস্তুত দ্রব্য যত কদর্য্য হউক তাহা ব্যবহার করিতে এবং তাহার আদর করিতে শিক্ষা করি। "কাজের লোক" পরিষ্কাররূপে গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষার সাহায্যকারী মাসিক পত্র। এক উদ্দেশ্য লইয়া দশ বর্ষ যুঝিতেছে, যদি আজও আদৃত না হয়, তবে সে শুদ্ধ আমাদেরই দুর্ভাগ্য নয়, দেশেরও বটে।

আমরা নিঃস্বার্থভাবে নয় বর্ষ কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া বহু বারে শিক্ষণীয় বিষয় "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়াছি। দেশের লোকের সাহায্য লাভের জন্য আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রার্থনা করিতে পারি এবং তাহার

পাইবারও সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। এখন প্রত্যেক গ্রাহকের কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইলাম—আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

HOW TRADE IS CONDUCTED.

কেমন করিয়া বানিজ্য পরিচালিত হয়।

—:০:—

আফ্রিকার আমেরিকান কন্সন্ জেনারেল একবার কেমন করিয়া আফ্রিকায় ইয়োরোপীয় বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন। এই অনুসন্ধানের একটা রিপোর্টও তিনি প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে,ইয়োরোপীয় প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ীই প্রত্যেক দেশের বন্দরে বন্দরে শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করেন। সেই সকল শাখা কার্য্যালয় গুলি স্থানীয় পাইকারী ব্যবসায়ীগণকে প্রধান কার্য্যালয় সমূহ হইতে প্রেরিত মাল সরবরাহ করিয়া থাকে। এই সকল শাখা আফিস সমূহ প্রচুর পরিমাণ ধারেও মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। যে সকল ক্রেতা নগদ খরিদ করে, তাহা দিগকে সচরাচর শত করা ৩৲টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাঁহারা ৩০দিনের মধ্যে টাকা শোধ করেন, তাহা দিগকে শত করা ২৲ এবং যাহারা ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করে, তাহাদিগকে কোন প্রকার বাটা বাদ দেওয়া হয় না। প্রত্যেক বৎসরই এক এক জন এজেণ্ট জেনারেল প্রধান আফিস হইতে সফরে বাহির হইয়া সকল বন্দরের শাখা অফিস্ গুলি পরিদর্শন করিয়া দেশের অবস্থা, আবশ্যক, রুচি, অন্যান্য দেশীয়গণের কার্য্যাদির পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রধান আফিস সমূহে রিপোর্ট দাখিল করিয়া থাকেন। সেই মত দেশীয় আবশ্যক এবং রুচী অনুযায়ী মাল পত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সেই সকল দ্রব্য যখন দেশ দেশান্তরে যাইয়া তাহাদের রুচী এবং আবশ্যকের অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তখন যে সে সকল দ্রব্যের দ্রুত বিক্রয় অপরিহার্য্য, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এইরূপে ইয়োরোপের বাণিজ্য বিদেশে পরিচালিত হইয়া থাকে।

আমরা ক্ষুদ্রই হই, আর বড়ই হই, এপন্থায় কার্য্য করি না, প্রতিনিধি পাঠাইয়া জেলায় জেলায় ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই সুন্দর কার্য্য চালান যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেরূপ করিতে সাহসী নহি, ইহাই এদেশের ব্যবসায়ীগণের অধঃপতনের বা অবনতির মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই। এটা যে শুদ্ধই ব্যবসায়ীর দোষ তাহা নহে, এই কার্য্যের জন্য প্রতিনিধি পাঠাইয়া এদেশের দেশীয় ব্যবসায়ী অন্ততঃ কৃতকার্য্য হন না ইহাও বহুক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি। এদেশের লোক এজেণ্টস্ বা ক্যানভাষায়ের আদর করিতে শিক্ষা করে নাই, ইহা ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই। আমরা যে বেশী উপর চালক, এইটী দেখাইতেই ব্যস্ত, ক্যানভাষায় বা দালালের নিকট অর্ডার দিতে কুন্ঠিত। আমরা মনে করি, পাছে আমাদিগকে ঠকাইয়া চলিয়া যায়। এদেশীয় এজেণ্ট বা দালাল দেশীলোক পাইলে অনেকস্থলে ঠকাইয়াও থাকে এমনও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এদেশের লোক—আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিনা, সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইতে চাহি, এই বিদ্যাটীর এদেশে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়াছে। ইয়োরোপীয়ানদের অপেক্ষা আমরাই এদেশের লোককে অধিক ঘৃণা করি, দেশের লোকের অধিক অপমান করিয়া থাকি, ইহা ভুক্তভোগীরাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিকে আমরা অনাবশ্যকীয় দ্রব্যেরও অর্ডার দিয়া আদর আপ্যায়ন করিতে ভুলিয়া যাই না। এটুকু আমাদের বিশেষত্ব। যাক, এই জন্য আমাদের দেশীয় প্রতিনিধি পাঠাইলেও আশানুরূপ কাজ হয় না। আবার দেশীয় ফারমের প্রতিনিধিগণ মফঃস্বলে যাইবার জন্য খরচ পত্র লইয়া গিয়া আপনার দেশে বা কোন বন্ধুবান্ধবের নিকট বসিয়া থাকেন, আমরা ইহাও জানি। এই সকল তথ্য অনুসন্ধান করিতে যাইলেই সর্ব্ববিষয়েই শেষ এই উপসংহারে অনুতপ্ত হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় যে, এদেশের শিক্ষায় নৈতিক উন্নতি হইতেই পারে নাই, এবং এই গলদেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যদি এদেশের কোন ফারম এখনই কোন ইয়োরোপীয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কাজ হইবে, দোকানে মেম রাখিলে যদি বিক্রয় অধিক হয়, তাহা হইলে লাল মুখ প্রতিনিধি রাখিলেও কাজ হইবে ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু দেশীয় প্রতিনিধি দ্বারাই দেশের ব্যবসায়ের কার্য্য হওয়া যে বাঞ্ছনীয় তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এইটুকু করিতে হইলে আমাদিগকে কিছুকাল পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখিতে হইবে। যথা সম্ভব প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান, প্রকৃত নৈতিক সাহস,প্রকৃত নৈতিক আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে হইবে, দেশের লোককে প্রতারিত করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্টতা স্থাপিত হইয়া দেশের ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। অবিশ্বাস এক রকমে হয় না এবং হয়ও নাই। দেনা, পাওনার কাজে সামঞ্জস্য রাখিলেই

পরস্পরে ঘনিষ্টতা স্থাপিত হইয়া থাকে। অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া স্থায়ী কারবার স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে, এবং ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান পদ্ধতিতে ব্যবসায় চালাইতে হইবে। জেলায় জেলায় স্থানীয় দোকানদারগণের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলেই প্রতিনিধির আবশ্যক। যাওয়া আসা না থাকিলে কে ঘনিষ্টতা হইতেই পারে না, ইহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই স্মরণ রাখা উচিত।

ADVERTISING AS THE MERCHANT SEES IT.

ব্যবসায়ীর চক্ষে বিজ্ঞাপন।

প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ীর মধ্যেই কেহ বিজ্ঞাপনে অধিক, কেহ বা অল্প মনোযোগ দিয়া থাকেন। যদি বিজ্ঞাপন ভাল লেখা হয় এবং বিজ্ঞাপিত জিনিস ভাল এবং লোকের যাহা আবশ্যক, সেইরূপ হয় এবং যদি Sales man, অর্থাৎ বিক্রেতা দক্ষ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনে আশাতীত সুফল পাওয়া যায় ইহা সুনিশ্চিত। নচেৎ বিজ্ঞাপনের দ্বারা সুফলের তেমন আশা করা যায় না। আমেরিকার "Merchants Records" বলেন, যে "If the store management and service is bad—if the stock is poor and sales force is insufficient and discourteous, he is likely to have poor opinion or of the efficacy of advertising, for advertising can do very little for a store like that sort" আমাদের দেশের Store এবং ভাণ্ডারের প্রাচুর্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন ভাণ্ডারেই কেহ কি উপরোক্ত সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছেন? দোকানের সুদক্ষ বিক্রেতাও নাই, ভদ্রতাও দেখাইতে অনভিজ্ঞ, সাজান গোছানও নাই, যতদূর নিকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা অধিক লাভ করিতে পারা যায়, যেখানে এই উদ্দেশ্যই বলবৎ এত সকল উপসর্গ যেস্থানে, সেখানে বিজ্ঞাপন একা কি করিতে পারে? ভাল জিনিস দাও, ন্যায্য মূল্য লও, দোকানে ভদ্রলোকের মান সম্ভ্রম রাখিতে পারে, এমন সামাজিক সদা প্রফুল্ল লোক রাখ, তবেত বিজ্ঞাপন দ্বারা সুফল হইবে? সন্তুষ্ট ক্রেতাগণও তখন তোমার ব্যবসায়ের যশোগানে জগত মুখরিত করিবে, তাহাইত একটী উৎকৃষ্ট জীবন্ত বিজ্ঞাপন।

আবার এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা স্পর্দ্ধার সহিত সাহঙ্কারে বলিয়া থাকেন—চোকা মাল দিব, বিজ্ঞাপন দিয়া জিনিস বিক্রয় করিতে হয় না। এটা একের নম্বর ধৃষ্টতা। তোমার যে ভাল জিনিস আছে, সেটা আমি জানি কেমন করিয়া? "He thinks he can get along without advertising on the presumption that the store will advertese itself." এই স্থানেই গলদ, কিন্তু আমেরিকান অভিজ্ঞগণ (Busemess exports, বলেন—"Thats where he is wrong. The better the store, the more this fact should be advertised." আমাদের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণের এই শ্রেণীর অনেকগুলি ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভাল নহে, ইহাই আসল রহস্য। কিন্তু তাঁহারা উপরোক্ত অহঙ্কারপূর্ণ কথা বলিয়া থাকেন শুনিতে পাই। আধুনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে কোনরূপ বিজ্ঞাপন না দিয়া কোন ব্যবসায়ীই সফলকাম হইতে পারেন নাই, ইহাই ধ্রুব সত্য। নচেৎ কোথায় অতল অনন্তের কোলে মিশিয়া যাইবে, কেহ নামও খুঁজিয়া পাইবে না। বিজ্ঞাপনের দোষ নাই। দোষ ব্যবসায়ীর নিজের। Business system না জানাই অধঃপতনের মূল কারণ। জিনিস সাজাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, লোককে জানাইতে হইবে যে তোমার জিনিস আছে। তবে লোকে আসিবে, জিনিস কিনিবে। সেই লোকসমীপে তোমার পরিচিত হইবার একমাত্র পন্থা বিজ্ঞাপন—সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ কেমন করিয়া করিবে? বুঝিয়াছ?

এনড্রু কার্ণেজী বর্ত্তমান সময়ের একজন জগদ্বিখ্যাত ধন কুবের, সম্ভ্রান্ত দাতা এবং কর্ম্মবীর, তিনি বলিয়াছেন:—The business-man of today has to read, yes, and study and go to the roots of many things, that roots of many things, that he may avoid the pitfalls which surround business upon every side, অর্থাৎ বর্ত্তমানসময়ের ব্যবসায়ীকে বহু বিষয় পড়িতে হইবে, বহু বিষয়ের মূলতথ্য জ্ঞাত হইতে হইবে, কারণ কার্য্যের চতুর্দ্দিকে বহু সাংঘাতিক বিঘ্নের খাদ বর্ত্তমান, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিলে তাহাতে পতন অবশ্যম্ভাবী। এ দেশের ব্যবসায় শ্রেণীর লোকের পড়িয়া শুনিয়া যে কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হয় সে ধারণাই নাই। এইজন্য এ দেশের ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের এত দুরবস্থা। "কাজের লোকে" আমরা সকল বিষয়েই একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করি, কিন্তু পরিতাপ, এ দেশের পাঠক নাই।

Homœpathic.

হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।

Dyspepsia—অজীর্ণ রোগ।

গুরু এবং শিষ্য

শিষ্য। আজ অজীর্ণ রোগ চিকিৎসার কথা বলুন।

গুরু। অজীর্ণ রোগে নক্সভমিকা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। কিন্তু কোথায় নক্স ব্যবহার করিতে হয়? যেখানে মানসিক, পরিশ্রম অজীর্ণ রোগের কারণ। যেখানে আহারের ১ ঘন্টা পরেই উদরের নানা উপসর্গ, যথা পেটে বায়ু সঞ্চয়, বুকজ্বালা মৃদু বেদনা, গা বমি, বুক ধড় ধড় প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে, যে স্থলে রোগীর মেজাজ খিট্‌খিটে কলহপ্রবণতা লক্ষণ দেখা যায়, এমনস্থলে নক্স দ্বারা মহৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। আচ্ছা আহারের অনতিবিলম্বেও ত অনেক রোগীর এমন যন্ত্রণা হয়। সেখানে কি নক্স দেওয়া যায় না।

গুরু। নক্সভমিকার লক্ষণ যেখানে পাওয়া যায়, সেই স্থলেই নক্স দিলেত কাজ হইবেই। আহারের কিছু অব্যবহিত পরেই উদরের উপসর্গ সমূহে লাইকোপোডিয়ম, নক্সমস্কেটা, এবং এপিস্ নায়োগ্রাই বিশেষ উপযোগী।

শিষ্য। আচ্ছা যাহারা সুরাপায়ী, আহারের একটু পরে যাহাদের উদরে বায়ু সঞ্চার (Flatutence) হয়, তাহাদিগকে নক্স দিলে কি উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই?

গুরু। মাতালের ডিসপেপসিয়াতেও নক্স একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে। তবে কার্ব্বোভেজিটেব্লিস এবং সলফারের কথাও স্মরণ করা উচিত।

শিষ্য। আমার পরিচিত একটী রোগী বিয়ার মদ খাইয়া ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাকে নক্সভমিকা দিয়া ছিলাম, কিন্তু তেমন কোন সুফল হয় নাই।

গুরু। বিয়ার মদ্যপায়ীদের পক্ষে ক্যালিবাইক্রম্ দ্বারা অধিক উপকার হইয়া থাকে, এমন কি ইহাই বিশেষঃ ঔষধ বলিলেও বলা যায়।

নক্স ব্যবহারের আর একটী বিশেষ লক্ষণ, ক্ষুধামান্দ্য, এইরূপ লক্ষণ কিছু দিনই বর্ত্তমান থাকিয়া রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে। "Abnormal hunger which proceeds the attack for seeeral days"

শিষ্য। যাহাদের আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে বমি হইয়া যায়, এমন রোগীর পক্ষে কোন ঔষধ উপযোগী হইতে পারে?

গুরু। "ক্রিয়োজোট"।

শিষ্য। এমন রোগী আছে, যাহাদের প্রাতঃকালে পাকস্থলীর নিম্নে বেদনা অনুভূত হইয়া বেলা ১০।১১টার সময় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা দিগকে কি ঔষধ দিলে সুফল হইবার সম্ভাবনা?

গুরু। এমন স্থানে সিপিয়া, সলফর, এবং নেট্রাম কার্ব্বোনিকম ভাল, অবশ্য রোগীর লক্ষণ গুলির সহিত উপরোক্ত ঔষধসমূহের লক্ষণের মিল থাকা চাই।

শিষ্য। নক্সভমিকার জিহ্বার অবস্থা কিরূপ?

গুরু। শ্বেত ক্লেদাবৃত, বিশেষতঃ অগ্রভাগ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগে অধিক। "It is usually coated white specially on the posterior part."

নকসের রোগীর আর একটী বিশেষঃ লক্ষণ, ইহারা বিয়ার পানের প্রবাসী, তিক্ত দ্রব্যের অনুরাগী। কিন্তু কাফি প্রভৃতিতে বিতশ্রদ্ধ। কিন্তু এ লক্ষণ এদেশের সাধারণ রোগীতে নির্ণয় করা কঠিন, কারণ এদেশে মদ্য পান করে না, এমন বহুরোগী অজীর্ণ রোগগ্রস্ত।

শিষ্য। কার্ব্বোভেজিটেবিলিস কেমনস্থলে প্রয়োগ করা যায়?

গুরু। কার্ব্বো ভেজিটেবিলিসের রোগীর জীর্ণ শক্তি ক্ষীণ, আস্তে আস্তে বহুক্ষণে অসম্পূর্ণ জীর্ণ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে যেন একটা ভার চাপান, যেন উদরের মধ্যে সমস্ত গেল, এমনি একটা শূন্যতাভাব। খাইলেও সে কষ্ট নিবারিত হয় না। খাইতে বসিলে ২।৪ গ্রাস আহারের পরই গা বমি করিয়া আইসে, আর খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। উদরের মধ্যে জ্বালা করে, সে যন্ত্রণা পশ্চাৎ দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এমন অনুভব হইতে থাকে, পেট ভার, স্ফীততা, বায়ু নিঃসরণে ক্ষনিকের জন্য উপশম বোধ হয় মাত্র। আহারের পর নিদ্রাহীনতা। পেট ফাঁপার জন্য হাঁপানীর ভাব, নিশ্বাস টান, শ্বাসকষ্ট। রোগী পাখা করিতে বলে। এমন স্থলে কার্ব্বোভেজ্ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরূপ অজীর্ণ জন্মিবার কয়েকটী কারণ, অতি ভোজন, দুষ্পাচ্য গুরুপাক দ্রব্যাদি ভক্ষণ, বৃদ্ধ বয়স জনিত অজীর্ণতা, অথবা মদ্য পান জন্য পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা।

শিষ্য। কার্ব্বোভেজিটেব্লিসএ যেমন পেট ফাঁপালক্ষণ আছে, লাইকোপোডিয়মেও পেট ফাঁপা আছে। তবে পার্থক্য করিব কেমন করিয়া?

গুরু। কার্ব্বোর পেট ফাঁপা, পাকস্থলীর সঞ্চিত বায়ুর জন্য, কিন্তু লাইকোর পেট ফাঁপা তলপেটে বায়ু সঞ্চার জন্য।

'Carbo flatulence is more of the Stomach, while that of Lyco. is more of intestine" (Dewey).

(ক্রমশঃ)

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য তালিকা শেষ হইয়াছে, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

শিরঘূর্ণনে "সিপিয়া।"

রোগিণীর বয়স ২৫ বৎসর, দীর্ঘ, ক্ষীণাঙ্গী অকস্মাৎ গত জগদ্ধাত্রী পূজার দিন প্রাতঃকালে স্নানের পর তাহার মাথা গা ঘুরিতে থাকে, তাহার সহিত গা বমি বমি করে।

রোগিণীকে পলসেটিলা, ইপিক্যাক, নকস্ চায়না প্রভৃতি ঔষধ দিয়া কোন সুফলই হইল না। বিশেষঃ অনুসন্ধানে জানা গেল যে, রোগিণীর রজঃস্রাব স্বল্প, লিউকোরিয়া আছে। লম্বা, ক্ষীণাঙ্গী নাসিকার উপর ঘোড়ার জীনের ন্যায় দাগ, চুল উঠিয়া যায়, কটিদেশে বেদনা। এই সকল বিবেচনা করিয়া ১ মাত্রা সিপিয়া ২০০ শক্তির ৪টী মাত্র অনুবটিকা দেওয়া গেল। ১ঘণ্টার মধ্যে রোগিণী সুস্থতা অনুভব করিতে লাগিল। ২।৩দিন মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। এই সকল উপসর্গ বিশিষ্ট শিরোঘূর্ণনে সিপিয়ার অদ্ভুত আরোগ্যকারী শক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলাম।

S. P. Chatterjee

কৃষি ও ব্যবসা।

লিখিতে দক্ষ, বলিতে তৎপর, পাশ দিতে যাহার দোসর পাওয়া দুর্ঘট, এমন বাঙ্গালী জাতি এই বিংশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যে ও কৃষি শিল্পে কেন সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহা নিতান্ত প্রহেলিকার মতই মনে হয়। অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভারতবর্ষ ধরিয়া আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালীর ন্যায় সুচতুর, সুক্ষ্মদর্শী, চিন্তাশীল জাতি ভারতবর্ষেও আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, 'মাড়ওয়ারী, গুজরাটী, বোম্বেওয়ালা এমন কি দিল্লীবাসীগণ সকলেই বঙ্গদেশে বসিয়া শক্তি সাধ্যানুসারে আপন আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতেছে এবং তাহাদের চেষ্টা এবং উদ্যম কোন স্থানেই বোধ হয় বৃথা হয় নাই।

বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে আমরা বুঝিতেছি, অর্থাভাব এবং রাজানুগ্রহের অভাবেই নাকি বাঙ্গালী জাতি অর্থকরী কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কাজেই প্রথমে আমাদিগকে এই দুইটী বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইতেছে। অর্থভাব কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে-পেলে বুঝিতে হইবে, বঙ্গদেশে অর্থের যথেষ্ট অভাব এবং বাঙ্গালী জাতি অর্থহীন ও নিঃস্ব। ইহা কি সত্য? বঙ্গদেশের অর্থাভাব অর্থনীতিবিদ্ কথনই স্বীকার করেন না, কারণ কোম্পানীর কাগজ এবং বৈদেশিক পরিচালিত ডিবেঞ্চার যথন বাহির হয়, মিউনিসিপালটী ও পোর্ট কমিশনারদিগের যথন যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক হয়, ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনের বহু পূর্ব্বেই তাহা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, এমনও দেখা গিয়াছে যে, ৫০ হাজার টাকায় ডিবেঞ্চার গ্রহণকারী পাঁচ হাজার টাকার বেশী না পাইয়া তজ্জন্য আবেদন নিবেদনও করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানীর অঙ্ক বঙ্গদেশে সকল বিষয়েই যত অধিক, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। দিন দিন ঐ আমদানী অঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে, তাহা আমদানী রপ্তানীর হিসাব দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং দেশের অর্থাভাব কোনমতেই স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ বঙ্গদেশে যে কয়টী ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী ব্যতীত অন্যান্য সকলগুলিই বৈদেশিক, অবশ্য ইহার মধ্যে ৩।৪টী ভারতীয় অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্ক আছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশই বৈদেশিক ব্যাঙ্ক। এই সকল ব্যাঙ্কে প্রায় ৬৭ কোটী টাকা জমা দেওয়া আছে এবং হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে প্রায় ৫০ কোটী টাকাই বঙ্গদেশের। এই টাকায় এবং নিত্য জমার হিসাবে যে কোটী টাকা প্রত্যহ জমা খরচ হইতেছে ও যাহা দিয়া পৃথিবীর তাবৎদেশের কর্ম্মীপুরুষগণ প্রভৃত টাকার পণ্য উৎপাদন ও ও আমদানী রপ্তানী করিয়া নানা ভাবে লাভবান হইতেছেন, তাহা চোখের উপর সকলেই দেখিতেছি, সুতরাং অর্থাভাবের অভিযোগ গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না। ব্যবসায়ীর ব্যবসা অর্থাভাবে ধীর মন্থর গতিতে চলিতে পারে, কিন্তু অচল কথনই হয় না। ব্যবসায়ীগণ অবশ্য এ কথা স্বীকার করিবেন। সর্ব্বদা এ কথা মনে থাকা উচিত যে, একদিনে কোন কার্য্যই সিদ্ধিলাভ হয় না। "Rome was not built in a day" ইহাও কি অস্বীকার্য্য হইবে?

তারপর রাজানুগ্রহের কথা। ব্যবসা অথবা কৃষি শিল্পের সকল স্তরেই রাজানুগ্রহের আবশ্যকতা দেখা যায় না। রাজানুগ্রহে বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি প্রার্থনায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের আমদানী রোধের চেষ্টা সম্ভবপর, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের সূচনায় কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভের আশা করা ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথম স্তর অতিক্রম করিলে তবে দ্বিতীয় স্তরের আবশ্যক, যাহার কিছুই নাই, তাহাকে কে সাহায্য করিতে পারে? আমরা যদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম এবং কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের আব্দার চলিতে পারিত। সে আব্দার রক্ষিত হওয়া না হওয়া পরের কথা। তখন "ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধিয়তে" যা হয় একটা করা যাইত। এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে আত্মরক্ষা সম্ভবপর, তাহার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা হইত, কোন পথ যে আবিষ্কার না হইত, তাহাও নহে।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য, আমরা কি করিয়াছি ও কি করিতেছি। রাজনীতির দোষ প্রদর্শন, এবং রাজ্য পরিচালনের নীতির বিরুদ্ধে কর্কশ সমালোচনা ব্যবসার ছাত্র জীবনের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ যখন একই নিয়ম বিধানের অধীনে থাকিয়াও মারওয়ারি, পারসী প্রভৃতি জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং তাঁহারা ক্রমাগত উন্নতির দিকেই যাইতেছেন, তখন বাঙ্গালীর "রাজানুগ্রহের অভাব" কথায় কোন মূল্য বুঝা যায় না।

ব্যবসাদিতে রাজানুগ্রহের আবশ্যকতা নাই একথা কেহ বলিতে পারে না, তবে সকল প্রকার ব্যবসাতেই যে উহার আবশ্যকতা আছে, তাহাও অস্বীকার করিলে কোন দোষের হয় না। সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য আমদানী রপ্তানীর কাজ, কৃষি বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা রাজানুগ্রহ ব্যতীত ব্যতীত বেশ চলিতে পারে এবং চলিতেছে। শিল্প কলায় অবশ্য প্রথমেই রাজানুগ্রহ আবশ্যক, কিন্তু আমাদের পক্ষে শিল্পকলা অপেক্ষা আমদানী রপ্তানী ও কৃষিকার্য্যই সহজসাধ্য সুতরাং প্রথমে আমাদিগকে সেই সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। এই কার্য্য করিতে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না বা কাহারও তীব্র সমালোচনা করিয়া বিরাগভাজনও হইতে হইবে না।

ভারতের রাজা ইংরেজ জাতি। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, কেবল মাত্র মাতৃভূমির ক্ষীণস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তাঁহারা আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। অন্যদিক দিয়া আমাদিগকে আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদেরও ত অভাব আছে। সুখভোগ ইচ্ছা, অর্থস্পৃহা, রাজ্যরক্ষার চেষ্টা, ইহা ত তাঁহাদিগকে করিতে হইবে, সুতরাং আত্মরক্ষার্থ আপন কোলে ঝোল টানিবার চেষ্টা অস্বাভাবিক নহে। ব্যক্তিগত ভাবে তুমি আমি হইলেও কি আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য নিজ নিজ সমাজের দিকে কি একটু বেশী অনুগ্রহ করিতাম না? জগতের স্বভাবকে কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তবে আমরা যদি মানুষ হই, কর্ম্মবীর হইবার চেষ্টা করি, উদ্যম উৎসাহ যদি আমাদের থাকে, তবে কখন না কখন রাজানুগ্রহ পাইবই পাইব।

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ"

উদ্যম উৎসাহ বিহীন হইয়া চক্ষু বুজিয়া ভাবিলে হইবে না, কেবল বক্তৃতায় অথবা প্রবন্ধেও হইবে না—চাই কর্ম্মশক্তি, চাই উদ্যম সাধনা, করিলে সিদ্ধ হইবেই।

আমাদের দেশে কৃষি ও বাণিজ্য দুইটী পৃথক জিনিস বলিয়া জানা আছে। পূর্ব্বেও পৃথক ছিল—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি"। কিন্তু পাশ্চাত্যে দেখাইতেছে, এবং বুঝাইয়া দিয়াছে কৃষি ও বাণিজ্য একই স্তরের। বাণিজ্য-কৃষি সম্মিলিত হইলেই তাহা ফলোদায়ক হইবে এবং কৃষিবাণিজ্যের অনুসরণ করিলে তাহা লাভজনক হইবে। পাশ্চাত্য কেবল প্রবন্ধ ও বক্তৃতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না, কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া লয়, তবে তাহারা নিশ্চিন্ত হয়। তাহারা এই আমাদেরই চোখের উপর আমাদের পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য কঙ্কর ময় জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় জমি সকল জমা লইয়া তাহা হইতে বৎসর কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইতেছে—নিজেরা তৃপ্ত হইতেছে। চা, কফি, রবার প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে তাহারা এ দেশে কত কোটী টাকা ঢালিয়াছে, আত্মীয় বন্ধুত্যাগ করিয়া সেই দুর্গম লোকালয়হীন স্থানে কর্ম্মসাধনায় ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহারই ফলে আজ পাশ্চাত্য সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে অতুল ধনের অধিকারী হইতেছে। আমাদের কি সে সাধনা আছে—কর্ম্মশক্তি আছে? কেবল হায় হায় করিলে ত দুর্দ্দশা দূর হইবে না, পেটের জ্বালা কমিবে না। আজও যে দেশবাসী এত শিক্ষা পাইয়াও তাহা বুঝিল না, ইহাই আশ্চর্য্য।

রায়ত।

HANDICRAFTS.

Amatarc House-Painting.

সখের ঘর পেণ্টিং শিক্ষা।

গৃহচিত্রণ কার্য্য সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা থাকা মন্দ নয়। অনেক বেকার যুবক ইহা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেও পারেন। বহু মুসলমান ও "পটো" এই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা কলিকাতা সহরে অনেকেই জানেন। সাধারণ লোকেরও এই সম্বন্ধে মোটামুটি অভিজ্ঞতা থাকিলে পল্লীগ্রামের লোকেও নিজের কক্ষের মাটির দেওয়াল গুলিকে পেণ্ট করিয়া সুন্দর সুদৃশ্য করিতেও পারেন, সেইজন্য এ সম্বন্ধে আজ মোটামুটী কিছু বলিতে চাই।

পেণ্টিংএর সরঞ্জাম।

রং সাধারণত তিন প্রকার আকারের বাজারে পাওয়া যায়। চূর্ণ, বাঁটা, এবং প্রস্তুত রং। এদেশের অনেক গৃহেই জলের এবং তৈলের রং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যাঁহারা জলের দ্বারা রং করেন, তাঁহারা দেওয়ালে প্রথমে একটা রংঙ্গের কোটীং করিয়া লইয়া দেওয়াল গুলিকে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পাট দিয়া ঘষিয়া খুব মসৃণ করিয়া লয়েন, তাহার পর যে রং হইবে, তাহার

একটা বা দুইটা কোটীং দিয়া তাহার পর বর্ডার বা সুঁত টানিয়া এবং নকসাদি করিয়া থাকেন। জলের রং করিবার জন্য রঙ্গের গুড়া রঙ্গের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ গৃহমধ্যে সবুজ, ফিঁকে হল্‌দে, ফিঁকে নীলবর্ণ রং করা হইয়া থাকে। লাল রং কদাচিত গৃহমধ্যে দেখা যায়, বাথাড়ীর কলিচুণের সহিত উপরোক্ত কোন রং মিশাইয়া পোচ্‌রা টানা হইয়া থাকে, যখন বেশ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন দেয়ালটী শুষ্ক পাট দ্বারা একবার মাজিয়া দিলেই তুলি বা পোঁচড়ার সহিত বালী বা চুলের যে সকল খাঁকি দেওয়ালে লাগে তাহা পড়িয়া যায় চুণের সহিত গলান শিরিসের জল মিশাইয়া দেওয়া হয়, সেইজন্য দেওয়ালে ঠেশান দিলে সহসা রং উঠিয়া যায় না। এই পোঁচড়া টানায় একটু দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এমন ভাবে পোঁচড়া টানা আবশ্যক, যেন রং গড়াইয়া না পড়ে এবং সমানভাবে সর্ব্বত্রই রং লাগে। শুষ্ক হইলে আবার এক পোঁচড়া দেওয়া আবশ্যক হইলে দিয়া পুনরায় একবার মাজিয়া দিতে হয়। তাহার পর সুত টানার কাজ। কোন পেণ্টিং করা ঘর দেখিলেই সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হইবার অধিক সম্ভাবনা। লিখিয়া একথা বুঝান কঠিন। ওয়াটার পেণ্টিং বা জলের রঙ্গের প্রধান উপকরণ শিরিশের জল, রং, এবং ব্রস্‌। এখন আমরা এই কার্য্যের কঠিন Oil Panting এর কথা বলিব।

অয়েল পেণ্টিং করিতে হইলে তৈল, টারপিন এবং ড্রায়ার বা শুষ্ক করিবার উপাদান এই সকল উপকরণের আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অয়েল পেণ্টিং করিতে ৩ প্রকার আকারের রং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১ম চূর্ণ রং, ইহাকে তৈলের সহিত মিশাইয়া লইতে হয়। ২য় বাঁটা রং, ইহাও বিলাত হইতে আইসে, তৈলের সহিত শীলে বাঁটিয়া পাতলা করা হয়। ৩য় প্রকার প্রস্তুত রং, বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়, তাহা টীনে করিয়া বিলাত হইতে আসিয়া থাকে।

OIL AND TERPENTINE.

তৈল এবং টারপিনের কথা বলিতেছি। তৈলের সহিত মিশ্রিত রংকে টারপিন দিয়া পাতলা করিবার জন্যই টারপিন তেলের আবশুক। যে তৈলের সহিত রং মিশ্রিত করিতে হয়, তাহা ফুটান মসিনার তৈল, সচরাচর ইহাকে কারিকরেরা পাকা মসিনার তৈল বলিয়া থাকে। এই তৈলে রংকে ঘুঁটিয়া বাটিয়া রং প্রস্তুত করিতে হয়। তৈলের সহিত রং মিশাইবার বিশেষ কোন ধরাকাটা পরিমাণ নাই। বর্ণ গাঢ় বা ফিঁকে যেরূপ আবশ্যক, তাহা নিজের পছন্দমত অল্প অল্প করিয়া মিশাইয়া একটা স্থির করিয়া লইতে হয়। কাঁচা মসিনার তৈল কদাচিৎ ব্যবহার হয় কারণ তাহা সহজে শুষ্ক হয় না।

DRIER OR DRYING OIL.

শুষ্ক করিবার উপাদান।

তৈলের রং সহজে শুষ্ক হয় না কিন্তু এমন সকল জিনিস আছে, তাহা রঙ্গের সহিত মিশাইয়া দিলে অতি সত্বর রং শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার মধ্যে Litharage লিথারেজ, Suger of Lead, Sulphali of zink প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সখের পেন্‌টারের এ সকল লইয়া কাজ করাতে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। যাহারা সখ করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহারা তৈল কিনিবার সময় যেন boiled oil অথবা Drying oil বলিয়া বাজারে ক্রয় করেন। এই তৈলের সহিত শীঘ্র শুষ্ক করিবার উপাদান দিয়াই তৈলকে ফুটান হইয়া আছে। ইহাতে রং মিশ্রিত করিয়া পেন্‌ট করিলে সহজে শুষ্ক হইয়া যাইবে।

যদি প্রস্তুত রং ও বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনা হয়, তথাপি টারপিন তৈল এবং উপরোক্ত প্রকারের তৈল নিকটে রাখা আবশ্যক। কারণ যদি ঐরূপ বাজারের ক্রয় করা রং টীনের ভিতরে অধিক গাঢ় বা কঠিন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবহারোপযোগী পাতলা করিবার জন্য উপরোক্ত টার- টারপিন এবং ড্রাইং অয়েল আবশ্যক হইবে।

ড্রাইং অয়েলের স্বাভাবিক বর্ণ।

ইহাতে অপরাপর শুষ্ক করিবার উপাদান মিশ্রিত থাকায় কিছু অপরিষ্কার এবং দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয়। সুতরাং শ্বেতবর্ণ জমী করিতে ইহা ব্যবহার হওয়া উচিত নহে। এরূপ স্থলে কাঁচা মসিনার তৈলে রং বাঁটিয়া তাহার সহিত যথেষ্ট টারপিন তৈল মিশ্রিত করিলে সহজে শুষ্ক হইতে পারিবে। কারণ টারপিন তৈলেরও সত্বর শুষ্ক করিবার ক্ষমতা আছে।

রং শুষ্ক অথবা আটার মত যে প্রকারেরই হউক না কেন, তাহাকে ব্যবহারোপযোগী তরল করিতে হইলে টার্পিন এবং Drying Oil অথবা শুদ্ধ ড্রাইং অয়েল দিতেই হইবে, নচেৎ ব্যবহারোপযোগী তরল হয় না। যদি কেবল শুদ্ধ Drying অয়েল দ্বারা রং প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে তাহা লাগাইবার পর শুষ্ক হইলে বেশ চক্‌চকে থাকে, এইজন্য এইরূপ পেণ্টিংকে ইংরাজ চিত্রকরগণ Gloss painting বা চাকচিক্যশালী আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ টারপিন দ্বারা রং মাড়িলে ইহাও সহজে শুষ্ক হইবে বটে, কিন্তু ইহার চাকচিক্য থাকিবে না। এইজন্য ইহাকে Flat painting ফ্লাট্‌ পেণ্টিং আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য যাঁহারা টারপিন এবং শুষ্ককারী তৈল

একত্রে মিশাইয়া গৃহ চিত্র করেন তাঁহারা Dryng Oil বা শুষ্ককারী তৈলের পরিমাণ তারপিন্ অপেক্ষা অধিক দিয়া থাকেন। এই তৈলের পরিমাণ যত অধিক হইবে, রং তত শীঘ্র শুষ্ক হইবে এবং উজ্জ্বল হইবে একথা স্মরণ রাখা উচিত; কিন্তু গৃহ-চিত্রণে কখন কখন কোন কোন স্থলে চাকচিক্যের আবশ্যক নাও হইতে পারে। সুতরাং সেরূপ স্থলে আবশ্যক বুঝিয়া শুষ্ককারী তৈল বা শুদ্ধ তারপিন দ্বারা—রং প্রস্তুত হওয়া উচিত। যদ্যপি রংকে কেবল টারপিন্ তৈলেই প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে রং প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে শুখাইয়া যাইবে; কিন্তু যদি টারপিন্ এবং ড্রাইং অয়েল একত্রে মিলাইয়া পেণ্ট করা হয়, তাহা হইলে ইহা তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট কম সময়ে শুষ্ক হইয়া যাইবে।

এতদ্ব্যতীত যে রংএ টারপিন্ মিশ্রিত করা যায়, তাহা অধিক কঠিন (hard) হইয়া যায়; সুতরাং টারপিনের পরিমাণ যত অধিক দেওয়া যাইবে, পেণ্টিংও তত কঠিন এবং সুদৃঢ় হইবে। সাধারণ পেণ্টিংএর কার্য্যে ড্রাইং অয়েলের পরিমাণের দ্বিগুণ টারপিন্ মিশাইলে সুন্দর কার্য্য হইবে। অথবা অন্ততঃ উভয়কে সমান পরিমাণে দিলেও মন্দ হইবে না।

ড্রাইং অয়েলের মূল্য বিলাতে ২ শিলিং ১০ পেন্স গ্যালন। এখানে রঙ্গের দোকানে বর্ত্তমান সময়ের দাম কত তাহা বলা যায় না।

শুষ্ক বা Dry paint সমস্ত রঙ্গের দোকানেই পাওয়া যায়, দরেও সুলভ। এই শুষ্ক রংকে তৈলের সহিত মিশাইবার পূর্ব্বে খুব শুষ্ক চূর্ণে পরিণত করিয়া লইতে হয়, নচেৎ থিচ্ থাকিয়া যাইবে। এখন যে সকল রং আমদানী হইতেছে, তাহা এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণেই পরিণত করাই আমদানী হইয়া থাকে। দুইটী অঙ্গুলী দ্বারা তুলিয়া অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে ঘর্ষণ করিলে যদি থিচ আছে, বোধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় গুড়াইয়া তবে তৈলে মিশ্রিত করিতে হয়, নচেৎ রঙ্গের সহিত ভাল না মিশিলেই দেয়ালের গাত্রে অবন্ধুর হইতে থাকে। ভাল পেণ্টিং হয় না।

Prepared Drypaint সম্বন্ধে আগামী বারে সবিস্তার লিখিবার বাসনা রহিল।

(ক্রমশঃ)

ভাইফোঁটা।

—:০:—

(১)

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, কলিকাতায় এখনও তত শীত পড়ে নাই, তরল হিম ও কুয়াশা ভেদ করিয়া রাস্তার একটী ২ করিয়া গগনালোক জ্বলিয়া উঠিতেছিল ও পুরনারীগণের শঙ্খধ্বনিতে নগর মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। শ্যামবাজারের একটী পুরাতন অট্টালিকায় বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া একটী অল্পবয়স্কা বধূ এই সন্ধ্যার আগমনী দেখিতেছিল, সে একবার বা পথের পানে একবার বা আকশ পানে চাহিয়া যেন কি ভাবিতেছিল, যৌবনোজ্জ্বল সুন্দর ললাটে যেন চিন্তার ছায়াপাত হইতেছিল, বধূর নাম অরুণা, অরুণার চিন্তার বিষয় কি?

অরুণা বড়লোকের মেয়ে, উন্নত অট্টালিকা বিশাল অশ্বযোজিত ফিটন, বহু দাস দাসীর কলরব, অরুণার পিতার কিছুরই অভাব ছিলনা, পিতার মৃত্যুর পরে অরুণার দাদা গরীবের ঘরের ভাল ছেলে দেখিয়া অরুণার বিয়ে দিলেন, কিন্তু যেমন তৈলের সহিত জলের মিলন অসম্ভব, তেমনই বুঝি বড়লোক আত্মীয়ের সহিত গরীবের মিলন অসম্ভব! দাদা অরুণার স্বামী হীরেনকে বাড়ীতে রাখিয়া পড়াইয়া ও অরুণার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পরিবর্ত্তে বাড়িতে রাখিতে স্বীকৃত ছিলেন; কিন্তু হীরেন সে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে চাহে নাই, তাই ধনীর ঘরের চির আদৃতা সেবামাখা রূপসী অরুণাও হাস্যমুখে সে সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় লইল। হীরেন যখন এম্ এ পাশ করিল, তখন অরুণা দুইটী শিশুপুত্রের আহার বস্ত্রের জন্য ব্যতিব্যস্ত, অগত্যা গরীবের সাধের কল্পনা ভাঙ্গিয়া গেল, আর ল পড়া হইল না, সুরম্য হর্ম্ম্যও যুগল অশ্বশোভিত নিঃশব্দে গমনকারী যানের চিন্তাকে কল্পনা হইতে বিদায় দিয়া, মনদুঃখী কেরানীদের পাশে বসিয়া হীরেন কলম পিসিতে লাগিল, স্বর্গ হইতে নরকে পতন হইলে মনের অবস্থা যেমন হয়, হীরেনের মনটাও দিন কয়েক তেমনই হইয়া রহিল, ক্রমে সহিয়া গেল, আশা ব্যতিত মানুষ বাঁচে না, যাহার স্বামী বা পুত্র অন্তিম যাত্রা, করিতেছে, সেও ফ্লানেল ব্রাণ্ডি ঘসিয়া মুমুর্ষুর হাত পা গরম করিতে চেষ্টা করে, বুঝি সেই চেষ্টায় পরলোকগামী জীবন প্রবাহ ফিরিয়া আসিবে। হীরেন ক্রমে আবার এই পথেই কল্পনাকে ফিরাইয়া লইয়া আবার ভাবিতে লাগিল, উন্নতি আরো উন্নতি, ক্রমে বড়বাবু আবার সেই গাড়ী জুড়ী!

যাহা হউক, অরুণা দাসী, পুত্র, বৃদ্ধা শাশুড়ীকে যত্ন করিয়া, ভগ্ন অট্টালিকা ঝাঁট দিয়া, শাশুড়ীর ডাল ভাত রন্ধনে সহায়তা করিয়া প্রফুল্ল মনেই দিন কাটাইত, আহার সুখভোগে লালিত কোমল দেহ-লতা, যদি কখনও কঠোর পরিশ্রমে কাতর হইত, তাহাতে কখনও তাহার মসৃন ললাটে বিষাদের কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠিত না। ঘর মুছিতে গিয়া যদি সময় ২ তাহার হাতের সোনার চুড়ীগুলি মাটিতে ঘসিয়া ২ ক্ষয়প্রাপ্ত হইত, তখন তাহার শাশুড়ী মৃদু ভর্ৎসনা করিলে সে রাগ করিত না, বরং মনে করিত, আবার ইহা নির্ম্মাণ

করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং এগুলি তুলিয়া রাখিলে হয়, কোথাও যাইতে আসিতে ব্যবহার করিবে, এরূপ কল্পনায় কখনও তাহার নাসাপথে দীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হয় নাই। তাহার রন্ধনে অপটু তরুণ হস্ত যদি কখনও গরম ভাত ডালে পুড়িয়া যাইত, তবে শাশুড়ীর স্নেহ বাক্যে সে বরং লজ্জিতা হইত, যে এত দিনেও তাহার দেহ কর্ম্মপটু হইয়া উঠিল না কেন? কিন্তু একটী বেদনা তাহার মনে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত বড় যাতনা দেয়, সে তো আর দাদা বৌদিদিকে দেখিতে যাইতে পায় না, অরুণাকে দাদা যাইতে মানা করেন নাই, হীরেনও করে নাই; কিন্তু যে দিন হীরেন বিবাদ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় সে সঙ্গে আসে, তাহার পর হইতে সে বাড়ীর জনপ্রাণীও আর এখানে আসে নাই, চতুর্দশ বর্ষ বয়সে আসিয়াছে, সে আজ ছয় বৎসরের কথা! কথা অতিত স্মৃতিকে সুদূরে রাখিয়া সে স্বামীর সংসারে মন দিতে চাহিলেও, সে স্মৃতিটা অবাধ্য শিশুর মত মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উকি ঝুকি দেয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আসিয়াছে, ঘরে ঘরে ভগিনীরা ভ্রাতার ললাটে ফোঁটা দিয়া, অন্তরের স্নেহমমতা জানাইবে, সে অভাগিনী, কি একটা অভিশপ্ত জীবন বহন করিতেছে, সে তাহার এই স্নেহমমতার মাঝখানে কি একটা ব্যবধান পড়িয়াছে, তাই আজ সে চিন্তা করিতেছে, যে ইহার প্রতিকার কি? আমি যদি দাদার কাছে যাই, দাদা কি আমায় তাড়াইয়া দিবেন? তা কি সম্ভব?', আবার ভাবিল, "উনি কি যাইতে দিবেন, ওঁর মত হইলেও মা কয় তো অমত করবেন।"

অরুণা ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, ঝিকে দিয়া লুকাইয়া চিঠি দিবে, যে দাদা আমি ভাই ফোঁটা দিলে তুমি লইবে কিনা! এই কথাই 'সাবাস্ত হইল। তখন অরুণা ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া দিয়া ধূপধুনা দিল এবং গলবস্ত্রে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, হে ঠাকুর দাদা যেন আমায় যেতে বলেন। অরুনা ঠাকুর ঘরে বসিয়া লুকাইয়া একখানি চিঠি লিখিল, ঝিকে ডাকিয়া সেখানি বৌদিদির কাছে দিয়া আসিতে বলিল। ঝি বলিল, "বৌদিদি! তোমার বাপের বাড়ীতো দূর নয়, এখনি যেতে পারি, তবে ভয় হয়, মা কি বাবু শুনে যদি আমায় বকেন।"

অরুণা বলিল, না তাঁরা জানতে পারবেন না, তুই মাছ আনতে যাবি, অমনি চিঠি দিয়ে জবাব নিয়ে আসবি! লক্ষিটী একবার যা, কতদিন তাঁদের দেখি নাই, আমার মনটা এক এক সময় বড় খারাপ হয়।" ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া দীপ জ্বলিতেছিল, ধূপ ধুনা চাঁপাফুলের গন্ধে গৃহ সুগন্ধময়! রক্তাম্বর পরিধানা অরুণার হাতের চুড়ী ও গলার হারের চাকচিক্যের সহিত নয়নের দুইবিন্দু অশ্রু ও দীপালোকে চক্ চক্ করিতেছিল, ঝি আর ওজর আপত্তি না করিয়া চিঠিখানি লইয়া আঁচলে বাঁধিল।

(২)

বৌদিদি মুক্তবাতায়নের নিকট বসিয়া পাঁচবছরের ছেলেটিকে অ আ চিনাইতে ছিলেন, অরুনার ঝি আসিয়া চিঠি দিল, বৌদিদি পত্র পড়িয়া স্বামীকে গিয়া দেখাইলেন, স্বামী পত্র পড়িয়া আরক্ত নয়নে বলিলেন, অরুণার চিটিপত্র আর যেন এ বাড়ীতে না আসে, তুমি খবরদার জবাব দিও না।" বধূ মলিন মুখে বলিল, "ছোট বোনটী বাপের মত বড় ভাইয়ের কাছে লিখিতেছে দাদা অনুমতি দিলে আমি গিয়ে ফোঁটা দিয়া আসি, গরীব বোনের স্নেহ উপহার দাদা তুমি নেবে না? "তুমি এই কথার ঐ উত্তর দিলে?"

দাদা টেবিলের উপর হইতে কাগজ লইয়া কি লিখিয়া অরুণার ঝিকে ডাকিয়া দিলেন।

* * * * * *

অরুনা খাটের উপর বসিয়া ছোট ছেলেটীকে চাপড়াইতে চাপড়াইতে মৃদুস্বরে নিদ্রাসঙ্গীত গাইতেছিল, চক্ষু দুইটী বার বার দ্বারের উপর পড়িয়া ঝির দর্শনকামনা করিতেছিল, আশা মিটিল, ঝি আসিয়া অঞ্চল হইতে পত্র বাহির করিতে লাগিল। অরুণার লোলুপ দৃষ্টি তৎপ্রতি নিবদ্ধ, সে দৃষ্টিতে শত আশা, শত নিরাশা খেলা করিতে ছিল, বক্ষ দুর দুর; মুখে প্রশ্ন করিতেছিল, "কে চিঠি দিলে ঝি, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে? "বৌদিদি কি বলেছেন?" ঝি পত্র খানি তাহার হাতে দিয়ে বলিলেন, "তোমার দাদা ঐ চিঠি দিয়েছেন, আর বৌটী কি লক্ষ্মী, তোমার কথা কত জিজ্ঞাসা করলে, দেখতেও লক্ষ্মীর মত, আবার আমায় চার পাঁচটা সন্দেশ দিয়ে জল খেতে দিলে! তোমার শাশুড়ী বজ্জাত বলেই এই সব ঘটেছে, গিন্নি কি বল? আমি যেমন করেই বাজার করি না কেন, বলে তুই চুরি করেছিস্! যাই আবার ময়দা মাখতে হবে।" বলিতে ২ ঝি চলিয়া গেল।

অরুণা ও সকল কথায় মনোযোগ মাত্র না দিয়া উদ্বেগ কম্পিত হৃদয়ে পত্র উন্মোচন করিল চিঠিতে কি লেখা আছে, অরুণা! তোর ভাই ফোঁটা আমি নিতে পারি, যদি বক্ষের শোণিত দিয়ে ফোঁটা দিতে পারিস্।" কি ভয়ানক! দাদা তুমি কি এই লিখেছ, সেই স্নেহময় দাদা তুমি, একি তোমার হাত দিয়ে লেখা? অরুণার চক্ষে অবিরত ধারা বহিতে ছিল।

(৩)

গভীর রজনীতে হীরেন্দ্র পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিল, অরুণা মুক্ত জানালার কাছে বসিয়া আছে, বিমল জ্যোৎস্না তাহার অঙ্গ প্লাবিত করিয়া গৃহতলে আসিয়া পড়িয়াছে, নৈশ সমীরণ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া গৃহে আসিয়া মৃদু ২ মশারি দুলাইতেছে হীরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল অরুণা! তুমি এখনও ঘুমাও নাই কেন? রাত যে অনেক হয়েছে!" অরুণা আসিয়া শয্যার উপর বসিয়া বলিল, "দেখ তোমায় একটা কথা বলবো, রাগ করবে না? আমি একটী দোষ করেছি।" হীরেন বলিল, "কি করেছ?"

অরুণা। তোমায় না বলে লুকিয়ে ঝিকে দাদার কাছে পাঠিয়েছিলাম, যে আমি ভাই ফোঁটা দিলে দাদা তুমি নেবে কি না? দাদা তাতে রাজী হয়ে আমায় ফোঁটা দিতে যেতে বলেছেন। মৃদু দীপালোকে অরুণার নয়নের অশ্রুবিন্দু চক ২ করিতেছিল।

হীরেনের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, নিদ্রালস আঁখি ভাল করিয়া মুছিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, বলিল,—"কই আমায় একটু কিছু জানাও নাই তো! আমাকে লুকিয়ে কোন কাজ করা তোমার পক্ষে ভাল নয়!" অরুণা কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ সমন্বিত ক্ষুদ্র মস্তকটী স্বামীর চরণে স্পর্শ করাইয়া কহিল,—"আমার সে অপরাধ মাপ কর, যদি তোমরা মানা কর, তাই আমি একবার লুকিয়ে ঝিকে পাঠিয়ে ছিলাম। আমার সকলের জন্য মন কেমন করে, দাদার অমতে তোমার কাছে এসেছি, আবার তোমার অমতে দাদাকে চিঠি দিয়েছি।

হীরেন কিছুক্ষণ অন্যমনে রহিল, অরুণা নারীর কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে নাই, কিন্তু অহো তাহার মরমের নিভৃতকোণে শৈশবস্মৃতি ষোলআনাই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহাদের জন্য অরুণার প্রাণে কতখানি বেদনা। হীরেন স্নেহসিক্ত স্বরে বলিল,—"না অরুণা! তুমি যেও! এই অভাগার জন্যই তুমি কত কষ্ট পাও, যদি কোন ধনীর ঘরে বিবাহিতা হইতে, তবে এতদিনে কত যাওয়া আসা করতে পারতে। ঝগড়া বিবাদ চিরকাল থাকে না, আমরা ছোট, আমরাই না হয় আগে যেচে গেলাম, তাতে আর দোষ কি?"

মহানুভব স্বামীর মহত্বপূর্ণ কথা শুনিয়া অরুণার হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সে দুটী হাতে স্বামীর চরণস্পর্শ করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। হীরেন্দ্র অরুণার হাতদুটী তুলিয়া আদরের সহিত একটু টিপিয়া বলিলেন, অনেক রাতও হয়েছে, সমস্ত দিন কত পরিশ্রম করেছ, এখন ঘুমাও, কাল আবার ভোরে উঠতে হ'বে। আমি কাল আটটার সময়ই আফিসে যা'ব আমার নূতন মনিবটা বড় ভাল লোক নয়।

অরুণার শাশুড়ী এ সকল ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন "আহা তা' যা'বে। মা নাই, বাপ নাই, ভাইটী মাত্র বাপের বাড়ীর সম্পর্কে আছে, বৌমা সেখানে যাওয়া আসা করলে মনে কোন কষ্ট থাকেনা। হীরেন, বৌমা ভাল থাকলেই আমি সুখে থাকি।"

(৪)

সকালে উঠিয়া অরুণার মনটা আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল, আজ ভাইফোঁটা। আজ যেন সে সেই ছোট মেয়েটী যখন বেনারসী কাপড় পরিয়া সিক্তকেশ পৃষ্ঠে এলাইয়া দিয়া, অলঙ্কার ভূষিত বামবাহুর কনিষ্ঠাঙ্গুলী শ্বেতচন্দনে প্রলিপ্ত করিয়া ভ্রাতার ললাটে, ফোঁটা দিয়া দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মমতা প্রকাশ করিত, তখন তাহার মনে যে ভাব ছিল, বহুবৎসর পরে আজ এই পূর্ণযৌবনে, আজ সে তাহার ঠিক সেই মনোভাবই ফিরাইয়া পাইয়াছে, বয়সের পরিবর্ত্তনে মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় কে বলিল, স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তন নাই।

অরুণা দাদার উপহার সাজাইল, সুন্দর জরীপাড় কাপড়, অরুণা স্বহস্তে কুঁচাইয়া গোলাপী আতর মাখাইল, রূপার বাটীতে শ্বেতচন্দন ঘসিয়া রাখিল, স্নান করিয়া হাত-ধুইয়া সন্দেশ, পানতুয়া, সীতাভোগ, খাজা সাজাইল, মনে ২ বলিল, "দাদা দাদা এই তোমার গরীব বোনের স্নেহউপহার! এ খাবার এ কাপড় তুমি রোজই ব্যবহার কর, কিন্তু ভক্তির দান বলে, এই তুমি যত্ন করে নিও। আর তুমি যা চেয়েছ, দাদা, তা' আমি সেখানে গিয়ে তোমায় হাসতে ২ দিব। অরুণার নয়ন দিয়া কয়েকফোঁটা অশ্রু টপ টপ করিয়া থালার উপর পড়িয়া গেল।

* * * * *

অরুণা সিঁড়ির উপর পা দিতেই বৌদিদি আসিয়া দুইহাতে জড়াইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, অরুণা বোনটী আমার! কতদিন তোকে দেখি নাই।" অরুণার ছেলেদের কোলে লইয়া চুম্বন করিতে ২ বলিলেন, "ইস্ কি সুন্দর হয়েছে, ঠিক তোমার মত চোখ!" অরুণার ওষ্ঠে হাসি, আঁখিতে অশ্রু, সেকি সত্যই আসিয়াছে, ঐ যে সেই অশথগাছটা বারাণ্ডার উপর হেলিয়া আছে, বায়ুতে তাহার পাতাগুলি পরিকম্পিত হইতেছে, ঐ যে ছাদের জানালাটী খোলা, সে যথায় শৈশবে খেলনা লইয়া খেলা করিত, অথবা ভবিষ্যজীবনের শিক্ষানবিশি করিত।

অরুণা বলিল, বৌদিদি, আমার শাশুড়ী বলেছেন, ঘড়ি দেখে দাদার কপালে ফোঁটা দিতে, আর সময় নাই, আগে ফোঁটা দিই, পরে গল্প করব।

স্নানান্তে নববস্ত্র পরিয়া দাদা আসনে বসিয়াছেন, পার্শ্বে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে নানা প্রকার খাদ্য থালায় সাজান আছে, রৌপ্যপাত্রে পুষ্পমালা ও চন্দন আছে, উমা দাসী পরিপুষ্ট গণ্ড স্ফীত করিয়া শঙ্খে ফুৎকার দিতেছে, দাদা স্নেহসিক্ত স্বরে বলিতেছেন, "অরুণা আয় দিদি, আগে তোকে দেখি, তারপর ফোঁটা দিস্! অরুণা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিল। সিক্তকেশ পৃষ্ঠে এলায়িত, গলায় ফুলের মালা, ধূপছায়া রংয়ের চেলীর কাপড় পরিয়া কি সুন্দর মানাইয়াছে, নয়নে দরদর ধারা প্রবাহিত! অরুণা দাদার সম্মুখের আসনে বসিয়া বক্ষের বস্ত্র ও শোণিতাক্ত সেমিজ ঈষৎ সরাইয়া বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে রুধির লইয়া ভ্রাতার ললাটে দিয়া বলিল, "দাদা! তুমি যে আমায় মাফ করেছ, তাই ঢের, এই নাও ফোঁটা!" উমা শঙ্খ ফেলিয়া দিয়া বলিল, ওমা তাই তুমি ছাগল কাটা ছুরি নিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কি কর্‌ছিলে? দাড়াও একটু চিনি দিয়ে বেঁধে দিই। ওমা শুভদিনে গা' থেকে রক্ত বা'র করলে! দাদা রোদন করিয়া অরুণার মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "অরুণা! আমায় মাপ কর্।"

শ্রীহেমনলিনী বসু।

(চয়ন)

বর্ণ ও মশা।

প্রায়ই দেখা যায়, কোন ঘরে অনেকে বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে কাহাকেও মশকে দংশন করে কাহারও বা দেহের পার্শ্বে ঘেঁসিতে পারে না। হরিদ্রা বর্ণের কোন জিনিষের উপর মশক বসিতে চাহে না কিন্তু ঘোর নীল বর্ণের জিনিসের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে ঘরের মধ্যে যিনি বাক্যবাগীশ, তাঁহার প্রতি মশার দৃষ্টি অধিক এবং যিনি শ্রোতা তাঁহাকে মশায় কিছু বলে না। ইহার কারণ এই যে কথার শব্দে ইহারা আকৃষ্ট হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও শব্দের প্রতি ইহারা সহজে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার ফলে মানুষ কি প্রকারে সহজে ইহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, তাহারও উপায় স্থির করিতে পারা গিয়াছে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে মানুষের রক্ত স্ত্রী মশকেই শোষণ করে। স্ত্রী মশকের তরবারী ও শোষণ যন্ত্র এক, ইহা পুরুষ মশক অপেক্ষা কঠিন। এই তরবারীর দুই দিকে ধার আছে।

কোন গৃহে ঘোর নীলবর্ণের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেখা গিয়াছে যে, দরজা খুলিলেই গৃহের নীল অথবা কৃষ্ণ বর্ণের জিনিষের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা বসিয়াছে এবং তজ্জন্য গৃহের মানুষের প্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছে না। এই পরীক্ষার কথা শুনিয়া একজন আফ্রিকা দেশে গমন করিবার সময় তাঁহার তাঁবুর ভিতর দিকের কাপড় ঘোর নীল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং খাকি রঙ্গের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন। মশক হরিদ্রা বা তদ্রূপ বর্ণ একেবারেই পছন্দ করে না, তিনি বহুকাল আফ্রিকায় ছিলেন, বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন নাই।

আজকাল কৃষ্ণ বর্ণের মোজা অনেকে পরিধান না করিয়া রঙ্গীন মোজা পরেন। মশা পায়ের রক্ত শোষণ করিতেই ভাল বাসে এবং অন্য অঙ্গ ত্যাগ করিয়া তথায় বসিতে চাহে। যদি হরিদ্রা বা খয়ের রংয়ের মোজা পরা থাকে, তাহা হইলে মশকের দংশন হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কোন্ বর্ণের প্রতি মশক অধিক আকৃষ্ট হয়, তাহা দেখিবার জন্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল। সতেরটি বাক্সে সতের রকম রঙ্ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল, যে ঘোর নীলবর্ণের বাক্সটি মশায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে ১০৮ টি মশা পাওয়া গিয়াছিল। হরিদ্রাবর্ণের বাক্সে একটিও মশা ছিল না। ঘোর লোহিত বর্ণের বাক্সে ৯০ টি মশা পাওয়া গিয়াছিল, ঈষৎ সবুজবর্ণের বাক্সে ৪ টি, ঈষৎ নীলবর্ণের বাক্সে ৩ টি, সাদা বাক্সে ২ টি এবং কমলালেবুর বর্ণের বাক্সে ১ টি মশা পাওয়া গিয়াছিল।

এই পরীক্ষা অনেকবার করা হইয়াছিল এবং প্রায় একই ফল পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে মশকপূর্ণ স্থানে কিরূপ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিতে হইবে, তাহা ঠিক্ করা যায়।

অনেক সময় মশকের শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সময়ে দংশন যাতনা অনুভব করা যায় না এবং অনেক সময়ে কোন শব্দ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দংশনে অস্থির হইতে হয়। যখন মশক ধ্বনি অত্যন্ত বেশী বোধ হয় তখন বুঝিতে হইবে যে পুরুষ মশক ধ্বনি করিতেছে, এবং কেবল স্ত্রীমশকই দংশন ও শোষণের কার্য্য করে।

অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে পুষ্ট মশা অনাহারক্লিষ্ট মশা অপেক্ষা অধিক ধ্বনি করে এবং রক্ত শোষণের পূর্ব্বে অপেক্ষা পরেই উল্লাসপ্রযুক্ত বেশী ধ্বনি করিয়া থাকে।

বৈদ্যুতিক মোটর দ্রুত ঘুরাইয়া মশকের ন্যায় ধ্বনি উৎপাদন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাতে সহস্র সহস্র মশা আকৃষ্ট হইয়াছে। এবং তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি থাকার জন্য মশক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

আমরা সকল সময়ে বিদ্যুতের সাহায্যে মশা না মারিতে পারি, কিন্তু হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া মশার কামড় হইতে বাঁচিতে

পারি গেরুয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী ও ফকীর এবং পীত বস্ত্রপরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু মশকপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করেন কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় মশক কর্ত্তৃক দংশিত হন না। সঃ

SPECIAL.

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Modern Boot Palish Paste.

আধুনিক বুট প্যালিস্ পেষ্ট্।

অ্যাস্ ফাল্টম্ ... ... ৪ আউন্স।

মো-মোম্ ... ... ৬ আঃ।

এই দুইটী জিনিসকে একটা সাদা এনামেলে আগুণে চড়াইয়া গলাইয়া ফেল। উভয়ে উত্তমরূপে গলিয়া মিশ্রিত হইয়া যাইলে উনান হইতে নামাইয়া ইহাতে ৪ চামচে মেথিলেটেড্ স্পিরিট এক আউন্স ল্যাম্প-ব্ল্যাক ভুষা এবং ১ ড্রাম প্রুসিয়ান্ ব্লু আটার মত করিবার জন্য যথেষ্ট ক্যাষ্টার অয়েল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ নাড়িয়া বা ঘুঁটিয়া খুবই উত্তমরূপে থিচ্ শূন্য করিয়া মিশ্রিত কর, শীতল হইলেই ইহা উৎকৃষ্ট প্রকারের জুতার ক্রিম বা পেষ্ট হইবে। ভাল কাল চামড়ার বুটকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া অঙ্গুলী দ্বারা লাগাইয়া বস্ত্র বা কোমল ব্রুস্ দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই খুবই সুন্দর চাকচিক্যময় হইবে। চাকুনী-ওয়ালা টীনের কৌটায় করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপ টীনের কোটা Nortn west soap Co. Ld. কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া মূল্য জানিতে পারা যায়। আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

BROWN BOOT POLISH.

ব্রাউন জুতার পালিস।

"কাজের লোকে" বহুবার জুতার কালীর কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে অনেকে উৎকৃষ্ট প্রকারের ফরমূলা চাহিতেছেন, সেই জন্য পুনরায় কয়েকটী নূতন ফরমূলা প্রকাশ করিলাম।

প্রথম প্রকার।

উৎকৃষ্ট মল্ট ভিনিগার ২০ আঃ।

ফিল্টার ওয়াটার ১০ আঃ।

উৎকৃষ্ট সাদা শিরিস ২ আঃ।

সফট্ সোপ (সাবান) ১ ড্রাম।

আইসিং গ্লাস— ১ ড্রাম।

আনাটো বা লট্কন্ কিম্বা হলুদ। এই সমস্ত মসলা গুলি সংগ্রহ করিয়া প্রথমে জল এবং ভিনিগার একত্রে মিশ্রিত কর, তাহার পর সিরিসটাকে ঈষৎ জলে দিয়া আগুনের উত্তাপে গলাইয়া লও। তাহার পর ইহাতে লট্কন ফল বা উৎকৃষ্ট হরিদ্রা চূর্ণ দিয়া ১০ হইতে ১৫ মিনিট কাল ফুটাইয়া লও। তাহার পর নামাইয়া লইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া একটা কড়ির জালায় বা বোতলে পুরিয়া ফেল। ব্যবহারের সময় স্পঞ্জ দ্বারা জুতায় অল্প পরিমান মাখাইয়া শুষ্ক বস্ত্র বা ফ্লানেল দ্বারা একটু ঘর্ষণ করিলেই জুতা উজ্জল এবং চাকচিক্যময় হইবে। ইহা তরল পালিস্।

দ্বিতীয় প্রকার।

মো মোম— ১ পাউণ্ড

প্যারল অ্যাস্— ২আঃ

পীতবর্ণের সাবান— অর্দ্ধ পাউণ্ড

টারপিন্ তৈল— ২ আউণ্ড

মেথিলেটেড— ২ আউন্স

জল (যেরূপ ঘন করিবার আবশ্যক)

প্রক্রিয়া।

পারল অ্যাস্কে সর্ব্ব প্রথমে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে চড়াইয়া দাও পাত্রটা এনামেলের হইলেই ভাল হয়। যদি অধিক জলের আবশ্যক হয়, পরে দিলেও চলিবে। ছুরি দ্বারা চাঁচিয়া মোমটাকে এবং সাবানটাকে উপরোক্ত পাত্রে ফেলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ অগ্নিতে ফুটাইতে থাক। যখন সমস্ত মসলা গুলি গলিয়া মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন আগুন হইতে নামাইয়া খুব ঘুঁটিয়া মিশ্রিত কর, এবং শীতল হইতে দাও। তাহার পর প্রথমে টারপিন পরে স্পিরিট্ মিশ্রিত করিয়া উত্তরূপে পুনরায় ঘুঁটিয়া দাও। যদি ইহাকে আরও তরল করিবার আবশ্যক হয়, তবে এখন মিশ্রিত করিতে পারে। ব্যবহার বিধি, এই ক্রিম কিঞ্চিৎ ন্যাকড়ায়ং লাগাইয়া জুতায় মাখাইয়া প্রথমে কোমল ব্রুস দ্বারা একটু ঘষিয়া কোমল বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই জুতা চাকচিক্যময় উত্তম পালিস হইবে।

কাল পোষাক এবং আলপাকা পরিষ্কার এবং রং করিবার উপায়।

প্রথমে রিঠা ও সাবান দিয়া আলপাকাকে কাচিয়া যে ২ স্থানে রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানে প্যাইরো গ্যালিক অ্যাসিডের জল মাখাইলে নূতনের ন্যায় হইয়া যায়।

BLUE COLOUR FOR COTTON.

তুলাতে নীল রং করিবার প্রক্রিয়া।

৪ আউন্স পরিমাণ তুঁতেকে যথোপযুক্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া ১ ঘণ্টা অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার পর তুলিয়া নিংড়াইয়া লইয়া আধ আউন্স প্রুসেট অফ পটাস ৩২ ড্রাম

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

সলফিউরিক্ এসিড্ যথোপযুক্ত গরম জলে গলাইয়া উক্ত নিংড়ান তুলা ১ ঘন্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া লইয়া শুষ্ক করিলেই উৎকৃষ্ট পাকা নীল রং হইয়া যাইবে এবং ধোপে উঠিবে না। বিলাতে এই সকল তুলাকে ধুনিয়া এসেন্সের ঔষধের বাক্সে দেওয়া হয়।

আমরা এই নয় বৎসরে অসংখ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু দেশের লোক যদি প্রকৃতই কাজের লোক হইত, তাহা হইলে ১ টী মাত্র ফরমুলা দ্বারা নিজের সৌভাগ্য করিয়া লইতে পারিত, কিন্তু পরিতাপ, দেশের লোকের এদিকে মতিগতি বড় কম; নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা বারম্বার বলিয়াছি, এবং দেখাইয়াছি যে, শিল্পের চর্চ্চা ব্যতিত আমাদের দুরাবস্থা দূর করিবার আর উপায় নাই। এ নাটক নভেল পড়া আয়াসের দেশে শিল্প কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা ভস্মে ঘৃতাহুতি সদৃশ্য। কবে এদেশের মতিগতির পারবর্ত্তন হইবে, বুঝিতে পারি না। আর কত কাল দেশ ঘুমাইয়া থাকিবে, দেশটা একেবারে জাহন্নামে গিয়াছে।

সৎজননীর আবশ্যকতা।

—:•:—

সম্রাট্ নেপোলিয়ন একদিন তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন,—"The old system of instruction is nothing. What is wanting in order that the youth of France may be well educated? অর্থাৎ শিক্ষার সেকেলে পদ্ধতি শিক্ষার পক্ষে কিছুই নহে, জননী! ফ্রান্সের সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষার কি অভাব বলিতে পারেন? জননী ম্যাডাম্ ক্যাম্পনি মাত্র একটী কথায় উত্তর দিলেন, বলিলেন—"জননী, ফ্রান্সের সন্তানগণের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত জননীর আবশ্যক" The reply struck the Emperor. Here he said, "is a system of education in one word." Be it your care to train up mothers who shall know how to educate their children." জননীর এই উত্তর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন এই এক কথায় উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি,, জননী আজ হইতে আপনি ফ্রান্সের জননীগণের শিক্ষার জন্য যত্ন করুন, তাহা হইলে তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহাদের সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে হয়, শিক্ষা করিবেন। তাহাই হইয়াছিল। শৈশবেই যদি জননী শিশুর চরিত্র গঠন করিয়া দিতে না শিক্ষা করেন, তাহা হইলে সে সন্তানকে বশীভূত করা কঠিন। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত জননীগণ সন্তানগণকে যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিয়া থাকেন, কিন্তু অবাধ্যতার জন্য যথেষ্ট শাস্তিও প্রদান করেন। জননীর নিকট ছেলে যেন মক্ষিকাটীর মত ঠাণ্ডা থাকে। আমাদের জননীগণ ছেলের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়েন, যেহেতু ছেলেকে বাধ্য করিবার কৌশলে অনভিজ্ঞা। এ দেশের ছেলেকেও সুশিক্ষা দিবার জন্য জননীরই অধিক অভাব। সেই জন্য এ দেশের জননীগণকে শিক্ষিতা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। ভারতে প্রাচীনকালে ছিল, ধর্ম্মপ্রাণ স্বার্থশূন্য ঋষিতুল্য শিক্ষাগুরু—তাঁহারাই ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া দিতেন—বালক উচ্চজ্ঞান নম্রতাই শিক্ষা করিত, জনক জননীকেই পরমারাধ্য দেবতা বলিয়া শিক্ষা করিত—প্রাণে একটা ধর্ম্মভাব ধর্ম্মভয় জন্মিত। এখনকার শিক্ষা, পুথীগত বিদ্যা, তেমন গুরু নাই—সুতরাং শৈশবেই শিশুর কোমল চরিত্রকে গঠন করিতে শিক্ষিতা জননীর আবশ্যক হইয়াছে। উপন্যাস পড়া শিক্ষিতা জননীর কথা বলিতেছি না—আমরা সংযমপরায়ণা ধর্ম্মপ্রাণা জননীর কথাই বলিতেছি—আধুনিক শিক্ষার সে শিক্ষায় যত্ন নাই, তাই এত গলদ—এত অসংযমী যথেষ্টাচারী সন্তানে দেশ অকর্ম্মণ্য লোকে পরিপূর্ণ।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় এদেশের নৈতিক শিক্ষা হয় নাই। অধিকাংশ বালকেরও নম্রতা শিষ্টাচার নাই বলিলেও চলে—গোড়ায় গলদ—তাই প্রথম হইতেই অবাধ্যতা অভ্যাস হইয়া যায়, পিতা মাতা উপদেশ দিয়া থাকেন, —গ্রাহ্য করে না যথেষ্টচারী হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দেশে দুর্ব্বল কাপুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ দেশেও আর্য্য নীতিজ্ঞা—সৎ জননীর আবশ্যক হইয়াছে।

বৃক্ষ, লতা গুল্ম ফল ভরে নত শির, হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে চতুর্বর্গ ফলস্বরূপ, যাহার হৃদয়ে সেই—ভগবান অহরহ বিরাজিত, সে অতি গুরুভারে সর্ব্বদাই নতশির হইয়াই পড়ে। সেই ভগবৎভক্তি যে শিক্ষায় নাই, তাহাতে নম্রতা বশ্যতা আসা অসম্ভব।

মানবের মনে যতই ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে, ততই সে নম্র এবং বিনয়ী হইয়া পড়ে। সে বিশ্বপ্রেমের মহিমায় কাহাকেও ক্ষুদ্র দেখিতে পায় না—তখন সর্ব্বজীবে সমদর্শন জন্মে, অপরের দুঃখ দেখিয়া কাতর হয়, সহানুভূতি জন্মে—তখন মানব হৃদয়ই—স্বর্গে পরিণত হইয়া যায়। এই শিক্ষাই আবশ্যক এবং এই শিক্ষাই উৎকৃষ্ট শিক্ষা। প্রাচীন কালে এই শিক্ষা ছিল বলিয়া সর্ব্ব কর্ম্মই তাঁহারা জগতের হিতের জন্য করিতেন। হিংসা দ্বেষ, প্রভুত্ব পরায়ণতা হৃদয়ে স্থান পাইত না। সেই জন্য ঋষিগণ লোকালয়

ছাড়িয়া গিরিগহ্বর হইতে জগতের হিতের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য অমূল্য শাস্ত্ররাজী লিখিয়া গিয়াছেন। আর আজ এত শিক্ষার চক্ষু কর্ণ স্বাস্থ্য হারাইয়া জগতের জন্য তুমি আমি কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্য কিছু করি কি?—নিশ্চয়ই এক মুহূর্ত্তের জন্য আমরা তাহা ভাবিতে শিক্ষা করি নাই। আধুনিক শিক্ষায় তাহা নাই। এইখানেই গলদ। এ গলদ, যখন জনক জননী উদ্ধত সন্তানসন্ততির ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া বুঝে, তখন প্রত্যেকেই অনুতপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রথমেই—সেই শৈশবেই যে শিশুকে বশ্যতা শিক্ষা করান উচিত ছিল, সেটা উপেক্ষা করাতেই এই কুফল জন্মিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, এখন সে শিক্ষাগুরু নাই—আর্য্যশাস্ত্র উপেক্ষার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন জননীকে সেই স্থান অধিকার করিয়া নিজের ছেলে অন্ততঃ বশীভূত থাকে, এটা না করিলে ক্রমশঃ অনর্থই ঘটিবে—ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য এদেশের জননীর আর্য্য নীতিতে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

ডাক্তার হন্টার একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন অনেক লোক সাধারণ অপেক্ষা অনেক দিন দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন। ডাক্তার কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া অতি প্রাচীন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি আপনার জীবনের কিরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এত দীর্ঘজীবি হইয়াছেন। উত্তরে বৃদ্ধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, অন্য বিষয়ে আমি সাধারণের মতই জীবনাতিপাত করিয়াছি, বিশেষত্বের মধ্যে আমি কেবল একাহারী ছিলাম 'I make but one meal a day' এই কথা শুনিয়া ডাক্তার বলিয়াছিলেন আপনি এ রহস্য আর প্রকাশ করিবেন না ইহা জগতে প্রকাশিত হইলে ডাক্তারের অন্ন উঠিয়া যাইবে "Keep your secret said the physician, 'If you publish it to world, you will utterly ruin the practice of medicines.'

ভারতে একাহারীর দীর্ঘজীবি হইবার কথা নূতন নহে। সেকালের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ হিন্দু-বিধবাগণও ঋষিগণের শারিরীক তেজের কাহিনী তাহার জলন্ত প্রমাণ। এখন যত খাওয়ার পরিমাণ বাড়িতেছে, ততই লোকে অল্প বয়সে করাল কবলিত হইতেছে। পরিমিতাহারে রোগই হইবে না, তবে অকালে মরিবার কারণ কৈ।

Reviews.

সমালোচনা।

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড্ চিকিৎসা।

ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র দাস প্রণীত, উৎকৃষ্ট ছাপা এবং উৎকৃষ্ট কাগজ, পকেট সাইজ মূল্য ১৲ মাত্র।

রোগের সমস্ত অবস্থার উপসর্গের বিস্তৃত বর্ণনা, নিজের অভিজ্ঞতা, বিস্তৃত রেপার্টরী ও ঔষধের সমস্ত লক্ষণ এমন সুন্দরভাবে পুস্তক খানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, চিকিৎসক অতি সহজেই ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসানুরাগীকে এই পুস্তক খানি লইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি, পুস্তক খানি সম্বন্ধে আমাদের অধিক কথা বলা উচিত নহে, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, পুস্তক খানি এত সুন্দর না হইলে আমরা ইহার প্রকাশক হইতাম না। সমস্ত প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে কাজের লোক আফিসে, হিতবাদী পুস্তক বিভাগে, এবং মেঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

শুভকর্ম্মে পদ্য ও গদ্য। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত মূল্য ।০ আনা মাত্র। মানস সরোবর, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, প্রফুল্ল এবং নির্ম্মাল্য প্রভৃতির রচয়িতা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত, শুভ কর্ম্মে গদ্য ও পদ্য তাঁহারই রচিত। সুতরাং রচনা চাতুর্য্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থ খানিতে বিশেষত্ব এই, তিনি বিবাহ, অন্নপ্রাসন প্রভৃতিতে যে কেমন করিয়া পরিমার্জ্জিত, রুচীকর কবিতা বা গদ্য লিখিতে হয়, নবীসদিগকে তাহাই শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, বলা বাহুল্য, তাঁহার সে উদ্যম সফল হইয়াছে, আদর্শ কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, সরল এবং সুললিত। প্রত্যেক হিন্দু ভদ্রলোকের নিকট এ পুস্তকের আদর হইবে।

Rambling thoughts—by Babu Munindra Prasad Sarbadhikari. এখানিও মুনীন্দ্র বাবুর রচিত একখানি ক্ষুদ্রপুস্তিকা ইংরাজী কবিতা-পুস্তক; কবিতাগুলি বেশ সরল, অথচ সহজ বোধ্য—ভাবময়, বাঙ্গালীর এরূপ কবিতা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

মুষ্টীযোগ।

হাঁপানির।—একটি বড় ধুতুরার মধ্যস্থলে ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা কাটীয়া ডুমা উঠাইয়া লইবেন, পরে সেই ধুতুরার অভ্যন্তরে দুই আনা ওজনে আফিম দিয়া তাহার পর উক্ত ডুমটি দিয়া ছিদ্র বন্ধ করিবেন পরে ধুতুরার উপরি ভাগে উত্তমরূপে এঁটেলা মাটী মোটা করিয়া লেপিয়া ঘুঁটার আগুনে পোড়াইবেন, পরে অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণ বর্ণ ছাই প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণ প্রাতঃকালে খাইতে দিবেন।

হাঁপানির ২য় ঔষধ।—আম্র গাছের পরগাছা (চয়ড়া পাতার) অর্দ্ধ তোলা উক্ত পত্র এবং অর্দ্ধ তোলা বেনার মূল গঙ্গাজলে বাটিয়া প্রাতে খাওয়াইবেন এইরূপ তিন দিবস।

জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ৩৭৭ অপার চিৎপুর রোড)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

—:০:—

পূজার সময় যে সুবিধা দরে ১৯০৯ হইতে ১৯১৪ সমস্ত খণ্ড "কাজের লোক" দেওয়া হইতেছিল, তাহা ঠিক ৩০শে অক্টোবরেই আমরা বন্ধ করিয়া পূর্ণ ৩৲ মূল্যে বিক্রয় করিতেছিলাম। কিন্তু আমাদিগকে বহুজনে এই সময় বৃদ্ধি করিবার জন্ম অনুরোধ করায় আমরা ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিয়া দিলাম। সুতরাং যাঁহাদের এই বিশাল শিল্প ব্যবসায়, কৃষি, বেকারের উপায় বিষয়ক অর্থকরী বিশাল গ্রন্থরাজী লইতে ইচ্ছা, তাঁহারা যেন ১৯০৯ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত সমস্ত খণ্ডের সূচী পত্রের জন্য ৴০ আনার টিকিট পাঠাইয়া দেন। তাহা হইলে এই বিশাল রত্নসদৃশ গ্রন্থাবলীতে কি কি বিষয় আছে বুঝিয়া অবিলম্বে পুস্তক পাঠাইবার অর্ডার করিতে পারিবেন। সকল খণ্ড আর সমান সংখ্যক নাই, সুতরাং আর যেন হতাশ হইবেন না। তৎপর হউন।

৩০শে নবেম্বর ১৯১৫।

বিনয়াবনত

"কাজের লোক কার্য্যাধ্যক্ষ",

১৭নং অক্রুর দত্তের লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৯ম বর্ষ। ১২শ সংখ্যা। New Series. DECEMBER 1915. নূতন সংস্করণ। ডিসেম্বর, ১৯১৫। Vol. IX. No. 12.

কিছু নিজেদের নিবেদন।

এই সংখ্যার সহিত "কাজের লোকের" নবম বর্ষ শেষ হইল, ১৯১৬ সালের জানুয়ারী হইতে "কাজেরলোক,, দশম বর্ষে পদার্পণ করিবে। ভগবানের কৃপাকণা এবং সাধারণের সহানুভূতি এবং সাহায্যই আমাদের ন্যায় তৃণাদপি ক্ষুদ্রজনের ভরসা মাত্র।

"কাজের লোক,, ক্ষুদ্রহৃদয়ে কত আশার ছবি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সর্ব্ববিষয়ে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রত্যেকেরই এ সংসারে একটা বড় আবশ্যকীয় উপকরণ, দেশের ছেলেদিগকে, দেশের ব্যবসায়ী দিগকে, গৃহী এবং গৃহিনী দিগকে সেই সাধারণ জ্ঞান বিতরণের জন্য আমরা নানাস্থানের, নানা দেশ দেশান্তরের গ্রন্থাবলী সমূহ হইতে, অভিজ্ঞ গণের নিকট হইতে, কৃষি, শিল্প বানিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ক নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে এতদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, যদি তাহা এদেশের একজনেরও উপকারে আসিয়া থাকে, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

আমরা "কাজের লোক" পুস্তক বিভাগ হইতে বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গণের গ্রন্থাবলী আনাইয়া দেশের লোকের হস্তে দিয়াছি, উদ্দেশ্য, যদি সেই সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া কোন রূপে শিল্প বানিজ্য এবং কৃষি বিষয়ে এদেশের মতি আকৃষ্ট হয়

কিন্তু এদেশের রুচি ও মতিগতি স্বতন্ত্র প্রকারের, এদেশটী আয়াসী হইয়া পড়িয়াছে। কঠোর বিষয়ের গবেষণায় অপারক হইয়াছে, কেহ তেমন সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে চাহে না। এই জন্য ১০ বৎসরের কঠোর চেষ্টাতেও বঙ্গের ঘরে ঘরে "কাজের লোককে" আশানুরূপ পরিচিত করিতে পারি নাই। একাধারে এত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার বিষয় অন্য দেশের লোকে দেখিতে পাইলে অসংখ্য পাঠক এবং গ্রাহক হইতে পারিত। পাশ্চাত্য দেশের একখানা মাসিক পত্রের গ্রাহক সংখ্যা শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। কি দেশ! কি তাহাদের উদ্যোগ, কি তাহাদের পাঠ সংখ্যা! এদেশে ২০ বৎসরের কাগজের ও তাহার দশমাংশের একাংশও গ্রাহক বা পাঠক পাইবার আশা স্বপ্নাতীত ব্যাপার। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, এদেশ শিক্ষা বিষয়ে বহু পশ্চাতে

ছাত্রদেরবার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে।

অবস্থিত। আমরা মনে করিয়া ছিলাম, দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা ভাল নয়, অর্থকরী বিষয় সমূহের শিক্ষা এদেশের লোকের নিকট নিশ্চয়ই বিশেষ আদরনীয় হইবে। কিন্তু এদেশের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব। এদেশ ২০ বৎসর পূর্ব্বেও যাহা ছিল, আজও তাহাই থাকিলেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম, কিন্তু প্রতিদিনই যে ক্রমেই মন্দ হইতেও মন্দ হইয়া পড়িতেছে নিত্য নূতন ফ্যাসনে অন্নক্লিষ্ট দেশ বিলাস মদিরায় মজগুল হইয়া যাইতেছে আহারে, বিহারে, শিক্ষায় দীক্ষায় লোকে কেবল যেন বিলাস মদিরার জন্য লালায়িত, ক্ষণস্থায়ী সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তেই অপব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, কেহ দেশের বা নিজের শোচনীয় দশার কথা, ভাবিবারই সময় পাইতেছে না।

এই দেশটীর অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে আমাদিগকে বহু বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে উপার্জ্জন করিতে হইবে। দেশজাত কাঁচা মাল হইতে এদেশের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখিতে হইবে। মনুষ্যত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যাহাতে সর্ব্বনাশ কর মামলা মোকর্দ্দমা না হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

কেননা, দেখা যাইতেছে, বিচারের মূল্যাধিক্যতা বশতঃ বহু সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। এই গুলি জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা জ্ঞান চর্চ্চা এবং বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ ব্যতিত হইতেই পারে না

বাঙ্গালা কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির উন্নতি না করিলে আমাদের উপায় নাই, কিন্তু আমরা আয়াসের জন্য দেশত্যাগী, বাঙ্গালার ন্যায় প্রবাসী জাতি জগতে নাই বলিলেও চলে। যৎ সামান্য বেতনের জন্য আমরা অধিকাংশ লোকই বিদেশ প্রবাসী, এদেশের যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা দেশে থাকিতে নারাজ, এইরূপে কৃষির অবনতি দাঁড়াইয়াছে। এই কৃষির উন্নতি করিয়া পল্লীবাসীগণ অনায়াসে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে পারেন। কিন্তু পরিতাপের কথা, সহরবাসী হইবার জন্য সকলেই লালায়িত। এসকল রোগ আমাদের ভিতর হইতে যতই দূরীভূত হইবে, ততই আমাদের উন্নতি হইবে। পাঠ্য সম্বন্ধে আমরা নাটক নভেলেরই বিশেষঃ অনুরাগী, সেইজন্য, দেশে শিল্প বাণিজ্যের সাহিত্যের আদর নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরগণ বলেন, নাটক নভেল পাঠ করিয়া মানুষের অধঃপাত সংঘটিত হয়, তাঁহারা বলেন"

"Above all things, keep novels out of reach of your children. They are the corrupters of minds, * * * * The habit of receiving pleasure without any exertion of thought, by the meer excitement of curioucity and sensibility may be justly ranked among the worst effect of habitual novel reading"

অর্থাৎ উপন্যাসাদি বালকগণের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া দাও, কারণ তাহার কোমল হৃদয়কে কলুষিত করে। ক্রমাগত উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা গভীর বিষয় চিন্তায় সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অতি নিম্ন শ্রেণীতে অবতীর্ণ হয়। আমাদের দেশে সাহিত্য চর্চ্চার অছিলায় এরূপ আয়াসের পাঠ্যই অধিক আদরনীয় হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসাদিতে যে সমাজের উপকার হয় না, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ঘটনাস্রোতে পাঠককে যে অনেকটা সাংসারিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহ হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমাদের দেশ এখন অন্নকষ্টে মুহ্যমান, এ অবস্থায় যাহাতে আমরা কর্ম্মী হইতে পারি, যাহাতে এই জীবন সমস্যার মীমাংসা হয়, সেই রূপ পাঠ্যই উপযুক্ত পাঠ্য। আমরা "কাজের লোকে" তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, আমাদের সর্ব্ব বিষয়েই আয়াস বর্জ্জন করিয়া যাহাতে অন্ন সমস্যায় মীমাংসা করা যায়, সেইরূপ বিষয়ের আলোচনা করাই উচিত।

আজ আমরা বর্ষশেষে আবার একবার আমাদের প্রিয় গ্রাহক মণ্ডলীর নিকট বলিতে চাই যে, আমরা যে কর্ত্তব্যের সংকল্প হৃদয়ে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ছিলাম, আমরা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়াস পাইব "কাজের লোককে" বহু বিষয়ের ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়া যাইব, এমন দিন কি আসিবে না, যে দিন বাঙ্গালার সন্তানগণ এই ভাণ্ডার খুলিয়া দেখিয়া আমাদের কাষ্ঠ বিড়ালের সাগর বন্ধনের প্রয়াস উপলব্ধি করতঃ আমাদিগকে ধন্য করিবেন ?

আমাদের প্রিয় গ্রাহকগণ! আমরা বড় দীন, ডিসেম্বরের সহিত আপনাদের গত বর্ষের চাঁদা শোধ হইল। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৯১৬ সালের বার্ষিক মূল্য জানুয়ারী মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমরা অতিশয় উপকৃষ্ট হইব। কাগজ চালান কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য দেশীয় এবং বিলাতি বিজ্ঞাপন কম হইয়া যাইতেছে, কাগজের মূল্য দ্বিগুণ হইতে

চলিয়াছে, চারিদিকে ব্যয় বাহুল্যতা বশত আমরা ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, এ অবস্থায় যাঁহার যাহা দেয়, তিনি সময়ে পাঠাইয়া দিলে আমাদের যে প্রকৃতই সাহায্য করা হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। নচেৎ চিরপ্রথা মত আমাদিগকে ফেব্রুয়ারী মাসে ইভি, পি করিতে হইবে।

Cuttings.
অন্ধকুপ-কাহিনী।

কোন ইংরেজ মিথ্যাবাদী হইতে পারে, শুধু মুখের কথা নহে—মিথ্যা কথা পুস্তকাকারে প্রচার করিতে পারে, ইহা বোধ হয় অনেকেরই ধারণার অতীত। তাই এখনও অনেক অজ্ঞ লোক 'অন্ধকূপে'র নাম শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া থাকে। ইংরেজ হলওয়েল 'অন্ধকূপে'র বিকট বীভৎস বিবরণ লিখিয়া বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি নিজে ভুক্তভোগী, বিবৃত ঘটনাগুলি তিনি নিজে চক্ষের উপর দেখিয়াছিলেন। হলওয়েল রাজার জাতি, বিশেষতঃ রাজার প্রতিনিধি—ফোর্ট উইলিয়ামের গবর্ণর; কাজেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, এদেশের লোক এই পৈশাচিকতার কাহিনী অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল,—বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে হলওয়েল যে কলঙ্কের কালিমা মাখাইয়া দিয়াছিলেন, এ দেশের লোক নীরবে নিজের অঙ্গে সেই কালি মাখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিল। হলওয়েল উহার স্মৃতি-স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। লোকে ক্রমে অন্ধকূপের কথা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাইশ-তেইশ বৎসর পূর্ব্বে—১২৯৯ সালে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় "জন্মভূমি" পত্রিকায় "পলাশী" প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন—অন্ধকূপহত্যা হলওয়েল সাহেবের সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত। দেশের লোকের—সাধারণের না হউক, ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু সুধীগণের—চিন্তার গতি ফিরিয়া যায়। অতঃপর উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সিরাজদ্দৌলার প্রকৃত চরিত্রের চিত্র সাহিত্যের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরেন। তাঁহার "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থে অন্ধকূপ বিবরণ কল্পিত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এ দেশের বালকেরা ইংরেজি ইতিহাসে হলওয়েলের বিবরণ কণ্ঠস্থ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে; কাজেই তাহাদের সে ধারণার পরিবর্ত্তন সহজ নহে। তথাপি অতঃপর এ পক্ষে বিশেষ সুফল ফলিয়াছিল। মধ্যে লর্ড কর্জ্জন একবার সেই বিভীষিকার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ১৩০৯ সালে তাঁহার যত্নে কলিকাতায় লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে এক স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কর্জ্জন হয় ত মনে করিয়াছিলেন,—হলওয়েলের আত্মা এতদিন ইহার অভাবে বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছিল, এইবার তাহার পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইবে! কিন্তু কালের কি নিয়ম,—এ সকলই মুছিয়া দিয়া সে আবার এক নূতন ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছে! এবার অন্য এক ইংরেজ লেখক নানা যুক্তি তর্কে প্রমাণ করিতেছেন,—হলওয়েলের অন্ধকূপের বিবরণ মিথ্যা, ইহা একটা ফাঁকি মাত্র। এই লেখকের নাম মিঃ জে এইচ লিটল। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের স্কুলের হেডমাষ্টার। ইহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র "বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার বড় বড় ইংরেজি কাগজের সম্পাদকেরা ইহার মতের সমর্থন করিতেছেন এবং একটা বিরাট আবিষ্কার বলিয়া বিস্মিত হইতেছেন। আমরা দেখিতেছি, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ইহা একটা নূতন আবিষ্কারও নহে। ইংরেজেরা হলওয়েলের বিবরণ বাইবেলের বাণীর মত মানিয়া লইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালী বিজ্ঞজন তাহা মানে না, ইহা আমরা জানি এবং বহুবার এ সম্বন্ধে "বঙ্গবাসী"তে আলোচনাও হইয়াছে। লিটল সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশের পর ইংরেজ মহলেও ইহার আলোচনা চলিবে, সন্দেহ নাই ক্রমেই নূতন কথাও শুনা যাইবে। হলওয়েল সাহেবের কথার মূল্য কত, তাহাও লোকের বুঝিতে বাকী থাকিবে না। ইতিমধ্যেই ত শুনা যাইতেছে,—তাঁহার মত মিথ্যাবাদী আর কেহ ছিল না। "বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট" পত্রের সম্পাদক এই রূপই বলিয়াছেন। "ইংলিশ ম্যান" এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছেন-"In his researches, said Achdeacon he had proved over again that Holwell was a most untrust worthy "person ইহার উপর আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইনি বলেন, মিথ্যা করিয়া ব্যাপারটীকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, মূল ব্যাপার এরূপ নহে। ইংরেজের কুৎসা ইংরেজ করিতেছে, আমাদের ইহাতে বলিবার কিছুই নাই। তবে, কিছু দেখিবার আছে। দেখিবার আছে,—অতঃপর ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে অন্ধকূপের বিবরণ স্থান পায় কিনা, অথবা কি আকারে স্থান পায়। বং

বিজ্ঞান বার্ত্তা।

রসায়ণ বিদ্যার জর্ম্মনেরা অদ্বিতীয় উন্নতি করিয়াছে। ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরের ডাক্তার বেকহোল্ড রাস্তার দর্দ্দামার ময়লা হইতে চর্ব্বি প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, জর্ম্মনীতে যত লোক

বাস করে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতিদিন অর্দ্ধ ছটাকের এক তৃতীয়াংশ চর্ব্বি নর্দ্দমার জলের সহিত মিশ্রিত পাওয়া যায়। এই সমস্ত চর্ব্বি সংগ্রহ করিতে পারিলে বৎসরে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা লাভ করা যাইতে পারে। ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে নর্দ্দামার ময়লা হইতে চর্ব্বি বাহির করিবার জন্ত এক কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। আমেরিকার বাণিজ্য দূত মিঃ টমসন সেই কারখানার কার্য্যদর্শন করিয়া স্বদেশের গবর্ণমেন্টকে লিখিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কফোর্টের নর্দ্দামার জল বাষ্পে পরিণত করিয়া প্রতিদিন ১০৮ হইতে ১৩৫ মণ কঠিন পদার্থ পাওয়া যাইতেছে। এই কঠিন পদার্থ হইতে চর্ব্বি দ্বারা সাবান বাতি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থের অবশিষ্ট অংশ হইতে আলকাতরা নির্ম্মিত করা হয়। তদ্দ্বারা রাজপথ তৈয়ার করা হইতেছে। ঐ কঠিন পদার্থ ৪ ভাগ ও কয়লা ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া অতি উত্তম জ্বালানী দ্রব্য তৈয়ার হইতেছে। ঐ কঠিন দ্রব্য অতি উত্তম সার। ইহাতে শত করা ৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। উহা হইতে এমোনিয়া ও বাহির করা হইতেছে। উহা মৎস্যের মত পুষ্টিকর আহার সামগ্রী, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতার নর্দ্দামা দিয়া এইরূপে প্রতি বৎসর কত কোটি টাকা ধাপার মাঠে গিয়া পড়িতেছে সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কেহ চিন্তা করেন নাই। কলিকাতার কোন রাসায়নিক নর্দ্দামার ময়লা হইতে কি লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবেন না? সঃ

Agriculture.

কৃষি কথা।

বঙ্গে আমনধানের অবস্থা:—কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ব্লাকউড কলিকাতা গেজেটে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত বৎসর ৩,৫২,৫২,০০০ বিঘা জমিতে আমনধান হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ২,৪৯,২২,০০০ বিঘা জমিতে আমন-বপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি বিঘা জমিতে আমনের চাষ কম হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে বর্দ্ধমান বিভাগের অনেক জমিতে ধান বপন করা যায় নাই।

বন্যাতে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান জলে ডুবিয়া আছে, সুতরাং সেখানকার অনেক জমিতে ধান্য রোপণ অসম্ভব লইয়াছে। বাকুড়ার অবস্থা অতি শোচনীয়। গত বৎসর ১৯,৪৪,৫০০ বিঘা জমিতে আমন রোপণ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে কেবলমাত্র ৫,১৩,০০০ বিঘাতে ধান রোপণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশী জমি পতিত রহিয়াছে।

ত্রিপুরা জেলায় গত বৎসর ২৪,৬০০০০০ বিঘা জমিতে ধান বপন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানবর্ষে ২১৪২,৯০০ বিঘাতে ধান রোয়া হইয়াছে। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সদরে শত করা ৯০ ভাগ শস্য বন্যায় নষ্ট হইয়াছে। সঙ্কঃ

কৃষি কার্য্য ও সার।

—:০:—

(রায়ত)

উর্ব্বরা জমি না হইলে শস্য ভাল জন্মে না। কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জমির উর্ব্বতার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য? যে কোন জমিতেই সকল রকম শস্য ভাল জন্মিতে পারে না। এক এক রকম জমিতে উত্তমরূপে জন্মে। ধান পাট রবিশস্য ইত্যাদি একই রকম জমিতে জন্মিতে পারে। শাকসজী তরিতরকারীর জন্য পৃথক-রূপ জমির আবশ্যক। আবার ফলবান্ বৃক্ষাদি জন্মাইতে অন্যরকম জমির প্রয়োজন। নারিকেল গুপারি ইত্যাদি বৃক্ষ ভাবাপন্ন জমি না হইলে জন্মে না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রকমের শস্য ও বৃক্ষাদির জন্য বিভিন্ন প্রকারের জমি দরকার। জমির অবস্থা বিবেচনা করিয়া চাষ আবাদ করিতে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। আমরা জমি এবং শস্যের দিক বিবেচনা না করিয়া কাজ করি বলিয়া কৃষি কার্য্যে আমরা সুফল লাভ করিতে পারি না এবং তজ্জন্য কৃষিজীবিগণের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। জীব জন্তুর যেমন আহার নিত্য আবশ্যক, না হইলে জীবন রক্ষা হয় না, বৃক্ষ লতাদিরও তদ্রূপ খাদ্য নিত্য প্রয়োজনীয়। জীব জগতে যেমন পৃথক পৃথক আহার্য্য বস্তু নির্দ্দিষ্ট আছে, বৃক্ষ লতাদিরও সেই রকম পৃথক পৃথক খাদ্য চাই। সেই জন্যই ধানের জমিতে নারিকেল সুপারি ভাল জন্মিতে পারে না। সুতরাং চাষ আবাদ করিবার পূর্ব্বে যে দ্রব্যের আবাদ করিতে হইবে, তাহার উপযোগী জমি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বিরুদ্ধ খাদ্য বিশিষ্ট জমিতে চাষ আবাদ করিলে পরিশ্রম ও অর্থ নষ্ট হইবেই, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলাদেশে পাট ধান যব গম ডাল কলাই তিসি আখ (কুশুরঃ) আলু তামাক প্রথম স্তরে এবং শাক শব্জী তরি তরকারী দ্বিতীয় স্তরে ও আম্র কাঁঠাল লিচু

ইত্যাদি তৃতীয় স্তরের আবাদ মধ্যে গণ্য এবং এই গুলিই সমধিক প্রচলিত।

সারের কথা :—বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে জমিতে সার দিবার প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিতও নাই। উত্তর বঙ্গে কোন কোন স্থানে সামান্য ভাবে গোবরের-সার কখন কোন বিশেষ শস্য উৎপাদনের জন্য দিতে দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গেও উত্তর বঙ্গের ন্যায়। পৃথিবীর যে কোন স্থানের ভূমি অপেক্ষা বাঙ্গালার ভূমি সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতির এমন অনুগ্রহ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। নাম মাত্র পরিশ্রমেই জমিতে প্রভূত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এই অযাচিত বিশেষ অনুগ্রহই আমাদিগকে স্থিতিস্থাপক করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতির অযথা অনুগ্রহ আমাদিগকে এমনই আলস্যপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছে যে, এমন প্রাকৃতিক অনুগ্রহ সত্বেও আমরা কৃষি কার্য্যে আশানুরূপ ফল পাইতেছি না। ইহা পরিতাপের বিষয়।

ভূমিতে ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে দৃষ্টি হইতেছে না। এই কারণে আবাদী ভূমি ক্রমেই সারহীন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

পূর্ব্বে যে জমিতে ২০/ মণ ধান জন্মিত, এখন তাহাতে ১৪।১৫ মনের অধিক জন্মে না এ কথা সকলেই বলেন। আমরা ইহাতে পূর্ব্বোক্ত কারণে অদ্ভুত দুর্দ্দশা বলি। যে উপাদান দ্বারা বৃক্ষ লতাদি বর্দ্ধিত হয়, ক্রমে তাহার অভাব জনিত দুষ্প্রাপ্যতাই এই অল্প উৎপন্নের কারণ। কাজেই আমাদের চাষ আবাদ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে, যে ভূমিতে কোন শস্য আবাদ করা হইবে, ঐ ভূমি এক্ষণে তাহার উপযুক্ত আছে কি না ?

জীবের ন্যায় বৃক্ষলতাদিরও শৈশব কৈশোর যৌবন বার্দ্ধক্য জরা পীড়া আছে। মনুষ্য জাতি জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভিদ জগতে নানাপ্রকার উন্নতি করিয়া লইয়াছে। জল, বায়ু, উত্তাপ কৃষিকার্য্যের প্রথম এবং প্রধান সহায়। প্রকার ভেদে বিভিন্ন প্রকার সার দিয়া যেমন শস্যাদির খাদ্য পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, নৈসর্গিক জল ইত্যাদির অভাবও সে পূরণ করিবার নানা প্রকার যন্ত্রাদি সৃষ্টি হইয়াছে। দেশ কাল পাত্র ইহা ভেদে নানা প্রকারে প্রচলিত। বৃষ্টির জল কুপ তড়াগাদি হইতে ছেঁচনা পম্প ইত্যাদি দ্বারা সরবরাহ করিয়া কৃষি কার্য্যে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশের পক্ষে এ সকল ব্যাপার পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এক বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও কৃষি কার্য্য বিনাশ্রম লব্ধ বলিয়া কেহ মনে করিতেই পারি না। দিবা রাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তবে পৃথিবীতে এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান হইতেছে। তবে সুখের কথা, কল কব্জা দ্বারা এই কঠোরতার হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং আমরা একটু সামান্য চেষ্টা পরিশ্রম দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে কেন ?

সার দিবার আবশ্যকতা—আবাদি ভূমিতে বিভিন্ন শস্যের জন্য পৃথক পৃথক সার প্রদান আবশ্যক। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন কোন্ শস্যের জমিতে কি প্রকার সার ব্যবহার করিতে হইবে এবং সার কত প্রকার আছে তাহাই বিবৃত করিব।

পশ্বাদির মলমূত্র হইতে যে সার হয়, তাহাকে আমরা শুধু গোবর সার নামেই আখ্যা দিয়া থাকি। তার পর খড় ইত্যাদি পচাইয়াও এক প্রকার সার প্রস্তুত হয়। খইল হইতে যে সার প্রস্তুত হয়, উহা খুব ভাল এবং সহজে ও শীঘ্র উহাকে কার্য্যকরী করিয়া লওয়া যায়। হাড়ের গুড়ার দ্বারা আজ কাল দেশে জমির সার প্রদান করিবার প্রথা চলিতেছে। বিশ্বাস, এই সার দ্বারা আমাদের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হইবে না। এতদ্ব্যতীত মনুষ্য পুরীষ হইতেও এক প্রকার সার আমরা পাইয়া থাকি। এই সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ব্যবহার প্রণালী বা সার প্রস্তুত প্রকরণ সর্ব্বস্থলে সুবিধাজনক নহে, জাপান দেশে মনুষ্য-পুরীষ যেভাবে সাররূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে যেখানে মিউনিসিপালিটী আছে, সে সব স্থানে আমরা অনায়াসেই এই সার ব্যবহার উপযোগী করিয়া লইতে পারি। যে সকল সারের কথা উল্লেখ করা হইল, এই সকল সার ব্যবহার-প্রণালী উল্লেখ করা যাইতেছে।

পশ্বাদির মলমূত্র সাররূপে ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সহজ। অশ্ব, মহিষ, গরু, ভেড়া পশ্বাদী প্রায় সকলের বাড়ীতেই আছে। বাড়ীতে অথবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী খাল খুঁড়িয়া রাখিলে প্রাত্যহিক পশ্বাদির মলমূত্রাদি সেখানে ফেলা যাইতে পারে এবং দীর্ঘকাল খালে মলমূত্র সকল পচিয়া সার প্রস্তুত হইলে জমিতে উহা প্রদান করা যাইতে পারে। এই সারে এমোনিয়া নাইট্রোজেন, ফসফরাস্ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে থাকাতে ইহা দ্বারা যথেষ্ট সুফল হইতে পারে। ধান, পাট, তামাক, ইক্ষু, শাক শব্জীর জমি এতদ্বারা যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে।

খড় ইত্যাদি পশ্বাদির জন্য যাহা রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার নিম্নভাগ মাটি সংশ্লিষ্ট বলিয়া পচিয়া থাকে এবং প্রত্যহ বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিতে যে সকল আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হয়, ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকার খালে জম্য-

ইয়া রাখিলে ইহাও উৎকৃষ্ট সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। খড় কুটা ইত্যাদি তৃণ ভিন্ন কিছুই নহে। তৃণাদি পচিয়া গেলে তাহার পরিশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য রূপে পরিণত হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুলভ প্রাপ্য জিনিষটীর প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। তৃণ খড় ইত্যাদি পচিয়া যে সার প্রস্তুত হয়, তাহা প্রত্যেক উদ্ভিদের পক্ষেই সমধিক উপযোগী। ইহাতেও যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস্ এবং নাইট্রোজেন আছে।

খোলের সার পূর্ব্বোক্ত সার অপেক্ষা মূল্যবান্। খোলকে সহজেই সারে পরিণত করিয়া কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইতে পারা যায়। খোল নানা প্রকার।' তিসি, সরিষা তিল, ক্যাষ্টর ইত্যাদি তৈলাক্ত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। কোন প্রকার পাত্রে খোল রাখিয়া জল দ্বারা আধারটী পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিলে ৫।৭ দিন মধ্যে উহা পচিয়া সাররূপে পরিণত হয়। শাক-শব্জী তরিতরকারীতে এবং পাট ও আলুর জমিতে এই সার বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

মনুষ্য-পুরীষ হইতে যে সার প্রস্তুত হয়, উহা সমধিক উপযোগী, কিন্তু ইহাকে সারে পরিণত করা বহু হাঙ্গামাজনক। পাড়াগাঁয়ে এই উৎকৃষ্ট সার পাইবার উপায় নাই। যেখানে মিউনিসিপালিটী আছে অর্থাৎ মেথর নৈশ মলাদি পরিষ্কার করিয়া থাকে, সেখানে ইহাকে সাররূপে ব্যবহার উপযোগী করা কঠিন নহে; কিন্তু ইহাকে সার প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ ছয় মাস বিলম্ব করিতে হয়। লোকালয় হইতে দূরে মাঠে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্রমে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ৪-৬ মাস পর ইহা মাটীতে পরিণত হয়। তখন ঐ স্থানের মাটী উঠাইয়া লইয়া জমিতে মিশ্রণ করিলে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে। ফলবান্ বৃক্ষাদিতে এই সার ব্যবহার করিলে গাছে শীঘ্র শীঘ্র উই ধরিয়া গাছের অপকার করে বলিয়া কেহ কেহ বলেন, পাটের জমিতে ইক্ষু ও তামাকের জমিতে এই সার আশাতীত ফল প্রদান করিয়া থাকে। শাক-সব্জী তরিতরকারী আবাদে ইহা দ্বারা যথেষ্ট সুফল ফলিয়া থাকে; কিন্তু জমিতে নূতন সার দিয়াই শাক-শব্জী তরিতরকারী জন্মাইলে উহাতে একটা উৎকট গন্ধ থাকিয়া যায়, তজ্জন্য শাক-শব্জী তরি-তরকারীর জমিতে এক বৎসরের পুরাতন সার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ এমোনিয়া ফসফরাস ও নাইট্রজেন থাকায় যে কোন ফসলের জমীতে ইহাকে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত মাছ মাটীতে পুতিয়া রাখিলে উহা পচিয়া যখন মাটীতে মিশিয়া যায়, তখন ইহাতে যে সার জন্মে তাহাও উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সার ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে অতীব কঠিন, কারণ ব্যয়সাধ্য বিশেষতঃ দুষ্প্রাপ্য। এই সারে যথেষ্ট পরিমাণে ফসফরাস থাকায় সকল প্রকার কৃষিরই ইহাতে উপকার হইতে পারে।

যে সকল সারের কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন ছাই-পাঁশে ও আবাদী জমির আবর্জ্জনাও সার রূপে আমাদিগকে কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। ছাই পাঁশ ক্যালসিয়ম থাকে এবং ইহাও উদ্ভিদের পরিণতি মাত্র। কারণ উদ্ভিদের পরিণতি উদ্ভিদের খাদ্যই হইবে। ভূমি কর্ষণ করিলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ লতাদি উঠিয়া যায়, উহা স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য নহে। উহাকে পচাইয়া বা আমাদের দেশ প্রচলিতভাবে পোড়াইয়া লইলে উহাও সারের কার্য্য করে। ইহাও উদ্ভিদের শেষ পরিণতি। এই সকল তৃণাদি পোড়াইবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। যেহেতু একেবারে পোড়াইয়া ফেলা অপেক্ষা অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া লইলে উহাতে সমধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। সার সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ হইলেও প্রাচীন প্রথা অজ্ঞাত ভাবেও আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে, এই কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

জমিতে সার প্রয়োগ করিবার জন্য বিশেষ কিছু কষ্ট পাইতে হয় না। প্রথমত জমিতে একবার চাষ দিয়া রৌদ্র ও আলোক পাইবার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়, তারপর জমির পরিমাণ অনুসারে যে পরিমান সার দেওয়া আবশ্যক, উহা সমস্ত জমিতে ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় একটী চাষ দিয়া রাখিতে হয় তৎপর শস্তের প্রকারভেদে ঐ জমি তৈয়ার করিয়া লইলেই চলে।

সার উত্তমরূপে পচিয়া গেলে তবে উহা ব্যবহার করা উচিত, নতুবা জমিতে উদ্ভিদের মহাশত্রু কীট জন্মিয়া সমস্ত শ্রম পণ্ড করিয়া দিবে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নে আমরা সার প্রস্তুত করিবার সাধারণ নিয়ম লিখিয়া দিলাম, আশা করি, ইহা দ্বারা সকলেরই উপকার হইবে।

গোবর সার—৪ হাত দৈর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ ৪ হাত গর্ত্ত করিয়া রাখিতে হয় এবং নিত্য যে সকল মূত্রপুরীষ হয়, উহা একত্রিত করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিতে হয়। সতর্ক হওয়া উচিত যে, জল জমিয়া ঐ গর্ত্তস্থিত সারকে নষ্ট করিয়া না ফেলে। গর্ত্তটী পূরণ হইয়া গেলে উপরে সামান্য কিছু মাটি দিয়া সারগুলিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা অন্ততঃ চারি মাস পর ব্যবহার উপযোগী হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে সাধারণতঃ ৫০।৬০ ঝুড়ি এই সার দিতে পারিলে শস্য বিশেষে ৩।৪ বৎসর একই বার সার দেওয়ার

ফল ফলিতে পারে। কিন্তু তামাক, ইক্ষুতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর দেওয়া কর্ত্তব্য।

যত প্রকার সার আছে, তন্মধ্যে খোল খুব শীঘ্র ব্যবহার উপযোগী সারে পরিণত হইয়া থাকে। কোন একটী হাঁড়ী বা জালা কি তদ্বৎ বৃহৎ আধারে জলসহ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহা পচন কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র করাইবার জন্য কিছু কলি চুণ এতৎসহ মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। ১২।১৪ দিনেই ইহা পচিয়া কার্য্য উপযোগী হইয়া থাকে। কাঁচা খোল সাররূপে ব্যবহার করিলে জমিতে পিপীলিকা শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং শস্য বীজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে সুতরাং খোল যাহাতে উত্তমরূপ পচিয়া উঠে, তাহার ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

হাড়-গুড়া আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচলন ছিল না। বিলাতে এই সার সমধিক প্রচলিত। হাড়ের সার শস্যের পক্ষে বেশ উপযোগী, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই গুড়া হাড় সাররূপে ব্যবহার করিতে হইলে ইহা প্রথমত জলে ভিজাইয়া কয়েকদিন রাখিতে হয়। হাড়ের গুড়া সহজে জলের সহিত মিশিতে চাহে না। চুণ, তেঁতুল ইত্যাদি পদার্থ যখন গুড়া ভিজান হয়, তৎসহ মিশাইয়া দিতে হয়, তাহাতে ইহা সকালে সকালে পচিয়া থাকে।

১৫।২০ দিন পর যখন জলের সহিত হাড়ের গুড়া বেশ কোমল হইয়া যায়, তখন একখানি যষ্ঠী দ্বারা ইহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া আরও খানিকটা জলের সহিত মিশাইয়া লইলেই জমিতে ব্যবহার উপযোগী সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাড়ের গুড়া জলের সহিত বিশেষভাবে না মিশ্রিত হইলে উহা হইতে ভাল কাজ পাওয়া যায় না। কেবল অর্থ নষ্ট এবং পরিশ্রমই সার হয়।

(COLLECTION.)

Curious Facts.

অপূর্ব্ব তথ্য সংগ্রহ।

—:০:—

জাপানে বালক বালিকাদের গাত্রে তাহাদিগের গৃহের ঠিকানা লেখা থাকে। তাহারা রাস্তায় হারাইয়া গেলে যে কোন পথিক তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

ইতিহাসবিখ্যাত আলেকজান্দার ইয়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিয়া, এসিয়া মহাপ্রদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং আফ্রিকার তাঁহার সমাধি হয়।

খ্রীষ্টের জন্মের ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে কাগজের উদ্ভাবন হয়।

শব্দের গতি প্রতি ঘণ্টায় ৭৪৩ মাইল।

১৭৪৬খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ঘড়ি তৈয়ারী হয়।

মনুষ্যশরীরে প্রায় এককোটি স্নায়ুযন্ত্র আছে।

প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬ মণ ত্রিশ সের রক্ত মনুষ্য শরীরে প্রবাহিত হয়।

ফরাসীদেশে মৎস্যের ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল আঁইশ হইতে বোতাম, নকল মুক্তা এবং নানা প্রকার অঙ্গাভরণ প্রস্তুত হয়।

জর্ম্মণ সম্রাটের কেবল মাত্র স্বর্ণনির্ম্মিত ও তদুপরি মূল্যবান প্রস্তর বসান এক কামান আছে। ইহার মূল্য ৭৫,০০০ টাকা। হামবার্গের মিউজিয়মে গত দুই শত বৎসর অত্যন্ত যত্নের সহিত ইহা রক্ষা করা হইতেছে।

বেলজিয়মের অন্তর্গত লেম্বার্টে ৩৫০০ ফুট গভীর কয়লার খনি আছে। পৃথিবীতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর খনি।

বঙ্গদেশে যে খাল আছে, তাহা ৯০০ শত মাইল দীর্ঘ এবং পৃথিবীতে মনুষ্যনির্ম্মিত খালের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

প্রতিমাসে প্রায় এক সহস্র জাহাজ আটলাণ্টিক সাগর পার হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যত কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার ষোল অংশের এক অংশ পুস্তক ছাপাইতে খরচ হয়।

মেহগ্‌নি ও আবলুস কাষ্ঠ জল অপেক্ষা ভারী।

মন্দির নির্ম্মাণ করিবার কালে চীনদেশীয়গণ মূর্ত্তির চক্ষু বাঁধিয়া দেয়। কারণ ভাঙ্গাচুরা এবং অপরিষ্কার দেখিয়া দেবতাগণ ক্রোধান্বিত হইতে পারে।

বিদেশের সহিত বাণিজ্য করার জন্য ইংলণ্ডের ১১৫০০, জর্ম্মণীর ২০০০ জাপানের ১০০০ জাহাজ আছে।

নরওয়েবাসিগণ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচে, কারণ তথাকার উত্তাপ কম এবং সমস্ত বৎসর প্রায় একরূপ উত্তাপ থাকে।

কলমের নিব ক্ষুদ্র জিনিষ, কিন্তু তাহা তৈয়ারী করিতে যত ইস্পাত প্রয়োজন হয়, সমগ্র পৃথিবীর তরবারী ও বন্দুক নির্ম্মাণ করিতে তত প্রয়োজন হয় না। ২৭ মণ ইস্পাতে ১৫ লক্ষ নিব প্রস্তুত হয়।

অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত বোহেমিয়া প্রদেশের কয়লার খনির কার্য্যকারকগণ সমুদ্রের সমতল হইতে ২০০০ ফিট নিম্ন ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। পৃথিবীতে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্থানে বাস করে।

রুষিয়ার জারের প্রথমা কন্যার জন্মের পথ তাঁহার খরচের জন্য বৎসরে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডে আজকাল যে ঘড়ি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কাঁটা নাই, একটি বোতাম টিপিলেই যখন যে সময় হইয়াছে, তাহা মানবের কথার ন্যায় বলিয়া দেয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নারিকেলের মধ্যে কখন কখনও মুক্তা পাওয়া যায়, ইহা প্রায় সামুদ্রিক মুক্তার ন্যায়।

কথিত আছে যে, বাঁশের কাণ্ডে অনেক সময়ে উৎকৃষ্ট গোদন্ত মণি বা ওপ্যাল প্রস্তরের ন্যায় পদার্থ পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের কোন কোন স্থানে জল নাই, তথাকার ভেড়া এক প্রকার সুগন্ধ ঘাস খাওয়া তাহাদের জলপান করার অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। গরুগুলি অতি অল্প জলপান করে। ইহাদিগের দুগ্ধ হইতে উৎকৃষ্ট মাখন ও পনির হয়।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সাতটি ধাতু মানবের মধ্যে পরিচিত ছিল, এক্ষণে ৫১ টি ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সুইডেন ও নরওয়ে হইতে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে পাঁচলক্ষ মণ দিয়াশলাই রপ্তানি হয়।

প্রতি ঘোড়া প্রতি বৎসর আপন ওজনের নয়গুণ এবং ভেড়া ছয়গুণ আহার করে।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৩০৫৫ রকম ভাষা ব্যবহৃত হয়।

গত ষাট বৎসরের মধ্যে রুষিয়া পাঁচ শত তিন কোটি মুদ্রা যুদ্ধে ব্যয় করিয়াছেন এবং রুষিয়ার প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ লোক হত হইয়াছে।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে যখন রুষিয়ার প্রথম গোল আলু আমদানি করা হয়, তখন ভয়ানক দাঙ্গা হয় এবং ইহা সয়তানের ফল বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপ্টস্ গাছের শিকড় মাটির নীচে ১৮০ হইতে ২২০ ফিট পর্য্যন্ত যায় এবং ৩০ হইতে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত স্থান জল পোষণ করে

পাটের প্রয়োজন।—কলিকাতায় পাটের কলে অপরিমিত থলিয়া তৈয়ার হইতেছে। গত মাসে কলিকাতা হইতে ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ থলিয়া বিদেশে চালান গিয়াছে। গত বৎসর ঐ মাসে তাহার অর্দ্ধেক থলিয়াও চালান হয় নাই। থলিয়ার খুব দরকার; সকলে থলিয়া প্রস্তুত করিয়া খুব লাভ করিতেছে। সুতরাং তাহারা প্রচুর পাট কিনিবে। বর্ত্তমান বৎসর পাট কম হইয়াছে, অথচ পাটের প্রয়োজন বেশী। সুতরাং কৃষকেরা যদি বুদ্ধিমান হয়! তবে পাটের দর বাড়াইতে পারে।

GUM-COLLECTION.

গঁদ-সংগ্রহ।

কিছু দিন পূর্ব্বে—"কাজের লোকের" বেকারের উপায় শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা সঙ্কেৎ করিয়াছিলাম, যে যাঁহারা পুঁজীশূন্য সহায়-সম্পত্তিহীন, তাঁহারা গঁদ-সংগ্রহ করিলেও বৎসরে অনেক টাকার কাজ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি না, এপর্য্যন্ত কাজের লোকের কোন গ্রাহক এই কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন কিনা; কিন্তু গঁদ-সংগ্রহে যে কেমন লাভ হইতে পারে, তাহাই আজ পাঠকগণের সম্মুখে ধরিতে চাই।

আজ কাল গঁদের মণ প্রায় ৪০.৪২ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এ বৎসর ত বাজারে আবশ্যকমত গঁদ পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের নানাস্থলে বাবলা, ধোয়া, জিউলী প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে এবং ভারত হইতে সংগৃহিত গঁদের আমদানীও উপেক্ষার জিনিষ নহে। গঁদ যে কেহ সংগ্রহ না করে, এমন নহে নচেৎ এত গঁদ বিদেশেই বা যায় কেমন করিয়া? কিন্তু আমরা বহুস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আদৌ লেখা পড়ার চর্চ্চা নাই, গঁদ যে আবার কোন কাজে লাগে, তাহাও তাহারা অবগত নহে। সেই সকল স্থানের বাবলা, জিউলি প্রভৃতি আটা গাছ হইতে আপনা হইতেই বাহির হইয়া আপনা হইতে পড়িয়া যায়। কোন বেকার লোক যদি গঁদ এত আবশ্যকীয় দ্রব্য জানিত, তাহা হইলে সে তাহা সংগ্রহ করিয়া জমী জোৎ না থাকিলে

ও এক গঁদ দ্বারাই সমস্ত বর্ষের খরচ কুলাইয়া সুখে দিন কাটাইতে পারিত। কিন্তু এদেশের লোকে এদেশজাত বহু জিনিসের আবশ্যকতাই বুঝে না। সমস্ত বর্ষে যদি ১০ মন গঁদ ও কেহ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে ৪০০৲ টাকা সংসরের আয়, বড় উপেক্ষায় কাজ হয় না। পূর্ব্বে কলিকাতায় গঁদের সের ৵০ আনায় বিক্রয় হইত, এখন দেখিতেছি, ইহার দর টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা গরীবলোকদিগের দ্বারা গঁদ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলে দেশের অনেক গরীবকে সাহায্য করিতে পারেন এবং বৎসরে একটা বাজে জিনিষ হইতে আয়ও করিয়া লইতে পারেন। জঙ্গলের মধ্য হইতে সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি বুনো জাতিগণকে শিক্ষা এবং মজুরী দিলে গঁদ সংগ্রহ অসম্ভব হয় না। স্থায়ীভাবে ডাঁঙ্গা জমিতে বাব্‌লা গাছের চাষ করিলে গাছের লাভ ব্যতীত এই গঁদ বিক্রয় করিয়া কম আয় হয় না। এদেশের লোকে এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের মূর্ত্তিভেদ হইয়া আসিলেই তখন তাহা দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু দেশের লোকে দেশীয় কাঁচা মালের আদর এবং ব্যবহার জানে না এইটাই হইয়া গলদ। সেকালের লোকের যখন স্বদেশের দ্রব্য ব্যতিত তাহাদের চলিত না, তখন তাহারা কাঁচা মালের ব্যবহার জানিত এবং ছেলে মেয়েকে আধুনিক স্কুল কলেজে না পাঠাইয়াও বাচনিক অনেক দ্রব্যের আবশ্যকীয়তা বুঝাইত এবং ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা দিত। এখনকার ছেলেরা বিশেষঃ সহরের বালকেরা নাকি ধান গাছই চিনে না। এখন এই সকল দেশজাত দ্রব্যের বিষয় স্কুল কলেজেও শিক্ষা দেওয়া হয় না। আধুনিক পিতা মাতাও বিদেশী আমদানী দ্রব্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুতরাং নিজেরাই জ্ঞাত নহেন যে জিনিসটা কোথাকার এবং কোথা হইতে আইসে। এদেশ হইতেই বহুদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া যাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিলে তাহাই দ্বিগুণ দরে আমরা ক্রয় করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের দেশের জিনিস রপ্তানী করিয়া যে লাভটুকু হইয়া থাকে, আমদানী দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য দিয়া সে লাভ আর থাকিতে পারে কি? কিন্তু ইহা আমরা বুঝিলেও প্রতিকারের চেষ্টা করি না, উপেক্ষা এবং আলস্যেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। ক্ষুদ্র দ্রব্য হইতেই আমরা একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। পাট তো আমাদের দেশেই জন্মে এবং তাহা প্রচুর বিক্রয়ও হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের পাট চাষ আছে, তাঁহারা একটা জিনিস নিজেরাও করিয়া ছোট আকারে ছোট কাজেও স্বতন্ত্র কিছু লাভ করিয়া দ্বিগুণ মূল্য পাইতে পারিতেন। ধরুণ, ব্রাউন টুয়াইন বল, পাটকে ১।৩ খেঁই করিয়া একত্রে পাকাইয়া তাহাতে মণ্ডের মাড় দিয়া মাজিয়া যে মোটা ধরণের টুয়াইন বল ষ্টেশনারী দোকান সমূহে বিক্রয় হয়, তাহা আফিস অঞ্চলে প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধ বিক্রয় নহে, প্রায় ৫০।৬০ গজ সেইরূপ টুয়াইনবলের দাম ॥০ ॥৵০ আনা। ইহা বিদেশ হইতেই অবশ্য আমদানী দ্রব্য, কিন্তু এদেশে টুয়াইন বা পাটের টুয়াইন বল প্রস্তুত করা কি একবারেই অসম্ভব? নিশ্চয়ই নহে, কিন্তু সে দিকে কেহ মাথা ঘামায় না, দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করেন এবং আলস্যে উপেক্ষায় দেশের অর্থ উড়িয়া যায়। এমন যে কত দেখাইব, তাহার ঠিকানা নাই নাই। সোলা পুকুরের জলে জন্মে, চাষ করিতে হয় না—সোলায় টুপি হয়। সোলা আরো অন্যান্য কার্য্যে লাগে—কলিকাতায় অসংখ্য সোলার টুপির কারখানাও আছে। ইহা আমরা দেখি, জানি, কিন্তু বেকার লোক লাঞ্ছনার অন্নধ্বংশ করিয়া অপরের গলগ্রহ হইবে, তথাপি পুকুর, খানা, ডোবা হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া বা করাইয়া কিছু উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে না। কেন? এগুলি কি ব্যবসায় নহে? স্বর্ণপ্রসূত ভারতে এমন কত জিনিষ দেখাইব? সমগ্র ভারতে অর্থরাশি অযত্নে চরণতলে লুটাইয়া—মাটী হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা বিলাসী, অলস, অকর্ম্মন্য জাতি, অন্ধ হইয়া সৌভাগ্য মাড়াইয়া যাই—তাহাদের ব্যবহার জানিনা। এসকল কথা আমরা আরও একবার "কাজের লোকে" দেখাইয়াছিলাম কিন্তু দেশের লোকে তাহা পড়েও না। এমন জাতি যদি অন্নকষ্টে হাহাকার না করিবে, তবে করিবে কাহারা? এ হাহাকার যতদিন লোকে দেশের দ্রব্যের আদর না বুঝিবে, শিখিবে, দেশজাত দ্রব্যের তথ্য জ্ঞাত না হইবে ততদিন ঘুচিবার নহে। বিধাতার মার, অকর্ম্মণ্য জাতীর এই দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে।

ধৈঞ্চা বীজের এদেশে কোন আদর নাই, কিন্তু ইহার কচি গাছ Green Manure। একটী জমীর উৎকৃষ্ট সার। এদেশে অযত্নে যেখানে সেখানে জন্মে, বীজ ৩৷৷০ হইতে ৮।১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয় ও বিদেশীয় কৃষিক্ষেত্র সমূহের জন্য রপ্তানী হইয়া যায়, কিন্তু এদেশের অনেকেই সে সংবাদ জানেন না, তাই ইহার আবাদে যত্নও নাই। যাহারা এ সন্ধান জানে, তাহারা কিছু কিছু আবাদ করে, ও কলিকাতায় পাঠায়। ইহার সার ব্যবহার হয় বলিয়া এখন অনেকে চা আবাদের ন্যায় আবাদ করিয়া অভাব পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। দেশের সাধারণ লোক যদি এ তথ্য জানিত, তাহা হইলে বীজ ছড়াইয়া পতিত ডাঙ্গা জায়গার আয় বৃদ্ধি করিতে পারিত। ইহার ফলনও খুব বেশী। এক একটা গাছে অনেক বীজ পাওয়া যায়, সুতরাং এক বিঘা আন্দাজ পড়া জমিতে ইহার বীজ ছড়াইলে একটা লোক ৩০।৪০ মণ বীজ

জন্মাইতে পারে। ১০০৲ ১২০৲ হইতে সে বীজের অভাবের বাজারে ২৪০৲ ৩২০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় করিয়া দিতে পারে। কিন্তু দেশে কয়জন একথা জানে?

গঁদ সংগ্রহ প্রসঙ্গে আমরা কথায় কথায় অনেক কথায় অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। উপসংহারে এই বলিতে চাই, দেশের বেকার পুঁজীশূন্য লোক গ্রীষ্ম কালে সামান্য একটা দা হাতে করিয়া বাব্‌লা, জিউলী প্রভৃতি গাছ যেখানে প্রচুর, প্রত্যহ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে অনেক গঁদ সংগ্রহ করিতে পারেন। এরূপে সমস্ত বৎসরে যত গঁদ সংগ্রহ হয়, তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই একটা লাভজনক কার্য্য হইয়া থাকে। গঁদ বড় বাজারের খোংড়া পটীর অনেক দোকানদার ক্রয় করিয়া থাকেন।

Editor in Council.
সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

—:*:—

শ্রীযুগল কিশোর রায়—

ষ্টিফেন্‌সের মত Blue Black Ink, কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, যদি তাহার ফরমূলা দেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।

উত্তর।

কালীর অনেক ফরমুলা ইতিপূর্ব্বে কাজের লোকে বহুবারই প্রকাশ করিয়াছি। উপরোক্ত প্রকারের কালী নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে।

Powdered Galls	30 parts
Sulphate of Iron	10 parts
Iron filing	8 parts
Indigo	1 part
Conc. Suphurie acid	6 parts
Water	500 parts

প্রথমে গলনট্‌ বা মাজুফল চূর্ণ গুলিকে উপরোক্ত পরিমাণ জলের অধিক অংশে অগ্নিতে সিদ্ধ করিতে হইবে এবং বাকী জলে সল্‌ফেট্‌ অফ আয়রন বা হিরাকসকে ভিজাইয়া গলাইয়া লইতে হইবে এবং নীলটাকে ঘন সলফিউরিক এসিডে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। যখন বেশ গলিয়া যাইবে, তখন সলফিউরিক এসিডে গলান নীলটাতে হিরাকস গলান সমস্ত জলটা এবং Iron filing বা লোহ চূর্ণ গুলি ঢালিয়া দিয়া কয়েক দিবস রাখিয়া দিতে হইবে।

তাহার পর এই মিশ্রিত দ্রব্যকে ছাকিয়া লইয়া যাহাতে গলনট্‌ সিদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাকে ছাকিয়া সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট Blue Black Ink হইবে।

ডি, এন, হাজরা, বেনারেস।

আমার চুল উঠিয়া যায়, কোন উৎকৃষ্ট ঔষধ থাকিলে জানাইলে অনুগ্রীহিত হইব।

Dr. D. J. Guthree "প্রাক্‌টিশনার্" পত্রে এসম্বন্ধে একটি ফরমুলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপনার জ্ঞাত কারণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Rescorin	10 gr.
Salicylic acid	10 gr.
Oil badini Adips—	
lave Hydro—	2 Drams
Paraffin Mallis	2 Dr.

একত্রে মিশাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা চুলের গোড়ার দিলে চুল ওঠা বন্ধ হইবে। কাজের লোকে ইতিপূর্ব্বে টাকের ও চুল উঠার অনেক ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে, পুরাতন কাজের লোক ক্রয় করিয়া পাঠ করুন, বহু বিষয় শিক্ষা হইবে।

শ্রীমানগোবিন্দ কুণ্ডু—বৰ্দ্ধমান।

মহাশয়, উৎকৃষ্ট চুলের কলপ্ প্রস্তুত প্রণালীর যদি একটা ফরমূলা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমার অতিশয় উপকার করা হইবে।

উত্তর। "কাজের লোকে" ইতি পূর্ব্বে নানা প্রকার চুলের কলপের ফরমূলা প্রকাশ করা হইয়াছে। তথাপি একটি দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রকাশ করিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই Hairdye সম্বন্ধে আরও ২।৪ জন আমাদিগকে লিখিয়াছেন। সুতরাং এসম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দি চুলের কলপ্।

কাঁচা আমের কুশীসমেৎ	২০ তোলা
মাজুফল	৫ তোলা
লৌহ চূর্ণ	৫ তোলা
গন্ধক চূর্ণ	৫ তোলা
টকডালিমের রস	২০ তোলা
তিল তৈল	৬০ তোলা

প্রক্রিয়া

আম, মাজুফল, লোহচূর্ণ, গন্ধক এবং ডালিমকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া একটা পুরাতন হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার উপরে তিল তৈলটা দিয়া একটা কাটি দ্বারা উত্তম রূপে নাড়িয়া তাহার পর ইহার উপরে এক খণ্ড মোটা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া মুখটাতে একটা সরাচাপা দাও এবং পুনরায় মুখটাতে কাপড় দিয়া বান্ধিয়া ঘোড়ার নাদীর মধ্যে ৪০ দিন পুতিয়া রাখিয়া দাও এই সময়ের মধ্যে হাঁড়ীর কলপ্ প্রস্তুত ও ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠিবে। তাহার পর ইহাকে বাহির করিয়া ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। ব্যবহার বিধি:—ইহা চিরুনী দ্বারা অথবা হস্ত দ্বারা যেরূপে আমরা তৈল মাখি, সেই রূপে মাখিতে

হইবে। ইহা দ্বারা চুল ঘন কৃষ্ণবর্ণ চাকচিক্যময় হইবে এবং শুনিয়াছি রং একটু দীর্ঘকালও থাকে।

শ্রীবৈষ্ণব চন্দ্র দাস, কলিকাতা কোব্রা পালিসের ন্যায় জুতার পালিস প্রস্তুতের উপায় জানিতে চাহেন।

উত্তর। আমরা তাহা অবগত নহি।

শ্রীনীরদবরণ ভৌমিক,কলিকাতা। আপনি ব্যাটারি এবং প্রভৃতি ইলেক্‌ট্রীসিটির দ্রব্যাদির জন্য কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে সায়েন্টফিক আপ্যারেটস্ কোংকে লিখিয়া দর এবং ব্যবহারাদি সম্বন্ধে জানিতে পারেন।

J. T. Ghosal Esqrs :—

হোম্ টেলিফোন, মুরগী হাটায় একটা দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য ৩০।৩৫ টাকা। ইহা বিলাতে প্রস্তুত।

(*Special for Businessman*)

Medical Notes.

SPIDER'S WEB AND ASTHAMA.

হাঁপানী এবং মাকর্সার জাল।

ডাক্তার টমাস জে গ্রেহাম এম্ ডি, Dr Thomas J. Graham M. D. তাঁহার ডোমেষ্টিক মেডিসিন নামক চিকিৎসা পুস্তকে মার্কসার জাল (Spider's web) সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, "It is the fashion of these days for Medical-men to recommend madicenes of the most active properties many of which are to be obtained only by application of great chemical knowledge with great care and exactness and it is equally the the fashion of the people to take them freely——a practice which I do not approve, because it is unnecessary and dangerous."

অর্থাৎ এখনকার চিকিৎসকগণের মধ্যে উৎকট রাসায়নিক ঔষধ সমূহের ব্যবস্থা করা একটা ফ্যাশন বা কায়দা দাঁড়াইয়াছে, এবং লোকেরও সামান্য অসুখেও এই সকল উৎকট ঔষধ সমূহ যখন তখন ব্যবহার করাও একটা ফ্যাশন দাড়াইয়াছে, ইহা আমি অনুমোদন করি না, কারণ ইহা অনাবশ্যকীয় এবং বিপজ্জনক।"

তিনি বলেন, অনেক স্বভাবজাত ঔষধ দ্বারা নিরাপদে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা হয় না এবং ডাক্তারগণ ও সুদীর্ঘ ঔষধের তালিকা দিয়া চিরদিনের জন্য একটী রোগ আরোগ্য করিতে যাইয়া দুরারোগ্য, বিপজ্জনক উপসর্গ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ডাক্তার গ্রেহাম দেখাইয়াছেন যে, হাঁপানীর দুর্দম্য টানবিশিষ্ট রোগীকে সুস্থ করিতে মাকর্সার জাল একটী উৎকৃষ্ট স্বভাব জাত ঔষধ। বহুদিবস পূর্ব্বে আমরা "কাজের লোকে" এই মাকর্সার জালের আজমা ফিট্ নষ্ট করিবার ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমাদের পুরাতন গ্রাহকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। আজ কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্যই পুনরায় এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। দেশীয় চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিলে বহু শ্বাসরোগগ্রস্ত রোগীর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ডাক্তার বলেন, "The cub web or spider's web of cellers, barnes and stables is a valuable remedy for Ague, it also allays the deseased irritabitily and calms irritation of both mind and body,often in a surprising manner."

অর্থাৎ মাকর্সার জাল যাহা, বাগান, আস্তাবল প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, সেই বিশুদ্ধ পরিষ্কার মাকর্সার জাল এগু জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা সেবনে শারিরীক এবং মানসিক উত্তেজনা আশ্চর্য্যরূপে উপশমিত হইয়া মনের একটা অপূর্ব্ব শান্তি আনীত হইয়া থাকে। "Some American Physicians who have taken it say, it produces a calm and delightful state of feeling succeeded by a disposition of sleep. It will thus often tranquilize much better than Opion or Henbane and its soothing properties point it out as a valuable palliative in the advanced stage of Consumption—in Asthma and, in chronic hysterics and in other spasmodic complaints." তিনি দেখাইতেছেন যে, কয়েকজন আমেরিকান চিকিৎসক ইহা ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মাকর্সার জালের অতি আমোদজনক শারিরীক এবং মানসিক শান্তি আনিবার ক্ষমতা আছে, ব্যবহারের পরেই যেন সমস্ত শারিরীক এবং মানসিক কষ্ট উপশমিত হইয়া নিদ্রা আনয়ন করে, ইহার এই গুণ খুব অগ্রসর অবস্থার (advanced stage) যক্ষ্মা, হিষ্টিরিয়া এবং আক্ষেপ বিশিষ্ট উপসর্গ মাত্রেই উপসম করিতে সক্ষম ইহা দেখাইয়া দিতেছে। ডাক্তার রবার্ট জ্যাকসন একটী শ্বাস রোগীর উপর এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া ইহার শান্তিপ্রদ গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রোগীর রোগ পৈতৃক। তিনি বলেন :—The complaint was heridetary, connected with malefor-

mation of chest, the patient was unable to lie down in the bed from sense of suffocation and was obliged to take the little sleep, he could get in a half sitting posture, being supported by pillows. In this destressing condition he one night took 20 grains of the spider's web and obtained a sound and uninterrupted sleep all night "a blessing to which he had been an entlre stranger above six month."

এই মাকসার জাল ব্যবহারের বিধি :—হাঁপানী রোগে ৫ হইতে ১৫ গ্রেন্ বা ২০ গ্রেন পর্য্যন্ত, গুলি পাকাইয়া শয়নকালে সেবনীয়। এও জ্বরে দিবসে ২ বার সেবন করিতে হয়।

The dose from five or ten or Twenty grains at bed time rolled into pill. To cure Ague it must be given thrice a day."

কেহ এই ঔষধ পরীক্ষা করিলে "কাজের লোকে" ফলাফল প্রকাশার্থ পাঠাইলে চিরবাধিত হইব। অন্যান্য সংবাদপত্র সমূহ এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলে হয়ত বহুলোকের উপকার হইতে পারে। রশুন দ্বারা "যক্ষা চিকিৎসা" নামক আমাদের বিশেষ প্রবন্ধও আমরা অন্যান্য সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকাকে সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহ উদ্ধৃত করেন নাই। এ সকল সহজ সাধ্য ঔষধেরসংবাদ জনসমাজে যতই প্রচারিত হইবে, ততই সাধারণের মঙ্গল।

বশম্বদ
'কাজের লোক" সম্পাদক

HOME INDUSTREES.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Floating Soap.
ভাষমান সাবান।

—:০:—

আমরা ইতি পূর্ব্বে সাবানের ফেনা হইতে ভাষমান সাবান প্রস্তুতের কথা লিখিয়াছিলাম। সে উপায়ে সুন্দর সাবান হয়, আমাদের গ্রাহকগণের অনেকেই তাহা করিয়া আমাদিগকে নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু Oil Soap ব্যতিত অন্য প্রকারে ইহা করিতে গেলে এদেশে বিনা কল কারখানায় হয় না। সুতরাং ইহা এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও হয়। সায়েন্টিফিক আমেরিকা নামক প্রসিদ্ধ আমেরিকান পত্রে দেখিয়াছিলাম, তাহাও এই সাবানের ফেনা হইতেই প্রকারান্তরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের জন্য নিম্নে তাহার প্রস্তুত প্রণালী দিলাম।

(১)

Good oil soap	14 lb
Water	3 Pint

ইহাকে ষ্টীম বাথে গলাইয়া ফেলিতে হইবে, যখন খুব গলিয়া যাইবে, তখন ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ করিতে করিতে প্রায় দ্বিগুণ ফেনা হইবে, যদি ১৪ পাউণ্ড সাবান গলান হয়, তাহা হইলে ১৮ পাউণ্ড সাবান ধরিতে পারে এখন পাত্র আবশ্যক। কারণ ফেনা হইয়া ততবড় পাত্রের মাথায় মাথায় হইয়া যাইবে তাহার পর এই ফেনাটাকে লইয়া একটা কাষ্ঠের ফ্রেমে ঢালিয়া দিতে হইবে। প্রায় ৬।৭ দিনে সমস্তটা জমাট হইয়া যাইবে তখন ছুরিদ্বারা কাটিয়া ছোট ছোট করিয়া লইতে হইবে। ইহার সহিত ইচ্ছা মত রং এবং সুগন্ধও দেওয়া যাইতে পারে। অটো, অয়েন নিরোলী চাঁপার আতর ২।৪ ফোঁটা দেওয়া যাইতে পারে। রং করিতে অর্দ্ধ হইতে ১ড্রাম Vermillion প্রতি পাউণ্ডে দিতে হয়। তবেই দেখা যইতেছে যে ফ্লোটীং সোপ ঘরে করিতে হইলে সাবানের ফেনাই ইহার উপকরণ। ইহা আমাদের পূর্ব্ব প্রস্তুত প্রণালীর প্রকারান্ত মাত্র। কিন্তু মৌলিক ভাষমান সাবান প্রস্তুত প্রণালীও আছে, কিন্তু তাহাতে কল্ কব্জার আবশ্যক। সুতরাং গার্হস্থ্য শিল্পের মধ্যে তাহা আলোচনা করা অনাবশ্যক। সাবান প্রস্তুতে রসায়ন শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু বাজার চলিত খেৎ সাবান হইতে নানা প্রকার সাবান করা যাইত পারে।

Wool washing Powder.
পশমী বস্ত্র ধুইবার সাবান চূর্ণ।

শুষ্ক সোডা (Dried Soda)	৩৫ ড্রাম
সাবান চূর্ণ (বার সোপ)	১০ ড্রাম
ষ্ট্রাল আমোনিয়াক	১০ ড্রাম

উত্তমরূপে পিশিয়া মিশাইতে হইবে। ইহা গরম জলে ফেলিলেই সাবানের মত ফেনা হইবে, সেই ফেনাটে গরম বস্ত্রাদি চুবাইয়া ২।৩ ঘণ্টা বাদ কচ্লাইলেই বেশ পরিষ্কার হয়। আমাদের দেশে সাবান চূর্ণ (Soap Powder) কেহ করিয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে দেন নাই সুতরাং কেহ এই জিনিসটা প্রস্তুত করিয়া বাজারে দিলে Original মৌলিক বলিয়া প্রথম প্রথম বেশ লাভ করিতে পারেন। সমস্ত সাবানই শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিতে কষ্ট হয় না। এদেশে অনেক সাবান বিক্রেতার সাবাম শুষ্ক হইয়া যাইলে তাহা আর বিক্রয় হয় না। সেই শুষ্ক সাবানকে এইরূপে কার্য্যোপযোগী

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

করিতে পারিলে লোকসান ত হয় না বরং নাম্ পাল্টাইলে নূতনত্বের জন্য লাভ হয়। এ দেশে পরিত্যক্ত দ্রব্যের ব্যবহার না জানায় বহু ক্ষতিই হইয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে তাহা হইতে পায়না বলিয়াই সে দেশের ধনাগমের পন্থা প্রশস্ত। কথা প্রসঙ্গে বলিতেছি যে, কত পুরাতন রদ্দি গরম কাপড় এবং অন্যান্ত ছিন্ন বস্ত্রের প্রকাণ্ড ব্যবসায় আছে। শুনিয়াছি, এই গলিত বস্ত্র সমূহ নানা দেশ হইতে যাইয়া পুনরায় কলে ধৌত ও ধোনাই হইয়া কিঞ্চিৎ নূতন উল ও তুলার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় সূত্র প্রস্তত হয় এবং নূতন বস্ত্ররূপে এদেশে ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। বাতিল দ্রব্য হইতে প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে। এদেশে বাতিল দ্রব্যের কোন সদ্ব্যবহারই হয় না, আমরা রাস্তায় ফেলিয়া দিই, অন্য লোকে তাহাই কুড়াইয়া অর্থবান হয়।

——

SAVING PASTE.

কামাইবার সাবান পেষ্ট।

ইহারও নূতনত্বের জন্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা অধিক। কেহ করে নাই।

White soft Soap	4 oz
Spermaceti	½ oz
Salad Oil	½ oz

একত্রে গলাইয়া, ঘন ঘন নাড়িয়া শীতল করিতে হইবে, ইহাকে ইচ্ছামত সৌরভময় করাও যাইতে পারে। তাহার পর কৌটায় পুরিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহা গরম ও শীতল জলে গলে এবং অল্পেই প্রচুর ফেন উৎপন্ন করে, এবং মুখে দিলে সহজে শুষ্ক হয় না বলিয়াই ক্ষৌর কর্ম্মে যাঁহারা সাবান ব্যবহার করেন, তাহাদের আদরের সামগ্রী হওয়াই সম্ভব। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ঔষধের দোকানে পাওয়া যাইবে। Salad oil Sweet oil এর নামান্তর মাত্র।

——

Special for "Businessman.

HOMŒPATHIC NOTES.

Dyspepsia.

অজীর্ণ চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। আচ্ছা, কার্ব্বোভেজিটেব্লিস এবং সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ এই দুইটী ঔষধের সাধারণ পার্থ্যক্য কি ?

গুরু। পার্থক্য আছে বৈকি। কার্ব্বো ভেজিটেব্লিসের অজীর্ণ রোগ ক্রমাগত থাকে, তাহাতে ক্ষণিকের জন্য উপসম হয় মাত্র। মনে হয়, বায়ুতে পেট্ পরিপূর্ণ এবং পাকস্থলী এবং পেট ফাটিয়া যাইবে। টক, দুর্গন্ধময় বায়ু নিঃসরণ; উদরের মধ্যে আগুনের ন্যায় জ্বালা। Excessive flatulence with tendency to dirrahœa পেটের অত্যন্ত ফাঁপ এবং তাহাতে উদরাময় হইবারই উপক্রম। অত্যন্ত লঘু পথ্য ও উদরস্থ হইলে সহ্য হয় না।

সলফিউরিক অ্যাসিডের রোগীরও এমন টক্ উদ্গার বা অম্লাক্ত ভুক্ত দ্রব্য গলা বাহিয়া উঠে যে তাহাতে দাঁত টকিয়া যায়, এইটী ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগী ভয়ানক দুর্ব্বলতাও অনুভব করে।

শিষ্য। দাঁত টকিয়া যাওয়ার লক্ষণ ত রুবিনিয়াতেও দেখা যায়, তবে পার্থক্য বুঝিব কেমন করিয়া।

গুরু। হাঁ রুবিনিয়াতেও এই লক্ষণ আছে বটে। রুবিনিয়ার রোগীর আহারের একটু পরেই যাহা খায় সমস্ত অম্লাক্ত হইয়া উঠে, এবং গলা দিয়া উঠিলেই দাঁত পর্য্যন্ত টকিয়া যায়। Burning pain in the Stomach, পেটের মধ্যে অগ্নি শিখার ন্যায় জালা। কিন্তু সল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের Cold relaxed feeling in the stomach, পাকস্থলীতে শিথিলতা এবং শীতলতা অনুভব হয়। মাতালদের অজীর্ণ রোগের ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। সলফিউরিক অ্যাসিডের মাতাল রোগী ব্রাণ্ডি খাইতে চায়।

শিষ্য। কার্ব্বোভেজ্ ঔষধেও ভয়ানক পেট্ ফাঁপা আছে, চায়না এবং নক্স ভমিকাতেও সেই পেট্ ফাঁপা লক্ষণ আছে, তবে পার্থক্য কর্‌তে ভয়ানক কঠিন সমস্যা দেখিতেছি।

গুরু। কার্ব্বোভেজ এর পেট্ ফাঁপা উপর পেটে, more upward on the diaphram. এই জন্য রোগী শ্বাষ কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু চায়নার পেট্ ফাঁপার বেগ, কতকটা নিম্নদিকে, কিন্তু নক্সভমিকার মত নহে not so much downward pressure as Nox. v. এখন বুঝিয়াছ যে পার্থক্য আছে কিনা।

শিষ্য। আচ্ছা কার্ব্বভেজিটেব্লিস এবং লাইকোর মধ্যে কি আর কোন বিশেষ পার্থক্য আছে।

গুরু। একটু আছে। কার্ব্বোর উদরাময় প্রবৃত্তি, লাইকোর কোষ্ট বদ্ধতা। (tendency to constipation) ব্যাভিচারের পর অজীর্ণ রোগে কার্ব্বোভেজ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চায়না কেমন স্থলে প্রয়োগ করা যায় বলিতেছি। চায়নাতেও পেট ফুলিয়া থাকে কিন্তু বায়ু নিঃসরণে কতকটা উপসম বোধ করে। অম্ল উদ্গার, গলা বাহিয়া অম্ল উঠে,

বহুক্ষণে আস্তে আস্তে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইতে থাকে। অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য গোটা গোটা বমন ও ভেদ, সমস্ত দ্রব্যে অরুচি, গলা দিয়া উঠিলে তাহাতে ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। সুরাপানের এবং টক খাইবার ইচ্ছা, সমস্ত কাজ কর্ম্মে উদাসীনতা, রসরক্ত ক্ষয়ের পর পীড়া হইয়া থাকিলে চায়না দ্বারা মহৎ উপকার হইয়া থাকে।

চায়না র পেট ফাঁপায় abdomen feels tight and full. উদ্গার উঠিলে কার্ব্বো-ভেজ এরত উপসম বোধ হয় না কিন্তু নিম্ন বায়ু নিঃসরণে কথঞ্চিৎ উপসম বোধ হয়। **Debelity with desire to lie down after every meal,** দুর্ব্বলতা, প্রত্যেকবার আহারের পর শয়নের দুর্দ্দম্য ইচ্ছা।

শিষ্য। আচ্ছা লাইকোপোডিয়মের অজীর্ণ রোগী কেমন?

গুরু। রোগীর ভারি ক্ষুধা, কিন্তু খাইতে বসিয়া দুই এক গ্রাস খাইয়াই মনে করে তাহার পেট্ পরিপূর্ণ হইয়াছে, এইটী লাইকোর রোগীর বিশেষ লক্ষণ। খাইতে খাইতে পেটের ভিতরে যাতনা অনুভব হইতে থাকে। চায়নার রোগীর ন্যায় আহারের পরই নিদ্রালুতা, পেটে বায়ু জন্মান ইহাতেও আছে বটে, কিন্তু পাকস্থলীতে নহে, নিম্নোদরে বায়ু সঞ্চার হইয়া থাকে। বায়ু নিঃসরণে অতিশয় দুর্গন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধতা। ইহাতে বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া কখন কখন শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে। দুর্দ্দম্য ক্ষুধা এবং সামান্য ভোজনে সে ক্ষুধা মিটিয়া যাইলেও সেই ক্ষুধার সময় কিছু না খাইলে মাথা ধরা অনিবার্য্য। অম্লোদগার অম্ল বমন, মুখের অম্ল আস্বাদ এসকল লক্ষণও লাইকোতে আছে।

শিষ্য। এমন কি কি ঔষধ আছে যে, আহারের ২ ঘণ্টা পরে পেটের মধ্যে যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে?

গুরু। পলসেটিলা, নক্স এবং এনাকার্ডিয়ম এই তিনটী ঔষধের লক্ষণে আহারের দুইঘণ্টা পরে পেটের যন্ত্রণা উপস্থিত হয় লক্ষণ আছে, সুতরাং এই তিনটী ঔষধের পার্থক্য তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

আরোগ্য সংবাদ।

অজীর্ণ জনিত হৃদিস্পন্দনে নক্সভমিকা

প্রায় ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক বালক, মেট্রোপলিটন বহুবাজার ব্রাঞ্চে অধ্যয়ন করে। ক্লাসে পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ তাহার হৃদিস্পন্দ আরম্ভ হয়, তাহার এমন কখন হয় নাই। তাহার অতিশয় ভয় হয়, বালক পল্লীগ্রামবাসী, কোন আত্মীয় স্বজন নিকটে নাই বড় ব্যাকুল হইয়া নিকটেই একজন কবিরাজের নিকট গমন করে, তিনি ২।৩ পুরিয়া ঔষধ দিয়াছিলেন। ২।৩ দিবস খাইয়াছিল কিন্তু কোন উপশম হয় নাই। তাহার পর আমাদের চেরিটেবল্ ডিসপেন্সারীতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

নক্সভমিকা ২০০ শক্তির ৪টী মাত্র গ্লোবিউল তাহাকে একবার দিয়াছিলাম ও বালককে বিশ্রাম করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। পরদিন বালক হাস্যমুখে বলিয়াগেল যে, সেই এক মাত্রা ঔষধেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। তাহার পর আর উপসর্গ তাহার হয় নাই।

S. P. C.

Cuttings.

নানা তথ্য।

—:o:—

শিশুর ওজন।

(১) সদ্য প্রসূত শিশুর ওজন গড়ে ৩।।० সের হইয়া থাকে। জন্মের পর দুই তিন দিন ওজন কমিতে থাকে। দুই তিন দিনে ২ ছটাক হইতে ৩।। ছটাক ওজন কমিয়া যায়। তারপর আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৮ম হইতে ১০ম দিনে পুনরায় তাহার ওজন ৩।। সের হয়। ইহার পর হইতে শিশুর ওজন ক্রমে বেশী হওয়া উচিত। শিশুর দেহ পুষ্ট হইতেছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য সপ্তাহে একবার তাহাকে ওজন করা উচিত। শিশুর জন্মের ১ম হইতে ৪র্থ সপ্তাহের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ১ কাঁচ্চা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মাসে প্রতি সপ্তাহে ৩ ছটাক ১ কাঁচ্চা, তৃতীয় মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ৩ কাঁচ্চা চতুর্থ মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ২ কাঁচ্চা, পঞ্চম মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ১ কাঁচ্চা ষষ্ঠ মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ২ কাঁচ্চা সপ্তম মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ২ কাঁচ্চা অষ্টম মাসে প্রতি সপ্তাহে ২ ছটাক ০ কাঁচ্চা নবম মাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ৩ কাঁচ্চা, দশম মাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ২ কাঁচ্চা একাদশমাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক ২ কাঁচ্চা দ্বাদশ মাসে প্রতি সপ্তাহে ১ ছটাক বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১ বৎসরের শিশুর ওজন সাধারণতঃ ১০।। হইতে ১১।। সের হয়। ৬ মাস বয়সে শিশু উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করে, ৯ মাস বয়সে উঠিয়া বসে। কিন্তু জোর করিয়া শিশুকে বসান বা তাহাকে বসিতে উৎসাহিত করা উচিত নয়। শিশুরা সচরাচর ১ বৎসর বয়সে

বেড়াইতে আরম্ভ করে। শিশুর বয়স যখন ৭।৮ মাস হয়, তখন তাহার আর রাত্রিকালে খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। রাত্রি ৯।১০ টার সময় আহার করাইয়া ভোরে আবার খাওয়াইলেই চলিতে পারে। এই সময় কেবল দুধ খাইলে শিশুর ওজন বৃদ্ধি হয় না। তাহাকে এরোরুট, বার্লি প্রভৃতি দুধের সহিত খাইতে দেওয়া উচিত।

শুভঃ

কয়লার মূল্য হ্রাস।—কয়লার রপ্তানী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আইন করিয়াছেন। কয়লার কাটতি কমিয়া যাওয়ায় রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ২৮ মণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা ১৷৹ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অনেক খনির কাজ মন্দা পড়িয়াছে এবং অনেক বন্ধ হইয়াছে।

কাচের কারখানা।—কোটার দরবার কোটা রাজ্যে একটি কাচের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

টাটা আয়রন ষ্টীল।—এই সুবৃহৎ স্বদেশী লোহার কারখানার ১৯১৪-১৫ অব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭ই নভেম্বর অংশীদারগণের সভা হইয়া স্থির হইয়াছে,অর্ডিনারী অংশ গুলির জন্য শতকরা ৮৲ হিসাবে এবং ডেফার্ড অংশ গুলির জন্য শতকরা ২৫৲ লাভ দেওয়া হইবে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর ২৮৮৩০৮৮ ৸৶৹ পাই লাভ হইয়াছে।

কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা।

বিহার ও উৎকলের গবর্ণমেণ্ট নবপ্রদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছেন,দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা আছে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা নাই,সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ দেশে কৃষি শিক্ষার বিস্তার করিলে এবং কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার শিখাইলে সুফল ফলিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, বিহার ও উৎকলের গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিতেছেন যে, স্থানীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটী অংশে বিভক্ত করা হইবে। তাহার প্রত্যেক অংশে ইউরোপে কৃষিবিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত একজন কৃষিতত্ত্ববিৎ থাকিবেন এবং তাঁহার অধীনতায় একজন কৃষি ইন্‌স্পেক্টার বা তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেক জেলায় কাজ করিবেন। কৃষি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান এবং নূতন নূতন ফসলাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টার মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রে একটী করিয়া কৃষিক্ষেত্র আছে। গত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাঁচিতে কৃষি সম্বন্ধে পরীক্ষা ও শিক্ষা প্রদানের জন্য একটী কৃষিক্ষেত্র খোলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক ইনস্পেক্টার যাহাতে স্বীয় জেলা ও তৎসন্নিহিত স্থানে ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের সাহায্যে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দানাদি করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিহার ও উৎকলের কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন, কৃষিবিভাগের উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কর্ম্মকেন্দ্রে কৃষিক্ষেত্র থাকিলেও সেখানকার কার্য্য ও শিক্ষার প্রতি কৃষকদিগের চিত্ত প্রকৃষ্ট ভাবে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং কৃষির উন্নতি সাধন বিষয়ে যে সকল নূতন উপায় অবলম্বিত হইতেছে, কৃষকেরা তাহার যথোচিত পরিচয় পায় না। তাই তাহারা কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার বাহাদুরের পরামর্শ অনুসারে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর কতকগুলি লোককে বিভাগীয় কৃষিক্ষেত্রে রাখিয়া কৃষিবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন। শিক্ষান্তে এই সকল কৃষক স্ব স্ব জেলায় ফিরিয়া গিয়া কৃষকদিগকে উন্নত প্রণালীর যন্ত্র তন্ত্রের ব্যবহার এবং কৃষির উন্নতি সাধন বিষয়ে শিক্ষা দান করিবে। এদেশের নিরক্ষর ও রক্ষণশীল কৃষকদিগকে কৃষি বিষয়ে সুশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিহার ও উৎকলের গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা কার্য্য ক্ষেত্রে লব্ধ বিদ্যাই ফলপ্রদ। আমরা আশা করি, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষি শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সাধন করিবার জন্য যথোচিত সদুপায় অবলম্বনে বিরত থাকিবে না।

হিতঃ

নূতন আবিষ্ক্রিয়া।

মিঃ ওয়াণ্টার রীড নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক, সংপ্রতি একটি নূতন বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞান বলে তিনি বস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে ভবিষ্যতে আর সূত্র প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়ন করিবার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে তরল সেলুলোম হইতে একেবারে বস্ত্র প্রস্তুত হইবে। যে প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার আদর্শ বৃহৎ দণ্ডের গাত্রে অঙ্কিত থাকে, কলের সাহায্যে দণ্ডের গাত্রে সেলুলোম মাখাইয়া দেওয়া হয়, যে অতিরিক্ত সেলুলোম দণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে তাহা একখানি ছুরিকা দ্বারা কৌশলে চাঁচিয়া লওয়া হয়। তাহার পর তরল সেলুলোম জমিয়া কাপড়ে পরিণত হয় ও উহা গুটাইয়া লওয়া হয়। সেলুলোম তরল অবস্থায় রঞ্জিত করিয়া লইলে, বস্ত্রও রঞ্জিত হয়। এই প্রকারে প্রস্তুত বস্ত্রের একটা সুবিধা এই যে, উহার উপর জলের কোন ক্রিয়া হয় না। মিঃ রিড্ বলিতেছেন, ইদানীং পারিসে রমণীদিগের টুপীতে নূতন ধরণে প্রস্তুত এই বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল।

মধুমক্ষিকার বুদ্ধি।

পতঙ্গকুলের মধ্যে মধুমক্ষিকাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি বিস্ময়কর। সময় সম্বন্ধে তাহাদিগের জ্ঞানও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন, মক্ষিকাদিগের স্মরণশক্তিও খুব প্রবল। তজ্জন্য উহারা বাসস্থান হইতে অনেক দূরে গিয়া মধু সংগ্রহ করে এবং দৃষ্ট পথের চিহ্ন ধরিয়া আবার আপনাদিগের বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। একটি সাহেব কতকগুলি মৌচাক রাখিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের কার্য্যপটুতা ও সময়ানুবর্ত্তিতা দর্শনে বড়ই আনন্দিত হন এবং সময় সম্বন্ধে বাস্তবিক উহাদিগের জ্ঞান আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে কৌতূহলের সঞ্চার হয়। তজ্জন্য তিনি কয়েক দিন ধরিয়া বাড়ীর ছাদের উপর। চাকের নিকট বসিয়া আহার করিবার ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে, বিভিন্ন বার ভোজনকালে তাঁহার টেবিলে খাদ্যের সহিত মিষ্টান্ন ও ফল দেওয়া হইত। ক্রমে দেখা গেল, মধুমক্ষিকারা ফলের ও মিষ্টান্নের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া টেবিলে আসিয়া ফল ও মিষ্টান্নের রস গ্রহণ করিতে লাগিল। মধুমক্ষিকারা এই ভাবে মিষ্টান্ন ও ফলের রস সংগ্রহে অভ্যস্ত হইলে তথা হইতে কিছুদূরবর্ত্তী একটি কক্ষে তিনি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন, মধুমক্ষিকারা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেখানে গিয়া ফল ও মিষ্টান্নের রস আহরণ করিতে লাগিল। তখন তিনি আরও দূরবর্ত্তী ঘরে গেলেন, কিন্তু ফল পূর্ব্বানুরূপ হইতে লাগিল। মধুমক্ষিকাদিগের যে সময়ের জ্ঞান আছে, তাহারা যে নিরূপিত সময়ে স্থান বিশেষে গমন করিতে পারে এই উপায়ে তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইল।

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্ত্তৃক ১৭ নং অক্রূর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।